ওঁ

নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায়।

অথর্ব্ববেদীয়-

অল্লোপনিষৎ।

(শ্রুতি-বৃত্তি-বঙ্গানুবাদ-সমেতা।)

বেদান্তর্গত "অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ" "পঞ্চদশী" "কৃত্যকল্পদ্রুম" "কামসূত্র" "বেদান্তরত্নাবলী" "বেদমাতা-গায়ত্রী" পুরাণ, তন্ত্র, যোগ ষড়্দর্শনাদি বিবিধ-শাস্ত্র-প্রকাশক-

শ্রীমহেশচন্দ্র-পালেন

সঙ্কলিতা প্রকাশিতা চ।

(উপনিষৎ-কার্য্যালয়ঃ। ১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্; কলিকাতা।)

কলিকাতারাজধান্যাম্।

৬৯ নং, সুখিয়া ষ্ট্রীটস্থ-মহাকালীনামমুদ্রাযন্ত্রালয়তঃ
শ্রীঅবিনাশচন্দ্রমল্লিকেন মুদ্রিতা।

১৩১৪ বঙ্গাব্দীয়বৈশাখে মাসি।

[মূল্য ৷৴০ আনা।]

মূল, টীকা, টিপ্পনী ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত

কৃত্যকল্পদ্রুম।

ইহাতে মানবের উৎপত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া (নিষেকাদি শ্মশানান্ত) মৃত্যুর পর অবধি যাহা কিছু কর্ত্তব্য—কাম্য, নিত্য, নৈমিত্তিক এবং নিষিদ্ধ কর্ম্ম সকল, বেদোক্ত, স্মৃত্যুক্ত ও [illegible]পুরাণাদিকথিত সকল প্রকার কর্ম্মেরই বিশদ মীমাংসার সহিত প্রয়োগপদ্ধতি নিত্যস্বরূপে প্রাঞ্জল অনুবাদের সহিত প্রকাশিত হইতেছে।

ইহাতে দেখিতে পাওয়া যাইবে,—দিনকৃত্য বা তিথিকৃত্য, পক্ষকৃত্য, মাসকৃত্য, ঋতুকৃত্য, অয়নকৃত্য, বর্ষকৃত্য প্রভৃতি; পূর্ব্বাহ্নকৃত্য—শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দন্তধাবন, শৌচ, স্নান, পূজা, সন্ধ্যা বন্দনাদি; সেইরূপ মধ্যাহ্নকৃত্য, অপরাহ্নকৃত্য, সায়াহ্নকৃত্য ও রাত্রিকৃত্য প্রভৃতি; ইহার মধ্যে দেবদেবীর পৃথক্ পূজা, হোম, পুরশ্চরণ প্রভৃতি; মেয়েলি-ব্রত যমপুকুর হইতে জন্মাষ্টমী, শিবরাত্রি, রামনবমী, ষট্পঞ্চমী, অশোকষষ্ঠী, ললিতা-সপ্তমী, দূর্ব্বাষ্টমী, তালনবমী, অনন্তচতুর্দ্দশী, পিপীতকীদ্বাদশী, সাবিত্রীচতুর্দ্দশী প্রভৃতি বহুবিধ ব্রত সমূদয়ের আবশ্যকীয় বিধান ও দ্রব্যাদির তালিকা হইতে দক্ষিণান্ত পর্য্যন্ত; যথারীতি ও পদ্ধতি অনুসারে দুর্গাপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, বাসন্তীপূজা, কার্ত্তিকপূজা, গণেশপূজা, শিবপূজা প্রভৃতি; শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, গ্রহযাগ, গৃহযাগ এবং দশবিধ সংস্কার প্রভৃতি।

ইহাতে বেদ, পুরাণ ও তন্ত্রোক্ত সর্ব্ববিধ স্নান, পূজা, জপ, পুরশ্চরণ, অভিষেকাদি সপ্রমাণ সানুবাদ লিখিত হইতেছে। তদ্দ্বারা শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য ও সারস্বত সকল প্রকার সাধকই অভীষ্ট বিষয় অবগত হইতে পারিবেন।

একাদশী প্রভৃতিতে বৈষ্ণবের প্রধান ও প্রামাণিক গ্রন্থ "হরিভক্তি-বিলাস" প্রভৃতির মীমাংসাও যথাস্থানে যথারীতিতে সংগৃহীত হইবে।

অধিকন্তু প্রত্যেক ক্রিয়াকাণ্ডের কালাকালের সমন্বয় করিয়া, সময়শুদ্ধি-প্রকরণের বিচার ও পদ্ধতি সকলও সন্নিবেশিত হইতেছে; সুতরাং কি ধনী, কি দরিদ্র, কি মূর্খ, কি পণ্ডিত, কি যজমান, কি পুরোহিত, কি গুরু, কি শিষ্য সকলেরই নিত্য গৃহ-পঞ্জিকার ন্যায় এই "কৃত্যক[illegible]"এর এক এক খানি [illegible] করিয়া রাখা আবশ্যক।

"কৃত্যকল্পদ্রুমের প্রত্যেক ক্রিয়ার প্রমাণিক মীমাংসা, স্থলে সায়ণাচার্য্যাদির ভাষ্য সহিত চতুর্ব্বেদ, হেমাদ্রির "চতুর্ব্বর্গ-চিন্তামণি" জীমূত-বাহনের "কালবিবেক' মাধবাচার্য্যের "কালমাধবীয়" নারদ, বিষ্ণু, পরাশর আঙ্গিরস প্রভৃতি মহাজনদিগের প্রাচীনতম "স্মৃতিসমুচ্চয়" পরাশরভাষ্য, মদন-পালের "মদনপারিজাত' শূলপাণি ও গোবিন্দানন্দের সমগ্র "বিবেক ও কৌমুদী" রঘুনন্দের "স্মৃতিতত্ত্ব" রণবীরের "ব্রতরত্নাকর" "ত্রিকাণ্ডমণ্ডন, ধর্ম্মসিন্ধু, নির্ণয়সিন্ধু, মুহূর্ত্তচিন্তামণি, বৃহৎসংহিতা, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, রাজমার্ত্তণ্ড, ব্যবহারসমুচ্চয়, নিত্যাচারপদ্ধতি, নিত্যাচারপ্রদীপ, বিধানপারিজাত, কৃত্য-চিন্তামণি, কৃত্যদিবাকর, আচারার্ক, আচারাদর্শ, গদাধরপদ্ধতি," অষ্টাদশ-পুরাণ, উপপুরাণ, স্মৃতি-সংহিতা, ইতিহাস, ষড়্দর্শন, ভাষ্য, বার্ত্তিক ও টীকাদি সহিত বেদান্ত, উপনিষদ্ এবং গোভিল, পারস্কর, আশ্বলায়ন, বৌধায়ন, কাত্যায়ন, সাংখ্যায়ন, লাট্যায়ন, শাট্যায়ন, আপস্তম্ব, প্রভৃতি সমগ্র কল্প, শ্রৌত ও গৃহ্য এবং ধর্ম্মসূত্র ও যাস্কের "নিরুক্ত"—ইত্যাদি ইত্যাদি, সমুদয়ই ইহার অবয়ব ও প্রমাণস্বরূপে প্রদত্ত হইতেছে।

কৃত্যকল্পদ্রুমান্তর্গত "সৃষ্টি-কাণ্ড" প্রকাশিত হইয়াছে।—

ইহার নগদ মূল্য ৸০ আনা।

ইহার প্রথমপল্লবে সৃষ্টি-প্রসঙ্গ, দ্বিতীয়ে—মহাপ্রলয়, তৃতীয়ে—মায়া-সৃষ্টি, চতুর্থে—ঈশ্বর-সৃষ্টি, পঞ্চমে—বেদ-প্রাদুর্ভাব, ষষ্ঠে—বৈদিকসম্প্রদায়প্রবৃত্তি, সপ্তমে—মানব-সৃষ্টি নির্ণীত হইয়াছে। বেদ-বেদান্ত ও দর্শনশাস্ত্র-সমুচ্চয়ের অমৃতরূপ পয়ঃ দোহন করিয়া এই অমৃতামৃত উৎপন্ন হইয়াছে, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এক্ষণে ইহার "ধর্ম্ম-কাণ্ড" প্রকাশিত হইতে চলিল। "ধর্ম্ম-কাণ্ডের" প্রথমেই শাখা, পল্লব ও দলের অনুক্রমণিকা বলিয়া "সনাতনধর্ম্ম-প্রসঙ্গ" ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাহাতে প্রকৃত ধর্ম্ম কি ও কি রূপে তাহা নিম্নস্তরে ক্রমশঃ অবতরণ করিয়াছে, তাহার বিবরণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। তারপর, মানবধর্ম্ম, বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রসঙ্গে মানবের বর্ণাদিবিভাগ করিয়া ধর্ম্ম-সমন্বয় করা হইয়াছে। তারপর, ইহার দ্বিতীয়-শাখায়—ধর্ম্মস্থান, ধর্ম্মপ্রতি-পালন, ধর্ম্মের ফলশ্রুতি এবং সপ্তলোক-প্রসঙ্গ কীর্ত্তন করা হইয়াছে।

ইহার তৃতীয়শাখার প্রথমপল্লবে, ধর্ম্মলক্ষণ এবং দ্বিতীয়পল্লবে, দেশ-প্রসঙ্গের মধ্যে যজ্ঞিয়দেশ, দানযোগ্যদেশ, শ্রাদ্ধদেশ এবং নিন্দিতদেশ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। পরন্তু এই সকল দেশের বিস্তারিত ইতিহাস এবং মাহাত্ম্যাদিও প্রদত্ত হইয়াছে। তারপর, কাল-প্রসঙ্গক্রমে তৃতীয়পল্লবে,—দ্বাদশটি দল অতি উদারভাবে অঙ্কিত হইয়াছে।—ইহার প্রথমদলে, নিত্যকালরূপী পরব্রহ্ম বা পরমেশ্বরের নির্ণয় করা হইয়াছে। দ্বিতীয় দলে, তাঁহা হইতে যে কাল (জন্য-কাল) উৎপন্ন হইয়া সমস্ত খণ্ড-কালকে শাসিত করিতেছেন, তাঁহার ও খণ্ড-কাল সমূহের বিষয় বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয়দলে, সংবৎসর ; চতুর্থদলে, অয়ন ও পঞ্চমদলে, ঋতুসকলের নির্ণয় করা হইয়াছে। ষষ্ঠদলে, মাস-প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া, সপ্তমদলে, মলমাস নির্ণীত হইয়াছে, অষ্টমদলে, সৌরমাস ও সংক্রান্তি নির্ণয়, নবমদলে, চান্দ্রমাস ও পক্ষের পরীক্ষা করা হইয়াছে। দশমদলে, নানাবিধ কাল ও তিথি-প্রসঙ্গের সহিত পক্ষাদি নিমেষান্ত সূক্ষ্মকালের বিষয় বিবেচিত হইয়াছে, একাদশদলে পূর্ব্বোক্ত চান্দ্রমাসের প্রসঙ্গক্রমে তিথির নিশ্চয়, তিথির ও রাশিবিশেষের ব্যবস্থা ও ভোগসকল এবং প্রসঙ্গক্রমে গ্রহগত্যাদির নির্ণয় সহিত অতিবিশুদ্ধভাবে চিন্তিত ও যাবতীয় প্রকার অশুদ্ধির কারণ সকল সূক্ষ্মবিচারের সহিত বিবেচিত হইয়াছে। দ্বাদশদলে, ভূমিকম্পাদিরূপ অদ্ভুতজাত কালাশুদ্ধির বিষয় এবং ভূমিকম্পের বিস্ময়কর কারণকলাপ ও অন্যবিধ কারণ, যাহা মানবীয় জ্ঞানের গোচর হইতে পারে না, তৎসমুদায় নির্ণয় করিয়া দেখান হইয়াছে।

ইহার চতুর্থপল্লবে, কর্ম্মের নানাবিধ অঙ্গ বা উপায়ের নির্ণয় করা হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে, কর্ম্মকাণ্ডে যাইয়া আর কোনপ্রকার হাস্যকর ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইতে হইবে না ; কারণ, ইহা কর্ম্ম-কাণ্ড সম্বন্ধে আদর্শের (আয়নার) ন্যায় প্রত্যক্ষ-প্রতীত ফল দিতে সমর্থ।

ইহার পঞ্চমপল্লবে, দ্রব্যের নির্ণয় এবং ষষ্ঠপল্লবে, শ্রদ্ধার (যাহাতে ধর্ম্মে ও কর্ম্মকাণ্ডে বিশ্বাস জন্মে) বিষয় সকল বিবেচনা করা হইয়াছে।

ইহারপর সপ্তমপল্লবে,—হেমাদ্রি পাত্র-পদের বিপরীত ব্যাখ্যা করিয়া, যে ভ্রমে অন্যান্য নিবন্ধকারকে নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই ভ্রমের অপনোদন এই পল্লবেই সমাহিত হইয়াছে। পাত্র-প্রসঙ্গের প্রথমদলে দান-পাত্র, দ্বিতীয়দলে যজ্ঞিয়পাত্র, তৃতীয়দলে দেবপূজাপাত্র এবং বৈবাহিক—অর্হণীয় (বরের) পূজাপাত্র ও পাদ্যার্ঘ্যাদিপাত্র, আচমনপাত্র, গন্ধপাত্র, নৈবেদ্য-

পাত্র, পানীয়পাত্র; তারপরে, চতুর্থদলে শ্রাদ্ধপাত্র, তন্মধ্যে ভোজনপাত্র, পরিবেষণপাত্র, পাকপাত্র এবং প্রকীর্ণপাত্র, এ সকল বিষয় বিষদভাবে বিবেচিত ও নির্ণীত হইয়াছে।

ইহার অষ্টমপল্লবে, "সুধীগণের বিচারের বিষয় ত্যাগ" (বৈদিক, তান্ত্রিক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সময়াচারিক ও ব্যবহারিক সঙ্কল্প ও দান) বিষয়ে কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

অতঃপর, এইরূপ প্রণালী অনুসারেই কর্ম্মকাণ্ডাদিও নির্ণীত হইতে চলিল এবং হইবে। ইহার প্রথমে কল্পসূত্র ও প্রমাণ ভাগ লইয়া কোন্ অঙ্গের পর, কোন্ অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হইবে; বা কোন্ কর্ম্মের পর, কোন্ কর্ম্ম করিতে হইবে, তাহার বিস্তারিত বিচার থাকিবে। তন্নিম্নে মূল প্রয়োগ-পদ্ধতি অতি বিশুদ্ধরূপে এবং তন্মধ্যস্থ প্রত্যেক বৈদিকমন্ত্রই মৌলিক-ভাষ্যের সহিত ও তাহাদের অবিকৃত ও অবিকল বঙ্গানুবাদ থাকিবে।

যে সকল ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মগণ ইহার গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিজ নিজ নামধামসহ অগ্রিম মূল্য ১৲ একটাকা জমা দিয়া ইহার গ্রাহক-শ্রেণী ভুক্ত হইয়া প্রোৎসাহিত করিলে চরিতার্থতা লাভ করিব।

ইহার প্রত্যেক বিষয়, প্রত্যেক খণ্ড মধ্যেই শেষ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে এবং ভবিষ্যতে তাহাই হইবে। এজন্য প্রত্যেক সংখ্যার মূল্যও পৃথক্ পৃথক্ হইতেছে। পরন্তু যেমন এক এক খণ্ড সম্পূর্ণ আকারে প্রকাশিত হইবে, সেইমত উহা গ্রাহকদিগের নিকটে ভ্যালুপেয়েবল্ ডাকযোগে প্রেরণ করিয়া সেই খণ্ডের নির্দ্ধারিত মূল্য আদায় করিয়া লওয়া হইবে, কিন্তু নিয়মিত গ্রাহকদিগকে ভিঃ পিঃ ও ডাকমাশুলাদির খরচা কিছুই দিতে হয় না। আমরা নিজব্যয়ে পাঠাইয়া থাকি এবং উপরি উক্ত ১৲ টাকা তাঁহাদিগের নামেই জমা থাকিবে।

পত্র লিখিলে আমার প্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থের বিস্তারিত সূচীপত্র বা মূল্যাদির সহিত তালিকা প্রেরিণ করা হয়।

উপনিষৎ-কার্য্যালয়।
১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্;
জোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল।

বিজ্ঞাপন।

উপনিষদ্ গ্রন্থ।

শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য দীপিকা ও বঙ্গানুবাদ সহিত	মূল্য	ডাঃ মাঃ।
ঋগ্বেদীয় "ঐতরেয়োপনিষৎ" (ভাষ্যের অনুবাদ সহ ২য়, সংস্করণ)	৸০	৵১০
সামবেদীয় "ছান্দোগ্যোপনিষৎ"	৬৸৶০	৶০
ঐ "কেনোপনিষৎ" (ভাষ্যের অনুবাদ সহ ২য়, সংস্করণ)	।৶০	৵১০
ঐ "মুক্তিকোপনিষৎ"	।/০	৵১০
শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয় "ঈশোপনিষৎ" (ভাষ্যের অনুবাদ সহ ২য়, সংস্করণ)	।০	৵১০
ঐ "বৃহদারণ্যকোপনিষৎ"	৮৸০	।০
কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয় "শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ"	১।০	৵১০
ঐ "কঠোপনিষৎ"	১৲	৵১০
ঐ "তৈত্তিরীয়োপনিষৎ"	১।৶০	/০
ঐ "তেজোবিন্দু, ধ্যানবিন্দু ও অমৃতবিন্দু-উপনিষৎ"	॥৶০	৵১০
অথর্ব্ববেদীয় "অথর্ব্বশির-উপনিষৎ" ও "অথর্ব্বশিখোপনিষৎ"	॥৵০	১০
ঐ "প্রশ্নোপনিষৎ"	৸০	৵১০
ঐ "মুণ্ডকোপনিষৎ"	॥৶০	৵১০
গৌড়পাদীয় কারিকার অনুবাদ সহিত অথর্ব্ববেদীয় "মাণ্ডুক্যোপনিষৎ	১॥৵০	/০
ঐ "অল্লোপনিষৎ" (হিন্দুমুসলমান ধর্ম্মসমন্বয়ক গ্রন্থ)	৶০	৵১০

"গর্ভোপনিষৎ, ব্রহ্মোপনিষৎ, প্রাণাগ্নিহোত্রোপনিষৎ, সর্ব্বোপনিষৎসার, ব্রহ্মবিদ্যোপনিষৎ, কৈবল্যোপনিষৎ, ক্ষুরিকোপনিষৎ, যোগতত্ত্বোপনিষৎ যোগশিখোপনিষৎ, হংসোপনিষৎ, নাদবিন্দু-উপনিষৎ, শ্রীরামোপনিষৎ, ব্রহ্ম-বিন্দু-উপনিষৎ" এই তেরখানি উপনিষৎ একত্রে (২য়, সংস্করণ) প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ২৲ টাকা, মাশুল /০ এক আনা।

"জাবালোপনিষৎ, পরমহংসোপনিষৎ, সন্ন্যাসোপনিষৎ, আরুণেয়োপনিষৎ,

কণ্ঠশ্রুত্যুপনিষৎ, পিণ্ডোপনিষৎ, আত্মোপনিষৎ, চুলিকোপনিষৎ, নীলরুদ্রোপনিষৎ" এই নয়খানি উপনিষৎ একত্রে (২য়, সংস্করণ) প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১৸৹ এক টাকা বার আনা, মাশুল ⁄৹ আনা।

অথর্ব্ববেদীয় "রামতাপনীয়োপনিষৎ" ও "গোপালতাপনীয়োপনিষৎ" একত্রে (২য় সংস্করণ) প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ২ টাকা, মাশুল ⁄৹ আনা।

অথর্ব্ববেদীয় "নৃসিংহতাপনীয়োপনিষৎ" ও ষট্‌চক্রোপনিষৎ" একত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৩৷৹ সাড়ে তিন টাকা, মাশুল ৵৹ আনা।

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয় ভৃগূপনিষৎ, শিক্ষোপনিষৎ, ব্রহ্মবিদোপনিষৎ, নারায়ণোপনিষৎ, এই চারিখানি উপনিষৎ একত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুল ⁄৹ আনা।

"কৌষিতকী-ব্রাহ্মণ" আদি বাকী উপনিষদগুলি যন্ত্রস্থিত হইয়াছে।

বেদান্তরত্নাবলী।

বেদান্তরত্নাবলীর—প্রথমকল্পে "সিদ্ধান্ত-বিন্দুসার" শঙ্করাচার্য্যের নিরঞ্জনাষ্টক" শাঙ্করভাষ্য সহিত "হস্তামলক" এবং সুবোধিনী ও বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী টীকা সহিত "বেদান্তসার" একত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১৷৵৹ এক টাকা দশ আনা, মাশুল ⁄৹ এক আনা।

বেদান্তরত্নাবলীর—দ্বিতীয়কল্পে শঙ্করাচার্য্যের "আত্মবোধ" ও সটীক "অপরোক্ষানুভূতি" একত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১৲এক টাকা, মাশুল ৴৹ অর্দ্ধ আনা।

বেদান্তরত্নাবলীর—তৃতীয়কল্পে "প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক" এবং শঙ্করাচার্য্যের "তত্ত্বোপদেশ" একত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ২।৹ দুই টাকা চারি আনা, মাশুল ৵৹ দুই আনা।

বেদান্তরত্নাবলীর—চতুর্থকল্পে "নাড়ীপ্রকাশ" শঙ্করাচার্য্যের "মণিরত্নমালা" "পরমার্থসার" ও পরমহংসাচার্য্য মাধবপরিব্রাজকের বৃত্তি সহিত "কাপিলসূত্র" একত্রে প্রকাশ হইয়াছে। মূল্য ৸৹ আনা, মাশুল ⁄৹আনা।

বেদান্তরত্নাবলীর—পঞ্চমকল্পে শ্রীমদুদাসীনবর্য্য শ্রীঅমরদাস বিরচিত বিবৃতি এবং তাহার অনুবাদ সহিত শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের "গোবিন্দাষ্টক" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৸৹ বার আনা, মাশুল ⁄৹ আনা।

বেদান্তরত্নাবলীর—ষষ্ঠকল্পে শঙ্করাচার্য্যের প্রণীত ৪৩ তেতাল্লিশ খানি বিবিধ গ্রন্থ একত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ২৲ টাকা, মাশুল ⁄৹ আনা!

যাঁহারা একত্রে প্রথম হইতে ষষ্ঠকল্প পর্য্যন্ত ক্রয় করিবেন, তাঁহাদিগকে ইহার মূল্য ৮৷৵৹ আনার স্থলে ৭৲ সাত টাকায় বিক্রয় করা হইয়া থাকে।

সুলভ শাস্ত্র-প্রকাশ।

মূল, শ্রুতি, সূত্র, ভাষ্য, টীকা, বৃত্তি ও দীপিকা (যাহার যাহা আছে) এবং বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

		সুলভ মূল্য	মাঃ
সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ (ইহাতে ১৫ খানি দর্শন আছে)		১॥০	৵০
পঞ্চদশী	(সম্পূর্ণ)	৫৷৷০	৶০
হঠযোগপ্রদীপিকা	ঐ	২৲	⁄০
পাতঞ্জলদর্শন	(২য়, সংস্করণ যন্ত্রস্থিত)		
সাংখ্যদর্শন	(সম্পূর্ণ)	৩৲	৵০
সাংখ্যসার	ঐ	১৲	⁄০
শাণ্ডিল্যসূত্র	ঐ	১৲	⁄০
পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন বা ব্রহ্মমীমাংসা	ঐ	৫৲	৶০
বিষ্ণুর-সহস্রনাম (শাঙ্করভাষ্যসহ)		১৲	⁄০
মার্কণ্ডেয়পুরাণ	ঐ	১॥০	৶০
মহাবামনপুরাণ	ঐ	১॥০	৵০
শ্যামারহস্য	ঐ	৸০	⁄০
তারারহস্য	ঐ	।৵০	৴১০
গুপ্তসাধনতন্ত্র	ঐ	।৵০	৴১০
দশমহাবিদ্যা (ছোট)	ঐ	১৲	৵০
গৌতমীয়তন্ত্র	ঐ	৸০	⁄০
গায়ত্রীতন্ত্র	ঐ	১৲	⁄০
সচিত্র-দশমহাবিদ্যা (সুরঞ্জিত ১০ খানি মূর্ত্তি সহিত)		৪৲	।০
সচিত্র-বেদমাতা গায়ত্রী (ত্রিসন্ধ্যার ৩ খানি মূর্ত্তি সহিত)		২৲	৵০

দায়ভাগ কেবল অনুবাদ মূল্য ।৵০ ছয় আনা, মাশুল ⁄০ আনা।

উপনিষৎ-কার্য্যালয়।
১৪১নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্;
জোড়াসাঁকো, কলিকাতা। } শ্রীমহেশচন্দ্র পাল।

মহামুনি-শ্রীমদ্-বাৎস্যায়নপ্রণীত-

কামসূত্রম্।

যশোধরবিরচিতয়া জয়মঙ্গলাখ্যয়া টীকয়া সমেতম্॥

ইহা সূত্র ও টীকার অনুরূপ বঙ্গানুবাদ সহিত প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য এককালীন ৫্ পাঁচ টাকা অগ্রিম জমা দিয়া গ্রাহক হইতে হয়।

এই কামসূত্র মহামুনি-বাৎস্যায়ন-চাণক্যবিরচিত ২৫৮৫ বৎসরের অতি প্রাচীনতম সুবৃহৎ নীতি ও স্ত্রীপুরুষের আচার-ব্যবহার-মীমাংসক অতীব বুৎপাদক গ্রন্থ। ইহা লুপ্তপ্রায় ও দুষ্প্রাপ্য ছিল, বহু সন্ধান ও অর্থব্যয় দ্বারা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করিতেছি। বৃহস্পতি যেমন অর্থ-মীমাংসা, জৈমিনি যেমন ধর্ম্ম-মীমাংসা এবং বেদব্যাস যেমন ব্রহ্ম-মীমাংসা প্রণয়ন করিয়া আপামর সাধারণের ধর্ম্ম, অর্থ ও মোক্ষ প্রাপ্তির অধিকার প্রদান করিয়াছেন, সেইরূপ এই পরম নীতিবিশারদ বাৎস্যায়নও এই গ্রন্থে কাম-মীমাংসা করিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহের সুদুর্লভ পথ এককালে পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছেন। ইহা এক সময়ে শঙ্করাচার্য্যের পাঠ্য ও বিশেষ আদরের গ্রন্থ হইয়াছিল।

এই কামসূত্রের প্রথমেই চতুঃষষ্টি(৬৪)কলা বিদ্যার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, যাহার সাহায্যে ধনী ধনবৃদ্ধি করিতে, জ্ঞানী জ্ঞানবৃদ্ধি করিতে, দরিদ্র যথেপ্সিত ধনরাশি উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইবে এবং অনায়াসে অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া সমাজে খ্যাতি-প্রতিপত্তিসম্পন্ন একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি হইতে পারিবে।

তারপর, বিবাহের ব্যবস্থা;—বিবাহ কত প্রকার, কোন্ কন্যা বিবাহের যোগ্য, কীদৃশ বিবাহ সংসারের সুখ বর্দ্ধিত করে ইত্যাদি।

তারপর,—গৃহিণীদিগের গার্হস্থ্য বিধানের ব্যবস্থা। অল্পধনে বিস্তর ব্যবহার দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ, সপত্নী থাকিলে কোন উপায়ে সপত্নীগণকে নিজের অধীন রাখিয়া স্বামীর সৌভাগ্য ভোগ করিতে এবং উচ্ছৃঙ্খল স্বামীকে নিজের আয়ত্ত মধ্যে আনিতে সক্ষম হওয়া যায় ইত্যাদি।

তারপর, বেশ্যাগণ কি উপায় অবলম্বন করিয়া নায়ক সংগ্রহ করে এবং তাহারা হৃতসর্ব্বস্ব নায়ককে দূর করিতে হইলে, কি কি উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে, ইত্যাদি।

তারপর, স্ত্রীপুরুষের ব্যবহার কত প্রকার হইতে পারে, ইত্যাদি ইত্যাদি যেসকল বিষয় এই গ্রন্থ মধ্যে বর্ণিত আছে, তাহা এই ক্ষুদ্রকায় বিজ্ঞাপন মধ্যে লিখিয়া শেষ করা যায় না। পরন্তু এই গ্রন্থের উপসংহার ভাগে বশীকরণ, স্তম্ভন ও বাজীকরণ-যোগ প্রভৃতিও স্থান পাইয়াছে।

উপনিষৎ-কার্য্যালয়।
১৪১নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্;
যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল।

ওঁ

নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায়।

অথর্ব্ববেদীয়-

অল্লোপনিষৎ।

(শ্রুতি-বৃত্তি-বঙ্গানুবাদ-সমেতা।)

চতুর্ব্বেদান্তর্গত "অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ" "পঞ্চদশী" "কৃত্যকল্পদ্রুম"
"কামসূত্র" "বেদান্তরত্নাবলী" "বেদমাতা-গায়ত্রী" পুরাণ,
তন্ত্র, যোগ ষড়্দর্শনাদি বিবিধ-শাস্ত্র-প্রকাশক-

শ্রীমহেশচন্দ্রপালেন

সঙ্কলিতা প্রকাশিতা চ।

(উপনিষৎ-কার্য্যালয়। ১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্; কলিকাতা।)

কলিকাতারাজধান্যাম্।

৬৯ নং, সুখিয়া ষ্ট্রীট্স্থ-মহাকালীনামমুদ্রাযন্ত্রালয়তঃ
শ্রীঅবিনাশচন্দ্রমল্লিকেন মুদ্রিতা।

১৩১৪ বঙ্গাব্দীয়বৈশাখে মাসি।

নিবেদন—

উপনিষৎ পর্য্যালোচনা করিতে করিতে একসময়—"লক্ষ্ম্যুপনিষদ্ বা অল্লোপনিষদ্" খানি আমার হস্তগত হওয়ায়, উহার প্রতিপাদ্য বিষয় সাধারণের জ্ঞানগোচর করিবার জন্য প্রবল স্পৃহা জন্মিয়াছিল; কিন্তু ঘটনাসূত্রে এযাবৎ সে স্পৃহা পূরণ করিতে আমি সমর্থ হই নাই। আজ তাহার পরিপূরণ করিতে অগ্রসর ও সক্ষম হইলাম। ইহার সহিত একটি ঋজুবৃত্তিও প্রকাশিত করিলাম। বোধ হয়, তদ্দ্বারা যাঁহারা কিছুও সংস্কৃত জানেন, তাঁহারাও ইহার পদশঃ অর্থবোধ করিয়া লইতে সমর্থ হইবেন।

এই উপনিষদ্ সম্বন্ধে অনেকে (তন্মধ্যে বিশেষতঃ বিশ্বকোষসম্পাদক) হয়-ত আমার সহিত একমত হইতে পারিবেন না,—জানি; কিন্তু তথাপি আমি তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি,—আমি যে সকল কারণ প্রদর্শন করিতেছি, তাঁহারা যেন অনুকম্পাপুরঃসর সেই সকল কারণকলাপের পর্য্যালোচনা করিয়া স্ব স্ব অভিমত প্রকাশ করেন।

প্রথমতঃ, এই উপনিষদ্ খানিতে এমন কতকগুলি শব্দের প্রয়োগ আছে, যাহা শ্রবণ মাত্রেই 'মুশলমানীয় জবান' বলিয়া বোধ হয়। সত্য সত্যই ইহা কিন্তু 'মুশলমানীয় জবান' নহে; কারণ, সেই পদগুলি বিভাগক্রমে স্থাপিত হইলেই সাধু বলিয়া সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। অনুগ্রহ করিয়া ইহার বৃত্তিটি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবেন।

তারপর, প্রায় একজাতীয় শব্দের একত্র সমবেশ হওয়ায় যদ্যপি আপাততঃ ভ্রান্তি জন্মায় বটে; তথাপি যখন সেই সকল শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের পর্য্যালোচনা করা যায়, তখন আর সেরূপ ভ্রান্তি থাকিতে পারে না। আর ইহাও চিন্তয়িতব্য যে, যে আর্য্যগণ অদ্যাপি নিজদিগের স্বতন্ত্রতা ও নিজধর্ম্মের অব্যর্থতার সহিত তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রসমূহের মৌলিকত্ব রক্ষা করিয়া স্বচ্ছন্দে আপনাদিগকে অতিপ্রাচীনতম জাতি বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে ও করাইতে সমর্থ হইতেছেন, তাঁহারা বা তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা কি এতই ভ্রম করিবেন যে, কালে সেই দুরপনেয় ভ্রমের জন্য তাঁহাদিগের বংশধরেরা নিতান্ত লঘুচেতাঃ সরলপ্রকৃতি মূর্খ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে?

—তাহা কখনই হইতে পারে না। তাঁহারা কখনই বিরুদ্ধধর্মাবলম্বিব্যক্তি-বিশেষের রচিত একখানি হেয় গ্রন্থকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই বা করেনও নাই। প্রকৃত পক্ষে সমন্বয় করিতে হইলে, অনেক বিষয়েরই সুচারু আন্দোলন ও আলোচনা করিতে হয়; কিন্তু তাহা এক্ষণে একান্ত অসম্ভব বলিয়া সামান্যতঃ কিছু উল্লেখ করা যাইতে পারে।

মুসলমানজাতির একমাত্র ধর্ম্মপুস্তক কোরাণ বা ফোরকান্ এবং মস্‌হফ্ নামেও উক্ত হইয়া থাকে। এই গ্রন্থের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের নাম ইস্‌লাম ধর্ম্ম। পরমাত্মা পরমেশ্বর বা জগদীশ্বর অল্লা এক এবং অদ্বিতীয়, "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই তত্ত্বটির প্রকাশ করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। পরন্তু সংসারধর্ম্মপ্রতিপালনযোগ্য নানাপ্রকার উপদেশ পূর্ণ করিয়া ঈশ্বরোপাসনার ধ্যান, ধারণা, যোগ, তপস্যাদি এবং আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি প্রভৃতি ও ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমানকালের বহুবিধ তত্ত্ব দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া ঐ গ্রন্থ সমাপ্তি করা হইয়াছে।

আরব-দেশান্তর্গত মক্কানামক স্থানের কোরেশ-বংশজাত আবদুল মত্তালেবের পৌত্র মহম্মদ বা মুহম্মদ নামক এক মহাত্মা এই কোরাণ গ্রন্থ খানি প্রকাশ এবং কোরাণোক্ত ধর্ম্ম প্রচার করেন। ইঁহার পিতামহের কর্ত্তৃত্বাধীনে মক্কাস্থিত প্রসিদ্ধ কাবা-নামক একটি দেবালয় ছিল। তথায় কেবল পৌত্তলিকভাবে পূজাপার্ব্বণ ও পশু-হিংসা, এমন কি নরবলি পর্য্যন্ত প্রবলরূপে সম্পাদিত হইত। মহম্মদ স্বদেশের এইরূপ কুৎসিত কদর্য্য ও অহিতকর ব্যাপার দর্শন পূর্ব্বক মর্ম্মাহত হইয়া বিশুদ্ধ-ধর্ম্ম একেশ্বরবাদ প্রচার করিবার উদ্দেশে হিরার-নামক পর্ব্বতগুহায় যাইয়া একাগ্রচিত্তে ধ্যান ধারণা সহকারে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

একদা, কোন প্রশান্তমূর্ত্তি, মহাপুরুষ (জবরিল) ধ্যানমগ্ন মহম্মদের নিকট আবির্ভূত হইয়া কোরাণোক্ত দুই এক ছত্র পাঠ করাইয়া, তাঁহার হস্তে কোরাণ খানি দিলেন এবং "পাঠ কর" বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তদনন্তর ছয় মাস পরে, ঐ মহাপুরুষ পুনরায় সময়ে সময়ে মহম্মদের নিকটে উপস্থিত হইয়া কোরাণোক্ত উপদেশ দ্বারা তাঁহাকে তাঁহার ধর্ম্মজীবনের চরম অবস্থায় লইয়া যান। এই উপদেশ লাভ করিতে মহম্মদের ১৩ বর্ষ সময় লাগিয়াছিল; তখন মহম্মদের বয়ঃক্রম অনুমিত ৫৩ বৎসর হইবে। এই কোরাণ বা এই মহাপুরুষের উপদেশগুলি প্রথমতঃ খর্জ্জুর পত্রে

মেধাতিথিকালকে লিখিত হয়। ইহা আজ ১২৮৩।৪ ' বারশত তিরাশি বৎসর চারি মাসের কথা; কারণ মহম্মদের জন্ম ৫৭০ খ্রীঃ ১০ই নবেম্বর। তাহার পর মহম্মদ ৪০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। তদনন্তর ১৩ বৎসর ক্রমান্বয়ে উপদেশ গ্রহণ করেন। তাহা হইলে ৫৭০+৪০+ ১৩= ৬২৩ ছয় শত তেইশ খ্রীষ্টাব্দে কোরাণ প্রকাশিত হয়। এখন খ্রীঃ ১৯০৭—৬২৩= ১২৮৪ বারশত চৌরাশী বৎসর হইল কোরাণের সৃষ্টি; কিন্তু আমাদিগের বেদ অনাদি; সুতরাং বলিতে হয় যে, বহু বহু পূর্ব্বকাল হইতে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ অথর্ব্ববেদের কোন অংশই কোরাণ হইতে সঙ্কলিত হয় নাই। বরং তদ্বিরুদ্ধে দুই চারি কথা বলিতে বা তাহা উপপন্ন করিতেও পারা যায়।

নব্য মতানুসারেও আমাদিগের কথা প্রতিপন্ন বলিয়া বোধ হয়। (Theosophist, September 1881. VOL II. 2. দেখ।) তাহাতে প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া দেখান হইয়াছে যে ৩৪২০ বর্ষ পূর্ব্বে (১৩১৩ সাল হইতে) অথর্ব্ববেদ সঙ্কলিত হয়। তাহা হইলে, যখন (বিশ্বকোষ সম্পাদকের মতে ১৫৭৫ খ্রীঃ অঃ, বা ১৩১৩ সাল হইতে ৩৩২ বৎসর পূর্ব্বে) "অল্লোপনিষৎ" খানি সঙ্কলিত হয়, তখন অথর্ব্ববেদের বয়ঃক্রম ৩০৮৮ বৎসর হইয়াছে; সুতরাং সে সময়ে অথর্ব্ববেদের কোনও অংশবিশেষ অপ্রকাশিত থাকা সম্ভবপর নহে যে, সেই খানির দোহাই দিয়া কোন দুষ্টবুদ্ধি লোক একখানি রচিয়া প্রক্ষিপ্ত করিতে পারিবে এবং তৎকালিক ব্রাহ্মণগণ বিনা বাক্য ব্যয়েই তাহা স্বীকার করিয়া লইবেন। পরন্তু ইহাই সম্ভব পর যে, অথর্ব্ববেদ খানি জাগতিক ব্যাপারেরই অক্ষয়ভাণ্ডার বলিয়া এবং মহম্মদপ্রবর্ত্তিতধর্ম্মের মূল ভিত্তি, এমন কি অথর্ব্ববেদের বহুস্থানীয় পদ, বর্ণ ও মতের সুসদৃশ-গ্রন্থ কোরাণকে পদশঃ ও বর্ণশঃ উদ্গীর্ণ মতে ও ভাষায় পরিপূর্ণ দেখিয়া মহামতি মহনীয় বাদশা অকবর তাহার অনুবাদ করাইয়া স্বীয় আচরিত ধর্ম্মের ভিত্তি দৃঢ়তর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

যাহা হউক,' বিশ্বকোষসম্পাদক হয়ত মুন্তখবুৎ তবারিখ নামক পারস্য গ্রন্থখানি * পর্য্যালোচনা করিয়াই নিতান্ত অজ্ঞের ন্যায় অনুমান দ্বারা, এই

---

* "১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ দেশ হইতে শেখ ভাবন নামে, একজন শিক্ষিত ব্রাহ্মণ আগমন করিয়া মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হন। সেই সময়ে সম্রাট (অকবর সাহা) আমাকে

উপনিষৎ খানকে আধুনিক বলিয়া, এমন কি তিনি বিশ্বকোষমধ্যেও উল্লেখ করিয়াছেন যে "অল্লোপনিষদ্ নামক গ্রন্থখানি উপনিষদ্, অথবা আথর্ব্বণ সূক্ত বাচ্য হইতে পারে না। এই গ্রন্থখানি আধুনিক সময়ে কোনও মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী কর্তৃক রচিত হইয়াছে।" ইহা দেখিয়া আমরা অত্যন্ত সংক্ষুব্ধ হইয়াছি; কারণ, আর্য্যদিগের আদিম অবস্থায় কতকগুলি একেশ্বরবাদী ছিলেন এবং অপর গুলি দ্বৈতবাদী ছিলেন। তাঁহারা সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতিকে দেবতা জ্ঞানে এবং নানারূপে তাঁহাদের মূর্ত্তি স্থাপনা করিয়া যাগযজ্ঞাদি পূজা বিধান করিতেন; সুতরাং আর্য্য বলিলে, তখন হিন্দু মুসলমান উভয়কেই বুঝাইত এবং উভয়েরই দ্বৈত ও অদ্বৈত পূজাপদ্ধতি প্রায় একই রকম ছিল; কেবল দেশাচার অনুসারে আচার, নীতি, ব্যবহার ও খাদ্যাখাদ্য গুলি স্বতন্ত্র ছিল এবং এখনও আছে। পরন্তু কোরাণ এবং ওল্‌ডটেষ্টি-মেণ্ট, নিউটেষ্টিমেণ্টকে যখন সকলেই বেদ অপেক্ষা অত্যন্ত আধুনিক বলিয়া স্বীকার করেন, তখন "অল্লো রসুরমহমদরকং" ইহা এই উপনি-ষৎ মধ্যে রহিয়াছে বলিয়া, ইহাকে আমরা কখনই আধুনিক বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না; কারণ, তাহা হইলে অথর্ব্বসংহিতার ২০।১৩২ সূঃ "আদলাবুকমেককম্। ১। অলাবুকং নিখাতকম্। ২। ইত্যাদি পদরাজী আছে দেখিয়া আমাদিগকে বেদকেও আধুনিক কোন মুসলমানধর্ম্মযাজী-কর্তৃক রচিত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

এই যে ইংলণ্ডীয় সম্রাটের আদেশে ইংলণ্ডে আমাদিগের জাতীয় ব্যাকরণ, সাহিত্য, দর্শন, বেদ ও বেদান্তাদির সংগ্রহ করিয়া অনুবাদাদি হইতেছে, তাহার মধ্যে কি একখানি নূতন সৃষ্টি করিয়া চালান সম্ভব

(বদাওনীকে) অথর্ব্বন অনুবাদ করিতে আদেশ করেন। ইসলাম ধর্ম্ম শাস্ত্রের (কোরাণের সহিত এই গ্রন্থের কতকগুলি ধর্ম্মোপদেশের ঐক্য আছে। অনুবাদকালে এমন অনেক কঠি স্থান দেখিলাম, যে শেখভাবন অবধি যাহার ভাবপ্রকাশ করিতে সমর্থ হন নাই; আ এই বিষয় সম্রাট্‌কে জানাইলাম, তিনি ফৈজী ও হাজী ইব্রাইমকে (ইনি পারস্যভাষা অথর্ব্ববেদ অনুবাদ করেন) অনুবাদ করিতে অনুমতি করেন। এই গ্রন্থের একস্থা আমাদের কোরাণোক্ত বচনের মত 'লা ইল্লাহ্ ইল্লাল্লাহ্' শব্দ আছে।—অথর্ব্ববেদের এ অংশ লইয়া শেখভাবন ব্রাহ্মণদিগকে তর্কে পরাস্ত করিয়া ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। (মুন্তখবুৎ তবারিখ ২ভাঃ, ২১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

পর হইয়াছে?—তাহা কথনই হইতে পারে না। তাঁহারা যাহা পাইয়াছেন, তাহারই অনুবাদ করিতে বাধ্য হইবেন বা হন। সেইরূপ প্রত্যেক সম্রাট্ই করিয়াছিলেন ও পরেও তাহাই করিবেন; কিন্তু কেহ কথনও এরূপ মহাদায়িত্বপূর্ণ ব্যাপারের মধ্যে, এরূপ বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করিতে পারেন বলিয়া, আমাদের বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

যাহাই হউক, আমরা বিশ্বাস করি, "অল্লোপনিষদ্" খানি অতীব প্রাচীন, আদিম উপনিষদ্; কারণ, এই উপনিষদের বর্ণনীয় বিষয় যাদৃশ, ভাষা যাদৃশ এবং নিবেশনও যাদৃশ, তাহাতে আমাদিগের অভিজ্ঞতা ইহাই বিশ্বাস করিতে বাধ্য করে। বিশেষতঃ অথর্ব্বসংহিতার অনেক স্থলে এতাদৃশ সৌসাদৃশ্যসম্পন্ন পদরাজীও দেখিতে পাওয়া যায়। অথর্ব্বস-হিতার ২০। ১৩২সূঃ দেখিতে পাওয়া যায়,—"আদলাবুকমেককম্"। ১। "অল্লাবুকং নিখাতকম্।" ২। ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ আছে। এই উপনিষদেও ঠিক ঐরূপ শব্দ আছে।

এই স্থলে বিশ্বকোষসম্পাদক বলেন,—অল্লোপনিষদে "আদল্লাবুকং" "অল্লাং বুকং" প্রয়োগ আছে এবং অথর্ব্বসংহিতায় "আদলাবুকং" "অলা-বুকং" আছে; সুতরাং ঐঐ পদের কথঞ্চিৎ সৌসাদৃশ্য থাকিলেও একই নহে।

—সত্য কথা; কিন্তু যদি শব্দকল্পদ্রুমের "আদল্লাবুকং ও অল্লাং বুকং" মুদ্রণদোষদূষিত হয়, মুম্বই মুদ্রিত বা হস্তলিখিত গ্রন্থে "আদলাবুকং" ও "অল্লাবুকং" প্রয়োগ দেখিতে পাই, তবে নিশ্চয়ই এক বলিতে পারি এবং দৃঢ়তাসহকারে বলিতে পারি যে, ঐ সকল পদ অথর্ব্ববেদের নিশ্চয়ই নিজস্ব। বৃত্তিতে "আদ লাবুকম্" "অং লাবুকং" এইরূপই পদচ্ছেদ দেখিতে পাইবেন। বিশ্বকোষে যে পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে, উহা অবিকল শব্দ-কল্পদ্রুমের বলিয়া উহা নিতান্ত অগ্রাহ্য পাঠই বলিতে হইবে। এই জন্য আমরা এতাদৃশ অপূর্ব্ব একখানি উপনিষদ্‌কে মহাবিভ্রমের বিষয় করিয়া সাধারণ্যে উপস্থিত হইতে ইচ্ছাই করি না।

ব্যাকরণে 'অম্বাদিশব্দের সম্বোধনে আকারের হ্রস্ব হইয়া থাকে।' এইরূপ একটি সূত্র আছে। তাহার বিবৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায়, অম্বা, অক্কা, অত্তা অল্লা, অপ্‌গা, ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ আছে।

তারপর,—"অল্লো রসুল মহম্মদ রকবরস্য" এই পাঠে প্রথমতঃ রসুল, মহম্মদ ও অকবর শব্দের উল্লেখও নিতান্ত ভ্রমানয়নকর বলিয়া বোধ হয়;

এই পাঠও শব্দকল্পদ্রুমের ও বিশ্বকোষের বলিয়া পরিত্যাজ্য; "অল্লোরসুর-মহমদরকং বরস্য" এই পাঠই সাধু বা সমীচীন; সুতরাং সমস্ত শব্দগত সাদৃশ্য থাকিলেও যখন পদচ্ছেদ করা যাইবে, তখন কি আর সে ভ্রম থাকিতে পারিবে? বৃত্তিতে পদচ্ছেদ এইরূপ,—"অল্লঃ। অর্। অসুরম্। অহম্। অদরকম্। বরস্য। অল্লঃ—পরমাত্মা, অর্—গতবান্ প্রাপ্তবান্, অসুরং—সুরবিগর্হিতং অসদ্ভাবং, অহং—অহঙ্কারং, অদরকং—অভীরুং, বরস্য বরণীয়স্য—শ্রেষ্ঠস্য। শ্রেষ্ঠব্যক্তির নিকট ভীরু বা শঙ্কিত নহে, নিতান্ত প্রগল্‌ভতাকারী, সাত্ত্বিক প্রবৃত্তির পক্ষে নিতান্ত প্রতিকূল অহঙ্কার নামক অসুরকে পরমাত্মা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"—এইরূপ পদচ্ছেদ ও পদার্থ বোধ যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ অবশ্য ভ্রম থাকিতে পারে; কিন্তু এইরূপ প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পদরাজি বর্ণবিন্যাসের কৌশলে আবৃত আছে বলিয়া কি এমন অপূর্ব্ব শিক্ষাপ্রদ উপনিষৎখানিকে একেবারে 'আধুনিক ও কিছুই নহে' বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিতে পারা যায়? সুতরাং "অল্লোপনিষদ্" অতীব প্রাচীন; এমন কি প্রকৃত আদিম উপনিষদ্ বলিলে, এই খানিকেই অগ্রে বুঝিতে হইবে এবং এরূপ সংক্ষিপ্ত প্রচুর উদারভাবপূর্ণ স্বল্প মাত্র মন্ত্রনিচয়ে কোন একখানি উপনিষদ্ পরিসমাপিত হয় নাই। অলমিতিবিস্তরেণেতি।

উপনিষৎ-কার্য্যালয়।
১৪১, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্;
যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল।

॥ ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

অথর্ব্ববেদীয়-

অল্লোপনিষৎ ।

॥ ওঁ নমঃ পরমাত্মনে ॥ হরিঃ ওঁ ॥

হরি ওঁম্ ॥ বরুণ নু দিব্যান্নুদাত্তং ইল্ললে মিত্রা হ্রীং ॥ ১ ॥

অস্মল্লাং ইল্ললে মিত্রাবরুণা দিব্যানি ধত্তে ॥ ২ ॥

ওঁ তৎসৎ ॥ অথাস্য ঋষিরথর্ব্বা ছন্দসি অল্ল্যুপনিষদং পশ্যন্নুবাচ । হে বরুণ ! নু বিতর্কে বিতর্কয়ামি, দিব্যান্ দিবি ভবান্, দ্যোতনস্বভাবং বা ক্রীড়াময়ং অচিন্ত্যশক্তিং উদাত্তং মহান্তং ইৎ এব, ল্লে ইচ্ছামি। মিত্রা মিত্রং সর্ব্বজ্ঞং পুরুষং প্রণববাচ্যম্। হে বরুণ ! অহমিদানীং লীলাময়মচিন্ত্যশক্তিং মহান্তং সর্ব্বজ্ঞং প্রণববাচ্যং পুরুষমেব বিতর্কয়িতুমিচ্ছামি, তত্র ত্বয়া সহায়েন ভবিতব্যমিতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

যতো ভবান্ অস্মং—অস্মচ্ছব্দবাচ্যেভ্যো মাদৃশেভ্যো জীবেভ্যো লাং গ্রহণং পাপপুণ্যয়োরাধারভূতস্য সর্গান্তরবীজস্য লিঙ্গস্যেতি কৃত্বা ইল শয়িতঃ সুষুপ্তঃ স্বস্বরূপে অল্লে ব্রহ্মণি, সৎসম্পন্নঃ সন্ পরস্মাদব্যবহিতো ভবন্ মিত্রা মিদা তি স্নিহ্যত্যাত্মানমনুগৃহ্ণাতি, ততশ্চ বরুণা বরুণো ব্যাপ্ত্যতিশয়াত্মা দিব্যানি অপি বিশ্বানি আকাশাদিভূতানি ধত্তে ধারয়তি। অতো বিজ্ঞাপনং মে নাযুক্তমিতি ॥ ২ ॥

হে বরুণ ! আমি এখন সেই লীলাময় অচিন্ত্যশক্তি প্রণবের বাচ্য-স্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ মহান্ পুরুষকেই বিবেচনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। তাহাতে তুমি সহায় হও ॥ ১ ॥

যে হেতু তুমি আমাদিগের নিকট হইতে পাপপুণ্যের আশ্রয় স্থান, এবং পুনর্জ্জন্মের বীজস্বরূপ সূক্ষ্মদেহ গুলি গ্রহণ করিয়া, তোমার আত্ম-স্বরূপ যে ব্রহ্ম, তাঁহার সহিত একই হইয়া যাও এবং আবার অনুগ্রহ করিয়া স্বভাবের বিকাশ ও আকাশাদিক্রমে সকলেরই সৃষ্টিপূর্ব্বক পোষণ করিয়া থাক ॥ ২ ॥

ইল্ললে বরুণো রাজা পুনর্দ্দদুঃ ॥ ৩ ॥
হবয়ামি মিত্রো ইল্লাং ইল্ললে ইল্লাং
বরুণো মিত্রো তেজকামঃ ॥ ৪ ॥
হুং হোতারমিন্দ্রো হোতা ইন্দ্রো রামা হাস্থরিন্দ্রাঃ।

ইল্—শরিতারো ভবন্তঃ প্রাক্ ত্বয়ি, অল্লে মহিম্নো ভূষণায় জগতো ধর্ত্তরি; নতু বস্তুতঃ; তস্মিন্ পরমাত্মনি রাজা দীপ্যমানো বরুণঃ বৃংহণোঽপি ইতি জানন্তঃ পুনস্তে ত্বল্লোকবাসিনো বিদ্বষোঽপি লিঙ্গানি দদুঃ সমর্পয়ন্তি স্ম ॥ ৩ ॥

অতো হবয়ামি ত্বাং মিত্রোঽহং তে সখা সযুক্ ইল্লাং অভিন্নপালম্ পাল্যানামস্মদাদীনাং, ইৎ এব অল্লে ভূষায়ৈ প্রকটং গৃহীতবতি, ন পরমার্থতঃ, ইল্লাং ইল্ললাং শয়ানং একীভূতং, যদ্যপি অহং স্বরূপতএব বরুণঃ ব্যাপ্তিমান্ মিত্রো হনুগ্রহীতা, তথাপ্যধুনাঽস্মি যতস্তেজকামঃ,—তেজস্কাম ইতি ॥ ৪ ॥

পর্য্যাপ্তেঽধিকারে হিরণ্যগর্ভং হোতারং প্রপঞ্চস্যাদায় ইন্দ্রঃ পরমাত্মা হোতা স্বে মহিম্নি। ইন্দ্র এব পরমাত্মা রামা অভিরমমাণা মায়ায়াং হ নিশ্চিতং আসুর্বভূবুঃ লীলয়া স্বকীয়াং শক্তি-চ্ছভূতাং মায়াং জগদ্বীজং গৃহ্নন্তঃ তদ-

তুমি ব্রহ্মসদৃশ হইয়া ব্রহ্মে বিরাজ কর, ইহা জানিয়া বিদ্বান্ গণ পূর্ব্বেও যদ্যপি তোমাতে প্রবিষ্ট হইয়া আবার জগতে প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়াছেন, তথাপি আবারও তোমাতেই আত্মসমর্পণ করিয়াছেন ॥ ৩ ॥

যদ্যপি আমিও বাস্তবিক তোমারই ন্যায় ব্যাপ্তিমান্ ও অনুগ্রহকারী, তথাপি এখন তোমার সহযোগী সখার ন্যায় তেজঃ কামনা করিয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছি; কারণ, তুমি ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন আছ বলিয়া আমার সহিত তোমার কোনরূপ ভেদ না থাকিলেও তুমি এখন পালক, আর আমি তোমার পাল্য ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মরূপকুণ্ডে বিশ্বপ্রপঞ্চের হোমকারী ঈশ্বরকে * গ্রহণ করিয়া পরমাত্মা ইন্দ্র নিজমহিমায় হোম করেন। আবার সেই ইন্দ্রই মায়ায় অভিরমণ করিয়া অজ্ঞানবশে মায়ার অধীন হইয়া বহু ইন্দ্র হইয়াছিলেন। অল্লই (পরমাত্মা

* ঈশ্বর নিজশরীরে সমস্ত জগতের সংহারকার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। আবার তিনি ব্রহ্মে যাইয়াই বিলীন হন। ইহাই "হোমকারী ঈশ্বর"—রূপকের বর্ণনীয়।

অল্লো জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং পরমং পূর্ণং ব্রহ্মণ অল্লাম্ ॥ ৫ ॥
হ্লাং অল্লোঽরসুরমহমদরকং বরস্য অল্লো অল্লাং
আদলাবুকমেককং অল্লাবুকং নিখাতকম্ ॥ ৬ ॥
অল্লো যজ্ঞেন হুত্বঃ অল্লা সূর্য্যচন্দ্রসর্ব্বনক্ষত্রাঃ

ধীনাঃ ক্ষুদ্রা ইন্দ্রা ঈশ্বরা অবিদ্যয়েতি। তস্মাৎ অল্লো মায়াগৃহীতবিচিত্রবেশো জ্যেষ্ঠং জ্যায়ো ব্রহ্মণঃ, শ্রেষ্ঠং শ্রেয়ঃ তস্মাৎ পরগ্রহণাৎ. যতঃ পরমং পরোঽপি স মীয়তে তস্মিন্নিতি। কথং? যতঃ পূর্ণং পূরিতং সর্ব্বৈঃ পূর্য্যৈরিতি তং ব্রহ্মণঃ হিরণ্যগর্ভস্যাপি অল্লাং মাতরং কেবলমাহুশ্চ ইতি ॥ ৫ ॥

অল্লঃ পরং ব্রহ্ম অর্ গতবান্ অসুরং—সুরঃ সদ্ভাবঃ, স ন ভবতীত্যসুরস্তং, কিং? অহং অহমাকারেণ জায়মানম্ অভিমানম্, অদরকং অশঙ্কিতং, যস্মাৎ তেনাক্রান্তো ভীরুতাং নোপৈতি; কস্য? বরস্য বরণীয়স্য শ্রেষ্ঠস্য; তথাপি অল্লঃ পর এব, মিথ্যাত্বাৎ কল্পিতস্য, স্বকালাবস্থায়িত্বাচ্চ স্বরূপস্য; অল্লাং জননীং তস্যৈব প্রকৃতিং প্রাপ্য স্বরূপতোঽপ্রাপ্যোবাঽভবৎ। কিঞ্চ আদ ভক্ষয়ামাস পশূনিব দেবঃ স লাবুকং চ্ছেদকং ধর্ম্মসেতোঃ, এককং সহায়হীনং, অৎ আশ্চর্য্যং ইদমেব যৎ, লাবুকমপি; তথাপি নিখাতকং প্রোতং জগদ্ব্যাপারে ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

অল্লো যজ্ঞেন পঞ্চসু পঞ্চানামাহুতিব্যাপারেণ হুত্বঃ হুত্বা পঞ্চীকৃত্য অল্লা

ইন্দ্রই) ঈশ্বর অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ, ঈশ্বরকে গ্রহণ করা অপেক্ষা অল্লকে গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ, যে হেতু ঈশ্বরও তাঁহার নিকট পরিমিত ক্ষুদ্র, পরমাত্মা সর্ব্বথাই পূর্ণ; এইজন্য তিনি ঈশ্বরেরও জননী এই কথা ঋক্-সকল বলিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

যদ্যপি পরমাত্মাই সুরবিগর্হিত অসদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, (অর্থাৎ মায়ার অধীন হইয়া বহু হইয়াছিলেন), যদ্দ্বারা অভিমান পরিস্ফুটভাবে জন্মিয়া কোনও শ্রেষ্ঠ জীবের শঙ্কাই করে না। তথাপি পরমাত্মা পরমাত্মাই ছিলেন এবং সেই অভিমানকে তিনি, (পশুকে যেমন দেবতা ভক্ষণ করেন), সেইরূপ ধর্ম্মসেতুর উচ্ছেদকারক সহায়হীন এবং জগদ্ব্যাপারে প্রোত সেই অহঙ্কারকে বিদূরিত বা গ্রাস করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

পরমাত্মা যজ্ঞদ্বারা,—অর্থাৎ আকাশাদি পঞ্চভূতে পঞ্চ ক্ষিত্যাদির আহুতি ব্যাপারদ্বারা * পঞ্চীকরণরূপ হোম নিষ্পন্ন করিয়া নানা বিচিত্রাবয়ব সূর্য্য

---

* পঞ্চীকরণ সম্বন্ধে বিশেষ জানিতে হইলে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র পালের সঙ্কলিত "কৃত্যকল্পদ্রুমের ষষ্ঠ কাণ্ড" দ্রষ্টব্য।

অল্লো ঋষীণাং স বিদ্যা ইন্দ্রায়
পূর্ব্বং মায়া পরমন্ত অন্তরীক্ষাঃ ॥ ৭ ॥
অল্লো পৃথিব্যা অন্তরীক্ষং
বি ত্বরূপং দিব্যানি ধত্তে।
ইল্লল্লে বরুণো রাজা পুনর্দ্দদুঃ।

বিচিত্রসংস্থানানি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ সর্ব্বাণি চ নক্ষত্রাণি বভূব। তথা অল্লঃ ঋষীণাং প্রথমভুবাং সনকাদীনাং স এব বিদ্যা অভেদাত্মকং জ্ঞানমাসীদেব। কিঞ্চ ইন্দ্রায় ইন্দ্রং প্রেরয়িতুং জগদ্ব্যাপারে পূর্ব্বং কারণং আসীৎ স মায়া নাম। পরং কারণং কেবলং অ.ন্ত জগতোঽবসানে স্থাস্যতি চ সঃ। প্রেরণে দ্বার-মাহ অন্তরীক্ষা ইতি। ইন্দ্রস্য অন্তঃ হৃদয়ে জাতা ঈক্ষা ঈক্ষণরূপাঃ মায়া ইতি ॥ ৭ ॥

অল্লঃ পৃথিবী আ অন্তরীক্ষং পৃথিবীমারভ্যাকাশপর্য্যন্তং বি তু অপি অরূপং যথা ভবতি তথা, দিব্যানি দিবি ভবানি দ্যোতমানানি বা ধত্তে বিধানং করোতি, যতঃ ইল্ শয়িতা প্রবিষ্ট একীভূয় বরুণো রাজা রাজমানঃ আস; তস্মাত্তানি পুনর্দ্দিব্যানি রূপাণি তস্মৈ দদুরবকাশং, যথাচ স্বচ্ছন্দং পশ্যেৎ। ইতি।—ইৎ-এতীতি মন্ত্রে ঈপ্সাযুক্তে কবরে স্বতো পাঠকে ইৎ এন শাং বীর্য্যেষু

চন্দ্র ও সকল নক্ষত্রকে নিজরূপে প্রকাশিত করিয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি অল্ল পরমাত্মা প্রথমজাত সনকাদি ঋষিগণের নিকটে জীবব্রহ্মের অভেদাত্মক জ্ঞানরূপ বিদ্যাই ছিলেন, কিছুমাত্র বিকৃত হন নাই। যদ্যপি ঈশ্বরকে জগৎ-সৃষ্টির ব্যাপারে প্রেরণ করিবার জন্য কারণীভূত মায়াও তাঁহার অন্তরে সঙ্কল্প-রূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি জগতের অবসানকালে (মহা-প্রলয় কালে) আবার কেবল মাত্র কারণস্বরূপে অবস্থান করিবেন ॥ ৭ ॥

অল্লই পৃথিবীকে আরম্ভ করিয়া আকাশ পর্য্যন্ত যাবৎ দ্যোতমান পদার্থের সৃষ্টি করেন; কিন্তু সে সকল সৃষ্টি হইয়াও তাহাদের যে স্বরূপ—রূপহীনতা, তাহা তাঁহাকর্ত্তৃক দূরীকৃত হয় নাই; কারণ, তিনি ব্যাপকরূপে ব্রহ্মের সহিত একীভূত অবস্থায় বিরাজমান ছিলেন। সেই জন্যই, সেই সকল দ্যোতমান দিব্যরূপ পদার্থনিচয় তাঁহাকে আসক্ত করিতে পারে নাই; পরন্তু তিনি (হিরণ্যগর্ভ) যাহাতে স্বচ্ছন্দে তাঁহার (অল্লের) স্বরূপ দর্শন করিতে পারেন,

ইল্লল্লে কবর ইল্লাং কবর ইল্লাং ইল্লেতি ইল্ললে ॥ ৮ ॥

হরিঃ ওঁম্ ॥

অস্য ইল্লাং ইল্ললে মিত্রা বরুণো রাজা পুনর্দধ্যুঃ।

হ্বয়ামি মিত্রো ইল্লাং কবর ইল্লাং

রসুলমহম্মদরকং বরস্য

অল্লে অল্লো পুনর্দধ্যুঃ ॥ ৯ ॥

দানস্য স পরমাত্মা, কবরে স্বস্য সম্পৃক্তে হৃদয়গুহায়াং ইৎ-এতি লাং গ্রহণং—স্বহৃদয়ং করোতীতি ভাবঃ। তৎ কুতঃ? ইল্লা—ইল্ললেতি শায়িতা একীভূত ইতি; কস্মিন্? ইল্ লল্লে তস্মিন্ শয়ানে ব্রহ্মণি শায়িতে, যো হি আত্মানমাত্মত্বেনৈব জানীতে, আত্মাপি তমাত্মত্বেন জানাতীতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

অস্য ক্ষিপ্ত্বা পরিত্যজ্য ইল্লাং প্রাপকগ্রহং ইৎ এব লল্লে কামে, কামএব ফলং প্রাপয়িষ্যতীতি বুদ্ধিং ত্যক্ত্বা মিত্রাবরুণো মিত্রোঽনুগ্রহীতা বরুণো ব্যাপ্ত্যতিশয়াত্মা হিরণ্যগর্ভঃ রাজা দীপ্যমানঃ পরতয়া আস। অতস্তানি পুনর্দিব্যানি তং দধ্যুশ্চিন্তয়ামাসুঃ,—কথমেতং লপ্স্যামহ ইতি। তস্মাৎ হ্বয়ামি হে চেতঃ! অহং তে মিত্রঃ স্নেহকর্ত্তাঽস্মি, শ্রোতব্যং মে বচ ইতি। কথং? উচ্যতে—সততং চিন্তয়, ইল্লাং প্রাপকগ্রহং কবরে সুখময়ে পরেশে, আনন্দ-

---

সেরূপ অবকাশ দিয়াছিল; তিনিও সন্দর্শন করিতে পারিয়াছিলেন। যে যে পরমাত্মার স্তুতি পাঠ করিয়া থাকে, পরমাত্মা তাহাকে তাহাকে উপাসনার যোগ্য বীর্য্যদান করেন। তিনি যে স্থানে (হৃদয়ে) থাকেন, সেই স্থান তাঁহার করিয়া লন; কারণ, তাহাকে যিনি (পরমাত্মা) এক দেখেন, তাঁহাকে সে (সাধক) যদি একই দেখে, তাহা হইলে আর ভেদ থাকিতে পারে না ॥ ৮ ॥

কামনাই ফল প্রদান করিবে,—এই দুষ্টবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া ব্যাপ্তিমান্ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মরূপে দীপ্যমান হইয়াছিলেন; সুতরাং কামনীয় সেই সকল দিব্য পদার্থনিচয় তাঁহাকে চিন্তা করিয়াছিল,—আমরা কিরূপে ইঁহাকে প্রাপ্ত হইব? সেইজন্য হে চিত্ত! আমি তোমাকে আহ্বান করিতেছি,—আমি তোমাকে নিরতিশয় স্নেহে লালন পালন করিয়াছি; সুতরাং আমার কথা শ্রবণ করা উচিত। তুমি সর্ব্বদা চিন্তা কর,—আনন্দময় পরেশই তোমার

হরিঃ ওঁম্ ॥

অল্লা ইল্লল্লা আনাদিস্বরূপায় অথর্ব্বণীং শাখাং হ্রীং জনানাং।
পশুসিদ্ধান্ জলচরান্ অদৃষ্টং কুরু কুরু ফট্।
অসুরসংহারিণীং হুং অল্লোহ্‌রসুরমহমদরকং বরস্য
অল্লো অল্লাং ইল্ললেতি ইল্লল্লাঃ ॥ ১০ ॥

ইতি আথর্ব্বণশাখায়াং লক্ষ্ম্যুপনিষৎ সম্পূর্ণা ॥

ময়ঃ পরমাত্মৈব কামং প্রাপয়িষ্যতীতি। অন্যচ্চ,—ইল্লাং ইৎ এতীতি লাং লায়া দানস্য ভবৎ; কথং? রসুলং রসং বলয়ন্তং অহং অহঙ্কারং অদরকং অভীরুং বরস্যেতি অল্লে তস্মিন্ পরে চিন্তয়, তেন ত্বমপি অল্লঃ স্যাঃ, তানি পুনর্দিব্যানি রূপাণি ত্বাং দধ্যুরিতি তর্কয়ামি ॥ ৯ ॥

অল্লা জননীর্মায়ায়া অপি, ইৎ এব, লল্লা ইপ্স্যমানা অনাদিস্বরূপায় অনাদিং শাশ্বতং স্বস্য রূপং আবির্ভাবয়িতুং অথর্ব্বণীং অথর্ব্বণ ঋষেঃ সাক্ষাৎ ইমাং শাখাং অথর্ব্বশাখৈকদেশমুপনিষদং ব্রহ্মবিদ্যারহস্যপ্রতিপাদনীং জনানাং দর্শিতবত্যাঃ। তদহমথর্ব্বা দৃষ্টবান্ প্রার্থয়ে,—পশুসিদ্ধান্ পশুষু সিদ্ধান্ আয়ত্তীকৃতপশূন্ জনান্ জলচরান্ জলেষু চ চরান্ চরণসিদ্ধান্, তথা অদৃষ্টং অন্তরীক্ষে-

---

কাম পূরণ করিবেন। আর সমস্ত কামনা প্রাপ্ত হইয়াছ বোধে, তোমার আসক্তির উদ্দীপনাকারী শ্রেষ্ঠের নিকট প্রগল্ভতাকারক অহঙ্কারকে পরেশের দ্রব্য বলিয়া চিন্তা কর। তাহা হইলে, তুমিও পরেশ হইবে। আর সেই সকল দ্যোতমান পদার্থনিচয় তোমাকেও ধ্যান. করিবে;—আমি এইরূপ ভাবিতেছি॥ ৯ ॥

ঋষি অথর্ব্বা যে বেদশাখা দর্শন করিয়াছিলেন, সেই শাখারই এক দেশ এই উপনিষদ্‌কে, জগতের বীজভূতা মায়ার জন্মদাত্রী অল্লা, জনগণের নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ আবির্ভাব করিয়া দিবার জন্য ইচ্ছা করিয়া, উক্ত ঋষিকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন। সেই আমি অথর্ব্বা ঋষি সেই এই উপনিষদ্ দেখিয়া প্রার্থনা করিতেছি,—হে অল্ল! তুমি জনগণকে স্থলে,—সর্ব্বভূতের নিকট, স্বাধীনতা

২পি সিদ্ধান্ কুরু কুরু ; দ্বিরুক্তিঃ প্রবোধায়, ফড়িতি অভিমুখীকরণায় চ দ্রষ্টব্যম্। অসুরসংহারিণীং তাং অথর্ব্বণীং শাখাং প্রার্থয়ে,—অল্লঃ অর্ প্রাপ্তবান্ অসুরং অহং অদরকং বরস্য পূর্ব্ববং. তথাপি সোহয়ং অল্লঃ অল্লাং ত্বাং ইৎ তস্যাঃ লব্ধা সন্ লল্লঃ কামকাম্য ইতি ইল্ লল্ল ইতি ॥ ১০ ॥

ইত্যাথর্ব্বণশাখায়াং লক্ষ্ম্যুপনিষদ্ সম্পূর্ণা ॥ ০ ॥

ইতি শ্রীমৎ-পদবাক্যপ্রমাণপারাবরীণমহামহোপাধ্যায়ভৈরবচন্দ্রবিদ্যাসাগরাত্মজশ্রীমৎশ্রীকৃষ্ণবিদ্যারত্নসূরিসূনোঃ শ্রীগঙ্গাচরণবেদান্তবিদ্যাসাগরভট্টাচার্য্যকৃতৌ অল্লোপনিষদ্বৃত্তিঃ সমাপ্তা ॥

দাও। জলে ও অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্রই স্বাধীনতা দাও, স্বাধীনতা দাও। সেই অথর্ব্বণী অসদ্বৃত্তি-বিধ্বংসকারিণী বলিয়াও তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি,—শ্রেষ্ঠের নিকট প্রগল্ভতা-প্রকাশকারক অসদ্বৃত্তি যে অহঙ্কার, যদ্যপি তাহাকে প্রাপ্ত হইয়াই অল্ল-পরমাত্মা জীবভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথাপি ত্বৎ-প্রসাদে আমি অল্লাকে পাইয়া সেই অল্লই,—সেই পরমাত্মাই হইতেছি। আমি সমস্ত কামের কামনীয়, এই জন্যই সমস্ত কামের কামনীয় হইতেছি ॥ ১০ ॥

ইতি অল্লোপনিষদ্ সম্পূর্ণা।

ওঁ

নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায়।

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়-

ভৃগূপনিষৎ।

(শ্রুতি ও বঙ্গানুবাদ-সমেতা।)

নিরপেক্ষ-ধর্ম্ম-সঞ্চারিণী সভা হইতে

শ্রীল শ্রীযুক্ত পূজ্যপাদ ভগবান্ সান্দ্রানন্দাচার্য্য মহাপ্রভুর প্রসাদে

চতুর্ব্বেদান্তর্গত "অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ" "পঞ্চদশী"

"বেদান্তসার" "গায়ত্রী" ও ষড়্দর্শনাদি

বিবিধশাস্ত্র প্রকাশক

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল-কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

(উপনিষৎ কার্য্যালয়; ১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্; কলিকাতা।)

কলিকাতা।

৩১ নং, সিমূলা ষ্ট্রীট্; সান্দ্রানন্দ প্রেস হইতে

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দে দ্বারা মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯৫১, মাঘ।

॥ ওঁতৎসৎ ॥ ওঁ ॥

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়-

॥ ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

॥ ওঁ ॥ ভৃগুর্ব্বৈবারুণির্বরুণং পিতরমুপসসার; অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তস্মা এতৎ প্রোবাচ, অন্নং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং

বরুণ তনয় ভৃগু ব্রহ্মজিজ্ঞাসা মানসে "ভগবন্! আমাকে ব্রহ্ম-তত্ত্ব উপদেশ করুন" বলিয়া পিতা বরুণের সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অনন্তর, পিতা তাঁহাকে জ্ঞান-লালসায় যথাবিধি উপস্থিত দেখিয়া প্রথমতঃ ব্রহ্ম-জ্ঞানের সাধনস্বরূপ অন্ন, প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মনঃ ও বাক্যের যথাক্রমে উল্লেখ *

---

* এথানে অন্ন শব্দে অন্নের পরিণাম ভূত শরীর বুঝিতে হইবে। এস্থানে অন্নাদির প্রথম উল্লেখের তাৎপর্য্য এই;—ব্রহ্ম-তত্ত্ব অতি দুরূহ, সহজে কাহারও হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না; এই জন্য দেশ কাল ও পাত্রাভিজ্ঞ গুরু, শিষ্যের ইচ্ছা থাকিলেও প্রথমেই ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ না করিয়া "অরুন্ধতী-দর্শন" ন্যায়ে ক্রমে ক্রমে তাহাকে উদ্দেশ্য পথে লইয়া যান। "অরুন্ধতী-দর্শন" ন্যায় যথা;—নববিবাহিতা বধূকে "অরুন্ধতী" নক্ষত্র দেখাইবার প্রথা আছে;

মনো বাচমিতি। তং হোবাচ, যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ব্রহ্মেতি॥ ১॥

স তপোঽতপ্যত; স তপস্তপ্ত্বা অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, অন্নেন জাতানি জীবন্তি, অন্নং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায় পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার; অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ, তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব, তপো ব্রহ্মেতি॥ ২॥

করিলেন। পরে তাঁহাকে বলিলেন যে, ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত এই দৃশ্যমান ভূতনিচয় যাঁহা হইতে জন্মিয়াছে, জাত হইয়াও যাহা দ্বারা জীবন ধারণ করিতেছে এবং পুনর্ব্বার প্রয়াত অর্থাৎ বিনাশ দশায়ও যাঁহাতে প্রবেশ করে বা মিলিয়া যায়; অর্থাৎ উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়কালে যাঁহার সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করে না, তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর— তিনিই ব্রহ্ম॥ ১॥

সেই ভৃগু পিতার কথামত তপস্যা করিলেন এবং তপস্যা করিয়া জানিলেন যে, এই অন্ন অর্থাৎ অন্নময় দেহই ব্রহ্ম। কেননা, অন্ন হইতেই এই সমস্ত ভূত জন্মে, জন্মিয়া অন্নদ্বারা জীবিত থাকে, বিনষ্ট হইয়াও অন্নেতেই প্রবিষ্ট হয়; অতএব অন্নই ব্রহ্ম। ইহা (অন্ন ব্রহ্ম) বিজ্ঞাত হইয়া পুনরপি পিতা—বরুণের সমীপে গমন করিলেন, এবং উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, ভগবন্! আমাকে ব্রহ্ম-তত্ত্ব উপদেশ করুন? তখন বরুণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, তপস্যা দ্বারা ব্রহ্ম জান, তপস্যাই ব্রহ্ম॥ ২॥

অথচ অপরিপক্কমতি সেই বধূর পক্ষে এক কথায় সেই সুসূক্ষ্ম নক্ষত্রের দর্শনও অসম্ভব অতএব, যেমন সেই বধূকে প্রথমে সমীপস্থ স্থূল, সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতরক্রমে সর্ব্বশেষে সেই সূক্ষ্মত "অরুন্ধতী" নক্ষত্র দর্শন করায়, তেমন অভিজ্ঞ গুরুও প্রথমে স্থূল, পরে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর এব

স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা প্রাণো ব্রহ্মেতিব্যজানাৎ। প্রাণাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, প্রাণেন জাতানি জীবন্তি, প্রাণং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়, পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার,অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ, তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব, তপো ব্রহ্মেতি ॥ ৩ ॥

স তপোঽতপ্যত, স তপঃস্তপ্ত্বা মনো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। মনসো হ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, মনসা জাতানি জীবন্তি, মনঃ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়, পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার; অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ, তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব, তপো ব্রহ্মেতি ॥ ৪ ॥

তদনন্তর ভৃগু তপস্যা করিলেন; তপস্যা করিয়া জানিলেন প্রাণই ব্রহ্ম। কারণ, এই সকল ভূতবর্গ প্রাণ হইতেই জন্মে, প্রাণেই অবস্থিতি করে এবং বিনাশকালেও প্রাণেই বিলীন হয়; অতএব, (প্রাণই ব্রহ্ম)। তিনি সেই প্রাণ-ব্রহ্ম বিদিত হইয়া পুনর্ব্বার পিতা—বরুণের নিকট উপাগত হইলেন এবং বলিলেন যে, ভগবন্! আমাকে ব্রহ্ম অধ্যয়ন করান, অর্থাৎ ব্রহ্ম-জ্ঞান উপদেশ করুন। পিতা তাহাকে বলিলেন— তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জান, যেহেতু তপস্যাই ব্রহ্ম ॥ ৩ ॥

সেই ভৃগু পিতার আদেশে তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তপস্যা করিয়া জানিলেন যে, মনই ব্রহ্ম। কারণ; এই পরিদৃশ্যমান ভূত সকল নিশ্চয়ই মন হইতে উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়াও মনেই অবস্থিতি করে এবং বিনাশ-দশায়ও তাহাতেই পুনঃ প্রবেশ করে; সুতরাং মনই ব্রহ্ম। ভৃগু এই প্রকার বিজ্ঞান লাভ করিয়া পুনর্ব্বার পিতা—বরুণের সমীপে সমাগত হইলেন এবং বলিলেন যে, ভগবন্! আমাকে ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করুন। তখন বরুণ তাহাকে বলিলেন,—তপস্যা দ্বারা ব্রহ্ম জানিতে ইচ্ছা (যত্ন) কর; কেন না, তপস্যাই ব্রহ্ম ॥ ৪ ॥

স তপোঽতপ্যত, স তপস্তপ্‌ত্বা বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। বিজ্ঞানাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, বিজ্ঞানেন জাতানি জীবন্তি, বিজ্ঞানং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়, পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার; অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ, তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব, তপো-ব্রহ্মেতি ॥ ৫ ॥

স তপোঽতপ্যত, স তপস্তপ্‌ত্বা আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি † ॥৬॥

তিনি (ভৃগু) পিতার বাক্যানুসারে তপশ্চরণ করিলেন, তপস্যা করিয়া জানিলেন যে, বিজ্ঞানই ব্রহ্ম; যেহেতু নিশ্চয়রূপে জানা যাইতেছে যে, এই সমস্ত ভূত বিজ্ঞান হইতেই জন্মে, জন্মিয়া তাহাতেই অবস্থিতি করে এবং ধ্বস্ত হইয়াও তাহাতেই বিলীন হয়। ইহা বিজ্ঞাত হইয়া ভৃগু পুনশ্চ পিতা বরুণের সমীপে উপাগত হইলেন এবং বলিলেন যে, ভগবন্! আমাকে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করুন। বরুণ তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, তপস্যা দ্বারা ব্রহ্ম জানিতে যত্ন কর, তপস্যাই ব্রহ্ম ॥ ৫ ।

অনন্তর, সেই ভৃগু তপস্যা করিলেন; তপস্যা করিয়া জানিয়াছিলেন যে, আনন্দই ব্রহ্ম; কেননা, এই সমস্ত ভূত আনন্দ হইতেই জন্মে, জন্মিয়া আনন্দেই অবস্থান করে এবং অন্তেও আনন্দেই প্রবেশ করে বা লয় পায় ॥ ৬ ॥

---

† এস্থলে সহজেই এই আশঙ্কা হইতে পারে যে, বরুণমুনির অনুজ্ঞাক্রমে ভৃগু ব্রহ্মজ্ঞানের উদ্দেশে তপস্যা করিলেন, তপস্যা করিয়া অন্ন (অন্নময়) প্রভৃতিকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিলেন; তথাপি তপঃপ্রভাবে পরিজ্ঞাত সেই অন্নময়াদিতে অব্রহ্মত্ব শঙ্কা উপস্থিত হইল কেন? এবং বরুণই বা পুত্রকে সেই এক তপস্যা করিতেই পুনঃ পুনঃ নিযোগ করিলেন কেন? ইহার উত্তর এই—ভৃগু তপস্যা করিয়াও অন্ন প্রভৃতির অতিরিক্ত যে ব্রহ্ম আছে, তাহা জানিতে পারিলেন না। অথচ, অন্নময়াদি সকলই যখন উৎপত্তি-বিনাশশীল,

সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা। য এবং বেদ, প্রতিতিষ্ঠতি, অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি; প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন; মহান্ কীর্ত্ত্যা ॥ ৭ ॥

অন্নং ন নিন্দ্যাৎ; তদ্ব্রতম্; প্রাণো বা অন্নম্, শরীরমন্না-দম্, প্রাণে শরীরং প্রতিষ্ঠিতম্। শরীরে প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ, প্রতিতিষ্ঠতি; অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুর্ভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন; মহান্ কীর্ত্ত্যা ॥ ৮ ॥

ইহাই সেই সর্ব্বজন প্রসিদ্ধা "ভার্গবী বারুণী" অর্থাৎ ভৃগু ও বরুণ-প্রোক্ত এই বিদ্যা (ব্রহ্মজ্ঞান) পরম ব্যোমরূপী পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত। যে উপাসক যথোক্ত প্রকারে ইহা জানেন, তিনি স্বয়ং সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, প্রভূত অন্ন ও সম্পত্তিশালী হন, প্রচুরতর অন্নের ভোক্তা হন এবং প্রজা, পশু, ব্রহ্মবর্চ্চস (ব্রহ্মতেজঃ) ও কীর্ত্তি দ্বারা মহান্ হন। ৭ ॥

ব্রহ্মবিজ্ঞানের প্রধান উপায় হেতু কেহ অন্নের নিন্দা করিবে না; বরং অন্নকেও গুরুবৎ শ্রদ্ধা করিবে। সম্প্রতি অন্নের স্তত্যর্থ ব্রত উপদিষ্ট হইতেছে,—এই দেহান্তর্গত প্রাণই শরীরের অন্ন; কারণ, প্রাণ দ্বারা শরীর পরিপুষ্টি লাভ করে। শরীর অন্নাদ অর্থাৎ সেই অন্নের ভোক্তা; প্রাণে শরীর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রাণও শরীরে প্রতিষ্ঠিত। যে ব্যক্তি এই অন্নকে অন্নে প্রতিষ্ঠিত-

---

তখন কোন রূপেই ব্রহ্ম বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইতে পারে না, এইজন্য পুনঃ পুনঃ ভৃগুর জিজ্ঞাসা।

এবং বরুণেরও পুনঃ পুনঃ তপস্যা করিতে উপদেশের কারণ এই যে, ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে হইলে তপস্যাই প্রধান সাধন সত্য, কিন্তু এক আধবার তপস্যা করিলেই যে তাহা হইবে, এমন নহে—অনবরত উৎকটরূপে সেই সাধনের অনুষ্ঠান করা চাই, তাহা হইলেই ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারা যায়, অতএব সাধনের আধিক্য বা পৌনঃপুন্য জ্ঞাপনের জন্যই পুনঃ পুনঃ তপস্যা করিতে বরুণের উপদেশ॥

অন্নং ন পরিচক্ষীত, তদ্ব্রতম্, আপো বা অন্নম্, জ্যোতিরন্নাদম্, অপ্সু জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠিতম্। জ্যোতিষ্যাপঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ, প্রতিতিষ্ঠতি, অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন; মহান্ কীর্ত্ত্যা ॥ ৯ ॥

অন্নং বহু কুর্ব্বীত, তদ্ব্রতম্, পৃথিবী বা অন্নং, আকাশোঽন্নাদঃ, পৃথিব্যামাকাশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ, আকাশে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিতা। তদেতদন্নমন্নেপ্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ; প্রতিতিষ্ঠতি; অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন; মহান্ কীর্ত্ত্যা ॥১০॥

রূপে জানেন, তিনি ইহলোকে প্রতিষ্ঠা (সুখ্যাতি) লাভ করেন, প্রচুর অন্নবান্ ও প্রচুর অন্নভোগী হন; এবং প্রজা, পশু, ব্রহ্ম-বর্চ্চস ও কীর্ত্তিদ্বারা মহান্ হন ॥ ৮ ॥

কখনও অন্ন পরিত্যাগ করিবে না। তাহার ব্রত নিয়ম এইরূপ, এই দেহে অপ্—জলই অন্ন-স্থানীয়, জ্যোতিঃ সেই অন্নের ভোক্তা, সেই জ্যোতিঃ জলেতে প্রতিষ্ঠিত, সেই জলও আবার জ্যোতিতে প্রতিষ্ঠিত; এই প্রকারে উভয় অন্নই পরস্পরেতে প্রতিষ্ঠিত আছে। যে ব্যক্তি এই উভয় অন্নকেই উভয় অন্নে প্রতিষ্ঠিত জানেন, তিনি সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেন; অন্নবান্ ও অন্ন-ভোক্তা হন এবং পূর্ব্ববৎ প্রজা, পশু, ব্রহ্মবর্চ্চস ও কীর্ত্তি দ্বারা মহান্ হন ॥ ৯ ॥

সকলেই অন্নের আদর বা সম্মান করিবে। তাহার ব্রত (নিয়ম) এইরূপ,—দৃশ্যমান পৃথিবী অন্ন এবং আকাশ অন্নাদ অর্থা ভোক্তা। পৃথিবীতে আকাশ অবস্থিত এবং আকাশেও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত, এই প্রকারে উভয় অন্নই উভয় অন্নে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যে ব্যক্তি অন্নে প্রতিষ্ঠিত এই উভয় অন্নকে জানেন, তিনি ইহ লোকে প্রতিষ্ঠিত হন, প্রচুর অন্ন ও অন্ন-ভোগ লাভ করেন, এবং প্রজা, পশু, ব্রহ্মবর্চ্চস ও কীর্ত্তি দ্বারা মহান্ হন ॥ ১০ ॥

ন কঞ্চন বসতৌ প্রত্যাচক্ষীত, তদ্‌ব্রতম্‌, তস্মাদ্যয়া কয়া চ বিধয়া বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াৎ। অরাধ্যস্মা অন্নমিত্যাচক্ষতে, এতদ্বৈ মুখতোঽন্নং রাদ্ধম্‌,মুখতোঽস্মা অন্নং রাধ্যতে। এতদ্বৈ মধ্যতোঽন্নং রাদ্ধম্‌, মধ্যতোঽস্মা অন্নং রাধ্যতে। এতদ্বা-অন্ততোঽন্নং রাদ্ধম্‌, অন্ততোঽস্মা অন্নং রাধ্যতে ॥ ১১ ॥

য এবং বেদ; ক্ষেম ইতি বাচি, যোগক্ষেম ইতি প্রাণাপানয়োঃ, কর্ম্মেতি হস্তয়োঃ, গতিরিতি পাদয়োঃ, বিমুক্তিরিতিপায়ৌ। ইতি মানুষীঃ সমাজ্ঞাঃ। অথদৈবীঃ, তৃপ্তিরিতি বৃষ্টৌ, বলমিতি বিদ্যুতি ॥ ১২ ॥

সেই প্রকার নিজ নিবাসে অবস্থিতির নিমিত্ত উপস্থিত কোন ব্যক্তি-কেই প্রত্যাখ্যান করিবে না। তাহার ব্রত (নিয়ম) এই—যেহেতু গৃহে উপস্থিত কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করিবে না; অতএব, গৃহস্থ যে কোন উপায়ে অন্ন সংগ্রহ করিবে। অন্নদানের ফল বা মাহাত্ম্য বিস্তর; অন্নদাতা সেই ফলও অবিলম্বে লাভ করিয়া থাকেন। দাতা প্রথম বয়সে সদুপায়ে উপার্জ্জিত অন্ন অতিথিগণ উদ্দেশে যথাশক্তি সম্মানপূর্ব্বক প্রদান করিবেন। (তাহার ফল এই—) নিশ্চয়ই প্রথম বয়সে বর্ত্তমান সেই অন্নদাতার উদ্দেশে দানানুসারে যথেষ্ট অন্ন উপস্থিত হইয়া থাকে; তদ্রূপ মধ্যম বয়সে ন্যায়ো-পার্জ্জিত অন্ন সমুদয় অতি মহৎ পূজাপূর্ব্বক অতিথিকে প্রদান করিবে; তাহার মধ্যম বয়সে মধ্যবর্ত্তিভাবে দানানুরূপ অন্ন সমুদয় সমুপস্থিত হইয়া থাকে এবং অন্তিমবয়সে অথচ অধম উপায়ে অর্জ্জিত অন্ন সকল সৎকারপূর্ব্বক অতিথিকে দান করিলে সেই দাতার সমীপে যথোচিত অন্ন সকল উপস্থিত হয় ॥ ১১ ॥

যে ব্যক্তি এইরূপ অন্ন-মাহাত্ম্য ও অন্নদানের ফল জানেন, তিনি কখনই অন্নহীন হন না। সম্প্রতি ব্রহ্মোপাসনার প্রকার (রীতি) প্রদর্শিত হইতেছে;—

যশ ইতি পশুষু, জ্যোতিরিতি নক্ষত্রেষু। প্রজাতিরানন্দ ইত্যুপস্থে, সর্ব্বমিত্যাকাশে। তৎপ্রতিষ্ঠেত্যুপাসীত; প্রতিষ্ঠাবান্ ভবতি। তন্মহ ইত্যুপাসীত; মহান্ ভবতি। তন্মন ইত্যুপাসীত; মানবান্ ভবতি॥ ১৩॥

বাক্যে ক্ষেম, ‡ প্রাণে এবং অপানে যথাক্রমে যোগ ও ক্ষেম §, হস্তদ্বয়ে কর্ম্ম, পাদদ্বয়ে গতি, পায়ুতে (মলদ্বারে) বিমুক্তি (ত্যাগ)-রূপে জ্ঞান করিতে হইবে। এই পর্য্যন্ত মনুষ্য সম্বন্ধী আজ্ঞা বা আদেশ শেষ হইল।

অনন্তর দৈবী আজ্ঞা কথিত হইতেছে—বৃষ্টিতে তৃপ্তি দৃষ্টি, বিদ্যুতে বল দৃষ্টি, পশু সকলে যশ দৃষ্টি, নক্ষত্রগণে জ্যোতি দৃষ্টি, উপস্থে প্রজা-হেতু আনন্দ দৃষ্টি ও আকাশে সর্ব্বাত্ম-ভাবে দৃষ্টি করিবে; এবং তাহাকে (আকাশকে) প্রতিষ্ঠা বলিয়া উপাসনা করিবে। এই উপাসনাফলে উপাসক ইহ লোকে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাহাকে মহ-(তেজঃ) রূপে উপাসনা করিবে, সেই উপাসনার ফলে উপাসক ও মহান্ হন। তাহাকে মনঃ বলিয়া উপাসনা করিবে, তাহা হইলে উপাসক ও মানবান্ (সম্মান প্রাপ্ত) হন।

তাহাকে "নম" (নম্রতাবিশিষ্ট); বলিয়া উপাসনা করিবে, তাহা হইলে সমস্ত কাম্য বস্তু তাহার সমীপে উপনত হয়। তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিলে স্বয়ং ও ব্রহ্মবান্ হইবে। তাহাকেই ব্রহ্মের পরিমর ¶ বলিয়া উপাসনা করিবে, তাহা হইলে, তাহার হিংসাকারী শত্রু সকল মৃত

---

‡ প্রাপ্তবস্তুর রক্ষণাবেক্ষণের নাম ক্ষেম; উপাসক ব্রহ্মকে বাক্যেতে ক্ষেমরূপে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উপাসনা করিবে।

§ এখানে যোগ অর্থ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি; ক্ষেম অর্থ পূর্ব্ববৎ। এখানেও প্রাণ এবং অপানে যোগ ও ক্ষেমরূপে ব্রহ্মের উপাসনা করিতে হইবে।

¶ পরিমর—বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, চন্দ্র, আদিত্য ও অগ্নি, এই পঞ্চ অনিষ্টকর দেবতা যাহাতে বিনাশ পায়, কিংবা প্রশমিত হয়, তাহার নাম পরিমর। বায়ুতে সেই সমস্ত গুণ থাকায় বায়ুকে 'পরিমর' বলা হইয়াছে।

তন্নম ইত্যুপাসীত। নম্যন্তেঽস্মৈ কামাঃ। তদ্ব্রহ্মেত্যু-
পাসীত; ব্রহ্মবান্ ভবতি। তদ্ব্রহ্মণঃ পরিমর ইত্যুপাসীত।
পর্য্যে ম্রিয়ন্তে দ্বিষন্তঃ সপত্নাঃ। পরি যেঽপ্রিয়া ভ্রাতৃব্যাঃ।
স যশ্চায়ং পুরুষে, যশ্চাসাবাদিত্যে, স একঃ ॥ ১৪ ॥

স য এবংবিৎ অস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য, এতমন্নময়মাত্মান-
মুপসংক্রম্য; এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রম্য, এতং
মনোময়মাত্মানমুপসংক্রম্য, এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপ-
সংক্রম্য, এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রম্য, ইমাঁল্লোকান্
কামান্নী। কামরূপ্যানুসঞ্চরন্। এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে। হা ৩
বুহা ৩ বুহা ৩ বু। অহমন্নমহমন্নমহমন্নম্, অহমন্নাদঃ ৩
অহমন্নাদঃ ৩ অহমন্নাদঃ; অহং শ্লোককৃদহং শ্লোককৃদহং
শ্লোককৃৎ; অহমস্মি প্রথমজা ঋতস্য; পূর্ব্বং দেবেভ্যো-

হয়, এবং অন্যান্য শত্রুগণও পরাস্ত হয়। সেই এই পুরুষে স্থিত আত্মা, আর
এই আদিত্যে বর্ত্তমান পরমাত্মা, এই উভয়ই এক। ১২—১৪।

তিনি (পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞান-বিশুদ্ধাত্মা উপাসক) এই পরিদৃশ্যমান লোক
হইতে প্রেতভাব প্রাপ্ত হইয়া, অন্নময় আত্মাতে সংক্রান্ত হইয়া, ক্রমে এই
প্রাণময় আত্মাতে উপসংক্রামিত (মিলিত) হয়, পরে মনোময় আত্মাতে
সংগত হইয়া এই বিজ্ঞানময় আত্মাতে সংক্রান্ত হয়, সর্ব্বশেষে এই আনন্দময়
আত্মাতে সংক্রান্ত এবং স্বেচ্ছা-ভোগে সমর্থ হইয়া (যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই
ভোগ করিতে পারে) কামনানুসারে বিবিধ ভোগ্য বস্তু-পূর্ণ এই সমস্ত লোকে
বিচরণ করে এবং নিম্নলিখিত সাম-গাথা (গীত) গান করতঃ অবস্থান করিতে
থাকে। সেই সাম-গান এই;—হা ৩, বুহা ৩, বুহা ৩, বু। আমি অন্ন, আমি
অন্ন, আমি অন্ন। আমি অন্নাদ ৩, আমি অন্নাদ ৩, আমি অন্নাদ। আমি
শ্লোককৃৎ, আমি শ্লোককৃৎ, আমি শ্লোককৃৎ। আমিই ঋত হইতে প্রথমজ
অর্থাৎ প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছি, আমি দেবগণেরও পূর্ব্বে অমৃত ভোগ করিয়াছি।

অমৃতস্য ৩ নাভায়ি। যো মা দদাতি স ইদেবমা ৩ বাঃ হ।
অহমন্নমন্নমদন্তমা ৩ দ্মি। অহং বিশ্বং ভুবন মভ্যভবাম্।
সুবর্ণজ্যোতীঃ। য এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ॥ ১৫॥

ভৃগুস্তস্মৈ যতো বিকৃতি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তত্রয়োদশান্নং প্রাণোমনো বিজ্ঞানমিতি বিজ্ঞায় তং তপসা দ্বাদশানন্দ ইতি॥ সৈষা দশান্নং ননিন্দ্যাৎ,প্রাণঃ শরীরমন্নং ন পরিচক্ষীত আপোজ্যোতিরন্নং বহু কুর্বীত পৃথিব্যামাকাশ একাদশৈ-কাদশ নকঞ্চনৈকষষ্টির্দ্দশ॥ ১৬॥

ইতি তৈত্তিরীয়ে ভৃগূপনিষৎ
সম্পূর্ণা॥

আমি অন্ন এবং অতিশয় রূপে অন্ন ভক্ষণও করিয়াছি। আমিই বিশ্ব, এবং ভুবনরূপেও আমিই প্রাদুর্ভূত হইয়াছি। পুনশ্চ আমিই সুবর্ণজ্যোতিঃ স্বরূপ। যিনি এই প্রকার জানেন, তাহার পূর্ব্বোক্ত সেই সমস্ত ফল লাভ হয়॥ ১৫॥

উপসংহারকালে আচার্য্য মহাশয় শিষ্যকে উপদেশ দিতেছেন যে,—মুনিবর ভৃগু নিজ জনক-সমীপে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উপদিষ্ট হইয়া তপস্যা প্রভৃতি উপায় দ্বারা যে ভাবে অন্ন, প্রাণ, মন ও বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্রমে আনন্দময় পরম ব্রহ্মে মিলিয়াছিলেন বা তন্ময় হইয়াছিলেন, সেইরূপ অপরাপর সাধকও অন্নময়াদি-ক্রমে পরমাত্মতত্ত্ব অবগত হইতে যত্নপর হইবে; এবং সেই আশা থাকিলে কদাচ অন্নের নিন্দা করিবে না; কেননা, জগদীশ্বর সকলের প্রাণস্বরূপ, অন্ন আবার তাহারও প্রাণস্বরূপ। অতএব অন্নের ত্যাগ করাও বিধেয় নহে। তিনি স্বয়ং জল ও জ্যোতিঃস্বরূপ; অতএব সকলেই অন্ন সঞ্চয় করিতে অবশ্য যত্ন করিবে। বিশেষতঃ অন্ন দ্বারা সেই দুর্লভ ব্রহ্মের উপাসনা কার্য্যও সম্পন্ন হইয়া থাকে॥ ১৬॥

ইতি শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বেদান্ত-সাংখ্যতীর্থ-ভট্টাচার্য্য-সম্পাদিত-
তৈত্তিরীয়-ভৃগূপনিষদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥

ওঁ

নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায়।

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়-

শিক্ষোপনিষৎ।

(শ্রুতি-বঙ্গানুবাদ-সমেতা।)

নিরপেক্ষ-ধর্ম্ম-সঞ্চারিণী সভা হইতে

শ্রীল শ্রীযুক্ত পূজ্যপাদ ভগবান্ সান্দ্রানন্দাচার্য্য মহাপ্রভুর প্রসাদে

চতুর্ব্বেদান্তর্গত "অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ" "পঞ্চদশী"

"বেদান্তসার" "গায়ত্রী" ও ষড়্দর্শনাদি

বিবিধশাস্ত্র প্রকাশক

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল-কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

(উপনিষৎ কার্য্যালয়; ১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্; কলিকাতা।)

কলিকাতা।

৩১ নং, সিমূলা ষ্ট্রীট্; সান্দ্রানন্দ প্রেস হইতে

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দে দ্বারা মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯৫১, মাঘ।

॥ ওঁ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়-

শিক্ষোপনিষৎ।

॥ ওঁ পরমাত্মনে নমঃ ॥

অথ শিক্ষাপ্রারম্ভঃ ॥ শন্নো মিত্রঃ শং বরুণঃ, শন্নো-ভবত্বর্য্যমা, শন্ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ, শন্নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো-ব্রহ্মণে, নমস্তে বায়ো, ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব

মিত্র (১) আমাদিগের অর্থাৎ গুরু ও শিষ্যের প্রতি সুখময় হউন; বরুণ (২) আমাদিগের মঙ্গলপ্রদ হউন, আদিত্য (৩) আমাদিগের মঙ্গল করুন; ইন্দ্র (৪) ও বৃহস্পতি (৫) আমাদিগের মঙ্গলপ্রদ হউন; উরু-ক্রম—অর্থাৎ বিস্তীর্ণ-যশাঃ বিষ্ণুও (৬) আমাদিগের সম্বন্ধে কল্যাণকর হউন॥

---

(১) মিত্র—প্রাণবৃত্তি ও দিবসাভিমানী দেবতা।

(২) বরুণ—অপানবৃত্তি ও রাত্রির অভিমানী দেবতা।

(৩) আদিত্য—চক্ষু ও আদিত্য মণ্ডলাভিমানী দেবতা।

(৪) ইন্দ্র—বলের অভিমানী দেবতা।

(৫) বৃহস্পতি—বুদ্ধি ও বাক্যাভিমানী দেবতা।

(৬) বিষ্ণু—পাদাভিমানী দেবতা। ইহাঁদিগকে প্রার্থনা করিবার তাৎপর্য্য এই—এই সকল অধ্যাত্ম, দেবতা প্রসন্ন হইলে, গুরু শিষ্য, উভয়েরই নির্ব্বিঘ্নে অধ্যয়ন ও অধ্যাপন সম্পন্ন হইতে পারে।

প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি, ঋতং দিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি, তন্মামবতু, তদ্বক্তারমবতু, অবতু মাম্, অবতু বক্তারম্॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

ওঁ॥ শীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। বর্ণঃ স্বরঃ, মাত্রা বলং, সাম সন্তানইত্যুক্তঃ শীক্ষাধ্যায়ঃ॥ শীক্ষাংপঞ্চা॥ ১॥

ব্রহ্ম উদ্দেশে নমস্কার করিতেছি; বায়ো! তোমার উদ্দেশে নমস্কার করিতেছি; যেহেতু তুমিই সর্ব্বভূতের অন্তরেও বাহিরে অবস্থিত প্রত্যক্ষরূপী ব্রহ্ম। অতএব তোমাকেই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলিব; বুদ্ধিতে নিশ্চিতব্য যে সকল বিষয়, তাহাও যখন তোমার অধীন, অতএব তোমাকেই সেই 'ঋত' বলিব এবং শারীর ও বাচিক প্রয়োজন সকলও যখন তোমারই অধীন, তখন তোমাকেই 'সত্য' বলিব। (সম্প্রতি বিদ্যার্থী নিজের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন,—সেই সর্ব্বাত্মক বায়ু-ব্রহ্ম আমার স্তবে তুষ্ট হইয়া আমাকে (বিদ্যার্থিকে) বিদ্যা প্রদান দ্বারা রক্ষা করুন; বক্তাকেও বচন-সামর্থ্য দান করিয়া রক্ষা করুন; এবং আমাকেও (সর্ব্বপ্রকারে) রক্ষা করুন (৭)॥

অর্থ জ্ঞানই উপনিষদের প্রধান, সুতরাং অর্থাবগতি হয় না বলিয়া উপনিষদ্ গ্রন্থ পাঠে লোকের অযত্ন বা উদ্দাম নিবৃত্তি হইতে পারে, এই নিমিত্ত শিক্ষা-ব্যাখ্যা আবদ্ধ হইতেছে,—বর্ণাদির উচ্চারণ প্রভৃতি যাহাদ্বারা শিক্ষিত হয়, তাহার নাম শিক্ষা। অথবা, যাহা শিক্ষিত হয়. সেই বর্ণাদিই শিক্ষাশব্দে প্রতিপাদ্য। শিক্ষা অর্থেই 'শীক্ষা' শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে। আমরা সেই শিক্ষার ব্যাখ্যা, অর্থাৎ তাহার অর্থ সর্ব্বতোভাবে স্পষ্ট করিব।

---

(৭) এখানে, এক বক্তারই যে, আত্ম-রক্ষার্থ দুইবার প্রার্থনা, তাহা কেবল আগ্রহাতিশয় সূচনার্থ।

শ্রুতিতে এক 'শান্তি' শব্দটী তিনবার পঠিত হইবার কারণ এই,—বিদ্যালাভের উপসর্গ বা বিঘ্ন তিন প্রকার—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক; সুতরাং সেই ত্রিবিধ বিঘ্নের সম্পূর্ণরূপে নিবারণার্থ মঙ্গলাচরণ বা শান্তিপাঠে একই "শান্তি" শব্দের তিনবার পাঠ করা হইয়াছে।

সহ নৌ যশঃ, সহ নৌ ব্রহ্মবর্চ্চসম্। অথাতঃ সংহিতায়া উপনিষদং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ পঞ্চস্বধিকরণেষু, অধিলোকমধি-

---

তন্মধ্যে, বর্ণ—অকারাদি অক্ষর। স্বর—উদাত্ত, অনুদাত্ত ও মিশ্রিত—স্বরিত, (৮)। মাত্রা—হ্রস্ব-দীর্ঘাদি। বল—বর্ণোচ্চারণে বিশেষ বিশেষ প্রযত্ন। সাম—বর্ণসমূহের যে নাতি উচ্চ ও নাতি নীচস্বরে উচ্চারণ, তাহার নাম সাম বা সমতা। সন্তান—সমষ্টি। শিক্ষা-অধ্যেতাগণের এই সকল বিষয় অবশ্য-শিক্ষিতব্য। এই বিষয় সমুদয় শাস্ত্রের যে অংশে বর্ণিত আছে, তাহার নাম "শিক্ষাধ্যায়।" সেই এই শিক্ষাধ্যায় পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রকটিত হইল।

সম্প্রতি সংহিতার উপনিষৎ আরব্ধ হইতেছে। তন্মধ্যে ঔপনিষদ জ্ঞান হইতে জায়মান যে যশঃ সকলের প্রার্থনীয়, সেই যশঃ আমাদিগের উভয়েরই (শিষ্য ও আচার্য্যের) সমভাবে উৎপন্ন হউক, এবং সেই যশো-মূলক যে ব্রহ্মবর্চ্চস অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য তেজঃ, তাহাও আমাদিগের যুগপৎ বর্ত্তমান থাকুক (৯)।

সম্প্রতি নিম্নলিখিত পঞ্চ অধিকরণে (পাঁচ প্রকার বিষয়ে) সংহিতোপনিষদ্ অর্থাৎ সংহিতাসম্বন্ধী জ্ঞানের ব্যাখ্যা করিব। সেই পঞ্চ অধিকরণ কি কি? তাহা দর্শিত হইতেছে—প্রথম অধিলোক, দ্বিতীয় অধিজ্যোতিষ, তৃতীয় অধিবিদ্য, চতুর্থ অধিপ্রজ এবং পঞ্চম অধ্যাত্ম। (১০)

এই পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিষয়ক উপনিষদ সমষ্টি "মহাসংহিতা" নামে কথিত হইয়া থাকে। *

---

(৮) অত্যুচ্চ কণ্ঠস্বরের নাম উদাত্ত, তদপেক্ষা মৃদু কণ্ঠস্বরের নাম অনুদাত্ত এবং এতদুভয় স্বরমিশ্রিত স্বরের নাম স্বরিত। বেদে এতদ্ভিন্ন আরও অনেক প্রকার স্বর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(৯) শিষ্য এখন পর্য্যন্ত অকৃতার্থই রহিয়াছে, এই নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত প্রার্থনা সকল শিষ্যেরই কর্ত্তব্য,—কিন্তু কৃতার্থ আচার্য্যের এরূপ প্রার্থনা অনাবশ্যক।

(১০) অধিলোক—এই দৃশ্যমান লোকাধিকারে যে দর্শন, তাহার নাম অধিলোক। জ্যোতির্ম্ময় বস্তু বিষয়ক দর্শনের নাম অধিজ্যোতিষ। বিদ্যাবিষয়ক দর্শনের নাম অধিবিদ্য। প্রজাবিষয়ক দৃষ্টির নাম অধিপ্রজ এবং আত্মবিষয়ক দর্শনের নাম অধ্যাত্ম।

* এই উপনিষদ্ লোক-প্রভৃতি মহদ্-বস্তু বিষয়ক বলিয়া "মহা" এবং সংহিতা বিষয়ক বলিয়া "সংহিতা"; সুতরাং ইহাকে "মহাসংহিতা" বলা উপযুক্তই হইয়াছে।

জ্যোতিষমধিবিদ্যমধিপ্রজমধ্যাত্মম্। তা মহাসংহিতা ইত্যাচক্ষতে॥ অথাধিলোকম্, পৃথিবী পূর্ব্বরূপম্, দ্যৌরুত্তররূপম্, আকাশঃ সন্ধিঃ, বায়ুঃসন্ধানম্, ইত্যধিলোকম্॥ ২॥

অথাধিজ্যোতিষম্। অগ্নিঃ পূর্ব্বরূপম্,আদিত্য উত্তররূপম্, আপঃ সন্ধিঃ, বৈদ্যুতঃ সন্ধানম্, ইত্যধিজ্যোতিষম্। অথাধিবিদ্যম্, আচার্য্যঃ পূর্ব্বরূপম্, অন্তেবাস্যুত্তররূপম্, বিদ্যা সন্ধিঃ, প্রবচনং সন্ধানম্,ইত্যধিবিদ্যম্॥ অথাধিপ্রজম্।

সম্প্রতি অধিলোক দর্শন কথিত হইতেছে; দর্শনের ক্রম (পৌর্ব্বাপর্য্য) সূচনার নিমিত্ত মূলের স্থানে স্থানে "অথ" শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সংহিতার পৃথিবী পূর্ব্বরূপ (বর্ণ), দ্যৌ উত্তররূপ, আকাশ সন্ধি অর্থাৎ মধ্যস্থান এবং বায়ু তাহার সন্ধান অর্থাৎ পূর্ব্বোত্তর রূপের সংযোজক। † এই পর্য্যন্তই গেল অধিলোক দর্শন॥ ২॥

সম্প্রতি অধিজ্যোতিষ, অর্থাৎ জ্যোতি-পদার্থ বিষয়ে উপাসনা বিহিত হইতেছে,—অগ্নি পূর্ব্বরূপ (পূর্ব্ববর্ণ), আদিত্য উত্তর রূপ, জল তাহার সন্ধি, অর্থাৎ সংযোজক এবং বৈদ্যুত, অর্থাৎ বিদ্যুতের জ্যোতি তাহার সন্ধান। এখানেও পূর্ব্ববৎ সংহিতা বর্ণেই আদিত্যাদি দৃষ্টি করিতে হইবে। এই পর্য্যন্ত গেল অধিজ্যোতিষ দর্শন।

সম্প্রতি "অধিবিদ্য" অর্থাৎ বিদ্যা বিষয়ক দর্শন কথিত হইতেছে; আচার্য্য পূর্ব্বরূপ, অন্তেবাসী উত্তররূপ, বিদ্যা সন্ধি এবং প্রবচন, অর্থাৎ পঠন-পাঠনাদি তাহার সন্ধান বা সংযোজক। এই পর্য্যন্তই অধিবিদ্য দর্শন।

এখন "অধিপ্রজ" দর্শন ‡ কথিত হইতেছে,—মাতা পূর্ব্বরূপ, অর্থাৎ প্রথম বর্ণ; পিতা উত্তররূপ, অর্থাৎ অন্তিম বর্ণ; প্রজা তাহার সন্ধি, অর্থাৎ

---

† ইহার তাৎপর্য্য এই—এখানে "রূপ" অর্থ বর্ণ, সুতরাং সংহিতার পূর্ব্ব বর্ণে 'পৃথিবী' দৃষ্টি, শেষ বর্ণে দ্যুলোক দৃষ্টি, মধ্যবর্ণে আকাশ দৃষ্টি এবং উহাদের পরস্পর সংযোগে বায়ু দৃষ্টি করিতে হইবে। ইহাই উপাসনার প্রণালী।

‡ অধিপ্রজ দর্শন অর্থ সন্তান-বিষয়ক দৃষ্টি বা উপাসনা।

মাতা পূর্ব্বরূপম্, পিতোত্তররূপম্, প্রজা সন্ধিঃ, প্রজননং সন্ধানম্, ইত্যধিপ্রজম্ ॥ ৩ ॥

অথাধ্যাত্মম্। অধরা হনুঃ পূর্ব্বরূপম্, উত্তরা হনুরুত্তর-রূপম্, বাক্ সন্ধিঃ, জিহ্বা সন্ধানম্, ইত্যধ্যাত্মম্। ইতীমা মহাসংহিতাঃ। য এবমেতা মহাসংহিতা ব্যাখ্যাতা বেদ, সন্ধীয়তে প্রজয়া পশুভিঃ, ব্রহ্মবর্চ্চসেনান্নাদ্যেন সুবর্গ্যেণ লোকেন। সন্ধিরাচার্য্যঃ পূর্ব্বরূপমিত্যধিপ্রজং লোকেন ॥৪॥

যশ্ছন্দসামৃষভো বিশ্বরূপঃ, ছন্দোভ্যোঽধ্যমৃতাৎ সংবভূব। স মেন্দ্রো মেধয়া স্পৃণোতু, অমৃতস্য দেবধারণো ভূয়াসম্,

---

সম্বন্ধ-স্থাপক; এবং প্রজনন, অর্থাৎ গর্ভাধান তাহার সন্ধান, অর্থাৎ সংযোজক। এখানেই অধি-প্রজ দর্শন শেষ হইল।

এক্ষণে "অধ্যাত্ম" দর্শন, অর্থাৎ শরীর সম্বন্ধী উপাসনা অভিহিত হইতেছে,—হনু (অধোগণ্ড) পূর্ব্বরূপ (প্রথম বর্ণ), অধরা হনু (নিম্ন গণ্ড) উত্তররূপ, বাক্ সন্ধি, জিহ্বা তাহার সন্ধান, অর্থাৎ যোজক। এখানেও ঠিক্ পূর্ব্বের ন্যায়ই সংহিতা বর্ণেতে কথিত দৃষ্টি করিতে হইবে। এই পর্য্যন্ত অধ্যাত্ম দর্শন শেষ হইল ॥ ৩—৪ ॥

ইতি পূর্ব্বে যে সমস্ত পৃথক্ পৃথক্ উপাসনার প্রকার কথিত হইয়াছে, তাহার সমস্তকে "মহাসংহিতা" বলা যায়। যে ব্যক্তি এই পূর্ব্বোক্ত মহাসংহিতা জানেন,অর্থাৎ তাহার উপাসনা করেন,তিনি অবশ্যই প্রজা (সন্তান সন্ততি), পশু, ব্রহ্মবর্চ্চস, অন্নভোক্তৃত্ব এবং স্বর্গাদি উত্তম লোক সকল দ্বারা সমৃদ্ধ হন। অন্যান্য অধ্যাত্মতত্ত্ব জ্ঞাপক দর্শনাদি শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ পরিগ্রহ করিলে যেরূপ অপূর্ব্ব সুখানুভবের অধিকারী হয়, উপাসকগণ সেই প্রকার এই লোকাদি পঞ্চবিষয়ক উপনিষৎ শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারাও ঐহিক প্রজাদি সম্পত্তি এবং পারলৌকিক স্বর্গাদি সম্পত্তি লাভ করতঃ পরমানন্দ অনুভব করেন।

শরীরং মে বিচর্ষণম্, জিহ্বা মে মধুমত্তমা, কর্ণাভ্যাং ভূরি বিশ্রুবম্। ব্রহ্মণঃ কোশোঽসি মেধয়া পিহিতঃ, শ্রুতং মে গোপায়, আবহন্তী বিতন্বানা॥ ৫॥

যাহারা মেধা—ধরণাবতী বুদ্ধি এবং অলৌকিক শ্রী, অর্থাৎ সম্পত্তি কামনা করে, তাহাদের সেই অভীষ্ট ফল প্রাপ্তির সাধন বক্ষ্যমাণ—জপ-হোমাদি কথিত হইতেছে।—এখানে বেদ-প্রধান প্রণবাক্ষরমাত্র স্তবনীয়; সুতরাং যে কিছু বলা যাইবে, তৎসমস্তই প্রণবের প্রশংসা-পর বাক্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। তাহার উপাসনা প্রকার এই—যিনি সমস্ত ছন্দের (বেদের) ঋষভ, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বা প্রধান-প্রতিপাদ্য, এবং বিশ্বরূপ (অর্থাৎ বাক্যমাত্রেই প্রণবের অস্তিত্ব থাকায় প্রণব সর্ব্বরূপী); সেই প্রণব (ওঁ) অমৃতরূপী ছন্দ (বেদ) হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছেন।¶ সেই দীপ্তিমান্ সর্ব্ব-কামেশ্বর (প্রণব) আমাকে (উপাসককে) তীক্ষ্ণ বুদ্ধি অর্পণ দ্বারা প্রীত ও সফল করুন। দেব!—প্রকাশময়! আমি যেন অমৃতের (মোক্ষের) হেতুভূত ব্রহ্ম জ্ঞানের ধারয়িতা, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকারী হই। আমার শরীর কর্ম্মোপযোগী হউক, আমার জিহ্বা মধুমতী অর্থাৎ অতিশয় মধুরভাষিণী হউক, কর্ণদ্বয় প্রচুর পরিমাণে সুশ্রাব্য শব্দ-শ্রবণে সমর্থ হউক। অধিক কি, তোমার অনুগ্রহে আমার হস্তপদাদি-বিশিষ্ট এই সমস্ত শরীরই ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভের উপযুক্ত হউক। কোষ যেমন অসি আবরক, তেমন তুমিও ব্রহ্মের কোষ স্বরূপ, অথচ সামান্য লৌকিক বুদ্ধি দ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকায় মন্দমতি মানবগণ তোমার স্বরূপ অবগত হইতে পারে না।*

¶ যদিও প্রণব পদার্থটী নিত্য, তাহার আর যথার্থ রূপে উৎপত্তি সম্ভবপর হইতে পারে না সত্য; তথাপি স্বয়ং প্রজাপতি লোক বেদ ও ব্যাহৃতি সকলের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সার পদার্থ গ্রহণেচ্ছায় তপস্যা করিয়া এই প্রণবকেই (ওম্) উৎকৃষ্ট বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই উৎকৃষ্ট ভাবে উপলব্ধিরই নাম এখানে উৎপত্তি; নচেৎ সত্য সত্যই প্রণবের উৎপত্তি নাই—তাহা নিত্য।

* ইহার তাৎপর্য্য এই—প্রণবই ব্রহ্মের প্রতীক বা আলম্বন, উপাসকগণ প্রণবেই ব্রহ্মের উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

কুর্ব্বাণা চীরমাত্মনঃ। বাসাংসি মম গাবশ্চ, অন্ন-পানে চ সর্ব্বদা, ততো মে শ্রিয়মাবহ, লোমশাং পশুভিঃ সহ স্বাহা। আমায়ং তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। বিমায়ং তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। প্রমায়ং তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। দমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। শমায়ং তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা ॥ ৬ ॥

যশো জনেঽসানি স্বাহা। শ্রেয়ান্ বস্যসোঽসানি স্বাহা। তং ত্বা ভগ প্রবিশানি স্বাহা। স মা ভগ প্রবিশ স্বাহা। তস্মিন্ সহস্রশাখে, নিভগাহং ত্বয়ি মৃজে স্বাহা। যথাপঃ প্রবতায়ন্তি,

---

হে প্রণব! তুমি আমার শ্রুত, অর্থাৎ শ্রবণ লব্ধ আত্ম-জ্ঞান গোপন (রক্ষা) কর; ফল কথা, তাহার প্রাপ্তির জন্য উপায় অনুষ্ঠান করিতে যেন আমার বিস্মৃতি না হয়। এই পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র সকল মেধাকামী উপাসকের জপার্থ কথিত হইল; এখন ঐশ্বর্য্যাভিলাসী উপাসকগণের কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত হোমার্থ মন্ত্র সকল কথিত হইতেছে,—যেই শ্রী, সুখাদির বহন ও বিস্তার করেন, এবং সতত অবিলম্বে প্রিয়কার্য্য সাধন করতঃ আমার বিবিধ বস্ত্র, সমস্ত গো এবং অন্নপানাদি সমস্ত ভোগ্য সম্পাদন করেন, (হে প্রণব!) তুমি মেধা প্রদান করিয়া সেই শ্রীকে আমায় আনিয়া দাও? কেননা, মেধাহীন পুরুষের শ্রী চিরদিন অনর্থ বৈ কদাপি সুফল উৎপাদন করে না। সেই শ্রী কিরূপ? তাহারই পরিচয় দিতেছেন যে, কেবল শ্রীকে নহে, কিন্তু লোমশ, অর্থাৎ অজ মেষ প্রভৃতি অন্যান্য পশুগণের সহিত সম্পত্তি প্রদান কর, † আমাকে ব্রহ্মচারীগণের সমীপে প্রেরণ কর; নিযোজিত কর, এবং ব্রহ্মচারীগণের মত আমাকেও শমও দমগুণ বিশিষ্ট কর॥ ৫—৬ ॥

আমি যেন জন সমূহের মধ্যে যশস্বী হই। প্রশংসিতগণের মধ্যে যেন প্রশস্যতর এবং ধনিগণের মধ্যে যেন অতিশয় ধনাঢ্য হই।

---

† এই সকল শ্রুতির মন্ত্রত্ব জ্ঞাপনের নিমিত্ত মূলের স্থানে স্থানে "স্বাহা" শব্দ প্রযোজিত হইয়াছে।

যথা মাসা অহর্জ্জরম্, এবং মাং ব্রহ্মচারিণঃ, ধাতরায়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহা। প্রতিবেশোঽসি প্রমাভাহি প্রমাপদ্যস্ব বিতন্বানা শমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। ধাতরায়ন্তু সর্ব্বতঃ স্বাহেৈকঞ্চ ॥ ৭ ॥

অপিচ, হে ভগ!—পূজ্য! ব্রহ্মের কোষস্বরূপ তোমাতে যেন অনন্যরূপে, অর্থাৎ অভিন্নভাবে প্রবেশ লাভ করিতে পারি; ভগবন্! তুমিও আমায় প্রবেশ কর, আমাদের উভয়ের একত্ব হইয়া যাউক, আমি তাদৃশ মহামহিম এবং বহু শাখাভেদে বিভিন্ন তোমাতে অর্পণ করতঃ স্বকৃত পাপকার্য্য সমূহ সংশোধিত করিতেছি।

জলস্রোতঃ যেরূপ নিম্নপথে গমন করে, কিংবা, মাস সকল যেরূপ দিনাদিরূপে পরিবর্ত্তমান হইয়া লোক সকলকে জরপ্রাপ্ত করে, এবং মাস-সংবৎসরাদিক্রমে দিন সকলও যেমন জীর্ণতা লাভ করে; হে ধাতঃ! সেইরূপ ব্রহ্মচারিগণও নানাদিক্ দেশ হইতে আসিয়া আমাকে প্রাপ্ত হউক। বিশেষতঃ, তুমিই পাপী জীবগণের শ্রমাপনয়নকারী প্রতিবেশ, অর্থাৎ শান্তিনিকেতন; শান্তিগৃহ যেরূপ সন্তপ্তগণের তাপ নিবারণ করে, তুমিও সেইরূপ কুকর্ম্মনিরত পাপিগণের পাপতাপ দূর করিয়া থাক—এইজন্য আমাকেও প্রকাশিত (জ্ঞানাদিযুক্ত) কর। ধাতঃ! আমি যেন ব্রহ্মচারিগণকে প্রাপ্ত হই, এবং তাহারাও সর্ব্বদিক্ হইতে আসিয়া আমাকে প্রাপ্ত হউক।

এখন, উপসংহারে বক্তব্য এই—শ্রী (সম্পত্তি) অভিলাষী পুরুষ এই প্রকরণে অধিকারী—ধনার্থ; সেই ধন আবার কর্ম্মার্থ, কর্ম্ম ও কেবল উপাত্ত (সঞ্চিত) দুরিত ধ্বংসার্থ; কেন না, সঞ্চিত পাপরাশি নষ্ট হইলে বিমল হৃদয়ে বিদ্যা স্বয়ংই প্রকাশ পায়; স্মৃতিশাস্ত্রও বলিতেছেন যে,—

"জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মাঃ। যথাদর্শতলে প্রখ্যে পশ্যন্ত্যাত্মানমাত্মনি।" তাৎপর্য্য এই—কর্ম্ম দ্বারা পাপ ক্ষয় হইলেই পুরুষের হৃদয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই নিমিত্তই যোগিগণ দর্পণের ন্যায় নির্ম্মল চিত্তে আত্ম-প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

ভূর্ভুবস্সুবরিতি বা এতাস্তিস্রো ব্যাহৃতয়ঃ। তাসামু হ স্মৈ তাং চতুর্থীং মাহাচমস্যঃ প্রবেদয়তে, মহ ইতি তৎ ব্রহ্ম, স আত্মা, অঙ্গান্যন্যা দেবতাঃ। ভূরিতি বা অয়ং লোকঃ, ভুবঃ ইত্যন্তরীক্ষম্, সুবরিত্যসৌ লোকঃ ॥ ৮ ॥

মহ ইত্যাদিত্যঃ, আদিত্যেন বা সর্ব্বে লোকা মহীয়ন্তে। ভূরিতি বা অগ্নিঃ। ভুব ইতি বায়ুঃ, সুবরিত্যাদিত্যঃ। মহ ইতি চন্দ্রমাঃ, চন্দ্রমসা বাব সর্ব্বাণি জ্যোতীংষি মহীয়ন্তে, ভূরিতি বা ঋচঃ, ভুব ইতি সামানি, সুবরিতি যজূংষি ॥ ৯ ॥

ইতঃপূর্ব্বে সংহিতাগত ব্রহ্ম নিরূপণ প্রসঙ্গে ব্রহ্মোপাসনাও বিবৃত হইয়াছে। অনন্তর, জ্ঞানও সম্পদভিলাষী উপাসকগণের হিতার্থে ভিন্ন ভিন্ন কামনানুসারে ভিন্ন ভিন্ন উপাসনাও বিহিত হইয়াছে।

সম্প্রতি ব্যাহৃতিরূপে ব্রহ্মোপাসনা নির্দ্দেশপূর্ব্বক সেই উপাসনার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইতেছে, ইহার ফল স্বারাজ্য, অর্থাৎ স্বর্গপ্রাপ্তি। ভূঃ 'ভুবঃ' 'স্ব' এই তিনটী শব্দের নাম ব্যাহৃতি এবং 'মহঃ' এইটী চতুর্থী ব্যাহৃতি। মহাচমস-পুত্র—মাহাচমস্য মুনি এই মন্ত্রের তত্ত্ব জানিয়াছিলেন। 'মহঃ' এইটী সেই ব্রহ্মের স্বরূপ অথচ সেই ব্যাহৃতি সকলের আত্মা এবং অন্যান্য দেবতাগণ ইহার অঙ্গ, অর্থাৎ সাধারণ দেবতাগণ, চন্দ্রসূর্য্যাদিগ্রহ, নানাবিধ ভুবন, এই সমস্তই সেই ব্রহ্মের অবয়বরূপে পরিগ্রাহ্য। অতএব, 'মহঃ' ব্যাহৃতিই ব্রহ্মস্বরূপে উপাস্য।

তন্মধ্যে 'ভূঃ' এই ব্যাহৃতিটী এই দৃশ্যমান পৃথিবী স্বরূপ, "ভুব" অন্তরীক্ষলোকস্বরূপ, এবং "স্বঃ" (সুবঃ) ব্যাহৃতি স্বর্গলোক স্বরূপ ॥ ৮ ॥

এখন প্রকারান্তরে ব্যাহৃতির উপাসনা বিহিত হইতেছে—

'মহ' আদিত্যস্বরূপ, কেন না, লোক সকল আদিত্য দ্বারাই মহিত, অর্থাৎ পরমানন্দিত হয়। 'ভূঃ' অগ্নিস্বরূপ, "ভুবঃ" এইটী বায়ুস্বরূপ এবং 'সুবঃ' এইটী আদিত্য স্বরূপ। পুনশ্চ, যেহেতু চন্দ্রদ্বারাই সমস্ত জ্যোতিঃ-পদার্থ মহিত, অর্থাৎ সংবর্দ্ধিত হয়। অতএব 'মহঃ' চন্দ্রমাস্বরূপে, 'ভূঃ'

মহ ইতি ব্রহ্ম, ব্রহ্মণা বাব সর্ব্বে বেদা মহীয়ন্তে, ভূরিতি বৈ প্রাণঃ, ভুব ইত্যপানঃ। সুবরিতি ব্যানঃ। মহ ইত্যন্নম্, অন্নেন বাব সর্ব্বে প্রাণা মহীয়ন্তে, তা বা এতাশ্চতস্রশ্চতুর্দ্ধা। চতস্রশ্চতস্রো ব্যাহৃতয়ঃ, তা যো বেদ, স বেদ ব্রহ্ম। সর্ব্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাবহন্তি অসৌ লোকো যজূংষি বেদ দ্বে চ॥ ১০॥

স য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ, তস্মিন্নয়ং পুরুষো মনোময়ঃ, অমৃতো হিরণ্ময়ঃ, অন্তরেণ তালুকাম্, য এষ স্তন ইবাবলম্বতে,

---

ঋগ্‌বেদস্বরূপ, "ভুবঃ" সামবেদ স্বরূপে এবং "সুবঃ" যজুর্ব্বেদস্বরূপে উপাস্য॥ ৯॥

'মহঃ' ই ব্রহ্মস্বরূপ; কেননা, ব্রহ্ম দ্বারাই সমস্ত বেদ মহিত হয়। "ভূঃ" প্রাণস্বরূপ, 'ভুবঃ' অপানস্বরূপ, 'সুবঃ' ব্যানস্বরূপ। "মহঃ' অন্নস্বরূপ; কারণ, প্রাণিমাত্রই অন্নদ্বারা মহিত (প্রতিপালিত) হয়, এই পূর্ব্বোক্ত 'ভূঃ' 'ভুবঃ' 'সুবঃ' ও 'মহঃ' এই চারিটী ব্যাহৃতির প্রত্যেকটীই আবার চতুর্দ্ধা, অর্থাৎ চারি চারি প্রকার। যদিও ব্যাহৃতি সমুদায় অন্যত্রও প্রসিদ্ধ আছে, তথাপি এখানে উপদেশের তাৎপর্য্য এই যে,—যে নিয়মে উপদেশ করা হইল, ঠিক এই নিয়মেই উপাসনা করিতে হইবে,—প্রকারান্তরে নহে, কেবল এই মাত্র জ্ঞাপনার্থ। যে ব্যক্তি এই পূর্ব্বোক্ত ব্যাহৃতি সকল যথোক্ত নিয়মে জানেন, তিনি ব্রহ্মকেই জানেন, এবং সমস্ত দেবতারা ইঁহার নিমিত্ত বিবিধ উপহার বহন করেন। পরন্তু, তিনি ইহা দ্বারা সকল লোক এবং বেদ, এই সমস্তই জানিতে পারেন॥ ১০॥

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, 'মহঃ' এই ব্যাহৃতি যাহার আত্মা, সেই হিরণ্যগর্ভ নামক ব্রহ্মের "ভূর্ভুবঃ সুব" রূপী অপরাপর দেবতাগণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গস্বরূপ। সেই সমস্ত দেবতা যাহার অঙ্গস্বরূপ, সেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎ উপলব্ধির নিমিত্ত বিষ্ণূপলব্ধি-স্থান শালগ্রাম চক্রের ন্যায় তাহার উপলব্ধির স্থান হৃদয়াকাশ কথিত হইতেছে।

সেন্দ্রযোনিঃ। যত্রাসৌ কেশান্তো বিবর্ত্ততে, ব্যপোহ্য শীর্ষ-কপালে, ভূরিত্যগ্নৌ প্রতিষ্ঠতি, ভুব ইতি বায়ৌ॥ ১১॥

সুবরিত্যাদিত্যে, মহ ইতি ব্রহ্মণি, আপ্নোতিঃ স্বারাজ্যম্, আপ্নোতি মনসঃপতিম্, বাক্‌পতিশ্চক্ষুষ্পতিঃ, শ্রোত্রপতি-

---

এবং উপাসক কি উপায়ে সর্ব্বতোভাব লাভ করিতে পারেন, সেই উপায় নির্দ্দেশার্থও পরবর্ত্তী গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে।

এই যে হৃদয়ান্তর্বর্ত্তী প্রসিদ্ধ আকাশ, অর্থাৎ হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থিত পুণ্ডরীক সদৃশ, অনেক নাড়ী ছিদ্রে পূর্ণ, প্রাণের আশ্রয় এবং ঊর্দ্ধনাল ও অধোমুখ যে একটী মাংস-খণ্ড আছে, তাহারও অভ্যন্তরে যে আকাশ রহিয়াছে, এই বক্ষ্যমাণ মনোময়, * অমর, হিরণ্ময় ও জ্যোতিষ্মান্ পুরুষ † তাহাতে অবস্থিত আছেন। সেই হৃদয়াকাশের ঊর্দ্ধদেশ হইতে তালুকাবধি বিস্তৃত যে একটী নাড়ী আছে, তাহার নাম সুষুম্না; তন্মধ্যে স্তনাকার ও লম্বমান এক খণ্ড মাংস আছে, তাহাই ইন্দ্রযোনি, অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মকে অনুভব করিবার স্থান। সেখানেই যে, কেশাগ্রবৎ সুসূক্ষ্ম একটী স্থান আছে, তাহার নাম মূর্দ্ধস্থান।

যে ব্যক্তি সেই মূর্দ্ধদেশ ভেদ করিয়া, অর্থাৎ জ্ঞানবলে অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মের অঙ্গস্বরূপ 'ভূঃ' এই প্রথম ব্যাহৃতিরূপী অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত হন, অর্থাৎ তদ্রূপে এই সমস্ত জগৎ অবলোকন করে এবং ব্যাহৃতির দ্বিতীয় বর্ণ 'ভুবঃ' এই ব্রহ্মাঙ্গরূপী বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত হন, ক্রমে 'সুব' (স্বঃ) এই তৃতীয় ব্যাহৃতি-বর্ণাত্মক আদিত্যে, অনন্তর চতুর্থ ব্যাহৃতি মহঃস্বরূপ পরমব্রহ্মে প্রবেশ লাভ করিয়া তাহার সহিত একাত্মভাবে অবস্থিতি করেন। তিনি এই প্রকারে সেই ব্রহ্মের সহিতও একাত্মভাবে অবস্থান করতঃ স্বর্গীয় আধিপত্য বা স্বারাজ্য ভোগ করেন। এইরূপে ব্রহ্ম লাভ হইলে

---

* মনোময়—মন=অন্তঃকরণ—বুদ্ধি, তদভিমানী কিংবা তন্ময় এই অর্থে 'মনোময়' পদটি হইয়াছে, সুতরাং মনোময় আর বিজ্ঞানময়-শব্দের একই অর্থ।

† পুরুষ—যিনি পুরে, অর্থাৎ হৃদয়াকাশে শয়ন (অবস্থিতি) করেন, অথবা 'ভূঃ' প্রভৃতি লোক সকল যাহা দ্বারা পূর্ণ হয়, তাহার নাম পুরুষ।

বিজ্ঞানপতিঃ। এতত্ততো ভবতি, আকাশশরীরং ব্রহ্ম। সত্যাত্মপ্রাণারামং মন আনন্দম্, শান্তিসমৃদ্ধমমৃতম্, ইতি প্রাচীনযোগ্যোপাস্ব ॥ ১২ ॥

পৃথিব্যন্তরীক্ষং দ্যৌর্দিশোঽবান্তরদিশঃ, অগ্নির্বায়ুরাদিত্যশ্চন্দ্রমা নক্ষত্রাণি, আপ ঔষধয়ো বনস্পতয় আকাশ আত্মা। ইত্যধিভূতম্॥ অথাধ্যাত্মম্, প্রাণো ব্যানোঽপান উদানঃ সমানঃ, চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাক্ ত্বক্ চর্ম্ম মাংসংস্নাবাস্থি-

---

তাহার আত্মা সর্ব্বান্তর্যামিত্ব লাভ করে এবং সেই আত্মাই বাক্য, নেত্র, কর্ণ ও বিজ্ঞানের অধিপতি হয়। এক ব্রহ্মই সকলের আত্মভূত, সুতরাং আত্মাও সেই সম্বন্ধে সকলের আত্মস্বরূপ হইয়া থাকে। ব্রহ্মপ্রাপ্তির অনন্তর আত্মার আর একটী অবস্থা এই হয় যে, সেই আত্মা আকাশবৎ সূক্ষ্মশরীরধারী সত্য-ব্রহ্মের স্বরূপ লাভ করিয়া নির্ম্মল অনন্ত আনন্দ উপভোগ করেন, আর শান্তি তাহার চিরসহচারিণী হইয়া থাকে, এইরূপ উপদেশের পর আচার্য্য বলিলেন যে, হে প্রাচীনযোগ্য! তুমি এইরূপেই উপাসনা করিও। ১১—১২ ॥

ইতঃপূর্ব্বে 'ভূঃ' প্রভৃতিরূপী ব্রহ্মের উপাসনা উক্ত হইয়াছে, সম্প্রতি তাহারই আবার পৃথিব্যাদিরূপে উপাসনা বিহিত হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত ব্যাহৃতি-ব্রহ্ম পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, সকল দিক্, সকল অবান্তরদিক্ (দিকের মধ্যবর্ত্তী অগ্নি-নৈর্ঋতাদি কোণ) এই পঞ্চবিধ লোক স্বরূপ। তিনিই অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্রমা ও নক্ষত্র, এই পঞ্চবিধ দেবতাস্বরূপ এবং জল, ওষধি, বনস্পতি, আকাশ ও আত্মা, এই পঞ্চ প্রকার মহাভূতস্বরূপ।

সম্প্রতি অধ্যাত্ম উপাসনার প্রকার প্রদর্শিত হইতেছে, তাহা এই—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান, এই পঞ্চবিধ বায়ু; চক্ষু, কর্ণ, মন, বাক্য ও ত্বক্, এই পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয় এবং চর্ম্ম, মাংস, স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা, এই পঞ্চ প্রকার ধাতু, ইহাদের প্রত্যেকেই পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মের স্বরূপ। বেদবিৎ জ্ঞানিগণ উক্ত বাহ্য-পঞ্চাঙ্গত্রয়কে এবং আভ্যন্তরিক পঞ্চাঙ্গত্রয়কে ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা আরও বলেন যে, এই সমস্ত

মজ্জা, এতদধিবিধায় ঋষিরবোচৎ। পাঙক্তং বা ইদং সর্ব্বম্, পাঙ্‌ক্তেনৈব পাঙ্‌ক্তং স্পৃণোতীতি সর্ব্বমেকঞ্চ ॥ ১৩ ॥

ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদং সর্ব্বম্, ওমিত্যেতদনুকৃতির্হস্ম বা, অপ্যো শ্রাবয়েত্যাশ্রাবয়ন্তি, ওমিতি সামানি গায়ন্তি, ওঁ শোমিতি শস্ত্রাণি শংসন্তি, ওমিত্যধ্বর্য়ুঃ প্রতিগরং প্রতিগৃণাতি, ওঁমিতি ব্রহ্মা প্রসৌতি, ওমিত্যগ্নিহোত্রমনুজানাতি, ওমিতি ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্নাহ, ব্রহ্মোপাপ্নুবানীতি, ব্রহ্মৈবোপাপ্নোতি ॥ ১৪ ॥

জগৎই ব্রহ্মময়, তদতিরিক্ত আর কিছুই নাই। যে ব্যক্তি উক্ত বাহ্য ও অধ্যাত্ম বিষয় সকল যথাযথরূপে সঙ্গত করিয়া জানিতে পারেন, তিনি প্রজাপতির সহিত একত্ব বা অভেদ লাভ করিয়া থাকেন; ইহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। ঋষি এই প্রকার উপাসনা বিধান করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই সমস্তই পাঙ্‌ক্তময় এবং পাঙ্‌ক্ত দ্বারাই সমস্ত পাঙ্‌ক্তকে অধিগত হওয়া যায় ॥ ১৩ ॥

যত প্রকার উপাসনা বিহিত আছে, প্রণব তৎসমস্তেরই অঙ্গ; এই নিমিত্ত প্রণবের উপাসনা বিহিত হইতেছে. 'ওম্' এই শব্দটী ব্রহ্মস্বরূপ এবং এই সমস্ত জগৎই ওঁকারের স্বরূপ, বিশেষতঃ ওঁকার যে, ব্রহ্মের অনুকৃতি বা আলম্বন; ইহা লোকপ্রসিদ্ধ কথা, এই নিমিত্তই জ্ঞানিগণ অপরাপরকে ওঁকার শ্রবণ করান এবং আপনারাও শ্রবণ করিয়া থাকেন। সমস্ত সামবেদও প্রণবেরই গান করিয়া থাকে। শস্ত্র * সকলও "ওঁ শোঁ" এই বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকে। অধ্বর্য্যুগণ (যজুর্ব্বেদিগণ) প্রতিবাক্যে "ওঁ" এই বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা 'ওঁ' বলিয়া স্তব করেন, অগ্নিহোত্রিগণ 'ওঁ' এই বলিয়া অনুজ্ঞা করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণও 'ওঁ' এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া বলেন যে, আমি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে পারি। উপাসক এইরূপ উপাসনাবলে ব্রহ্মকেও প্রাপ্ত হন ॥ ১৪ ॥

---

* বেদের অংশবিশেষের নাম শস্ত্র।

ঋতং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ, সত্যং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ, তপশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ, দমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ, শমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ, অগ্নয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ, অগ্নিহোত্রং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ, অতিথয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ, মানুষং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ, প্রজা চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ, প্রজনশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ, প্রজাতিশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ, সত্যমিতি সত্যবচা রাথীতরঃ। তপ ইতি তপো নিত্যঃ পৌরুশিষ্টিঃ। স্বাধ্যায়প্রবচনে এবেতি নাকো-

---

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই স্বারাজ্য প্রাপ্তি হয়; সুতরাং স্বারাজ্যাদি-ফল-সাধক শ্রুতিস্মৃতি-বিহিত কর্ম্ম-কলাপের প্রতি সহজেই আনর্থক্য শঙ্কা হইতে পারে; এই ভ্রমকল্পিত আশঙ্কা না হউক. এই নিমিত্ত কর্ম্মকলাপের ফল-সাধনত্ব প্রদর্শনার্থ পরবর্ত্তী শ্রুতির অবতারণা হইতেছে,—ঋত (যথার্থ তত্ব প্রতিপাদক শাস্ত্র), স্বাধ্যায় (বেদাধ্যয়ন) এবং প্রবচন, অর্থাৎ অধ্যাপন বা ব্রহ্মযজ্ঞ, এই সমস্ত বিষয় পুরুষের অবশ্য অনুষ্ঠেয়; সত্যার্থ ভাষণ, স্বাধ্যায় ও প্রবচন অবশ্য কর্ত্তব্য; তপস্যা, অর্থাৎ কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়নাদি ব্রত, স্বাধ্যায় ও প্রবচন পুরুষের অবশ্য আচরণীয়। দম, অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয়-সংযম এবং স্বাধ্যায়-প্রবচন অবশ্য কর্ত্তব্য। শম—অন্তরিন্দ্রিয় সংযম ও স্বাধ্যায়-প্রবচন অবশ্য অনুষ্ঠেয়, অগ্নি, অগ্নিহোত্র হোম এবং স্বাধ্যায়-প্রবচন অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য; অতিথিগণের পূজা ও স্বাধ্যায় পাঠ অবশ্য কর্ত্তব্য; মানুষ, অর্থাৎ লৌকিক ব্যবহার এবং স্বাধ্যায়-প্রবচন অবশ্য পালনীয়; সন্তানোৎপাদন এবং স্বাধ্যায়-প্রবচন অবশ্য করিবে এবং পৌত্রোৎপাদনার্থ পুত্রকে নিযোজিত করিবে। *

---

* প্রত্যেক স্থানে "স্বাধ্যায়" ও "প্রবচন" শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে,—শিষ্য উক্ত বিশেষ বিশেষ কার্য্যে নির্দ্দিষ্ট থাকিয়াও যত্নসহকারে স্বাধ্যায় ও প্রবচনের অনুষ্ঠান করিবে, কিন্তু কখনও অবহেলা করিবে না।

মৌদ্গল্যঃ। তদ্ধি তপস্তদ্ধি তপঃ, প্রজা চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ ॥ ১৫ ॥

অহং বৃক্ষস্য রেরিবা কীর্ত্তিঃ পৃষ্ঠং গিরেরিব। ঊর্দ্ধপবিত্রো বাজিনীব স্বমৃতমস্মি, দ্রবিণং স্ববর্চ্চসম্, সুমেধা অমৃতোক্ষিতঃ। ইতি ত্রিশঙ্কোর্ব্বেদানুবচনম্ ॥ ১৬ ॥

বেদমনূচ্যাচার্য্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি, সত্যং বদ, ধর্ম্মং চর, স্বাধ্যায়ান্মাপ্রমদ। আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং

সত্যবাদী রথীতর পুত্র রাথীতর মুনি বলেন যে, সত্যেরই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। তপোনিষ্ঠ পুরুষিষ্টি-পুত্র পৌরুষিষ্টি বলেন যে, নিয়তভাবে তপস্যা করাই উচিত। মুদ্গল-পুত্র নাকমুনি বলেন যে, স্বাধ্যায় ও প্রবচন, উভয়েরই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, যেহেতু সেই স্বাধ্যায় ও প্রবচনই যথার্থ তপস্যা। অতএব, বুঝিতে হইবে যে, প্রজোৎপাদনাদি শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম্মরাশি কখনও ব্যর্থ নহে ॥ ১৫ ॥

যেহেতু, স্বাধ্যায় হইতে বিদ্যা উৎপন্ন হয় এবং বিদ্যা হইলেই জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। অতএব সম্প্রতি স্বাধ্যায়ার্থ মন্ত্র বিহিত হইতেছে।

আমিই সেই বিনশ্বর সংসার-বৃক্ষের প্রেরক, অন্তর্য্যামী আত্মস্বরূপ, আমার কীর্ত্তি গিরিশৃঙ্গের ন্যায় অত্যুন্নত হইয়া দিক্-দিগন্ত ব্যাপ্ত হউক, সবিতার অমৃত আত্মতত্ত্বের ন্যায় আমার পবিত্র ব্রহ্মজ্ঞান সমুদিত হউক; অর্থাৎ আমি যেন সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মভাব লাভ করিতে পারি। আমার প্রকাশময় জ্ঞানরূপ ধন লাভ হউক এবং আমার সুন্দর বুদ্ধি হউক, আমি যেন সংসার বৃক্ষের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়, পরিজ্ঞাত হইতে পারি। আমি যেন অমৃতাভিষিক্তের ন্যায় সনাতন (নিত্য) হইতে পারি। এই সমস্তই ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ মুনি ত্রিশঙ্কুর ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশক প্রবচন বা প্রয়োগাবলি ॥ ১৬ ॥

কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হইলেই অনায়াসে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয়। অতএব এক্ষণে ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ব্বে প্রতিনিয়ত-কর্ত্তব্য চিত্তশোধক কর্ম্মের উপদেশ দিতেছেন।

মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্, ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যম্, কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্, ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্, স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাম্ন প্রমদিতব্যম্ ॥ ১৭ ॥

দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্, মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্য্য-দেবো ভব, অতিথি-দেবো ভব, যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি, তানি সেবিতব্যানি, নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি, তানি ত্বয়োপাস্যানি নো ইতরাণি ॥১৮॥

আচার্য্য মহাশয় শিষ্যকে বেদ অধ্যয়ন করাইয়া সেই সকল অধীত বেদের নিগূঢ় তাৎপর্য্য উপদেশ দিতেছেন; যথা—তুমি সত্য বাক্য বল, অর্থাৎ তোমার বক্তব্য বিষয়টী প্রমাণাদি দ্বারা যেরূপ অবগত হইয়াছ; ঠিক্ সেই রূপেই বলিও; অনুষ্ঠেয় ধর্ম্মকর্ম্ম সকল যথাযথরূপে আচরণ কর; স্বাধ্যায়, অর্থাৎ বেদাধ্যয়নে প্রমাদী হইও না, আচার্য্যের অভীষ্ট ধন আহরণ করিয়া প্রজাতন্ত, অর্থাৎ সন্তানরূপ গার্হস্থ্য-সূত্রকে বিচ্ছিন্ন করিও না; * সত্য বাক্য বলিতে অসাবধান হইও না; ধর্ম্মকর্ম্মে প্রমাদগ্রস্ত হইও না, আত্মরক্ষার উপযোগী কর্ম্মসমূহে প্রমত্ত হইও না; বিভূতি-বর্দ্ধক কর্ম্মেতে অমনোযোগী হইও না এবং স্বাধ্যায় ও প্রবচনেও প্রমাদযুক্ত হইও না। ১৭।

দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্যেতে কদাপি প্রমাদী বা অলস হইবে না। মাতা তোমার দেবতা হউন, পিতা, আচার্য্য ও অতিথিগণ তোমার পূজনীয় দেবতা হউন, অর্থাৎ তুমি তাহাদিগকে দেববৎ উপাসনা কর। জগতে যে সকল কর্ম্ম অনবদ্য (অনিন্দনীয়), তুমি সেই সকল কর্ম্মেরই অবশ্য সেবা করিও,—কিন্তু অন্য কর্ম্মের নহে। আমাদের যে সকল সুচরিত, অর্থাৎ উত্তম কর্ম্ম; তুমি তৎসমস্তের উপাসনা করিও—অন্য কর্ম্মের নহে। ১৮ ॥

---

* ইহার তাৎপর্য্য এই—উপনয়নের পর বিদ্যাশিক্ষার্থ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া গুরু গৃহে বাস করিতে হয়, পরে অধ্যয়ন শেষ করিয়া বিদ্যা-নিষ্ক্রয়ার্থ গুরুর অভিপ্রেত অর্থ সংগ্রহ করিয়া গুরুকে প্রদান করিতে হয়। অনন্তর গুরুদেব প্রসন্ন হইয়া অনুমতি করিলে শিষ্য অভিমত স্ত্রী সংগ্রহ করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্মানুসারে পুত্র উৎপাদন করিয়া থাকে।

যে কেচাস্মচ্ছ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণাঃ, তেষাং ত্বয়াসনেন প্রশ্বসিতব্যম্, শ্রদ্ধয়া দেয়ম্, অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ং, শ্রিয়া দেয়ম্, হ্রিয়া দেয়ং, ভিয়া দেয়ম্, সংবিদা দেয়ম্। অথ যদি তে কর্ম্মবিচিকিৎসা বা বৃত্তচিকিৎসা বা স্যাৎ। যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সমদর্শিনো যুক্তা আযুক্তা অলূক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্যুঃ,যথা তে তত্র বর্ত্তেরন্, তথা তত্র বর্ত্তেথাঃ॥ ১৯॥

অথাভ্যাখ্যাতেষু, যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সমদর্শিনো যুক্তা আযুক্তা অলূক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তেষু বর্ত্তেরন্, তথা তেষু বর্ত্তেথাঃ। এষ আদেশঃ, এষ উপদেশঃ, এষা বেদোপনিষৎ, এতদনুশাসনম্, এবমুপাসিতব্যম্, এবমু চৈতদুপাস্যম্॥ ২০॥

আচার্য্যত্বাদিগুণে আমাদিগের অপেক্ষা যে কোনও প্রশস্ত ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মবাদী আছেন, তুমি তাঁহাদিগকে আসনাদি প্রদান করতঃ আত্মশ্রম অপনোদিত করিবে এবং তাহাদিগকে যাহা দিবে, তাহাও শ্রদ্ধাসহকারে দিবে. কদাপি অশ্রদ্ধার দিবে না; অপিচ, প্রসন্নতাসহকারে দিবে, লজ্জা, ভয় ও জ্ঞানসহকারে প্রদান করিবে। যদি কদাচিৎ তোমার অনুষ্ঠিত কর্ম্মে কিংবা অতীত ঘটনার প্রতি কোন প্রকার বিচিকিৎসা (সংশয়) হয়, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে যে সকল সম্যগ্দর্শী, অলুব্ধ, পণ্ডিত, অক্রূরকর্ম্মা ও ধর্ম্মানুরক্ত ব্রাহ্মণ থাকেন। জানিও, তাঁহারা সেই সেই (সন্দিগ্ধ) বিষয়ে যে যে ভাবে বর্ত্তমান থাকেন, তুমিও ঠিক্ সেই ভাবেই বর্ত্তমান থাকিবে। ১৯।

আরও বলিতেছি,—যদি কোন জন তোমার কর্ম্মকলাপে কিংবা ব্যবহার-সমূহে সন্দিহান হইয়া দোষোল্লেখ করে, তাহা হইলে তুমি সেই সময় তোমার গুরূপদিষ্ট সদাচার কার্য্যে রত থাকিবে; বিশেষতঃ,সদাচার-পরায়ণ সম্যগ্দর্শী সৎকর্ম্মে নিযুক্ত বিষয়ে অনাসক্ত, উদারমনা ধর্ম্ম পরায়ণ এবং কামোপভোগে অনাসক্ত থাকিয়া যে সকল ব্রাহ্মণ সেই স্থলে অবস্থিত থাকেন, দেখিও তাঁহারা

স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যান্নপ্রমদিতব্যম্, তানি ত্বয়োপাস্যানি, বিচিকিৎসা বা স্যাত্তেষু বর্ত্তেরন্ ॥ ২১ ॥

ইতি তৈত্তিরীয়ে-শিক্ষোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

সেই সেই বিষয়ের যেরূপে অনুষ্ঠান করেন, তুমিও তদ্রূপে বর্ত্তমান থাকিবে। ইহাই তোমার প্রতি আদেশ এবং ইহাই পুত্রাদির প্রতি উপদেশ, ইহাই বেদের সার—উপনিষৎ, ইহাই অনুশাসন এবং ইহাই উপাস্য, অতএব ইহারই উপাসনা করিবে ॥ ২০ ॥

পূর্ব্বোক্ত উপদেশ বাক্যের গুরুত্ব বা আদরাতিশয় সূচনার নিমিত্ত, আচার্য্য মহাশয় শিষ্যকে পূর্ব্বোপদেশই পুনঃ প্রদান করিতেছেন,—তুমি বেদাধ্যয়ন ও তাহার অধ্যাপনা করিতে কখনও প্রমাদী হইও না এবং অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমূহে সন্দেহ হইলেও আচার্য্যোপদেশানুসারে তৎসমস্তের অনুষ্ঠান করিবে ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বেদান্ত-সাংখ্যতীর্থ-ভট্টাচার্য্য-সম্পাদিত-
তৈত্তিরীয়-শিক্ষোপনিষদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

ওঁ

নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায়।

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়-

ব্রহ্মবিদোপনিষৎ।

(শ্রুতি-বঙ্গানুবাদ-সমেতা।)

নিরপেক্ষ-ধর্ম্ম-সঞ্চারিণী সভা হইতে

শ্রীল শ্রীযুক্ত পূজ্যপাদ ভগবান্ সান্দ্রানন্দাচার্য্য মহাপ্রভুর প্রসাদে

চতুর্ব্বেদান্তর্গত "অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ" "পঞ্চদশী"

"বেদান্তসার" "গায়ত্রী" ও ষড়্দর্শনাদি

বিবিধশাস্ত্র প্রকাশক

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল-কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

(উপনিষৎ কার্য্যালয়; ১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্; কলিকাতা।)

কলিকাতা।

৩৭ নং, সিমূলা ষ্ট্রীট্; সান্দ্রানন্দ প্রেস হইতে

শ্রীপঞ্চানন মজুমদার দ্বারা মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯৫২, জ্যৈষ্ঠ।

॥ ওঁ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়-

ব্রহ্মবিদোপনিষৎ।

॥ ওঁ পরমাত্মনে নমঃ ॥

শ্রীগুরুভ্যো নমঃ ॥ শ্রীমৎপরব্রহ্মণে নমঃ ॥ ওঁ হরিঃ ॥

সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্য্যং করবাবহৈ, তেজস্বি-নাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ ০ ॥

ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং, তদেষাভ্যুক্তা, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি ॥ ১ ॥

সম্প্রতি এতদ্গ্রন্থোক্ত ব্রহ্মবিদ্যালাভের বিঘ্ন বিনাশার্থ শান্তিবাক্য পঠিত হইতেছে,—মঙ্গলময় ব্রহ্ম আমাদিগকে (শিষ্য ও আচার্য্যকে) সমভাবে রক্ষা করুন; আমাদিকে অভিলষিত বিষয়-ভোগে নিযুক্ত করুন; আমরা যেন তুল্যরূপে বিদ্যার্জ্জনের সামর্থ্য লাভ করিতে পারি; আমাদিগের অধ্যয়নদ্বারা সুন্দররূপে অর্থ গ্রহণে সামর্থ্য হউক, আমরা যেন প্রমাদ-কৃত অন্যায় বশতঃ পরস্পর বিদ্বেষ-গ্রস্ত না হই ॥ ০ ॥

সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মদর্শনার্থ এই উপনিষদ আরব্ধ হইয়াছে। ইহার প্রয়োজন হইতেছে, অবিদ্যা-নিবৃত্তি এবং তদনুগত সংসারের সমূলে উচ্ছেদ। শ্রুতি নিজেই এই প্রয়োজন দেখাইতেছেন, "ব্রহ্মবিৎ

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাদ্বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী, পৃথিব্যা ওষধয়ঃ, ওষধিভ্যোঽন্নং, অন্নাৎ পুরুষঃ, স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ ॥২॥

আপ্নোতি পরং।" অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ (যিনি ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ করিয়াছেন. তিনি) পরম ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। এই ব্রহ্ম বিষয়ে অন্যান্য শ্রুতিও বলিয়াছেন যে, সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ, * এবং পরম ব্যোম—হৃদয়াকাশের অভ্যন্তরস্থ বুদ্ধিরূপী গুহাতে † অবস্থিত ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি সর্ব্ব প্রকার কামনা-বিষয় উপভোগ করেন এবং বিপশ্চিৎ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের সহিত একত্ব বা অভিন্নভাব লাভ করেন ॥ ১ ॥

সেই ব্রহ্ম হইতেই যে, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, এখন তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে,—সেই সত্য, জ্ঞান ও অনন্তরূপী ব্রহ্ম হইতেই সাবয়ব দ্রব্য সমূহের অবকাশপ্রদ এবং শব্দরূপ বিশেষ গুণের আশ্রয় আকাশ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, সেই আকাশ হইতে শব্দ ও স্পর্শগুণবান্ বায়ু, বায়ু হইতে শব্দ, স্পর্শ ও রূপবান্ অগ্নি, অগ্নি হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রসযুক্ত জল, এবং জল হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধবতী পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। ‡ অনন্তর, পৃথিবী হইতে ওষধি সকল (তৃণাদি), ওষধি হইতে অন্ন (শস্য), অন্ন হইতে রেতঃ এবং অন্নপরিণাম রেত হইতেই হস্ত-মস্তকাদি নানা অবয়ববান্ পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছে। অতএবই এই পুরুষ অন্নরসময় অর্থাৎ অন্নরসের বিকার স্বরূপ ॥ ২ ॥

---

* 'সত্য'—যাহা যেরূপে অবধারিত হইলে আর কদাপি অন্যথা না হয়, তাহা সত্য, ব্রহ্মের স্বরূপও চিরদিনই একরূপ, অতএব ব্রহ্ম 'সত্য'।

'জ্ঞান'—উপলব্ধি—নিত্য-অববোধ। 'অনন্ত'—দেশ, কাল ও বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী বিধায় দেশ-পরিচ্ছিন্ন নহেন, নিত্য বলিয়া কাল-পরিচ্ছিন্ন নহেন এবং সর্বাত্মক বলিয়া বস্তু দ্বারাও পরিচ্ছিন্ন নহেন।

† জ্ঞাতৃ, জ্ঞান ও জ্ঞেয় পদার্থ সকল যেখানে গূঢ় ভাবে থাকে, তাহার নাম গুহা—বুদ্ধি।

‡ এই আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেকই নিজ নিজ কারণ-পরিমাণ অপেক্ষা দশগুণ ন্যূন এবং যথাক্রমে পর পরবর্ত্তী প্রত্যেক ভূতই এক একটী অতিরিক্ত গুণ বিশিষ্ট।

তস্যেদমেব শিরঃ, অয়ং দক্ষিণঃ পক্ষঃ, অয়মুত্তরঃ পক্ষঃ, অয়মাত্মা, ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা, তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥৩॥

অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে, যাঃ কাশ্চ পৃথিবীং শ্রিতাঃ। অথো অন্নেনৈব জীবন্তি, অথৈনদপিযন্ত্যন্ততঃ, অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠং, তস্মাৎ সর্ব্বৌষধমুচ্যতে ॥ ৪ ॥

সর্ব্বং বৈ তেঽন্নমাপ্নুবন্তি, যেঽন্নং ব্রহ্মোপাসতে, অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠং, তস্মাৎ সর্ব্বৌষধমুচ্যতে। অন্নাদ্ভূতানি জায়ন্তে, জাতান্যন্নেন বর্দ্ধন্তে,অদ্যতেঽত্তি চ ভূতানি,তস্মাদন্নং তদুচ্যত ইতি ॥ ৫ ॥

এই দৃশ্যমান প্রাণির শিরই সেই পুরুষের শির; এই দক্ষিণ বাহুই দক্ষিণ পক্ষ, এই বাম বাহুই উত্তর পক্ষ, এই দেহ-মধ্যভাগই আত্মা, অর্থাৎ অবয়ব সকলের আত্মা স্বরূপ. এই যে. নাভির অধোভাগরূপ পুচ্ছ, তাহাই ইহার প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ অবস্থিতি করিবার অঙ্গ। নিম্নলিখিত শ্লোক, অর্থাৎ মন্ত্রও এই অর্থই প্রকাশ করিতেছে ॥ ৩॥

যে কোন প্রজা পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া আছে, তাহারা সকলেই—রস-রুধিরাদি ভাবে পরিণত অন্ন হইতে উৎপন্ন হয়; উৎপন্ন হইয়াও অন্ন দ্বারাই জীবন ধারণ করে এবং অন্তেও সেই অন্নেই বিলীন হয়। যেহেতু. এই প্রকারে অন্নই সর্ব্বভূতের জ্যেষ্ঠ বা প্রথমজ, অতএব এই অন্নই সর্ব্বৌষধ, অর্থাৎ সর্ব্ব প্রাণির দেহ-দাহ নিবারক ঔষধ বলিয়া কথিত হয়। ৪।

এখন, অন্নকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিলে কি হয়? তাহা কথিত হই-তেছে,—যাঁহারা অন্ন-ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারা সর্ব্ব প্রকার অন্ন প্রাপ্ত হন, যেহেতু অন্নই সর্ব্বভূতাপেক্ষায় জ্যেষ্ঠ; এই কারণেই অন্নকে সর্ব্বৌষধ বলা হইয়া থাকে। ভূত সকল এই অন্ন হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াও অন্ন দ্বারাই সংবর্দ্ধিত হয়। যেহেতু, ইহা অন্যান্য ভূত কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয় এবং স্বয়ংও অন্যান্য ভূতগণকে অদন (ভক্ষণ) করে; সেই জন্যই ইহা অন্ন বলিয়া কথিত হয় ॥ ৫ ॥

তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াদন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ, তেনৈষ পূর্ণঃ, স বা এষ পুরুষবিধ এব, তস্য পুরুষবিধতা-মন্বয়ং পুরুষবিধঃ, তস্য প্রাণ এব শিরঃ, ব্যানো দক্ষিণঃ পক্ষঃ, অপান উত্তরঃ পক্ষঃ, আকাশ আত্মা, পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা, তদপ্যেষঃ শ্লোকো ভবতি ॥ ৬ ॥

প্রাণং দেবা অনুপ্রাণন্তি, মনুষ্যাঃ পশবশ্চ যে, প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ, তস্মাৎ সর্ব্বায়ুষমুচ্যতে, সর্ব্বমেব ত-আয়ুর্যন্তি যে প্রাণং ব্রহ্মোপাসতে, প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ, তস্মাৎ সর্ব্বায়ুষমুচ্যত ইতি ॥ ৭ ॥

সেই এই অন্নরস-বিকার অন্নময় দেহ হইতে পৃথক্, অথচ ইহার অভ্যন্তর-স্থিত "প্রাণময়" নামক আর এক আত্মা আছে; তাহা দ্বারাই সেই অন্নময় দেহ পরিপূর্ণ থাকে। এই প্রাণময় আত্মাও পুরুষবিধ অর্থাৎ পুরুষাকার, কিন্তু স্বভাবতঃ নহে,—অন্নময়ের পুরুষবিধত্ব লইয়াই তাহার পুরুষবিধত্ব বা পুরুষা-কারত্ব পরিকল্পিত হইয়া থাকে। মুখ-নাসিকার অভ্যন্তরচর প্রাণবায়ুই তাহার শির, ব্যান তাহার দক্ষিণ পক্ষ, অপান বায়ু তাহার উত্তর পক্ষ; আকাশ অর্থাৎ সমান বায়ু তাহার আত্মা (দেহ), পৃথিবী তাহার পুচ্ছরূপী প্রতিষ্ঠা, অর্থাৎ অবস্থিতির স্থান। এই বিষয়েই পরবর্ত্তী শ্লোক প্রবর্ত্তিত হইতেছে। ৬।

অগ্ন্যাদি দেবতা, কিংবা অধ্যাত্ম ইন্দ্রিয় সকল এই প্রাণের ক্রিয়া দ্বারাই ক্রিয়াবান্ হইয়া থাকে, এবং মনুষ্য ও পশুগণও এই প্রাণের অনুগ্রহেই প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ হয়। যেহেতু, প্রাণই ভূত সকলের আয়ু; এই নিমিত্ত প্রাণকে সর্ব্বায়ুষ বলা যায়। যাঁহারা প্রাণ-ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ আয়ু প্রাপ্ত হন, কেন না, পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে যে, প্রাণই সকল ভূতের আয়ু, এই নিমিত্ত তাহাকে "সর্ব্বায়ুষ" বলা হইয়া থাকে। ৭॥

তস্যৈষ এব শারীর আত্মা যঃ পূর্ব্বস্য, তস্মাদ্বা এতস্মাৎ প্রাণময়াদন্যোঽন্তরাত্মা মনোময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ, স বা এষ পুরুষবিধ এব, তস্য পুরুষবিধতামন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য যজুরেব শিরঃ, ঋগ্‌দক্ষিণঃ পক্ষঃ, সামোত্তরঃ পক্ষঃ, আদেশ আত্মা, অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা, তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ৮ ॥

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে, অপ্রাপ্য মনসা সহ, আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচনেতি ॥ ৯ ॥

তস্যৈষ এব শারীর আত্মা,যঃ পূর্ব্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মান্-মনোময়াদন্যোঽন্তরাত্মা বিজ্ঞানময়ঃ, তেনৈষ পূর্ণঃ, স বা এষ পুরুষবিধ এব, তস্য পুরুষবিধতামন্বয়ং পুরুষবিধঃ।

শরীরাধিষ্ঠিত এই প্রাণময় কোষই পূর্ব্বোক্ত অন্নময় কোষের আত্মা, এই প্রাণময় কোষ হইতে পৃথক্, অথচ ইহারও অভ্যন্তরস্থিত অপর এক আত্মা আছে, তাহার নাম 'মনোময়'। ইহা দ্বারাই সেই প্রাণময় কোষ পূর্ণতা লাভ করে। এই মনোময় আত্মাও তাহার পুরুষাকারতা গ্রহণ করিয়া নিজে পুরুষবিধ হয়। যজু (মন্ত্র বিশেষ) তাহার শির, ঋক্ তাহার দক্ষিণ পক্ষ, সাম তাহার উত্তর পক্ষ, ব্রাহ্মণগণের আদেশ তাহার আত্মা, অথর্ব্বাঙ্গি-রস কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ তাহার পুচ্ছরূপ প্রতিষ্ঠা। এই বিষয়ে বক্ষ্যমাণ শ্লোকটী বিবৃত হইতেছে। ৮ ॥

বাক্য সকল (যাঁহাকে) অপ্রাপ্ত হইয়া—অকৃতার্থ হইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়। কেবল যে বাক্যমাত্রই নিবৃত্ত হয়, এমন নহে, 'মনসা সহ,' অর্থাৎ মনের সহিত ফিরিয়া আইসে। তাৎপর্য্য এই—যেখানে যাইয়া বাক্য, মন, উভয়ই অকৃত কার্য্য হইয়া ফিরিয়া আইসে, তাঁহাই পরম ব্রহ্ম—আনন্দ স্বরূপ। যিনি সেই ব্রহ্মানন্দকে অবগত অর্থাৎ সাক্ষাৎকার করিতে পারেন, তিনি কদাপি ভীত হন না। ৯ ॥

তস্য শ্রদ্ধৈব শিরঃ, ঋতং দক্ষিণঃ পক্ষঃ, সত্যমুত্তরঃ পক্ষঃ, যোগ আত্মা, মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ১০ ॥

বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে, কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ। বিজ্ঞানং দেবাঃ সর্ব্বে ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠমুপাসতে, বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্বেদ, তস্মাচ্চেন্ন প্রমাদ্যতি, শরীরে পাপ্মনো হিত্বা সর্ব্বান্ কামান্ সমশ্নুত ইতি ॥ ১১ ॥

তস্যৈষ এব শারীর আত্মা, যঃ পূর্ব্বস্য, তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াদন্যোঽন্তরাত্মানন্দময়ঃ, তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব, তস্য পুরুষবিধতামন্বয়ং পুরুষ-

---

এই মনোময় কোষ হইতেও অতিরিক্ত, অভ্যন্তরস্থ অন্য এক 'বিজ্ঞানময়' ৭ আত্মা আছে। পূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষের যাহা দেহ, ইহারও তাহাই দেহ; সেই মনোময় দ্বারাই ইহা পরিপূর্ণ এবং তাহার পুরুষবিধত্ব লইয়াই ইহার পুরুষবিধত্ব; এতদতিরিক্ত আর ইহার পৃথক্ বা স্বতন্ত্র পুরুষবিধত্ব নাই। শ্রদ্ধা তাহার শির, ঋত তাহার দক্ষিণ বাহু, সত্য তাহার উত্তর বাহু, যোগ তাহার আত্মা; মহ অর্থাৎ মহত্ত্ব তাহার পুচ্ছরূপী প্রতিষ্ঠা। এই বিষয়েও বক্ষ্যমাণ শ্লোক (মন্ত্র) আরব্ধ হইতেছে। ১০ ।

এই বিজ্ঞানময় পুরুষই শ্রদ্ধাদি সহকারে সমস্ত যজ্ঞের এবং অন্যান্য কর্ম্ম সকলেরও বিস্তার বা প্রচার করিয়া থাকেন। যেহেতু, এই বিজ্ঞানই সর্ব্ববিধ অন্তঃকরণ বৃত্তির মধ্যে প্রথম-জাত বলিয়া প্রধান, সেই হেতুই ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবতাগণ সর্ব্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানরূপী ব্রহ্মেরই উপাসনা করেন। এই বিজ্ঞান-ব্রহ্মকে যদি সম্যক্‌রূপে জানে এবং তাহা হইতে প্রমাদী না হয়, তাহা হইলে শরীর-জাত পাপ সকল এই স্থূল শরীরেই ত্যাগ করিয়া ভোগোপযোগী সর্ব্বপ্রকার বিষয় ভোগ করে। ১১ ॥

---

৭ বেদার্থ বিষয়ক নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির নাম বিজ্ঞান, তন্ময় আত্মার নাম "বিজ্ঞানময়।"

বিধঃ, তস্য প্রিয়মেবশিরঃ, মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ, প্রমোদ-উত্তরঃ পক্ষঃ, আনন্দ আত্মা, ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ১২ ॥

অসন্নেব স ভবতি, অসদ্ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ, অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ,সন্তমেনং ততো বিদুরিতি। তস্যৈষ এব শারীর আত্মা, যঃ পূর্ব্বস্য। অথাতোঽনুপ্রশ্নাঃ।—উতাবিদ্বানমুং লোকং প্রেত্যা কশ্চন গচ্ছতি। আহো বিদ্বানমুং লোকং প্রেত্যা কশ্চিৎ সমশ্নুতে ॥ ১৩ ॥

সোঽকাময়ত, বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত, স তপস্তপ্‌ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা

সেই বিজ্ঞানময় আত্মা হইতে অতিরিক্ত, গূঢ়তম আর এক আত্মা আছে, তাহার নাম 'আনন্দময়'। পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানময়ের যাহা আত্মা, ইহারও ঠিক্ তাহাই আত্মা, তাহা দ্বারাই ইহা পরিপূর্ণ, এবং তাহার পুরুষবিধত্ব অর্থাৎ পুরুষাকার লইয়াই ইহার পুরুষবিধত্ব; কিন্তু স্বতঃ নহে। প্রিয় তাঁহার শির. মোদ তাঁহার দক্ষিণ পক্ষ; প্রমোদ তাঁহার উত্তর পক্ষ; আনন্দ তাঁহার আত্মা, সত্য ও জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্ম তাঁহার পুচ্ছরূপী প্রতিষ্ঠা। এই বিষয়ে পরবর্ত্তী শ্লোকটী প্রস্তাবিত হইতেছে ॥ ১২ ॥

যদি কোন ব্যক্তি জানে যে, ব্রহ্ম অসৎ, অর্থাৎ অস্তিত্ব-বিহীন, তাহা হইলে সে নিজেও অসৎ, অর্থাৎ অসৎ-পদার্থেরই সমান হইয়া পড়ে, কিন্তু যদি কেহ জানে যে, ব্রহ্ম অস্তি, অর্থাৎ ব্রহ্ম আছেন (অস্তিতাবান্); তাহা হইলে, পণ্ডিতেরা তাঁহাকেও সৎ বলিয়া জানেন। পূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষের যাহা শারীর আত্মা, ইহারও ঠিক্ তাহাই শারীর আত্মা ॥ ১৩ ॥

অনন্তর, আচার্য্যোক্তির প্রতি সন্দিহান শিষ্যকর্ত্তৃক বক্ষ্যমাণ প্রশ্ন সকল জিজ্ঞাসিত হইতেছে,—অবিদ্বান্ ব্যক্তিও কি ইহ লোক হইতে প্রেতভাব প্রাপ্তির পর 'এই লোক' অর্থাৎ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়? অথবা বিদ্বান্ ব্যক্তিই প্রেতভাবের পর এই লোক—পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন?

তদেবানুপ্রাবিশৎ, তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ, নিরুক্তং চানিরুক্তং চ, নিলয়নং চানিলয়নং চ, বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানং চ, সত্যং চানৃতং চ, সত্যমভবৎ, যদিদং কিঞ্চ, তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ১৪ ॥

অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ, ততো বৈ সদজায়ত, তদাত্মানং স্বয়মকুরুত, তস্মাত্তৎস্কৃতমুচ্যত ইতি। যদ্বৈ তৎ সুকৃতং,

---

এই প্রশ্নের উত্তরার্থ প্রথমতঃ ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে,—জগতের অদ্বিতীয় কর্তা—যিনি পরমেশ্বর; তিনি সৃষ্টির প্রথম সময়ে কামনা বা সংকল্প করিয়াছিলেন যে, 'আমি বহু হইব' অর্থাৎ প্রপঞ্চাকার ধারণ করিব এবং 'প্রজারূপে উৎপন্ন হইব'। এইরূপ ইচ্ছার পর, তিনি তপস্যা (সংকল্প বা আলোচনা) করিয়াছিলেন এবং সেই তপস্যা (আলোচনা) করিয়া এই যে-কিছু পদার্থ আছে, তৎসমস্তই সৃষ্টি করিলেন; এবং সৃষ্টি করিয়া স্বয়ংই তাহাতে প্রবেশ করিলেন।

তিনি তৎসমস্তের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নিরুক্ত ও অনিরুক্ত-স্বরূপ* সৎ (মূর্ত্ত) এবং ত্যৎ (অমূর্ত্ত) রূপ ধারণ করিলেন; সেইরূপ, নিলয়ন—মূর্ত্তধর্ম্ম এবং অনিলয়ন—অমূর্ত্তধর্ম্ম; বিজ্ঞান—চেতন এবং অবিজ্ঞান—অচেতন, সত্য ও অনৃত (মিথ্যা); অধিক কি, জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, তিনি সেই সমস্ত পদার্থেরই স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যেহেতু, একমাত্র ব্রহ্মই সৎ, ত্যৎ ও মূর্ত্তামূর্ত্তাদি স্বরূপ ধারণ করিয়াছেন, সেই হেতুই জ্ঞানিগণ ব্রহ্মকে 'সত্য' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। তদ্বিষয়ে বক্ষ্যমাণ শ্লোকটী প্রদর্শিত হইতেছে।

এই নাম-রূপাভিব্যক্ত দৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টির আদিকালে অসৎ, অর্থাৎ অব্যাকৃত অবস্থায় ছিল; (তাহাও ব্রহ্মেরই এক অবস্থা,) সেই অব্যাকৃতাখ্য ব্রহ্ম হইতে সৎ, অর্থাৎ নাম-রূপাভিব্যক্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, এবং সেই

---

* নিরুক্ত—নিকৃষ্ট, যাহা 'এই সে' ইত্যাকারে নির্দ্দিষ্ট হয়—স্থূলপ্রপঞ্চ। 'অনিরুক্ত' অর্থ নিরুক্তের বিপরীত, যাহাকে 'এই সে' ইত্যাকারে নির্দ্দেশ করা যায় না, অর্থাৎ সূক্ষ্ম।

রসোবৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি, কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ, যদেষ আকশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি, যদাহ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি। যদাহ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে। অথ তস্য ভয়ং ভবতি, তত্ত্বেবাভয়ং বিদুষো মন্বানস্য। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ১৫ ॥

ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে, ভীষোদেতি সূর্য্যঃ, ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম ইতি ॥ ১৬ ॥

ব্রহ্মই আপনাকে প্রপঞ্চাকারে প্রবিভক্ত করিয়াছিলেন। সেই হেতুই তাঁহাকে সুকৃত, অর্থাৎ 'স্বয়ংকর্ত্তা' বলা হইয়া থাকে। যিনি সেই সুকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ, তিনিই পরম তৃপ্তিপ্রদ রসস্বরূপ। জীব এই রস লাভ করিয়াই স্বয়ং আনন্দময় হয়; পরন্তু যদি এই আকাশাখ্য পরম ব্যোমে আনন্দ না থাকিত, তাহা হইলে ইহলোকে কোন্ প্রাণীই বা অপান-চেষ্টা করিত, আর কোন্ প্রাণীই বা প্রাণ-চেষ্টা—নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি ক্রিয়া করিত? অতএব, বুঝিতে হইবে যে, পরমাত্মরূপী পরমেশ্বরই সমস্ত লোককে আনন্দিত করিতেছেন। জীব যখন এই অদৃশ্য, অশরীর, নির্ব্বিশেষহেতু—অনির্ব্বাচ্য, অনাশ্রয়, সর্ব্বভয়-প্রশমন, প্রতিষ্ঠারূপী ব্রহ্মকে লাভ করেন এবং জীব তখন যথার্থই অভয় (ব্রহ্ম) প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ তিনি আর কখনও অজ্ঞানীর ন্যায় সংসার ভয়ে অভিভূত হন না। কিন্তু, যখন জীব এই অভয় ব্রহ্মে অত্যল্পমাত্রায়ও অন্তর (ভেদ) দর্শন করে, তখন, তাহার ভয় হয়। পরন্তু মননশীল জ্ঞানীর পক্ষে আবার তাহাই অভয়েরও কারণ হইয়া থাকে। এই বিষয়েও পরবর্ত্তী শ্লোক প্রারব্ধ হইতেছে ॥ ১৪—১৫ ॥

ইহার (ব্রহ্মের) ভয়েই বায়ু নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছেন, সূর্য্য প্রতিদিন উদিত হইতেছেন, এবং অগ্নি (জ্যোতির্মণ্ডল), ইন্দ্র ও পঞ্চম—মৃত্যু

সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি।—যুবা স্যাৎ সাধু যুবাধ্যাপকঃ, আশিষ্টো দ্রঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ, তস্যেয়ং পৃথিবী সর্ব্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ, স একো মানুষ আনন্দঃ ॥ ১৭ ॥

তে যে শতং মানুষা আনন্দাঃ, স একো মনুষ্যগন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং মনুষ্যগন্ধর্ব্বাণামানন্দাঃ, স একো দেবগন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ শ্রোত্রিয়স্য

প্রতিনিয়ত ধাবমান হইতেছেন, অর্থাৎ ইঁহারা সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে অব্যাহত গতিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন ॥ ১৬ ॥

এই ব্রহ্মানন্দ কি লৌকিক আনন্দের ন্যায় বিষয় ও ইন্দ্রিয়-সম্পর্ক জনিত? অথবা, স্বাভাবিক? সম্প্রতি এই সন্দেহ নিবারণের নিমিত্ত মীমাংসা (বিচার) করিতেছেন। সেই ব্রহ্মানন্দের এই প্রকার মীমাংসা হইয়া থাকে;—প্রসিদ্ধ লৌকিক আনন্দ বাহ্য ও আধ্যাত্মিক সাধন সামগ্রী-জনিত এবং সময়-বিশেষে ব্রহ্মানন্দানুভবে ও সহায়তা করিয়া থাকে; কেন না, বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণও সেই লৌকিক আনন্দরাশি অনুভব করিতে করিতে ক্রমে বিষয়-ভোগে বিতৃষ্ণ হইয়া পড়ে। আর, ঐ বিষয়ানন্দ, অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন হয় এবং অবিদ্যার উচ্ছেদে উচ্ছিন্নও হইয়া যায়; সাধক তাহার পরেই পরম ব্রহ্মের স্বরূপানন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হন। (অধিকারী নিরূপণ—) সেই সকল যুবকগণই অধ্যাত্ম-তত্ত্বাবেদক বেদ অধ্যয়নে উপযুক্ত; এবং সেই যুবা—বলিষ্ঠ ও দৃঢ়কায় ব্যক্তিগণই এই সর্ব্বোপভোগ সম্পন্ন পৃথিবীমণ্ডলের উপভোগ দ্বারা রাজ-পদ লাভ করিয়া বিবিধ বিষয়ানন্দ অনুভব করতঃ পরমানন্দ লাভ করেন; সেই পরমানন্দই যথার্থরূপ মনুষ্যানন্দ বলিয়া বিখ্যাত ॥ ১৭ ॥

শতগুণিত মানুষ আনন্দ মনুষ্য গন্ধর্ব্বগণের * এক আনন্দ; অকামহত শ্রোত্রিয়ের এবং মনুষ্য-গন্ধর্ব্বের একশতগুণ আনন্দ আবার দেব-গন্ধর্ব্বগণের † এক আনন্দ; তাঁহাদের শত আনন্দও চিরকাল পিতৃলোকস্থায়ী

---

* মনুষ্য গন্ধর্ব্ব—যাহারা মনুষ্য থাকিয়া বিদ্যা ও কর্ম্মবলে গন্ধর্ব্ব হইয়াছে।

† 'দেব-গন্ধর্ব্ব'—এক প্রকার গন্ধর্ব্বজাতি।

চাকামহতস্য। তে যে শতং দেবগন্ধর্ব্বাণামানন্দাঃ, স একঃ পিতৃণাং চিরলোকলোকানামানন্দঃ,শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং পিতৃণাং চিরলোকলোকানামানন্দাঃ, স এক আজানজানাং দেবানামানন্দঃ শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য ॥১৮॥

তে যে শতমাজানজানাং দেবানামানন্দাঃ, স একঃ কর্ম্মদেবানাং দেবানামানন্দঃ, যে কর্ম্মণা দেবানপিযন্তি; শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং কর্ম্মদেবানাং দেবানামানন্দাঃ, স একো দেবানামানন্দঃ, শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং দেবানামানন্দাঃ, স এক ইন্দ্রস্যানন্দঃ, শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য ॥ ১৯ ॥

তে যে শতমিন্দ্রস্যানন্দাঃ, স একো বৃহস্পতেরানন্দঃ, শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং বৃহস্পতেরানন্দাঃ, স একঃ প্রজাপতেরানন্দঃ, শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং প্রজাপতেরানন্দাঃ, স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ, শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য স যশ্চায়ং পুরুষে, যশ্চাসাবাদিত্যে, স একঃ ॥ ২০ ॥

পিতৃগণের ও অকাম-হত শ্রোত্রিয়ের এক আনন্দ; তাহাদের শত আনন্দ আবার আজান-দেবগণের‡ পক্ষে এক আনন্দ; তাহাদের শত আনন্দও আবার কর্ম্মদেবগণের এক আনন্দ; তাহাদের ও অকামহত শ্রোত্রিয়ের শত আনন্দও দেবগণের এক আনন্দ; দেবগণের শত আনন্দও ইন্দ্রের এক আনন্দের সমান। ইন্দ্রের শত আনন্দ আবার বৃহস্পতির এক আনন্দ; অকামহত শ্রোত্রিয়ের ও বৃহস্পতির শত আনন্দও প্রজাপতি—ব্রহ্মার এক আনন্দ; শ্রোত্রিয় ও প্রজাপতির শত আনন্দ আবার ব্রহ্মের এক আনন্দ; এবং এই পুরুষে যে আনন্দ ও আদিত্যে যে আনন্দ, সেই উভয়ই সমান ॥ ১৮--২০ ॥

---

‡ 'আজান দেব'—যাহারা স্মৃত্যুক্ত কর্ম্ম দ্বারা আজান—স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

স য এবংবিদস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য এতমন্নময়মাত্মানমুপসংক্রামতি, এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রামতি, এতং মনোময়মাত্মানমুপসংক্রামতি, এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপসংক্রামতি, এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ২১ ॥

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্, ন বিভেতি কুতশ্চনেতি ॥ এতং হ বাব ন তপতি কিমহং সাধু নাকরবং, কিমহং পাপমকরবমিতি। স য এবংবিদ্বানেতে আত্মানং স্পৃণুতে। উভে হ্যেবৈষ এতে আত্মানং স্পৃণুতে, য এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ ॥ ২২ ॥

ইতি তৈত্তিরীয়-ব্রহ্মবিদোপনিষৎ সমাপ্তিমগমৎ ॥

যিনি এই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্রহ্ম-বিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি ইহলোক হইতে প্রয়াণ করিয়া এই অন্নময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন। ক্রমে প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় আত্মাকেও প্রাপ্ত হন। এই প্রকরণার্থ প্রকাশার্থ একটী শ্লোক প্রকটিত হইয়াছে ;—॥ ২১ ॥

মনের সহিত বাক্য সকল (যাঁহাকে) প্রাপ্ত না হইয়া অর্থাৎ জানিতে না পারিয়া যাঁহার নিকট হইতে নিবৃত্ত হয় ; সেই ব্রহ্মানন্দের বিদ্বান্, অর্থাৎ সেই ব্রহ্মানন্দ সাক্ষাৎকারকারী জীব কিছু হইতেই ভীত হন না ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীদুর্গাচরণ বেদান্ত-সাংখ্যতীর্থ-কৃত ব্রহ্মবিদোপনিষদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥

॥ ওঁ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয়-

নারায়ণোপনিষৎ।

॥ ওঁ পরমাত্মনে নমঃ ॥

নারায়ণোপনিষৎপ্রারম্ভঃ। ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহবীর্য্যং করবাবহৈ, তেজস্বিনাবধিতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ ॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

অন্তস্যপারে ভুবনস্য মধ্যে, নাকস্য পৃষ্ঠে মহতো মহীয়ান্, শুক্রেণ জ্যোতীংষি সমানুপ্রবিষ্টঃ। প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভে অন্তঃ, যস্মিন্নিদং সঞ্চবিচৈতি সর্ব্বং, যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে

সর্ব্বজন বিদিত সেই ব্রহ্ম আমাদিগকে (গুরু ও শিষ্যকে) রক্ষা করুন, সমানভাবে উপভোগ-ক্ষম করুন; আমরা যেন তুল্যভাবে বীর্য্যবৎ কর্ম্ম সম্পাদন করিতে সমর্থ হই। আমাদের অধ্যয়ন ব্রহ্মণ্য তেজঃসম্পন্ন হউক এবং আমরা যেন (কাহারও প্রতি) বিদ্বেষী না হই ॥ ইতি শান্তি পাঠ ॥

মহান্ অপেক্ষাও অতিশয় মহান্ ঈশ্বর; অপার জলে (জলাশয়ে), ভুবনের মধ্যে, স্বর্গপৃষ্ঠে স্বপ্রভাব-জ্যোতিঃসমূহে অনুপ্রবিষ্ট আছেন। যাঁহার অভ্যন্তরে স্বয়ং প্রজাপতি বিচরণ করেন, যাঁহাতে এই সমস্ত বিশ্ব নিহিত রহিয়াছে, এবং যে বিশ্বাধারে দেবগণও নিষণ্ণ রহিয়াছেন। তাঁহাই ভূত ও ভব্যস্বরূপ। কিন্তু সেই অবিনশ্বর পরম-ব্যোমে, অর্থাৎ ব্রহ্মাকাশে প্রতিষ্ঠিত—এই বিশ্বে

নিষেদুঃ। তদেব ভূতং তদু ভব্যমাদ্যং তদক্ষরে পরমে ব্যোমন্।
যেনাবৃতং খঞ্চ দিবং মহীঞ্চ,যেনাদিত্যস্তপতি তেজসা ভ্রাজসা
চ, যমন্তঃসমুদ্রে কবয়ো বয়ান্তি, যদক্ষরে পরমে প্রজাঃ
যতঃ প্রসূতা জগতঃ প্রসূতী ; তোয়েন জীবান্ ব্যচসর্জ্জ ভূম্যাম্,
যদোষধীভিঃ পুরুষান্ পশূংশ্চ বিবেশ ভূতানি চরাচরাণি,
অতঃ পরন্নান্যদণীয়সং হি পরাৎপরং যন্মহতো মহান্তম্।
যদেকমব্যক্তমনন্তরূপং বিশ্বং পুরাণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ১ ॥

তদেব তং তদু সত্যমাহুস্তদেব ব্রহ্ম পরমং কবীনাং,
ইষ্টাপূর্ত্তং বহুধা জাতং জায়মানং বিশ্বং বিভাতি ভুবনস্য
নাভিঃ। তদেবাগ্নিস্তদ্বায়ুস্তৎসূর্য্যস্তদু চন্দ্রমাঃ। তদেব

(ভূত ও ভব্যস্বরূপে) নহে। যাঁহা দ্বারা আবৃত আকাশ, স্বর্গ ও মহীকে আদিত্য দেব নিজ তেজ দ্বারা প্রকাশিত করিয়া তাপ দিতেছেন। কবিগণ যাঁহাকে সমুদ্রাভ্যন্তরে লীন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, যিনি পরম অক্ষরস্বরূপ, যাঁহা হইতে সমস্ত প্রজা প্রসূত হইয়াছে, (অধিক কি?) যিনি জগতের প্রসূতি (নির্ম্মাতা); যিনি জীবনিবহকে ভূতলে উৎপাদন করিয়াছেন ; এবং যিনি ওষধি-(তৃণাদি) সহ সমস্ত পুরুষে ও পশুতে প্রবেশ করিয়াছেন ; অধিক কি, যিনি চরাচর সর্ব্বভূতেই প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি শ্রেষ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, সূক্ষ্ম হইতেও অতিসূক্ষ্ম, পর হইতেও পরতর এবং মহৎ হইতেও মহৎ, যাঁহার আর দ্বিতীয় নাই, যিনি এক (অদ্বিতীয়), অব্যক্ত অনন্তরূপী, বিশ্বস্বরূপ, পুরাণ ও অজ্ঞানের অতীত ॥ ১ ॥

জ্ঞানিগণ তাঁহাকে ঋত ও সত্যস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ; এবং তিনিই জ্ঞানিগণের উপাস্য পরম ব্রহ্ম। জগতের নাভিস্বরূপ—তিনিই বহুল প্রকারে পূর্ব্বে জাত হইয়া জায়মান ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্ম এবং বিশ্বকেও ধারণ বা পোষণ করিতেছেন। তিনিই অগ্নি, তিনিই বায়ু, তিনিই সূর্য্য, তিনিই চন্দ্র, তিনিই শুদ্ধ, অমৃত (নিত্যসিদ্ধ) ব্রহ্ম এবং তিনিই জল ও প্রজাপতি

শুক্রমমৃতম্, তদ্ ব্রহ্ম তদাপঃ স প্রজাপতিঃ। সর্ব্বনিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি, কলা মুহূর্ত্তাঃ কাষ্ঠাশ্চাহোরাত্রাশ্চ সর্ব্বশঃ। অর্দ্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরশ্চ কল্পন্তাম্। স আপঃ প্রদুঘে উভে ইমে অন্তরিক্ষমথো স্বঃ, নৈনমূর্ধ্বং ন তির্য্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ। ন তস্যেশে কশ্চন তস্য নাম মহদ্‌যশঃ ॥ ২ ॥

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা-পশ্যতি কশ্চনৈনম্। হৃদা মনীষা মনসাভিকৢপ্তো যেএনং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি। অদ্ভ্যঃ সম্ভূতো হিরণ্যগর্ভ ইত্যষ্টৌ। এষ হি দেবঃ প্রদিশোঽনুসর্ব্বাঃ পূর্ব্বো হি জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ। স বিজায়মানঃ স জনিষ্যমাণঃ প্রত্যঙ্মুখস্তিষ্ঠতি বিশ্বতো মুখঃ। বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখো বিশ্বতোহস্ত উত বিশ্বতঃ স্যাৎ।

স্বরূপ। সেই পুরুষ হইতেই সর্ব্বপ্রকার নিমেষ (কালের পরিমাণ) ও বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং সর্ব্বপ্রকার কলা (কালের অংশবিশেষ), মুহূর্ত্ত, কাষ্ঠা, অহোরাত্র, অর্দ্ধমাস, মাস ও ঋতু রচিত হইয়াছে। তিনি জল, অন্তরিক্ষ ও আকাশকে দোহন বা উৎপাদন করিয়াছিলেন। ঊর্দ্ধে, পার্শ্বে বা মধ্যে কেহই তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই ; কেহই তাঁহার ঈশ্বর বা প্রভু নাই এবং তাঁহার যশঃ, অর্থাৎ কীর্ত্তি বা মহাত্ম্য অতি মহৎ ॥ ২ ॥

ইহার রূপ আছে, কিন্তু কেহ তাহা দর্শন করে নাই এবং বর্ত্তমান সময়েও কেহ দর্শন করিতেছে না। প্রগাঢ়জ্ঞান-সম্পন্ন যে সকল মনীষিগণ ইহাকে হৃদয়ে অবগত হন, তাঁহারা নিজেও অমৃত হন, অর্থাৎ মুক্তি লাভ করেন। হিরণ্যগর্ভ—ব্রহ্মা, জল, ইহা হইতে সম্ভূত হইয়াছেন। অপূর্ব্ব দ্যুতিমান তিনি সর্ব্বদিঙ্মণ্ডল লক্ষ্য করিয়া গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছেন। এখনও তিনি জন্মিতেছেন, ভবিষ্যতেও জন্মিবেন এবং প্রত্যেক বস্তুতে অনুস্যূত ও বিশ্বব্যাপীরূপে অবস্থান করিতেছেন। পুনশ্চ, তাঁহার চক্ষু, মুখ ও হস্ত বিশ্বব্যাপী।

সং বাহুভ্যাং নমতি সংপতত্রৈর্দ্যাবাপৃথিবী জনয়ং দেব একঃ। বেনস্তৎপশ্যন্ বিশ্বা ভুবনানি বিদ্বান্ যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীলম্। যস্মিন্নিদং সং চ বিচৈকং স ওতঃ প্রোতশ্চ বিভুঃ প্রজাসু। প্রতদ্বোচে অমৃতন্নু বিদ্বান্, গন্ধর্ব্বো নাম নিহিতং গুহাসু ॥ ৩ ॥

ত্রীণি পদা নিহিতা গুহাসু যস্তদ্বেদ সবিতুঃ পিতা স্যাৎ, স নো বন্ধুর্জ্জনিতা স বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা, যত্র দেবা অমৃতমানশানাস্তৃতীয়ে ধামান্যভ্যৈরয়ন্ত, পরি-দ্যাবাপৃথিবী যন্তি সদ্যঃ পরি লোকান্ পরি দিশঃ পরিস্বঃ, ঋতস্য তন্তুং বিততং বিকৃত্য তদপশ্যত্তদভবৎ প্রজাসু।

তিনি বহুরূপ পক্ষ দ্বারা ঊর্দ্ধে উৎপতিত হন, এবং তিনি একাকীই অন্তরিক্ষ ও পৃথিবীকে উৎপাদন করিয়াছেন। বেন রাজা তাহা অবলোকন করিয়া সমস্ত ভুবন-তত্ত্ব অবগত হইয়া বিশাল বিশ্ব যাঁহাতে স্থিত এবং যাঁহাতে সন্নিবিষ্ট, সেই বিভু প্রজাসকলে ওত-প্রোতভাবে অবস্থিত আছেন অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষ অধিগত হইয়া তাহাই অবগত হইয়াছিল যে, গন্ধর্ব্বরূপ নারায়ণ গুহাতে, অর্থাৎ হৃদয়াকাশ প্রভৃতি অতিগুহ্যতম স্থানে নিহিত রহিয়াছেন। ৩।

সেই সকল গুহাতে ত্রিপাদ (তিন অংশ) নিহিত রহিয়াছে, যিনি সবিতার সেই সকল পাদ জানেন, তিনিই আমাদিগের বন্ধু এবং সর্ব্বফলে বিধাতা হইবেন, তিনিই সমস্ত তেজ-স্থান ও সমস্ত ভুবন অবগত হন আর অমৃতভোজী দেবগণ যেথানে স্থান লাভ করিয়াছেন, তিনি তৎক্ষণা ভূমি ও অন্তরিক্ষ অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধস্থিত সেই তৃতীয় লোকে—স্বর্গে গম করেন, এবং সমস্ত লোকে, সমস্ত দিকে এবং স্বর্গলোকেও তৎক্ষণাৎ গম করে। সত্যের মূলীভূত বিস্তৃতরূপ তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলে, এবং তিনি প্রজাগণে তদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রথমোৎপন্ন প্রজাপতি সমস্ত লো

পরীত্য লোকান্ পরীত্য ভূতানি পরীত্য সর্ব্বাঃ প্রদিশো-দিশশ্চ, প্রজাপতিঃ প্রথমজা ঋতস্যাত্মনাত্মানমভিসংবভূব। সদসস্পতিমদ্ভুতং প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যং, সনিং মেধাময়াসিষং উদ্দীপ্যস্ব জাতবেদোপঘ্নং নির্ঋতিং মম ॥ ৪ ॥

পশুংশ্চ মহ্যমাবহ, জীবনং চ দিশো দিশ, মা নো হিংসীজ্জাতবেদো গামশ্বং পুরুষং জগৎ, অবিভ্রদগ্ন আগ্রহি শ্রিয়ামাপরিপাতয়া, পুরুষস্য বিদ্মহে সহস্রাক্ষস্য মহাদেবস্য ধীমহি। তন্নোরুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ। তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি। তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ। তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি, তন্নো দন্তিঃ প্রচোদয়াৎ। তৎপুরু-ষায় বিদ্মহে চক্রতুণ্ডায় ধীমহি, তন্নো নন্দিঃ প্রচো-দয়াৎ ॥ ৫ ॥

সমস্ত ভূত, সমস্ত দিক্ ব্যাপিয়া সত্যরূপ আপনাকে লক্ষ্য করিয়া সম্ভূত হইয়াছিলেন। অত্যদ্ভুত সদস্য-রূপ, ইন্দ্রিয়ের প্রিয় কাম্যরূপ—ধন ও মেধাকে (অর্থাৎ সেইসেইরূপ) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, হে অগ্নে! তুমি আমার মৃত্যুকে অপহত করিয়া উদ্দীপিত হও ॥ ৪ ॥

এবং আমার উদ্দেশে বহুল পশু আহরণ কর, জীবন-নির্ব্বাহের উপায় উপদেশ কর। হে অগ্নে! আমাদের গো, অশ্ব, পুরুষ (ভৃত্যাদি) লোককে হিংসা করিও না। হে অগ্নে! তুমি অগ্রেও শ্রী ধারণ করিয়াছ, এখনও সেই শ্রীকে দূরে নিক্ষেপ করিও না। আমরা (যেন) পুরুষকে জানিতে পারি, মহাদেব সহস্রাক্ষকে ধ্যান করায় রুদ্র আমাদের সম্বন্ধে তাহা প্রেরণ করুন। আমরা যেন তৎপুরুষকে (পরম পুরুষকে) জানি, বক্রতুণ্ড (দেবতার নির্দ্দেশ) উদ্দেশে ধ্যান করি, দন্তী (গণপতি) আমাদিগকে তাহা প্রদান করুন। আর আমরা সেই পুরুষকে জানিতেছি এবং চক্রতুণ্ড উদ্দেশে ধ্যান করিতেছি, নন্দী আমাদিগকে সেই অভীষ্ট ফল প্রদান করুন ॥ ৫ ॥

তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাসেনায় ধীমহি। তন্নঃ ষণ্মুখঃ প্রচোদয়াৎ। তৎপুরুষায় বিদ্মহে, সুবর্ণপক্ষায় ধীমহি, তন্নো গরুড়ঃ প্রচোদয়াৎ। বেদাত্মনায় বিদ্মহে, হিরণ্যগর্ভায় ধীমহি। তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়াৎ। নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি, তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ, বজ্রনখায় বিদ্মহে তীক্ষ্ণদংষ্ট্রায় ধীমহি, তন্নো নারসিংহঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ৬ ॥

ভাস্করায় বিদ্মহে মহাদ্যুতিকরায় ধীমহি, তন্ন আদিত্যঃ প্রচোদয়াৎ। বৈশ্বানরায় বিদ্মহে লালীলায় ধীমহি, তন্নো অগ্নিঃ প্রচোদয়াৎ। কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যকুমারি ধীমহি, তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ। সহস্রপরমা দেবী শতমূলাশতা-

---

সেই পুরুষকে চিন্তা করিতেছি, মহাসেনকে (কার্ত্তিকেয়কে) ধ্যান করিতেছি, অতএব ষণ্মুখ (কার্ত্তিকেয়) আমাদিগকে তাহা (অভীষ্ট অর্থ) প্রদান করুন। সেই পুরুষকে চিন্তা করিতেছি, সুবর্ণ পক্ষীকে ধ্যান করিতেছি, সেই গরুড় আমাদিগকে তাহা প্রদান করুন। আমরা বেদাত্মাকে জানিতেছি, হিরণ্যগর্ভকে ধ্যান করিতেছি, অতএব ব্রহ্মা আমাদিগকে তাহা প্রদান করুন। নারায়ণকে অবগত হইতেছি ও বাসদেবকে ধ্যান করিতেছি, সেই বিষ্ণু আমাদিগকে তাহা প্রদান করুন। আমরা বজ্রনখকে জানিতেছি এবং তীক্ষ্ণদংষ্ট্রের উদ্দেশে ধ্যান করিতেছি, এতএব নরসিংহ আমাদিগকে অভীষ্ট অর্থ প্রদান করুন ॥ ৬ ॥

ভাস্করকে জানি, মহাদ্যুতিকর উদ্দেশে ধ্যান করিতেছি, অতএব আদিত্য আমাদিগকে অভীষ্ট অর্থ দান করুন। আমরা বৈশ্বানর উদ্দেশে জ্ঞান (চিন্তা) করিতেছি, লালীল (লোলজিহ্বা) উদ্দেশে ধ্যান করিতেছি, অগ্নি আমাদিগকে তাহা প্রদান করুন। আমরা কাত্যায়ন উদ্দেশে চিন্তা করিতেছি, কন্যকুমারিকা উদ্দেশে ধ্যান করিতেছি, দুর্গি আমাদিগকে

ঙ্কুরা। সর্ব্বং হরতু মে পাপং, দূর্ব্বা দুস্বপ্ননাশিনী, কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী পরুষঃপরুষঃ পরী ॥ ৭ ॥

এবানো দূর্ব্বে প্রতনু সহস্রেণ শতেন চ। যা শতেন প্রতনোষি সহস্রেণ বিরোহসি, তস্যাস্তে দেবীষ্টকে বিধেম হবিষা বয়ম্ ॥ ৮ ॥

অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরা, শিরসা ধারয়িষ্যামি, রক্ষস্ব মাং পদে পদে ॥ ৯ ॥

ভূমির্ধেনুর্ধারণী লোকধারিণ্যুদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহুনা, মৃত্তিকে হন মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্ ॥১০॥

মৃত্তিকে ব্রহ্ম-দত্তাসি কাশ্যপেনাভিমন্ত্রিতা, মৃত্তিকে দেহি মে পুষ্টিং ত্বয়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১১ ॥

অভীষ্ট অর্থ প্রদান করুন। সহস্রপরমা শতমূলা ও শত অঙ্কুরযুক্তা প্রতিকাণ্ড (পর্ব্ব) হইতে উৎপন্না, পুরুষাধিক-জীবিনী দেবী দূর্ব্বা আমার সর্ব্ব পাপ হরণ করুন ॥ ৭ ।

হে দূর্ব্বে! তুমি আমার পাপকে শত সহস্র ভাগে ক্ষীণ কর, এবং যে তুমি শতরূপে বিস্তৃত হও ও সহস্ররূপে প্ররূঢ় হও, হে দেবি! (দূর্ব্বে!) আমরা হবি দ্বারা সেই তোমার যাগ বিধান করিব ॥ ৮ ॥

হে অশ্বক্রান্তে! (—অশ্বকর্তৃক স্পৃষ্টে!) হে রথক্রান্তে! (—রথ দ্বারা স্পৃষ্টে!) হে বিষ্ণুক্রান্তে! (—বিষ্ণু কর্তৃক স্পৃষ্টে!)—বসুন্ধরে—পৃথিবি! তুমি আমাকে পদে পদে (বিপদ্ হইতে) রক্ষা কর ॥ ৯ ॥

হে ভূমি! কামধেনুরূপা লোকধাত্রী—তুমি শতবাহুসম্পন্ন বরাহরূপী বিষ্ণুকর্তৃক উদ্ধৃতা হইয়াছ; অতএব হে মৃত্তিকে! আমি যে কোন দুষ্কৃত অর্থাৎ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, তাহা তুমি বিনষ্ট কর ॥ ১০ ॥

হে মৃত্তিকে! তুমি ব্রহ্মা কর্তৃক প্রদত্তা এবং কাশ্যপ কর্তৃক মন্ত্রপূতা হইয়াছ। অতএব হে মৃত্তিকে! তুমি আমার পুষ্টিবর্দ্ধন কর, যেহেতু তোমাতেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ॥ ১১ ॥

মৃত্তিকে প্রতিষ্ঠিতে সর্ব্বং তন্মে নির্ণুদ মৃত্তিকে, ত্বয়
হতেন পাপেন গচ্ছামি পরমাং গতিন্ ॥ ১২ ॥

যত ইন্দ্র ভয়ামহে ততো নো অভয়ং কৃধি, মঘবংঞ্ছগ্ধিতব
তন্তমুতয়ে। বিদ্বিষো বিমৃধো জহি, স্বস্তিদা বিশস্পতি
র্বৃত্রহা বিমৃধোবশী, বৃন্দ্রেদ্রঃপুর এতু-নঃ স্বস্তিদা অভয়
ঙ্করঃ ॥ ১৩ ॥

স্বস্তি নইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পুষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তিন
স্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥ ১৪ ॥

প্রতিমানা নিদেভুঃ। ব্রহ্ম জজ্ঞানাং প্রথমং পুরস্তাদ্বিসী
মতঃ সুরুচো বেনয়াবঃ, স বুধ্নিয়া উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ, সতশ্চ
যোনিমসতশ্চ বিবঃ। স্যোনা পৃথিবী ভবানৃক্ষরানিবেশনী
যছানঃ শর্ম্ম সপ্রথাঃ ॥ ১৫ ॥

হে সর্ব্বপ্রতিষ্ঠাকারিনি—মৃত্তিকে! তুমি আমার সর্ব্বপাপ খণ্ডিত কর
তোমাকর্ত্তৃক পাপ হত হইলে (আমি) পরমা গতি প্রাপ্ত হইব ॥ ১২ ॥

হে ইন্দ্র! যেহেতু আমরা ভীত হইতেছি, অতএব আমাদিগকে অভ
প্রদান কর; হে মঘবন্! আমাদিগের হিতকর ব্যক্তিকে পীড়া দিও না, শত্রু
গণের যুদ্ধ সংহার কর। মঙ্গল কর বৃহস্পতি ও তাদৃশ বশী—বৃত্রহা (ইন্দ্র
এবং ধর্ম্মরাজ অভয় প্রদানার্থ সম্মুখে উপস্থিত হউন। ১৩ ॥

পুনশ্চ প্রার্থনা করিতেছি, বৃদ্ধশ্রবা—ইন্দ্র, পুষা, বিশ্বেদেবগণ, অরিষ্ট
নেমি—তার্ক্ষ্য (গরুড়) এবং বৃহস্পতি আমাদিগের স্বস্তি (মঙ্গল) প্রদা
করুন ॥ ১৪ ॥

সেই সর্ব্বাদি জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের আরাধনা-জনিত জ্ঞানই প্রথমে প্রব্য
হইয়াছিল। সৎ ও অসতের যোনি বা কারণস্বরূপ তিনি সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল
রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বস্বরূপধারিণী রাগবতী পৃথিবী আমাদিগ
বিপুল শ্রেয় প্রদান করুন ॥ ১৫ ॥

গন্ধদ্বারান্দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীং, ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্। শ্রীর্ম্মে ভজতু, অলক্ষ্মী-র্ম্মে নশ্যতু ॥ ১৬ ॥

বিদ্‌মুখা বৈ দেবাশ্ছন্দোভিরিমাঁল্লোকাননপজয্যমভ্য-জয়ন্, মহানিন্দ্রো বজ্রবাহুঃ ষোড়শী শর্ম্ম যচ্ছতু, স্বস্তি নো মঘবা করোতু, হন্তু পাপ্মানং যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি ॥ ১৭ ॥

সোমানং স্বরণং কৃণুহি ব্রহ্মণস্পতে, কক্ষীবন্তং য-ঔশিজং, শরীরং যজ্ঞশমলং কুসীদম্, তস্মিন্ সীদতু যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি ॥ ১৮ ॥

চরণং পবিত্রং বিততং পুরাণং যেন পূতস্তরতি দুষ্কৃতানি, তেন পবিত্রেণ শুদ্ধেন পূতা অতিপাপ্মানমরাতিস্তরেম ॥১৯॥

অশেষসৌগন্ধশালিনী, দুরাধর্ষা, সর্ব্বদা সর্ব্বজনপোষণকারিণী এবং সর্ব্ব-ভূতের ঈশ্বরী সেই শ্রীকে (লক্ষ্মীকে) আমি আমন্ত্রণ বা আহ্বান করিতেছি ; শ্রী আমাকে আশ্রয় করুন এবং আমার অলক্ষ্মী নষ্ট হউক ॥ ১৬ ॥

বিদ্যাসম্পন্ন দেবগণ, ছন্দ, অর্থাৎ বেদবাক্য সমূহ দ্বারা এই সমস্ত লোককে সর্ব্বতোভাবে পরাজিত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মহান্ বজ্রধর ষোড়শবর্ষ-বয়স্ক ইন্দ্র আমাকে সুখ প্রদান করুন, ইন্দ্র আমাদিগের মঙ্গল বৃদ্ধি করুন, এবং যে আমাদিগকে দ্বেষ বা হিংসা করে, সেই পাপাত্মাকে হিংসা করুন ॥১৭॥

হে ব্রহ্মপতে ! আপনি আমাকে প্রচুর সোমের আশ্রয় করুন ; আমি যেন কক্ষীবান্‌কে পূজা করিতে পারি। এই শরীরই যজ্ঞবৃদ্ধির উপায়, তাহাতে যে জন দ্বেষ করে, সে অবসন্নতা প্রাপ্ত হউক ॥ ১৮ ॥

(হে ভগবন্ ! তোমার) চরণ পবিত্র, সুবিস্তীর্ণ এবং পুরাণ (সনাতন), সাধক যাহা দ্বারা পবিত্র হইয়া সমস্ত দুষ্কর্ম্ম অতিক্রম করে ; আমরা সেই পবিত্র নির্ম্মল আচরণ দ্বারা পবিত্র হইয়া অতিপাপবিদ্ধ শত্রুকে অতিক্রম করিব ॥ ১৯ ॥

সজোষা ইন্দ্রঃ সগণো মরুদ্ভিঃ সোমং পিব বৃত্রহং ধূরবিদ্বান্, জহি শত্রুমপমৃধো নুদস্বাথাভয়ং কৃণুহি বিশ্বতো নঃ॥ ২০ ॥

সুমিত্রা ন আপ ওষধয়ঃ সন্তু, দুর্মিত্রাস্তস্মৈ ভূয়াসুর্যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি, যং চ বয়ং দ্বিষ্মঃ। আপো হিষ্ঠাময়ো ভুবস্তা ন ঊর্জ্জে দধাতন, মহেরণায় চক্ষসে, যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ ন উশতীরিব মাতরঃ। তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ, আপো জনয়থা চ নঃ। হিরণ্যশৃঙ্গং বরুণং প্রপদ্যে, তীর্থং মে দেহি যাচিতঃ॥ ২১ ॥

যন্ময়া ভুক্তমসাধূনাং পাপেভ্যশ্চ প্রতিগ্রহঃ। যন্মে মনসা বাচা কর্ম্মণা বা দুষ্কৃতং কৃতং, তন্ন ইন্দ্রো বরুণো বৃহস্পতিঃ

হে ইন্দ্র! বৃত্রবধ-ক্লেশাভিজ্ঞ আপনি স্ত্রীগণ এবং অন্যান্য দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া সোম পান করুন। শত্রুসকলকে হিংসা করুন, বিমর্দ্দিত করুন এবং অপণোদিত করুন, অবশেষে আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে ভয়শূন্য করুন॥ ২০ ॥

হে জল ও ওষধি সকল! আমাদিগের সুমিত্র হউক এবং যে আমাদিগকে দ্বেষ করে এবং আমরাও যাহাদিগকে দ্বেষ করিয়া থাকি; কুমিত্র সকল তাহার সম্বন্ধে প্রাদুর্ভূত হউক। হে জল সকল! আমাদিগের সমস্ত সুখের উৎপত্তিক্ষেত্র হও, সেই নিমিত্ত তোমরা আমাদিগকে মহান্ সর্ব্বগামী জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম উদ্দেশে উর্দ্ধে ধারণ কর, অর্থাৎ ব্রহ্মকে পাইবার নিমিত্ত আমাদিগকে উর্দ্ধে লইয়া যাও এবং মাতা যেমন সন্তানকে কল্যাণকর বাক্যের পাত্র করেন, তেমন তোমরাও তোমাদের যে মঙ্গলময় রস আছে, আমাদিগকে তাহার ভাজন কর। হে অপ্ সকল! তোমরা যাঁহার নিমিত্ত জন্মিয়াছ, আমাদিগকে অবিলম্বে তদুদ্দেশে প্রেরণ কর।

হিরণ্যশৃঙ্গ বরুণের শরণাপন্ন হইলাম, হে বরুণ! তুমি প্রার্থিত হইয়া আমাকে তীর্থদর্শনের অধিকার প্রদান কর॥ ২১ ॥

সবিতা চ পুনস্তু পুনঃ পুনঃ। নমোঽগ্নয়েঽপ্সুমতে নম ইন্দ্রায়, নমো বরুণায় নমো বারুণ্যৈ নমোঽদ্ভ্যঃ ॥ ২২ ॥

যদপাং ক্রূরং যদমেধ্যং যদশান্তং তদপগচ্ছতাৎ। অত্যাশনাদতীপানাদযচ্চ উগ্রাৎ প্রতিগ্রহাৎ, তন্মো বরুণো রাজা পাণিনা হ্যবমর্শতু, সোঽহমপাপো বিরজো নির্মুক্তো মুক্তকিল্বিষঃ। নাকস্য পৃষ্ঠমারুহ্য গচ্ছেদ্ব্রহ্মসলোকতাম্ ॥২৩॥

যশ্চাপ্সু বরুণঃ স পুনাত্বঘমর্ষণঃ। ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রিস্তোমং সচতা পরুষ্ণিয়া, অসিক্নিয়ামরুদ্বৃধে বিতস্তয়ার্জীকীয়ে শৃণুহ্যাসুষোময়া ॥ ২৪ ॥

আমি অসাধু ও পাপিগণের যে কোন দ্রব্য ভোগ করিয়াছি এবং মন, বাক্য ও কর্ম্ম দ্বারা যে কিছু দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, আমার তৎসমস্ত অপরাধ ইন্দ্র, বরুণ, বৃহস্পতি এবং সবিতা পুনঃ পুনঃ সংশোধিত করুন। অগ্নির উদ্দেশে নমস্কার, ইন্দ্র উদ্দেশে নমস্কার, বরুণ উদ্দেশে নমস্কার, বারুণী উদ্দেশে নমস্কার, এবং জল উদ্দেশে নমস্কার করিতেছি। ২২ ॥

জলের যে অংশ ক্রূর (ভয়ানক), যে অংশ অপবিত্র, এবং যে অংশ অশান্ত, অর্থাৎ শান্তিরহিত বা অস্বচ্ছ, তাহা অপগত হউক, (আমাদের) অতিভোজন, অতিপান, এবং ঘোরতর প্রতিগ্রহ বশতঃ যে পাপ হইয়াছে, জলরাজ বরুণ নিজ হস্তে আমাদিগের সেই পাপ অপসারিত করুন। সেই আমি—অপাপ, বিরজ (রজোগুণ রহিত), বিষয়-বাসনা-বিনির্ম্মুক্ত এবং কলুষ বিহীন হইয়া স্বর্গ পৃষ্ঠে অর্থাৎ স্বর্গোপরি আরোহণ করিয়া ব্রহ্মার সলোকতা বা সালোক্য প্রাপ্ত হইব ॥ ২৩ ॥

যিনি জলাধিপতি সেই পাপাপহারী বরুণ, আমাদিগকে পবিত্র করুন। হে গঙ্গে! হে যমুনে! হে সরস্বতি! তোমরা এবং সূর্য্য আমার পাপ-রাশিকে খণ্ডিত করুন। হে বায়ো! আমাকে বৃদ্ধির নিমিত্ত উপযুক্ত কর এবং অসৎকর্ম্ম-ভোগী—আমার সেই পাপ সকলকে জীর্ণ কর। ২৪ ॥

ঋতং চ সত্যং চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত, ততো রাত্রির-জায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ সমুদ্রাদর্ণবাদধিসংবৎসরোঽ-জায়ত, অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী সূর্য্যা-চন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ, দিবং চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষ-মথো স্বঃ ॥ ২৫ ॥

যৎপৃথিব্যাংরজস্বমান্তরিক্ষে বিরোদসী, ইমাংস্তদাপো বরুণঃ পুনাত্বঘমর্ষণঃ। পুনন্তু বসবঃ পুনাতু বরুণঃ পুনাত্বঘমর্ষণঃ। এষ ভূতস্য মধ্যে ভুবনস্য গোপ্তা, এষ পুণ্য-কৃতাং ন লোকানেষ মৃত্যোর্হিরণ্ময়ঃ। দ্যাবাপৃথি-ব্যোর্হিরণ্ময়ংসংশ্রিতংস্বঃ স নঃ স্বঃ সংশি শাধি ॥ ২৬ ॥

আর্দ্রং জ্বলতি জ্যোতিরহমস্মি, জ্যোতির্জ্বলতি ব্রহ্মা-হমস্মি, যোঽহমস্মি ব্রহ্মাহমস্মি, অহমস্মি ব্রহ্মাহমস্মি,

---

ব্রহ্মার অত্যুৎকট তপস্যা হইতে সুমধুর ও সত্য বাক্য উৎপন্ন হইয়াছিল, তদনন্তর জলাধার সমুদ্র সমুৎপন্ন হইল এবং জলাধার সমুদ্র হইতে সংবৎসর প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, এইরূপে সক্রিয় জগতের বশী বিধাতা অহোরাত্র সকল বিধান করতঃ পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের অনুরূপ সূর্য্য, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, অন্তরিক্ষ এবং স্বর্লোক সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ২৫ ।

হে জল সকল! পৃথিবীতে রজোরাশিতে এবং অন্তরীক্ষে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে যে সকল পাপ রহিয়াছে, পাপাপহারী বরুণ তৎসমস্ত পবিত্র করুন। অষ্ট বসু ও বরুণ তৎসমস্ত পবিত্র করুন। যিনি স্বয়ং হিরণ্ময়-বপু, জগতে সর্ব্বভূতের রক্ষাকর্ত্তা এবং পুণ্যকারিদিগের আশ্রয়, কিন্তু মৃত্যুর লোক বা আশ্রয় নহে এবং দ্যুলোক ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী স্বর্লোককে আশ্রয় করিয়া আছেন। তিনি আমাদের নিমিত্ত স্বর্লোককে সুশাসিত করুন ॥ ২৬ ॥

অহমেবাহং মাং জুহোমি স্বাহা। অকার্য্যকার্য্যবকীর্ণী-স্তেনো ভ্রূণহা গুরুতল্পগঃ, বরুণো পামঘমর্ষণস্তস্মাৎপাপাৎ-প্রমুচ্যতে ॥ ২৭ ॥

রজোভূমিস্ত্বং মাং রোবয়স্বপ্রবদন্তি ধীরাঃ। আক্রান্‌ৎ-সমুদ্রঃ প্রথমে বিধর্ম্মন্ জনয়ন্ প্রজা ভুবনস্য রাজা, বৃষাপ-বিত্রে অধিসানো অব্যে বৃহৎসোমো বা বৃধে স্বান ইন্দুঃ পরস্তাদযশো গুহাসু মম ॥ ২৮ ॥

চক্রতুণ্ডায় ধীমহি, তীক্ষ্ণদংষ্ট্রায় ধীমহি পরিপ্রতিষ্ঠিতন্দে ভূর্ঘচ্ছতু দধাতনাড়ো অর্ণবঃ। রুদ্রো রুদ্রশ্চ দন্তিশ্চ নন্দিঃ ষণ্মুখ এব চ, গরুড়ো ব্রহ্মবিষ্ণুশ্চ নারসিংহস্তথৈব চ, আদিত্যোঽগ্নিশ্চ দুর্গিশ্চ ক্রমেণ দ্বাদশান্তসি ॥ ২৯ ॥

আর্দ্র (সরস) বস্তুতে জাজ্বল্যমান যে জ্যোতি, আমি তৎস্বরূপ এবং নিরন্তর প্রজ্বলিত যে ব্রহ্ম, আমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ, আমিই আমার স্বরূপ; (অতএব) আমি আমাকে হোম করিতেছি! অকর্ম্মকারী, অবকীর্ণী * চৌর্য্যকারী, ভ্রূণহত্যাকারী এবং গুরুতল্পগ, ইহারা জলপতি বরুণের উপাসনা দ্বারা সেই পাপ হইতে প্রমুক্ত হয় ॥ ২৭ ॥

পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, "সর্ব্ব রজের আশ্রয়ভূত তুমি আমাদিগকে রোদন করাইওনা, অর্থাৎ অনবরত ক্রন্দন হেতু দুঃখ প্রদান করিও না।"

প্রথমতঃ ভুবন রক্ষার নিদান সমুদ্র বিবিধ ধর্ম্মাক্রান্ত প্রজাগণকে উৎপাদন করিয়াছিল,—পবিত্র ধর্ম্ম রক্ষাকারী অধীশ্বর, বৃহৎ সোম ও ইন্দু গুহা নিহিত আমার যশোরাশি সংরক্ষণের নিমিত্ত পরিবর্দ্ধিত হউক ॥ ২৮ ॥

চক্রতুণ্ডকে আমরা ধ্যান করিতেছি; এবং তীক্ষ্ণ দংষ্ট্র উদ্দেশে ধ্যান করিতেছি; ভূমি ও অর্ণব আমাদের (প্রার্থনার বিষয়) প্রদান করুন।

---

* নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া যিনি স্ত্রীতে উপগত হন, তাহাকে 'অবকীর্ণী' বলা যায়। যথা—অবকীর্ণী ভবেদ্দাত্মা ব্রহ্মচারী তু নৈষ্ঠিক ইত্যাদি ॥

মম বচমস্থবেনাবভাবৈকাত্যায়নায়া জাতবেদসে শৃম্বাম সো মম রাতীয়তো নিদহাতি বেদঃ, স নঃ পর্ষদতিদুর্গাণি বিশ্বা নাবেব সিন্ধুদুরিতাত্যগ্নিঃ। তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্ম্মফলেষু জুষ্টাং, দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে স্থতরসিতরসে নমঃ ॥ ৩০ ॥

অগ্নে ত্বম্পারয়ানব্যো অস্মান্‌ৎস্বস্তিভিরতিদুর্গাণি বিশ্বা, পূশ্চ পৃথ্বী বহুলা ন উর্বীভবাতো কায়তনয়ায়শং যোঃ, বিশ্বানি নোদুর্গহাজাতবেদঃ সিন্ধুন্ননাবা দুরিতাতিপর্ষি, অগ্নে অত্রিবন্‌ মনসা গৃণানোঽস্মাকং বোধ্যবিতা তনূনাম্‌ ॥ ৩১ ॥

রুদ্র, গণেশ, নন্দী, ষন্মুখ (কার্ত্তিকেয়) গরুড়, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, নরসিংহ, আদিত্য, অগ্নি, দুর্গি, চণ্ডি, এই দ্বাদশ দেবতা আমার পাপ সকল জলে নিক্ষেপ করুন॥ ২৯ ॥

দয়ালুরা আমার বচনকে অবভাসিত করুন, এই নিমিত্ত বহ্নিদেবের যাগ করিতেছি; যে হেতু, তিনি আমার শত্রুগণকে সমূলে দগ্ধ করেন। তিনি অতি দুরন্ত বিপদ হইতে অতিক্রম করাইবেন; নৌকা দ্বারা যেমন সিন্ধু পার হওয়া যায়, তেমন অগ্নিও দুরিত সকল অতিক্রম করেন। অগ্নিবর্ণ তপোবলে জাজ্জ্বল্যমান, বৈরোচনী, এবং কর্ম্মফল সমূহের নিমিত্ত—সবিতা—সেই দুর্গাদেবীকে (আশ্রয়দাত্রীরূপ) শরণাপন্ন হইলাম, তিনি সুখে ত্রাণকর্ত্রী, তাঁহার উদ্দেশে নমস্কার ॥ ৩০ ॥

হে অগ্নে! তুমি নৌকারূপ উপায়ে আমাদিগকে মঙ্গলার্থ অতিদুস্তর বিশ্ব (সংসার) হইতে উত্তীর্ণ কর। আমাদের পুরী ও পৃথিবী সুবিস্তীর্ণ হও, শুভশংসী তোমরা অন্নায়ত হইও না। হে জাতবেদঃ—অগ্নে! তুমি আমাদিগের সমস্ত দুঃখ হনন কর, নৌকা দ্বারা সিন্ধু তরণের ন্যায় যেন দুঃখ-তরণে অক্ষম না হই। হে অগ্নে! অত্রির ন্যায় অনুগ্রহ করতঃ আমাদিগের শরীরের বলবৃদ্ধি করিও ॥ ৩১ ॥

পৃতনাজিতংসহমানমুগ্রমগ্নিংহুবে পরমাৎ সধস্থাৎ, স নঃ পর্ষদতিদুর্গাণি বিশ্বাক্ষামদ্দেবোঽতিদুরিতাত্যগ্নিঃ, প্রত্নোষিকমীড্যোঽধ্বরেষু সনাশ্চ হোতানব্যশ্চ সৎসি, স্বাং চাগ্নে তনুবং পিপ্রয়স্বাস্মভ্যং চ সৌভগমাযজস্ব, গোভির্জুষ্টমযুজো নিষিক্তং তবেন্দ্রবিষ্ণোরনুসংচরেম, নাকস্য পৃষ্ঠমভিসংবসানো বৈষ্ণবীং লোক ইহ মা দয়ন্তাং, অগ্নিশ্চত্বারি চ, ভূরন্নমগ্নয়ে পৃথিব্যৈ স্বাহা, ভুবোন্নং বায়বেঽন্তরিক্ষায় স্বাহা, স্বরন্নমাদিত্যায় দিবে স্বাহা, ভূর্ভুবস্বরন্নং চন্দ্রমসে দিগ্‌ভ্যঃ স্বাহা, নমো দেবেভ্যঃ স্বধা পিতৃভ্যো ভূর্ভুবস্বরন্নমোম্ ॥৩২॥

ভূরগ্নয়ে পৃথিব্যৈ স্বাহা, ভুবো বায়বেঽন্তরিক্ষায় স্বাহা,

পৃতনাজয় সহিষ্ণু অতিশয় উগ্র অগ্নিকে হোম করিব, সেই অগ্নিদেব আমাদিগের অতিদুর্গম বিস্তৃত বিশ্বকে অতিক্রম করুন। হে অগ্নে! তুমি যজ্ঞ সকলে সযত্নে স্তবনীয় এবং হোতৃবর্গের শুভাকাঙ্ক্ষী। হে অগ্নে! স্বীয় প্রিয় সুন্দর তনুকে আমাদের উদ্দেশে যাগ করাও। হে ইন্দ্র! বহু চক্ষুযুক্ত ও অসীম তেজঃসম্পন্ন তোমার এবং বিষ্ণুর মূর্ত্তির অনুক্ষণ সেবা করিব। তোমরা স্বর্গপৃষ্ঠে এবং বিষ্ণুলোকে অবস্থিতি করতঃ ইহলোকে আমার প্রতি দয়া প্রকাশ কর। অগ্নি এবং অপর চাবিভূতও দয়া করুন। ভূ-অন্ন অগ্নি ও পৃথিবীর উদ্দেশে ত্যাগ করিতেছি, ভুবের অন্ন বায়ুও অন্তরীক্ষ উদ্দেশে অর্পণ করিতেছি, স্বর-অন্ন আদিত্য ও দ্যুলোক উদ্দেশে ত্যাগ করিতেছি এবং ভূর্ভুব-স্বর-অন্ন চন্দ্র ও দিক্ সকল উদ্দেশে নিক্ষেপ করিতেছি। দেবতাগণ উদ্দেশে নমস্কার পিতৃগণ উদ্দেশে স্বধা (নমস্কার) এবং ভূর্ভুব-স্বর-অন্ন ত্যাগ করিতেছি ॥ ৩২ ॥

ভূর্লোক, অগ্নিও পৃথিবী উদ্দেশে ত্যাগ করি, ভুতকে বায়ুও অন্তরীক্ষ উদ্দেশে ত্যাগ করিতেছি, স্বর্লোককে আদিত্য ও দ্যুলোক উদ্দেশে প্রদান

স্বরাদিত্যায় দিবে স্বাহা, ভূর্ভুর্বঃস্বশ্চন্দ্রমসে দিগ্ভ্যঃ স্বাহা, নমো দেবেভ্যঃ স্বধা পিতৃভ্যো ভূর্ভুর্বঃস্বরগ্ন ওম্ ॥ ৩৩ ॥

ভূরগ্নয়ে চ পৃথিব্যৈ চ মহতে চ স্বাহা, ভুবো বায়বে চান্তরিক্ষায় চ মহতে চ স্বাহা স্বরাদিত্যায় চ দিবে চ মহতে চ স্বাহা, ভূর্ভুর্ব স্বশ্চন্দ্রমসে চ নক্ষত্রেভ্যশ্চ দিগ্ভ্যশ্চ মহতে চ স্বাহা নমো দেবেভ্যঃ স্বধা পিতৃভ্যো ভূর্ভুর্বঃ স্বর্ম্মহরোম্ ॥ ৩৪ ॥

পাহি নোঽগ্নয়েনসে স্বাহা। পাহি নো বিশ্ববেদসে স্বাহা, যজ্ঞং পাহি বিভাবসো স্বাহা, সর্ব্বং পাহি শাত-ক্রতো স্বাহা, পাহি নো অগ্ন একয়া, পাহ্যুত দ্বিতীয়া। পাহ্যূর্জ্জং তৃতীয়য়া, পাহি গীর্ভিশ্চ তিসৃভির্ব্বসো স্বাহা ॥৩৫॥

করিতেছি। দেবতাগণ উদ্দেশে নমস্কার, পিতৃগণ উদ্দেশে স্বধা, হে অগ্নে! তোমার উদ্দেশে ভূর্ভুর্বঃ ও স্বর্লোককে ত্যাগ করিতেছি ॥ ৩৩ ॥

অগ্নি, পৃথিবী এবং মহৎ উদ্দেশে ভূলোককে ত্যাগ করিতেছি; অন্তরীক্ষ এবং মহৎ উদ্দেশে ভুবর্লোককে ত্যাগ করিতেছি, স্বর্লোককে আদিত্য দ্যুলোক ও মহৎ উদ্দেশে ত্যাগ করিতেছি এবং ভূর্ভুর্বঃ স্বর্লোককে চন্দ্র, নক্ষত্র দিক্ সকলও মহৎ উদ্দেশে প্রদান করিতেছি; দেবগণ উদ্দেশে নমস্কার, পিতৃগণ উদ্দেশে নমস্কার এবং ভূর্ভুর্বঃস্ব উদ্দেশে নমস্কার করিতেছি ॥ ৩৪ ॥

হে অগ্নে! তুমি আমাদিগকে পালন কর—এনস্ উদ্দেশে স্বাহা; আমা-দিগকে রক্ষা কর—বিশ্ববেদস্ উদ্দেশে স্বাহা; (আমাদের) যজ্ঞকে পালন কর—বিশ্বাবসু উদ্দেশে স্বাহা, আমাদিগের সমস্তই রক্ষা কর, হে শতক্রতো! তোমার উদ্দেশে স্বাহা। হে অগ্নে! একপাদ দ্বারা রক্ষা কর, অথবা দ্বিতীয় পাদ দ্বারা রক্ষা কর, সমধিকভাবে তৃতীয় পাদ দ্বারা রক্ষা কর এবং ত্রিপ্রকার বাক্য দ্বারা পালন কর, হে বসো! তোমা উদ্দেশে স্বাহা ॥ ৩৫ ॥

যশ্ছন্দসামৃষভো বিশ্বরূপশ্ছন্দোভ্যশ্ছন্দাংস্যাবিবেশ। স চাংশিক্যঃ পুরোবাচোপনিষদিন্দ্রো জ্যেষ্ঠইন্দ্রিয়ায় ঋষিভ্যো নমো দেবেভ্যঃ স্বধা পিতৃভ্যো ভূর্ভুবস্বশ্ছন্দ ওঁম্। নমো ব্রহ্মণে ধারণং মেঽস্ত্বনিরাকরণং ধারয়িতা ভূয়াসং কর্ণয়োঃ শ্রুতং মাচ্যোঢ্ংমমামুষ্য ওম্॥ ৩৬॥

ঋতং তপঃ সত্যং তপঃ শ্রুতং তপঃ শান্তং তপো দমস্তপঃ শমস্তপো দানং তপো যজ্ঞং তপো ভূর্ভুবঃ স্বর্ব্রহ্মৈতদুপাস্যৈতত্তপঃ॥ ৩৭॥

যথাবৃক্ষস্য সংপুষ্পিতস্য দূরাদ্গন্ধো বাত্যেবং পুণ্যস্য কর্ম্মণো দূরাদ্গন্ধো বাতি, যথাঽসিধারাং কর্ত্তেব হিতামবক্রামে যদযুবে যুবে হবা বিহ্বয়িষ্যামি কর্ত্তং পতিষ্যামীত্যেবমমৃতাদাত্মানং জুগুপ্সেৎ॥ ৩৮॥

ছন্দের প্রধান যেই বিশ্বরূপ এক প্রকার ছন্দ হইতে অন্য রূপ ছন্দসমূহে প্রবেশ করিয়াছিলেন; অংশাভিব্যক্ত তিনিই প্রধান এবং উপনিষদের প্রতিপাদ্য—ইন্দ্র এবং জ্যেষ্ঠ। ইন্দ্রিয়, ঋষিগণ ও দেবগণ উদ্দেশে নমস্কার; পিতৃগণ উদ্দেশে স্বধা, ভূভু বস্বঃ ও ছন্দ উদ্দেশে ওঁ (নমস্কার)॥—ব্রহ্ম উদ্দেশে নমস্কার, আমার অনিবার্য্য ধারণা হউক, আমি শ্রবণেন্দ্রিয়ের ধারক হই' এবং এই আমার অধ্যয়নাদি যেন প্রচ্যুত না হয়॥ ৩৬॥

ঋত, সত্য, শ্রুত (বেদাধ্যয়ন), শান্ত, দম (বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহ), শম (অন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহ), দান, যজ্ঞ এবং ব্রহ্মস্বরূপ ভূর্ভুবঃস্ব, এ সকলই তপস্বরূপ; অতএব এই তপের উপাসনা করিবে॥ ৩৭॥

সুপুষ্পিত বৃক্ষের গন্ধ যেমন দূর হইতে প্রবাহিত হয়, তেমন পুণ্যকর্ম্মের গন্ধ (ফল) ও দূর হইতে প্রবাহিত হয়। কর্ত্তা (ছেদনকারী) যেমন অসিধারাকে অতিক্রম করে না, তেমন অপরেও স্পর্দ্ধাও পতনাদি বিষয় হইতে আত্মাকে গোপন করিবে॥ ৩৮॥

অণোরণীয়াম্মহতো মহীয়ানাত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ। তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্। সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ সপ্তার্চ্চিষঃ সমিধঃ সপ্তজিহ্বাঃ। সপ্ত ইমে লোকাঃ, যেষু চরন্তি প্রাণা গুহাশয়ান্নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত। অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্ব্বেঽস্মাৎ স্যন্দন্তে সিন্ধবঃ সর্ব্বরূপাঃ। অতশ্চ বিশ্বা ওষধয়ো রসাশ্চ যেনৈষ ভূতস্তিষ্ঠত্যন্তরাত্মা ॥ ৩৯ ॥

ব্রহ্মা দেবানাং পদবীঃ কবীনামৃষির্ব্বিপ্রাণাং মহিষো মৃগাণাম্। শ্যেনো গৃধ্রাণাং স্বধিতির্ব্বনানাং সোমঃ পবিত্রমত্যেতি রেভন। অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং, বহ্বীঃ প্রজাঃ জনয়ন্তীং সরূপাঃ। অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥ ৪০ ॥

এই জাগতিক জন্তু সকলের আত্মা অণু হইতেও অণু, মহৎ হইতেও মহৎ এবং গুহারূপ হৃদয়ে নিহিত আছে, বিধাতার প্রসাদে বিশোক-মানস জীব সর্ব্বপ্রকার সংকল্পবিহীন, মহিমাময় ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া থাকে। তাঁহা হইতেই সপ্ত প্রাণ সপ্ত জ্যোতি, সপ্ত সমিধ, সপ্ত জিহ্বা এবং এই সপ্ত লোক প্রাদুর্ভূত হইয়াছে,—যাহাতে (লোকেতে) গুহাশায়ী সপ্ত প্রাণ বিচরণ করে। সমুদ্রাভ্যন্তরস্থ সপ্ত পর্ব্বত এবং সিন্ধুসমূহ, এ সমস্ত ইহা হইতে স্যন্দিত হয়, সমস্ত ওষধি এবং সমস্ত রসও ইহা হইতেই স্যন্দিত হয়—যাহা দ্বারা এই নিত্যসিদ্ধ ভূত অবস্থিতি করে ॥ ৩৯ ॥

তিনিই দেবগণের ব্রহ্মা, কবিগণের পদবী, বিপ্রগণের ঋষি, মৃগগণের মহিষ, গৃধ্র (হিংস্রক পক্ষী) গণের পক্ষে শ্যেন (সিকড়া), বনের পক্ষে কুঠার; পবিত্রের পক্ষে সোম এবং অন্যান্য পবিত্রকে অতিক্রম করিয়াছেন। জন্ম নাই বলিয়া 'অজা', একরূপ বলিয়া 'একা', ত্রিগুণাত্মকবিধায় লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণা এবং নিজের সমানবর্ণ বহু প্রজা সৃষ্টিকারিণী এই প্রকৃতির সেবক এক

হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণ-সৎ। নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ। ঘৃতং মিমিক্ষিরে ঘৃতমস্য যোনির্ঘৃতে শ্রিতো ঘৃতমুবস্য ধামা, অনুষ্বধমাবহ ॥ ৪১ ॥

মাদয়স্ব স্বাহাকৃতং বৃষভ বক্ষি হব্যং, সমুদ্রাদূর্মির্ম্মধু মাং উদারদুপাংশুনা সমমৃতত্বমানট্। ঘৃতস্য নাম গুহ্যং যদস্তি-জিহ্বা দেবানামমৃতস্য নাভিঃ। বয়ং নাম প্রব্রবাম ঘৃতেনাস্মিন্ যজ্ঞে ধারয়াম নমোভিঃ। উপব্রহ্মাশৃণবচ্ছস্যমানং চতুঃ-শৃঙ্গোবমীদ্গৌর এতৎ। চত্বারি শৃঙ্গাস্ত্রয়োঽস্য পাদাঃ,দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তা সোঽস্য। ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহো দেবো মর্ত্ত্যাং আবিবেশ ॥ ৪২ ॥

জীব এই প্রকৃতির অনুসরণ করে এবং অন্য—বিবেকী জীব ভুক্তভোগা (কৃতোপভোগা) এই প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করে ॥ ৪০ ॥

সূর্য্যদেব স্বভাবতই পবিত্র, বসু অন্তরিক্ষসৎ, হোতা (হোমকারী) বেদিসৎ অর্থাৎ যজ্ঞীয়-বেদীগত, অতিথি ব্যক্তি ঔদরিকব্যাপারসৎ এবং অব্জা (লক্ষ্মী), গোজা, ঋতজা ও অদ্রিজা, ইহারা যথাক্রমে মনুষ্য, শ্রেষ্ঠ, সত্য এবং ব্যোমসৎ। মহৎ সত্যময় ঘৃতকে আমরা নিক্ষেপ করিতেছি; ঘৃতই ইহার উৎপত্তি কারণ,—যেহেতু আশ্রয়, এবং ঘৃতই ইহার ধাম অর্থাৎ বাসস্থান; হে দেব। প্রত্যেক ত্যাগেই ঘৃতকে বহন কর ॥ ৪১ ॥

আমার প্রতি দয়াবান হও, বৃষভ! স্বাহাকৃত হব্যকে বহন কর। সমুদ্র হইতে মনোহর তরঙ্গ নিচয় উদ্ভূত হয়, উপাংশু হইতেও যুগপৎ অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঘৃতের যে 'দেবজিহ্বা'ও 'অমৃতনাভি', এই গুহ্য নাম আছে, আমরা সেই নাম ব্যক্ত করিব এবং এই যজ্ঞে নমস্কারপূর্ব্বক ঘৃতের ধারা প্রবাহিত করিব। ব্রহ্মার সমীপে প্রশস্যমান বেদ শ্রবণ করিব এবং এই চতুঃশৃঙ্গ গো অভ্যুপপাদন করিব। ইহার চারিটী শৃঙ্গ, তিনটী পাদ,

ত্রিধা হিতং পাণিভিগু´হ্যমানং গবি দেবাসো ঘৃতমন্ববিন্দন্। ইন্দ্র একং সূর্য্য একং জজানবেনাদেকং স্বধয়া নিষ্টতক্ষুঃ। যো দেবানাং প্রথমং পুরস্তাদ্বিশ্বা ধিয়ো রুদ্রো মহর্ষিঃ। হিরণ্যগর্ভং পশ্যতি জায়মানং স নো দেবঃ শুভায়াঃ স্মৃত্যাঃ সংযুনক্তু॥ ৪৩॥

যস্মাৎপরন্নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ,যস্মান্নাণীয়ো ন- জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ। বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পূরুষেণ সর্ব্বম্। ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ॥ ৪৪॥

দুইটী মাথা, সাতটী হস্ত, সেই এই বৃষভরূপে তিন প্রকারে বদ্ধ হইয়া রব করিয়া থাকে। সেই উজ্জ্বল দেবতা মর্ত্ত্যগণে প্রবেশ করিয়াছিলেন॥ ৪২॥

হস্ত দ্বারা প্রচ্ছাদিত সেই ঘৃতকে দেবতারা তিন প্রকারে লাভ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে, ইন্দ্র একভাগ, সূর্য্য একভাগ এবং চন্দ্র একভাগ পাইয়াছিলেন. কিন্তু ইহারা সকলেই স্বধা দ্বারা সেই স্বস্বভাগে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন। যিনি প্রথমে দেবগণের মধ্যে জ্ঞানদ্বারা সমস্ত বিশ্বের প্রথম বা সর্ব্বোত্তম এবং যিনি মহর্ষি রুদ্র হিরণ্যগর্ভকে উৎপন্ন হইতে দর্শন করিয়াছিলেন; সেই দেবতা আমাদের সম্বন্ধে শুভ সংযোগ করুন॥ ৪৩॥

যাহা অপেক্ষা পর (প্রধান) কিংবা অপর (নিকৃষ্ট) কিছুই নাই, এবং যাঁহা অপেক্ষা অতি অণু বা মহৎও কিছু নাই। তিনি একাকী স্তব্ধস্বভাব বৃক্ষের মত (নিশ্চলভাবে) স্বর্গে রহিয়াছেন, এক সেই পুরুষ দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত বা পূরিত হইয়া রহিয়াছে। কর্ম্মদ্বারা, প্রজাদ্বারা, যজ্ঞাদি দ্বারা, কিংবা ধনদ্বারাও কেহ কখন মোক্ষ প্রাপ্ত হয় নাই—কিন্তু কেবল ত্যাগ অর্থাৎ সন্ন্যাস দ্বারাই কেহ কেহ অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন। ৪৪॥

পরেণ নাকং নিহিতং গুহায়াং বিভ্রাজদেতদ্যতয়ো বিশন্তি। বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ সংন্যাসযোগাদ্‌যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ। তে ব্রহ্মলোকে তু পরান্তকালে, পরামৃতাপ্তাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে ॥ ৪৫ ॥

দহং বিপাপং পরমে শ্মভূতং যৎ পুণ্ডরীকপুরমধ্যসংস্থম্। তত্রাপিদন্‌হং গগনং বিশোকস্তস্মিন্ যদন্তঃ,তদুপাসিতব্যম্ ॥ ৪৬॥

যো বেদাদৌ স্বরঃ প্রোক্তো বেদান্তে চ প্রতিষ্ঠিতঃ। তস্য প্রকৃতিলীনস্য যঃ পরঃ স মহেশ্বরঃ ॥ ৪৭ ॥

সহস্রশীর্ষং দেবং, বিশ্বাক্ষং বিশ্বসম্ভবং, বিশ্বং নারায়ণং দেবমক্ষরং পরমং পদং, বিশ্বতঃ পরমান্নিত্যং বিশ্বং নারায়ণং হরিং। বিশ্বমেবেদং পুরুষস্তদ্বিশ্বমুপজীবতি ॥ ৪৮ ॥

স্বর্গেরও অতীত গুহাতে নিহিত জ্যোতির্ম্ময় আত্মাতে যতিগণ প্রবেশ করিয়া থাকেন। যাঁহারা বেদান্ত-বিজ্ঞান দ্বারা তত্ত্বপদার্থ সুন্দররূপে নিশ্চিত করিয়াছেন এবং সন্ন্যাস-যোগাবলম্বনে শুদ্ধসত্ত্ব (বিশুদ্ধান্তঃকরণ) হইয়াছেন, তাহারাই ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া প্রলয়কালে পর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া সমস্তই (শোকমোহাদি) ত্যাগ করেন ।। ৪৫ ।।

এই পুণ্ডরীকাকার হৃদয় পুরের মধ্যে যাহা অবস্থিত আছে, ইহা নিষ্পাপ এবং পরমেশ্বরের স্ব-ভূত। সেখানে যে দহরাকাশ আছে, তাহাতে বিশোক জীব বা আত্মা অবস্থিতি করে ; তাঁহারও যে অভ্যন্তরস্থ, তাঁহাকে উপাসনা করিতে হয় ।। ৪৬ ।।

বেদাদিতে যে স্বর (প্রণব) কথিত হইয়াছে এবং বেদান্তেও যাহা (প্রণব) প্রতিষ্ঠিত আছে, প্রকৃতিতে অর্থাৎ স্বরূপে বিলীন সেই প্রণবরূপী স্বরের অতীত যিনি, তিনিই মহান্—ঈশ্বর ।। ৪৭ ।।

সহস্রশীর্ষ অর্থাৎ সহস্র মস্তক বিশিষ্ট, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার চক্ষু এবং সমস্ত জগৎ যাঁহার পাদভূমি ; বিশ্বাত্মক, অক্ষর (বিনাশ বা বিকারাদি

পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরং শাশ্বতং শিবমচ্যুতং নারায়ণং মহাজ্ঞেয়ং বিশ্বাত্মানং পরায়ণং নারায়ণপরে জ্যোতিরাত্মা নারায়ণঃ পরঃ। নারায়ণপরং ব্রহ্ম তত্ত্বং নারায়ণঃ পরঃ, নারায়ণে পরোধ্যাতাধ্যানং নারায়ণঃ পরঃ, যচ্চ কিঞ্চিজ্জগৎ সর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেপি চ। অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎসর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ ॥ ৪৯ ॥

অনন্তমব্যয়ং কবিংসমুদ্রেঽন্তং বিশ্বশংভুবং, পদ্মকোশপ্রতীকাশংহৃদয়ং চাপ্যধোমুখং। অধোনিষ্ঠ্যাবিতস্ত্যাং তেনাভ্যামুপরি তিষ্ঠতি। জ্বালমালাকুলং ভাতি বিশ্বস্যায়তনং মহৎ, সন্ততংশিলাভিস্তুলং পত্যাকোশং সন্নিভং ॥ ৫০ ॥

তস্যান্তে সুষিরংসূক্ষ্মং তস্মিন্‌ৎসর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং, তস্যমধ্যে মহানগ্নির্বিশ্বার্চ্চির্বিশ্বতোমুখঃ। সোগ্রভুগ্বিভজং তিষ্ঠ-

---

ক্ষরণ যাঁহার নাই, এমন) পরম-পদস্বরূপ, বিশ্বের অতীত এবং নিত্যসিদ্ধ নারায়ণ হরিকে এই বিশ্বমণ্ডলীস্থ পুরুষগণ উপজীব্য করিয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বের পতি ও আত্মস্বরূপ, নিত্য মঙ্গলময়, অপ্রচ্যুত স্বভাব, জ্ঞেয়-শ্রেষ্ঠ পরমাশ্রয় নারায়ণকে জীবগণ উপজীব্য বা অবলম্বন করিয়া থাকে। নারায়ণই পরম জ্যোতির পরমাত্মা, নারায়ণই পরম ব্রহ্ম এবং পরম তত্ত্ব অর্থাৎ সার পদার্থ; তাঁহাকে যিনি ধ্যান করেন, তিনি এবং ধ্যান উভয়ই নারায়ণ স্বরূপ এবং যে কিছু জগৎ দৃষ্ট বা শ্রুত হয়, তৎসমস্তও নারায়ণ স্বরূপ ॥ ৪৯ ॥

অনন্ত, অব্যয়, কবি, সমুদ্রাভ্যন্তরস্থিত এবং বিশ্ববীজ ভগবান্ নারায়ণ অন্তরে ও বাহিরে সমস্ত বস্তু ব্যাপিয়া অবস্থিত আছেন, পদ্মকোষ সদৃশ হৃদয়দেশে অধোমুখে অধোদেশে নাভির উপরিভাগে অবস্থিতি করেন, সেই স্থানে মহৎ, নিরবচ্ছিন্ন, জ্বালামালা-সমাকুল, শিলাতুলিত, সদাভাবসম্পন্ন, মহান বিশ্বাশ্রয়, বিরাজ করেন ॥ ৫০ ॥

স্নাহারমজরঃ কবিঃ, তির্য্যগূর্দ্ধমধঃশায়ী রশ্ময়স্তস্য সংততঃ। সন্তাপয়তি স্বং দেহমাপাদতলমস্তকম্ ॥ ৫১ ॥

তস্য মধ্যে বহ্নি-শিখা অণীয়োর্দ্ধাব্যবস্থিতঃ। নীলতোয়দমধ্যস্থাদ্বিদ্যুল্লেখেব ভাস্বরা, নীবারশূকবত্তন্বী পীতা ভাস্বত্যণূপমা, তস্যাঃ শিখায়া মধ্যে পরমাত্মা ব্যবস্থিতঃ। স ব্রহ্মা সশিবঃ সহরিঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমস্বরাট্ ॥ ৫২ ॥

আদিত্যোবাঽপ এতন্মণ্ডলং তপতিতত্রতা ঋচস্তদৃচা মণ্ডলংসঋচাং লোকোথ যএষাত্রাতস্মিং মণ্ডলেঽর্চ্চির্দীপ্যতে তানি সামানি সসাম্নাং লোকাথ য এষ এতস্মিন্মণ্ডলেঽর্চ্চিষি-পুরুষস্তানি যজূংষি স যজুষামণ্ডলংস যজুষাং লোকঃ। সৈষাত্রয্যেব বিদ্যাতপতি য এষোং ভরাদিত্যোহিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ ॥ ৫৩ ॥

তাহার নীচে সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে, তাহাতে আবার অন্যান্য সমস্ত প্রতিষ্ঠিত আছে; তাহার মধ্যে সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বপ্রকার শিখাসমাচ্ছন্ন মহান্ অগ্নি বাস করিতেছে। অজর কবি সেই অগ্নি ঐ স্থানে সর্ব্বাগ্র ভোজী হইয়া অবস্থান করতঃ আহারের বিভাগ করে; ঊর্দ্ধ, অধঃ, তির্য্যক্ ও সর্ব্বতোভাবে প্রসারী, তাহার রশ্মিসমুদয় পাদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত গমন করত নিজের আশ্রয়—দেহকে তাপিত করে॥ ৫১ ॥

তাহার মধ্যে আবার এক বহ্নিশিখা অবস্থান করিতেছে; তাহা অতিসূক্ষ্ম এবং নীলনীরদমধ্যস্থ বিদ্যুতের ন্যায় ঈষৎরক্তাভ নীবারশূকবৎ অল্প পরিমাণে পীতবর্ণ, উজ্জ্বল এবং পরমাণুর মত। তাহার শিখামধ্যে পরমাত্মা অবস্থিত আছেন; তিনিই ব্রহ্মা, শিব, হরি, ইন্দ্র এবং স্বপ্রকাশ—অক্ষর অর্থাৎ ক্ষয়োদয়রহিত নিত্যপুরুষ॥ ৫২ ॥

এই আদিত্যই সেই মণ্ডলকে তাপিত করিয়া থাকেন, সেই স্থানে তিনিই প্রসিদ্ধ সকল ঋক্, ঋক্‌সমূহের সেই মণ্ডল এবং ঋক্‌সমুদয়ের লোক—যিনি

আদিত্যো বৈ তেজওজোবলং যশশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমাত্মা মনোমন্যুর্ম্মনুর্ম্মৃত্যুঃ সত্যোমিত্রোবায়ুরাকাশঃ প্রাণো লোক-পালঃ কঃ কিং কং তৎসত্যমন্নমমৃতোজীবোবিশ্বঃ কতমঃ। স্বয়ম্ভু-ব্রহ্মৈতদমৃত এষ পুরুষ এষ ভূতানামধিপতির্ব্রহ্মণঃ সাযুজ্যং সলোকতামাপ্নোত্যেতাসামেব দেবতানাং সাযুজ্যং সার্ষ্টিতাং সমানলোকতামাপ্নোতি,য এবং বেদেত্যুপনিষৎ ॥৫৪॥

নিধনপতয়ে নমঃ। নিধনপতান্তিকায় নমঃ। ঊর্দ্ধ্বায় নমঃ। ঊর্দ্ধ্বলিঙ্গায় নমঃ। হিরণ্যায় নমঃ। হিরণ্যলিঙ্গায় নমঃ। সুবর্ণায় নমঃ। সুবর্ণলিঙ্গায় নমঃ। দিব্যায় নমঃ। দিব্যলিঙ্গায় নমঃ। ভবায় নমঃ। ভবলিঙ্গায় নমঃ। শর্ব্বায় নমঃ। শর্ব্বলিঙ্গায় নমঃ। শিবায় নমঃ। শিবলিঙ্গায়

এই মণ্ডলে অর্চ্চি (শিখা) রূপে দীপ্তি পাইতেছেন, তৎস্বরূপ। এই মণ্ডলে অর্চ্চির্মধ্যস্থ যে পুরুষ, তিনিই সেই সকল নামে প্রসিদ্ধ এবং সামসমুদয়ের লোক বা আধার। যিনি এই আদিত্যমণ্ডলে হিরণ্ময় পুরুষরূপে তাপ দিতেছেন, তিনিই যজু, যজুর্মণ্ডল, যজুর্লোক ও ত্রয়ী-বিদ্যা (বেদবিদ্যা) স্বরূপ ॥ ৫৩ ॥

আদিত্যই তেজ, বীর্য্য, বল, যশ, চক্ষু, শ্রোত্র, আত্মা, মন, মন্যু, মৃত্যু, সত্য, মিত্র (সূর্য্য), বায়ু, আকাশ, প্রাণ, লোকপাল, সত্য, অন্ন, অমৃত, জীব, বিশ্বস্বরূপ; তদ্ভিন্ন আর কে আছে?—তিনিই স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, তিনিই অমৃত, তিনিই পুরুষ, তিনিই ভূতাধিপতি এবং যিনি এইপ্রকার বিজ্ঞান অধিগত হইয়াছেন, তিনিই ব্রহ্ম-সাযুজ্য ও ব্রহ্ম সলোকতা প্রাপ্ত হন, এবং এই পূর্ব্বোক্ত দেবতা সমূহেরও সমানলোকতা, সাযুজ্য ও সার্ষ্টিতা লাভ করেন ॥ ৫৪ ॥

উপসনা অভিহিত হইতেছে।—নিধনপতির উদ্দেশে নমস্কার,নিধন পতির অন্তিক উদ্দেশে নমস্কার, ঊর্দ্ধ ও ঊর্দ্ধলিঙ্গ, হিরণ্য ও হিরণ্যলিঙ্গ, সুবর্ণ ও সুবর্ণ লিঙ্গ,দিব্য ও দিব্যলিঙ্গ,ভবও ভবলিঙ্গ,শর্ব্ব ও শর্ব্বলিঙ্গ,শিব ও শিবলিঙ্গ,

নমঃ। জ্বলায় নমঃ, জ্বললিঙ্গায় নমঃ। আত্মায় নমঃ, আত্ম-লিঙ্গায় নমঃ। পরমায় নমঃ, পরমলিঙ্গায় নমঃ। এতৎ সোমস্য সূর্য্যস্য সর্ব্বলিঙ্গংস্থাপয়তি, প্রাণিমন্ত্রং পবিত্রম্ ॥ ৫৫ ॥

সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি, সদ্যোজাতায় বৈ নমো নমঃ। ভবে ভবে নাতিভবে ভজস্ব মাং, ভবোদ্ভবায় নমঃ। বামদেবায় নমো জ্যেষ্ঠায় নমঃ শ্রেষ্ঠায় নমো রুদ্রায় নমঃ কালায় নমঃ কলবিকরণায় নমো বলবিকরণায় নমো বলায় নমো বলপ্রমথনায় নমঃ সর্ব্বভূতদমনায় নমো মনোন্মনায় নমঃ ॥৫৬॥

অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোর ঘোরতরেভ্যঃ, সর্ব্বেভ্যঃ সর্ব্বসর্ব্বেভ্যো নমস্তে অস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ ॥ ৫৭ ॥

তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি। তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ৫৮ ॥

ল ও জ্বললিঙ্গ, আত্মা ও আত্ম-লিঙ্গ, পরম ও পরমলিঙ্গ উদ্দেশে নমস্কার; বিত্র মন্ত্র, সূর্য্য ও চন্দ্রের এই সমস্ত উপাসনাচিহ্ন স্থাপন করে। ৫৫ ॥

আমি সদ্যোজাত—শিবের শরণাপন্ন হইতেছি, সদ্যোজাত উদ্দেশে নমস্কার। এই সংসারে প্রতিজন্মে আমি সদ্যোজাতের উপাসনাবলে সংসার তিক্রম করিব। হে ভব! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। ভবোদ্ভব উদ্দেশে নমস্কার বামদেব, জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, রুদ্র, কাল, কলবিকরণ, বল-বিকরণ, বল, লপ্রমথন, সর্ব্বভূত-দমন এবং মনোন্মন উদ্দেশে নমস্কার ॥ ৫৬ ॥

ঘোর অঘোর উদ্দেশে, হে ঘোর উদ্দেশে, ঘোরতর উদ্দেশে এবং সমস্ত ভূতি উদ্দেশে নমস্কার ॥ ৫৭ ॥

সেই পরম পুরুষকে অবগত হইতেছি, এবং মহাদেবকে ধ্যান করিতেছি; তএব সেই রুদ্র আমাদিগকে মোক্ষপথে প্রেরণ করুন ॥ ৫৮ ॥

ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতি-ব্র্হ্মণোঽধিপতির্ব্রহ্মা শিবো মে অস্তু সদা শিবোম্ ॥ ৫৯ ॥

নমো হিরণ্যবাহবে হিরণ্যবর্ণায় হিরণ্যরূপায় হিরণ্য-পতয়েঽম্বিকাপতয় উমাপতয়ে পশুপতয়ে নমো নমঃ ॥ ৬০ ॥

ঋতংসত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্। ঊর্দ্ধরেতং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপায় বৈ নমো নমঃ ॥ ৬১ ॥

সর্ব্বো বৈ রুদ্রস্তস্মৈ রুদ্রায় নমোঽস্তু। পুরুষো বৈ রুদ্রস্তন্মাহো নমো নমঃ। বিশ্বম্ভূতং ভুবনং চিত্রং বহুধা জাতং জায়মানং চ যৎ। সর্ব্বো হ্যেষ রুদ্রস্তস্মৈরুদ্রায় নমোঽস্তু ॥৬২॥

কদ্রুদ্রায় প্রচেতসে মীঢ়ুষ্টমায় তব্যসে। বোচেম শন্ত-মাং হৃদে। সর্ব্বো হ্যেষ রুদ্রস্তস্মৈ রুদ্রায় নমোঽস্তু ॥ ৬৩ ॥

সর্ব্ববিদ্যার নিয়ামক, সর্ব্বভূতের প্রভু সেই অধিপতি ব্রহ্মা, ব্রহ্মপতি এবং শিব সর্ব্বদা আমার প্রতি মঙ্গলময় হউন ॥ ৫৯ ॥

হিরণ্যবাহু উদ্দেশে নমস্কার, হিরণ্য-বর্ণ, হিরণ্যরূপ, হিরণ্যপতি, অম্বিকা-পতি, উমাপতি এবং পশুপতি উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি ॥ ৬০ ॥

সত্য-প্রিয়-বাক্যরূপী, কৃষ্ণপিঙ্গলময় এবং ঊর্দ্ধরেতা বিরূপাক্ষ ব্রহ্ম পুরুষ, সেই বিশ্বরূপ উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ৬১ ॥

সমস্তই রুদ্রস্বরূপ, অতএব সেই রুদ্র উদ্দেশে নমস্কার হউক। পুরুষই রুদ্র, সুতরাং তদুদ্দেশে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। এই যে চিরসিদ্ধ বিচিত্র ভুবন বহুভাবে জন্মিয়াছে এবং বর্ত্তমান সময়েও জন্মিতেছে, এই সমস্তই রুদ্রস্বরূপ, সেই রুদ্র উদ্দেশে নমস্কার ॥ ৬২ ॥

কুৎসিতদিগের রোদনকারক, সর্ব্বার্থ সেবক ও সর্ব্বার্থপূরক, প্রচেতার উদ্দেশে মনদ্বারা সুখতমা ত্রিপদা পাঠ করিয়াছি। রুদ্রই এই সমস্ত জগৎ স্বরূপ, অতএব তাঁহার উদ্দেশে নমস্কার হউক ॥ ৬৩ ।

যস্য বৈকং কত্যগ্নিহোত্রহবণীভবতি প্রত্যেবাস্যাহুতয়-স্তিষ্ঠন্ত্যথো প্রতিষ্ঠিত্যৈ ॥ ৬৪ ॥

কৃণুষ্ব পাজ ইতি পঞ্চ ॥ ৬৫ ॥

অদিতির্দ্দেবা গন্ধর্ব্বা মনুষ্যাঃ পিতরোঽসুরাস্তেষাং-সর্ব্বভূতানাং মাতা মেদিনী মহতী সাবিত্রী গায়ত্রী জগত্যুর্বী পৃথ্বী বহুলা বিশ্বাভূতা, কতমা কা যা সা সত্যেত্যমৃতেতি বসিষ্ঠঃ ॥ ৬৬ ॥

আপো বা ইদংসর্ব্বং বিশ্বাভূতান্যাপঃ, প্রাণা বা আপঃ, পশব আপোঽন্নমাপোঽমৃতমাপঃ সম্রাড়াপো বিরাড়াপঃ স্বরাড়াপঃ ছন্দাংস্যাপো জ্যোতীংষ্যাপো যজূংষ্যাপঃ সত্যমাপঃ সর্ব্বা দেবতা আপো ভূর্ভুবঃ সুবরাপ ওম্ ॥ ৬৭ ॥

আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং, পৃথিবীপূতা পুনাতু মাং, পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতির্ব্রহ্ম পূতা পুনাতু মাং। যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যং বা

যাহার সম্বন্ধে একের প্রতি কতগুলি অগ্নিহোত্রহবনীয় হয়? ইহার স্তিষ্ঠার নিমিত্ত কতগুলি আহুতি থাকে? ॥ ৬৪ ।

শাংখ্যায়ন শাখার পঞ্চদশকে পঠিত "কৃনুষ্ব পাজঃ" ইত্যাদি পাঁচটী ও এখানে পাঠ্য বলিয়া জানিবে ॥ ৬৫ ॥

অদিতি, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, পিতৃগণ, অসুরগণ, এই সকলের এবং নানা সমস্ত ভূতের মাতা মেদিনী; তাহারই নাম মহতী, গায়ত্রী, জগতী, র্বী, পৃথ্বী এবং বহুল বিশ্বভূত, তাহা কে? এবং কি প্রকার? এই শ্নোত্তরে বসিষ্ঠ বলিয়াছেন যে, তাহা সত্য ও অমৃত স্বরূপ। কেননা, সংযমী ই তাব অবগত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন ॥ ৬৬ ॥

এই সমস্তই অপ্‌ময়, বিশ্বভূতই অপ্‌ময়, প্রাণ অপ্‌ময়, পশু সকলও অপ্‌-, অন্নও অপ্‌ময়, অমৃত, সম্রাট্‌, সরাট্‌, ছন্দঃসমূহ, জ্যোতিঃসমূহ, যজুঃসকল, গ, সমস্ত দেবতা এবং ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ এই সমস্তই আপোময় ॥ ৬৭ ।

যদ্বা দুশ্চরিতং মম, সর্ব্বং পুনন্তু মামাপোঽসতাং চ প্রতিগ্রহঽস্বাহা ॥ ৬৮ ॥

অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং, যদহ্না পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না, অহস্তদবলুম্পতু, যৎকিঞ্চ দুরিতং ময়ি; ইদমহং মামমৃতযোনৌ সত্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা ॥ ৬৯ ॥

সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাম্; যদ্রাত্র্যা পাপমকার্ষং, মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না, রাত্রিস্তদবলুম্পতু। যৎকিঞ্চ দুরিতং ময়ি, ইদমহং মামমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা ॥৭০॥

জল সকল পৃথিবীকে পবিত্র করুক, পৃথিবী পবিত্রা হইয়া আমাকে পবিত্র করুক. অধীশ্বর ব্রহ্ম সকলকে পবিত্র করুন, ব্রহ্মাও পবিত্র হইয়া আমাকে পবিত্র করুন এবং আমি যে উচ্ছিষ্ট অথবা অভোজ্য (ভোজন) এবং অসৎপরিগ্রহ করিয়াছি, জল আমাকে প্রাপ্ত হইয়া তৎসমস্ত পবিত্র করুক ॥ ৬৮ ॥

অগ্নি, যজ্ঞ এবং যজ্ঞপতি আমাকে মন্যুকৃত পাপসকল হইতে রক্ষা করুন। আমি দিবাভাগে, মন, বাক্য, হস্ত, পদ, উদর ও শিশ্ন দ্বারা যে পাপ করিয়াছি এবং অন্য যেকোনরূপ পাপও আমাতে আছে; দিবা তৎসমস্ত বিলুপ্ত করুক। এই নিমিত্ত আমি আমাকে অমৃতযোনি সত্য জ্যোতিতে (অগ্নিতে) হোম করিতেছি ॥ ৬৯ ॥

সূর্য্য, যজ্ঞ ও যজ্ঞপতিগণ আমাকে মন্যু-কৃত পাপসকল হইতে রক্ষা করুন। আমি রাত্রিতে মন, বাক্য, হস্ত, পদ, উদর ও শিশ্ন দ্বারা যে পাপ করিয়াছি এবং অন্যও যে কোন পাপ আমাতে আছে, রাত্রি তাহা বিলুপ্ত করুক। এই নিমিত্ত আমি আমাকে এই অমৃতযোনি—সূর্য্যজ্যোতিতে হোম করিতেছি ॥ ৭০ ॥

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম। অগ্নির্দেবতা ব্রহ্ম ইত্যার্ষম্। গায়ত্রং ছন্দঃ, পরমাত্ম-সরূপং সাযুজ্যং বিনিয়োগম্ ॥ ৭১ ॥

আয়াতু বরদা দেবী অক্ষরং ব্রহ্মসংমিতম্। গায়ত্রী ছন্দসাং মাতেদং ব্রহ্ম জুষস্ব মে ॥ ৭২ ॥

যদহ্নাৎ কুরুতে পাপং তদহ্নাৎ প্রতিমুচ্যতে। যদ্রাত্র্যাৎ কুরুতে পাপং তদ্রাত্র্যাৎ প্রতিমুচ্যতে ॥ ৭৩ ॥

সর্ব্ববর্ণে মহাদেবি সন্ধ্যাবিদ্যে সরস্বতি। ওজোসি সহোসি বলমসি ভ্রাজোসি দেবানাং ধাম নামাসি বিশ্বমসি বিশ্বায়ুঃ সর্ব্বমসি সর্ব্বায়ুরভিভূরোম্। গায়ত্রীমাবাহয়ামি সাবিত্রীমাবাহয়ামি সরস্বতীমাবাহয়ামি ছন্দঋষীনাবাহয়ামি শ্রিয়মাবাহয়ামি ॥ ৭৪ ॥

গায়ত্র্যা গায়ত্রী চ্ছন্দো বিশ্বামিত্র ঋষিঃ সবিতা দেবতা, অগ্নির্মুখং ব্রহ্মা শিরো বিষ্ণুর্হৃদয়ং রুদ্রঃশিখা পৃথিবী যোনিঃ প্রাণাপানব্যানোদানসমানসপ্রাণা শ্বেতবর্ণা সাংখ্যায়নসগোত্রা

'ওম্' এই একাক্ষর ব্রহ্ম; দেবতা অগ্নিই ব্রহ্ম, এই ঋষি। ছন্দ—গায়ত্রী; পরমাত্মা স্বরূপ, সাযুজ্য বিনিয়োগ ॥ ৭১ ॥

বরপ্রদায়িনী দেবী আগমন করুন, অক্ষর ব্রহ্মসম ছন্দোবর্গের মূলভূতা গায়ত্রীকে এই ব্রহ্ম ভোগ করুন ॥ ৭২ ॥

এইরূপ উপাসনা করিলে জীব দিবাভাগে যে পাপ করে, তাহা দিবাতেই নষ্ট হয় এবং রাত্রিভাগে যে পাপ করে, তাহা রাত্রিতেই মুক্তিলাভ করে ॥ ৭৩ ॥

সর্ব্ববর্ণ সমান, মহাদেবী সন্ধ্যা-বিদ্যাস্বরূপা হে সরস্বতি! তুমি ওজস্বরূপা, বলস্বরূপা, সহস্বরূপা ভ্রাজস্বরূপা, দেবগণের ধামস্বরূপা, বিশ্বরূপা, বিশ্বায়ু-স্বরূপা, সর্ব্ব, সর্ব্বায়ু, ও ভূঃস্বরূপা হও। আমি গায়ত্রীকে আবাহন করিতেছি, সাবিত্রীকে আবাহন করিতেছি, সরস্বতীকে আবাহন করিতেছি; ছন্দের ঋষিগণকে আবাহন করিতেছি, এবং শ্রীকে আবাহন করিতেছি ॥ ৭৪ ॥

গায়ত্রী চতুর্বিংশত্যক্ষরা ত্রিপদা ষট্‌কুক্ষিঃ, পঞ্চশীর্ষোপনয়নে বিনিয়োগঃ ॥ ৭৫ ॥

উত্তমে শিখরে জাতে ভূম্যাং পর্ব্বতমূর্দ্ধনি। ব্রাহ্মণেভ্যোঽভ্যনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথাসুখম্‌। স্তুতো ময়া বরদা বেদমাতা প্রচোদয়ন্তী পবনেদ্বিজাতা। আয়ুঃ পৃথিব্যাং দ্রবিণং ব্রহ্মবর্চ্চসং মহ্যং দত্বা প্রযাতুং ব্রাহ্মং লোকম্‌। ঘৃণিঃ সূর্য্য আদিত্যো ন প্রভাবাত্যক্ষরম্‌ ॥ ৭৬ ॥

মধুক্ষরন্তি তদ্রসম্‌। সত্যং চৈতদ্রসমাপোজ্যোতীরসোমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃ স্বরোম্‌। ব্রহ্ম মেতু মাং। মধু মেতু মাং। ব্রহ্ম মেহব মধু মেতু মাং, ত্রিসুপর্ণমযাচিতং ব্রাহ্মণায় দদ্যাৎ, ব্রহ্মহত্যাং বা এতে ঘ্নন্তি, যে ব্রাহ্মণাস্ত্রিসুপর্ণং পঠন্তি, তে সোমং প্রাপ্নুবন্তি, আসহস্রাৎ পংক্তিং পুনন্তি ॥ ৭৭ ॥

গায়ত্রীর ছন্দ গায়ত্রী, ঋষি বিশ্বামিত্র, দেবতা সবিতা (সূর্য্য), মুখ অগ্নি, শির ব্রহ্মা; হৃদয়বিষ্ণু, শিখা রুদ্র, যোনি পৃথিবী; প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান, বর্ণ শ্বেত, গোত্র সাংখ্যায়ন; চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরবিশিষ্ট, ত্রিপাদ এবং ষট্‌কুক্ষিবিশিষ্ট, পঞ্চশীর্ষের উপনয়নে বিনিযুক্তা হইয়াছিল ॥ ৭৫ ॥

পর্ব্বতমূর্দ্ধভূ উত্তম শিখরে জাত হে দেবি! তুমি ব্রাহ্মণগণ হইতে অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া যথাসুখে গমন কর। বরদায়িনী বেদমাতা আমাকর্ত্তৃক স্তুত হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগকরতঃ পবিত্র করুক।

পৃথিবীতে আয়ু, দ্রবিণ ও ব্রহ্মবর্চ্চস্‌ আমার উদ্দেশে দান না করিয়া ব্রাহ্মলোকে প্রয়াণ করিবার নিমিত্ত রশ্মি, সূর্য্য এবং আদিত্য ও প্রভু হয় না ॥ ৭৬ ॥

ব্রহ্ম আমাকে প্রাপ্ত হউন, মধু আমাকে প্রাপ্ত হউক। অযাচিতভাবে ব্রাহ্মণ উদ্দেশে এই ত্রিসুপর্ণ দান করিবে; ইহারা (দাতারা) ব্রহ্মহত্যার পাপকে নষ্ট করে। যে সকল ব্রাহ্মণ ত্রিসুপর্ণ পাঠ করেন, তাহারা সোমকে (চন্দ্রকে) প্রাপ্ত হন এবং সহস্র পুরুষ পর্য্যন্ত পবিত্র করেন ॥ ৭৭ ॥

ব্রহ্ম মেধয়া, মধু মেধয়া, ব্রহ্ম মেব মধু মেধয়া ॥ ৭৮ ॥

অদ্যা নো দেব সবিতঃ প্রজাবৎসাবীঃ সৌভগম্। পরা দুষ্বপ্নিয়ং সুব। বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরা সুব। যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব ॥ ৭৯ ॥

মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ, মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ, মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ, মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা, মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাংঅস্তু সূর্য্যঃ, মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ ॥ ৮০ ॥

যইমন্ত্রিসুপর্ণমযাচিতং ব্রাহ্মণায় দদ্যাৎ, ভ্রূণহত্যাং বা এতে ঘ্নন্তি। যে ব্রাহ্মণাস্ত্রিসুপর্ণং পঠন্তি, তে সোমং প্রাপ্নুবন্তি, আসহস্রাৎপঙ্ক্তিং পুনন্তি ॥ ৮১ ॥

ব্রহ্ম মেধাদ্বারা, মধু মেধা দ্বারা এবং ব্রহ্ম ও মধু বুদ্ধিদ্বারা যুগপৎ আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৭৮ ॥

হে দেব সবিতঃ! অদ্য তুমি স্বপ্রজাবৎ আমাতে সৌভাগ্য উৎপাদন কর। শত্রুগণকে দুর্নিমিত্তদর্শী কর। হে দেব সবিত! তুমি সমস্ত দুরিত পরাস্ত কর; যাহা মঙ্গলকর, তাহা আমার সম্বন্ধে প্রসব কর অর্থাৎ আমার মঙ্গল বিধান কর ॥ ৭৯ ॥

বিশেষ বিশেষ বায়ু সকল আমাদের প্রতি মধু (সুখ) বহন করুক, সিন্ধু সকল মধু অর্থাৎ মধুর রস ক্ষরণ করুক এবং ওষধি (তৃণবিশেষ) সকলও আমাদের প্রতি সুখাবহ হউক। রাত্রি ও দিন সকল সুখাবহ হউক; পার্থিব ধূলিও মধুমৎ অর্থাৎ অনুদ্বেগকর হউক, পিতৃস্থানীয় আকাশ সুখকর হউক; বনস্পতি আমাদের প্রতি মধুমান্ (প্রীতিকর) হউক, সূর্য্য মধুমান্ (অনুদ্বেগকর) হউন এবং গোসকল (রশ্মি অথবা দিক্ সকল) ও আমাদের প্রতি সুখকর হউক ॥ ৮০ ॥

যাঁহারা এই ত্রিসুপর্ণকে অযাচিতভাবে ব্রাহ্মণ উদ্দেশে দান করেন, তাঁহারা ভ্রূণহত্যাজনিত পাপকে নষ্ট করেন। আর যে সকল ব্রাহ্মণ

ব্রহ্মা দেবানাং পদবীঃ কবীনামৃষির্বিপ্রাণাং মহিষো মৃগাণাং শ্যেনো গৃধ্রাণাংস্বধিতির্ব্বনানাংসোমঃ পবিত্রমত্যেতি রেভন্ ॥ ৮২ ॥

হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ, নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ ॥ ৮৩ ॥

ঋচে ত্বা রুচে ত্বা সমিৎস্রবন্তি সরিতো নধেনাঃ। অন্তর্হৃদা মনসা পূয়মানা ঘৃতস্য ধারা অভিচাকশীমি, হিরণ্যয়ো রেতসো মধ্য আসাং,তস্মিন্ সুপর্ণো মধুকৃৎ কুলায়ী ভজন্নাস্তে মধু দেবতাভ্যঃ। তস্যাসতে হরয়ঃ সপ্ত তীরে, স্বধাদুহানামমৃতস্যধারাম্ ॥ ৮৪ ॥

ত্রিসুপর্ণকে পাঠ করেন, তাঁহারা সোমলোক প্রাপ্ত হন এবং সহস্র পুরুষ পর্য্যন্ত পবিত্র করেন ॥ ৮১ ॥

দেবগণের পক্ষে ব্রহ্মা, কবিগণের পক্ষে পদবী, বিপ্রগণের ঋষি, মৃগগণের মহিষ, গৃধ্রগণের শ্যেন, বনসমূহের কুঠার এবং পবিত্রমধ্যে সোমের ন্যায় শোভা পান ॥ ৮২ ॥

সূর্য্য বা আত্মা স্বভাব শুচি, তেজ অন্তরিক্ষগত, হোতা বেদিগত, অতিথি দুরোণাধীন এবং অব্জা, গোজা, ঋতজা (সত্যোৎপন্না) এবং অদ্রিজাতা, ইহারা ক্রমে নর, শ্রেষ্ঠ, সত্য ও ব্যোমসৎ ও সত্যের আশ্রয় ॥ ৮৩ ॥

সরিৎসকল, ঋক্ ও রুচি উদ্দেশে তোমাকে সমিধ্ ক্ষরণ করিয়া থাকে। হৃদয়ান্তর্বর্ত্তী মনদ্বারা পবিত্র ঘৃতধারা সকল দর্শন করিতেছি; তৎসমস্তের মধ্যে হিরণ্ময় বস্তুতে যে বস্তুবিশেষ আছে, তন্মধ্যে সুখকর কুলায়শায়ী সুপর্ণ, দেবতাগণ হইতে সুখ ভজনাকরতঃ অবস্থিতি করিতেছে, তাহার তীরে সপ্তহরি স্বধাধায়ক অমৃতধারা আশ্রয় করিয়া আছে। ৮৪ ॥

য ইদং ত্রিসুপর্ণমযাচিতং ব্রাহ্মণায় দদ্যাৎ, বীরহত্যাং বা এতে ঘ্নন্তি। যে ব্রাহ্মণ ত্রিসুপর্ণং পঠন্তি, তে সোমং প্রাপ্নুবন্তি, আসাহস্রাৎ পঙ্‌ক্তিং পুনন্তি ॥ ৮৫ ॥

মেধা দেবী জুষমাণা ন আগাদ্বিশ্বাচী ভদ্রা সুমনস্যমানা। ত্বয়া জুষ্টা নুদমানা দুরুক্তান্ বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ ॥ ৮৬ ॥

ত্বয়া জুষ্টঋষির্ভবতি দেবি, ত্বয়া ব্রহ্মা গতশ্রীরুত ত্বয়া। ত্বয়া জুষ্টশ্চিত্রং বিন্দতে বসু, সা নো জুষস্ব দ্রবিণেন মেধে ॥ ৮৭ ॥

মেধাং ম ইন্দ্রো দদাতু, মেধাং দেবী সরস্বতী। মেধাং মে অশ্বিনাবুভাবাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ ॥ ৮৮ ॥

যে এই ত্রিসুপর্ণকে অযাচিতভাবে ব্রাহ্মণ উদ্দেশে দান করে, তাহারা বীরহত্যাজনিত পাপকে অতিক্রম করে। আর, যে সকল ব্রাহ্মণ এই ত্রিসুপর্ণ পাঠ করেন, তাঁহারা সোমলোক প্রাপ্ত হন এবং সহস্র পুরুষ পর্যন্ত পঙ্‌ক্তিপাবন হন ॥ ৮৫ ॥

বিশ্বব্যাপিনী, মঙ্গলদায়িনী মেধা (ধারণাশক্তি) সেবিত হইয়া প্রসন্নমনে আমাদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছে। তোমাকর্তৃক সেবিত ও প্রেরিত আমরা বৃহৎ অর্থাৎ উন্নত বাক্য বলিব এবং দুরুক্ত অর্থাৎ দুষ্টবাক্যশালীদিগণকে (যুক্তিযুক্ত বাক্য দ্বারা) যথার্থ জ্ঞানে স্থাপিত করিতে সম্যক্‌রূপে বীর অর্থাৎ সমর্থ হইব ॥ ৮৬ ॥

হে দেবি! তোমাকর্তৃক সেবিত হইয়া মেধাবান্ ব্যক্তি ঋষি হয়, তোমাকর্তৃক সেবিত হইয়া ব্রহ্মা হয় এবং প্রাপ্তশ্রী অর্থাৎ শ্রীমান ব্যক্তিও তোমাকর্তৃক সেবিত হয়। তোমাকর্তৃক সেবিত জন বিচিত্র ধন লাভ করে। হে মেধে! সেই প্রভাবশালিনী তুমি আমাদিগকে দ্রবিণ (ধন) দ্বারা প্রীত কর ॥ ৮৭ ॥

ইন্দ্র আমায় মেধা দান করুন, দেবী সরস্বতী মেধা দান করুন, পদ্মমালাধারী উভয় অশ্বিন অর্থাৎ অশ্বিনীকুমার আমায় মেধা অর্পণ করুন ॥ ৮৮ ॥

অপ্সরাসু চ যা মেধা গন্ধর্ব্বেষু চ যন্মনঃ। দৈবী মেধা সরস্বতী। সা মা মেধা সুরভির্জুষতাং স্বাহা॥ ৮৯॥

আ মাং মেধা সুরভির্বিশ্বরূপা হিরণ্যবর্ণা জগতী জগম্যা। উর্জ্জস্বতী পয়সা পিন্বমানা সা মাং মেধা সুপ্রতীকা জুষন্তাম্। ময়ি মেধাং ময়ি প্রজাং ময্যগ্নিস্তেজো দধাতু॥ ৯০॥

ময়ি মেধাং ময়ি প্রজাং ময়ীন্দ্র ইন্দ্রিয়ং দধাতু। ময়ি মেধাং ময়ি প্রজাং ময়ি সূর্য্যো ভ্রাজো দধাতু॥ ৯১॥

অপৈতু মৃত্যুরমৃতন্ন আগন্বৈবস্বতো নো অভয়ং কৃণোতু। পর্ণং বনস্পতেরিবাভি নঃ শীয়তাং রয়িঃ, স চাতানঃ শচীপতিঃ॥ ৯২॥

পরং মৃত্যো অনুপরে হি পন্থাং, যস্তে স্ব ইতরো দেবযানাৎ, চক্ষুষ্মতে শৃণ্বতে তে ব্রবীমি, মা নঃ প্রজাং রীরিষো মোত বীরান্॥ ৯৩॥

অপ্সরাগণেতে যে মেধা, গন্ধর্ব্বগণে যে মন এবং দেব ও মনুষ্যসম্বন্ধিনী যে মেধা, সেই মেধারূপিণী কামধেনু আমাকে সেবা করুক॥ ৮৯॥

বিশ্বরূপা, হিরণ্যবর্ণা, বিশ্বব্যাপিনী, দীপ্তিশালিনী ও শোভনাঙ্গী সেই মেধা দুগ্ধ দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হউক এবং আমাতে মেধা, প্রজা ও তেজ আধান করুক॥ ৯০॥

হে ইন্দ্র! তুমি আমায় মেধা, প্রজা ও ইন্দ্রিয়গণকে আহিত কর এবং সূর্য্য আমাকে মেধা, প্রজা ও দীপ্তি অর্পণ করুন॥ ৯১॥

মৃত্যু আমার নিকট হইতে দূরে যাউক, অমৃত (মোক্ষ) আমার নিকট আসুক, বৈবস্বত আমাদিগকে নির্ভয় করুন। বনস্পতির পত্রের ন্যায় আমাদিগের অভিমুখে ধন উপস্থিত হউক এবং সেই শচীপতিও আমাদিগের প্রতি (প্রসন্ন হউন)॥ ৯২॥

বাতং প্রাণং মনসাঽম্বারভামহে প্রজাপতিং যো ভুবনস্য গোপ্তা, স নো মৃত্যোস্ত্রায়তাং পাত্বংহসো জ্যোগ্জীবাজরা-মশীমহি ॥ ৯৪ ॥

অমুত্র ভূয়াদধ যদ্যমস্য বৃহস্পতেরভিশস্তেরমুঞ্চঃ। প্রত্যৌহতামশ্বিনা মৃত্যুমস্মদ্দেবানামগ্নে ভিষজা শচীভিঃ ॥৯৫॥

হরিংহরন্তমনুযন্তি দেবা বিশ্বস্যেশানং বৃষভং মতীনাং, ব্রহ্মসরূপমনুমেদমাগাদয়নং মাবিবধীর্বিক্রমস্য ॥ ৯৬ ॥

শল্কৈরগ্নিমিন্ধান উভৌ লোকৌ সনে মহং, উভয়ো-র্লোকয়োর্ঋধ্বাষ্যন্তি মৃত্যুং তরাম্যহম্ ॥ ৯৭ ॥

মৃত্যুর অতীত পথকে প্রাপ্ত করাও; যাহা তোমার দেবযান অপেক্ষা পৃথক্—স্বর্গরূপে অবস্থিত বা প্রসিদ্ধ। চক্ষুষ্মান্ ও শ্রোতা—তোমার উদ্দেশে বলিতেছি; সে আমাদের প্রজাগণকে বীর করুক ॥ ৯৩ ॥

যিনি ভুবনের গোপ্তা (রক্ষক), সেই বাত প্রাণ প্রজাপতিকে উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তিনি আমাদিগকে মৃত্যু হইতে ত্রাণ করুন; পাপ হইতে রক্ষা করুন এবং আমরা যেন জরামরণ অতিক্রম করিতে পারি ॥ ৯৪ ॥

অমুত্র যমের ভয় হউক, যেহেতু বৃহস্পতির অভিশস্তি (অভিশাপ) হইতে মুক্ত হয় নাই। হে অগ্নে! দেবভিষক্ অশ্বিনীকুমার আমাদের দেবগণের মৃত্যুকে প্রত্যূহ করিয়াছিলেন ॥ ৯৫ ॥

বিশ্বের অধীশ্বর জ্ঞানিবর, সর্ব্বহর হরিকে দেবগণ অনুগমন করেন। আমার প্রতি তাহা আগত হইয়াছে; সম্প্রতি ত্রিবিক্রমের অয়নকে অবরুদ্ধ করিও না ॥ ৯৬ ॥

শল্ক দ্বারা অগ্নিকে সন্ধুক্ষিত করিলে যেমন উভয় লোককে অবষ্টব্ধ করে, উভয় লোকের সমৃদ্ধি দ্বারা অবস্থিতি করে; তেমন আমিও মৃত্যুকে অতিক্রম করিতেছি ॥ ৯৭ ॥

মা চ্ছিদো মৃত্যোঘবধীর্ম্মা মে বলং বিবৃহো মা প্রমোষীঃ। প্রজাং মে রীরিষ আয়ুরুগ্র নৃচক্ষ সন্ত্বা হবিষা বিধেম ॥ ৯৮ ॥

মা নো মহান্তমুত মা নো অর্ভকম্। মা ন উক্ষংতমুতমান উক্ষিতং, মা নোঽবধীঃ পিতরং মোত মাতরং, প্রিয়া মানস্তন্বো রুদ্র রীরিষঃ ॥ ৯৯ ॥

মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি, মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ। বীরান্মা নো রুদ্রভামিতোঽবধীর্হবিষ্মন্তো মনসা বিধেম তে ॥ ১০০ ॥

প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরিতা বভূব। যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নোঽস্তু, বয়ংস্যাম পতয়ো রয়ীণাম্ ॥১০১॥

স[illegible] বিশস্পতির্বৃত্রহা বিমৃধো বশী। বৃষেন্দ্রঃ পুরয়েতু নঃ স্বস্তিদা অভয়ঙ্করঃ ॥ ১০[illegible] ॥

হে মৃত্যো! তুমি আমার উচ্ছেদ করিও না আমার বলকে নষ্ট করিও না এবং আমার সংবিৎকল্পনা সঙ্কুচিত কর। আমার প্রজাকে আয়ুষ্মান্ কর; ক্রূর জন্তু সকলকে নিগৃহীত কর, আমি হবি দ্বারা তোমায় (অভ্যর্থনা) বিধান করিতেছি॥ ৮॥

হে রুদ্র! আমাদের মহৎ ও অর্ভককে, উক্ষ ও উক্ষিতকে, পিতা ও মাতাকে এবং অপরাপর প্রিয়গণকে নষ্ট করিও না। ৯৯॥

আমাদের শিশুসন্তানে, আয়ুতে, গো সকলে এবং অশ্ব সকলে নিষ্কৃপ হইও না। বীর আমাদিগকে নষ্ট করিও না, আমরা হবির্যুক্ত হইয়া তোমায় নমস্কার করিতেছি॥ ১০০।

হে প্রজাপতে! তোমা ভিন্ন অন্য কেহ সমুৎপন্ন এই বিশ্ব পরিপালনে কর্ত্তা হন নাই। আমরা যেরূপ কামনা শালী হইয়া হোম করিতেছি, আমাদের তাহা সিদ্ধ হউক; বিশেষতঃ আমরা যেন প্রভূত ধনের স্বামী হই॥ ১০১॥

ত্রিয়ম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং, উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ ॥ ১০৩ ॥

যে তে সহস্রমযুতং পাশা মৃত্যো মর্ত্ত্যায় হন্তবে। তান্ যজ্ঞস্য মায়য়া সর্ব্বানবয়ং যজামহে ॥ ১০৪ ॥

মৃত্যবে স্বাহা মৃত্যবে স্বাহা। দেবকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি স্বাহা। মনুষ্যকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি স্বাহা। পিতৃকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি স্বাহা। আত্মকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি স্বাহা। অন্যকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি স্বাহা। অস্মৎকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি স্বাহা। যদ্দিবা চ নক্তং চৈনশ্চকৃম তস্যাবযজনমসি স্বাহা। যৎস্বপন্তশ্চ জাগ্রতশ্চৈনশ্চকৃম তস্যাবযজনমসি স্বাহা। যৎ সুষুপ্তশ্চ জাগ্রতশ্চৈনশ্চ-

---

বিশ্পতি স্বস্তিপ্রদ হউক, বশী বৃত্রহা শত্রুহন্তা হউক এবং বৃষেন্দ্র আমাদের পুষ্টির নিমিত্ত স্বস্তিপ্রদ অভয়কারী হউন ॥ ১০২ ॥

সুগন্ধি, পুষ্টিবর্দ্ধন ত্র্যম্বককে (শিবকে) অর্চ্চনা করিতেছি। বন্ধন হইতে উর্ব্বারুকের ন্যায় আমাকে মৃত্যু হইতে মুক্ত করিয়া অমৃত করুন ॥ ১০৩ ॥

হে মৃত্যো! মর্ত্ত্যগণের নিমিত্ত যেই যে, সহস্র, অযুত পাশ আছে; মায়া যজ্ঞরূপে তৎসমস্তকে অর্চ্চিত করিতেছি ॥ ১০৪ ॥

মৃত্যু উদ্দেশে স্বাহা এবং স্বাহা; দেবকৃত পাপের অবযজনস্বরূপ তোমার উদ্দেশে স্বাহা। মনুষ্যকৃত পাপের অবযজনস্বরূপ তোমার উদ্দেশে স্বাহা। পিতৃকৃত পাপের অবযজনস্বরূপ তোমার উদ্দেশে স্বাহা। আত্মকৃত পাপের অবযজনস্বরূপ তোমার উদ্দেশে স্বাহা। অন্যকৃত পাপের অবযজনস্বরূপ তোমার উদ্দেশে স্বাহা; আমাদিগের কৃত পাপের অবযজনস্বরূপ তোমার উদ্দেশে স্বাহা; দিবা ও রাত্রিতে যে পাপ করিয়াছি, উহার অবযজনস্বরূপ তোমার উদ্দেশে স্বাহা; স্বপ্ন বা জাগ্রৎ অবস্থায় যে পাপ করিয়াছি, তাহার অবযজনস্বরূপ তোমার উদ্দেশে স্বাহা; বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ হইয়া যে পাপ

কৃম তস্যাবযজনমসি স্বাহা। যদ্বিদ্বাংসশ্চাবিদ্বাংসশ্চৈনশ্চ-
কৃম তস্যাবযজনমসি স্বাহা। এনস এনসোবযজনমসি
স্বাহা ॥ ১০৫ ॥

যদ্বো দেবাশ্চকৃম জিহ্বয়া গুরুমনসো বা প্রযুতী দে
হেড়নং, অরা বা যো নো অভিদুচ্ছুনায়তে, তস্মিংস্তদে
বসবো নিধেতন স্বাহা ॥ ১০৬ ॥

কামোঽকারুষীন্নমোনমঃ। কামোঽকার্ষীৎ কামঃ করো
নাহং করোমি কামঃ কর্ত্তা নাহং কর্ত্তা কামঃ কারয়িতা না
কারয়িতা। এষ তে কামকামায় স্বাহা ॥ ১০৭ ॥

মন্যুরকার্ষীন্নমো নমঃ। মন্যুরকারুর্ষীন্মন্যুঃ করো
নাহং করোমি মন্যুঃ কর্ত্তা নাহং কর্ত্তা মন্যুঃ কারয়িতা নাহ
কারয়িতা। এষ তে মন্যোমন্যবে স্বাহা ॥ ১০৮ ॥

করিয়াছি; তাহার অবযজনরূপী তোমার উদ্দেশে স্বাহা। পাপ-পাপের
অবযজনরূপ তোমার উদ্দেশে স্বাহা ॥ ১০৫ ॥

হে দেবগণ! তোমাদের সম্বন্ধে ও গুরুজনের সম্বন্ধে জিহ্বা দ্বা
অবহেলন করিয়াছি এবং শত্রুর প্রতি আমাদের যে উচ্ছেদকামনা জনি
অপরাধ হে বসুগণ! (তোমরাও) তাহা গ্রহণ কর ॥ ১০৬ ॥

কামই পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিয়াছে; কামই সমস্ত কর্ম্ম করিয়াছে
কামই কার্য্য করিতেছে, আমি করি না; কামই কর্ত্তা, আমি কর্ত্তা নহে;
কামই কার্য্য করায়, আমি কার্য্য করাই না। কাম-কাম উদ্দেশে এই
স্বাহা ॥ ১০৭ ॥

মন্যুই পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিয়াছে; মন্যুই কার্য্য করিয়াছে এবং করি-
তেছে, আমি করি না, মন্যুই কর্ত্তা—আমি কর্ত্তা নহে; মন্যুই কার্য্যে প্রেরক
আমি প্রেরক নহি। হে মন্যো! তোমার উদ্দেশে এই স্বাহা ॥ ১০৮ ॥

তিলান্ জুহোমি সরসাং সপিষ্টানাং ধারা মম চিত্তে রমন্তু স্বাহা। গাবো হিরণ্যং ধনমন্নং পানং সর্ব্বেষাং শ্রিয়ৈ স্বাহা॥১০৯॥

শ্রিয়ং চ লক্ষ্মিং চ পুষ্টিং চ কীর্ত্তিং চানৃণ্যতাং ব্রহ্মণ্যং বহুপুত্রতাং শ্রদ্ধামেধে প্রজা সংদদাতু স্বাহা॥ ১১০॥

তিলাঃ কৃষ্ণাস্তিলাঃশ্বেতাস্তিলাঃ সৌম্যা বশানুগাঃ। তিলাঃ পুনন্তু মে পাপং যৎকিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি স্বাহা॥১১১॥

চৌরস্যান্নং নবশ্রাদ্ধং ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ। গোস্তেয়ং সুরাপানং ভ্রূণহত্যাং তিলাঃ শান্তিং শময়ন্তু স্বাহা॥ ১১২॥

শ্রীশ্চ লক্ষ্মীশ্চ পুষ্টীশ্চ কীর্ত্তিং চানৃণ্যতাং, ব্রহ্মণ্যং বহুপুত্রতাং শ্রদ্ধামেধে প্রজ্ঞাতু জাতবেদঃ সংদদাতু স্বাহা॥১১৩॥

প্রাণাপানব্যানোদানসমানা মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা॥ ১১৪॥

আমি সরস তিল হোম করিতেছি; আমার চিত্তে সপিষ্ট ধার রমণ করুক। গো, হিরণ্য, ধন, অন্ন, পান, এই সমস্তের শ্রী উদ্দেশে স্বাহা॥ ১০৯॥

তিল আমাকে শ্রী, লক্ষ্মী, পুষ্টি, কীর্ত্তি, আনৃন্য, ব্রহ্মণ্য, বহুপুত্রতা, শ্রদ্ধা, মেধা এবং সন্ততি দান করুক॥ ১১০॥

কৃষ্ণ, শ্বেত, সৌম্য ও বশানুগত তিল সকল, আমার যে কিছু দুরিত অর্থাৎ পাপ আছে; তৎসমস্ত পবিত্র করুক॥ ১১১॥

চোরের অন্নগ্রহন, শ্রাদ্ধ অকরণ ব্রহ্মহত্যা, গুরু-তল্পগমন, গো অপহরণ, সুরাপান ও ভ্রূণহত্যা জনিত পাপকে তিল সকল প্রশমিত করুক॥ ১১২॥

হে জাতবেদ অগ্নে! তুমি সমস্ত শ্রী, লক্ষ্মী, পুষ্টি, কীর্ত্তি, আনৃণ্য, ব্রহ্মণ্য বহুপুত্রতা, শ্রদ্ধা, মেধা এবং প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) সম্যকরূপে দান কর॥ ১১৩॥

প্রাণ অপান, ব্যান, উদান সমান—বায়ু সকল আমার জ্যোতিকে শুদ্ধ করুক; আমি যেন বিরজ ও বিপাপ্মা হই॥ ১১৪॥

বাঙ্মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রজিহ্বাপ্রাণরেতোবুদ্ধ্যাকূতিসংকল্পা মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা ॥ ১১৫ ॥

ত্বক্চর্ম্মমাংসরুধিরমেদোমজ্জাস্নায়বোঽস্থীনি মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা ॥ ১১৬ ॥

শিরঃপাণিপাদপার্শ্বপৃষ্ঠোরূদরজঙ্ঘশিশ্নোপস্থপায়বো মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা ॥১১৭॥

উত্তিষ্ঠ পুরুষ হরিতপিঙ্গললোহিতাক্ষ, দেহিদেহ দদাপয়িতা মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসংস্বাহা ॥ ১১৮ ॥

পৃথিব্যাপস্তেজো বায়ুরাকাশা মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসংস্বাহা ॥ ১১৯ ॥

বাক্য, মন, চক্ষু, শ্রোত্র, জিহ্বা, প্রাণ, শুক্র, বুদ্ধি অভিপ্রায় ও সংকল্প এই সকল আমার জ্যোতিকে শুদ্ধ করুক ; আমি যেন রজ ও পাপবিহীন হই ॥ ১১৫ ॥

ত্বক্, চর্ম্ম, মাংস, রুধির, মেদ, মজ্জা, স্নায়ু ও অস্থি সকল আমার জ্যোতিকে শুদ্ধ করুক ; আমি যেন রজঃ ও পাপ বিনির্মুক্ত হই ॥ ১১৬ ॥

শির, পাণি, পাদ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, উরু, উদর, জংঘা, শিশ্ন, উপস্থ ও পায়ু আমার জ্যোতিকে শুদ্ধ করুক, আমি যেন রজ ও পাপ শূন্য হই ॥ ১১৭ ॥

উত্থিত ও অবস্থিত হরিত, পিঙ্গল ও লোহিতাক্ষ, পুরুষ, দেহি, দেহ তদ্গত তাপ আমার জ্যোতিকে শুদ্ধ করুক ; আমি যেন রজ ও পাপ হইতে বিমুক্ত হই ॥ ১১৮ ॥

পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ, আমার জ্যোতিকে শুদ্ধ করুক ; আমি যেন রজ ও পাপহীন হই ॥ ১১৯ ॥

শব্দ-স্পর্শ-রূপ রস-গন্ধা মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসংস্বাহা ॥ ১২০ ॥

মনোবাক্‌কায়কর্ম্মাণি মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা ॥ ১২১ ॥

অব্যক্তভাবৈরলঙ্কারৈর্জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা ॥ ১২২ ॥

আত্মা মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা ॥ ১২৩ ॥

অন্তরাত্মা মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা ॥ ১২৪ ॥

পরমাত্মা মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা ॥ ১২৫ ॥

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ আমার জ্যোতিকে শোধিত করুক; আমি যেন রজ ও পাপহীন হই ॥ ১২০ ॥

মন, বাক্য, কায় ও কায়সাধ্য কর্ম্ম সমুদায় আমার জ্যোতিকে শুদ্ধ করুক; আমি যেন পাপ ও রজোদোষরহিত হই ॥ ১২১ ॥

আমি যেন অব্যক্তভাবে অলঙ্কারসমূহ দ্বারা ভূষিত, বিরজ ও পাপহীন হই ॥ ১২২ ॥

আমার জ্যোতি-আত্মা শুদ্ধ হউক; আমি যেন রজ ও পাপবিহীন হই ॥ ১২৩ ॥

অন্তরাত্মা আমার জ্যোতিকে বিশুদ্ধ করুক; আমি যেন বিরজ ও বিপাপ হই ॥ ১২৪ ॥

পরমাত্মা আমার জ্যোতিকে শুদ্ধ করুক; আমি যেন বিরজ ও বিপাপ হই ॥ ১২৫ ॥

ক্ষুধে স্বাহা, ক্ষুৎপিপাসায় স্বাহা, বিচিট্যৈ স্বাহা, ঋগ্বিধানায় স্বাহা, কষোৎকায় স্বাহা ॥ ১২৬ ॥

ক্ষুৎপিপাসামলং জ্যেষ্ঠামলক্ষ্মীর্নাশয়াম্যহং। অভূতিম-সমৃদ্ধিং চ সর্ব্বান্নির্ণুদ মে পাপ্মানꣳ স্বাহা ॥ ১২৭ ॥

অন্নময়-প্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানময়মানন্দময়মাত্মা মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসꣳ স্বাহা ॥ ১২৮ ॥

অগ্নয়ে স্বাহা। বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা। ধ্রুবা ভূমায় স্বাহা। ধ্রুবক্ষিতয়ে স্বাহা। অচ্যুতক্ষিতয়ে স্বাহা অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা। ধর্ম্মায় স্বাহা। অধর্ম্মায় স্বাহা অদ্ভ্যঃ স্বাহা। ওষধিবনস্পতিভ্যঃ স্বাহা। রক্ষোদেবজনেভ্য স্বাহা। গৃহ্যাভ্যঃ স্বাহা। অবসানেভ্যঃ স্বাহা। অবসানপতিভ্য স্বাহা। সর্ব্বভূতেভ্যঃ স্বাহা। কামায় স্বাহা। অন্তরিক্ষায়

ক্ষুধা উদ্দেশে স্বাহা; ক্ষুৎপিপাসা উদ্দেশে স্বাহা; বিচিত্তি উদ্দে স্বাহা; ঋগ্বিধান উদ্দেশে স্বাহা; কষোৎক উদ্দেশে স্বাহা ॥ ১২৬ ॥

আমি যেন প্রধান অলক্ষ্মী—ক্ষুধা ও পিপাসাকে বিনষ্ট করি; (আমার অভূতি, অসমৃদ্ধি ও সর্ব্বপাপকে নিঃশেষরূপে অপনোদিত কর ॥ ১২৭ ॥

জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম আমার অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় আত্মাকে শুদ্ধ করুক। আমি বিরজা (রজোগুণ হীন) ও নিষ্পাপ হই ॥ ১২৮ ॥

অগ্নি উদ্দেশে স্বাহা; বিশ্বদেব উদ্দেশে স্বাহা; ধ্রুব-বিভু উদ্দেশে স্বাহা; ধ্রুবক্ষিতি উদ্দেশে স্বাহা; অচ্যুতক্ষিতি উদ্দেশে স্বাহা; স্বিষ্টকৃৎ-অগ্নি উদ্দেশে স্বাহা; ধর্ম্ম উদ্দেশে স্বাহা; অধর্ম্ম উদ্দেশে স্বাহা; জল উদ্দেশে স্বাহা; ওষধি ও বনস্পতি উদ্দেশে স্বাহা; রাক্ষস ও দেবজন উদ্দেশে স্বাহা; গৃহ্যাগণ উদ্দেশে স্বাহা; অবসান সমুদয় উদ্দেশে স্বাহা; অবসানপতিগণ

স্বাহা। যদেজতি জগতি যচ্চ চেষ্টতি, যন্নাম্নো ভাগো যন্নাম্নে স্বাহা ॥ ১২৯ ॥

পৃথিব্যৈ স্বাহা। অন্তরিক্ষায় স্বাহা। দিবে স্বাহা। সূর্য্যায় স্বাহা। চন্দ্রমসে স্বাহা। নক্ষত্রেভ্যঃ স্বাহা। ইন্দ্রায় স্বাহা। বৃহস্পতয়ে স্বাহা। প্রজাপতয়ে স্বাহা। ব্রহ্মণে স্বাহা। স্বধাপিতৃভ্যঃ স্বাহা। নমো রুদ্রায় পশুপতয়ে স্বাহা ॥ ১৩০ ॥

দেবেভ্যঃ স্বাহা। পিতৃভ্যঃ স্বধাঽস্তু। ভূতেভ্যো নমঃ। মনুষ্যেভ্যোঽহন্তা। প্রজাপতয়ে স্বাহা। পরমেষ্ঠিনে স্বাহা ॥ ১৩১ ॥

যথা কূপঃ শতধারঃ সহস্রধারোঽক্ষিপ্তঃ। এবং মে অস্তু ধান্যꣳসহস্রধারমক্ষিতং। ধনধান্যৈ স্বাহা। যে ভূতাঃ প্রচরন্তি দিবানক্তং বলিমিচ্ছন্তো বিতুদস্তপ্রেষ্যাঃ। তেভ্যো

উদ্দেশে স্বাহা; সর্ব্বভূত উদ্দেশে স্বাহা; কাম উদ্দেশে স্বাহা; অন্তরিক্ষ উদ্দেশে স্বাহা। জগতে যাহা কম্পিত হয়, যাহা বিচরণ করে এবং যে, য নামের ভাগী, তদুদ্দেশে স্বাহা ॥ ১২৯ ॥

পৃথিবী উদ্দেশে স্বাহা, অন্তরিক্ষ উদ্দেশে স্বাহা, দ্যুলোক উদ্দেশে স্বাহা, সূর্য্য উদ্দেশে স্বাহা, চন্দ্র উদ্দেশে স্বাহা, নক্ষত্রগণ উদ্দেশে স্বাহা, ইন্দ্র উদ্দেশে স্বাহা, বৃহস্পতি উদ্দেশে স্বাহা, প্রজাপতি উদ্দেশে স্বাহা, ব্রহ্ম উদ্দেশে স্বাহা, স্বধাভুক্ পিতৃগণ উদ্দেশে স্বাহা, রুদ্ররূপী পশুপতি উদ্দেশে স্বাহা ॥ ১৩০ ॥

দেবগণ উদ্দেশে স্বাহা, পিতৃগণ উদ্দেশে স্বধা হউক, ভূতগণ উদ্দেশে নমস্কার, মনুষ্যগণ উদ্দেশে বহন কর; প্রজাপতি উদ্দেশে স্বাহা, পরমেষ্ঠী উদ্দেশে স্বাহা ॥ ১৩১ ॥

অক্ষিপ্ত কূপ যেমন শতধার ও সহস্রধার হয়, ঠিক তেমনি আমার ন ধান্য প্রভৃতি শত-সহস্রধারায় অক্ষয়ভাবে উপস্থিত হউক। অতএব

বলিং পুষ্টিকামো হরামি, ময়ি পুষ্টিং পুষ্টিপতির্দ্দধাতু স্বাহা ॥ ১৩২ ॥

ওঁ তদ্‌ব্রহ্মা। ওঁ তদ্বায়ুঃ। ওঁ তদাত্মা। ওঁ তৎ সত্যং। ওঁ তৎসর্ব্বং। ওঁ তৎপুরো নমঃ ॥ ১৩৩ ॥

অন্তশ্চরতি ভূতেষু গুহায়াং বিশ্বমূর্ত্তিষু। ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্‌কারস্ত্বমিন্দ্রস্ত্বং রুদ্রস্ত্বং বিষ্ণুস্ত্বং ব্রহ্মাস্ত্বং প্রজাপতিঃ। ত্বং তদাপঃ, আপো জ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ সুবরোম্ ॥ ১৩৪ ॥

শ্রদ্ধায়াং প্রাণে নিবিষ্টোঽমৃতং জুহোমি। শ্রদ্ধায়ামপানে নিবিষ্টোঽমৃতং জুহোমি। শ্রদ্ধায়াং ব্যানে নিবিষ্টোঽমৃতং জুহোমি। শ্রদ্ধায়ামুদানে নিবিষ্টোঽমৃতং জুহোমি। শ্রদ্ধায়াংসমানে নিবিষ্টোঽমৃতং জুহোমি। ব্রহ্মণি ম আত্মা অমৃতত্বায়। অমৃতোপস্তরণমসি ॥ ১৩৫ ॥

ধনধান্য উদ্দেশে স্বাহা, যে সকল ভূত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া দিবারাত্র বলি আকাঙ্ক্ষা করিয়া বিচরণ করিতেছে; আমি সেই সকল ভূতগণ উদ্দেশে বলি আহরণ করিতেছি; পুষ্টিপতি আমাতে পুষ্টি আধান করুন ॥ ১৩২ ॥

তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই বায়ু, তিনিই আত্মা, তিনিই সত্য, তিনি সর্ব্বময় অতএব পুরোবর্ত্তী তাঁহার উদ্দেশে নমস্কার ॥ ১৩৩ ॥

বিশ্বরূপী সর্ব্বভূতের অভ্যন্তর গুহাতে বিচরণ কর; তুমিই যজ্ঞ, তুমি বষট্‌কার, তুমি ইন্দ্র, তুমি রুদ্র, তুমি বিষ্ণু, তুমি ব্রহ্ম, তুমি প্রজাপতি তুমিই সেই জল, আপ্ ও জ্যোতিরস, অমৃত ব্রহ্মস্বরূপ ॥ ১৩৪ ॥

শ্রদ্ধারূপী প্রাণে নিবিষ্ট হইয়া অমৃতহোম করিতেছি; শ্রদ্ধারূপী অপানে নিবিষ্ট হইয়া অমৃতহোম করিতেছি; শ্রদ্ধারূপী ব্যানে নিবিষ্ট হইয়া অমৃতহোম করিতেছি; শ্রদ্ধারূপী সমানে নিবিষ্ট হইয়া অমৃতহোম করিতেছি। আত্মা ব্রহ্মেতে অর্পিত হইয়া অমৃতত্ব লাভের নিমিত্ত সমর্থ হয়। হে অমৃত! তুমি হইতেছ প্রাণের আচ্ছাদক বস্ত্রস্বরূপ ॥ ১৩৫ ॥

শ্রদ্ধায়াং প্রাণে নিবিষ্টোঽমৃতং জুহোমি, শিবো মাবিশাপ্রদাহায়, প্রাণায় স্বাহা। শ্রদ্ধায়ামপানে নিবিষ্টোঽমৃতং জুহোমি, শিবো মাবিশাপ্রদাহায়, অপানায় স্বাহা। শ্রদ্ধায়াং ব্যানে নিবিষ্টোঽমৃতং জুহোমি, শিবো মাবিশাপ্রদাহায়, ব্যানায় স্বাহা। শ্রদ্ধায়ামুদানে নিবিষ্টোঽমৃতং জুহোমি, শিবো মাবিশাপ্রদাহায়, উদানায় স্বাহা। শ্রদ্ধায়াংসমানে নিবিষ্টোঽমৃতং জুহোমি, শিবো মাবিশাপ্রদাহায়, সমানায় স্বাহা। ব্রহ্মণি মে আত্মা অমৃতত্বায়। অমৃতাপিধানমসি ॥ ১৩৬ ॥

শ্রদ্ধাপ্রাণে নিবিষ্ট হইয়া অমৃতহোম করিতেছি, হে শিব! আমি যেন অন্নের ন্যায় দাহ প্রাপ্ত না হই, এইজন্য তুমি আমাতে প্রবেশ কর; প্রাণের উদ্দেশে ত্যাগ করিতেছি। শ্রদ্ধায় অপানে নিবিষ্ট হইয়া অমৃতহোম করিতেছি; হে শিব! আমি যেন অন্নের ন্যায় দগ্ধ না হই, এই নিমিত্ত তুমি আমাতে প্রবেশ কর। অপানের উদ্দেশে ত্যাগ করিতেছি। শ্রদ্ধায় ব্যানে নিবিষ্ট হইয়া অমৃতহোম করিতেছি; হে শিব! তুমি আমায় প্রবেশ কর, আমি যেন অন্নের ন্যায় দগ্ধ না হই। ব্যানের উদ্দেশে ত্যাগ করিতেছি। শ্রদ্ধায় উদানে নিবিষ্ট হইয়া অমৃতহোম করিতেছি। হে শিব! তুমি আমাতে প্রবেশ কর, আমি যেন দাহ প্রাপ্ত না হই। উদানের উদ্দেশে ত্যাগ করিতেছি। শ্রদ্ধায় সমানে নিবিষ্ট হইয়া অমৃতহোম করিতেছি, হে শিব! আমি যেন দাহ প্রাপ্ত না হই, এইজন্য তুমি আমায় প্রবিষ্ট হও। সমানের উদ্দেশে ত্যাগ করিতেছি। আমার আত্মা ব্রহ্মেতে অর্পিত হইয়া মোক্ষলাভে সমর্থ হউক। হে উদক! তুমি অমৃতের অপিধান অর্থাৎ প্রাণের আচ্ছাদক বস্ত্রস্বরূপ ॥ ১৩৬ ॥

শ্রদ্ধায়াং প্রাণে নিবিশ্যামৃতꣳহুতং, প্রাণমন্নেনাপ্যায়স্ব। শ্রদ্ধায়ামপানে নিবিশ্যামৃতꣳহুতং, অপানমন্নেনাপ্যায়স্ব। শ্রদ্ধায়ামুদানে নিবিশ্যামৃতꣳহুতং, উদানমন্নেনাপ্যায়স্ব। শ্রদ্ধায়াꣳসমানে নিবিশ্যামৃতꣳহুতং, সমানমন্নেনাপ্যায়স্ব ॥ ১৩৭ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽঙ্গুষ্ঠঞ্চ সমাশ্রিতঃ। ঈশঃ সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভুঃ প্রীণাতি বিশ্বভুক্ ॥ ১৩৮ ॥

বাঙ্ম-আস্যে। নসোঃ প্রাণঃ। অক্ষোশ্চক্ষুঃ। কর্ণয়োঃ শ্রোত্রং। বাহুবোর্ব্বলং। উরুবোরোজঃ। অরিষ্টা বিশ্বান্যঙ্গানি তনূঃ ॥ ১৩৯ ॥

তনুবা মে সহ নমস্তে অস্তু মা মাহিꣳসীঃ; বয়ঃ সুপর্ণা উপসেদুরিন্দ্রং প্রিয়মেধা ঋষয়ো নাধমানাঃ। অপধ্বান্তমূর্ণুহি পূর্দ্ধি চক্ষুর্মুমুগ্ধ্যস্মান্নিধ এব বদ্ধান্ ॥ ১৪০ ॥

শ্রদ্ধায় প্রাণে অভিনিবেশপূর্ব্বক অমৃত হুত হইয়াছে, অন্নের দ্বারা প্রাণকে আপ্যায়িত কর। শ্রদ্ধায় অপানে অভিনিবেশপূর্ব্বক অমৃত হুত হইয়াছে; অন্নদ্বারা অপানকে আপ্যায়িত কর। শ্রদ্ধায় ব্যানে অভিনিবেশপূর্ব্বক অমৃত হুত হইয়াছে; অন্নদ্বারা ব্যানকে আপ্যায়িত কর। শ্রদ্ধায় উদানে অভিনিবেশপূর্ব্বক অমৃত হুত হইয়াছে; অন্নদ্বারা উদানকে আপ্যায়িত কর। শ্রদ্ধায় সমানে নিবেশপূর্ব্বক অমৃত হুত হইয়াছে, অন্নদ্বারা সমানকে আপ্যায়িত কর ॥ ১৩৭ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ অঙ্গুষ্ঠমাত্র স্থানকে আশ্রয় করিয়া আছে; সমস্ত জগতের ঈশ্বর ও বিশ্বভুক্ প্রভু সমস্তকে প্রীত করেন ॥ ১৩৮ ॥

আমার আস্যে বাক্, নাসিকা দ্বয়ে প্রাণ, অক্ষিদ্বয়ে চক্ষু, কর্ণ দ্বয়ে শ্রোত্র, বাহুদ্বয়ে বল, উরুদ্বয়ে ওজ এবং অন্যান্য সমস্ত অঙ্গকে অরি[ষ্টা] আশ্রয় কর ॥ ১৩৯ ॥

প্রাণানাং গ্রন্থিরসি রুদ্রো মা বিশান্তকঃ। তেনান্নেনাপ্যায়স্ব। নমো রুদ্রায় বিষ্ণবে মৃত্যোর্মে পাহি॥ ১৪১॥

ত্বমগ্নে দ্যুভিস্ত্বমাশুশুক্ষণিস্ত্বমদ্ভ্যস্ত্বমোষধয়ঃ পরি। ত্বং বনেভ্যস্ত্বমোষধীভ্যস্ত্বং নৃণাং নৃপতে জায়সে শুচিঃ॥ ১৪২॥

শিবেন মে সংতিষ্ঠস্ব। স্যোনেন মে সংতিষ্ঠস্ব। সুভূতেন মে সংতিষ্ঠস্ব। ব্রহ্মবর্চ্চসেন মে সংতিষ্ঠস্ব। যজ্ঞস্যর্ধিমনু সংতিষ্ঠস্বোপ তে যজ্ঞ নম উপ তে নম উপতে নমঃ॥ ১৪৩॥

আমার অঙ্গসকলের উদ্দেশে নমস্কার হউক, আমাকে হিংসা করিও না য়ঃসুপর্ণ ও মেধাবীঋষিগণ প্রার্থিত হইয়া ইন্দ্রকে উপসন্ন হইয়াছিলেন, জ্ঞান রহিত চক্ষু প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, আমাদিগকে সই চক্ষু প্রদান কর, যাহা দ্বারা মুক্ত আমাদিগকে বদ্ধ না করিতে ারে॥ ১৪০॥

হে রুদ্র! তুমি প্রাণ সকলের গ্রন্থিস্বরূপ, তুমি আমাতে প্রবিষ্ট হও বং সেই অন্ন দ্বারা তৃপ্ত হও। বিশ্বব্যাপী রুদ্র উদ্দেশে নমস্কার, আমাকে ত্যু হইতে রক্ষা কর॥ ১৪১॥

হে অগ্নি! তুমি দ্যুলোকে অগ্নি; তুমি জলে সর্ব্বতোভাবে ষধিসমূহ স্বরূপ। তুমি বন ও ওষধি সমূহ হইতে নরগণ সম্বন্ধে শুচি পতি হও॥ ১৪২॥

আমার সম্বন্ধে মঙ্গলময় হইয়া থাক, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাক, আমার ম্বন্ধে স্বভূত হইয়া অবস্থিত হও, ব্রহ্মবর্চ্চস দ্বারা অবস্থিত হও, যজ্ঞ সম্পত্তি নুসরণ করতঃ উপস্থিত হও। হে যজ্ঞ! তোমার উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ মস্কার॥ ১৪৩॥

সত্যং পরম্পরꣳসত্যꣳসত্যেন ন সুবর্গাল্লোকাচ্চ্যবন্তে কদাচন, সতাꣳহি সত্যং, তস্মাৎ সত্যে রমন্তে। তপ ইতি, তপো নানশনাৎ পরং যদ্ধি পরং তপস্তদ্দুর্দ্ধর্ষং তদ্দুরাধর্ষং, তস্মাত্তপসি রমন্তে। দম ইতি নিয়মং ব্রহ্মচারিণস্তস্মাদ্দমে রমন্তে। শম ইত্যরণ্যে মুনয়স্তস্মাচ্ছমে রমন্তে। দানমিতি সর্ব্বাণি ভূতানি প্রশꣳসন্তি, দানান্নাতিদুশ্চরং, তস্মাদ্দানে রমন্তে। ধর্ম্ম ইতি ধর্ম্মেণ সর্ব্বমিদং পরিগৃহীতং, ধর্ম্মান্নাতিদুষ্করং তস্মাদ্ধর্ম্মে রমন্তে। প্রজন ইতি ভূয়াꣳসস্তস্মাদ্ভূয়িষ্ঠাঃ প্রজায়ন্তে, তস্মাদ্ভূয়িষ্ঠাঃ প্রজননে রমন্তে ॥ ১৪৪ ॥

অগ্নয় ইত্যাহ তস্মাদগ্নয় আধাতব্যা। অগ্নিহোত্রমিত্যাহ, তস্মাদগ্নিহোত্রে রমন্তে। যজ্ঞ ইতি যজ্ঞো হি দেবাস্তস্মাদযজ্ঞে

সত্যই পর এবং পরই সত্য; সত্য দ্বারাই স্বর্গলোক হইতে চ্যুত হয় না। কোন সময়েই সজ্জনদিগেরই সত্য হয়। সেই নিমিত্ত তাহারা সত্যে রত থাকেন। লোক প্রসিদ্ধ যে, তপ, সেই তপও অনশন হইতে অন্য নহে; যাহা পর অর্থাৎ অনশন*অপেক্ষা ভিন্ন, তাহাও দুরাধর্ষ অর্থাৎ স্পর্শ বা সহ্য করিতে শক্য নহে, সেই নিমিত্ত সাধুরা তপস্যাতে রত থাকেন। দম, ইহাও ব্রহ্মচারীদিগের নিয়ত অর্থাৎ নিয়ম, সেই নিমিত্ত সাধুরা দমে রত থাকেন। অরণ্যে মুনিগণ শম-বৃত্তিশালী, এইজন্য শমে রত থাকে। দানকে সর্ব্বজনেই প্রশংসা করে, দান অপেক্ষা অতিশয় দুশ্চরও কিছু নাই; সেই হেতু সাধুরা দানে রত থাকেন। লোক প্রসিদ্ধ যে, ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্ম দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে এবং ধর্ম্ম অপেক্ষা অতিশয় দুশ্চরও আর কিছুই নাই। প্রজননকে বহুতর লোকেই প্রশংসা করে, তাহা হইতেই লোকে ভূয়িষ্ঠ প্রজা উৎপাদন করে। সেই নিমিত্তই প্রজননে সকলে রত হয় ॥ ১৪৪ ॥

রমন্তে, মানসমিতি বিদ্বাংসস্তস্মাদ্বিদ্বাংস এব মানসে রমন্তে। ন্যাস ইতি ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হি পরঃ পরো হি ব্রহ্মা,তানি বা এতান্যবরাণি তপাংসি ন্যাস এবাত্যরেচয়ৎ ; য এবং বেদেত্যুপনিষৎ ॥ ১৪৫ ॥

প্রাজাপত্যো হারুণিঃ সুপর্ণেয়ঃ প্রজাপতিং পিতরমুপসসার কিং ভগবন্তঃ পরমং বদন্তীতি। তস্মৈ প্রোবাচ, সত্যেন বায়ুরাবাতি সত্যেনাদিত্যো রোচতে দিবি সত্যং বচঃ প্রতিষ্ঠা সত্যে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্। তস্মাৎ সত্যং পরমং বদন্তি ॥ ১৪৬ ॥

"অগ্নি" এই বলিয়া প্রশংসা করিয়াছিল, সেই হেতু অগ্নি সকল আধান করিবে। অগ্নিহোত্র এই কথা বলিয়া প্রশংসা করিয়াছিল, সেই হেতুই অগ্নিহোত্রে রত হয়। আর যে যজ্ঞ, সেই যজ্ঞই দেবগণের স্বভূত, যেহেতু দেবতারা যজ্ঞ দ্বারাই স্বর্গে গমন করিয়াছেন, সেই জন্যই যজ্ঞে সকলে রত হয়। বিদ্বানেরা মানসকে (পরম সাধন) বলিয়া থাকেন, সেই নিমিত্ত মানসে রত হয়। ন্যাসই ব্রহ্মা, ব্রহ্মাই পর এবং পরই ব্রহ্মা, সেই সকল তপস্যা অবর, অর্থাৎ উৎকৃষ্ট নহে; একমাত্র ন্যাসই তপস্যা সকলকে অতিক্রম করিয়াছে। যিনি এই ভাব অবগত হন, তিনি তৎসমস্ত ফল লাভ করেন, ইহাই উপনিষদের তাৎপর্য্য ॥ ১৪৫ ॥

প্রজাপতি-তনয় সুপর্ণা-গর্ভজাত আরুণি, পিতা প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, জ্ঞানৈশ্বর্য্যশালী আপনারা কাহাকে পরম বলেন? তদুত্তরে প্রজাপতি তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, সত্য দ্বারাই বায়ু প্রবাহিত হইতেছে,সত্য দ্বারা আদিত্য আকাশে শোভা পাইতেছে, সত্যই বাক্যের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় এবং সমস্তই সত্যে প্রতিষ্ঠিত, এই নিমিত্তই সত্যকে পরম অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বলিয়া থাকে ॥ ১৪৬ ॥

তপসা দেবা দেবতামগ্র আয়ন্, তপস ঋষয়ঃ স্বুরম্ব-বিন্দন্, তপসা সপত্নান্ প্রণুদামারাতীংস্তপসি সর্ব্বং প্রতি-ষ্ঠিতং, তস্মাত্তপঃ পরমং বদন্তি ॥ ১৪৭ ॥

দমেন দান্তাঃ কিল্বিষমবধূন্বন্তি দমেন ব্রহ্মচারিণঃ স্ববরগচ্ছন্। তদ্দমো ভূতানাং দুরাধর্ষং দমে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং, তস্মাদ্দমঃ পরমং বদন্তি ॥ ১৪৮ ॥

শমেন শান্তাঃ শিবমাচরন্তি শমেন নাকং মুনয়োঽন্ববিন্দন্, শমো ভূতানাং দুরাধর্ষং শমে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাচ্ছমঃ পরমং বদন্তি ॥ ১৪৯ ॥

দানং যজ্ঞানাং বরূথং দক্ষিণা লোকে দাতারং সর্ব্বভূতা-ন্যুপজীবন্তি, দানেনারাতীরপানুদন্ত, দানেন দ্বিষন্তো মিত্রা

দেবতারা তপস্যা দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, ঋষিগণ তপস্যা হইতে স্বর্গ লাভ করিয়াছেন। তপস্যা দ্বারা অংশগ্রাহী শত্রুগণকে অপনোদিত করে এবং তপস্যাতেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত আছে; সেই নিমিত্তই তপস্যাকে পরম বলে ॥ ১৪৭ ॥

দম দ্বারা দান্ত হইয়া কিল্বিষ অর্থাৎ পাপকে অভিভূত করে, দম দ্বারাই ব্রহ্মচারীরা স্বর্গে গিয়াছেন; দম ভূতগণের দুরাধর্ষ এবং দমেই সমস্ত বস্তু প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই নিমিত্ত দমকে পরম বলিয়া নির্দ্দেশ করে ॥ ১৪৮ ॥

শম দ্বারা শান্ত হইয়াই শুভ কর্ম্ম আচরণ করে, মুনিগণ শম দ্বারাই স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন, শম ভূতগণের দুরাধর্ষ এবং শমেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই নিমিত্ত শমকে অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া থাকে ॥ ১৪৯ ॥

দানই যজ্ঞ সকলের মধ্যে বরূথ অর্থাৎ সেনাপতিস্বরূপ, লোকে দক্ষিণা সমস্ত দাতা ও সমস্ত ভূতকে উপজীব্য করে, দান দ্বারাই শত্রুগণকে

ভবন্তি, দানে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং। তস্মাদ্দানং পরমং বদন্তি ॥ ১৫০ ॥

ধর্ম্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা। লোকে ধর্ম্মিষ্ঠং প্রজা উপসর্পন্তি, ধর্ম্মেণ পাপমপনুদন্তি, ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং। তস্মাৎ ধর্ম্মং পরমং বদন্তি ॥ ১৫১ ॥

প্রজননং বৈ প্রতিষ্ঠা লোকে সাধু প্রজায়াস্তন্তুং তন্বানঃ পিতৃণামনৃণো ভবতি, তদেব তস্যাঽনৃণ্যং। তস্মাৎ প্রজননং পরমং বদন্তি ॥ ১৫২ ॥

অগ্নয়ো বৈ ত্রয়ীবিদ্যা দেবযানঃ পন্থা গার্হপত্যমৃক্‌-পৃথিবী রথান্তরমন্বাহার্য্যপচনং যজুরন্তরিক্ষং বামদেব্যমাহ-বনীয়ঃ ॥ ১৫৩ ॥

সাম সুবর্গো লোকে বৃহত্তস্মাদগ্নীন্ পরমং বদন্ত্যগ্নিহোত্রং সায়ং প্রাতর্গৃহাণাং নিষ্কৃতিঃ স্বিষ্টং সুহুতং যজ্ঞক্রতূনাং প্রায়ং

অপনোদিত করে, দান দ্বারা শত্রুগণও মিত্র হয় এবং দানেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত, সেই হেতু দানকে অত্যুৎকৃষ্ট বলে ॥ ১৫০ ॥

ধর্ম্ম সমস্ত জগতের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়, সংসারের প্রজাগণও ধর্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তিকে আশ্রয় করে, ধর্ম্ম দ্বারা পাপকে অপনোদিত করে; ধর্ম্মে সমস্ত প্রতিষ্ঠিত। সেই হেতু ধর্ম্মকে উৎকৃষ্ট বলে ॥ ১৫১ ॥

লোকে প্রজননই প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ লোকস্থিতির হেতু, জীবগণ উত্তম প্রজাতন্তু বিস্তার করত পিতৃগণের নিকট অঋণী হয়, এবং তাহাই পুরুষের আনৃণ্য, সেই হেতু প্রজননকে পরম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ॥ ১৫২ ॥

অগ্নি সকলই ত্রয়ী বিদ্যা ও দেবযান পথ, গার্হপত্য ঋক্‌, পৃথিবী, রথান্তর, অন্বাহার্য্যপচন, জুহূ, অন্তরিক্ষ, বামদেব্য ও আহবনীয় স্বরূপ ॥ ১৫৩ ॥

সুবর্গস্য লোকস্য জ্যোতিঃ, তস্মাদগ্নিহোত্রং পরমং বদন্তি ॥ ১৫৪ ॥

যজ্ঞ ইতি, যজ্ঞেন হি দেবা দিবং গতা যজ্ঞেনাসুরান-পানুদন্ত যজ্ঞেন দ্বিষন্তো মিত্রা ভবন্তি যজ্ঞে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং। তস্মাদ্যজ্ঞং পরমং বদন্তি ॥ ১৫৫ ॥

মানসং বৈ প্রাজাপত্যং পবিত্রং, মানসেন মনসা সাধু পশ্যতি, মানসা ঋষয়ঃ প্রজা অসৃজন্ত মানসে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং, তস্মান্মানসং পরমং বদন্তি ॥ ১৫৬ ॥

সেই নিমিত্ত অগ্নিকে উৎকৃষ্ট বলিয়া থাকে; সায়ং ও প্রাতঃকালে সুন্দররূপে হুত অগ্নিহোত্রই স্বিষ্ট অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে যাগকৃত হয় এবং তাহাই দোষ সকলের অর্থাৎ গৃহপ্রযুক্ত পাপসকলের নিষ্কৃতি (নিস্তারের উপায়)। আরও, তাহাই যজ্ঞ ও ক্রতু * সকলের পরম অয়ন অর্থাৎ উপায় এবং স্বর্গ-লোকের পথপ্রদর্শক বলিয়া জ্যোতিঃস্বরূপ। সেই নিমিত্ত অগ্নিহোত্রকে উৎকৃষ্ট বলা হয় ॥ ১৫৪ ॥

"যজ্ঞ" এই বলিয়া প্রশংসা করে, কেননা, দেবগণ যজ্ঞদ্বারা দেবত্ব লাভ করিয়াছেন, যজ্ঞ দ্বারাই অসুরগণকে পরাস্ত করিয়াছেন, যজ্ঞদ্বারা দ্বেষকারীগণও মিত্র হয় এবং যজ্ঞেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত আছে; সেই নিমিত্তই যজ্ঞকে উৎকৃষ্ট বলিয়া থাকে ॥ ১৫৫ ॥

মনই পবিত্র ও প্রাজাপত্য অর্থাৎ প্রজাপতি দেবতাশ্রিত; মন দ্বারা সাধু দর্শন অর্থাৎ উত্তম জ্ঞান লাভ করে; মানস ঋষিগণ প্রজা সকল সৃষ্টি করিয়াছেন; মানসে সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই নিমিত্ত মানসকে পরম বা উৎকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করে ॥ ১৫৬ ॥

---

* যাহাতে সোমের ব্যবহার নাই, সেই যাগের নাম যজ্ঞ এবং যাহাতে সোমের ব্যবহার আছে, সেই যাগের নাম ক্রতু।

ন্যাস ইত্যাহুর্ম্মনীষিণো ব্রহ্মাণং, ব্রহ্মা বিশ্বঃ কতমঃ স্বয়ম্ভুঃ প্রজাপতিঃ সংবৎসর ইতি, সংবৎসরোঽসাবাদিত্যঃ, য এষ আদিত্যে পুরুষঃ স পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাত্মা যাভিরাদিত্য-স্তপতি রশ্মিভিস্তাভিঃ পর্জ্জন্যো বর্ষতি পর্জ্জন্যেনৌষধিবন-স্পতয়ঃ প্রজায়ন্তে। ওষধিবনস্পতিভিরন্নং ভবত্যন্নেন প্রাণাঃ প্রাণৈর্ব্বলং বলেন তপস্তপসা শ্রদ্ধা শ্রদ্ধয়া মেধা মেধয়া মনীষা মনীষয়া মনো মনসা শান্তিঃ শান্ত্যা চিত্তং চিত্তেন স্মৃতিঃ স্মৃত্যা স্মারং স্মারেণ বিজ্ঞানং বিজ্ঞানেনাত্মানং বেদয়তি, তস্মাদন্নন্দদস্তঃ সর্ব্বাণ্যেতানি দদাত্যন্নাৎ প্রাণা ভবন্তি ভূতানাং প্রাণৈর্ম্মনো মনসশ্চ বিজ্ঞানং বিজ্ঞানাদানন্দো ব্রহ্ম-যোনিঃ। স বা এষ পুরুষঃ পঞ্চধা পঞ্চাত্মা যেন সর্ব্বমিদং

ন্যাস অর্থাৎ সন্ন্যাসই শ্রেষ্ঠতম, একথা মনীষীগণ ব্রহ্মাকে বলিয়া-ছেন। সেই বিশ্ব ব্রহ্মা কে? না—স্বয়ম্ভু-প্রজাপতি, সংবৎসর; এই আদিত্যই সেই সংবৎসর এবং সেই আদিত্যে এই যে পুরুষ, তিনিই পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাত্মা। আদিত্য যে সকল রশ্মিদ্বারা তাপ দেন, পর্জ্জন্য তৎসমস্ত দ্বারা বর্ষণ করে এবং পর্জ্জন্য হইতে ওষধি ও বনস্পতিসকল জন্মলাভ করে। ওষধি ও বনস্পতিসকল হইতে অন্ন হয়, অন্ন দ্বারা সমস্ত প্রাণ, প্রাণ দ্বারা বল, বল দ্বারা তপ, তপ দ্বারা শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা দ্বারা মেধা, মেধা দ্বারা মনীষা, মনীষা দ্বারা মন, মন দ্বারা শান্তি, শান্তি দ্বারা চিত্ত, চিত্ত দ্বারা স্মৃতি, স্মৃতি দ্বারা স্মার, স্মার দ্বারা বিজ্ঞান, বিজ্ঞান দ্বারা আত্মাকে অবগত হয়; সেই হেতু অন্ন দান করিলে এই পূর্ব্বোক্ত সমস্তই দান করা হয়। কেননা, অন্ন হইতেই সমস্ত প্রাণীগণের প্রাণ উৎপন্ন হয়, প্রাণ দ্বারা মন, মন দ্বারা বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে ব্রহ্মযোনি আনন্দ অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ লব্ধ হয়। সেই পুরুষই পঞ্চ, ইন্দ্রিয়ভেদে পঞ্চভূতাত্মক, যাহা দ্বারা এই সমস্ত জগৎ প্রোত

প্রোতং পৃথিবী চান্তরিক্ষং চ দ্যৌশ্চ দিশশ্চাবান্তরদিশশ্চ স বৈ সর্ব্বমিদং জগৎ ॥ ১৫৭ ॥

সভূতংসভব্যং জিজ্ঞাস ক্লৃপ্ত ঋতজারয়িষ্ঠা। শ্রদ্ধা সত্যো মহস্বাংস্তপসো বরিষ্ঠান্ জ্ঞাত্বা তমেব মনসা হৃদা। ভূয়ো ন মৃত্যুমুপযাহি বিদ্বান্ তস্মান্ন্যাসমেষাং তপসা মতিরিক্তমাহুঃ ॥ ১৫৮ ॥

বস্বরণ্যো বিভূরসি। প্রাণে ত্বমসি সন্ধাতা, ব্রহ্মন্ ত্বমসি বিশ্বধৃত্তেজোদাস্ত্বমস্যগ্নিরসি বর্চোদাস্ত্বমসি সূর্য্যস্য দ্যুম্নো-দাস্ত্বমসি চন্দ্রমস উপযাম গৃহীতোঽসি ব্রহ্মণে ত্বামহস ওমিত্যাত্মানং যুঞ্জীত তদ্বৈ মহোপনিষদং দেবানাং গুহ্যং য এবং বেদ ব্রহ্মণো মহিমানমাপ্নোতি। তস্মাদ্ব্রহ্মণো মহিমানমিত্যুপনিষৎ। তস্যৈবং বিদুষো যজ্ঞস্যাত্মা যজমানঃ

অর্থাৎ গ্রথিত। পুরুষেরা প্রত্যেকেই পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দ্যৌ, সকলদিক্ এবং অবান্তর দিক্‌সকল, অধিক কি, সমস্ত জগৎই ব্যাপিয়া রহিয়াছে ॥ ১৫৭ ॥

ভূত ও ভব্যের সহিত পুরুষকে জিজ্ঞাসা কর, কৢপ্ত সত্য অর্থাৎ যাহা সত্যতা কল্পিত হইয়াছে, সেই সংসারকে জীর্ণ কর। শ্রদ্ধা, সত্য এবং তেজঃসম্পন্ন হইয়া তপস্যা দ্বারা সর্ব্বোপরি বিদ্যমান যথোক্তরূপ সেই আত্মাকে চিত্ত ও বুদ্ধি দ্বারা জানিয়া অর্থাৎ সাক্ষাৎ করিয়া বিদ্বান পুনর্ব্বার আর মৃত্যুকে প্রাপ্ত হন না। সেই নিমিত্তই দ্বাদশ প্রকার তপস্যার মধ্যে সন্ন্যাসকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গিয়াছেন ॥ ১৫৮ ॥

নারায়ণ! তুমি সকলের বসু অর্থাৎ নিবাসভূমি, তুমিই স্তবনীয় বিভু এবং প্রাণের সম্যক্‌রূপে ধারক হও, তুমিই বিশ্বধারী ব্রহ্ম, তুমি তেজঃপ্রদ অগ্নি যাহা মুখ তাহা আহবনীয়, যাহা ব্যাহৃতি তাহা আহুতি এবং যাহা ই

।ন্ধা পত্নী শরীরমিধ্মমুরো বেদির্লোমানি বর্হির্বেদঃ শিখা
দয়ং যূপঃ কাম আজ্যং মন্যুঃ পশুস্তপোঽগ্নির্দমঃ শময়িতা।
ক্ষিণা বাগ্‌হোতা প্রাণ উদ্গাতা চক্ষুরধ্বর্য্যুর্মনো ব্রহ্মা
শ্রোত্রমগ্নীধ্রং যাবদ্ধ্রিয়তে সা দীক্ষা যদশ্নাতি তদ্ধবির্যৎ
।বতি তদস্য সোমপানং যদ্রমতে তদুপসদো যৎ সঞ্চরত্যুপ-
।শত্যুত্তিষ্ঠতে চ স প্রবর্গ্যো যন্মুখং তদাহবনীয়ো
।ব্যাহৃতিরাহুতির্যদস্য বিজ্ঞানং তজ্জুহোতি। যৎ সায়ং
।তরত্তি তৎ সমিধং, যৎ প্রাতর্মধ্যং দিনংসায়ং চ
।নি সবনানি, যে অহোরাত্রে তে দর্শপূর্ণমাসৌ যে অর্দ্ধ-
।সাশ্চ মাসাশ্চ তে চাতুর্ম্মাস্যানি। যে ঋতবস্তে পশুবন্ধা
। সংবৎসরাশ্চ পরিবৎসরাশ্চ তেঽহর্গণাঃ সর্ব্ববেদসং বা-
তৎ সত্রম্। যন্মরণং তদবভৃথ এতদ্বৈ জরামর্য্যমগ্নিহোত্রং
রং। য এবং বিদ্বানুদগয়নে প্রমীয়তে, দেবানামেব
হিমানং গত্বাদিত্যস্য সাযুজ্যং গচ্ছত্যথ যো দক্ষিণে
মীয়তে পিতৃণামেব মহিমানং গত্বা চন্দ্রমসঃ সাযুজ্যং
লাকতামাপ্নোতি, তত্র তৌ বৈ সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্ম্মহিমানৌ

ন, তাহাই হোম করা হয়। যাহা সায়ং ও প্রাতঃকাল, তাহা সমিধ;
প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ং কাল, তাহা সবন, যাহা অহোরাত্র, তাহা দর্শ
পৌর্ণমাস, আর যে অর্দ্ধমাস ও মাস সকল, তৎসমুদয় চাতুর্মাস্য; যে
ঋতু, তাহারা পশুবন্ধন—যূপ, আর যে সংবৎসর ও পরিবৎসর, তাহা
ণ, ইহা সর্ব্ববেদসনামক সত্র। যাহা মরণ তাহা অবভৃথ, ইহাই হইতেছে
ও মরণহারক অগ্নিহোত্র সত্র। এই প্রকার যে বিজ্ঞানশালী বিদ্বান
য়নে মৃত হয়, তাহারা দেবগণেরই মহিমাকে প্রাপ্ত হইয়া আদিত্যের

ব্রাহ্মণো বিদ্বানভিজয়তি, তস্মাদ্‌ব্রহ্মণো মহিমানমাপ্নোতি তস্মাদ্‌ব্রহ্মণো মহিমানম্ ॥ ১৫৯ ॥

ইতি তৈত্তিরীয়ে নারায়ণোপনিষৎ সমাপ্তা।

সাযুজ্য লাভ করে। আর, যাহারা দক্ষিণায়নে মরে, তাহারা পিতৃগণে মহত্বকেই প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রের সাযুজ্য ও সলোকতা লাভ করে। ব্রাহ্ম সূর্য্য ও চন্দ্রের এই প্রকার উভয় মহিমাকে জানিলে সমস্ত জয় করে এ তন্নিবন্ধনই ব্রহ্মের মহিমাকেও প্রাপ্ত হয়। অতএব ব্রহ্মের মহিমা চি করিবে ॥ ১৫৯ ॥

ইতি নারায়ণোপনিষদে বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

ওঁম্

নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায়।

ঋগ্বেদীয়-

উপনিষদঃ।

তৃতীয়াংশঃ।

(শ্রুতিভাষ্যাদিবঙ্গানুবাদৈঃ সমেতাঃ।)

সৌভাগ্যলক্ষ্ম্যুপনিষৎ, বহ্বৃচোপনিষৎ।

চতুর্ব্বেদান্তর্গত "অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ" "পঞ্চদশী" "কৃত্যকল্পদ্রুম"

"কামসূত্র" "বেদান্তরত্নাবলী" "বেদমাতাগায়ত্রী" পুরাণ,

তন্ত্র, যোগ, ষড়্দর্শনাদিবিবিধশাস্ত্র-প্রকাশক—

শ্রীযুক্ত-মহেশচন্দ্র-পালেন

সঙ্কলিতাঃ প্রকাশিতাশ্চ।

("বেদমন্দির" ১৪।১।৩।১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্; কলিকাতা।)

কলিকাতা-রাজধান্যাম্

৯নং প্রসন্নকুমারঠাকুর-ষ্ট্রীটস্থ "নিত্যানন্দাখ্য" মুদ্রণযন্ত্রে

শ্রীঅবিনাশচন্দ্রবসুনা মুদ্রিতাঃ।

১৩২০ বঙ্গাব্দীয়-শ্রাবণেমাসি।
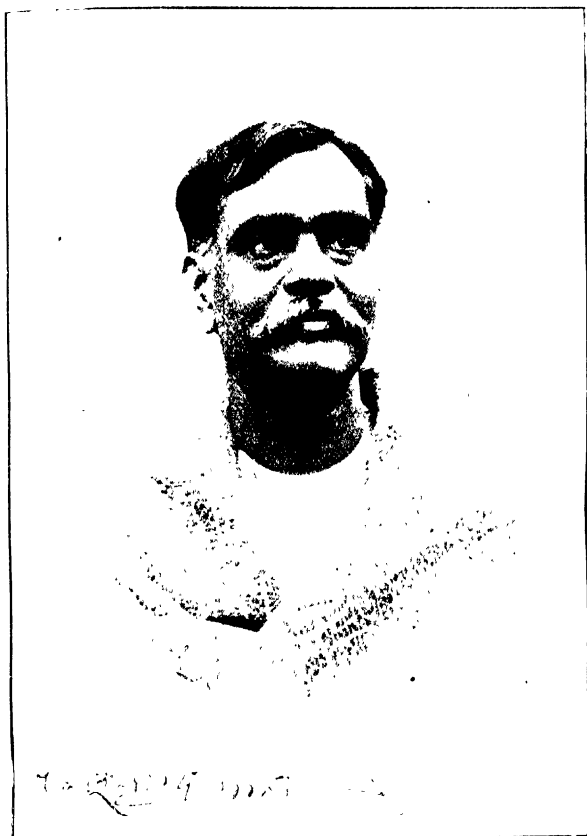
জন্ম,---সন ১২৬২ সাল, ২৫শে শ্রাবণ।

KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

সূচীপত্রম্।

দ্বিতীয়াংশস্য

৬। মুদ্গলোপনিষদি—

৭। অক্ষমালিকোপনিষদি—

৮। ত্রিপুরোপনিষদি—

তৃতীয়াংশস্য

৯। সৌভাগ্যলক্ষ্ম্যুপনিষদি—

১০। বহ্বৃচোপনিষদি—

॥ ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

ঋগ্বেদীয়-

সৌভাগ্যলক্ষ্ম্যুপনিষৎ।

ওঁ নমঃ পরমাত্মনে ॥ হরি ওঁ ॥

ওঁ বাঙ্‌মে মনসীতি শান্তিঃ ॥

ওঁ নমো গুরুভ্যো বংশঋষিভ্যো নমো নমঃ সৌভাগ্যলক্ষ্মীবিদ্যায়ৈ। "দেবা বৈ সত্রমাসত স্পৃষ্টীর্ন উপয়ামহি ইতি। তন্ন শেকুস্তথেতি। তদ্ধৈতে সংহিতাং ব্যন্তো দেবায় সচন্ত" ইত্যেবং শিশিরায়ণ্যা অস্ত্য আরণ্যক আম্নায়তে। তত্র খল্বেবং স্ত্রীকারণবাদিনী ভবত্যুপনিষৎ সৌভাগ্যলক্ষ্মীর্নাম। সুভগাশ্চ দেবা লক্ষণেন তস্যামুপনিষন্না ইতি শিশিরায়ণস্তাং লক্ষণবতীং নাম্না সৌভাগ্যলক্ষ্মীং প্রোবাচ।

ওঁ তৎ সৎ। আমরা আমাদিগের প্রাপ্য অধিকার প্রাপ্ত হই, এই কামনা করিয়া দেবগণ একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা সেই যজ্ঞ-প্রভাবে প্রাপ্তব্য অধিকার লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। তারপর তাঁহারা সকলে মিলিয়া কোন এক দেবের উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছিলেন, এবং সেই দেবের সেবা করিয়াছিলেন। এইরূপ একটি আখ্যায়িকা ঋগ্বেদের শিশিরায়ণী শাখার শেষ আরণ্যকে সমাম্নাত হইয়াছে। তাহারই শেষ ভাগ এই সৌভাগ্যলক্ষ্মী-নামক স্ত্রীকারণবাদিনী উপনিষৎ। দেবগণ সেই বিদ্যার নির্দ্দেশ অনুসারে উপাসনা করিয়া সৌভাগ্যশালী হইয়াছিলেন। এইজন্য সেই উপনিষদের তাদৃশ বিদ্যার প্রতিপাদন করিবার ক্ষমতা লক্ষণদ্বারা লক্ষ্য করিয়া মহর্ষি শিশিরায়ণ নাম

লক্ষ্মীশ্চান্যা চাথর্ব্বণিকানামেকোপনিষল্লোকে প্রসিদ্ধা, যামাহুরল্লোপনিষদিতি সংজ্ঞাতঃ। তদস্যাঃ সংজ্ঞাকৃতো ভেদঃ, সৌভাগ্যলক্ষ্মীরিয়ং, লক্ষ্মীশ্চ সেতি। অত্রৈবমাচার্য্যপরম্পরা বিজ্ঞায়তে;—বেদাদিগুরোর্ব্যাসশিষ্যস্য ভগবতঃ পৈলস্য দ্বৌ শিষ্যৌ—ইন্দ্রপ্রমতির্বাস্কলশ্চ। ইন্দ্রপ্রমতের্মার্কণ্ডেয়ঃ। মার্কণ্ডেয়াৎ সত্যশ্রবাঃ। সত্যশ্রবসঃ সত্যহিতঃ। সত্যহিতাৎ সত্যতরঃ। সত্যতরাৎ সত্যশ্রীঃ। সত্যশ্রীশিষ্যাশ্চত্বারঃ;—শাকল্যো, রথীতরো, বাস্কলি,-র্ভরদ্বাজশ্চ। তত্র শাকল্যস্য চ শিষ্যাঃ পঞ্চ, মুদ্গলো, গোকুলো, বৎসঃ, শালীয়ঃ, শিশিরায়ণশ্চ। তৈরেভিশ্চ প্রযুক্তাঃ শাখা উপশাখা ভবন্তি। তথাচ শৈশিরায়ণী চোপশাখা, যস্যা ইয়ং মহালক্ষ্মীকারণবাদা সৌভাগ্যলক্ষ্মীর্নামোপনিষৎ। তস্যা ইদমৃজু বিবরণমারভ্যতে। তত্রাদৌ বিহিতত্বাদ্ বাঙ্মে, মনসীত্যাদিশান্তিঃ কর্ত্তব্যা। অথ ব্যাচি

দিয়াছিলেন সৌভাগ্যলক্ষ্মী উপনিষৎ। এই মর্ত্ত্যলোকে আর একখানি অথর্ব্ববেদের উপনিষৎ লক্ষ্মী-নামে প্রসিদ্ধ আছে, সাধারণতঃ সকলে যাহাকে অল্লোপনিষৎ বলিয়া থাকে। তাই নামের পার্থক্যসংরক্ষণ জন্য ইহার নাম দেওয়া হইল সৌভাগ্যলক্ষ্মী; আর সেখানির নাম আছে লক্ষ্মী; সুতরাং উভয়ের নামতঃ ভেদও স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইল। বেদাদির বংশব্রাহ্মণগ্রন্থপ্রভৃতিতে আচার্য্যদিগের বংশপরম্পরা এই প্রকার পরিপঠিত হইয়াছে; বেদবিভাগকর্ত্তা ব্যাসদেবের শিষ্য ভগবান্ পৈল-ঋষি হইতেছেন আদিগুরু। তাঁহার শিষ্য দুইজন,—ইন্দ্রপ্রমতি, ও বাস্কল। ইন্দ্রপ্রমতির শিষ্য মার্কণ্ডেয়। মার্কণ্ডেয়ের সত্যশ্রবাঃ, সত্যশ্রবার সত্যহিত, সত্যহিতের সত্যতর, সত্যতরের শিষ্য সত্যশ্রী। সত্যশ্রীর শিষ্য চারিজন—শাকল্য, রথীতর, বাস্কলি ও ভরদ্বাজ। তন্মধ্যে শাকল্য-ঋষির শিষ্য পাঁচটি; মুদ্গল, গোকুল, বৎস, শালীয়, ও শিশিরায়ণ। শাকল্যপ্রভৃতি ঋষিরা যে সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহা প্রধানশাখা বলিয়া বিখ্যাত, আর মুদ্গলাদি ঋষির প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের নাম উপশাখা। তাহাদ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, শিশিরায়ণী শাখা উপশাখা, প্রধানশাখা নহে। মহালক্ষ্মীকে আদি কারণ বলিয়া যে সৌভাগ্যলক্ষ্মী উপনিষৎ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা সেই শৈশিরায়ণী উপশাখারই শেষ ভাগ, অর্থাৎ শৈশিরায়ণী উপশাখায় যে শৈশিরায়ণী সংহিতা, শৈশিরায়নব্রাহ্মণ ও শৈশিরায়ণারণ্যক প্রচলিত আছে, ইহা সেই শৈশিরায়ণারণ্যকের শেষ অংশ মাত্র। সেই সৌভাগ্যলক্ষ্মী

হরি ওঁম্॥ অথ ভগবন্তং দেবা ঊচুর্হে ভগবন্নঃ কথয়

ব্যাখ্যাসিতব্যস্য তস্যোপনিষদ্‌গ্রন্থস্য ইদমাদিমং প্রতীকম্ "অথ ভগবন্তম্" ইত্যাদি। অস্যা অপি খণ্ডাস্ত্রয় এব। তত্র খল্বাদ্যে খণ্ডেঽধমাধিকারিণো বিপ্রকীর্ণমনসঃ স্থৈর্য্যায় সাকারোপাসনাঽভিহিতা। তেন চ স্থিরচিত্তস্য—তাবদুত্থিতস্য মধ্যা-ধিকারে তত্ত্বমপশ্যতো ব্যাকুলমনসো যোগ আখ্যাতঃ সাঙ্গঃ সপরিকরঃ। পরি-শিষ্টশ্চ তৃতীয়ঃ খণ্ড ইতি। অস্তি চৈবমাখ্যায়িকা,—কদাচিদগ্নিবায়ুবরুণেন্দ্রাদয়ো দেবাঃ স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে জগৎস্রষ্টুমুদ্যুক্তাঃ স্ম। নচ তেষামাসীৎ সামর্থ্যং, যেন চ তথাবিধা ভবেৎ সৃষ্টিরিতি পর্য্যালোচ্য পরস্পরং সংহত্য সত্বরং পরমপুরুষমাদিনারা

উপনিষদের এখন এই সরল বিবরণ করা যাইতেছে। সৌভাগ্যলক্ষ্মী উপনিষদের প্রারম্ভে "ওঁং বাঙ্মে মনসি" ইত্যাদি শান্তির পাঠ করা আবশ্যক। বিধিবাক্যে ঐ মন্ত্রই ঋগ্বেদীয় উপনিষদের আদ্যন্তে পাঠ করিবার কথা অভিহিত হইয়াছে। যাহার ব্যাখ্যা করিবার জন্য অভিলাষ করা গিয়াছে, সেই সৌভাগ্যলক্ষ্মীনামক উপনিষদ্‌গ্রন্থের এইটিই আদিম প্রতীক—"অথ ভগবন্তম্" ইত্যাদি। এই সৌভাগ্যলক্ষ্মী উপনিষদেরও খণ্ড তিনটি; তন্মধ্যে প্রথমখণ্ডে চারিদিকে যাহার মনঃ ছড়াইয়া রহিয়াছে, সেই বিপ্রকীর্ণমনা অধমাধিকারীকে লক্ষ্য করিয়া সাকার-উপাসনার বিধান করা হইয়াছে। সেই উপাসনাদ্বারা মনকে স্থির করিয়া মধ্যাধিকারে উত্থিত হইলে, অতি সূক্ষ্ম দুরধিগম্য আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিতে অক্ষম হওয়ায় যাহাদিগের মনঃ সেই তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিবার জন্য উপযুক্তরূপ সাধন না পাওয়ায় ব্যাকুল হইয়াছে, সেই ব্যাকুলচেতা মধ্যাধিকারীর তত্ত্ব-দর্শনোপযোগী উৎকৃষ্ট সাধন যোগসকল সাঙ্গোপাঙ্গভাবে অভিহিত করা হই-য়াছে। ইহাদ্বারা দ্বিতীয় খণ্ড অতীত হইয়াছে। তারপর এই উভয় খণ্ডে যাহা কিছু কথিত হয় নাই, অথচ যাহা না বলিলে সাধক উপযুক্ত উপদেশ লাভ করিতে পারে না, সেই সকল চক্রভেদাদির কথা বলা হইয়াছে। তাহাদ্বারাই তৃতীয়খণ্ড পরিসমাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ একটি আখ্যায়িকা আছে; কোনও একসময়ে অগ্নি, বায়ু, বরুণ ও ইন্দ্রাদি দেবগণ নিজ নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য জগৎ সৃষ্টি করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের তাদৃশ সামর্থ্য ছিল না, যাহাদ্বারা অভীষ্টসিদ্ধিকর জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন। ইহা পর্য্যালোচনা

স্বণং শরণং জগ্মুঃ। স চ ভগবানাদিনারায়ণস্তেষামসামর্থ্যকারণমবেত্য বলমাধাতুং সুভগঙ্করণযোগমেকমুপদিদেশ। সৌভাগ্যং হি বলমানয়ৎ সমর্থং করোতীতি তদিদমম্নায়তে "অথ ভগবন্তং দেবা ঊচুঃ" ইত্যাদি। অথেত্যয়মানন্তর্য্যার্থঃ শ্রুত্যাপি বেণুবীণামৃদঙ্গাদিধ্বনিবৎ মঙ্গলপ্রয়োজনশ্চ বেদিতব্যঃ। যাচিতৃণাং প্রার্থনায়াঃ দেবস্য যোগোপদেশানন্তরমিতি তদর্থঃ। তদ্বিশেষং বুভুৎসবো দেবা ভগবন্তমাদিনারায়ণমূচুঃ। কিম্? হে ভগবন্! নোঽস্মভ্যং কথয় সৌভাগ্যলক্ষ্মী বিদ্যামিতি। সৌভাগ্যমৈশ্বর্য্যাদিকাঃ ষড়্গুণাঃ। তল্লক্ষ্যতে যয়া, সা লক্ষ্মীঃ। সৌভাগ্যস্য লক্ষ্মীঃ সৌভাগ্যলক্ষ্মীঃ। তাঞ্চ বিদ্যামাহুস্তান্ত্রিকাঃ। যয়া খল্বিহৈব গুণাঃ ষড়্

করিয়া স্বাভীষ্টসিদ্ধিকর জগৎ-সৃষ্টির উপযুক্ত সামর্থ্য লাভ করিবার জন্য সকলে মিলিয়া দলবদ্ধভাবে পরমপুরুষ আদিনারায়ণের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। সেই পরমপুরুষ আদিনারায়ণ দেবগণের অসমর্থ হওয়ার কারণ জানিয়া বলাধানের জন্য একটি সুভগঙ্করণযোগের উপদেশ করিয়াছিলেন। জগতে দেখা যায়, সৌভাগ্যোদয় হইলে, সেই সৌভাগ্যই বলকে আনয়ন করিয়া সমর্থ করে। ভগবানের নিকট সুভগঙ্করণযোগের কথা শুনিয়া তাহার সবিশেষ সংবাদ অবগত হইবার জন্য দেবগণ ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এই স্থান হইতেই সৌভাগ্যলক্ষ্মী উপনিষদের আরম্ভ। তাই আম্নাত হইয়াছে, "অথ ভগবন্তং দেবা ঊচুঃ" ইত্যাদি। এই অথশব্দটি আনন্তর্য্যার্থক। তবে অথশব্দের এমনই মাহাত্ম্য যে, যেমন অন্যের উদ্দেশে কৃত বেণুবীণামৃদঙ্গাদির ধ্বনি শ্রবণ করিলে অন্যেরও মঙ্গল হইয়া থাকে, সেইরূপ অন্যার্থে প্রযুজ্যমান অথশব্দ শ্রবণমাত্রে মঙ্গলের জন্য হইয়া থাকে। অতএব এই উপনিষদের আদিতে কোনরূপ শিষ্টাচারসম্মতির ব্যাঘাত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। তাহার অর্থ হইতেছে এই যে, যাচক দেবগণ প্রার্থনা করিলে, আদিদেব সুভগঙ্করণযোগ একটির উপদেশ করিয়াছিলেন। তাহার পর সেই যোগের বিশেষ প্রকার বুঝিবার ইচ্ছা করিয়া দেবগণ বলিয়াছিলেন। কি বলিয়াছিলেন? না, হে ভগবন্! সৌভাগ্যলক্ষ্মী বিদ্যা আমাদিগকে বলুন। সৌভাগ্যশব্দে ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্গুণ*। তাহা যাহাদ্বারা পরিলক্ষিত হয়,—বিশেষভাবে লাভ করা যায়, তাহাকে লক্ষ্মী বলে।

* অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য, এই ছয়টিকে ভগশব্দে অভিহিত করা হয়।

ঐশ্বর্য্যাদয়ো লক্ষ্যন্তে, সাচ সৌভাগ্যলক্ষ্মীর্নাম মূলাহবিদ্যেতি কথং বিদ্যেতি তন্ন। লক্ষ্যাবিনাভাবং হি লক্ষণং ভবতি। ন চ ততো বস্তুস্বরূপাবধারণং নাম বিদ্যা নিগদ্যতে। বলবতী চ বিদ্যা দৃশ্যতে; তদ্বিপর্য্যয়েণ বলবিকরণী ভবত্যবিদ্যেতি। হস্তী চ হস্তিপকশ্চ নিদর্শনম্। যথাহি হস্তী হস্তেন সমস্তমুচ্ছন্নয়িতুং শক্তোঽপি

য়। যিনি সৌভাগ্যের লক্ষ্মী,—যাহাদ্বারা সৌভাগ্য লক্ষিত হয়—পাওয়া যায়, সেই বিদ্যাই সৌভাগ্যলক্ষ্মী বিদ্যা। শাস্ত্রপারদর্শী বিদ্বান্‌গণ তাহাকে বিদ্যা লেন। ভাল কথা, যাহাদ্বারা ইহ জগতে ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্‌গুণ লাভ করা যায়, স-ই সৌভাগ্যলক্ষ্মী ত মূল অবিদ্যাই। তবে কিরূপে শাস্ত্রে তাহাকে বিদ্যা লা হইল? বিদ্যা ত অবিদ্যার বিরোধী। বিদ্যার সাক্ষাৎকার লাভ হইলে চ আর তাহার কোন গুণের সম্পর্ক থাকে না। কথাটা ভাল করিয়া খুলিয়া লা যাক। লক্ষ্মী হইতেছে লক্ষণবতী।—অর্থাৎ যাহাতে নানাবিধ লক্ষণ াছে, সে-ই লক্ষ্মী। যদি তাহাই হয়, তবে বলিতে হইবে, লক্ষণ থাকিলে, াহার লক্ষ্য পদার্থ নিশ্চয় আছে। লক্ষ্যের সহিত লক্ষণের নিত্যসম্বন্ধ। যদি ক্ষ্য ও লক্ষণ, উভয় থাকে, তবে বলিতে হইবে, সেই লক্ষ্য ও লক্ষণের পরস্পর লন ঘটাইবার জন্য একটি না একটি সম্বন্ধও তথায় আছে। যেমন পৃথিবীতে গন্ধ াছে। এই গন্ধ হইতেছে পৃথিবীর লক্ষণ; সুতরাং গন্ধ ও পৃথিবী, এই ভয়ের মিলনার্থ বলিতে বা মানিতে হইবে যে, একটি সমবায়নামক সম্বন্ধ আছে, দ্দ্বারা গন্ধ ও পৃথিবী পরস্পর মিলিত হইয়া রহিয়াছে। যদি এই প্রকার ম্বন্ধ স্বীকার করা হয়, তাহাহইলে আরও নানাবিধ পদার্থ যে সেস্থলে আছে, াহা নিশ্চয় স্বীকার করিতে হইবে। যদি লক্ষ্মীতে লক্ষণ, লক্ষ্য, ও সম্বন্ধ াদি নানাপদার্থের সমাবেশ থাকে, তাহাহইলে সেই লক্ষ্মী কখনই বিদ্যা-ামের যোগ্য হইতে পারে না। বিদ্যা হইতেছে বস্তুর স্বরূপের অবধারণ। াহা সত্য, যাহা সদ্ভূত পদার্থ, যাহার কখনও অপহ্নব হয় না, তাহার নিশ্চয়া-ক জ্ঞানই বিদ্যা। বিদ্যা হইতেছে বলবতী। ঠিক তাহার বিপরীত হইতেছে াবিদ্যা। অবিদ্যা বলবিকরণী। অবিদ্যাদ্বারা বলের বিকার ঘটে। নিদর্শন-রূপ হস্তী ও হস্তিপকের কথা বলা যাইতে পারে। যেমন হস্তী হস্তের শুণ্ডায়) বলে সমস্ত পদার্থকে উচ্ছন্ন করিয়া দিতে সমর্থ হইলেও কোনও কট অবিদ্যাদ্বারা নিজের বল নিজে জানিতে সক্ষম হয় না বলিয়া, নিজের

সৌভাগ্যলক্ষ্মীবিদ্যাম্। তথেত্যবোচদ্ভগবানাদিনারায়ণঃ সর্ব্বে দেবা যূয়ং সাবধানমনসো ভূত্বা শৃণুত। তুরীয়রূপাং তুরীয়া-

---

কয়াঽপ্যবিদ্যয়াঽনভিজ্ঞো বলস্যাত্মনো হস্তিপকেনাভিজ্ঞেন বলে বিকৃতো ভবতি বশীভূতস্তথাচ বলং বিকুর্ব্বাণাঽবিদ্যা বলবত্যা বিদ্যয়াঽভিভূয়তে বিনশ্যতীতি লোকপ্রতীতমেব। তস্মাদ্বলাধানায় প্রোক্তাঽপি তথাবিধোপাসনা খল্বনুপায়ঃ সামর্থ্য-লাভস্য? সত্যং, তথাপি বাধাবধিভূতায়া বিদ্যায়া দ্বৈতাত্মকতয়া, ভাবান্তরত্বাচ্চাভাবস্য বিদ্যাবিলাস এবাবিদ্যেতি "তথেতি" অবোচদ্ভগবানাদিনারায়ণঃ; যেন চ তথৈবেতি ভগবান্ সূত্রকারো বাদরায়ণঃ,—"ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং

বল বিষয়ে অভিজ্ঞ, ক্ষুদ্র, অক্ষমপ্রায় হস্তিপক-(মাহুত) দ্বারা বলে বিকৃত হয়, অর্থাৎ হস্তিপকের বশীভূত হয়। তাহাহইলে বলের বিকারকারিণী অবিদ্যা দুর্ব্বল বলিয়া বলবতী বিদ্যাদ্বারা অভিভূত হয়—একেবারে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, ইহা এ লোকে সকলেরই প্রত্যক্ষীভূত। অতএব বলাধানের জন্য কথিত হইলেও তথাবিধ উপাসনা সামর্থ্যলাভের পক্ষে অনুপায়। সত্য কথা, তথাপি বিদ্যা হইতেছে অবিদ্যাবাধের শেষসীমা।—অর্থাৎ সেই অবিদ্যার নিবৃত্তি-ত বিদ্যার স্বরূপ; কারণ, অভাবনামে কোনও একটা কিছু পদার্থ নাই। কোনও একটা পদার্থ অন্য কোনও একটা পদার্থের অভাব। যদি তাহাই হয়, তবে যে অবিদ্যার অভাব হয় বিদ্যাদ্বারা, একথা বলা হইল, তাহার অর্থ হইতেছে অবিদ্যা বলিয়া আর কিছু রহিল না, কি না, বিদ্যাই রহিল। অবশ্য বিদ্যা যখন দ্বৈতপ্রপঞ্চাকারে পরিদৃষ্ট হয়, তখন জগৎকে জগৎ বলিয়া জ্ঞান জন্মে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দ্বৈতপ্রপঞ্চে নাম ও রূপ ভিন্ন আর কি আছে? বিদ্যা নাম ও রূপ লইয়া দ্বৈতপ্রপঞ্চ। সেইজন্য অবিদ্যাও বিদ্যারই একটা বিভাব মাত্র বলা হয়। তাহাহইলে, যদি অভাব একটা পৃথক্ বস্তু না হয়, যদি দ্বৈতপ্রপঞ্চ বিদ্যার বিলাসমাত্র হয়, এবং অবিদ্যাও যদি বিদ্যারই এক বিভাব ছাড়া আর কিছু না হয়, তবে আর লক্ষণবতী সৌভাগ্যলক্ষ্মীই কেন বিদ্যা না হইবে? যদিও দৃশ্যরূপে সেই সৌভাগ্যলক্ষ্মী বিদ্যা না-ই হউক না হউক, ক্ষতি নাই; কিন্তু স্বরূপতঃ সৌভাগ্যলক্ষ্মী বিদ্যাই। ভগবান্ আদি-নারায়ণ সেইরূপ অভিপ্রায় হৃদয়ে পোষণ করিয়াই বলিয়াছিলেন, "তথেতি" আচ্ছা, তাহা বলা যাইতেছে। এই অভিপ্রায় সত্য বলিয়া সূত্রকার ভগবান্

ন্ত্র হী"তি। তদাম্নায়তে,—"সর্ব্বে দেবা যূনং সাবধানমনসো ভূত্বা শৃণুত" ইতি।
বধানং একাগ্রতা ; তেন সহিতং সাবধানমেকাগ্রতাযুক্তং ; তাদৃশং মনো যেষাং,
; তথা। সাত্ত্বিকা হি দেবাঃ। সত্ত্বোৎকর্ষাদ্ বৈশিষ্ট্যেন পরিহৃত্য দুঃখসাধনং
হরত্যং সুখসাধনেম্বেব তেষাং প্রবৃত্তং চিত্তং বিক্ষিপ্তং ভবতি। তত্র বিক্ষিপ্তে
তসি বিক্ষেপোপসর্জ্জনীভূতঃ সমাধির্ন যোগপক্ষে বর্ত্ততে ; একাগ্রে তু সদ্ভূতমর্থং

দবায়ণ বলিয়াছেন, কেবল সাকার দ্যুলোক ও ভূলোক-আদি-স্বরূপেই
রমাত্মার স্বরূপ নির্ণয় হয় না; কারণ, পরব্রহ্মের দুই প্রকার রূপ শাস্ত্রে
রিপঠিত হইয়াছে। একপ্রকার সগুণরূপ; যেমন ইনি সর্ব্বেশ্বর, ইনি সর্ব্ব-
াম, ইনি সর্ব্বরস, ইনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকারণ ইত্যাদি। অন্য প্রকার নির্গুণ-
রূপ; যেমন অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ, ইত্যাদি ইহাদ্বারা পরব্রহ্মাতি-
ক্ত যে আর কিছু নাই, তাহাই বলা হইল ; সুতরাং যদি সৌভাগ্যলক্ষ্মী লক্ষণ-
তী হন, হইলেন ক্ষতি কি ? সগুণব্রহ্মরূপিণী সৌভাগ্যলক্ষ্মীই উপাস্যা হই-
ান, এবং তিনি বিদ্যা বলিয়াও পরিচিত হইবেন ; কারণ, মিথ্যা অধ্যাসদ্বারা
গুণ প্রতীত হইলেও সে বস্তু কখনই সগুণ হয় না। যেমন অজ্ঞানবশতঃ
জ্জুকে সর্পভাবে প্রত্যক্ষ করিলেও রজ্জু কখনই সর্পভাব প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ
থ্যাভূত লক্ষণাদি দ্বারা যদিও সৌভাগ্যলক্ষ্মী সগুণ বলিয়া প্রতিভাত হয়,
থাপি তদ্দ্বারা সৌভাগ্যলক্ষ্মী কখনই সগুণ হইবে না ; স্বরূপতঃ বিদ্যাস্বরূপই
াকিবে। তাহা হইলে আর তদ্দ্বারা বলাধান না হওয়ার আপত্তি হইতে পারে
া। ভগবান্ আদিনারায়ণ উপদেশ করিতেছেন :—"সর্ব্বে দেবাঃ" ইত্যাদি।
হ দেবসকল ! সাবধানমনা হইয়া শ্রবণ কর। অবধানশব্দে একাগ্রতা। তাহার
হিত যে, সে সাবধান। সাবধানশব্দে একাগ্রতাযুক্ত। যাহাদিগের মনঃ
কাগ্রতাযুক্ত, তাহারা সাবধানমনাঃ। দেবগণ সাত্ত্বিকপ্রকৃতি। তাহাদিগের
ত্ত্বগুণ প্রকর্ষমাত্রায় অবস্থিত বলিয়া তাহারা দুঃখসাধন পদার্থ বিশেষ করিয়া
রিত্যাগপূর্ব্বক বিহার করে ; সুতরাং সুখসাধন পদার্থমাত্রেই তাহাদিগের
ত্ত সর্ব্বদা ভোগার্থ প্রবৃত্ত। এইজন্য সে চিত্ত বিক্ষিপ্ত-অবস্থাপন্ন। সেই
ক্ষিপ্তচিত্তে যদিও সমাধি উপস্থিত হয়, তথাপি তাহা বিক্ষেপকে জয় করিয়া
াধান্যলাভ করিতে সমর্থ হয় না ; সুতরাং বিক্ষেপেরই অঙ্গীভূত থাকে বলিয়া
ে সমাধি কখনই যোগনামের যোগ্য হইতে পারে না। তবে একাগ্র-অবস্থায়

হতীতাং সর্ব্বোৎকটাং সর্ব্বমন্ত্রাসনগতাং পীঠোপপীঠদেবতাপরি-

প্রদ্যোতয়তীতি মনস একাগ্রতাসম্পাদনং করণীয়মিতি "সাবধানমনসো তু শৃণুত" ইত্যাম্নাতম্। শৃণোতেঃ ষড়্বিধলিঙ্গকরণকবেদান্তবাক্যনিষ্ঠতাৎপর্য্যা বধারণার্থকত্বং প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং বেদিতব্যম্। শ্রবণং মননায় ; তদিহ দর্শয়তি "তুরীয়রূপাং তুরীয়াতীতাং সর্ব্বোৎকটাম্" ইত্যাদি। তুরীয়রূপাং মহালক্ষ্মীম্। চতুর্থং হি রূপং সাপেক্ষং ভবতি প্রতিপ্রথমং, প্রতিদ্বিতীয়ং, প্রতিতৃতীয়ঞ্চ। তত্রাপি প্রত্যংশং প্রত্যংশীতি কৃৎস্নমুদলিখৎ। তদেতৎ সর্ব্বং যত্রোপশান্তং, তচ্চতু

যখন চিত্ত একাগ্রতালাভ করিয়া একাগ্রনামে পরিচিত হয়, তখন সেই চি স্বাভাবিক ঔদার্য্যগুণে প্রকৃত সত্য পদার্থের প্রদ্যোতন করিয়া থাকে ; যে পদা অবগত হইলে, দ্রষ্টব্য দর্শন করা শেষ হয়, শ্রোতব্য শ্রবণ করা পরিসমাপ্ত হ মন্তব্য পদার্থের আর অবশেষ থাকে না, সেই চরমের পরম পদার্থ প্রকাশ করি দেয় ;—এইজন্য সেই একাগ্রতাভাব সম্পাদন করা আবশ্যক। তাই শ্রু উপদেশ করিতেছেন, হে দেবগণ! তোমরা মনের একাগ্রতা সম্পাদন ক শ্রবণ কর। শ্রুতিতে যে 'শৃণুত' ক্রিয়া আছে, তাহার শ্রুধাতুর অর্থ হইতে উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ এবং উপপত্তি, এই প্রকার লিঙ্গের সাহায্যে বেদান্তবাক্যসকলের যে অদ্বৈতব্রহ্মে তাৎপর্য্যনিশ্চ তাহাই। শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মদর্শ করিবে। স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে, শ্রুতিবাক্যদ্বারা শ্রবণ করিবে; উপপ দ্বারা মনন, এবং শ্রবণ ও মনন নিষ্পন্ন হইলে ধ্যান করিয়া আত্মাকে দ করিবে। এই সকল বাক্যদ্বারা ঐরূপ অর্থই শ্রুধাতুর স্বীকার করিতে হ এখানে যখন শ্রবণ করিবার কথা উক্ত হইয়াছে, তখন নিশ্চয় সে শ্রবণ মনন জন্য। তাই শ্রুতি মননার্থ বলিতেছেন,—"তুরীয়রূপাম্" ইত্যাদি। তুরীয় হইতেছেন মহালক্ষ্মী। তুরীয়শব্দে চতুর্থ। চতুর্থ শব্দ আপেক্ষিক, প্র দ্বিতীয় ও তৃতীয়কে অপেক্ষা করিয়া তবে চতুর্থ হয়। আবার সেই প্র ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপে দুইভাগে বিভক্ত। সেইরূপ দ্বিতীয় ও তৃতীয়ও ব তদ্দ্বারা এই সমস্ত জগৎকেই উল্লিখিত করা হইয়াছে। এই সমস্ত যে স্থা যাইয়া উপশান্ত হইয়াছে, যে এই সকলের আশ্রয়স্থল, তাহাকে চতুর্থ বা তু বলা হয়। এস্থলে একটা তালিকা দেওয়া গেল।

(৫)

তুরীয়াতীতা দেবী (পরব্রহ্ম)

(৪)

(আশ্রয়) তুরীয়া মহালক্ষ্মী (পরা) (ব্রহ্ম)

সমষ্টি

(৩)

(কারণদেহ) মহালক্ষ্মী। (পশ্যন্তী)

(হিরণ্যগর্ভ বা ঈশ্বর, বামা, সুষুপ্তি)

(২)

(সূক্ষ্মদেহ) (সূত্রাত্মা) জ্যেষ্ঠা। (মধ্যমা)

(স্বপ্ন)

(১)

(স্থূলদেহ), বিরাট্ বিশ্ব) রৌদ্রী। (বৈখরী)

(জাগরণ)

ব্যষ্টি

(৩)

(কারণ,প্রাজ্ঞ,পশ্যন্তী) তামসী-মহাকালী, রাজসী মহালক্ষ্মী, সাত্ত্বিকী-মহাসরস্বতী।

(সুষুপ্তি) (ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র)

(২)

(সূক্ষ্ম) (মধ্যমা) (তৈজস) লক্ষ্মী, কালী, সরস্বতী, (স্বপ্ন) (ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র)

(১)

(স্থূল) (বৈখরী) (বৈশ্বানর) শ্রী, গৌরী, বাণী।

(জাগরণ) (ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র)

মন্যন্তে। স চ বিদ্যাবিলাস এব ধ্যানোপযোগী চ স ভবতি। তচ্চতুর্থং যতো ভবতি যচ্চ কৈরপ্যুপায়ৈরস্পৃষ্টং, তদাহ, তুরীয়াতীতামিতি নির্গুণাং দেবীমাহ। সা বিদ্যা দেবানাং সৌভাগ্যলক্ষ্মীরপি বলাধানায় প্রস্তুতা। সর্ব্বাভ্যশ্চ সর্ব্বেভ্যশ্চ উৎকটামতিপ্রবলাম্। শ্রূয়তে হি, "ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ। ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥" "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্" ইত্যেবমাদি। তথাঃ মহালক্ষ্ম্যা অতিপ্রাবল্যমুদ্বোষ্যতে। সর্ব্বাংশ্চ মন্ত্রানেব আসনানি গতা প্রাপ্তা

—উক্ত চতুর্থরূপা মহালক্ষ্মী যাঁহার বিলাস বলিয়া ধ্যানোপযোগী বিদ্যা এবং যিনি কোনও উপায়ে ধ্যানোপযোগী নন, তাঁহাকে তুরীয়াতীতা পঞ্চমী দেবী বলিয়া কীর্ত্তিত করা হইয়াছে। ইনিই প্রকৃত নির্গুণ পদার্থ; অর্থাৎ মহালক্ষ্মী নির্গুণ; কিন্তু তিনি সগুণের সাহায্যে বিজ্ঞাত হন; আর ইনি—এই দেবী, নির্গুণমহালক্ষ্মীর স্বরূপ বলিয়া সেই মহালক্ষ্মীদ্বারা অধিগত হইয়া থাকেন; সুতরাং নির্গুণদ্বারা বিজ্ঞাত বলিয়া ইনিই প্রকৃত নির্গুণ। এই নির্গুণ পদার্থই বিদ্যা, এবং ইনিই দেবগণের সৌভাগ্যলক্ষ্মী বলিয়া বলাধানের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন।—অর্থাৎ দেবগণ ইঁহার সাহায্যে বলবান্ হইয়া অভীষ্টসিদ্ধিকর জগৎসৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। শ্রুতি সেই সংবাদ বর্ণমালার সাহায্যে জগতের উপকারার্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি সর্ব্বোৎকটা। ইনি সকল দেবী ও দেবসকল অপেক্ষা উৎকটা প্রবলা; এইজন্য ইঁহাকে সর্ব্বোৎকটা বলা হইয়াছে। শ্রুতিতে আম্নাত হইয়াছে, ইঁহার ভয়ে ভীত হইয়া বায়ু সতত সঞ্চালিত হইতেছে; যথাসময়ে যথাস্থানে সূর্য্য উদিত হইতেছে; ইঁহার ভয়ে ভীত হইয়া অগ্নি যথানিয়মে আলোক ও তাপাদিকার্য্য সম্পাদন করিতেছে, ইন্দ্র ইঁহার ভয়ে ভীত হইয়া যথানিয়মে বারিবর্ষণার্থ মেঘগণকে প্রেরিত করিতেছে, এবং বর্ষণের কোনরূপ প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলে বজ্রপ্রহার করিয়া সেই প্রতিবন্ধকারী অসুরের নিপাত সাধন করিতেছে; আর মৃত্যুপ্রজাপতি যমও ইঁহার ভয়ে ভীত হইয়া উগ্রদিগের ন্যায় বেগে সংসারে গমন করিয়া সংযমন করিতেছে। অন্যত্র আম্নাত হইয়াছে, ইনি মহাভয়ঙ্কর উদ্যত বজ্র। এই সকল শ্রুতিবাক্যদ্বারা মহালক্ষ্মীর অতি প্রাবল্য উদ্ঘোষিত হইতেছে। এইজন্যই শ্রুতি এস্থলে সর্ব্বোৎকটাশব্দদ্বারা মহালক্ষ্মীকে মহাভয়ঙ্করী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ইনিই সকল

াতাং চতুর্ভুজাং শ্রিয়ঁ হিরণ্যবর্ণামিতি পঞ্চদশর্গ্ভির্ধ্যায়েত। অথ

চান্যধিকৃত্য প্রবৃত্তেঃ। আম্নায়তে চ;—"সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি।" ইত্যেব-
াদি। সর্ব্বেষাং বা রহস্যানামুপস্থিতিং গতাম্। সকলরহস্যোপস্থাপিকামিত্যর্থঃ।
ীঠানামুপপীঠানাঞ্চ দেবতাভিঃ পরিবৃতাং বেষ্টিতাম্। চতস্রো ভুজা, ভোজয়তেঃ।

ন্ত্ররূপ আসনে উপবিষ্টা; কারণ, সকল মন্ত্রই সেই দেবীকে উদ্দেশ করিয়া
প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে;—বেদসকল যাঁহার পদের
থাই বলিতেছেন।—অর্থাৎ বেদসকলের প্রবৃত্তি কেবল সেই পরাদেবীকে
নাইয়া দিবার জন্য. কি উপায়ে সকল লোক সেই পরাদেবীকে চিনিতে পারে;
ে উপায় অবলম্বন করিলে কোনও লোকের আর কিছু জানিতে বাকী
াকে না; এই সকল চিন্তা করিয়া বেদরাশি স্থির করিয়াছিলেন যে, কতক
লি বিহিত কর্ম্ম করিলে মানবের চিত্তশুদ্ধি হইবে, এবং ক্রমে সেই দেবীর
াক্ষাৎকার হইবে। তাই বেদসকল প্রথম কর্ম্মকাণ্ডের কীর্ত্তন করিয়া পরে
ানকাণ্ডের অবতারণা করিয়াছেন। উদ্দেশ্য সেই এক—একমাত্র পরাদেবীকে
নাইয়া দেওয়া। অতএব ঐ মন্ত্ররাশিতেই পরাদেবী মহনীয় আসন পাতিয়া
সিয়া আছেন। যে ঐ সকল মন্ত্রের চর্চ্চা করিয়া থাকে, সে ঐ মন্ত্ররাশিতে
াসীনা পরাদেবীর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়া যায়। অথবা
শব্দের অর্থ রহস্য, আর আসনশব্দের অর্থ উপস্থিতি। যিনি সকল
প্রকার রহস্যের উপস্থিতি ঘটাইয়া থাকেন। কি করিয়া? না, ঐ দেবীই সকল
হস্যের মূলাধারস্বরূপ; সুতরাং ঐ দেবী পরিচিত হইলে আর অন্য কোন
হস্যই সাধকের নিকট লুক্কায়িত থাকিতে পারে না। শ্রুতি বলিয়াছেন
"আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিজ্ঞাতম্।"
হে গার্গি! আত্মার শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিয়া দর্শন করিলে এসকলই
বিদিত হইয়া থাকে। পীঠসকল ও উপপীঠসকলের যে সকল দেবতা, তাঁহা-
দিগদ্বারা পরিবৃতা পরিবেষ্টিতা। আধারশক্তি-আদি, ও প্রকৃতি-আদি পীঠ-
দেবতা, এবং কেটুরী, মহিষমর্দ্দিনী, ও তারিণ্যাদি বিন্ধ্যবাসিন্যন্ত উপপীঠদেবতা।
এই সকল দেবতাদ্বারা যিনি পরিবেষ্টিতা! যাঁহার ভুজ চারিখানি। ভুজ
হইল কি করিয়া? না, ভোজনার্থক ভুজ ধাতু হইতে। যে সকল ভোগের বিষয়,

ভুজ্যন্তে বা পদ্যন্তে তাঃ—বিশ্বৈর্ভূতৈরেকা, তিস্রোঽমৃতৈনেকেতি। তথাহ্যাম্নায়তে, "পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবী"তি। তা যস্যাইতি চতুর্ভুজা শ্রিয়ং মহালক্ষ্মীং "হিরণ্যবর্ণামি"ত্যাদিভিঃ পঞ্চদশভির্ঋগ্‌ভির্ধ্যায়েত; তাশ্চ ঋচঃ পঞ্চদশ মহালক্ষ্মীমভিদধতি; তদভিধেয়প্রত্যয়ৈকতানতা চ তাভিঃ স্মৃত্বা কর্ত্তব্যা। তয়া চ যদি কেবলমর্থো নির্ভাসেত, তদা স্থিতিপদং লব্ধা ত্রয়ং সংযম্য তাং বিদ্যাং প্রসাদয়েয়ুঃ, ফলবন্তো ভবন্তীতি বিজ্ঞায়তে। কাশ্চ তাঃ পঞ্চদশেতি সংহিতাপাঠোঽপেক্ষণীয়ঃ। তমত্র সম্যগুদাহৃত্য ব্যাখ্যাস্যামঃ। তত্রৈবমাগ্নেয়পুরাণেঽভিধীয়তে;—"পুষ্কর উবাচ।

বা যাহা পাওয়া যায়, তাহাই ভুজ। তন্মধ্যে একখানি ভুজ সকল জায়মান প্রাণীরা ভোগ করে, এবং তিনখানি অন্যভুজ অমৃতময় এক। অন্যশ্রুতিমন্ত্রে কথিত হইয়াছে, ইঁহার একপদ এইসকল জায়মান প্রাণী, আর ত্রিপাদ অমৃতময়। অতএব এতাদৃশ চারিখানি ভুজ যাঁহার, তিনি চতুর্ভুজা। সেই চতুর্ভুজা শ্রীকে—মহালক্ষ্মীকে "হিরণ্যবর্ণাম্" ইত্যাদি পঞ্চদশসংখ্যক ঋঙ্‌মন্ত্রদ্বারা ধ্যান করিবে। সেই পঞ্চদশ ঋঙ্‌মন্ত্র মহালক্ষ্মীকে অভিধান করিতেছে। মহালক্ষ্মী ব্যতীত অন্য কোন দেবতা সেই পঞ্চদশ ঋঙ্‌মন্ত্রের অভিধেয় নহে; সুতরাং সেই পঞ্চদশ মন্ত্র পাঠ করিয়া তাহার অর্থ যে সেই মহালক্ষ্মী দেবী, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া পরপর একাকার জ্ঞান করিতে থাকিবে। সেই একাকার জ্ঞান, বা প্রত্যৈয়কতানতাদ্বারা যদি কেবল সেই মহালক্ষ্মীদেবীই ভাসমান হন, জ্ঞান, বা জ্ঞাতার কোন প্রকারে ভাসমানতা না থাকে, তবেই জানিতে হইবে যে, সেই জ্ঞানের স্থিতিপদ লাভ হইয়াছে। তখন সেই মহালক্ষ্মী দেবীর উপর ধারণা, ধ্যান ও সমাধি করিয়া প্রসন্ন করিবে। তদ্দ্বারা সাধকের পরিশ্রম সফল হইবে। ইহা অন্য যোগশাস্ত্রপাঠে জানিতে পারা গিয়াছে। সেই পঞ্চদশ ঋক্ কি কি? তাহা জানিতে হইলে সেই শৈশিরায়ণসংহিতার কিরূপ পাঠক্রম আছে, তাহা জানা আবশ্যক। অতএব এস্থলে আমরা তাহা উদ্ধার করিয়া ব্যাখ্যা করিব। কেন, তাহার ব্যাখ্যা ত অন্যেও করিয়াছে। তবে আর তোমার ব্যাখ্যা করিতে হইবে কেন? না, অন্যে তাহার প্রকৃত ব্যাখ্যা করে নাই। সৌভাগ্যলক্ষ্মী উপনিষদে তাহার যে ভাবে পরিগ্রহ করা হইয়াছে, তাহাতে তাহার অর্থ যেরূপ করা উচিত, ঠিক

ঞ্চদশ-ঋগাত্মকস্য শ্রীসূক্তস্যাঽঽনন্দকর্দ্দম-চিক্লীতেন্দিরাসুতাঃ

শ্রীসূক্তং প্রতি বেদঞ্চ জ্ঞেয়ং লক্ষ্মীবিবৰ্দ্ধনম্।
হিরণ্যবর্ণাং হরিণীমৃচঃ পঞ্চদশ শ্রিয়ঃ॥
রথেষ্বক্ষেষু বাজেতি চতস্রো যজুষি শ্রিয়ঃ।
স্রাবন্তীয়ং তথা সাম শ্রীসূক্তং সামবেদকে॥
শ্রিয়ং মাতর্ময়ি ধেহি প্রোক্তমাথর্ব্বণে তথা।
শ্রীসূক্তং যো জপেদ্ভক্ত্যা হুত্বা শ্রীস্তস্য বৈ ভবেৎ॥
পদ্মানি চাথ বিল্বানি হুত্বাঽঽজ্যং বা তিলান্ শ্রিয়ঃ॥ ইতি

(অগ্নিপুঃ ২৬৩। ১—৩।)

তথাচ "হিরণ্যবর্ণাং হরিণীম্" ইত্যাদি পঞ্চদশ ঋগ্বেদস্য শ্রীসূক্তম্। "রথেষ্বক্ষেষু ব" ইত্যাদি চতস্রো যজুর্ব্বেদস্য শ্রীসূক্তম্। স্রাবন্তীয়ং সাম সামবেদস্য সূক্তম্। তথা "শ্রিয়ং মাতর্ময়ি ধেহি" ইত্যাদি অথর্ব্ববেদস্য শ্রীসূক্তম্। ঽপিচ পঠন্তি "আহ্বয়েঽহং শ্রিয়ং পদ্মে" ইত্যাদি, "পদ্মাননে পদ্ম উরু" ইত্যাদি, অশ্বদায়ী গোদায়ী" ইত্যাদি, "ধনং ধান্যং ধনং পুত্রং" ইত্যাদি, "চন্দ্রাভাং

ভাবে কেহই তাহার ব্যাখ্যা করে নাই; সুতরাং সৌভাগ্যলক্ষ্মী উপনিষদের পালী অবলম্বন করিয়া আমি এখন তাহার ব্যাখ্যা করিব। সেই পঞ্চদশ ঋঙ্-কে শ্রীসূক্ত বলা হয়। আগ্নেয়পুরাণে কথিত হইয়াছে;—পুষ্কর বলিয়াছিলেন, ত্যেক বেদে যে শ্রীসূক্ত আম্নাত হইয়াছে, সেই শ্রীসূক্ত অবশ্য জ্ঞেয়; রণ, তাহার জ্ঞানে লক্ষ্মীর বৃদ্ধি হয়। "হিরণ্যবর্ণাং হরিণীম্" ইত্যাদি ঞ্চদশ ঋঙ্মন্ত্র ঋগ্বেদের শ্রীসূক্ত। "রথেষ্বক্ষেষু বাজ" ইত্যাদি চারিটি মন্ত্র র্ব্বেদের শ্রীসূক্ত। স্রাবন্তীয়-সামই সামবেদের শ্রীসূক্ত। এবং "শ্রিয়ং তর্ময়ি ধেহি" ইত্যাদিমন্ত্র অথর্ব্ববেদের শ্রীসূক্ত বলিয়া প্রোক্ত হইয়াছে। দেবতার পূজান্তে আজ্য, তিল, বা পদ্ম বা বেল, আহুতি দিয়া ভক্তিসহ-রে যে ব্যক্তি শ্রীসূক্ত জপ করে, তাহার প্রতি শ্রীর কৃপা হয়।

কেহ কেহ পাঠ করেন;—"আহ্বয়েঽহং শ্রিয়ং পদ্মে" ইত্যাদি, "পদ্মাননে উরু" ইত্যাদি; "অশ্বদায়ী গোদায়ী" ইত্যাদি, "ধনং ধান্যং ধনং পুত্রং"

ঋষয়ঃ। শ্রীরিত্যাদ্যা ঋচঃ। চতুর্দ্দশানামৃচামানন্দাদয়ঋষয়ঃ।
হিরণ্যবর্ণাদ্যাদ্যত্রয়স্যানুষ্টুপ্ ছন্দঃ। কাঁসোস্মীত্যস্য বৃহতী

লক্ষ্মীমীশানীম্'' ইত্যাদি, ''ধনমগ্নির্ধনং বায়ুঃ'' ইত্যাদি, ''বর্ষন্তু তে বিভাবরি'' ইত্যাদি, ''বৈনতেয় সোমং পিব'' ইত্যাদি, ''ন ক্রোধো নচ মাৎসর্য্যং'' ইত্যাদি, "পদ্মপ্রিয়ে পদ্মিনি পদ্মহস্তে" ইত্যাদি, "শ্রীর্ব্বর্চস্বমায়ুষ্যমারোগমাবিদাং" ইত্যাদি, ''শ্রিয়এবৈনং তৎ শ্রিয়ম্" ইত্যাদি, "যঃ শ্রীসূক্তং জপেন্নিত্যম্" ইত্যাদি চতুর্দ্দশাধিকাশ্চ ঋচঃ; তে খল্বত্র প্রমাণয়ন্তু কুত্রো লভন্ত ইতি; বয়ন্ত্বেবং পাঠক্রমগ্রামঃ, সংখ্যয়া চ পঞ্চদশেতি। তত্র প্রথমবর্গে প্রথমা ঋক্;—"হিরণ্যবর্ণাং" ইত্যাদিঃ। হিতা চ আপদি অসত্তাব্যাবর্ত্তকেন সদ্রূপেণ সত্তাপ্রদতয়া, রমণী চ সম্পদি আনন্দরূপেণানন্দবিধায়কতয়া, বারিকা চ তাপাদেঃ সর্ব্বত্র জ্ঞানরূপেণ সর্ব্বদেতি হিরণ্যবর্ণা সদানন্দচিন্ময়ী। কস্মাৎ? হিনোতেঃ রমতেশ্চ সমুদিতাৎ

ইত্যাদি, "চন্দ্রাভাং লক্ষ্মীমীশানীম্" ইত্যাদি, "ধনমগ্নির্ধনং বায়ুঃ" ইত্যাদি, "বর্ষন্তু তে বিভাবসি'' ইত্যাদি, "বৈনতেয় সোমং পিব" ইত্যাদি, "ন ক্রোধো নচ মাৎসর্য্যং" ইত্যাদি, "পদ্মপ্রিয়ে পদ্মিনি পদ্মহস্তে" ইত্যাদি, "শ্রীর্ব্বর্চস্যমায়ুষ্যমারোগমাবিদাম্" ইত্যাদি, "শ্রিয় এবৈনং তৎশ্রিয়ম্" ইত্যাদি, "যঃ শ্রীসূক্তং জপেন্নিত্যম্" ইত্যাদি চতুর্দ্দশটি মন্ত্র অধিক। যাঁহারা এই অধিক চতুর্দ্দশটি পাঠ করেন, তাঁহারা প্রমাণ করিবেন, এই চতুর্দ্দশটি মন্ত্র তাঁহারা শ্রীসূক্তের মধ্যে কোন্ প্রমাণ অনুসারে পাঠ করিয়া থাকেন। আমরা কিন্তু এই প্রকার অধিক মন্ত্রের পাঠ সংহিতায় দেখি না। আর যে প্রকার পাঠক্রম দেখিতে পাই, সেই ক্রম অনুসারে পঞ্চদশটি মন্ত্রমাত্রের আমরা ব্যাখ্যা করিতেছি। সেই পঞ্চদশমন্ত্রাত্মক শ্রীসূক্তে তিনটি বর্গ আছে। তাহার প্রথম বর্গে প্রথম ঋক্ এই—"হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং" ইত্যাদি। অসত্তার ব্যাবর্ত্তক, মৃত্যু হইতে রক্ষাকারী, সদ্রূপে সত্তাপ্রদ, চিৎ জীবনদানকারী বলিয়া যাহা সমূহ আপদের উপস্থিতিকালে হিতকরী আনন্দরূপে আনন্দবিধায়ক বলিয়া যাহা সম্পৎকালেও রমণীয়া; সকল সময় সকল অবস্থায় সর্ব্বতোভাবে জ্ঞানরূপে যাহা তাপাদির নিবারিকা, সেই হইতেছে হিরণ্যবর্ণা—অর্থাৎ সদানন্দচিন্ময়ী। ইহা কি করিয়া হয়? না, হিতার্থক হিনোতিরূপের হিধাতু, আনন্দক্রীড়ার্থক রমতিরূপের রম্‌ধাতু, এই উভয়

র্ণ্যমিতি। বৃণোতের্ব্বা বর্ণ ইতি। সমস্য তয়োর্ভবতি হিরণ্যবর্ণেতি। এবং সমুদিতাসমুদিতয়োর্বিগ্রহঃ? যাবন্তো হ্যানন্দকলা অসৎকোটেঃ স্ফুরন্তি তাবতাং; নচ ততো নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ। যদ্যসন্তো ব্যাবর্ত্তেরন্, আনন্দশ্চ স্বয়ং ...রেৎ, ততো ভবতি নিঃশ্রেয়সমিতি সদানন্দয়োরেকঃ সমাসঃ; জ্ঞানঞ্চ পর্য্যন্তপদার্থ ...ন্তে তস্যেতি। হিরণ্যো বা কান্তঃ স্যাৎ, বর্ণো বা স্তুতিঃ। কস্মাৎ? ...তেঃ কান্তিকর্ম্মণঃ, প্রেপ্সাকর্ম্মণো বা তস্মাৎ; প্রেপ্সিতাংস্যাঃ স্তুতিঃ, ...ন্তা চ সর্ব্বেষামিতি। যদ্বা হিরণ্যগর্ভবন্তবতি; হিরণ্যবর্ণমণ্ডং বর্ণো জাতিরস্যা ইতি

...তু মিলিত হইয়া হিরণ্যপদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিবারণার্থক বৃণোতিরূপের ধাতু হইতে বর্ণপদের নিষ্পত্তি হইয়াছে। ঐ উভয়পদ পরস্পর সমাসদ্বারা মিলিত হইয়া সিদ্ধ হইয়াছে হিরণ্যবর্ণা ইতি। দুই ধাতু মিলিত হইয়া যে ...ণ্যপদ হইয়াছে, এবং একধাতু হইতে যে বর্ণশব্দ হইয়াছে, এই উভয় ...দিত ও অসমুদিত পদের মিলন করা হইল কেন? কেন একেবারে ধাতুত্রয় ...রা ঐ পদ সিদ্ধ করা হয় নাই? না, এই জগতের যত আনন্দকলা অসৎ-...র্থের মধ্য দিয়া পরিস্ফুরিত হইতেছে, সেই আনন্দকলা দ্বারা কোন প্রকার ...শ্রেয়স বা মুক্তি সিদ্ধি হয় না; কারণ, তাহার সহিত অসৎপদার্থের সম্মিশ্রণ ...কিয়াই যায়। যদি সেই অসৎপদার্থের ব্যাবৃত্তি হয়, এবং আনন্দস্ফূর্ত্তি আপনা ...পনি হইয়া পড়ে, তাহা হইলে নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি হইতে পারে। এইজন্য ...ৎ ও আনন্দের একসঙ্গে মেলন করিয়া হিরণ্যপদ সিদ্ধি করা হইয়াছে, এবং ...ন হইতেছে আদি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত স্থায়ী; সুতরাং তাহার ...উন পৃথক্‌ভাবে পশ্চাৎ করা হইয়াছে। ইহাদ্বারা সদানন্দজ্ঞানই যে মুক্তি-...রূপ, তাহা ব্যাখ্যা করা হইল, এবং দ্বৈতমিথ্যাত্বনিশ্চয়ভিন্ন যে সেই সদানন্দ ...ন হয় না, তাহাও কণ্ঠোক্তি করিয়া বলা হইল বুঝিতে হইবে। অথবা ...রণ্যশব্দের অর্থ কান্ত, আর বর্ণ শব্দের অর্থ স্তুতি। কি করিয়া? না, ...তি-রূপের কামনার্থক ভুবাদি পরস্মৈপদী হর্য্য-ধাতু, বা প্রেপ্সার্থক সেই ...তিরূপের হর্য্য-ধাতু হইতে হিরণ্যশব্দের নিষ্পত্তি হইয়াছে। ইঁহার স্তুতি ...প্সিত, বা ইঁহার স্তুতি সকলেরই কামনীয়, এই অর্থে হিরণ্যবর্ণাপদ ...ন্ন হইয়াছে। অথবা হিরণ্যগর্ভশব্দের ন্যায় হিরণ্যবর্ণাপদটি সিদ্ধ হইবে। ...ৎ হিরণ্যশব্দে হিরণ্যবর্ণের অণ্ড, আর বর্ণশব্দে জাতি বা জন্ম, যাহার জন্ম

হিরণ্যগর্ভরূপেয়ং ভবতি। তাং হিরণ্যবর্ণাং সগুণাং চিতিশক্তিং তুরীয়া
ত্রিমূর্ত্তিক্ষেত্রং মহালক্ষ্মীম্। হরিণীং ব্রহ্মাবির্ভাবহেতুম্। হরিরিতি ব্রহ্মনাম
হরতের্নয়তেশ্চ সাধুরয়ং ভবতি। হরতি প্রতিসঞ্চরং, নয়তি চ সৃষ্টিং স্রষ্টব্যানি
হরতি জগদ্ রুদ্ররূপেণ, হরতি দুষ্টান্ দণ্ডপ্রদানেন, হরতি দুঃখং শিষ্টানাং, হর
চ মনো ভক্তানামিতি হরতেরেষ ভবতি। তথাচ ব্যাসঃ ;—

"রুদ্ররূপেণ সংহর্ত্তা বিশ্বানামপি নিত্যশঃ।
ভক্তানাং পালকো যো বৈ হরিস্তেন প্রকীর্ত্তিতঃ॥" ইতি

নীয়তেঽনয়েতি গ্রামণীবন্নবতি। আমনন্ত্যেবমৌপনিষদিকা ব্রহ্মবেদনীম্

হিরণ্যবর্ণের অণ্ডে, সে হিরণ্যবর্ণা হিরণ্যগর্ভা। সেই হিরণ্যবর্ণা সগু
চিতিশক্তি, যিনি প্রকৃত স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণপ্রপঞ্চোপাধিক অবস্থাত্রয়ের অপেক্ষ
তুরীয়া, এবং মহাকালী, মহালক্ষ্মী, ও মহাসরস্বতীরূপ ত্রিমূর্ত্তির আদি উদ্ভব
মহালক্ষ্মীনামে বিখ্যাত। হরিণীশব্দের অর্থ—ব্রহ্মের প্রকাশ হইবার কার
হরি এই নামটি ব্রহ্মের। সেই হরণার্থক হৃধাতু ও নয়নার্থক নীধাতু হই
হরিণীপদটি সিদ্ধ হইয়াছে। যিনি প্রতিসঞ্চরকে—মহাপ্রলয়কে হরণ করেন
যিনি স্রষ্টব্যপদার্থসমূহকে সৃষ্টিতে আনয়ন করেন; আবার যিনি রুদ্ররূপ গ্র
করিয়া জগতের সংহার করেন; যখন জগৎ প্রচরদ্রূপ থাকে, তখন যি
দুষ্টদিগকে দণ্ড দিয়া থাকেন; শিষ্টদিগের দুঃখ হরণ করিয়া থাকেন, এবং যি
ভক্তদিগের মন হরণ করিয়া থাকেন, তিনি হরি। হরিশব্দ হরণার্থ
হৃধাতু হইতে নিষ্পন্ন হয়। কথিত হইয়াছে ;—যিনি রুদ্ররূপে প্রত্য
অবিরত সকল বিশ্বের সংহর্ত্তা, এবং যিনি ভক্তগণের পালক, তিনি
সেই কারণে হরি বলিয়া প্রকীর্ত্তিত। যদ্দ্বারা নীয়মান হয়, সে নীশ
অভিহিত। যিনি হরিকে নয়ন করেন, যিনি ব্রহ্ম যে কি, তাহা লওয়াইয়া দে
তিনিই হরিণীশব্দের বাচ্য। গ্রামণীশব্দের ন্যায় নিষ্পত্তি করিতে হইবে
যেমন যিনি গ্রামকে নিজের করিয়া গ্রহণ করেন, এবং গ্রামের পরিচয় কা
ইয়া দেন, তিনি গ্রামণীশব্দের বাচ্য। ঐ গ্রামণী শব্দে গ্রামের নেতা কে
মণ্ডলকে বুঝায়; সেইরূপ এই মহালক্ষ্মীও সৃষ্টি, স্থিতি, সংহারের নেত্রী, এবং সৃ
স্থিতি-সংহারকারী দেবগণেরও নেত্রী। ইনিই সেই জগৎকারণ পরব্রহ্মে
পরিচয় করাইয়া দিয়া থাকেন। তাহাতে তিনি ব্রহ্ম বলিয়া পরিচিত হই

যাহি কেনোপনিষৎ;—"অথেন্দ্রমব্রুবন্ মঘবন্নেতদ্বিজানীহি কিমেতদ্‌যক্ষ-
তি। তথেতি। তদভ্যদ্রবৎ; তস্মাত্তিরোদধে। স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়-
জগাম বাহুশোভমানামুমাং হৈমবতীং তাং হোবাচ, কিমেতদ্ যক্ষমিতি
ব্রহ্মেতি হোবাচ। ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি। ততো হৈব
দাঞ্চকার ব্রহ্মেতি।" ইতি। তথাচ হরিহরয়োঃ প্রসবিত্রী। হরস্যচ
বো মহাকালীদ্বারা, হরেশ্চ মহাসরস্বতীদ্বারেতি বেদিতব্যম্। হরিস্তবর্ণাং

কেন। এই ব্রহ্মবেদনী দেবীকে ঔপনিষদকগণ এইভাবে কীর্ত্তন করিয়া-
ছেন। কেনোপনিষদে কথিত হইয়াছে; কোনও এক সময়ে দেবগণ অসুর
় করিয়া মনে করিয়াছিলেন যে, এই জয় আমাদিগের ভোগ্য; কারণ,
মাদিগের মহিমায়ই এই কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। দেবগণের এতাদৃশ
লন, বা অধঃপাত দর্শন করিয়া পরমপুরুষ একটি অপূর্ব্ব জ্যোতির প্রকাশ
রিয়াছিলেন। দেবগণ সেই অপূর্ব্ব জ্যোতি দেখিয়া কিছু স্থির করিতে পারেন
ই যে, সেটা কি? তাঁহারা পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া অগ্নি, বায়ু, ও বরুণকে
নিতে পাঠাইলেন; কিন্তু কেহই তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারিলেন না,
পিকন্তু তাঁহারা তেজে অভিভূত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, হে মঘবন্!
াপনি আপনাকে আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন, অতএব আপ-
ই জানিয়া আসুন, এটা কি একটা অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ। ইন্দ্র তথাস্তু বলিয়া যাই
াহার নিকটে গেলেন, আর অমনি সেই অপূর্ব্ব জ্যোতি সে স্থান হইতে
রোহিত হইল। সেই অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ সে স্থান হইতে তিরোহিত হইল বটে;
ন্তু সেই আকাশস্থলেই স্ত্রীরূপিণী বহুশোভমানা হৈমবতী উমাকে দেখিতে
াইলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এটা কি একটা অপূর্ব্ব জ্যোতি?
নি বলিয়াছিলেন, ব্রহ্ম এই অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ। এই ব্রহ্মের বিজয়ে তোমরা
আমাদিগের বিজয় মনে করিয়া নাচিয়া উঠিয়াছিলে। সেই হইতে ইন্দ্র
নিয়াছিলেন, এইরূপ অপূর্ব্ব জ্যোতি ব্রহ্ম ইতি। এস্থলে দেবগণ নিজ নিজ
মাপ্রভাবে ব্রহ্মকে চিনিতে পারেন নাই; কিন্তু ঐ দেবী ব্রহ্ম বলিয়া
রিচয় দিয়া দিলে জানিতে পারিয়াছিলেন; সুতরাং ইনি ব্রহ্মবেদনী বলিয়া
নী পদবাচ্যা। এরূপ হইলে, এই দেবীকে হরি ও হরের প্রসবকর্ত্রী বলিতে
রা যায়। তবে হরের প্রসব মহাকালীদ্বারা, এবং হরির প্রসব মহাসরস্বতী

মেনে বিদ্যারণ্যঃ, হরিণীরূপধরাং বা। "শ্রীর্দুর্ত্বা হরিণীরূপমরণ্যে সঞ্চচার হ।" ইতি হি পুরাণম্। হরিদ্রাভাং পৃথ্বীধরঃ। শ্রীকণ্ঠস্তু হিরণ্যবর্ণাং হিরণ্যবর্ণরূপা-মাহ। "জ্ঞানমাত্মনি ভাঃ সূর্য্যে চন্দ্রে জ্যোৎস্না চ খে ধ্বনিঃ। বর্ণো হিরণ্যে পয়সি ঘৃতং ত্বমসি মাতৃকে॥" ইতি হি শ্রীস্তুতাবগস্ত্যভগবদুক্তিঃ; "হিরণ্য-বর্ণাং মণিনূপুরাঙ্ঘ্রিম্" ইত্যাদিজৈমিন্যুক্তেঃ হিরণ্যবর্ণসদৃগ্বর্ণাং বা। "তপ্ত-স্বর্ণসবর্ণাভাম্" ইত্যাদিশ্রীপুরাণাচ্চ। হরিণীং হরিণীরূপাং "যজ্ঞোঽগ্নির্মৃগ-রূপেণ ধাবতি স্ম পুরাঽধ্বরে। রুদ্রস্ত্বাকৃষ্য তচ্ছক্তিং মৃগীং জগ্রাহ বৈষ্ণবীম্॥" ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তদক্ষাধ্বরাধ্যায়োক্তেঃ। অথবা হরিণীং হরিদ্রাভাং হরিদ্রাবর্ণলিপ্ত-ত্বাৎ; "হরিণীং পূজয়েদ্দুর্গাং হরিদ্রাচূর্ণনির্ম্মিতাম্।" ইতি হরিদ্রাগৌরীব্রত-

---

দ্বারা বলিয়া বুঝিতে হইবে; কারণ, ইনি কেবল ঐ ত্রিমূর্ত্তিরই প্রসব করিয়া থাকেন। বিদ্যারণ্য এই হরিণীশব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, হরিণীশব্দের অর্থ হরিতবর্ণা। অথবা হরিণীরূপধরা। পুরাণে উক্ত হইয়াছে; শ্রী হরিণীরূপ ধারণ করিয়া অরণ্যে সঞ্চরণ করিয়াছিলেন। পৃথ্বীধর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, —হরিণীশব্দে হরিদ্রাভা। শ্রীকণ্ঠ হিরণ্যবর্ণা ও হরিণী, এই উভয়পদ ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন;—হিরণ্যবর্ণাশব্দের অর্থ হিরণ্যের বর্ণই যাঁহার রূপ, তিনি হিরণ্যবর্ণা, অর্থাৎ হিরণ্যবর্ণরূপা। শ্রীস্তুতিকালে ভগবান্ অগস্ত্য বলিয়াছেন, আত্মায় জ্ঞান, সূর্য্যে দীপ্তি, চন্দ্রে জ্যোৎস্না, আকাশে ধ্বনি, হিরণ্যে বর্ণ, এবং হে মাতৃকে! দুগ্ধে তুমিই ঘৃতরূপে বিরাজিত। জৈমিনিও বলিয়াছেন, যিনি হিরণ্যের বর্ণের ন্যায় বর্ণযুক্তা, যাঁহার পাদদ্বয় মণিময় নূপুরদ্বারা অনুরঞ্জিত ইত্যাদি। আর শ্রীপুরাণে উক্ত হইয়াছে, তপ্তকাঞ্চনবর্ণসদৃশ যাঁহার বর্ণের আভা। এই হেতুদ্বয় দ্বারা হিরণ্যবর্ণাশব্দের অর্থ হিরণ্যবর্ণের ন্যায় যাঁহার বর্ণের আভা। আর হরিণীশব্দে হরিণীরূপা। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের দক্ষযজ্ঞের অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে, সেই অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, রুদ্রের আগমনে ভীত হইয়া যজ্ঞাগ্নি মৃগরূপ ধারণ করিয়া দক্ষের যজ্ঞসভাস্থল হইতে বেগে পলায়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার শক্তিও সেই সঙ্গে ধাবিত হইলে রুদ্র আকর্ষণ করিয়া মৃগরূপিণী তাঁহার বৈষ্ণবী শক্তিকে ধরিয়াছিলেন, এবং গ্রহণ করিয়াছিলেন। অথবা হরিণীশব্দে হরিদ্রাভা; কারণ, তিনি হরিদ্রাচূর্ণলিপ্ত। হরিদ্রাগৌরীব্রতবিধানস্থলে কথিত হইয়াছে, হরিদ্রাচূর্ণনির্ম্মিতা হরিণী দুর্গাকে পূ

কল্লোক্তেঃ। শতানন্দো হ্যত্র ব্যাচষ্টে; ‘হিরণ্যং বিষ্ণুরাখ্যাতস্তস্য বর্ণস্তু বৈষ্ণবী। লক্ষ্মীর্হিরণ্যবর্ণেতি শ্রূয়তে কনকপ্রভা॥” ইতি শ্রীপুরাণাৎ। “হরিণীং তু হরেঃ পত্নীং দারিদ্র্যপরিহারিণীম্। প্রপদ্যেহহং হরিদ্রাভাং হরিলাক্ষীং হিরণ্ময়ীম্॥” ইত্যাথর্বণিকস্তুতৌ। ইত্যেবং সর্ব্বেষ্বপ্যেতে বিকল্পান্ ব্যাখ্যাতারো নবং নবং মতমুপস্থাপ্য; সত্যন্তু হৃদয়স্থিতং ভগবত্যাঃ শ্রুতেঃ। কথম্? বৈকল্পিকং যতঃ পশ্যামঃ। স্মৃতস্তু “ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ। বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি॥” ইতি। তস্মা-দ্বৈকল্পিকেনৈব ভবিতব্যং মন্তেন। নেত্যাহ, অনপেক্ষবলা হ্যেষা উপনিষন্নাম,

---

করিবে। এস্থলে শতানন্দ ব্যাখ্যা করেন, শ্রীপুরাণে উক্ত হইয়াছে হিরণ্য-শব্দে বিষ্ণু আখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার বর্ণ—বৈষ্ণবীশক্তি; সুতরাং কনক-প্রভা লক্ষ্মীই হিরণ্যবর্ণা-শব্দে শ্রুতিতে শুনিতে পাওয়া যায়। আর আথর্বণ-স্তুতিতে আছে, হরিণীশব্দে হরির পত্নী। আমি সেই দারিদ্র্যপরিহারিণী, হরিদ্রাভা, হরিলাক্ষী, হিরণ্ময়ী হরিণীর প্রপন্ন হই। এস্থলে হরিণী-শব্দে এত-গুলি বিশেষণবিশিষ্ট হরির পত্নীকে বুঝান হইয়াছে। অতএব এইরূপ অর্থই বা করিতে হইবে।

এই সকল ব্যাখ্যাকারেরা নূতন নূতন মত উপস্থাপিত করিয়া এক একটি পদের নানাবিধ বিকল্পনায় ফেলিয়া অর্থের কোনও একটা নিষ্কর্ষ করিতে পারেন নাই। সত্য অর্থ যে কোনটি, তাহা একমাত্র শ্রুতিই জানেন। কে এ কথা বলে, বিদ্যারণ্য প্রভৃতি প্রাচীন ব্যাখ্যাকারগণ যে সকল ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে প্রমাণও তাঁহারা উপস্থাপিত করিয়াছেন। তথাপি তুমি বলিতেছ, তাঁহারা যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা বৈকল্পিক অর্থ লইয়াই, সুতরাং কোনটি যে সত্য, তাহার নিষ্কর্ষ হওয়া অসম্ভব। হাঁ তাই বলিতেছি।—না, তাহা বলিতে পার না; কারণ, স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে, ইতিহাস ও পুরাণ-দ্বারা বেদের সম্যক্‌রূপে উপবৃংহণ করিবে। যাহার জ্ঞান অল্প, যে অল্পশাস্ত্রের পর্য্যালোচনা করিয়াছে, তাহা হইতে বেদ ভয় পান যে, এ আমায় প্রহার করিবে। যখন এরূপ স্মৃতিপ্রমাণ আছে, এবং যখন বিদ্যারণ্যপ্রভৃতি প্রাচীন ব্যাখ্যাকারেরা পুরাণের বাক্য উদ্ধার করিয়া প্রতিশব্দের অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন, তখন তাহাই সত্য, ইহা বলিতে হইবে। না, তাহা বলিতে হইবে না,

সাপেক্ষত্বে স্বার্থং নাভিদধীত, অপ্রামাণ্যং তর্হি তস্যাঃ স্যাৎ, নিষ্ফলতয়া তদর্থানু-ষ্ঠানবৈধুর্য্যাৎ। সমুপবৃংহণঞ্চ বিপ্রকীর্ণানাং বিনষ্টানাং পদার্থানাং পুনর্যো-

---

কারণ, এটা একটা উপনিষৎ। উপনিষৎ বেদেরই একটা ভাগমাত্র; সুতরাং এবেদভাগ পুরাণাদিপ্রতীত অর্থকে অপেক্ষা করিয়া সার্থক হইবে না।—অর্থাৎ বেদভাগ স্বাধীনভাবে নিজের অর্থ প্রতিপাদন করে, কখন কাহারও অপেক্ষা রাখে না। যদি তুমি এখন বল যে, পুরাণের প্রসিদ্ধিকে অপেক্ষা করিয়া এই সকল শব্দের ব্যাখ্যা করিতে হইবে, তাহা হইলে বেদের সে স্বাধীনতা থাকে না; সুতরাং স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করিতে না পারায়, সেই বেদের অর্থ অনুষ্ঠানের যোগ্যও হইতে পারে না। তাহা হইলেই বেদের প্রতিপাদ্য অর্থের অনুষ্ঠান না হওয়ায় বেদের অপ্রমাণ্য হইয়া পড়ে। আর তুমি যে বলিয়াছ, ইতিহাস ও পুরাণদ্বারা বেদের সম্যক্‌রূপ উপবৃংহণ করিবে, ইহা স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে; সে কথা সত্য; কিন্তু এই উপবৃংহণ-শব্দের অর্থ কি, তাহা অগ্রে স্থির কর। স্মৃতিতেই উক্ত হইয়াছে,—

"বৃহত্বাদ্‌বৃংহণত্বাচ্চ আত্মা ব্রহ্মেতি গীয়তে।" ইতি। আত্মা বৃহৎ, এবং বৃংহণ এইহেতু আত্মাই ব্রহ্ম বলিয়া উপনিষদে গীয়মান হইয়াছে। এস্থলে বৃংহণ শব্দের অর্থ নিজে অপ্রত্যক্ষভাবে—অসম্বন্ধভাবে থাকিয়া নিজসত্তাদ্বারা অবয়বের উপচয় ঘটান। যেমন রাজা পল্লীগ্রামের শাসন করেন। রাজা-ত রাজধানীতেই থাকেন। কথনই পল্লীগ্রামের মুখদর্শন করেন না; কিন্তু তাঁহার বেতনভোগীই তাঁহার হইয়া পর পর শাসন করিতে থাকে; সেইরূপ আত্মা কথনই অবয়বের সহিত সাক্ষাৎও করেন না। তবে তিনি হৃদয়দেশে কল্পিতভাব লইয়া থাকেন, এবং তিনি তথায় থাকেন বলিয়া হৃদয়ের সহিত সম্বন্ধ প্রাণ পঞ্চভাগে বিভক্ত হইয়া পাকীকরণ, পোষণ ও বর্দ্ধনাদি করিতেছে; সুতরাং আত্মা শরীরের অবয়ব সকলের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্বদ্ধ নহেন; কিন্তু তথাপি যেন তিনিই সকলের সহিত সম্বদ্ধ থাকিয়া সকলকে পক্কীকৃত, পুষ্টীকৃত ও বৃদ্ধীকৃত করিতেছেন। এস্থলে যেরূপ বৃংহণশব্দের অর্থ দেখা গেল, ঠিক এইরূপ অর্থই ওস্থলে গ্রহণ করিতে হইবে। নিজের কল্পনামূলক অর্থ স্থির করিয়া লইয়া তাহার সহিত বিরোধ হইতেছে বলিলে চলিবে না। অতএব সম্যক্‌রূপে উপবৃংহণ করাইবে, ইহার অর্থ এই হইবে যে, অনন্তকাল হইতে বেদরাশি জগতের

[ব্য]বহারক্ষেত্রে থাকায় ব্যবহর্ত্তারা দুর্ব্বল হইয়া সমস্ত বেদবাক্য ধারণ করিয়া [রা]খিতে পারেন নাই, অনেক বেদবাক্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আবার অনেক [বে]দবাক্য থাকিয়াও যে স্থানে থাকা উচিত, সে স্থানে না থাকিয়া অন্য স্থানে [য]াইয়া পড়িয়াছে; সুতরাং সেগুলি কি, এবং কোথায় গিয়া পড়িয়াছে, তাহা [তো]মার আমার জানিবার উপায় নাই; কিন্তু ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি মনু-আদি মহানু[ভ]ব দ্বারা কচিৎ কচিৎ গৃহীত হইয়াছে। সেইগুলি দেখিয়া শুনিয়া বেদের [য]স্থানে তাহার অভাব বোধ হয়, সেই স্থলে অপ্রত্যক্ষভাবে তাহার যোজনা [ক]রিয়া তদ্দ্বারা বাক্যার্থ স্থির করিবে। তারপর এক কথা,—স্মৃতিতে যে ইতি[হা]স ও পুরাণের কথা উক্ত হইয়াছে, ঐ ইতিহাস ও ঐ পুরাণ কি? রামায়ণ-[ম]হাভারতাদিও ইতিহাস, এবং ব্রহ্মপুরাণাদিও পুরাণ; কিন্তু স্মৃতিবাক্যে যে [ই]তিহাস ও পুরাণের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা-ত অষ্টবিধ * ব্রাহ্মণের অন্তর্গত [ই]তিহাসব্রাহ্মণ, ও পুরাণব্রাহ্মণ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত; কারণ, কোনও একটি [ম]ন্ত্রের অর্থবিষয়ে সন্দেহ হইলে, অগ্রে অষ্টবিধ ব্রাহ্মণ অনুসন্ধান করিয়া যদি [না] পাওয়া যায়, তবেই যা'ইচ্ছা, তাই ব্যাখ্যা করিতে পার। যেমন,—

"যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ॥" ইতি

এই একটি পুরুষসূক্তের ঋক্ আছে। ঐতরেয়ব্রাহ্মণের পঞ্চমখণ্ডে এই [ম]ন্ত্রের বিবরণাত্মক ব্যাখ্যান এই প্রকার আছে। যথা—

"যজ্ঞেন বৈ তদ্দেবা যজ্ঞমযজন্ত, যদগ্নিনাঽগ্নিমযজন্ত;
তে স্বর্গং লোকমায়ন্।"

* ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষদ্, শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যান, ও ব্যাখ্যান এই হইল অষ্ট[বি]ধব্রাহ্মণ। (বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৪র্থ ব্রাহ্মণ দ্রষ্টব্য।) "উর্ব্বশী-হাপ্সরাঃ" ইত্যাদি ব্রাহ্মণস্থ [উর্ব্ব]শী-পুরূরবাসংবাদাদি ইতিহাস। "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি ব্রাহ্মণোক্ত সর্গপ্রতিসর্গাদি [প্র]কাশক বাক্যরাশিই পুরাণ। "বেদঃ সোঽয়ম্" ইত্যাদি অলৌকিক জ্ঞানোৎপাদক ব্রাহ্মণ [ভা]গস্থ দেবজনবিদ্যা। "প্রিয়মিত্যেতদুপাসীত" ইত্যাদি সাকার ও নিরাকার উপাসনাত্মক [ব্রহ্ম]বিদ্যাপ্রকাশক ব্রাহ্মণভাগ উপনিষৎ॥ ব্রাহ্মণ নিজেই যে সকলকে শ্লোক বলিয়া কীর্ত্তন [ক]রিয়াছেন, তাহা শ্লোক। বস্তুসংগ্রাহক বাক্যই সূত্র। তাহার ব্যাখ্যানই অনুব্যাখ্যান, এবং [মন্ত্রে]র বিবরণই ব্যাখ্যান। এই অষ্টবিধ ব্রাহ্মণ বেদের দ্বিতীয়ভাগ, বা এই ভাগ ও মন্ত্রভাগ, [এ]ই দুই ভাগই বেদ।

"ছন্দাংসি বৈ সাধ্যা দেবাস্তেঽগ্রেঽগ্নিনাঽগ্নিমযজন্ত ;
তে স্বর্গং লোকমায়ন্।"
"আদিত্যাশ্চৈবেহাসন্নঙ্গিরসশ্চ, তেঽগ্রেঽগ্নিনাগ্নিমযজন্ত ;
তে স্বর্গং লোকমায়ন্।"

'প্রক্রিয়মাণ নূতন অগ্নিদ্বারা যে ঋত্বিগ্‌গণ পূর্ব্বসিদ্ধ আহবনীয় অগ্নির পূ[illegible] করিয়াছেন, তাহাই উক্ত হইয়াছে যে, যজ্ঞদ্বারা দেবগণ যজ্ঞের পূজা করিয়াছেন দুইটি যজ্ঞশব্দদ্বারা দ্বিবিধ অগ্নির, এবং দেবশব্দদ্বারা এখন দেবতারূপে বি[illegible] মান পূর্ব্বসিদ্ধ ঋত্বিগ্‌গণের কথা বলা হইয়াছে ; কারণ, সেই ঋত্বিগ[illegible] পূর্ব্বকালে অনুষ্ঠিত যাগদ্বারা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

গায়ত্রী-আদিছন্দের অভিমানিনী দেবতাসকলেই এখন সাধ্য, অর্থাৎ [illegible] গণের পূজ্য দেবতা। তাঁহারাও অগ্রে পূর্ব্বসৃষ্ট অগ্নি যে মথিতাগ্নি, তদ্দ্বারা আহবনী[illegible] অগ্নির পূজা করিয়াছিলেন। তাঁহারাও সেই যাগদ্বারা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন

এখন যাঁহারা আদিত্যনামের দেবতা, এবং অঙ্গিরস্‌শব্দে যে সকল ঋ[illegible] সেই দ্বিবিধ দেব ও ঋষিরাও পূর্ব্বসৃষ্টিকালে এই ভূলোকেই মনুষ্যরূপে অ[illegible] স্থিত ছিলেন ; কিন্তু তাঁহারা অগ্রে পূর্ব্বসৃষ্ট অগ্নি যে মথিতাগ্নি, তদ্দ্বারা আহ[illegible] নীয় অগ্নির পূজা করিয়াছিলেন। তাঁহারা সেই যাগদ্বারা স্বর্গলোক প্রা[illegible] হইয়া এখন সাধ্য ও দেবগণরূপে বিরাজ করিতেছেন।'

এখন যদি ঐ ঋঙ্মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে হয়, তবে এই প্রকার ব্যাখ্যা দেখি[illegible] য়াই ব্যাখ্যা করিতে হইবে ; কারণ, ঐ মন্ত্রটি পুরুষসূক্তের মধ্যে স্থান পা[illegible] উহার ব্যাখ্যা অন্য প্রকার হইবার সম্ভাবনা অধিক। যদি এরূপ ব্যাখ্যা[illegible] করা যায়, তবে বলিতে হইবে, সে ব্যাখ্যা কেবল স্বকপোলকল্পিতমাত্র তাহার উপর কথা আছে ; ঐতরেয়ব্রাহ্মণ ঐ মন্ত্রের এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া[illegible] ছেন ; সুতরাং এ ব্যাখ্যা অন্য কোন স্থলে গ্রহণ হইতে পারে না। কেন[illegible] না, প্রত্যেক শাখাই ভিন্ন ; এক শাখার ব্যাখ্যা অন্য শাখায় গৃহীত হইবে[illegible] করিয়া ? যদি তাহাই হয়, তাহাহইলে সে শাখায় যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহার স্থান কোথায় ? অবশ্য মৌদ্গল শাখায় ঐ মন্ত্রের ব্যাখ্যা অন্য প্রকা[illegible] করা হইয়াছে। মুদ্গল উপনিষদের ভাষ্যে তাহা সুন্দরভাবে প্রদর্শন করিয়াছি[illegible] এখন যদি এই প্রকার ব্যাখ্যা তথায় করা যায়, তাহাহইলে ত সমস্ত বিরু[illegible] হইয়া উঠে। সেই জন্য শাখাভেদ, বেদভেদ প্রভৃতি দেখিয়া সমন্বয় করি[illegible]

ন কোন একটি বিধি, বা প্রতিষেধ উপস্থাপিত করিতে হইবে। কেবল মনীষাপ্রভাবে করিলে হইবে না। এইজন্য কথিত হইয়াছে, ইতিহাস ও রাণদ্বারা বেদকে সমুপবৃংহিত করিবে—অর্থাৎ ইতিহাসাদিব্রাহ্মণভাগে যে কল বিষয় পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, সে সকল বিষয় দেখিয়া মন্ত্রভাগের অর্থাদি র্ণয় করিতে হইবে। অন্যথা তাহা অব্রাহ্মণোক্ত, বা দুরুক্তোক্ত-দোষে ষিত হইবে *

এই ইতিহাস ও পুরাণ-শব্দে স্মৃতিরূপ ইতিহাস ও পুরাণ যে গ্রহণ করা যায় া, তাহার কারণ এই যে, বেদ অপৌরুষেয় বাক্য, আর স্মৃতিরূপ ইতিহাস ও রাণ অপৌরুষেয় নহে। উক্ত ইতিহাস ও পুরাণের কর্ত্তা বেদব্যাসাদি, হাই স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে। অতএব পৌরুষেয় ইতিহাস ও পুরাণবাক্যের দ্বারা অপৌরুষেয় বেদের সমুপবৃংহণ অসম্ভব। সেইজন্যও ইতিহাস ও রাণ বলিতে ব্রাহ্মণবিশেষকেই গ্রহণ করিতে হইবে। এইজন্যই বলিতেছিলাম পুরাণাদিপ্রতীত অর্থকে অপেক্ষা করিয়া উপনিষৎ কখনই সাধক হইবে । তবে ইহা বেদার্থ যখন সিদ্ধ হইবে, তখন তাহার আনুকূল্যার্থ স্মৃতিরূপ তহাস ও পুরাণাদি বাক্য কখন কখন গ্রাহ্য হইতে পারে বটে; সুতরাং ও বিদ্যারণ্যপ্রভৃতি প্রাচীন ব্যাখ্যাকারগণ ব্যাখ্যা করিয়া তাহার আনু- ল্যার্থ ইতিহাসাদির প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন, তথাপি তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে ; কারণ, তাঁহারা শ্রীসূক্তের গতি নিশ্চয় না করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ন সৌভাগ লক্ষ্মী উপনিষদে শ্রীসূক্তের অর্থ সঙ্কলিত হইয়াছে, তখন তাহার ইত সামঞ্জস্য রাখিয়াই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অন্যথা সে ব্যাখ্যা পণ্ডিতম্মন্যের মনীকাপ্রসূত কাল্পনিক উচ্ছ্বাস ব্যতীত আর কিছুই বলিতে পারা ইবে না।

অথবা ইতিহাস ও পুরাণ-শব্দে যথাশ্রুত স্মৃতিরূপ ইতিহাস ও পুরাণই ণ করা যাউক। তাহাতেও ক্ষতি নাই। কেন? না, উপনিষৎপরিপূত

* ব্রাহ্মণ বিধায়ক বাক্য, তদ্দ্বারা যাহা উক্ত নহে, মনুষ্যকল্পিতমাত্র, তাহা অব্রাহ্মণোক্ত। যে বাক্য পুরুষ অন্যপ্রকার বুঝিয়া ব্যাখ্যা করে, তাহা দুরুক্ত। সেই দুরুক্তবাক্যদ্বারা যাহা ভূহিত হয়, তাহাই দুরুক্তোক্ত। অথবা, রাজভৃত্য, ক্রয়-বিক্রয়ী, বহুযাজী, অশ্রৌতযাজক, মযাজী, ও ব্রহ্মবন্ধু, এই ছয়টি অব্রাহ্মণ। ইহারা যাহা বলে, বা অপবাদরূপ বাক্যে যাহা পীত হয়, তাহাই অব্রাহ্মণোক্ত; এবং দুরুক্তোক্ত। (ঐঃ ব্রাঃ ৩ অং, ৩খঃ)।

জনম্। নচ তেন শাব্দবোধেঽপি বিকল্প এষ্টব্য এব। কস্মাৎ? স্বার্থস্য প্রকাশায় স্বস্যৈবৈকদেশস্য গ্রহণাৎ। দোষাশ্চাত্র মন্তব্যাঃ শূরিভিঃ। ততশ্চ এক এবার্থ উপনিষদাং সম্ব্যবহর্তৃভিরনুষ্ঠেয়ঃ সফলশ্চ ভবতীতি। স্যাদেতৎ, অদ্বৈতপর্যায়

প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া ব্যাখ্যা করিলে, তাহাই বা কে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিবে? যখন দেখা যাইতেছে যে, উপনিষৎপ্রণালী লক্ষ্য করিয়া ঐ সকল ব্যাখ্যার অবতারণা করা হয় নাই, তখন ঐ ব্যাখ্যা কি করিয়া গ্রহণ করা যায়? স্থতরাং ব্যাখ্যা করিয়া দু'একটি প্রমাণ ইতিহাস, বা পুরাণ হইতে উদ্ধার করিলে যে, সে অর্থ পরিগ্রহণীয় হইবে, একথা অস্বীকার্য্য। যাহাই হউক, বিদ্যারণ্য প্রভৃতি প্রাচীন ব্যাখ্যাকারেরা স্বমনীষাপ্রভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহারা বৈকল্পিক অর্থের অবতারণা করিয়া প্রতিপত্তাদিগের মানসপটে মহা সংশয়ের আবির্ভাব ঘটাইয়াছেন। আমরা ওরূপ সন্দেহকর অর্থের গ্রহণ করিয়া বিড়ম্বিত হইতে পারি না, এবং জনসাধারণকেও বিড়ম্বিত হইতে নিষেধ করি। নিষেধ করিবার কারণ এই যে, যখন বাক্যার্থ স্থির করিয়া শাব্দবোধ করা হইবে, তখন ত আর বৈকল্পিক-অর্থ সেই শাব্দবোধে ব্যবহৃত হইবে না। কেননা, বেদের কোন স্থল নিগূঢ়ার্থ হইলে, তাহার অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যানাদিই আবশ্যকীয় হইয়া থাকে। সেস্থলে পুরাণাদিপ্রতীত অর্থের কখনই গ্রহণ হইতে দেখা যায় না। আর এই যে বৈকল্পিক অর্থ করা হইয়াছে, ইহার মধ্যে কোন একটি অবশ্যই সত্য। সেটি কোন্‌টি, তাহা স্থির করা অসম্ভব; স্থতরাং কোনটিই গ্রাহ্য নহে। পণ্ডিতগণ চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন যে, বিকল্পে আটপ্রকার দোষ উপস্থিত হয়। সেইজন্য বৈকল্পিক অর্থ অগত্যা স্বীকার করিতে আদেশ করিয়াছেন। অবশ্য এস্থলে এমন কি অগতি উপস্থিত হইয়াছে যে, সেই বিকল্প গ্রহণ না করিলে আর চলিতেছে না? আমরা যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছি, তদ্দ্বারা দেখান হইয়াছে যে, কোন প্রকার অগতি উপস্থিত হয় না। সেইজন্য বৈকল্পিক অর্থ গ্রহণ করিবার কোন প্রকার অবকাশ আর নাই। আর এই যে অর্থ করা হইয়াছে। ইহা সেই একমাত্র চরম পদার্থে লক্ষ্য রাখিয়াই করা হইয়াছে, উপনিষদের লক্ষ্যও সেই এক অদ্বিতীয় আত্মা। অতএব যাঁহারা উপনিষৎপ্রতিপাদ্য অর্থের অনুষ্ঠান করিয়া ফললাভ করিতে প্রয়াসী, সেই সকল সংব্যবহর্তা এই অর্থের সংব্যবহার করিলে নিশ্চয়ই ফললাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

ত্রিপুরাপনিষদিত্যেবং সর্ব্বৈর্মন্যতে। এষাহপ্যুপনিষৎ; তথাচ হরিহরহিরণ্য-
গর্ভাণামভেদঃ সুকর এব, চিন্মাত্রত্বাত্তেষাং; শক্তয়স্তু পরস্পরং ভিন্নস্তু ইত্যভি-
হিতং তন্ত্রে। তথাহি; "একা মূর্ত্তিস্ত্রয়ো দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।" ইতি।
ন মন্যতে, ভেদোহপি কশ্চিদ্ভেদমালিঙ্গ্য স্বরূপদর্শী স্যাদিতি। যথৈকাপি মৃৎস্ন
দর্ব্বী বা স্যাৎ, শরাবো বা স্যাৎ, স্থালী বা স্যাৎ, চুল্লী বা স্যাৎ, বিপাকবিক-
গাঃ সমিধো বা, বীজানি বা, আধ্যাত্মিকানি বা ভিন্নানি ভবন্তি ভিন্নান্যেব,

---

যাক সেকথা, উপনিষৎ অদ্বৈতপর্য্যবসায়ী, ইহা সকলেই মানিয়া থাকেন।
খানিও একখানি উপনিষৎ। তাহা হইলে হরি, হর ও হিরণ্যগর্ভের নাম-
পাদি ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তাঁহারা চিন্ময় বলিয়া এক ও অদ্বিতীয়, ইহা প্রতিপন্ন
বা এবং জ্ঞানে প্রত্যক্ষ করা অনায়াসসাধ্য; কিন্তু শক্তিসকল পরস্পর ভিন্ন,
ন্ত্রে-ত ইহা কথিত হইয়াছে। হরিহরাদি যে অভিন্ন এক, তাহা কথিত হইয়াছে।
, মূর্ত্তি এক; কিন্তু হরি, হর, ও হিরণ্যগর্ভ নামতঃ এবং রূপতঃ ভিন্ন ভিন্ন
ব।—যিনি এইপ্রকার প্রশ্নের উত্থাপক, তিনি নিশ্চয়ই মনে করেন না যে,
ভেদ ও দ্বৈতপদার্থ বলিয়া অন্য একটি ভেদকে অবলম্বন করিয়া স্বরূপ প্রকাশ
রিতে সক্ষম হয়।—অর্থাৎ তুমি যে বলিলে, শক্তিগণ পরস্পর ভিন্ন। ভাল, যে
ভেদ শক্তি সকলের পার্থক্য ঘটাইয়াছে, সে ভেদ নিশ্চয় বহু। বহু হইলে, অথবা
কই হউক, ক্ষতি নাই, সেই ভেদ শক্তি হইতে ভিন্ন, ইহা মানিতে হইবে।
াহা হইলে শক্তি ও ভেদকে পরস্পর পৃথক্ করিয়াছে যে ভেদে, সে ভেদ অবশ্যই
প্রথম ভেদ অপেক্ষা বিভিন্ন। আবার সেই প্রথম ভেদ, ও দ্বিতীয় ভেদও পর-
র ভিন্ন বলিয়া স্বীকার্য্য; সুতরাং ভেদদ্বয়কে যে ভেদ পৃথক্ করিতেছে, সে
তীয় ভেদ। আবার প্রথম ও দ্বিতীয় ভেদ হইতে যে ভেদ তৃতীয় ভেদের
র্থক্য ঘটাইতেছে, সে চতুর্থ ভেদ। এইরূপ যতই দেখা যাইবে, ভেদের অনন্ত-
বাহ ততই দৃষ্টিগোচর হইতে থাকিবে; সুতরাং এরূপ অবস্থায় ভেদ যে একটা
ত্য পদার্থ নহে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। তবে ব্যবহারক্ষেত্রের অদৃশ্যগর্ভ
নুষ্ঠানপরম্পরার পরিচালনার জন্য যাহা হয় একটা মানিয়া চালান হয়; কিন্তু
াহার মূল কখনই দৃঢ় নহে। এইজন্য শক্তিসকলের ভেদ কথায় কথায় বলিলেও
র্থতঃ সে ভেদ কিছুই নহে। যেমন একই মৃত্তিকা দর্ব্বী (হাতা), শরাব (সরা),
লী (হাঁড়ী), চুল্লী (আকা), অথবা যদ্দ্বারা পাকক্রিয়ার বিশেষ উপকার হয়, সেই

কর্ম্মণে সমাধীয়মানা ভিন্নাপ্যভিন্না ভবতি, তথা মাহাভাগ্যাদ্ দেবতায়া এক আত্মা বহুধা স্তূয়ত একস্যাত্মনোঽন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্ত্যপি চ সত্ত্বানাং প্রকৃতিভূমভিঋষয়ঃ স্তুবন্তীত্যাহুঃ। প্রকৃতিসার্ব্বনাম্ন্যাচ্চ। ইতরেতরজন্মানো ভবন্তি

সকল কাষ্ঠই হউক, কিংবা বীজসকল (চাউল ডাউল) হউক, অথবা মুখ, জিহ্বা পাকস্থলী, দেহ, ও মজ্জা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গই হউক, যাহাই কেন হউক না, তাহারা পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন হইলেও নাম ও রূপ ভিন্ন আর তাহাদিগের বিশেষত্ববিঘটক কি থাকে? কেবল কার্য্যের সুবিধার জন্য ভেদদ্বারা তাহাদিগকে ভিন্ন আকারের করিয়া লওয়া হয় মাত্র। প্রকৃতপ্রস্তাবে মৃত্তিকা স্বরূপত এক ও অভিন্নরূপে সর্ব্বত্র অবস্থিত থাকে : সেইরূপ দেবতা অণিমা, মহিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব, ও যত্রকামাবসায়িত্বনামক অষ্টবিধ এই মহৎ ঐশ্বর্য্যের ভজনা করিয়া থাকেন।—এই হেতু দেবতাত্মা এক মাত্র হইলেও বহুপ্রকারে স্তূয়মান হইতে পারেন। সেই দেবতা আকৃতিভেদে, বা প্রকৃতিভেদে বর্দ্ধমান হইয়া বহুপ্রকারে স্তুতিভাজন হইয়া থাকেন। দেবতাত্মা একই ; কিন্তু তাঁহার মহদৈশ্বর্য্য আছে বলিয়া তিনি প্রকৃতি ও আকৃতি ভেদ করিয়া অন্য প্রত্যঙ্গদেবসকলের রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। যেমন অগ্নি, ইন্দ্র, ও সূর্য্যাত্মক এক দেবতাত্মার অঙ্গসকল জাতবেদাঃ ; বায়ু ও ভগপ্রভৃতি ; শকুনি ও অশ্বপ্রভৃতি প্রত্যঙ্গ। সেই মহানাত্মা অগ্নি, ইন্দ্র ও সূর্য্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গভাবে নিজ ব্যূহ অনুভব করিয়াও একই থাকেন ; কিন্তু বহু-আকারে ও বহুপ্রকারে স্তূয়মান হইয়া থাকেন। ঋষিগণও, সত্ত্বসকল যে অশ্বাদি, তাহাদিগের প্রকৃতিস্বরূপ হিরণ্যগর্ভের স্থাবরজঙ্গমভাবে যে অনেক প্রকারের বিপরিণাম, তাহা সেই হিরণ্যগর্ভের সহিত অভিন্ন ; কারণ ও কার্য্য কখনই ভিন্ন নহে, ইহা দেখিয়া অশ্বাদিরূপে বহুধাবিভিন্নভাবে অবস্থিত হিরণ্যগর্ভেরই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্তব করিয়া থাকেন, এই কথা আত্মবিদ্গণ বলেন। যেমন, দিব্‌লোক তোমার পৃষ্ঠ, পৃথিবী তোমার শরীর, তোমার আত্মা অন্তরিক্ষ ইত্যেবমাদি। স্থাবরজঙ্গম সকলই আত্মা, ইহা জানিয়া অশ্বমেধযাগে মূলসকলের উদ্দেশে প্রদত্ত এই আহুতি সুহুত হউক, শাখাসকলের উদ্দেশে প্রদত্ত এই আহুতি সুহুত হউক, ইত্যেবমাদি মন্ত্রদ্বারা সেই সেই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বৈশেষিক আকার যে প্রকৃতি, তাহা হইতে অভিন্নরূপে অবস্থানকারী মহান্ আত্মাই ঋত্বিক্‌গণকর্ত্তৃক ইজ্যমান হইয়া থাকেন।

েতরপ্রকৃতয়ঃ কর্ম্মজন্মান আত্মজন্মান আত্মৈবৈষাং রথো ভবত্যাত্মাশ্ব আত্মা-

---

বশ্য যে দেবতা নহে, সে কখনই যাগভাগী হইতে পারে না। এইরূপ সকলই ত
াবণের নিকট দেবতা নহে বলিয়া যাহা প্রসিদ্ধ, তাহাই দেবতারূপে পূজিত
ইয়া থাকে। এইজন্য গৃহ্যশাস্ত্রেও বলিপ্রভৃতি কর্ম্মাদিতে সর্পপ্রভৃতি জঙ্গম ও নারি-
কলবৃক্ষপ্রভৃতি স্থাবরসকলকে দেবতা মনে করিয়া পূজা করার বিধি দেওয়া
য়। তারপর প্রকৃতির সর্ব্বনামতাপ্রযুক্তও এইসকল অদেবতা দেবতার ন্যায় স্তুত
ন না; কিন্তু বিশ্বরূপ মহান্ আত্মাই স্তুত হইয়া থাকেন। যেহেতু মহা-
াগ্যযুক্ত হইতেছেন দেবতা, এবং সেই দেবতাই প্রকৃতি, সকল আকারে পরি-
ত হইয়াছেন; সেই হেতু এইসকল অদেবতা দেবতার ন্যায় স্তুতিযোগ্য নহেন;
ন্তু প্রকৃতিস্বরূপে দেবতারূপেই স্তুতিযোগ্য হন। তারপর এককথা এই
ইতে পারে যে, শিষ্য মনে করিতে পারে, যেমন মনুষ্যসকলের রথ, অশ্ব,
পুত্রাদি আগন্তুক বলিয়া অনিত্য, সেইরূপ ইন্দ্রাদির হরি, রোহিত ও হরি-
দিও আগন্তুক বলিয়া অনিত্য পদার্থ। যদি এরূপই হয়, তাহাহইলে ত
বে যাহা বলিয়া আসিলে, তাহা বেশ সমীচীন বলা হয় নাই; সুতরাং এ কীর্ত্তন
ষ্য মানিতে পারে না। এবিষয়ে বলিব এই যে, মনুষ্যধর্ম্মের বিপরীত হই-
ছে দেবতার ধর্ম্ম। মনুষ্যগণের অণিমাদি ঐশ্বর্য্যগুণ নাই; কিন্তু দেবতার
ই অণিমাদি ঐশ্বর্য্যগুণ আছে; সুতরাং দেবতার অশ্বাদিসকল মনুষ্যের
শ্বাদির ন্যায় আগন্তুক হইতে পারে না। দেবতা-ত এক; তাঁহার আবার
প্রত্যঙ্গভাব কি করিয়া হইবে? হাঁ, হইতে পারে, উহার মধ্যে কিছু ভেদের
শ্রয় লইয়া সমাধান করিতেছি, দেবগণ ইতরেতরপ্রকৃতি; কারণ, দেবতার
র্য্যগুণ আছে; কিন্তু মনুষ্যের এই প্রকার ঐশ্বর্য্য নাই বলিয়া সেই ইতরেতর-
াব শক্তি নাই। মনুষ্যমধ্যে পিতাই পুত্রের উৎপাদন করেন, পুত্র কখনই
তাকে উৎপাদন করিতে পারে না; সুতরাং পিতাই প্রকৃতি; কিন্তু পুত্র ইচ্ছা
রিয়াও পিতাকে জন্মাইতে পারে না। তবে দেখা যায়, দেবতাদিগের মধ্যে
গ্নি হইতে সূর্য্য জন্মিয়াছেন। ব্রাহ্মণে আম্নাত হইয়াছে, ইনি প্রাতঃকালে
ব করেন। তাহাহইলে সূর্য্যের প্রকৃতি হইতেছেন অগ্নি; কিন্তু আবার
ায়ংকালে সূর্য্য হইতে অগ্নির উৎপত্তি হয়। তাহাহইলে অগ্নির প্রকৃতি হই-
েছ সূর্য্য। সেইরূপ অদিতি হইতে দক্ষের জন্ম; সুতরাং দক্ষের প্রকৃতি

অদিতি, আবার দক্ষ হইতে অদিতির জন্ম বলিয়া অদিতির প্রকৃতি হইতেছে দক্ষ। সেইরূপ আধ্যাত্মিকভাবেও দেখা যায়, কোষ্ঠস্থিত অগ্নি হইতে নাদরূপী ইন্দ্রের উৎপত্তি; আবার বলরূপী ইন্দ্রের মন্থনে অগ্নির উৎপত্তি; সুতরাং ইঁহারা ইতেরেতরজন্ম ও ইতরেতরপ্রকৃতি। দেবতাদিগের ধর্ম্ম সর্ব্বথা অচিন্ত্য; কারণ, দেবতাদিগের মহাভাগ্য অনন্ত। তাহাহইলে, মনুষ্যাদিগের রথ, অশ্বাদি-সকল আগন্তুক (কিছুদিনের জন্য আসে) বলিয়া সেই দৃষ্টান্তে দেবতাদিগের অশ্বাদিও যে আগন্তুক বলিয়া অনিত্য হইবে, ইহা নিশ্চয় করা যাইতে পারে না। ভাল, না হয় দোষ না-ই হইল; কিন্তু দেবতা যদি ঈশ্বরই হন, তবে আবার তাঁহাদিগের জন্ম লইবার আবশ্যক কি? হাঁ আবশ্যক আছে; লোকসকলের কর্ম্মফলসিদ্ধির জন্য ইঁহারা জন্ম লইয়া থাকেন। অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য-আদিদেবগণ যদি অভিব্যক্ত না হন, তাহাহইলে লোকসকলের কর্ম্মফলসিদ্ধি হইতে পারে না। যদি কোনও একটা ঈশিতব্য না থাকে, যদি ঐশ্বর্য্য প্রকাশের স্থল কিছু না থাকে, তবে ঐশ্বর্য্যশালীর ঐশ্বর্য্য থাকিয়াও না থাকা হয়; কারণ, সে ঐশ্বর্য্যের ত আর প্রকাশ হইল না। সেইজন্য দেবতাত্মা লোকের কর্ম্মফলসিদ্ধি করিয়া স্বীয় ঐশ্বর্য্য প্রখ্যাপিত করিতে জন্ম লইয়া অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য-আদিরূপ ধারণ করিয়া থাকেন। ভাল কথা, লোকের প্রতি অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করিয়া কোথা হইতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকেন? যিনি ঐ এক আত্মা বহুপ্রকারে স্তুত হন যে হইয়াছে, যাঁহার সকল মূর্ত্তি থাকিতেও কোনমূর্ত্তি নাই, যিনি প্রলয়ে ভাবনামাত্র সন্মাত্র, সৃষ্টিকালে আত্মাকে ছয়ভাগে বিভক্ত করিয়া জগদাকার গ্রহণ করেন তাঁহা হইতেই উঁহারা জন্মিয়া থাকেন; এইজন্য উঁহাদিগকে আত্মজন্মা বলিয়া ঘোষণা করা হয়। কেই বা তাঁহা হইতে না জন্মায়? যদি একথা বল; তবে বলিব হাঁ সে কথা সত্য, সকলেই তাঁহা হইতে জন্মায়; কিন্তু সকলেই ইচ্ছানুসারে জন্মায় না, ইহাও সত্য। দেবগণ সেই দেবতাত্মাকে দেখিতে দেখিতে যোগপ্রভাবে যদৃচ্ছানুসারে তাঁহাহইতে জন্মাইয়া থাকেন, এইটি সাধারণের জন্ম অপেক্ষা দেবগণের পার্থক্য। দেবগণের তাহাহইলে জন্ম কিরূপ? দেবগণের জন্ম এই যে, দেবগণ ইচ্ছা করিলেই যাদৃশ সঙ্কল্প তাঁহাদিগের আসিয়া উদয় হয়, সেই সঙ্কল্পের সহিত যেরূপ কর্ম্ম উপস্থিত হয়, সেই কর্ম্মের অনুসারে, যতটা কাল আবশ্যক, ততটা কালের জন্য, আত্মাকে কিয়দংশে কারণ ও কিয়দংশে কার্য্যাকারে বিবর্ত্তিত করিয়া উৎপন্ন হন। এই প্রকার হইতেছে দেবতাদিগের

়য়েব আত্মা সর্ব্বং দেবস্তেতি যাস্কস্য। অতএবমাম্নায়তে বহ্বৃচানামুপনি-
;—"দেবী হ্যেকাগ্র আসীৎ" "সৈবাত্মা" "বহিরন্তরামুপ্রবিশ্য স্বয়মেকৈব
়তি" "ত্বঞ্চাহঞ্চ সর্ব্বং বিশ্বং সর্ব্বদেবতা ইতরৎ সর্ব্বং মহাত্রিপুরসুন্দরী সত্যমেকং
তাখ্যং বস্তু। তদদ্বিতীয়মখণ্ডার্থং পরং ব্রহ্মে"তি। স্মৃত্যন্তে চ মার্কণ্ডেয়-
ণে ;—"দেব্যুবাচ। একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাংপরা। পশ্যৈতা দুষ্ট

; কিন্তু ঐশ্বর্য্যগুণহীন মানবসকলের সেপ্রকার জন্ম নাই, বা হইতেই পারে
যেহেতু তাঁহারা ঐশ্বর্য্যগুণশালী ঈশ্বর, সেইহেতু আত্মা তাঁহাদিগের সংকল্প
সারে বিবর্ত্তিত হন বলিয়া আত্মাই ইঁহাদিগের রথরূপে বিবর্ত্তিত হন, আত্মাই
হন, আত্মাই আয়ুধসকল হন—আত্মাই বাণসকল হন, অধিক কি আত্মাই
তার সকল। তবে যে বলিয়াছ, অশ্বাদি প্রাণী, এবং অক্ষ, রথ প্রভৃতি দ্রব্য-
ল অদেবতা, তাহা অযুক্ত; কারণ, এসকলই দেবতা; দেবতাই রথাদিরূপে
াকে বিকৃত করিয়া প্রকৃতিভেদে রথাদিসাধ্য প্রয়োজন নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন।
তা রথাদিরূপে অবস্থিত হইয়া রথাদির স্তুতিদ্বারা স্তূয়মান হইয়া থাকেন;
যে কামনা করিয়া সেই রথাদির স্তুতি করা হয়, দেবতা রথাদিরূপে সেই
না সিদ্ধ করিতেও সক্ষম। অতএব বিকারগত ভেদ থাকিলেও প্রকৃতিগত
কিছুমাত্র নাই, ইহা যাস্ক মহর্ষির অভিপ্রায়। তাহাহইলে যদিও শাস্ত্রের
শক্তিদেবতার পরস্পর ভেদ আছে শুনিতে পাওয়া যায়, তথাপি সে ভেদ
নও রূপে একাত্মতার ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে না। বহ্বৃচ উপনিষদেও আম্নাত
াছে; ইহা আগমবিদ্‌দিগের প্রসিদ্ধ যে, অদ্বৈতরূপা মহালক্ষ্মীর স্বরূপভূত পর
ার উপরি দেবী ক্রীড়মান অবস্থায় ছিলেন। সেই দেবীই সকলের আত্মা।
আত্মা বলিয়া যাহা বোধগম্য হয়, সে তিনিই। তিনি সকলপদার্থেরই বহির্ভাগে
অন্তর্ভাগে অনুপ্রবেশ করিয়া,—সকল পদার্থ তাঁহাতে প্রবেশ করিয়া থাকিলে,
নও সেই সকলের অন্তরে ও বাহিরে নিজেই অনুপ্রবেশ করিয়া, একাকারে
ত ছিলেন ও এখনও আছেন। তুমি, আমি, সকল বিশ্বপ্রপঞ্চ, সকল দেবতা,
যাহা কিছু, সে সকলই সুতরাং মহাত্রিপুরসুন্দরীস্বরূপে বিরাজিত ললিতা,
ম একমাত্র বস্তুই সত্য। সেই বস্তু অদ্বিতীয়, মহাবাক্যের অখণ্ডার্থ যে পরব্রহ্ম,
াই। স্মৃতিশাস্ত্রেও ঋষিগণ স্মরণ করিয়াছেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে কথিত
াছে; দেবী বলিয়াছিলেন, এজগতে আমিই মাত্র একা আছি। আমার

মৎব্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ ॥ ততঃ সমস্তাস্তা দেব্যো ব্রহ্মাণীপ্রমুখা লয়ম্ তস্যা দেব্যাঃ স্তনৌ জন্মুরেকৈবাসীত্তদাম্বিকা ॥ দেব্যুবাচ। অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ রূপৈর্যদাস্থিতা। তৎ সংহৃতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরো ভব॥" ইতি। অতএবাহুঃ পৌরাণিকা দেবীপুরাণে;—"লালিতা শারদা লক্ষ্মীরেকৈ ভগবত্যুমা। তত্তল্লক্ষণসংযুক্তা পুরুষার্থপ্রদা নৃণাম্॥" ইতি। উমা কস্মাৎ যতস্ত্রিগুণা সেতি। কথম্? উশ্চ রাজসঃ, মশ্চ তামসঃ, তদুপরি অশ্চ সাত্ত্বিকঃ প্রবল ইতি ভবত্যুমা ত্রিগুণা মহালক্ষ্মীঃ তুরীয়া। তস্যাশ্চ জাতা মহালক্ষ্মী রাজসী, মহাসরস্বতী সাত্ত্বিকী, মহাকালী চ তামসী—তিস্রো মূর্ত্তয়ঃ। এতাঃ কার্য্যতো ভিন্না অপ্যভিন্না এব স্বরূপতঃ। যদা চাভিন্নাস্তদৈব সোমা ভব...

দ্বিতীয় অপর আর কে আছে? অরে দোষগ্রস্ত অসুর! দেখ এসকল আমা বিভূতিমাত্র, আমাতেই প্রবেশ করিতেছে। তার পর সেই ব্রহ্মাণীপ্রভৃতি দেবীসকল সেই দেবীর স্তনযুগলে যাইয়া প্রবিষ্ট হইল, এবং লয়প্রাপ্ত হইল তখন অম্বিকা একাই থাকিলেন। তার পর দেবী বলিলেন, আমি বিভূতি (ঐশ্বর্য্যের) সাহায্যে বহুরূপদ্বারা যে সকল মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিলাম, সে সকলে সংহার করিয়া আমি একাই আছি। এখন তুমি এই যুদ্ধে স্থির হও—এখন যু করিতে কৃতনিশ্চয় হও। এই সকলবাক্যে শক্তিদেবতা যে এক, তাহা কথি হইয়াছে। পৌরাণিক ঋষি দেবীপুরাণেও বলিয়াছেন, ললিতা, শারদা ও লক্ষ্মী এ সকল এক ভগবতী উমাই। তবে যখন যে সকল পুরুষের কর্ম্মফল প্রদা করিতে হয়, তখন দেবী তাদৃশ তাদৃশ রূপ ধারণ করিয়া দান করেন মাত্র তদ্দ্বারা দেবীর আত্মাতে ভেদ কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না। তুমি বলিলে, ভগবতী উমাই এক; কিন্তু উমা কি করিয়া এক হইল? না, উকারদ্বারা রাজসী মূর্ত্তি মকারদ্বারা তামসী মূর্ত্তি, ও তাহার উপর অকারদ্বারা প্রবল সাত্ত্বিকী মূর্ত্তি বোধ হয়। সেই তিন মূর্ত্তি পরস্পর মিলিত হইয়া যে বিদ্যাময়ী বহুশোভমান একমূর্ত্তি প্রকাশ পায়, সেই ত্রিগুণা তুরীয়া মহালক্ষ্মীমূর্ত্তিই উমাশব্দে বুঝিতে পা যায়। সেই ত্রিগুণা মহালক্ষ্মী হইতে রাজসী মহালক্ষ্মী মূর্ত্তি, সাত্ত্বিকী মহাসরস্বতী মূর্ত্তি, এবং তামসী মহাকালী মূর্ত্তি, এই ত্রিমূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে এই মূর্ত্তিসকল কার্য্যতঃ যদিও ভিন্ন ভিন্ন; কিন্তু স্বরূপতঃ কখনই ভিন্ন নহে, অভিন্ন যখন স্বরূপতঃ ভিন্ন নহে, অভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়, তখনই সেই ত্রিগুণা উ...

ণ্গুণা। তস্মাদ্ যথাচ হরিহরহিরণ্যগর্ভাণামভেদঃ সুকর এব, চিন্মাত্রত্বাভেদাৎ, থা চ শক্ত্যোঽপি কর্ম্মণে পরস্পরং ভিদ্যন্তে; স্বরূপেণ তু চিন্মাত্রতারূপেণ নৈব ভিদ্যন্ত ইতি সিদ্ধান্তে বাক্তমেব। অপি চাহুরৌপনিষদিকা হরিণীং মায়াতি। তথাহি;—"তদনন্তং; তদ্দ্বেধাঽভূৎ,হরিতমেকং, রক্তমপরম্। তত্র যদ্রক্তং, ৎ পুংসো রূপমভূৎ; যদ্ধরিতং, তন্মায়ায়াঃ" ইত্যেবমাদি। নচৈনাং মায়াং বা য়াস্পৃষ্টতমাং বাহভিদধীতোপনিষৎ। কথম্? গমনীয়া হ্যেষা ভবতীতি। চাম্; নতু খলু শ্রৈষ্ঠ্যং তত্র মায়ায়াঃ পশ্যামঃ; স্পর্শমাত্রেণাপি তদুপপত্তেঃ।

যে প্রসিদ্ধ হয়। অতএব যেমন হরিহরহিরণ্যগর্ভের অভেদ অনায়াসসাধ্য য়ংসিদ্ধ, সেইরূপ চিন্মাত্রতাস্বরূপে শক্তিসকলও ভিন্ন নহে, এবং শক্তিসকলের ভেদও অনায়াসসাধ্য, স্বয়ংসিদ্ধ। তবে কার্য্যসিদ্ধির জন্য তাঁহারা পরস্পর ভিন্ন য়া পরিদৃষ্ট হইলেও সে ভেদ কোনও কার্য্যকারক হইতে পারে না; তাঁহারা ভিন্নই থাকেন, ইহা বেদান্তসিদ্ধান্ত জাগরূকই আছে। অতএব এই দেবী যে ত্মাত্মক পরমা গতি, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তারপর আর এক থা, ঔপনিষদিকগণ বলিয়াছেন হরিণীশব্দে মায়া বুঝিতে হইবে; কারণ, অব্যক্ত পনিষদে কথিত হইয়াছে; পূর্ব্বে ইহা কিছুই ছিল না; দ্যুলোক ছিল না; ন্তরিক্ষলোক ছিল না, এ পৃথিবীলোকও ছিল না; কেবল জ্যোতিরূপ, অনাদি, নন্ত, অনণু, অস্থূলরূপ, রূপবান্‌দিগের অবিজ্ঞেয়, জ্ঞানরূপ, আনন্দময় আত্মাই লেন। তাহাও ভিন্নরূপে ছিল না, এক ও অদ্বৈতরূপে ছিল। তথাপিও হা দুইপ্রকারের হইয়াছিল। এক হরিত, অপর রক্ত। তন্মধ্যে যেটি ক্ত, সেটি পুরুষের রূপ হইয়াছিল; আর যেটি হরিত, সেটি মায়ার রূপ ত্যেবমাদি। হাঁ, এস্থলে দেখা যাইতেছে বটে যে, মায়াকে হরিতরূপা হরিণী লিয়া উপনিষৎ মত প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু এই শ্রীসূক্তের প্রতিপাদ্য বতাকে কোনও উপনিষৎ মায়া, বা মায়ার বিন্দুমাত্র গন্ধযুক্ত বলিয়া মতপ্রকাশ রিতে পারে না। কেন? না, এই দেবতাই যে চরমগতি। ভাল কথা, মত উপাসনীয় দেবতাও বটে; সত্য, ইনি উপাস্যাও বটে; কিন্তু তাই বলিয়াই তিনি মায়া, বা মায়ালিপ্ত হইবেন, তাহা কে প্রতিপন্ন করিবে? যে দেবতা পাস্য হন, অবশ্য তিনি কোনওরূপে মায়ায় সম্পৃক্ত হইয়াই হন, কিন্তু হাতে মায়ার কিছুমাত্র শ্রেষ্ঠতা দেখা যায় না। কোনও দেবতা সাকার না

হইলে উপাস্য হইতে পারে না, ইহা সত্য, কিন্তু সাকার হইলেই যে মায়া অধীন তাঁহাকে হইতে হইবে, ইহা কি করিয়া উপপন্ন হইবে? জীব যেমন মায়ার অধীন, উপাস্য দেবতাও কি সেইরূপ মায়ার অধীন হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়? যদি তাহাই হয়, তবে আর দেবতা বলিবার আবশ্যক কি? উপাস্য জীবই বল। বস্তুতঃ উপাস্য দেবের একটা আকার না থাকিলে উপাসনা করা যায় না; সেইজন্য সাধকের হিতার্থে দেবতার রূপ কল্পনা করা হয়; কিন্তু কল্পিতরূপের দোষভাগ সে দেবতায় কখন পৌঁছায় না; যেমন শুক্তিকায় রজত, বা রজ্জুতে সর্প কল্পনা করিলেও শুক্তিকা বা রজ্জু কখনই সে দোষে দূষিত বা সে গুণে গুণিত হয় না; সেইরূপ দেবতার যে রূপ কল্পনা করিয়া উপাসনা করা হয়, সেটা সে দেবতায় পৌঁছায় না; সুতরাং যতটা মায়ার সম্পর্ক ব্যতীত দেবতার উপাস্যতা উপপন্ন না হয়, ততটামাত্র স্বীকার করিব। ভাল কথা, তা হইলেই হইল। কি হইল? এই হইল যে, ততটা মাত্র তাহার অবিদ্যাত্ম হইল; সুতরাং সাধক যখন সেই দেবতায় যাইয়া একীভূত হইবে, তখন সাধককে কিয়দংশে অবিদ্যাত্মকভাব পাইতে হইবে। তদ্দ্বারা শোকমোহাদি একেবারে বিনির্ধূত হইবে না। হাঁ, যদি তাহাই হয়, তবে বটে; কিন্তু যখন সাধক উপাসনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া দেবতায় মিলিত হইবে, তখন ত সে মায়ায় যাইয়া মিলিত হইবে না। যদি মায়াপ্রধান দেবতা সাধকের উপাস্য হয়, তবেই বা সাধককে মায়ায় যাইয়া প্রধানভাবে মিলিত হইতে হইবে; কিন্তু উপাসনায় মায়ার প্রাধান্য ত স্বীকার করা হয় না; সুতরাং সাধক প্রথমতঃ ততটাম মায়াস্পৃষ্ট দেবতায় মিলিয়া কিয়ৎ পরিমাণ মুক্তিলাভ করিবে। ক্রমে জ্ঞানাগ্নিতা মায়ার সে স্পর্শও পরিশুষ্ক হইবে, এবং সেই অবকাশদ্বারা পরদেবতার স্ব জ্যোতিঃ প্রকাশ হইলে সাধক আরও অধিকরূপে মায়াস্পর্শ হইতে পরিমুক্ত হই এমন সময় পাইবে, যখন মায়াস্পর্শ আর একেবারে থাকিবে না। তখন সে পূর্ণজ্যোতিতে আত্মসমর্পণ করিয়া পরমানন্দ হইয়া যাইবে। ইহাই ক্রমমু এবং ইহা সময়সাপেক্ষ বলিয়া সুসেবও বটে। যাহাই হউক এই মায়া ও দেব এই উভয়ের স্থানব্যাপ্তিবিষয়ক পর্য্যালোচনা যেমন ভাববৈভবে গভী সেইরূপ ফলসম্পদে উদার। এই মায়া যদি অপ্রধান থাকে, এবং সা যদি সিদ্ধিপ্রভাবে সেই দেবতায় যাইয়া আত্মসমর্পণ করে, তাহা হই

াগে লবণচূর্ণের প্রক্ষেপের ন্যায় একীভূত হইতে কিছু সময়ের অপেক্ষা রে; কিন্তু যদি উপাসনাপ্রভাবে দেবতাই আসিয়া সাধককে স্বয়ং বরণ রেন, তবে লবণচূর্ণে জলনিক্ষেপের ন্যায় সঙ্গে সঙ্গেই একীভূত হইয়া যায়। ইক্ষণ বিচার্য্য ও নির্ণেয় এই যে, যদি দেবতাই অগ্রসর হইয়া স্বয়ং বরণ করেন, বং সেই দেবতা যদি অপ্রধানভাবেও মায়াস্পৃষ্ট হয়, তবে কি সঙ্গে সঙ্গে কীভাব হইবে? না, সঙ্গে সঙ্গে একীভাব হইবে না; তবে সাধকের আত্ম-র্পণ করা অপেক্ষা অতি সত্বর একীভাব হইবে। শ্রুতিতে দেখা যায়, বামদেব ষি যদিও আত্মদর্শন করিয়াছিলেন, যদিও দেবতা স্বয়ং বরণ করিয়াছিলেন, থাপি তাঁহার সর্ব্বাত্মভাব হইতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল। তিনি সে অবস্থাতেও কটু ক্রমের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি সেই আত্মাকে সাক্ষাৎকার করিয়া নিজেই ঝিয়াছিলেন যে, তিনিই মনু হইয়াছেন, এবং তিনিই সূর্য্য হইয়াছেন; কিন্তু রূপ বুঝেন নাই যে, তিনিই অনাদ্যনন্ত কেবল সচ্চিদানন্দময়; সুতরাং এই নুভব দেখিয়া বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, তাঁহার উপাস্য দেবতায় মায়া প্রধানভাবে ছিল; তিনি সাকার দেবতাকেই পরমগতি ভাবিয়া ধরিয়াছিলেন; ন্তু তাঁহার সাধনার উগ্রপ্রভাবে দেবতা স্বয়ং বরণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি কবল্যমুক্তিভাগী হইয়াও কিছু বিলম্বে নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব হইয়াছিলেন। াবার দেখা যায় বরুণপুত্র ভৃগু পিতার নিকট উপদেশ পাইয়া তপস্যাচরণ রিয়াছিলেন, এবং সেই তপস্যার উগ্রপ্রভাবে ভৃগু ব্রহ্মকে আনন্দময় বলিয়া ানিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি আর পৃথক্ পৃথক্ আত্মভাব লাভ করিয়া র্ব্বাত্মভাব প্রাপ্ত হন নাই; একই কালে—যখন কেবল ব্রহ্ম স্বয়ং বরণ রিয়াছিলেন, তখনই সর্ব্বাত্মভাব লাভ করিয়াছিলেন; সুতরাং বারুণি-ভৃগুর াত্মলাভ ও বামদেব ঋষির আত্মলাভে কিছু পার্থক্য আছে বলিতে হইবে। বশ্য সে পার্থক্য কালকৃত মাত্র; কার্য্যকৃত নহে।—অর্থাৎ ভৃগুর আত্মলাভ ত সত্বর হইয়াছিল, বামদেবের তত সত্বর নহে, তদপেক্ষা কিছু বিলম্বে। তাই লিয়া বামদেব অবশ্য আত্মদর্শন করিয়া আত্মলাভের পূর্ব্বে আর কোন প্রকার ার্য্যের অনুষ্ঠান করেন নাই। সে যাহাই হউক, সাধক মায়াপ্রধান দেবতার পাসনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিলে, যদি সিদ্ধিপ্রভাবে সাধক সেই মায়াপ্রধান বতায় আত্মসমর্পণ করিয়া একীভূত হয়, তবে সে দেহপাতের পর সেই বতার লোকে যাইয়া বাস করিতে পারে, এবং সেই দেবতার সাহায্যে বহু

বিলম্বে ক্রমে ব্রহ্মনির্ব্বাণ পাইতে পারে। ইহা প্রাথমিকমুক্তি। পুরাণে ইহাকে সালোক্য-নামে অভিহিত করিয়াছে। আবার সেই মায়াপ্রধান দেবতা যদি সাধকের তীব্রসাধনাপ্রভাবে স্বয়ং আসিয়া সাধককে বরণ করেন, তবে সাধকের সামীপ্যলাভ হয়। সাধক সেই দেবতার লোকে গিয়া, সেই দেবতার সমীপবর্ত্তী হইয়া থাকিতে পারে। পরে তাঁহারই সাহায্যে ক্রমে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। এই সামীপ্যমুক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প বিলম্বে ঘটিয়া থাকে। আবার সাধক যদি অপ্রধানমায়া দেবতার উপাসনায় সিদ্ধ হইতে পারে, এবং সেই জিতমায়-দেবতায় যাইয়া আত্মসমর্পণ করে, তাহা হইলে সাধক সেই দেবতার ন্যায় রূপধারণ করিয়া সেই দেবতার সমীপে যাইয়া সহচরবৎ বাস করিতে পারে, এবং তাঁহার কৃপায় কালে ব্রহ্মনির্ব্বাণ পাইতেও পারে। এই সারূপ্য মুক্তিই তৃতীয় প্রকারের বলিয়া পুরাণে কীর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বের অপেক্ষা এ মুক্তি আরও শীঘ্র হইয়া থাকে। তদপেক্ষাও সার্ষ্টিমুক্তি শীঘ্রতর হইতে পারে, যদি সেই জিতমায়-দেবতা স্বয়ংবরণ করেন। এ মুক্তি চতুর্থ প্রকারের। দেবতার অতিমাত্র দয়াদ্বারা এ মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া সাধক সেই দেবতার ঐশ্বর্য্যের ন্যায় ঐশ্বর্য্যলাভ করিতে পারে; কিন্তু জগদ্ব্যাপারে তাহার হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার থাকে না, তবে জগদ্ব্যাপার তাহারই হয় (ত্রিঃ উঃ ১ম খঃ ১৫; বেঃ দঃ ৪।৪।১৭ সূঃ দ্রষ্টব্য)। এস্থলেও দেবতার অনুগ্রহে সাধক পূর্ব্বাপেক্ষা শীঘ্রতর মুক্তিলাভ করিতে পারে। এ সকল মুক্তি, মায়ার সহিত দেবতার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকিলে এবং সেই দেবতার উপাসনা করিলে তবে হয়; সুতরাং এ সকল উপাসনায় স্ত্রীশ্রেষ্ঠত্বই পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতেছে একা মুক্তি, বা সাযুজ্য মুক্তি। তাহা দ্বিবিধ; এক ভগবৎসাযুজ্য, অপর ব্রহ্মসাযুজ্য, বা ব্রহ্মনির্ব্বাণ। তন্মধ্যে যে দেবতার উপাসনার জন্য মায়াস্পর্শ ঘটাইয়া তবে উপাসনা করা হয়, সেই মায়াস্পৃষ্ট দেবতার সাক্ষাৎকার হইলে, সাধক তাহাতে যাইয়া আত্মসমর্পণ করিলে যত শীঘ্র সেই দেবতায় মিলিতে পারে, যদি সেই দেবতা স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সাধককে স্বয়ং বরণ করেন, তাহা হইলে তদপেক্ষা আরও শীঘ্র সেই দেবতায় মিলিয়া যাওয়া যায়। তাই বলিয়া এস্থলে আর মুক্তির নামভেদ কিছুই নাই; একমাত্র ক্রমমুক্তিনামেই এই মুক্তি পরিকীর্ত্তিত। ইহার উপর হইতেছে কৈবল্যমুক্তি, বা ব্রহ্মনির্ব্বাণ। ক্রমমুক্তিস্থলে যেমন সগুণ ব্রহ্মের প্রতিসঞ্চার পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়, কৈবল্যমুক্তিতে আর সে প্রকা

...ত্রী চৈতন্যয়োরোতপ্রোতভাবে পরীক্ষা। তদ্যথা জলে ন্যস্তো লবণরসঃ কালং ...প্রতি সম্মায়। রসে চ তস্মিন্ চূর্ণে বিপ্রুষং পর্য্যন্তমেব সঙ্ক্ষতীতি স্ত্রীশ্রৈষ্ঠ্যাৎ ...ংশ্রৈষ্ঠ্যং সমাধেয়ম্ ভবতি, ফলস্য শৈঘ্র্যাৎ। তস্মাচ্চিতিরেবোপাস্যা গম্যা ...। প্রাপ্যদেতৎ, সুবর্ণরজতস্রজামিতি কামাহ? বিষ্ণোঃ প্রসবিত্রীং মহা-সরস্বতীং, শিবস্য চ মহাকালীমিতি। কথং বিজ্ঞায়তে? এবং—হিরণ্ময়বপুরি...ক্ষুর্দৃষ্টৌ ভাবনমণ্ডলে, মহেশোঽপি রজতগিরিনিভশ্চ ধ্যানকাল ইতি। তে

...হাপ্রলয় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয় না। যখনই দর্শন হয়, তখনই সে তন্ময় ...ইবা যায়—পরমানন্দ ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থতা লাভ করে। নিগুর্ণ ...ক্ষে আত্মসমর্পণ, বা নিগুর্ণব্রহ্মের স্বয়ংবরণ, এ উভয়ই প্রায় একাকারের; ইহার ...চদ করা অতীব দুরূহ। এইজন্যই বলিয়াছি, স্ত্রী (মায়া) ও পুরুষের (আত্মার) ...তপ্রোতভাবে (স্থানব্যাপ্তিবিষয়ে) পরীক্ষা (পর্য্যালোচনা করা) মহতী (অতীব ...ভীর ও অতীব উদার)। কেন? না, দেখা যায়,—লবণচূর্ণ জলে প্রক্ষেপ ...রিলে লবণে জলে মিলিয়া এক হইতে একটু সময়েপ অপেক্ষা করে; কারণ, ...চতুষ্পার্শ্বস্থ লবণচূর্ণ গলিয়া অভ্যন্তরস্থ চূর্ণে জলসংযোগ হইতে দেয় না, প্রতিবন্ধক ...। ; কিন্তু সে প্রতিবন্ধকতা বেশিক্ষণের জন্য নহে। আবার যদি সেই লবণ-...র্ণে জল ঢালিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই লবণচূর্ণ অতিসত্বর জলে মিলিয়া ...; কারণ, সেই চূর্ণসকল পরস্পর দূরবর্ত্তী হইয়া পড়ে বলিয়া আর কোনরূপ ...তিবন্ধকতা করিতে পারে না। সেইজন্য স্ত্রীশ্রেষ্ঠতা (মায়াপ্রধানদেবতার ...পাসনা) অপেক্ষা পুংশ্রেষ্ঠতা (জিতমায়, বা মায়াপৃষ্ট, অথবা নির্মায় নিগুর্ণ দেব-...র উপাসনা) সমাধানযোগ্য; কারণ, তাহার ফল অতীব শীঘ্র ফলিয়া থাকে। ...ল শীঘ্র পাওয়া যাইবে, এবং সে ফল আবার দেবগণের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিতে ...প্রাপ্ত হইবে, এই জন্যই এই উপনিষদের প্রবৃত্তি হইয়াছে; সুতরাং ইহাতে ...বিদ্যার উপাসনা কোনও মতে স্থান পাইতে পারে না। এই হেতুই বলিয়া ...াসিয়াছি যে, চিতিশক্তিই উপাস্য, এবং সেই চিতিশক্তিই গম্য, বা ...প্তব্য। যাক একথা, 'সুবর্ণরজতস্রজা'-পদে কাহাকে বলা হইয়াছে? বিষ্ণুর ...সবিত্রী মহাসরস্বতী, ও শিবের জননী মহাকালীকে। কি করিয়া বিজ্ঞাত হয়? ...ইরূপে,—বিষ্ণুর ধ্যানের মধ্যে দেখা যায় উক্ত হইয়াছে—'হিরন্ময়বপুঃ' এবং ...বের ধ্যানের মধ্যে দেখা যায় কথিত হইয়াছে মহেশ 'রজতগিরিনিভ।' অতএব

দে চ যা সৃজতি, তামাহ হি সুবর্ণরজতস্রজামিতি। উক্তশ্চ হরিহরয়োরেক:
সমাস ইতি। তথাচ সুবর্ণস্রজাং রজতস্রজাঞ্চ অনুগৃহীতো সমাদধাতি।
বিদ্যারণ্যাদয়স্তু সর্ব্বত্র দিঙ্মোহব্যাকুলবিলোচনা ইতস্ততো ভ্রমন্তু; বয়ন্ত্বানন্দ
নগরং জিগমিষবঃ প্রস্থিতা ঋজুনৈব পথা গচ্ছাম-স্তেভ্যো নমস্কুর্ম্মহে। চন্দ্রা:
মাহ্লাদয়িত্রীং সর্ব্বশুক্লাং সরস্বতীম্। হিরণ্ময়ীং গৌরীম্। তথাচ কলিকা
পুরাণম্;—"হিরণ্যরেতসঃ শম্ভোঃ শক্তিঃ প্রোক্তা হিরণ্ময়ী। ধনার্থিভিরুপাস্যা
জাতবেদসি সর্ব্বদা॥" ইতি। লক্ষ্মীঞ্চ মহালক্ষ্মীসুতাম্। হে জাতবেদঃ! মে মহ্যং
মদর্থমাবহ আবাহয়। জাতবেদাঃ কস্মাৎ? জাতানি বেদ, জাতানি চৈনং

সুবর্ণশরীর বিষ্ণু, ও রজতশরীর শিবই সুবর্ণ ও রজতশব্দের বাচ্যপদার্থ, ব
লক্ষ্যপদার্থ। সেই দুইটিকে যিনি সৃষ্টি করেন, তাঁহাকে সুবর্ণরজতস্রজা বলা
হইয়াছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, হরিহর একসমুদিতপদের অর্থ বলিয়া এক
সম্প্রদায়, বা একসমুদায়। তাহা হইলে, পরে শ্রুতিবাক্যে স্পষ্টই সুবর্ণস্রজা
ও রজতস্রজা বলিয়া পৃথক্‌ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইবে; তদ্দ্বারা, ও দ্বন্দ্বসমাসের পর
শ্রূয়মাণশব্দ পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যেক পদে অভিসংবদ্ধ হয়, এইরূপ ন্যায় থাকায়ও ঐ
প্রকার দুইটি নামই এস্থলে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বিদ্যারণ্যপ্রভৃতি
প্রাচীন টীকাকারগণ দিঙ্মোহদ্বারা ব্যাকুলনয়ন হইয়া প্রকৃতার্থ-পথের ইতস্ততঃ
ভ্রমণ করিয়াছেন; তাঁহারা সেইরূপেই ভ্রমণ করুন; কিন্তু আমরা আনন্দ
নগরে গমন করিবার জন্য ইচ্ছা করিয়া বহির্গত হইয়াছি; সুতরাং আমরা সেই সরল
পথেই গমন করি। তাঁহাদিগের উক্তি দ্বারা যে ভ্রান্ত হইব না, বা তাঁহাদিগের
উক্তি যে আমাদিগকে ভ্রান্ত করিতে পারিবে না; তজ্জন্য আমরা তাঁহাদিগকে
নমস্কার করি। চন্দ্রা কি? না, আহ্লাদকারিণী সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী। হিরণ্ময়ী
কি? না, গৌরী। কি করিয়া? না, কালিকাপুরাণে কথিত হইয়াছে
হিরণ্যরেতাঃ শম্ভুর শক্তি হিরণ্ময়ী বলিয়া অভিহিত। এই হিরণ্ময়ী ধনকামব্যক্তি
কর্ত্তৃক জাতবেদানামক বহ্নিতে উপাসনীয়। তদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে
যে, হিরণ্ময়ীশব্দে গৌরীই। আর লক্ষ্মী বলিতে মহালক্ষ্মীর কন্যা লক্ষ্মী। হে
জাতবেদঃ, হে ঋগ্বেদাদি মহৎ শাস্ত্রসমূহের যোনি—কারণ, উৎপত্তিস্থান, ভগবান্
রুদ্রের জ্ঞানশক্তির অবতার বহ্নিস্বরূপ দেবতে! আমার নিমিত্ত আবাহন কর।
জাতবেদাঃ-পদ কি করিয়া হইল? না, যিনি জাতসকলকে জানেন; জাতসকল

ৎর্জাতে জাতে বিদ্যত ইতি বা জাতবিত্তো বা জাতধনঃ, জাতবিদ্যো বা জাত-
জ্ঞানো "যত্তজ্জাতঃ পশূনবিন্দতেতি তজ্জাতবেদসো জাতবেদস্ত্বমি"তি ব্রাহ্মণম্।
ম্নাৎ "সর্ব্বানৃতূন্ পশবোঽগ্নিমভিসর্পন্তি" ইতি যাস্কস্ত। আবহেতি বিদ্যারণ্যো
নে আহ্বয়েতি। তৎ কথং স্যাৎ? যাবতা "অথাস্য কর্ম্ম বহনঞ্চ হবিষামা-
হনঞ্চ দেবতানামি"তি যাস্কঃ পঠতি। তস্মাৎ হে জাতবেদঃ! ত্বং জানাসি
র্বমিতি মাং কাতরমভিসমীক্ষ্য, মাতরঞ্চ সদানন্দময়ীং চিন্ময়ীং তুরীয়াং মহালক্ষ্মীং
রুষার্থানাং সম্পাদয়িত্রীমবেত্য, তদ্দ্বিতীয়মূর্ত্তিং হরিপ্রসূতিং চন্দ্রসঙ্কাশাং সরস্বতীং,
জননীং হিরণ্ময়ীং গৌরীং; তথা হিরণ্যগর্ভজননীঞ্চ লক্ষ্মীং, তথা ব্রাহ্মীং,
হেশ্বরীং, বৈষ্ণবীঞ্চ লক্ষ্মীঞ্চাবাহয় মম কাতরতায়া অপনুত্তয়ে। তথাচ যথা

হাকে জানে; এবং যিনি জাত-সকল-পদার্থেই বিদ্যমান আছেন, এইজন্য
াতবেদাঃ। অথবা যাঁহার নিকট হইতে ধনসকল জন্মিয়াছে; কিংবা বিদ্যা-
কল যাঁহা হইতে জন্মিয়াছে; যদ্দ্বারা প্রজ্ঞান যাঁহার জন্মিয়াছে, তিনিই
তবেদাঃ। ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, যেহেতু তিনি জন্মিয়া পশুসকলকে জানিতে
বিয়াছিলেন, সেইহেতু তিনি জাতবেদা-নামে আখ্যাত। সেইহেতু সকল
তুতেই পশুসকল অগ্নির নিকট উপস্থিত থাকে। অর্থাৎ পশুরা সকল ঋতুতেই
গ্নির কার্য্য পাচনাদি করিতে সমর্থ হয়। যাস্ক এইরূপ নিরুক্তি করিয়াছেন।
াবহ-শব্দের অর্থ করিয়াছেন বিদ্যারণ্য আহ্বান করা। তাহা কি করিয়া হয়?
হেতু 'অনন্তর অগ্নিদেবতার কর্ম্ম কি, তাহা বলিতেছি'—এইপ্রকার প্রতিজ্ঞা
রিয়া নিরুক্তকার যাস্ক বলিয়াছেন, হবির বহন ও দেবতাদিগের আবাহন করা
গ্নির কার্য্য। অবশ্য আবাহন ও আহ্বান এক হইতে পারে না। যদিও
গ্নি দেবগণের হোতা—আহ্বাতা—আহ্বানকর্ত্তা, তথাপি যখন লোকে আহ্বান
আবাহন ভিন্নার্থেই প্রয়োগ করিতে দেখা যায়, তখন আবহ-ধাতুর আবাহন
র্থ ব্যতীত আহ্বান অর্থ হইতেই পারে না। হে জাতবেদঃ! তুমি সমস্তই
ানিতেছ। অতএব তুমি আমাকে কাতর দেখিয়া, এবং মাতা সদানন্দময়ী
ন্ময়ী তুরীয়া মহালক্ষ্মীকে পুরুষার্থসকলের সম্পাদনকারিণী জানিয়া, তাঁহার
তীয়মূর্ত্তি হরির প্রসবকারিণী চন্দ্রসদৃশা সরস্বতীকে, হরজননী হিরণ্ময়ী গৌরীকে,
বং হিরণ্যগর্ভের মাতা মহালক্ষ্মীকে, এবং ব্রহ্মশক্তি ব্রাহ্মী বাগীশ্বরীকে, মহেশ্বর-
ক্তি মাহেশ্বরী উমাকে, বিষ্ণুশক্তি বৈষ্ণবী লক্ষ্মীকে আমার কাতরতার অপনোদন

মহালক্ষ্মীরেকাপি বহুরূপা বভূব, তথা মদীয়সকলদুঃখবিক্ষোভায় সা বহুরূপা সতী মম সমীপমাগতৈব। তাঞ্চ ভগবতীং বহুরূপিণীং মদর্থং সমাগতাং হে জাতবেদঃ ত্বং আবাহয়। আবাহনঞ্চ তবৈব কর্ম্মেতি ত্বদাবাহনং শ্রুত্বা প্রীতা মাতা মম দুঃখং নিবারয়িষ্যতীতি ত্বাং প্রার্থয়ে। যা চ বাজসনেয়িনাং সংহিতোপনিষদি বিপরীতাহতঃ প্রার্থনা,—"অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মানি"তি, তামনুপমৃদ্যোপাসনার্থৈ প্রার্থনেয়ং "জাতবেদো ম আবহ" ইতি। বহনাবাহনয়োরুভয়ত্রান্বয়া-দন্তর্ব্বহির্মুখ্যাবেতে ভবতঃ। একত্র দেবতায়াঃ সাধকেঽভিসম্বেশঃ; অন্যত্র সাধকস্য দেবতায়াম্। তত্রাদ্যঃ কালসম্পাদ্যো বহির্ম্মুখোঽভেদঃ; পর ক্ষণাদভিসম্বেশসমনন্তরমেবান্তর্ম্মুখ ইতি শ্রেয়ানয়ং ভবতি তীব্রসম্বেগানাং মৃদুসম্বেগাস্তথা মধ্যসম্বেগাশ্চ বহব ইতি তাননুকম্পয়ৈতদামনতি শ্রুতিঃ—"প

জন্য আবাহন কর। যেমন মহালক্ষ্মী একা হইয়াও বহুরূপা হইয়াছিলে সেইরূপ আমার দুঃখসকলকে বিক্ষুব্ধ করিবার জন্য—তিনি বহুরূপা হইয়া আমা নিকটে আগমন করিয়াছেন। তুমি আমার দুঃখের অপনোদনার্থ সমী আগতা সেই বহুরূপিণী ভগবতীকে আবাহন কর। আবাহন করা তোমারই কর্ম সুতরাং তোমার আবাহন শুনিয়া মাতা প্রীতিযুক্ত অন্তঃকরণে আমার দুঃখস নিবারণ করিবেন। এই তোমার নিকট প্রার্থনা করি। বাজসনেয়িশা সংহিতোপনিষদে যে ইহার বিপরীত প্রার্থনা শুনিতে পাওয়া যায়;—হে অগ্নি দেবগণের অগ্রণী অগ্নিদেব! তুমি আমাকে সুশোভন পথ দিয়া লইয়া যা ইত্যাদি, সে প্রার্থনায় কোনরূপ বাধা না জন্মাইয়া, উপাসনার জন্য এই প্রক প্রার্থনা করা হইয়াছে, হে জাতবেদ! আমার জন্য আবাহন কর ইত্যাদি বহন ও আবাহন, এই উভয় কর্ম্ম উভয়ত্র অন্বিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা বু যাইতেছে একটা অন্তর্ম্মুখী উপাসনা, ও অন্যটি বহির্ম্মুখী উপাসনা। এ উপাসনায় সাধকে দেবতার অভিসম্বেশ, অন্য উপাসনায় দেবতায় সাধকে অভিসম্বেশ। তন্মধ্যে প্রথম পক্ষের অভেদ বহির্ম্মুখ, এবং কালসম্পাদ্য আর দ্বিতীয় পক্ষের অভেদটি তৎক্ষণাৎ—অভিসম্বেশসমকালেই হইয়া থাকে, এ সেইটিই অন্তর্ম্মুখ। এইজন্য তীব্রসম্বেগ-পুরুষদিগের পক্ষে এইটিই প্রশস্ত কল্প। একল্পে মৃদুসম্বেগ বা মধ্যসম্বেগসম্পন্ন সাধকের অধিকার নাই। অথ সেরূপ সাধকই বহু; সুতরাং ভগবতী শ্রুতি দয়া করিয়া বলিয়াছেন যে, এ

র্ভির্ধ্যায়েত" ইতি। "শ্রীকামঃ সততং জপেৎ।" ইতি চ। রোচনং হি ক্তমিদং ব্যঞ্জনমিব ভবতি। কস্মাৎ? আহারৌষধভাবাভ্যাম্। যথাহি ত্তাধিকার পঞ্চমে খলু ভাগে সম্বিভাগানন্তরং রোচতে তিক্তং; পিত্তহরঞ্চ া ভোজনঞ্চ ভবতি, তথেদং ধ্যানমপি। কথম্? "যস্যাং হিরণ্যং প্রভূতং গাবো স্যাঽশ্বান্ বিন্দেয়ং পুরুষানহম্।" "যস্যাং হিরণ্যং বিন্দেয়ং গামশ্বং পুরুষানহম্" ং পদ্মিনীমীং শরণমহং প্রপদ্যেঽলক্ষ্মীর্মে নশ্যতাং ত্বাং বৃণে।" "তস্য ফলানি সা নুদন্তু মায়ান্তরা যাশ্চ বাহ্যা অলক্ষ্মীঃ॥" ইত্যেবমাদিভিরাম্নায়পদৈরর্থকামৌ ক্ষঞ্চ ফলং কণ্ঠতোঽভিব্যঞ্জয়তি ভগবতী শ্রুতিঃ। অলক্ষ্মীনাশো হি লক্ষ্মী-ামবৈমি। অলক্ষ্মীশ্চ প্রজ্ঞায়া আন্তরা অন্তরায়াঃ কামাদীনসম্ভাবনাদীন্, াশ্চ মলবদ্ভাবাদীন্ প্রাহ। তথাচ কামাদীনাং মলানামসম্ভাবনাদীনাং দোষাণা-

---

দশ ঋক্ দ্বারা ধ্যান কর। শ্রীকামব্যক্তি সতত জপ করিবে। ধ্যান ও জপ াই অর্থের প্রকাশক। ইহা তিক্তব্যঞ্জন-(সুক্ত) সদৃশ রোচন। কেন? ইহাদ্বারা আহার ও ঔষধের কার্য্য সম্পন্ন হয়। যেমন পিত্তাধিক ব্যক্তির ক দিবসের পঞ্চমভাগে পিতৃগণ, দেবগণ, ও মনুষ্যগণের ভোগ্য সম্বিভাগ য়া দিয়া পরে ভোজনকালে তিক্তব্যঞ্জন প্রথমে মুখরোচক হয়, এবং তাহার জনে পিত্তকোপও প্রশান্ত হইয়া থাকে; সেইরূপ এই ধ্যানও অশেষবিধ থর প্রশমন করিয়া অভিলষিত ধন ও অভিলাষ সকলের পূরণপূর্ব্বক মোক্ষ ান করিয়া থাকে। উক্ত হইয়াছে, যাঁহার বিদ্যমানতায় আমি প্রচুর সুবর্ণ, গো, বহু দাসী, অনেক অশ্ব ও বিস্তর পুত্রাদি লাভ করিব। যিনি বিদ্যমান কলে আমি সুবর্ণ, গো, অশ্ব ও পুরুষ সকলকে লাভ করিব। আমি সেই ানীর শরণাপন্ন হইতেছি; আমার অলক্ষ্মী নষ্ট হউক; আমি তোমাকে করিতেছি। তাহার ফল সকল আমার তপস্যাদ্বারা প্রজ্ঞার অন্তরায় ও অলক্ষ্মীর অপনোদন করুক। ইত্যেবমাদি আম্নায়ের পদদ্বারা ভগবতী চ অর্থ, কাম ও মোক্ষ ফলের কণ্ঠোক্তি করিয়া অভিব্যঞ্জন করিয়াছেন। ক্ষ্মীর নাশ আর লক্ষ্মীর বরণ একই বলিয়া বুঝিতেছি; কারণ, অলক্ষ্মী তেছে প্রজ্ঞার অন্তরায় কামাদি ও অসম্ভাবনা-বিপরীতভাবনাপ্রভৃতি, আর অলক্ষ্মী হইতেছে মলিনবেশভূষাপ্রভৃতি বাহ্য অশোভন মলাদি। সেই াদি ও অসম্ভাবনাদি দোষ, এবং বাহ্য মলাদির অপনোদন হইলে, বিমলা

ঋাপগমে বিমলা লক্ষ্মীরেব বিমলাং লক্ষ্মীং বৃণোতীত্যাম্নানং ভবতি। স চ মোক্ষ এব "তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বামি"তিবৎ। এবঞ্চ ভোগ ঐশ্বর্য্যা পরমানন্দস্য চেতি। যচ্চ মন্ত্রকল্পার্ণবে ;—

"ইত্থমক্ষরলক্ষান্তং যো জপেন্নিয়তব্রতঃ।

হিরণ্যপূর্ণস্তেজস্বী ধনাঢ্যো ভোগভাগ্যবান্॥"

জীবেচ্চিরং শরীরান্তে চন্দ্রসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥" ইত্যভিহিতম্, বিরোৎস্যতে। কথম্? প্রয়োগপরিপাটেঃ প্রতি প্রতি কল্পং ভিদায়া দৃষ্টত্বাৎ। দৃশ্যতে হি প্রতিকল্পং প্রয়োগভেদঃ; অয়মৃগ্বেদীয়ঃ, অয়ং যাজু

লক্ষ্মীই বিমলা লক্ষ্মীকে বরণ করিবে, এইত আম্নান করা হইয়াছে। সেটী মোক্ষই। যেমন অন্যশাখায় কথিত হইয়াছে, তাহার এই আত্মা নিজ শরীরকে বরণ করে। এই আত্মবরণ, বা আত্মপ্রকাশ ত মোক্ষ; সেইরূ ওটিও মোক্ষ বলিতে হইবে। এরূপ হইলে, ঐশ্বর্য্য ভোগ, ও পরমানন্দলা উভয়ই সাধকের ফল হইতেছে।

তবে যে মন্ত্রকল্পার্ণবে বিশেষ ফলের কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে ;—এই প্রকা নিয়মসকলের যথাবিধি পরিপালন করিয়া এই শ্রীসূক্তের প্রথম ঋক্‌টি লক্ষবা পর্য্যন্ত জপ করিতে পারে, সে হিরণ্যপূর্ণ, তেজস্বী, ধনাঢ্য ও ভোগভাগ্য হইয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকে, এবং দেহপাতের পর চন্দ্রের সাযুজ্য—একত্ব করে। চন্দ্র আধিকারিক পুরুষ, তিনি মহাপ্রলয়কাল উপস্থিত হইলে নিজাধিক পরিসমাপ্ত করিয়া যখন তারকব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারপূর্ব্বক ব্রহ্মনির্ব্বাণলাভ করিবে তখন চন্দ্রসাযুজ্যপ্রাপ্ত সাধকও সেই সঙ্গে তারকব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারপূর্ব্বক ব্র নির্ব্বাণলাভ করিবে। যদিও ইহা সত্য, তথাপি চন্দ্রসাযুজ্যলাভই সাক্ষাৎ ফ বলিতে হইবে। না, তাহা হইলেও সে উক্তি কোনরূপ বিরোধ ঘটাইবে না কারণ, প্রত্যেক কল্পেই প্রয়োগ পরিপাটি ভিন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। * দেখি পাওয়া যায় প্রতিকল্পেই প্রয়োগের ভেদ আছে। যেমন এটি ঋগ্বেদীয় সংস্কা

* মন্ত্রকল্পার্ণবে উক্ত হইয়াছে ;—

"হিরণ্যবর্ণামিত্যুক্তাং শ্রীসূক্তে প্রথমামৃচম্।

শ্রীং হ্রীং ক্লীমিতি বিষ্ণুস্ত হিরণ্যপ্রতিমাং যজেৎ॥

লক্ষ্মীং সম্পূজ্য হারিদ্র-চূর্ণসৌবর্ণ-পঙ্কজৈঃ।

ময়ন্যোঽয়ং, অয়মাথর্ব্বণশ্চেতি। অয়ং স্মার্ত্তঃ, অয়ং পৌরাণঃ, অয়ং তান্ত্রিক ই
। তৎ কস্য হেতোঃ কল্পার্ণবকল্পস্য বৈদিককল্পেনোপসংহৃত্যৈত পরিপাটিঃ?
বিসম্বাদং হি স্পষ্টমেবোক্তমস্মাভিঃ কৃত্যকল্পক্রমে। তস্মান্নোপসংহারো মন্ত্র-
ল্পার্ণবস্য বৈদিকে ধ্যানে। ততশ্চ ন ফলতো বিরোধ ইতি ব্যাখ্যাতা
থমা ঋক্॥ ১॥

ট যজুর্ব্বেদীয় শ্রাদ্ধ, এটি সামবেদীয় আচমন, এটি অথর্ব্ববেদীয় শান্তি
্যাদি। আবার এটি স্মার্ত্ত স্নান, এটি পৌরাণিক পূজা, এটি তান্ত্রিক হোম
্যাদি। ইহার কোনটি কোনটির সহিত মিলে না। সেটির কারণ কি?
, প্রত্যেক কল্পেই প্রয়োগ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। অতএব কি হেতু
র্ণবোক্তকল্প বৈদিককল্পের সহিত উপসংহৃত হইয়া প্রয়োগপরিপাটিতে একা-
র ধারণ করিবে? এ সকল বিষয় আমি কৃত্যকল্পক্রমনামক স্মৃতিনিবন্ধে
দ করিয়া ব্যবস্থাপিত করিয়াছি। সেইজন্য মন্ত্রকল্পার্ণবকল্পের উপসংহার
দিকধ্যানে হইতে পারিবে না। তাহা হইলেই সেই হইল—ফলতঃ কিছুই
রোধ নাই। মন্ত্রকল্পার্ণবে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা একটি পৃথক্ ব্যাপার,
ব উপনিষদে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা অন্যপ্রকারের পৃথক্ ব্যাপার।
দশ-ঋগাত্মক শ্রীসূক্তের ব্যাখ্যাত হইল যেটি, এটি প্রথম ঋক্॥ ১॥

রাজতৈঃ পুণ্ডরীকৈশ্চ পূজয়েদ্‌গাঃ সুবাসিনীঃ।
পূর্ণেন্দৌ পূর্ণকুম্ভে বা ধ্যাত্বা নারায়ণীং পরাম্।
প্রাপ্যাক্ষমালাং সৌবর্ণীং কমলাসনসংস্থিতঃ॥
ঋচন্তু প্রজপেদাদ্যাং প্রত্যহং ত্রিসহস্রকম্॥
ত্রিসন্ধ্যমেবং লক্ষান্তে ক্ষীরৈরযুততর্পণম্॥
সহস্রমাজ্যহোমশ্চ শতব্রাহ্মণভোজনম্।
সুবাসিনীনাং দশকং সালঙ্কারমথার্চ্চয়েৎ।
একাং ধেনুং সবৎসাঞ্চ শ্রোত্রিয়ায় প্রদাপয়েৎ।
ইত্থমঙ্কুরলক্ষান্তং যো জপেন্নিয়তব্রতঃ॥
হিরণ্যপূর্ণস্তেজস্বী ধনাঢ্যো ভোগভাগ্যবান্।
জীবেচ্চিরং শরীরান্তে চন্দ্রসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ।" ইতি

ঐং হ্রীং ক্লীং বীজ হিরণ্যবর্ণাং এই ঋক্কে যোগ করিয়া লক্ষ্মীর সুবর্ণ প্রতিমার এবং সে:
সুবাসিনীর পূজা করিয়া সুবর্ণময়ী অক্ষমালা লইয়া এই ঋক্‌টি প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যায় তিন তিন
হস্র করিয়া লক্ষ জপ করিয়া পুরশ্চরণ করিবে।

"লক্ষ্মীং জাতবেদো ম আবহ" ইত্যাম্নাতম্। তত্র জাতবেদাঃ খলু ভূস্থান
দেবতা। কশ্চিৎ সন্দিহ্যেত, ভূস্থানামিমাং লক্ষ্মীমাবাহয়তি। তথাচ নাদ্বৈত
সিদ্ধিঃ সম্ভবতি ইতি সংশয়োঽয়ং ন ভবতি, নোপাস্যা বেতি ব্যাবৃত্তয়ে ত্রিপ্রকারা
লক্ষ্মীমাম্নাতুমিমাং দ্বিতীয়ামৃচমবতারয়তি—"তাং ম আবহ" ইত্যাদি। তাং বুদ্ধিস্থা
বক্ষ্যমাণাং, মে মহ্যং মদর্থং মদীয়পুরুষার্থসিদ্ধ্যর্থম্, আবহ আবাহয়,
জাতবেদঃ! হে ভূস্থানদেবতে! অহমপি ভূস্থানঃ কশ্চিৎ দেব এবাতোঽহং ত্বা
প্রার্থয়ে আবহ। কাম্? লক্ষ্মীম্; কতমাম্? অনপগামিনীম্—অনপগমিষ্যন্তীং
যা নাপগমিষ্যতি কর্হিচিৎ, তামাহ। কল্পপ্রলয়মহাপ্রলয়েষু যুগলত্রিকান্তর্গতায়াস্ত
ত্রিমূর্ত্ত্যন্তঃপাতিন্যাস্তুরীয়ায়াশ্চ মহালক্ষ্ম্যা অপগমো বিজ্ঞায়তে, গুণবত্ত্বাদুপপত্তেশ্চ
যাচ নির্গুণা তুরীয়াতীতা, নাস্যা অপগমহেতোরভাবাৎ ভবিতুমর্হত্যপগম ইত্যনপ

লক্ষ্মীকে হে জাতবেদঃ! আমার জন্য আবাহন কর, ইহা আম্নাত হইয়াছে
কিন্তু এই জাতবেদাকে যাস্ক ভূস্থান-দেবতা বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন
তাই কেহ হয়ত সন্দেহ করিতে পারে যে, তাহা হইলে এই ভূস্থান-দেবতা
দেবতার আবাহন করিবে, সে দেবতা-ত ভূস্থানের দেবতা। তাহা হই
অদ্বৈতসিদ্ধি আর হয় না; কারণ, ভূস্থানদেবতা এক ও অদ্বিতীয় নহে; সুতর
সে দেবতা কখন চরমগতি, বা উপাসনার বিষয় হইতে পারে না।—এই সন্দে
নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে ত্রিতয়াত্মিকা লক্ষ্মীই ঐ লক্ষ্মীশব্দের লক্ষ্য, ই
বলিবার জন্য এই দ্বিতীয় ঋকের অবতারণা করিতে হইয়াছে;—"তাং ম আবহ
ইত্যাদি। বক্ষ্যমাণ সেই লক্ষ্মীকে আমার প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য আবাহন কর
হে জাতবেদঃ! হে ভূস্থান-দেবতে! আমিও ভূস্থানেরই কোন এক দেব
সেইজন্য তোমার নিকট প্রার্থনা করি—আবাহন কর। কাহাকে? না, লক্ষ্মীকে
কিরূপ লক্ষ্মীকে? না, অনপগামিনী লক্ষ্মীকে। অনপগামিনী-শব্দে অন
গমীষ্যন্তী। যিনি কখন অপগমন করিবেন না, এস্থলে তাঁহাকেই অনপগামিনী
শব্দে বলা হইয়াছে। কল্পপ্রলয় ও মহাপ্রলয়ে যুগলত্রিকের অন্তর্গত যে লক্ষ্মী
নারায়ণের লক্ষ্মী, তিনি, ও ত্রিমূর্ত্তির অন্তর্গত যে মহালক্ষ্মী, আর সর্ব্বসমষ্টি
তুরীয়া মহালক্ষ্মী, এসকলেরই অপগম হয় বলিয়া শ্রুতিতে দেখিতে পাওয়া যা
কেবল তাহাই নহে, ইহাদিগের গুণ আছে বলিয়া ইহারা যে অপগত হন, তা
উপপন্নও হয়। তার মধ্যে কথা হইতেছে যে, তুরীয়পদার্থ মহালক্ষ্মী অপ

ামিনী সৈব মহালক্ষ্মীস্তামাবহ। নন্থ চ ভোঃ, নৈতেন সকলপুরুষার্থসিদ্ধিঃ;
ত্যাহ—স্যাদেব সকলপুরুষার্থসিদ্ধিরেতেনেত্যাহ।—"যস্যাম্" ইত্যাদি। যস্যাং
ালক্ষ্ম্যাং সত্যাং হিরণ্যং ধনং মণিকাঞ্চনাদি, অমৃতমিতি শ্লিষ্যতে যাস্কপাঠাৎ,
ন্দেয়ং লভেয়ং, অপি গাং, অশ্বং, পুরুষান্ পুত্রমিত্রদাসাদীন্ মুখতঃ প্রোক্তান্
ধানেতান্, অহমুপাসকঃ; অসত্যাং তু তস্যাং নৈতান্ বিন্দেয়ং, নৈতে বা ভবন্তি

ন কি, না? অবশ্য বলিতে হইবে, যখন যখন তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য শান্ত,
প্রপঞ্চোপশম, ও অদ্বৈত-বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে, তখন নিশ্চয় তাঁহাতে
কানও না কোন প্রকারে গুণের সম্পর্ক আছে বলিতেই হইবে। তারপর কথা
ইতেছে, তাঁহাকে বিজ্ঞেয় আত্মা বলা হইয়াছে। অবশ্য বিজ্ঞেয়ত্বরক্ষার জন্যও
াহাতে কিছু মাত্র গুণসম্পর্ক না থাকিয়া পারে না। বলিতে পার বটে যে,
পলক্ষণরূপে প্রপঞ্চের অভাবদ্বারা চতুর্থ সেই আত্মার বিজ্ঞেয়তা ত উৎপন্ন
ইতে পারে। হাঁ, তাহার পর কিন্তু তথাপি অবাঙ্মনসগোচর পদার্থ ত তদ্দ্বারা
ক উপপন্ন হইতেছে না। তবে যে পদার্থ ঐ চতুর্থ আত্মার স্বরূপ বলিয়া উন্নয়ন
রা যায়, যিনি অবাঙ্মনসগোচর, তিনিই কেবল গুণের সর্ব্বথা সম্পর্করহিত।
াহাকে কোন ভাষাদ্বারা বুঝাইতে পারা যায় না। তিনি কেবল বিজ্ঞেয়
াত্মার স্বরূপ এইমাত্র বলা যায়। তিনিই ঐ অনপগামিনী-শব্দে লক্ষিত
ইতেছেন। যাঁহার অপগমন কোনও প্রকারে দেখিতে শুনিতে ও বুঝিতে পারা
য় না, তিনিই সে-ই। গুণসম্পর্কই যখন অপগমের কারণ, আর সেই কারণটি
ন তাঁহাতে নাই, তখন তাঁহার আর অপগম হইবে কি করিয়া? সুতরাং সেই
কারের অনপগামিনী লক্ষ্মীকে হে জাতবেদঃ! আমার জন্য আবাহন কর।
ল কথা, এপ্রকার পদার্থের উপাসনায় ত সকল প্রকার পুরুষার্থ সিদ্ধি হইবে না।
, তাহা বলিতে পার না, এইপ্রকার পদার্থের উপাসনায় সকল প্রকার পুরুষার্থ
বশ্যই সিদ্ধ হইবে, ইহা বলিতেছেন—"যস্যাম্" ইত্যাদি। যে মহালক্ষ্মীর বিদ্য-
নতায় হিরণ্য—ধন, মনিকাঞ্চনাদি, এবং যাস্ক বলিয়াছেন বলিয়া অমৃত শ্লিষ্ট
ন, লাভ করিব—জানিতে পারিব, তদ্ভিন্ন গোধন, অশ্ব, এবং পুত্র, মিত্র, দাসাদি
রুষ, এই সকল প্রধানরূপে কীর্ত্তিত হওয়ায় যাবতীয় অর্থ ও কাম, আর ধর্ম্ম ও
মৃতকলক—স্বর্গফলক, এ সকল এই উপাসক আমি জানিতে পারিব—লাভ
রিব; কিন্তু, তিনি যদি আমার দিকে না থাকেন, তবে এসকলের কিছুই লাভ

চ। কথম্? লক্ষ্মীযাত্রিণো হ্যেতে। তস্মান্নৈতাবন্মাত্রাং লক্ষ্মীমাবাহয়িতুং প্রার্থয়ে; অপগামিনো হ্যেতাবন্ত ইতি; যস্যাং সত্যামেতাবন্তো ভবন্তি, যা চানপগামিনী, তাং ম আবহ জাতবেদ ইতি ত্বাং প্রার্থয়ে। অত্র বিদ্যারণ্যোঽনপগামিনীমপ-গমনরহিতামনপায়িনীমিত্যর্থঃ—ইতি ব্যাচষ্টে। পৃথ্বীধরস্তু কদাচিদপি মাং ত্যক্ত্বা অন্যত্র গন্তুমনুদ্যুক্তাং মদেকাশ্রয়নিষ্ঠামিত্যেবং প্রলপতি। বিষ্ণোরনপায়িনীং লক্ষ্মীং—"রাঘবত্বেঽভবৎ সীতা রুক্মিণী কৃষ্ণজন্মনি। অন্যেষপ্যবতারেষু বিষ্ণোরেষানপায়িনী॥" ইতি পরাশরপুরাণাদ্বিবৃণোতি চিদ্বিলাসবৃত্তিঃ। তামেতাং বিবৃণ্বন্তীং পশ্যামঃ পরস্য ধনেন বণিকৃত্বমাখ্যাপয়ন্তীমিতি তূষ্ণীং শ্রেয়ঃ। অত্র চ মন্ত্রকল্পার্ণবীয়কল্পস্তত্রত্যজপপর ইতি বেদিতব্যম্॥ ২॥

করিতে পারিব না, এসকল থাকিবেও না। কেন? না, এসকল ত লক্ষ্মীর যাত্রী; সুতরাং অপগামিনী লক্ষ্মীকে আবাহন করিতে আমি প্রার্থনা করি না, যেহেতু এগুলির অপগম আছে, এবং সেই সঙ্গে প্রোক্তফলেরও অপগম হইয়া থাকে অতএব যিনি বিদ্যমান থাকিলে এসকল হয়, এবং যাহার অপগমন কখনই নাই, সেই প্রকারের লক্ষ্মীকে হে জাতবেদঃ! আমার নিমিত্ত আবাহন কর; ইহাই প্রার্থনা করি। বিদ্যারণ্য মনে করেন, অনপগামিনী-শব্দে অপগমনরহিত অনপায়িনী। পৃথ্বীধর ব্যাখ্যা করেন, কখনও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিতে অনুদ্যুক্তা—মদেকাশ্রয়নিষ্ঠা। চিদ্বিলাসবৃত্তিতে বিবৃত হইয়াছে, বিষ্ণু হইতে অনপায়িনী লক্ষ্মীকে; কারণ, পরাশরপুরাণে কথিত হইয়াছে—বিষ্ণু যখন রাঘব, তখন যিনি সীতা হইয়াছিলেন, যখন বিষ্ণু কৃষ্ণ হইয়াছিলেন, তখন যিনি রুক্মিণী, এবং অন্যান্য অবতারে যিনি বিষ্ণু হইতে অপায়প্রাপ্ত হন না, তিনিই অনপায়িনী লক্ষ্মী। এই চিদ্বিলাসবৃত্তিই দেখিতে পাইতেছি বিদ্যারণ্যকৃত অর্থের বিবরণ করিয়া পরের ধনে 'পোদ্দারী' প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব এসকল কথায় আমাদের তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া থাকাই শ্রেয়ঃ। এস্থলেও মন্ত্রকল্পার্ণবে পৃথক্ জপ ও তাহার বিধিব্যবস্থা করা হইয়াছে। * পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে,

---

* মন্ত্রকল্পার্ণবে কথিত হইয়াছে ;—

"ঋচং দ্বিতীয়াং শ্রীসূক্তে প্রতিসায়ং সহস্রকম্।
প্রজপেন্মিতাহারঃ প্রত্যক্ষরসহস্রকম্॥
ত্রয়স্ত্রিংশদ্দিনে রাত্রৌ স্বপ্নে লক্ষ্মীঃ প্রসীদতি।

গ্যাদেতৎ, দেবতানামাবাহনং মদধীনমিতি তাম্ অহমেবাবাহয়ামি ভূস্থানঃ
াধিভৌতিকেন, তথাধিদৈবিকেন চ রূপেণ, ততস্তু ন সম্পূর্ণমাবাহনং সম্পন্ন-
শ্চ আধ্যাত্মিকেন খলু রূপেণ ত্বয়ি স্থিতোঽহং ত্বদীয়েন জাঠরেণ রূপেণ
াভূতঃ পুনস্তামাহ্বয়ামি, যতশ্চ সম্বুদ্ধ্যাবাহনাৎ স্বতন্ত্রাহ্বানং ভবত্যাগমোৎ-
ায় চ পরাহুরক্তয়ে চ ইত্যাম্নায়তে ;—"অশ্বপূর্ব্বাং রথমধ্যাম্" ইত্যাদি।
া হয়া ইন্দ্রিয়াণি, পূর্ব্বে পুরোগা যস্যাঃ, সা তথা, তাম্। অশোর্ব্যাপ্তি-

বদিক কর্ম্ম বৈদিক কোন কল্পের সহিত মিলিয়া কার্য্যকর হইতে পারে না ;
া ভুলিলে চলিবে না ॥ ২ ॥

যাক্ একথা, দেবতার আবাহন আমার অধীন বলিয়া আমি ভূস্থান হইলেও
ধিভৌতিক নাভস-অগ্নিরূপে, এবং আধিদৈবিক দিব্য-অগ্নিরূপে সেই লক্ষ্মীকে
ামার জন্য আবাহন করিতেছি ; কিন্তু তদ্দ্বারা ত আবাহন সম্পূর্ণ হইল মনে
াতে পারি না ; কারণ, আমার মূর্ত্তি ত ত্রিবিধ ; আমার আধ্যাত্মিক রূপে ত
াহন করা হয় নাই। এইজন্য আমি আমার আধ্যাত্মিক জাঠর-অগ্নিরূপে
মাতে থাকিয়া বাগ্‌দেহ-ধারণপূর্ব্বক আবারও সেই লক্ষ্মীদেবীকে আবাহন
ি। যেহেতু প্রযোজ্যকর্ত্তার আবাহন অপেক্ষা স্বতন্ত্রকর্ত্তার আবাহনে দেব-
। সগৌরবে আগমন হয়, এবং সেই আবাহনে দেবতার উপরে সাধকের পরা
রক্তি—অত্যন্ত ভালবাসা, বা ভক্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইজন্য সাধ-
র মুখ দিয়া অগ্নি বাক্যরূপধারণপূর্ব্বক দেবতার আবহন করিতেছেন ;—
শ্বপূর্ব্বাম্" ইত্যাদি। অশ্বশব্দে ঘোটকসকল। শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়সকলকে
বা অশ্ব বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে। সেই ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বসকল যাহার
র্ব, অর্থাৎ অগ্রগামী, তিনি অশ্বপূর্ব্বা, তাঁহাকে। ব্যাপ্ত্যর্থক অশূতি-
র অশ্ ধাতু, বা ভোজনার্থক অশ্নাতিরূপের অশ্ ধাতু দ্বারা অশ্বপদ নিষ্পন্ন

শান্তিকর্ম্মাদিকং সর্ব্বং প্রাগুক্তবদুপাচরেৎ॥
অবিঘ্নেন জপন্ সিধ্যেদ্ যদি লক্ষ্মীপ্রসাদতঃ।
অনপায়াং শ্রিয়ং যাতি হিরণ্যং গোনবাদিকান্॥
অনপায়া ভবেল্লক্ষ্মীস্তস্য জন্মনি নাহন্যথা।" ইতি।

ত্রিশ দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ সায়ংকালে হাজারবার করিয়া জপ করিবে, এবং হোমাদি পূর্ব্বোক্ত
করিতে হইবে।

কর্ম্মণো বাহুল্যাত্তেঁর্ভোজনকর্ম্মণো বা উভয়োর্যোহশ্বঃ। মহাশনা ভবা অশ্বাশ্চেন্দ্রিয়াণি চেতি, "ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুরি"তি হি শাখান্তরাম্নায়ঃ। রথস্য শরীর মধ্যে স্থিতাং রথমধ্যাং রথিনীমাত্মনঃ কলাম্। "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীর রথমেব তু।" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ,"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।" "অঙ্গু মাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ।" ইত্যাদিষু শ্রুত্যন্তরেষু চ মধ্যাবস্থাতি নিশ্চয়াৎ। শ্রীদেব্যা অভিষেক্তারৌ মমকারাহঙ্কারৌ হস্তিনৌ বিদ্যেতে, "মমকা মদশ্চেতি বর্ত্তেতে পার্শ্বয়োর্দ্বয়োঃ। দেবতে গজরূপিণ্যৌ শ্রীদেবীমভিষিঞ্চ তয়োঃ শুণ্ডাগ্রয়োর্ভাত আশাপ্রীত্যাহ্বয়াবুভৌ। সুবর্ণকলসৌ তাভ্যাং তৃপ্তিপূর্ণা সাহন্বহম্॥ হৃৎপদ্মবাসিনী দেবী চিদ্রূপিণ্যভিষিচ্যতে॥" ইতি শ্রীতত্ত্ববচনা তয়োর্নাদেন বৃংহিতেন সার্দ্ধত্রিমাত্রিকেন প্রণবধ্বনিনা প্রবোধিনীং জাগ্রদ্রূপা

হইয়াছে। অশ্বসকল ও ইন্দ্রিয়গণ হইতেছে মহাশন—অতিরিক্ত ভোজনকা কি করিয়া? না? ভোগের একটা ত অবধি নাই। যত দিন না এ স একেবারে ছাড়া যায়, তত দিন 'উঠিতে বসিতে শুইতে জানিতে' সকলসম বিষয়ের ভোগ করা হয়; সে ভোগের একটা সীমা বা পরিমাণ কিছুই না সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ মহাশন বৈ কি? সেইজন্যই ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব বলা হইয়া রথশব্দে শরীর; তাহার মধ্যে হৃদয়দেশে স্থিতা যিনি, তাঁহাকে রথমধ্যা বলা। রথমধ্যাশব্দের অর্থ রথিনী। রথিনী কে? না, আত্মারই অংশবিশেষ, জীবভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। শাখান্তরে কথিত হইয়াছে;—আত্মাকে রথী শরীরকে রথ বলিয়া জানিবে। অন্যত্র আম্নাত হইয়াছে, আত্মা অঙ্গুষ্ঠমাত্র প রূপে দেহের মধ্যে অবস্থান করেন। ধূমরহিত জ্যোতির ন্যায় অঙ্গুষ্ঠমাত্র হৃদয়ে অবস্থিত।—ইত্যাদি অন্য শ্রুতিতে তাঁহাকে রথমধ্যা বলিয়া অ প্রকাশ করা হইয়াছে। শ্রীদেবীর অভিষেককারী মমকার ও অহঙ্কার দুইটি হস্তি আছে। শ্রীতত্ত্বে উক্ত হইয়াছে, শ্রীদেবীর উভয়পার্শ্বে মমকার অহঙ্কার-নামক দুইটি দেবতা হস্তিরূপে বর্ত্তমান আছে; তাহারা শ্রীদে অভিষেক করিতেছে। সেই করিদ্বয়ের শুণ্ডাগ্রে আশা ও প্রীতিনামে সুবর্ণকলস আছে। সেই সুবর্ণকলসদ্বয়দ্বারা তৃপ্তিরূপ জলে প্রত্যহ চিদ্ৰূ হৃৎপদ্মবাসিনী কমলা দেবীর তাহারা অভিষেকক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে। দ্বারা জানিতে পারা যাইতেছে যে, কমলাদেবীর দুইটি হস্তী আছে। সেই

য়ং দেবীং শ্রীদেবীঃ, শ্রয়তের্দিব্যতেশ্চ দ্বৌ ভবতঃ; শ্রিয়ন্তেঽসৌ সর্ব্বৈরূপজীব্য-
া, দিব্যতি চেয়ং প্রপঞ্চরূপেণ স্বরূপানুপমর্দ্দেন মাহাভাগ্যাদিতি। উপহ্বয়ে
িমুখ্যমাপাদয়ে, আভিমুখ্যবতী চ শ্রীর্মহালক্ষ্মীর্মাং দেবীর্দেবী, বচনব্যত্যয়-
ন্দসঃ, দ্যোতমানা বা ক্রীড়মানা বা জুষতাং সেবতাম্। নচেয়ং ত্রিগুণা ভবত্যস্যাঃ
ায়া ঋচামভিপ্রেতত্বাৎ। সেনারূপা হ্যেষা বিস্তারণাস্য, পৃথ্বীধরস্য চ।

। ও অহঙ্কারনামক হস্তিদ্বয়ের বৃংহিতদ্বারা—সার্দ্ধত্রিমাত্রিক—প্রণবধ্বনিদ্বারা
ার প্রবোধ হইতেছে; যিনি জাগরণ-অবস্থা লাভ করিয়াছেন, সেই শ্রী-
াকে। শ্রী হইল কি করিয়া? না, শ্রয়তিরূপের আশ্রয়ার্থক শ্রিধাতু
ত শ্রীপদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহার অর্থ হইতেছে—যে সকল কর্তৃক উপ-
া বলিয়া আশ্রয়ের বিষয় হয়। দেবী হইল কি করিয়া? না ক্রীড়ার্থক
তিরূপের দিব্ ধাতু হইতে দেবীপদ সিদ্ধ হইয়াছে। তাহার অর্থ হইতেছে,
নিজের স্বরূপ বজায় রাখিয়া প্রপঞ্চাকার রূপ ধারণ করিয়া ক্রীড়া করিতে-
, তিনি দেবী। দেবীর মহনীয় যে ঐশ্বর্য্য আছে,—যে অণিমা-আদি মহা
গুণ আছে, সেই গুণের আবিষ্কার করিয়া নিজে ঠিক থাকেন; কিন্তু এমনই
ায়োগের মহিমা যে, আবার তাঁহার উপরে জগতের আকার একটা
ায়া খেলা করিয়া বেড়ায়। তাহাতে তিনি কোনরূপে বিকৃত হন না।
। পূজনীয় ঐশ্বর্য্যশালিনী সেই শ্রীদেবীকে আমি উপহ্বান—নিকটে আহ্বান
তেছি—আমার আভিমুখ্যভাব তাঁহার সম্পাদন করিতেছি। আমার
ানে আমার আভিমুখ্যভাবপ্রাপ্ত শ্রীদেবী মহালক্ষ্মী আমাকে, এখানে
দবী-শব্দের উপর দ্বিতীয়ার বহুবচন আছে, তাহা ছন্দঃপ্রক্রিয়া অনুসারে
ত হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রথমার একবচনই হওয়া উচিত। অথবা
। বহু আকার বলিয়া দেবীর উপর প্রথমার বহুবচনই আছে। তবে
দবীপদের বিকার হয় নাই, তাহার কারণ ঋষির সেই বহুত্বখ্যাপন
প্রেত, এবং দেবীর বহুত্ব আকার থাকিয়াও দেবীর কোন বিকার নাই,
রিণাম হয় না, ইহা বিজ্ঞাপিত করাই অভিপ্রেত, তাই ঋষি দেবীপদে
ার বহুবচন যোগ করিয়াও দেবীর আকার কোনরূপে বিপরিণত
ী দেখান নাই; সুতরাং দেবী যথাপূর্ব্ব একাকারেই আছেন; সেই দেবী
ক সেবা করুন। এই শ্রীদেবী ত্রিগুণা নহেন; কারণ শ্রুতি ইঁহার সেবাধর্ম

মন্ত্রকল্পার্ণবীয়কল্পস্ত জপপরঃ স্মার্ত্ত ইতি ন বিস্মর্ত্তব্যম্। যা চ শ্রীদেবী ইন্দ্রি
অশ্বান্, শরীরং রথং, আত্মানং রথিনং, বিজ্ঞানং সারথিং, মনশ্চ প্রগ্রহং কৃ
ধ্যাস্ত ; যা চ পুনঃ প্রবলতরপ্রণবনাদেন জাগরিতা ; তামহমভিমুখীং করে
সা মাং সেবতাম্। তয়া পালিতোঽহং পুরুষার্থবান্ ভবামীতি ॥ ৩ ॥

কিঞ্চ "কাংসোস্মিতামি"ত্যাদি। কংস এব কাংসঃ স্বার্থপ্রত্যয়াৎ, হিরণ
নির্ম্মিতপরিমাণপাত্রবিশেষঃ। তস্য স্মিতাদপি উৎকৃষ্টং স্মিতং যস্যাঃ, সা তথা
কাংসোস্মিতাং সুবিমলমন্দহাস্যাম্, উদন্ত্যলোপশ্ছান্দসঃ। হিরণ্যঃ পবিত্রঃ—

কীর্ত্তন করিয়াছেন।—অর্থাৎ ইনি গুণবতী—ভোগের বিষয়। বিষ্ণাব
পৃথ্বীধর ইঁহাকে সেনারূপে পরিকল্পনা করিয়াছেন। মন্ত্রকল্পার্ণবে * এ ঋ
জপাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছে ; কিন্তু তাহা স্মার্ত্ত বিধান, বৈদিক নহে ;
তাহার উপসংহার করা হইবে না, ইহা মনে রাখা আবশ্যক। যে শ্রীদেবী
গণকে অশ্ব করিয়া, শরীরকে রথ করিয়া, আত্মাকে রথী করিয়া, বিজ্ঞানকে
করিয়া, এবং মনকে প্রগ্রহ, বা রশ্মি (লাগাম) করিয়া অধিবসতি করি
এবং যিনি প্রবলতর প্রণবনাদে জাগরিতা হইয়া সে সকল ভাব পরিত্যাগ
তাঁহাকে আমার অভিমুখী করিতেছি। তিনি আমাকে সেবা করুন। তাঁ
আমি পালিত হইয়া সকল পুরুষার্থ লাভ করি ॥ ৩ ॥

কেবল ইহাই নহে, অন্য প্রকারেও আহ্বান করিতেছেন—"কাংসো
ইত্যাদি। কংসকেই কাংস বলা হইল। কংসশব্দের উত্তর স্বার্থে অন্
করিয়া ঐ পদ সিদ্ধ করা হইয়াছে। কাংসশব্দে সুবর্ণাদিদ্বারা নির্ম্মিত
পার্থ পূর্ণপাত্রের পরিমাণপাত্রবিশেষ। তাহার স্বাভাবিক হাস্য অপেক্ষা
ঈষৎ হাস্য যাহার। যিনি সুবিমল মন্দহাস্যের আকর। কোনও ক
থাকিলেও যিনি আনন্দময়ী বলিয়া স্বভাবতঃ সুবিমলমন্দহাস্যসম্পন্না।
পদের খণ্ডতকার ছান্দসপ্রক্রিয়াদ্বারা লুপ্ত করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণে উক্ত হ

---

* মন্ত্রকল্পার্ণবে উক্ত হইয়াছে ;—

"শ্রীসূক্তে তু তৃতীয়র্চঃ শ্রীবীজেন সমায়কম্।
ন্যাসং কৃত্বা জপেন্নিত্যং প্রাতঃ প্রাতঃ সহস্রকম্॥
আদ্বাদশাব্দাৎ সিদ্ধিঃ স্যাদস্তুর্গাবিধানবৎ।
মন্ত্রসিদ্ধৌ ভবেদ্রাজা শত্রূন্ জিত্বা লভেচ্ছ্রিয়ম্।" ইতি।

পবিত্রমি"তি ব্রাহ্মণাৎ ; প্রাকারঃ সর্ব্বতোবিস্তারঃ, স যস্যাঃ, সা তথোক্তা, তাং ; স্তু চাবিদ্যায়া অপি বিস্তারঃ কারণতয়া, স চ পবিত্রো ন ভবতি, তদ্যোগে নাং মলানতয়া সাংসারিকত্বাৎ ; এতস্যাস্তু যোঽয়ং সর্ব্বতোবিস্তারঃ—সচ্চি- দানন্দরূপেণ জ্ঞানরূপেণ চ প্রসারঃ, স চ পবিত্রঃ । কস্মাৎ ? তদ্যোগে অনন্তো যোগো ভবতি পরমঃ পবিত্র ইতি । তদেতদুক্তমভিযুক্তৈঃ—"কুলং পবিত্রং না পবিত্রা" ইত্যাদি । অপি চ তস্য ভূয়ান্ সম্ভবঃ ; যতশ্চৈষা আর্দ্রা কাঠিন্য- হীনা । যা চ আর্দ্রা, তামহমুপহ্বয়ে ভাবতুমার্দ্র ইতি । জ্বলন্তীং স্বতেজসা, প্রকাশমানস্বরূপাম্ ; তৃপ্তাং পূর্ণকামাং প্রতিগ্রহনিস্পৃহাম্ । তর্পয়ন্তীং [illegible]নাং পুরুষার্থৈঃ । পদ্মে হৃৎপদ্মে স্থিতাং [illegible] কৃতবর্ত্তিনীম্ । চতুর্দলাদিকমলৈর্বর্ণ্যতে যা, সা পদ্মবর্ণা, তাম্ । তাং মহালক্ষ্মীম্ ইহ মদীয়- পুরুষার্থসিদ্ধৌ উপহ্বয়ে শ্রিয়ং দেবীং মহালক্ষ্মীমিতি । যদস্যাঃ [illegible]

[illegible]রূপে পবিত্র । যাহার প্রাকার সর্ব্বতোবিস্তার পবিত্র ; অবিদ্যারও কারণ- রূপ বিস্তার আছে ; কিন্তু তাহা পবিত্র নহে কারণ, তাহার সংস্পর্শে সাং- সারিক জীব মলীমসভাব প্রাপ্ত হয় । ইহার যে বিস্তার, সৎ, চিৎ, আনন্দরূপ ও জ্ঞানরূপে যে প্রসার, তাহা পবিত্র । কেন ? না, সেই বিস্তারের সংস্পর্শে জীব অনন্তভাব প্রাপ্ত হয়, পরম পবিত্র আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় । ইহা স্তবে অভিহিত হইয়াছে ;—কুল পবিত্র হয়, জননী পবিত্র হন, যে ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করে, তাহার পবিত্রতায় বিশ্বই পবিত্র হয় । তাঁহার সংস্পর্শে আসিলে পবিত্র হইবার খুব সম্ভবও আছে । যেহেতু ইনি আর্দ্রভাব—কোমলপ্রকৃতি । যিনি আর্দ্রভাব, আমি তাঁহাকে আহ্বান করি,—আমার হৃদয় আর্দ্র হইতে বাসনা করি । স্বীয় তেজেই প্রজ্বলমানা—অর্থাৎ স্বপ্রকাশমানস্বরূপা ; তৃপ্তা তৃপ্তিসম্পন্না । [illegible]র উপস্থিতি, কি অনুপস্থিতি, উভয়কালেই যাহার ইন্দ্রিয়লোলুপতা নাই, সেই তৃপ্ত—ইহার কোন কাম অপূর্ণ নাই বলিয়া ইনি পূর্ণকাম ; সুতরাং প্রতিগ্রহে [illegible] । কাহারও নিকট কিছু পাইবার প্রত্যাশা করেন না । কিন্তু অতৃপ্তপুরুষ- [illegible] পুরুষার্থ প্রদান করিয়া পরিতর্পণ করিয়া থাকেন । হৃৎপদ্মে যিনি [illegible]লের জন্য অবস্থান করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছেন । দেহাবস্থিত চতুর্দলাদি [illegible]রা যিনি বর্ণিত হন, তাঁহাকে—সেই মহালক্ষ্মীকে আমার পুরুষার্থসিদ্ধির [illegible] উপস্থান—আমার সমীপে আহ্বান করি । কাহাকে ? না, শ্রীদেবী

নুষ্ঠানপ্রকরণমভিহিতং দৃশ্যতে, অবৈদিকং হি তদবৈমি; ততো নাত্রোপযোগ্য ত্বেতি বেদিতব্যম্॥ ৪॥

কৃতমেতস্যা আবাহনং, তথাঽহ্বানঞ্চ। তৎ কিমর্থমিতি বক্তব্যম্। লোক বদ্বিমর্শঃ। যথাহি লোকো বিমৃশ্যতে কঞ্চিদ্রক্ষকং সম্বুধ্য নিবেদয়ামি, যদি সম্পা দয়েদর্থমিতি, তথৈব বেদোঽপি। তদর্থং প্রাহ—"চন্দ্রাম্" ইত্যাদি। চন্দ্রামাহ্লাদিনী সর্বশুক্লাং পূর্ণানন্দেন, প্রভাসাম্, প্রকৃষ্টা ভাসো যস্যাঃ, সা তথা, তাম্। যদাহু-

"দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্যুগপদুত্থিতা।

যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥" ইতি গীতায়াম্

মহালক্ষ্মীকে। এস্থলে সূক্তার্থরত্নাকরে যে অনুষ্ঠানপ্রকরণ * কথিত হইয়া দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বৈদিক বিধান নহে; সুতরাং এস্থলে তাহার কো উপযোগ পরিলক্ষিত হইতেছে না॥ ৪॥

এই দেবীর আবাহন করান হইয়াছে, এবং নিজেও আহ্বান করা হইয়াছে তাহা কি জন্য, এক্ষণে তাহাই এখন বলিতে হইবে। দেখা যায়—লো ন্যায় বিমর্শ। যেমন কোনও লোক বিমর্ষ করে, কোনও রক্ষিতাকে সম্বো করিয়া নিবেদন করি, যদি তিনি আমার অভিলষিত বিষয়ের সম্পাদন করে সেইরূপ বেদও বিমর্ষ করিয়া বলিয়াছেন,—"চন্দ্রাম্" ইত্যাদি। পূর্ণানন্দে আহ্লাদিনী সর্বশুক্লা চন্দ্রা। যিনি প্রভাসা, যাঁহার দীপ্তি প্রকৃষ্ট—অত্যন্ত প্র কথিত হইয়াছে, আকাশে একই কালে ও একই সময়ে অনন্ত সূর্য্যের উদয় আর সেই অনন্ত সূর্য্যের অনন্ত কিরণচ্ছটা বিস্ফুরিত হয়, তাহা হইলে

---

* সূক্তার্থরত্নাকরে অনুষ্ঠানপ্রকরণে কথিত হইয়াছে—

"ঋচং চতুর্থীং শ্রীসূক্তে প্রজপেৎ শৈলকন্যকম্।

সহস্রং প্রত্যহং জপ্ত্বা ত্রিসাহস্রং ভৃগোর্দিনে।

রাকায়াং পঞ্চসাহস্রং ক্ষীরাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥

পলাশসমিধা হোমঃ পয়সা গোঘৃতেন চ॥

তর্পণাশীতিসাহস্রং হোমশ্চাষ্টসহস্রকঃ।

ব্রাহ্মণাষ্টৈন চ পূজা শ্রীবাগ্‌বীজযুতং জপেৎ॥

কন্দপঃ-স, ব্রহ্ম-প্রাপ্তির্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।

আ পঞ্চপুরুষং সিদ্ধো বাত্র কার্য্যা বিচারণা॥" ইতি

শ্রুত্যন্তরে চ ;—"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্,

নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং,

তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥" ইতি।

অনেনালৌকিকপ্রভাবত্ত্বমাবেদিতম্। কেন? যশসা বিদ্যয়া অবৈকল্যা-কলনেন উৎকর্ষেণ—"যস্য নাম মহদ্‌যশঃ" ইত্যাম্নানাৎ শ্বেতাশ্বতরে। অতএব জ্বলন্তীং "জ্যোতিরিবাধূমকঃ" ইত্যাম্নানাৎ নির্ধূমজ্যোতিরিব প্রদীপ্তাম্। শ্রিয়ং প্রসিদ্ধাং লোকে প্রখ্যাতাং দেবজুষ্টাং দেবৈঃ সেবিতামসুরনির্ণাশায়। যতশ্চ উদারামিতি মহতীমকপটামাদ্ধুর্ঋষয়ঃ। তথাহি ;—

"ততো দেবা বিনির্ধূতা হৃতরাজ্যাঃ পরাজিতাঃ।

হৃতাধিকারাস্ত্রিদশাস্তাভ্যাং সর্ব্বে নিরাকৃতাঃ।

মহাসুরাভ্যাং তাং দেবীং সংস্মরন্ত্যপরাজিতাম্॥

আত্মার দীপ্তির সদৃশ সে দীপ্তি যদি হয়, ত হইতেও পারে। শ্রুতির অন্যত্র কথিত হইয়াছে—সে স্থলে সূর্য্য আলোক দিতে পারেন না; কারণ, তিনি তাঁহার তেজে অভিভূত হন; চন্দ্র ও তারকারাজীও সেস্থলে দীপ্তি পায় না; এই সকল বিদ্যুৎ সেস্থলে প্রকাশ পায় না; আর এই অগ্নি কোথা হইতে প্রকাশ পাইবে? তিনিই দীপ্তি পাইতেছেন বলিয়া সকলে তাঁহার দীপ্তিতেই দীপ্তিমান্ হইয়া প্রকাশ দিতে সমর্থ হইতেছে। ইহাদ্বারা দেবীর অলৌকিক প্রভার কথা বলা হইল। কাহাদ্বারা তাঁহার এই অলৌকিক প্রভা? না, যশোদ্বারা। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে কথিত হইয়াছে,মহৎ যশঃ যাঁহার নাম; সুতরাং বিকলতারহিত যে উৎকর্ষ, বা যে বিদ্যা, যে স্বভাবজ্ঞান, সেই স্বয়ংপ্রকাশ জ্ঞান-দ্বারাই তিনি তাদৃশ ভাতিসম্পন্ন। অতএব তিনি জ্বলন্তী—নির্ধূমজ্যোতির ন্যায় দীপ্ত। সেই শ্রীদেবীকে, লোকে প্রখ্যাত—দেবগণসেবিত বলিয়া লোক-বিদিত—অসুরবিনাশের জন্য দেবগণসেবিত বলিয়া লোকপ্রসিদ্ধ—সেই দেবীকে। যেহেতু তিনি উদার—অত্যন্ত নিষ্কপট, ইহা ঋষিগণ বলিয়াছেন; তারপর সেই অসুরদ্বয়দ্বারা দেবগণ স্ব স্ব অধিকার হইতে বিতাড়িত, পরাজিত, রাজ্য ও তাহাদিগের ভয়ে সেবাপর হইয়া স্বর্গলোক হইতে একেবারে নির্বাসিত দেবগণ সেই অপরাজিতা দেবীকে সম্যক্‌রূপে স্মরণ করিয়াছিলেন।

াহং-শব্দঃ প্রক্ষিপ্তঃ, সার্ব্বদেশিকশিষ্টপাঠসংপ্রতিপত্তেরিত্যোত্তরীয়াঃ; দাক্ষি-
্যপাঠে তদদর্শনাৎ প্রক্ষিপ্ত এবে'তি প্রাহ। অয়মভিসন্ধিঃ,—

প্রাক্ স্বষ্টের্দাক্ষিণাত্যানাং গণোঽয়িং বেদমাদিমম্।
দুদোহ তেন সর্ব্বাঙ্গমপশ্যত্তস্য চক্ষুষা॥ ইতি

তথাহি ভাগধেয়ভূষণম্;—

"শ্রীসূক্তে প্রথমে বর্গে প্রজপেৎ পঞ্চমীমৃচম্।

্যন থাকেন দেখা যায়, এই কথা উত্তরদেশীয় পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন; কিন্তু
ণদেশীয় পুস্তকসকলের, তথা পণ্ডিতসকলের পাঠে অহংশব্দ দেখা যায় না
্যা এটা যে প্রক্ষিপ্ত, তাহা নিশ্চয়। বোধ হয় পৃথ্বীধর ও বিদ্যারণ্য ইঁহাদিগের
জনের অভিপ্রায় এই যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যগণ অগ্নি ও আদিম বেদকে
হন করিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহারা বেদের সর্ব্বাঙ্গ চক্ষু দিয়াই দেখিতে
যাছিলেন। বলি দাক্ষিণাত্যগণ কি সর্ব্বজ্ঞ? তাঁহারা যে পাঠ দেখিতে পান
, সে পাঠ যে অপপাঠ, এরূপ কি কোন রাজশাসন আছে যে, তাহা না
নলে দণ্ডার্হ হইতে হইবে? হয় ত তাঁহাদিগের দেশে যে প্রকার পাঠ হয়,
হার মূল হইতেই ঐ অহংশব্দের লোপ করিয়া পাঠ চলিয়াছে। তাই বলিয়া যদি
দেশে সেই অহংশব্দের পাঠ প্রচলিত থাকে, তাহাও কি তবে তাঁহাদিগের
কেরণে দুষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? ফল কথা, অহংশব্দের পাঠ আমরা
চায় ভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতে পারি না; কারণ, ভাগধেয়ভূষণে * প্রায়
হক্তের প্রতিবর্ণের অনুকার দেখা যায়। তাহাতে অহংশব্দের উল্লেখ আছে।

---

* ভাগধেয়ভূষণের উদ্ধৃত অংশ ব্যতীত অবশিষ্ট এইরূপ;—

"প্রত্যহং ত্বেকসাহস্রং গোষ্ঠস্থঃ প্রজপেদৃচম্।
অখণ্ডদীপং প্রজ্বাল্য গোঘৃতেন জিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রত্যক্ষরত্রিসাহস্র-জপাম্মুচ্যেত সঙ্কটৈঃ।
মণ্ডলৈশ্চ ত্রিভিঃ পূর্ণৈ-র্দ্দারিদ্র্যান্মুচ্যতে ধ্রুবম্।
দীক্ষিতশ্চ তিলৈর্হুত্বা বিরজামঙ্গদেবতাম্॥
আমিক্ষাশী ধনং প্রাপ্য ভূমিস্থং রাজবন্দিতঃ।
সংগ্রামে বিজয়ং প্রাপ্য চাগ্র্যাং গতিমবাপ্নুয়াৎ॥
অহংস্থ প্রজপেদ্ গৌরীং দক্ষিণোত্তরমার্গগাম্।
তিলৈঃ শ্বেতৈঃ সদাজ্যেন জুহুয়াৎ পাবকে স্বকে॥

মায়াবীজেন বিক্রস্য ভক্তিতো ভুবনেশ্বরীম্ ॥
অক্ষীণভাসাং চন্দ্রাখ্যাং জ্বলন্তীং যশসা শ্রিয়ম্।
দেবৈর্জুষ্টামুদারাঞ্চ পদ্মিনীমীং ভজাম্যহম্ ॥
ত্বাং বৃণে ত্বৎপ্রসাদেন মমালক্ষ্মীর্বিনশ্যতু ॥" ইতি—

অহমুল্লিখতি। উক্তো জপকর্ম্ম ইতি বেদিতব্যম্ ॥ ৫ ॥ অয়মত্র প্রথমো
সমাপ্নোতি ॥ ১ ॥

গতঃ প্রথমে বর্গে পরোপাসনাপ্রকারঃ। ইদানীং তৎসাহায্যার্থমপরোপা
চ সফলা বক্তব্যেতি দ্বিতীয়ো বর্গ আরভ্যতে;—"আদিত্যবর্ণে" ইত্যাদি।
আদিত্যবর্ণে! তমসঃ পরস্তাৎ, তপসো জ্ঞানময়াদীক্ষণাৎ—"যস্য জ্ঞানময়ং ত

যথা,—শ্রীসূক্তের প্রথমবর্গে পঞ্চমী ঋক্‌কে মায়াবীজের সহিত ভুবনেশ্বরী
মিলাইয়া ভক্তিপূর্ব্বক জপ করিবে। অক্ষীণভাসা চন্দ্রা যশোদ্বারা জ্বলন্তী
দেবজুষ্টা, উদারা, পদ্মিনী ঈকে ভজনা করি 'অহং' আমি। তোমাকে
করি। তোমার প্রসাদে আমার অলক্ষ্মী বিনষ্ট হউক। এই ত ইহাতে
বর্ণে মিল দেখিতেছি; সুতরাং কেবল বিক্রম করিয়া, নাই বলিলে চলিতেছে
জপের বিধান স্মার্ত্ত-আদি হইলে যে, তাহা অগ্রাহ্য, এ কথা বলিয়া অ
মাছি—মনে করিতে হইবে ॥ ৫ ॥

এই পর্য্যন্ত প্রথম বর্গ ॥ ১ ॥

পরা দেবীর উপাসনাপ্রকার নির্ণয় করিয়া প্রথম বর্গের পরিসমাপ্তি
হইয়াছে। এখন তাহার সাহায্য করিবার জন্য ফলের সহিত অপরা দে
উপাসনা বলিতে হইবে। এইজন্য এই দ্বিতীয়বর্গ আরম্ভ করা হইয়া
"আদিত্যবর্ণে" ইত্যাদি। যাহার বর্ণ সূর্য্যের বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল-তা
তাহাকে আদিত্যবর্ণা বলা হয়। হে আদিত্যবর্ণে! অন্ধকারের
ও-পার হইতে প্রকাশিত আদিত্যের বর্ণ যেমন লোকের হৃদয়ে
প্রাণনের সৃষ্টি করে; সেইরূপ অজ্ঞানরাশির পরপার হইতে প্রকা

জপাদ্দশাংশং সন্তর্প্য পঙ্কজৈর্বরবারিভিঃ।
হোমং কৃত্বা দশাংশঞ্চ পূজয়েচ্চ সুবাসিনীঃ।
কমলৈরর্চ্চয়েদ্দেবীং গোভ্যো গ্রাসং প্রদাপয়েৎ।
এতৎপুণ্যপ্রভাবেন দরিদ্রোঽপি ধনী ভবেৎ॥" ইতি

চ শ্রুত্যন্তরাৎ; অধিজাতঃ আধিক্যেন বভূব। কঃ? বনস্পতিঃ, "অপুষ্পাঃ ফলবন্তো যে তে বনস্পতয়ঃ স্মৃতাঃ।" ইতি মানবোক্তলক্ষণঃ পাদপবিশেষঃ। ত্বদীয়ো বৃক্ষো অথানন্তরং বিল্বো নামাধিক্যেন চ বভূব। ত্বদীয়ত্বঞ্চ তস্য আশ্রয়ণাৎ। তথাহি ভার্গবপুরাণম্;—

"বিল্বাটব্যাং মহালক্ষ্মীরুপাস্তে বিল্বনায়কম্।" ইতি

তথাচ ভার্গবতন্ত্রম্,—

"তনুমধ্যা স্বহস্তোত্থং বিল্বদ্রুং সমুপাশ্রিতা॥" ইতি

তথাচ কালিকাপুরাণম্;—

"তনুমধ্যা পুরা বালা নীবাতটমুপাশ্রিতা।
বিল্বারণ্যে তপশ্চক্রে লক্ষ্মীর্লোকহিতার্থিনী॥" ইতি

তথাচ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্;—

"বিল্বনাথপ্রিয়ায়াস্ত নারায়ণ্যাস্তপোবলাৎ।

দেবীর স্বয়ম্প্রকাশ স্বরূপ-জ্যোতিঃ প্রকটিত হয়, হে তাদৃশ স্বয়ং-জ্যোতিঃ-রূপে! তপস্যা হইতে—জ্ঞানময় ঈক্ষণ হইতে, উক্ত হইয়াছে যাঁহার তপস্যা জ্ঞান, বা ঈক্ষণ ব্যতীত আর কিছুই নহে; সেই ঈক্ষণ হইতে অধিজাত আধিক্যরূপে সমুৎপন্ন হইয়াছিল। কে? না বনস্পতি। বনস্পতি কাহাকে বলে? না, যাহারা পুষ্পধারণ না করিয়া ফলবান্ হয়, তাহারাই বনস্পতি; এইরূপ মনু বলিয়াছেন। এইপ্রকার লক্ষণাক্রান্ত বনস্পতি—বৃক্ষবিশেষ, তোমার সংযুক্ত সেই বৃক্ষ তার পর বিল্বনাম গ্রহণ করিয়া পৃথক্‌ভাবে উৎপন্ন হইয়াছিল। এই বিল্ববৃক্ষ কোথায় সম্বন্ধযুক্ত হইল কি করিয়া? না, সেই বৃক্ষ একমাত্র তোমাকেই আশ্রয় করিয়া জন্মিয়াছে। ভার্গবপুরাণে উক্ত হইয়াছে; বিল্বক অরণ্যে মহালক্ষ্মী বিল্বনায়ক মহাদেবের উপাসনা করিয়াছিলেন। ভার্গবতন্ত্রে কথিত হইয়াছে;—তনুমধ্যা মহালক্ষ্মী নিজহস্তজাত বিল্বদ্রুমকে আশ্রয় করিয়া উপাসনা করিয়াছিলেন। কালিকাপুরাণে কথিত হইয়াছে, পুরাকল্পে একটি বালাদেবী লক্ষ্মী নীবার তটে বসিয়া বিল্বারণ্য-মধ্যে লোকের মঙ্গলকামনায় তপস্যা করিয়াছিলেন। আর ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে কথিত হইয়াছে, লোক-

বিল্বারণ্যং ফলত্যস্ত লোকালক্ষ্মীনিবৃত্তয়ে ॥” ইতি

এতেন বিল্বাধিষ্ঠাত্র্যাশ্চামুণ্ডায়া উপাসনা বিল্ববৃক্ষেঽভিহিতা বেদিতব্য অতএব বিল্ববৃক্ষে দেব্যা বোধনমাচার্য্যাঃ কুর্ব্বন্তীতি। তত্র চ বিল্বেন হ হোমঃ কর্ত্তব্যঃ। তেন চ প্রত্যূহবাহ্যবিধ্বংসঃ সাধীয়ান্। প্রার্থনয়া তদা য়তি;—“তস্য” ইত্যাদি। তস্য বিল্বস্য বনস্পতেশ্চ ফলানি তপসা বিল্ব মাশ্রিত্য কৃতেন সবিজ্ঞানেনোপাসনেন করণেন নুদন্ত দূরং গময়ন্তু মায়াক মায়ায়াঃ প্রজ্ঞায়াঃ যে অন্তরায়াঃ সকার্য্যাণ্যজ্ঞানানি প্রত্যূহরাশয়স্তান্, চ বাহ্যাঃ অলক্ষ্মীর্বহিগ্রাহ্যা অশুচিত্বাদীংশ্চ। শ্রূতো বা যদি বা দৃষ্টো রামো তরৌ দেবীং বোধয়ন্ মায়ান্তরায়াশ্চ বাহ্যা অলক্ষ্মীর্নুদতি স্ম। রাবণং সীতাং প্রাপ, রাজা চ সন্ বভৌ; তদ্বদহমপি হে আদিত্যবর্ণে! বিল্বতরুমূপ তস্তপস্যামি। তেন তপসা তস্য ফলানি মায়ান্তরায়াশ্চ বাহ্যা অলক্ষ্মীর্ন কামাদীনরীন্ হন্মি, প্রিয়া বৃদ্ধীর্লভে, স্বরাট্ চ সন্ ভামীতি ॥ ৬ ॥

সকলের অলক্ষ্মী নিবৃত্তি করিবার জন্য—বিশ্বনাথপ্রিয়া নারায়ণীর তপঃপ্র আজিও বিল্বারণ্য ফলধারণ করিয়া আসিতেছে। ইহাদ্বারা বিল্বের অধিষ্ঠাত্রী চামুণ্ডার উপাসনা সেই বিল্ববৃক্ষে অভিহিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এইজ পূর্ব্বাচার্য্যগণ বিল্ববৃক্ষে দেবীর বোধন করিয়া থাকেন। সেই পূজায় দে প্রীতির উদ্দেশে বিল্বফলরূপ হবিঃ দ্বারা হোম কর্ত্তব্য। তদ্দ্বারা নানাপ্রকার বিঘ্ন বিনষ্ট হইয়া থাকে। প্রার্থনাদ্বারা তাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন;—“ ইত্যাদি। সেই বিল্বের ও বনস্পতির ফলসকল বিল্বতরুকে আশ্রয় ক কৃতসবিজ্ঞান উপাসনারূপ কারণ দ্বারা দূর করুন। কি? না, মায়ার— যে সকল অন্তরায়—কার্য্যবর্গের সহিত অজ্ঞান—বিঘ্নরাশিকে এবং বাহ্য অল —বহিগ্রাহ্য অশুচিত্বাদিকে। পুরাণাদিতে শুনিতে পাওয়া যায়, এবং উপাসনার প্রভাবে প্রত্যক্ষ করিতেও পারা যায় যে, শ্রীরামচন্দ্র বিল্ববৃক্ষে অ দেবীর বোধন করিয়া প্রজ্ঞার অন্তরায়সকল ও বাহ্য অলক্ষ্মীকে অপনো করিয়াছিলেন। রাবণনামক রাক্ষসকে বধ করিয়াছিলেন, এবং সীতাদেবী পুনশ্চ লাভ করিয়াছিলেন। আবার রাজা হইয়া দীপ্তি পাইয়াছিলেন। সেই আমিও হে আদিত্যবর্ণে! বিল্ববৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া তপস্যা করিতেছি। তপস্যাদ্বারা বিল্বফলসকল প্রজ্ঞাকৃত-অপরাধসকল ও বাহ্য অলক্ষ্মীর অপনো

রুন। আমি কামাদি অরিসকলকে জয়, ও প্রিয়া বুদ্ধির লাভ করিব। আর
াট্ হইয়া বিরাজ করিব॥ ৬॥ *

সৌভাগ্যসঞ্জীবনে উদ্ধৃত হইয়াছে;—

"দ্বিতীয়বর্গে প্রথমামৃচং জপেৎ,
প্রীণাতি বালা তরুণারুণশ্রীঃ।
যস্মাস্তপোযোগবলেন বিল্ব-
ফলাস্ত্বলক্ষ্মীং শময়ন্তি নৄণাম্॥
তস্মমাধ্যাং মহালক্ষ্মীং বালাং ত্রিপুরসুন্দরীম্।
ত্রিবিল্বপত্রৈঃ সম্পূজ্য সহস্রং প্রজপেদৃচম্॥
ত্রিষ্টুপ্ শিবাক্ষরা যস্মাচ্ছিবলক্ষজপঞ্চরেৎ।
বিল্বস্য হবিষা হোম আজ্যহোমশ্চ শস্যতে॥
ঐশ্বর্য্যেণার্চ্চয়েদ্দেবীং বিল্বপত্রৈর্হবিষ্যথা।
কস্তলক্ষপ্রদীপৈশ্চ নীরাজনবিধিং চরেৎ॥
পক্কবিল্বফলাহারঃ সততং নিয়তব্রতঃ।
শান্তিং কৃত্বা বিধানেন জগদম্বাপ্রসাদতঃ॥
অলক্ষ্মীং পরিভূয় প মহালক্ষ্মীং স্থিরাং লভেৎ॥" ইতি

স্কন্দপুরাণের সনৎকুমারসংহিতায় বিল্বমাহাত্ম্যে উক্ত হইয়াছে;—

"শিবলিঙ্গার্চ্চনোদ্যোগী জগদ্রক্ষণদীক্ষিতঃ।
মহাবিষ্ণুস্তপশ্চক্রে তস্যৈব সহচারিণা॥
মহালক্ষ্মীস্তপস্তেপে ভর্ত্তৃধ্যানপরায়ণা।
তদা বিল্বতরুর্জাতো লক্ষ্মীদক্ষিণহস্ততঃ॥
তৎপত্রৈরর্চ্চয়ামাস মহাবিষ্ণুঃ শঙ্করম্।
বিল্বপত্রার্চ্চিতস্তুষ্টো মহাদেবো দয়ানিধিঃ॥
সর্ব্বদেবোত্তমত্বঞ্চ সকলাত্মত্বমেবচ।
প্রদদৌ সর্ব্বপূজ্যত্বং সর্ব্বসিদ্ধিঞ্চ বিষ্ণবে॥
শ্রীবৃক্ষ ইতি বিখ্যাতো বিল্বরুদ্রৈর্বপূজিতঃ।
ত্রিগুণৈস্ত্রিদলৈঃ পত্রৈস্ত্রিমূর্ত্তিপ্রীতিদায়কঃ॥
ত্রয়ীময়োঽয়ং বিখ্যাতো নীতো দেবৈশ্চ নন্দনম্।
কৈলাসেঽপিচ বৈকুণ্ঠে শ্বেতদ্বীপে সুরালয়ে॥
মন্দরাদিষু পুণ্যেষু ক্ষেত্রেষু সকলেষ্বপি।
পূজ্যাস্তু বিল্বতরবঃ শ্রীবৃক্ষা ইতি নামতঃ।

অস্যা উপাসনায়া মুখ্যং ফলমভিধায় ইদানীমবান্তরফলপ্রাপ্তৌ তেনৈব সাহ সামর্থ্যমভিদধাতি,—"উপৈতু"তি। সাহিত্যাদ্ যদ্যপেতু্যপৈতু—সমীপমাগচ্ছতু, ত তেনাহমহমনুভবাম্যাসঞ্জে বা। কম্? মাম্ মহালক্ষ্ম্যা উপাসকম্। কোঽসৌ দেবসখঃ কুবেরঃ কশ্চিদধিকারী পুরুষবিশেষঃ। য এবম্,—

"কুবেরস্তপসা পূর্ব্বং তোষয়ামাস শঙ্করম্।
শিবার্থন্তু মহালক্ষ্মীঃ কুবেরস্য বশে স্থিতা॥
তস্মাল্লক্ষ্মীপ্রদানায় কুবেরোঽধিকৃতোঽভবৎ।
তস্মাদ্ধি ভক্তবাৎসল্যং শ্রীদেব্যা প্রকটীকৃতম্॥
অনুগৃহ্লাতি যং যং শ্রীস্তং কুবেরোঽনুধাবতি॥" ইতি—

এই উপাসনার মুখ্যফল বলিয়া, এখন অবান্তর-(গৌণ) ফলপ্রাপ্তিবিষয়ে সেই তপস্যার সামর্থ্য আছে, ইহা বলিতেছেন;—"উপৈতু" ইত্যাদি। শ্রীদেবী সহিত এসকল থাকে। সেইজন্য যদি এসকল উপগত হয় হউক,—নিকটে আসি উপস্থিত হয় হউক; তদ্দ্বারা আমি অহঙ্কার অনুভব, বা তাহাতে আসক্তিপ্রকা করিব না। কাহার নিকটে? না, আমার—মহালক্ষ্মীর উপাসক যে আমি সেই আমার নিকটে। কে আসিবে? না, দেবসখ, যিনি দেবদেব মহাদেবে সখা কুবেরনামক কোনও আধিকারিক পুরুষবিশেষ। যাহাকে অধিকার করি আশ্বলায়নীধৃত ঈশানসংহিতায় এই প্রকার বলা হইয়াছে;—কুবের (কুৎসি শরীর কোনও পুরুষ) তপস্যা করিয়া পূর্ব্বে শঙ্করের পরিতোষ জন্মাইয়াছিলে মহাদেবের সেই সন্তুষ্টিদ্বারা জগতের মঙ্গলের জন্য মহালক্ষ্মী কুবেরের ব অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই হইতে কুবের লক্ষ্মীপ্রদানের জন্য অধিকার প্র হইয়াছিলেন। আর সেই হইতে শ্রীদেবী এইরূপ ভক্তবাৎসল্য প্রক করিয়াছেন যে, শ্রীমহালক্ষ্মী দেবী যাহাকে যাহাকে অনুগ্রহ করিবেন, কু

ফলানি শ্রীতপোযোগাদ্বহ্যালক্ষ্মীনিরাসনে।
লক্ষ্মীপ্রাপ্তৌ পটীযাংসি সেব্যস্তে পুণ্যশালিভিঃ॥
জ্ঞানপ্রদমিমং বৃক্ষং দারিদ্র্যপরিহারকম্।
শ্রীপ্রদং যোঽচ্চ যেদ্বিদ্বং স নরো ভাগ্যবান্ ভবেৎ॥
শ্রীসূক্তং বিল্বপত্রৈস্তু শিবলিঙ্গমথাপি বা।
যোঽর্চ্চয়েদন্বহং ভক্ত্যা পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥" ইত্যাদি।

আশ্বলায়নীয়তেশানসংহিতাপ্রোক্তঃ প্রস্তাবতে। কীর্ত্তিশ্চ মহালক্ষ্ম্যাঃ কিঙ্করী ...র্ত্ত্যভিমানিনী দেবতা, মণিনা চিন্তামণিনা সহ সার্দ্ধম্। কথং নাসজ্যতে? ...চ্চ প্রাচুর্ভূতোঽস্মি প্রকটিতোঽস্মি ভবামি রাষ্ট্রেঽস্মিন্ মহালক্ষ্মীমণ্ডলে ... ...তে। যতোঽহং দেব্যাঃ পাদমূলে প্রকটীভূত-স্ততো যদি কীর্ত্তিং ...দ্ধিঞ্চ মণিনা সহ দেবসখো দদীত, তর্হি দদাতু মে মহ্যম্। ন... ততে ...ন ভবামীতি নৈব কাচিৎ ক্ষতির্বিদ্ধি। নন্বিবং প্রার্থনা আদন্যেষাম্

...হার তাহার নিকট ভাণ্ডার লইয়া উপস্থিত থাকিবে। কী... ...লক্ষ্মীর কিঙ্করী *। তিনিই কীর্ত্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ম... ...থাৎ চিন্তামণির সহিত। তোমার নিকট এ সকল ভোগবিলাসসম্পাদক ...পূর্ব অপূর্ব্ব পদার্থনিচয় আসিয়া উপস্থিত হইবে। অথচ তুমি ইহার আসক্ত ...বে না কেন? না, যেহেতু আমি প্রাদুর্ভূত হইয়াছি—আমি প্রকটিত ...ইয়াছি, প্রকাশিত হইয়াছি, এই রাষ্ট্রে—এই প্রত্যক্ষীকৃত মহালক্ষ্মীমণ্ডলে। ...হেতু আমি দেবীর পাদমূলে প্রকটীভূত হইয়াছি, সেইহেতু যদি কীর্ত্তিদেবী ...র্ত্তিকে, এবং কুবের চিন্তামণির সহিত ঋদ্ধি—সমৃদ্ধি দান করেন, ত দিতে ...বেন, কিন্তু তাহাতে আমি উদারফললাভ করিয়াছি বলিয়া অভিমান করিতে ...রি না, কারণ, আমি আমার গতির পথ প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি। ...তএব তাহাতে আর আমার ক্ষতি কি হইতে পারে? ভাল, তুমি ত যেরূপ ...খ্যা করিলে, সে-ত কেবল তোমার বুদ্ধির প্রভাবে। এ ঋকের ব্যাখ্যায় ...দ্যাবণ্য প্রভৃতি যে অন্যপ্রকার প্রার্থনা জানাইয়াছেন? না, সে প্রকার প্রার্থনা

* সৌরসংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

"কামধেনুঃ কল্পবৃক্ষঃ সুধা চিন্তামণিস্তথা।
ঐরাবণোচ্চৈঃশ্রবসাবপ্সরঃ কৌস্তুভেন্দবঃ॥
মহালক্ষ্ম্যংশগাঃ সর্ব্বে ক্ষীরসাগরসম্ভবাঃ।
শ্রিয়মেবোপজীবন্তি তেষাং দেবাশ্চ দেবতাঃ॥" ইতি

আথর্বসংহিতায় উক্ত হইয়াছে;—

"কীর্ত্তির্মতির্দ্যুতিঃ পুষ্টিঃ সমৃদ্ধিস্তুষ্টিরেব চ।
শ্রুতিঃ স্মৃতির্বলং মেধা শ্রদ্ধারোগ্যজয়াদিকাঃ।
দেবতাশক্তয়ঃ সর্ব্বাস্তত্তদ্দেবাংশগা নৃপ॥
মহালক্ষ্মীমুপাসন্তে তস্যাঃ কিঙ্কর্য্য এব তাঃ॥" ইতি

ত্যাহ। কথম্? "অলক্ষ্মীং নাশয়াম্যহম্" "ঈশ্বরীমুপহ্বয়ে" "ময়ি শ্রীঃ শ্রয়তাং যশঃ" ইত্যাদিফলমুখেনর্চো দ্বিতীয়বর্গসমাপ্তেঃ। অলক্ষ্মীনাশশ্চ শোকমোহাদিনিবৃত্তিরেব ফলতঃ; ঈশ্বর্য্যা আভিমুখ্যকরণঞ্চ জ্ঞানপ্রসাদলাভ এব; তত্ত্বজ্ঞানপ্রস্ফুটনার্থং দেব্যা অভেদেন প্রকাশোঽপি ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তিরেব। ক্ষণভঙ্গুরফলপ্রার্থনায়া অনুদয়াৎ। সূক্তার্থত্বাদেবাপি তথাত্বপ্রতীতেরিতি। অন্যৎ শ্রীরত্নকোষে প্রভা লীনেতি বেদিতব্যম্॥ ৭॥

এ ঋকের অর্থই হইতে পারে না। কি করিয়া? না, আমি অলক্ষ্মীকে নাশ করি। ঈশ্বরীকে আমার নিকট আহ্বান করি। আমার যাহাতে ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, শ্রীদেবী সেইপ্রকারে আমায় অনুগ্রহ করিয়া আশ্রয় দিন। ইত্যাদি ফলসকল সম্মুখে লইয়া এই দ্বিতীয়বর্গ পরিসমাপ্ত হইয়াছে। অবশ্য অলক্ষ্মীনাশ ফলতঃ শোকমোহাদিনিবৃত্তিই। ঈশ্বরীর যে আভিমুখ্যকরণ, তাহাও জ্ঞানপ্রসাদলাভই। তত্ত্বজ্ঞানের প্রস্ফুটনার্থ দেবীর অভিন্নভাবে প্রকাশও ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিদ্যার প্রাপ্তি, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আর তাহার মধ্যে এরূপ ক্ষণভঙ্গুর প্রার্থনা ত উঠিতেই পারে না। তার পর আর এক কথা, এটা সূক্ত; সুতরাং ইহার নামার্থপর্য্যালোচনা করিলে ইহা প্রতীতি হয় যে, ইহাতে অতীব উপাদেয় বিষয়ই বলা হইয়াছে; সুতরাং ক্ষণভঙ্গুর বিষয়প্রাপ্তিপ্রার্থনাই যে ইহার অভিধেয়, তাহা কি করিয়া বলা যায়? এইজন্য সেই প্রার্থনার বিষয় ভাবিতে পারা গেল না। এই ঋকের অর্থ আবিষ্কার করিতে যাইয়া শ্রীরত্নকোষ যে প্রভার প্রাদুর্ভাব করিয়াছেন, তাহা সেই কোষেই তিরোহিত হইয়াছে। তাহার প্রভা আর এই বৈদিক ব্যাপারের সীমা পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছায় নাই।—অর্থাৎ সে উপাসনা স্মার্ত্ত বলিয়া এ বৈদিক উপাসনায় তাহার কোন সংস্রব নাই; ইহা বলাই হইয়াছে॥ ৭॥ *

---

* শ্রীরত্নকোষে কথিত হইয়াছে;—

"অমুষ্টুভর্চং শ্রীসূক্তে সপ্তমীং প্রজপেদ্ বুধঃ।
দ্বাত্রিংশল্লক্ষপর্য্যাপ্তৌ সিদ্ধিং প্রাপ্নোতি নান্যথা॥
কুবেরাদ্যাস্তস্য দেবাঃ প্রত্যক্ষাঃ স্যুর্ন সংশয়ঃ।
চিন্তামণ্যাদিরত্নানি নবাপি নিধয়স্তথা॥
বশে তস্য ভবিষ্যন্তি সিদ্ধমন্ত্রস্য যোগিনঃ।
ভূতপ্রেতপিশাচাদি-গ্রহপীড়ানিবারণম্।

কিঞ্চ হে আদিত্যবর্ণে! তব প্রসাদাৎ ক্ষুৎপিপাসামলাং ক্ষুচ্চ ক্ষুধতের্বুভুক্ষা-
ণা যেচ্ছাকর্ম্মণো বা ইন্দ্রিয়লৌল্যং, কেবলপ্রাণচাঞ্চল্যং বা, পিপাসা পাতু-
প্রাণলৌল্যম্ ; তাভ্যাং ক্ষুধাতৃষ্ণাভ্যাং মলিনাং স্বাভাব্যাৎ, জ্যেষ্ঠাং পূর্ব্ব-
ন্। যথোক্তদত্রোক্তং সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনিনা ;—

"আশ্রয়ত্ব-বিষয়ত্বভাগিনী,

কেবল এই মাত্র নহে, আরও উক্ত হইয়াছে,—"ক্ষুৎপিপাসামলাম্" ইত্যাদি।
আদিত্যবর্ণে! তোমার প্রসাদে ক্ষুধা ও তৃষ্ণাদ্বারা মলিনা। ক্ষুঃ হইল কি
া? না, ক্ষুবতিরূপের ভোজনেচ্ছার্থক, বা কেবল ইচ্ছার্থক ক্ষুত্ ধাতু হইতে
পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহার অর্থ হইতেছে, ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য, বা কেবল
ার চপলতা। পানের ইচ্ছা পিপাসা ; প্রাণের লোলতাব, চাঞ্চল্য আর কি।
য়দ্বারা স্বভাবতঃ যে সমলা। জ্যেষ্ঠা, অর্থাৎ মহালক্ষ্মীর পূর্ব্বে সিদ্ধ বলিয়া
াক্ষী হইতে পূর্ব্বজন্মা। সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি বলিয়াছেন ;—মায়ার আশ্রয়ত্ব ও

প্রযতঃ প্রজপেন্মন্ত্রং রাত্রিকালে বিশেষতঃ।
দূর্ব্বাভির্বিল্বপত্রৈশ্চ সকুশৈশ্চ কুশেশয়ৈঃ॥
সহবিদ্রাক্ত ভবৈস্তণ্ডুলৈশ্চ সমৌক্তিকৈঃ।
কুঙ্কুমৈরর্চ্চয়েদ্দেবীং প্রসূনৈশ্চ বিশেষতঃ।
কেতকীকুন্দমন্দারৈস্তুলসীদমনাদিভিঃ।
লক্ষ্মীনাম্নাং সহস্রেণ শ্রীবীজসহিতেন চ॥
শ্রীযন্ত্রং পূজয়েন্নিত্যং নিত্যকর্ম্মাবিরোধতঃ।
প্রজপেত্তুল্যগায়ত্রীং পুরশ্চরণদীক্ষিতঃ॥
সপাশাঙ্কুশমায়াঞ্চ মহাকর্ষণপল্লবম্।
স্বাহান্তঞ্চ নমোঽন্তঞ্চ শ্রীমন্ত্রমূর্চি যোজয়েৎ।
সপ্রবালাক্ষমালাকস্ত্রিসন্ধ্যাং নিয়তো জপেৎ।
ধূপয়েদ্ যক্ষধূপৈশ্চ ঘৃতদীপৈশ্চ ভাসয়েৎ।
দ্রাক্ষাফলঞ্চ খর্জ্জুরং রম্ভাক্ষীরেক্ষুসংযুতম্।
মধ্বাজ্যদাড়িমীচূতনারিকেলান্ সমর্চ্চয়েৎ॥
সুবাসিনীঃ সমভ্যর্চ্চ্য স্তুত্বাঽন্তৈঃ স্তোত্রপাঠকৈঃ।
হুত্বাঽপামার্গসমিধো ঘৃতাহুতিপুরঃসরাঃ॥
কটুম্ললবণাদীনি ত্যক্ত্বা নিয়তভুগ্ ব্রতী।
সার্দ্ধ-ত্রিবৎসরে সিদ্ধিং প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ॥" ইতি

নির্বিভাগচিতিরেব কেবলা।
পূর্ব্বসিদ্ধতমসো হি পশ্চিমো,
নাশ্রয়ো ভবতি নাপি গোচরঃ॥" ইতি—

জীবত্বমীশ্বরত্বঞ্চ পশ্চিমং সত্যাশ্রয়ে বিষয়ে চ ভবন্তীতি তমো ভবতি পূর্ব্বসিদ্ধ
জ্যেষ্ঠামলক্ষীমাহ ঋক্। তাদৃশীমলক্ষ্মীং লক্ষ্মীবিরুদ্ধভাবামবিদ্যাং নাশয়ামি
যামি অহমুপাসক ইতি। ত্বঞ্চ অভূতিং অনুৎকর্ষমনভ্যুদয়ং বা, অসমৃদ্ধিমকৃত
ভাঞ্চ সর্ব্বাং সমূলাং নির্ণুদ নিবর্ত্তয়; কস্য? মে মম; কস্মাৎ? গৃহাৎ গৃ
রেব ভবতি গ্রহণাদাত্মন ইতি জীবনিলয়াৎ; জীবস্য চ মম গৃহমিদং
কচিদনুৎকর্ষং গচ্ছৎ শ্লথতে কর্ম্মণি ভগ্নোৎসাহং ভবতি, কচিচ্চ অকৃতকার্য্য
গতং স্বরূপীভবতি। তয়োরুভয়োর্নশ্যতোর্ল্বেন যশসা তামলক্ষ্মীমহং নাশ

বিষয়তা, এই উভয় ধর্ম্মই নির্ব্বিভাগ চিতিই ভজনা করেন। ব্রহ্মই মায়ার
ও বিষয়; কিন্তু ঈশ্বর হইতেছেন বিষয়, আর জীব হইতেছেন আশ্রয়, এক
যায় না; কারণ, অজ্ঞান, বা মায়া হইতেছে জীবনাম ও ঈশ্বরনাম সিদ্ধির পূ
কি করিয়া? না, মায়া যাহাকে বিষয় করে, সে-ই ঈশ্বরনাম, এবং মায়া য
আশ্রয় করে, সে-ই জীবনাম প্রাপ্ত হয়। তাহাহইলে দেখা যাইতেছে
মায়া ছিল; পরে সেই মায়া ব্রহ্মকে বিষয় করিল; তারপর তাঁহার ঈশ্বরনাম
সুতরাং প্রথমে মায়াসিদ্ধি, তারপর বিষয়ত্বসিদ্ধি, তারপর ঈশ্বরনামসিদ্ধি হইল
অতএব ঈশ্বর মায়ার বিষয়, একথা আর বলা যায় না। সেইরূপ অগ্রে
সিদ্ধি, তারপর আশ্রয়ত্বসিদ্ধি, তারপর জীবনাম সিদ্ধি; সেইজন্য জীব
আশ্রয়, ইহা বলা যাইতে পারে না। এহেতু ঈশ্বর অপেক্ষা মায়া জ্যেষ্ঠা। এ
মহালক্ষ্মী অপেক্ষা অলক্ষ্মীকে জ্যেষ্ঠ বলা হইয়াছে। তাদৃশ অলক্ষ্মীকে-
হইতে বিরুদ্ধভাবকে--অবিদ্যাকে আর কি। আমি উপাসক, আমি নাশ ক
নিবর্ত্তিত করিব। আর তুমি অভূতিকে অনুৎকর্ষকে—অনভ্যুদয়কে, অস
—অকৃতকার্য্যতাকে সমূলে নির্ণোদন কর—নিবর্ত্তন কর। কাহার? না, ম
কোথা হইতে? না, গৃহ হইতে। গৃহ কি করিয়া হইল? না, গ্রহণ
বলিয়া এটি আত্মার গৃহ—জীবের বসতিস্থান। আমি জীব, আমার এ
এই গৃহ, বা এই শরীর। এই শরীর কখন উৎকর্ষ লাভ করিতে না পারিয়া
শিথিল হইয়া পড়ে—ভগ্নোৎসাহ হয়, আবার কখন বা নিজের অকৃত

পয়ামি ত্বং তথা কুর্বিতি। অত্রাপি লক্ষ্মীযামলোক্তো নচ বক্তব্য ইতি প্রাগুক্ত প্রসক্তত্বাৎ ॥ ৮ ॥

অপিচ গন্ধদ্বারাং সম্বন্ধো গন্ধঃ; স চ দ্বারং উপায়ো ভোগস্য চাপবর্গস্য চ ত্বাং সম্বন্ধমাত্রেণ ভোগকারিণীং তথা অপবর্গকারিণীঞ্চ। ন চ নির্বিভাগ-

ত্বা—নিজে সে কার্য্য করিয়া নিষ্ফল হইতে দেখিয়া স্তব্ধীভূত হইয়া পড়ে; মামাব ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপ যশঃ প্রদান করিলে, তদ্দ্বারা সেই দুইটির নাশ হইবে, তাহা হইলে আমি অবিদ্যার নাশ করিতে পারিব। ইহার জন্য আমি বিজ্ঞাপিত করি যে, তুমি তাহা কর। এস্থলেও লক্ষ্মীযামলগ্রন্থে অন্য- বিধান করা হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাও পূর্ব্বোক্তপ্রকার বা গ্রহণ করা হইবে না ॥ ৮ ॥

কেবল তাহাই নহে;—যিনি গন্ধদ্বারা—গন্ধশব্দে সম্বন্ধ। সেই সম্বন্ধ হইয়াছে পায় ভোগের ও অপবর্গের যাহার, সে গন্ধদ্বারা। যিনি মাত্র সম্বন্ধদ্বারা

লক্ষ্মীযামলে উক্ত হইয়াছে,—

"বিধিনা প্রজপেন্নিত্যং শ্রীসূক্তে চাপ্যমন্ত্রয়ম্।
প্রত্যক্ষরসংস্থ্যক গায়ত্রীমপি তাবতীম্।
শ্রীগায়ত্রীদশাংশন্তু লক্ষ্মীমন্ত্রং দশাংশকম্।
অনিষ্টপরিহারার্থো মন্ত্রোঽয়ং পরিকীর্ত্তিতঃ
দৌর্ভাগ্যং শময়েদেব তুলি পিং পরিমার্জ্জয়েৎ।
বীরাসনসমাসীনো অগ্নিহোত্রপুরঃস্থিতঃ ॥
ফলাশী প্রজপেন্মন্ত্রং ভক্ত্যা রুদ্রাক্ষমালয়া।
তিলহোমং প্রকুর্ব্বীত বিরজামপি ভাবয়েৎ ॥
দ্বাত্রেন জুহুয়াল্লক্ষ্মীং দৌর্ভাগ্যং তস্য নশ্যতি।
সৌভাগ্যং জায়তে তস্য নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥" ইতি

অন্যত্র যথা—

"অজ্ঞানপাতকতমস্ততি-তীব্ররশ্মি,
দৌর্ভাগ্যভূধরবিদারণ-বজ্রমীড়ো
রোগার্ত্তিঘোরফণিমর্দ্দন-পক্ষিরাজং,
লক্ষ্মীপদদ্বয়মনর্থহরং সুখার্থী ॥
খড়্গং সবাতচক্রঞ্চ কমলং বরমেব চ।
করৈশ্চতুর্ভির্বিভ্রাণাং ধ্যায়েচ্চন্দ্রাননাং প্রিয়ম্ ॥" ইতি

ষাশ্চিতেরস্তি সম্বন্ধমৃতে কশ্চিদুপায়ো ভোগস্য বাঽপবর্গস্য বা, ভোগস্য বিক্র
দপবর্গস্য চ স্বরূপত্বাৎ ; সম্বন্ধমাত্রেণ তু তাবত্র সম্ভবতঃ। তস্মাদ্ গন্ধদ্বারাং স
পায়ামাহ। তথাপি দুরাধর্ষাং উপায়রহিতানাং ; নত্বধর্ষামাহ। দুর্ধর্ষ
কস্মাৎ? নিত্যপুষ্টত্বাৎ। নিত্যঞ্চ তৎ পুষ্টং বৃদ্ধিযুক্তং স্বরূপং শাশ্বতব্যাপ্তি
মিতি। নহি শাশ্বতব্যাপ্তিমত্যা ধর্ষণমনুপায়ানাং শক্যং কর্ত্তুং শরীরেণ, উ
তু তৎ সুসুখং কর্ত্তুমিতি। ন চোপায়োঽপি স তস্যা ভিন্নঃ। কথম্? য
করীর ইব সিনী শুক্লা নিরাবিলা। যথাহি করীরঃ কতিপয়গ্রন্থিগভোঽ
স্বরূপাভিন্নস্তথে; প্রতীয়তে ত্বেক এবেতি, তথেয়ং ত্রিমূর্ত্তিদ্বারা ত্রিমিথুনক
সৈকা চাদ্বিতীয়া চ, যা চ গন্ধয়ন্তী ত্রীণি মিথুনানি, অথো তিসৃস্তা মূর্ত্তীঃ স্ব
প্রতীয়তে পর্য্যন্তভূমৌ করীর ইব শুক্লেয়ং নিরাবিলা একা চাদ্বিতীয়া চেতি।
লোপযত্বণত্বানি ছান্দসানি বেদিতব্যানি। তাং করীষিণীং, ঈশ্বরীমৈশ্ব

ভোগ ও অপবর্গ করিয়া থাকেন। অবশ্য নির্ব্বিভাগা চিতিশক্তির সম্বন্ধব্যতি
ভোগ ও অপবর্গ লাভ করিবার উপায় নাই ; কারণ, ভোগ করিতে হইলে
হইতে হয়, এবং মুক্তি ত তাঁহার স্বরূপই। তবে কেবল স্বসম্বন্ধদ্বারা সে
তাঁহার সম্ভবপর হইতে পারে। সেইজন্য তাঁহাকে গন্ধদ্বারা বা সম্বন্ধোপায়
হইয়াছে। তথাপি যাহারা উপায়হীন, তাহাদিগের পক্ষে তিনি দুর
কিন্তু অধর্ষা নহেন। ইনি দুর্দ্ধর্ষণীয়া কি করিয়া? না, ইনি যে নিত্য
ইঁহার স্বরূপ হইতেছে নিত্যপুষ্ট—নিত্যনিরতিশয়বৃদ্ধিযুক্ত—শাশ্বতব্যাপ্তি
অবশ্য কেবল শরীরের সাহায্যে, যিনি শাশ্বতব্যাপ্তিমতী, তাঁহাকে ধর্ষণ ক
উপায়হীন ব্যক্তিরা সমর্থ হয় না। তবে উপায়দ্বারা তাঁহাকে অনা
ধর্ষণ করিতে পারা যায়। অবশ্য সে উপায়ও তাঁহা হইতে ভিন্ন
কেন সে উপায় তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে? না, যেহেতু তিনি ক
ন্যায় সিনী শুক্লা নিরাবিলা। যেমন করীর (বাঁশের কোঁড়) কতকগুলি
(গাঁইট) যুক্ত হইলেও বস্তুতঃ ও স্বরূপতঃ ভিন্ন নহে ; কিন্তু একই
প্রতীতি হয় ; সেইরূপ ইনিও ত্রিমূর্ত্তিদ্বারা ত্রিমিথুনরূপ হইলেও এক ও অ
থাকেন। ইঁহার বিকাশরূপ যে মিথুনত্রয় ও মূর্ত্তিত্রয়, তাহা জ্ঞানকালে
থাকিতে দেখা যায় না; কিন্তু তখন ইঁহাকে স্বরূপতঃ করীরের (বাঁশের কোঁ
ন্যায় নিরাবিল একই—অদ্বিতীয়ই বলিয়া অবগত হওয়া যায়। করীষি

স্থিতিসংহারেষু স্বতন্ত্রামিত্যর্থঃ। সর্ব্বেষাং ভূতানাং জাতানাং সত্তাসম্বন্ধানাং। ম্? অজানামপি সৈ চ শ্রীরিতি। ততঃ কিম্? অজা অপি সত্তাসম্বন্ধা এব; জাতাঃ; তেষামপি চেয়ং শ্রীঃ স্যাদিতি। তাং, যা চ প্রথমে বর্গে, তথা সেঽপি পুরো দৃষ্টেতি বুদ্ধিবিহারিণীম্। ইহ মে গৃহে। কস্মাৎ? তস্মাদ-মসমৃদ্ধিঞ্চ সর্ব্বাং নির্ণোদয়িষ্যতীতি। উপহ্বয়ে আভিমুখ্যমাপাদয়ে শ্রিয়ং লক্ষ্মীমিতি। অত্র জপার্থং বৈখানসবিদ্যা বেদিতব্যা॥ ৯॥

রের লোপ, সকার ও ণকার হইয়াছে ছান্দস প্রক্রিয়াদ্বারা। ইহা কি করিয়া পন্ন হয়, তাহা বলা যাইতেছে।—ইনি ঈশ্বরী অণিমাদি-অষ্টৈশ্বর্য্যশালিনী। রা জন্ম লাভ করিয়াছে, সত্তা যাহাদিগের আছে, সেই সকল ভূতের—প্রাণীর পালন, ও সংহার বিষয়ে ইনি স্বাধীনা। ইচ্ছা করিলে, সৃষ্টি ও ধ্বংস করিতে ।, সুতরাং ইনি সৃষ্টি করিয়াও তাহাতে লিপ্ত নহেন বলিয়া শুক্লা। সত্তা দিগের আছে, এরূপ ব্যাখ্যা কর কি করিয়া? কেন? না, অজ ত অনেকই ছ। হাঁ, অজ অনেক আছে সত্য; কিন্তু তাঁহারাও ত সত্তাসম্বন্ধ;—অর্থাৎ তাঁহাদিগের আছে; সুতরাং তাঁহাদিগের উপরেও ইঁহার স্বাধীনতা বিরাজ । এইজন্য যাহাদিগের সত্তা আছে, এই প্রকার বলা হইল। তদ্দ্বারা হইল যে, তিনি ভিন্ন আর যাহা কিছু, সে সকলের উপরেই ইঁহার প্রভুত্ব ছ। ইনিই সকলের অধীশ্বরী। আর অধীশ্বরী বলিয়াই সৃষ্টিতে ইনি প্ত থাকেন। তাঁহাকে প্রথমবর্গে ও এই দ্বিতীয়বর্গে পঞ্চমী ও চতুর্থী য়া প্রতিপাদিত করা হইয়াছে। তাঁহাকে—সেই জ্ঞানের বিষয়স্বরূপ দেবী মহা-কে আমার এই গৃহে। কেন এই গৃহে তাঁহাকে আহ্বান করা হইতেছে? তিনি এই জীর্ণগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলে, ইহাতে যে অভূতি ও অসমৃদ্ধি ছ, তাহার সমূলে অপনোদন করিবেন। এইজন্য—সেই শ্রীদেবী মহালক্ষ্মীর বান—আমার শরীরগৃহের অভিমুখে অভিমুখতা সম্পাদিত করিতেছি। ঋক্ অবলম্বন করিয়া যে বৈখানসবিদ্যায় জপের কথা বলা হইয়াছে, তাহা ক না হইলেও স্মার্ত্ত কর্ম্ম। যাহারা করিয়া থাকে, তাহারা তাহা করিতে ।, কিন্তু বৈদিকে অধিকারী ব্যক্তিরা তাহা করিতে পারে না, ইহা পূর্ব্বেই ছি আসিয়াছি॥ ৯॥ *

বৈখানসবিদ্যায় কথিত হইয়াছে,—

"শতমানুষ্ঠু হ্রীং সকৃদ্বারমিতি জপেচ্ছিষঃ।

বিযুক্তস্ত ইতি তথাভূতাম্। আধ্যাত্মিকেঽপি পদ্মং যোঢা ; তত্র তত্রাধিষ্ঠানসম্ব
ঽপি নিত্যবদ্ভবতাস্যা ইতি পদ্মমালিনীম্। কিঞ্চ পদ্মমালাবতীঞ্চ মহালক্ষ্মীং
অধরপ্রদেশে মানুষদৃশ্যামিতি। অথবা, অভেদে তৃতীয়া ধান্যেন ধনবানিত্যাদি
তথাচ কর্দ্দম এব প্রজা ভূতা, তেন চ প্রজাবতী জাতা মহালক্ষ্মীঃ। ত্বঞ্চ
সঙ্গচ্ছ হে কর্দ্দম! তেনাস্মাপি কর্দ্দমঃ স্যামিতি ময়াপি সা প্রজাবতী মহা
র্ভবেৎ। কথম্? বিষ্ণোরবতারঃ কপিলো নাম দেবহূত্যাং জাতঃ। ন চা
কলয়া হীন ইতি মাতাপি সতী পুত্রী জাতেতি ময়ি কর্দ্দমে সতি মাতাঽপি মে
ভবিষ্যতি স্নুষা সতী। এবঞ্চ ক্রমেণ হে কর্দ্দম! শ্রিয়ং বাসয় মে কুলে ম
সতীং পদ্মমালিনীমিতি গুরুতরো বাঽর্থঃ সম্পাদনীয়ঃ॥ ১১॥

এই ব্যূহসমূহ যাঁহার নিত্যই আছে, কখনও নাই, এরূপ নহে। এইজন্য তাঁ
পদ্মমালিনী বলা হয়।—তাহার অর্থ জগদ্ধাত্রী। সেই জগদ্ধাত্রী জগ
মহালক্ষ্মীকে, তুমি আমার সহিত অভিন্ন হইয়া, আমার অবিচ্ছিন্নপুরুষপরম্পর
কুলে বাস করাও। কেবল তাহাই নহে; পূজাপ্রকরণে দেখা যায়—মহাল
গলে পদ্মমালা দেওয়া হয়; সুতরাং তাহাতে ইনি পদ্মমালাধারিণীই
থাকেন। অথবা অন্যপ্রকার বর্ণন করিব। যেমন 'ধান্যেন ধনবান' ই
প্রয়োগে দেখা যায় অভেদে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে; সেইরূপ 'কর্দ্দমেন
অর্থাৎ কর্দ্দমাভিন্ন প্রজা, কর্দ্দমই প্রজা হইয়াছেন। সেই কর্দ্দমদ্বারা মহা
প্রজাবতী হইয়াছেন। হে কর্দ্দম! তুমি আমাতে অভিন্ন হও। তদ্দ্বারা আ
কর্দ্দম হইব, এবং আমাদ্বারাও মহালক্ষ্মী প্রজাবতী হইবেন। কি কর
না, বিষ্ণুর অবতার কপিলনামে দেবহূতীর গর্ভে জন্মিয়াছিলেন। অবশ
যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বৈষ্ণবশক্তি সেই লক্ষ্মীও তা
আসিয়া সঙ্গত হইয়াছিলেন; সুতরাং মহালক্ষ্মী কর্দ্দমের মাতা ছিলেন,
কপিলের জন্ম হইলে মহালক্ষ্মীই আবার কর্দ্দমের পুত্রীস্থানীয়া পুত্রব
জন্মিলেন। সেই কর্দ্দম আমাতে অভিন্ন হইলে, আমি কর্দ্দম হইলাম,
মাতা সেই মহালক্ষ্মী পুত্রীরূপে পুত্রবধূ হইবেন। তাহা হইলে, আমার কুলে
বাস করান হইব। এইরূপে হে কর্দ্দম! যে পদ্মমালিনী লোকমাতা মহা
তাঁহাকে—সেই শ্রীকে পুত্রবধূরূপে আমার কুলে বাস করাও।—এইরূপ গুরু

কিঞ্চ আপ আপ্নোতেঃ, পঞ্চীকৃতানি পঞ্চভূতানি স্রজন্তু সৃজন্তু ভাবয়ন্তু
নি তেজাংসি, যতো ভবতি বীর্য্যমুৎসাহঃ শুভং কর্ত্তুমশুভং নিবারয়িতুঞ্চ।
? ক্ষয়শীলং হি শরীরং ক্ষিণোতি প্রতিক্ষণমেব। স চ ক্ষয়ঃ কারণে লয়
সর্ব্বাণি সমানয়ন্তি ভূতান্যবসাদান্ ক্ষীণানি সন্তি। তত্র যদা তেজাংসি
ানি লয়মুপগচ্ছন্তি, তদৈব দেহ্যুদ্বিজতে, ক্রুধ্যতি বা। অন্যানি তু ক্ষীণানি
যন্ত্যবসাদম্। তত্রৈষা প্রার্থনা—আপঃ স্রজন্তু স্নিগ্ধানি—পঞ্চভূতানি ভাবয়ন্তু
াংসি বীর্য্যাকরাণি। তং কথম্, তদাহ,—হে চিক্লীত। বস মে গৃহে, চেতয়তেঃ

ী বা সম্পাদনীয়। এগুলিকেও মন্ত্রকল্পার্ণবের বিশেষ বিধান পরিদৃষ্ট হয়; কিন্তু
স্মার্ত্ত বলিয়া ধর্ত্তব্য নহে॥ ১১॥*

কেবল তাহাই নহে;—আপ্ স্নিগ্ধসকলকে সৃষ্টি করুক। আপ্ হইল কি
য়া? না, আপ্নোতিরূপের যে প্রাপ্ত্যর্থক আপ্ধাতু আছে, তদ্দ্বারা আপ্শব্দ
হইয়াছে। যে সৃজ্যমান সকলকে একই সময়ে প্রাপ্ত হয়, সে আপ্-শব্দ-
। আপ্শব্দে পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত। সেই পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত তেজঃসকলকে
বিত করুক। স্নিগ্ধশব্দে তেজঃ। যাহা হইলে শুভ কর্ম্ম করিতে এবং অশুভ
নিবারণ করিতে উৎসাহ হয়—বীর্য্য হয়। কি করিয়া? না, শরীর হইতেছে
ীল, সুতরাং সে প্রতিক্ষণেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। সেই ক্ষয় অবশ্য স্ব স্ব
ণে লয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেই জন্য সকল ভূতই যখন ক্ষয় হয়, তখন
াদকে আনয়ন করে। তন্মধ্যে যখন তেজঃ ক্ষীণ হইয়া নিজ কারণ তেজে
া লয় প্রাপ্ত হয়, তখনই দেহী উত্তেজিত হয় ও ক্রোধ প্রকাশ করে; কিন্তু
সকল ভূত ক্ষীণ হইলেই অবসাদ আনয়ন করিয়া থাকে। তাই এই প্রার্থনা
হইতেছে যে, পঞ্চভূত উৎসাহকর তেজের উদ্ভাবনা করুক। তাহা হইলে
কি হইবে? তাহা বলিতেছেন;—হে চিক্লীত; আমার গৃহে বাস কর।

মন্ত্রকল্পার্ণবে কথিত হইয়াছে;—

"কর্দ্দমেনেত্যাদিকান্ত-শ্রীসূক্তৈকাদশীমৃচম্।
গাবং সবৎসাং সম্পূজ্য জপেদক্ষরলক্ষকম্॥" ইতি

নঃ যথা,—

"সবৎসা গৌরিব প্রীতা কর্দ্দমেন তথেন্দিরা।
কল্যাণী মদ্গৃহে নিত্যং নিবসেৎ পদ্মমালিনীম্॥" ইতি

ক্লেদয়তেশ্চ সমুদিতাদেব ভবতি চিংক্লীত এব চিক্লীত ইতি। চেতয়তি চি
মুদ্ভাবয়তি অয়মহমস্মীতি। ততশ্চেক্ষণেনাদিং রসমুদ্ভাবয়ন্ ক্লেদয়তি ক্লেদমুৎ
য়তি, যতো জন্তুকন্মাদনয়া সর্ব্বপ্রাণৈঃ পূর্ত্তিমাশাসতে, স চিক্লীতঃ কামঃ।
চিক্লীত! হে চেতনাপ্রদ কাম! হে ভগবন্ কাম ঈশ! বস মে মম জীবস্য
নিলয়ে অন্তর্হৃদি। তথাচ কিং স্যাৎ? তেন চেতনসহকৃতো রসোদ্ভবো বী
কামনীয়মানয়েদবিসম্বাদমিতি। যোগস্য ক্ষেমো ন ভবেদ্, যদি নাক্ষকো
স্যাদিতি প্রার্থয়তে --"নি চ"ত্যাদি। নি চ দেবীং ক্রীড়মানাং যোগক্ষেমৌ প্র
মাতরং পরিমাপয়িত্রীং শ্রিয়ং শ্রয়ণীয়াং মহালক্ষ্মীং বাসয় নিবাসয় মে মম ক
তথাচ মহতী চেয়ং দেবী যদি মম কুলবাসিনী স্যাত্তর্হি যোগক্ষেমং সৈব বহেৎ
অকামং কামনীয়মপি নানয়েৎ, কামং বাহকামনীয়মপি সৈব প্রত্যাবর্ত্তয়ে
প্রস্ফুটিতো ভাবঃ ॥ ১২ ॥

চেতয়তিরূপের চিত্‌ধাতু হইতে চিৎ, এবং ক্লেদয়তিরূপের ক্লিদধাতু হইতে
এই উভয়ধাতু মিলিয়া চিক্লীতপদসিদ্ধ হইয়াছে। চেতিত করে—চৈতন্যের উ
করে—'এইত আমি' ইত্যাকার সংজ্ঞা জন্মায় যে, সে চিৎ। তারপর ঈক্ষ
—তদ্দ্বারা আদিরসের উদ্ভাবনা করিয়া ক্লেদের—ইন্দ্রিয়মধ্যস্থ আর্দ্রভাবের
করে, যদ্দ্বারা জন্তুসকল এমন উন্মাদনা প্রাপ্ত হয় যে, সর্ব্বপ্রাণে চেষ্টা
তাহার পরিপূরণ করিতে সচেষ্ট হয়, সে হইতেছে চিংক্লীত। ছান্দস প্র
চিংক্লীত-শব্দই চিক্লীত হইয়াছে। চিক্লীতশব্দে কাম। হে চেতনাপ্রদ ভগবন্
ঈশ! তুমি আমার—জীবের গৃহে—হৃদয়ের অভ্যন্তরে বাস কর। তাহাতে
কি? না, তাহাদ্বারা এই হইবে যে, চেতনার সহিত রসোদ্ভববীর্য্যপ্রভাবে
সম্বাদে কামনীয় বিষয়কে আনিয়া উপস্থিত করিবে। যদি কেহ রক্ষাক
থাকে, তাহা হইলে, যোগের ক্ষেম হয় না—যাহা আসিয়াছে, তাহার
এবং যাহা এখনও আসে নাই, তাহার আনয়ন হয় না। এইজন্য প্রার্থনা
হইতেছে—"নি চ" ইত্যাদি। যোগক্ষেম প্রকাশিত করিয়া---অনাগত
আনয়ন করিয়া, আগতবিষয়ের রক্ষণ করিয়া, ক্রীড়মান প্রার্থীর শক্তিকে
করিয়া, যথোপযুক্ত দান করিতে সক্ষম যে মাতা, আশ্রয়যোগ্য সেই
দেবীকে আমার কুলে বাস করাও। এই মহতী দেবী যদি আমার প্র
হইয়া আমার কুলে বাস করেন, তাহা হইলে যোগক্ষেম তিনিই বহন ক

তএব যাহা কামনার যোগ্য নহে; যদি কখন তাহার কামনা হয়, তাহা হইলে হার আর আনয়ন করিবেন না, এবং যাহা কামনার যোগ্য; কিন্তু কামনার হার উপস্থিতি না হইলেও তাহার কামনা আনয়ন করিয়া পূরণ করিবেন। কৃত্যার্থসংগ্রহোক্তবিধি স্মার্ত্ত বলিয়া পরিত্যাগ করা গেল ॥ ১২ ॥ *

---

* কৃত্যার্থসংগ্রহে কথিত হইয়াছে, —

যদাগ্রে আপ এবাসন্নদ্ভুঃ সর্ব্বমভূজ্জগৎ।
নারাস্তা অয়নং যস্য স হি নারায়ণঃ পরঃ ॥
সুতে নরাশ্চ যা আপস্তা যদস্যায়নং ভবেৎ।
তস্য স্বাভাবিকী শক্তির্দেবী নারায়ণী স্মৃতা ॥
অদ্ভ্যো হি পৃথিবী জাতা অগ্নিরপাম্বরস্তথা।
বায়ুরর্কো গ্রহা বংশশ্চন্দ্রমাঃ সর্ব্বমপাথ ॥
জীবং জীবরসং দিব্যামমৃতং জলমুচ্যতে।
জায়তে লীয়তে যত্র জগত্তজ্জলমীরিতম্ ॥
তজ্জলানি চ শাখাস্থা চিরং জলমপাসতে।
তস্মাৎ সর্ব্বনিদানানামপাং শ্রৈষ্ঠ্যমুচ্যতে ॥
অপ্সু প্রতিষ্ঠিতঃ স্নেহস্তেনৈব পরমাণবঃ।
জগদ্ভাবায় সম্বদ্ধাস্বন্ধানো সাজ্জগত্রয়ঃ ॥
তস্মাদুপাসকো দেবীং প্রার্থয়েদপ্স্বরূপিণীম্।
ভোগদ্রব্যাণি সর্ব্বাণি মম স্নিগ্ধানিস্মাতৃকা ॥
সৃজতু শ্রীরূপাঃ দেবী ভোগভাবায় ভামিনী।
শ্রীদেব্যাস্তনয়ো জজ্ঞে চিক্লীতো নাম মন্মথঃ ॥
অবন্নবিকৃতো চিত্তে জাতঃ কামো হি চিত্তজঃ।
অয়মেব হি স সারহেতুঃ সর্ব্বার্থসাধকঃ ॥
জগৎ কামহিতং সর্ব্বং যেন হে ভকলোদয়ঃ।
যশ্চ কামহতো দেহী শোত্রিয়ো ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥
ব্রহ্ম সম্পৎস্যতে তস্য কর্ত্তব্যং নহি বিদ্যতে।
লক্ষ্ম্যাস্ত্রিবর্গরূপায়াঃ প্রাপ্তিঃ কামনিবন্ধনা ॥
তস্মাৎ চিক্লীতনামানং লক্ষ্মীপুত্রং হি দুর্জ্জয়ম্।
কামদেবং সমারাধ্য যত্নতঃ প্রাপ্নুয়াচ্ছ্রিয়ম্।
লক্ষ্মীঃ প্রযত্নসাধ্যা হি যত্নঃ কামসমুদ্ভবঃ।
তস্য ধর্ম্মবিরুদ্ধস্য বিভূতিস্তং হরেদ্যতঃ।

অপি চ আর্দ্রাং কামরসেন স্রষ্টুমিতি কামোদগ্রাং মৃদ্বীং, পুষ্করিণীং কাম
রসস্য সরোবরভূতাং, কেয়ং কথা? মাতেয়মুক্তেতি বিরুদ্ধমুচ্যতে? নেত্যাহ
যথা হেয়া জননী, প্রসূতে চাস্মান্, তথৈবেয়ং স্তন্যদানাদিবৎ কামাগ্নিতপ্তচেত
যূনামপি তাপোপশান্তয়ে কামিনী প্রিয়া সতী স্তনদানাদিকং করোতি। কামো

অপিচ যিনি সৃষ্টি করিবার জন্য কামরসে আর্দ্রা—কামপ্রবণা মৃদ্বী; ক
রসের পুষ্করিণী—কামসরোবরস্বরূপা। এ কি কথা? পূর্ব্বে বলা হইয়া
ইনিই মাতা। এখন আবার বিলাস-রসিকের বিলাস-ভূমি ইনিই, এই
বলিতেছ। তাহা হইলেত বিরুদ্ধ বলা হইল? না, বিরুদ্ধ বলা হইল
কেন? না, যেমন ইনি জননী, আমাদিগকে প্রসব করিয়া স্তন্যপায়নাদির
পালন করিয়াছেন, সেইরূপ ইনিই আবার মনোঽনুকূলা কামোপভোগযো

চিক্লীত শ্রীসুত স্বামিংশ্চিরং নিবস মদ্গৃহে।
মৎকুলে সুচিরং তিষ্ঠ মচ্চিত্তে সন্নিধিং কুরু॥
ত্বদাগমনমাত্রেণ ত্বন্মাতা ত্বামনুব্রজেৎ।
ত্বয়ি প্রীতিপরা সা হি তব চ্ছন্দোঽনুবর্ত্তিনী॥
শ্রীদেবীং তাং মম গৃহে চিরং বাসয় মাতরম্।
নমোঽস্তু তুভ্যং চিক্লীত শ্রীদেব্যৈ চ নমো নমঃ॥
এতত্তাৎপর্য্যকাং সূক্তং প্রজপেদ্ধাদশীমৃচম্।
চন্দ্রমা ঋষিরেতস্যা দেবতা অমৃতেশ্বরী॥
চিক্লীতমাতা শ্রীশ্ছন্দোঽনুষ্টুব্ বং বীজমুচ্যতে।
চতুঃষষ্টিসহস্রাণি প্রজপেন্মন্ত্রসিদ্ধয়ে॥
নদ্যাঃ সমুদ্রগামীন্যাস্তীরে বিল্বতবোস্তটে।
জলকুম্ভং সমভ্যর্চ্চ্য চেষ্টিঃ চাভীষ্টকাং চরেৎ॥
যচ্চ যাজুষশাখায়ামুক্তমাকর্ণকেতুকে।
তেন তন্ত্রেণ সহিতং স্বশাখোক্তবিধিং চরেৎ॥
প্রপাদানং প্রকুর্ব্বীত দদ্যাৎ পানীয়মেবচ।
সুবাসিনীভ্যো বিপ্রেভ্যস্তদপত্যেভ্য এবচ॥
ভূতাপাযনতো দেবী তুষ্যতি শ্রীর্হরিপ্রিয়া।
তস্মান্নং ভোগ্যজাতঞ্চ তদিচ্ছাসনকালিকম্॥
হিতং মৃষ্টং সমৃদ্ধঞ্চ শুদ্ধং যাবদপেক্ষিতম্।
কংকটিমেসা পর্য্যাপ্তং তথাশিতঙ্করসা চ॥

ত্তশ্চ কামসরসি কামমবগাহ্য স্বস্তো ভবতি; মাতা চ প্রিয়া সতী জায়া পুত্রস্য ভবতীতি বিজ্ঞায়ত ইতি। পুষ্টিং বুদ্ধিরূপাং ব্যাপিকাং, পিঙ্গলাং নীললোহিতাং,

স্ত্রীরূপিণী হইয়া কামাগ্নি-সন্তপ্ত যুবাদিগের কামোপভোগবিলাসার্থ উলঙ্গ-পয়োধরদানাদিও করিয়া থাকেন। কামোপহত যুবা সেই কাম-সরোবরে ইচ্ছানুসারে অবগাহন করিয়া স্বাস্থ্যলাভ করে, এবং মাতা প্রিয়া হইয়া, তাহা-দিগকে আবার গর্ভে ধারণপূর্ব্বক মাতাই হন। ইহা শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে জানা যায়। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—পত্নীকে জায়া বলে তাহার কারণ এই যে, পতি গর্ভরূপে পত্নীর গর্ভে যাইয়া বাস করেন ও তাহা হইতে জন্মান। ইহা উপপন্ন হয়—পিতার স্থূলদেহ, লিঙ্গদেহ, ও কারণদেহই বিভক্ত হইয়া মাতৃগর্ভে যাইয়া পরিপুষ্টিলাভপূর্ব্বক পুত্ররূপে ভূমিষ্ঠ হয়। শুক্র ও শুক্র-কীটের দৃশ্যমান দেহই পিতার স্থূলদেহের অংশ। যাহা শুক্রকীটের অষ্টাদশ অবয়ব-সমন্বিত সূক্ষ্মদেহ, তাহাও পিতার সূক্ষ্মদেহ হইতেই স্ফুলিঙ্গের ন্যায় পৃথক্ হইয়া আসিয়া উপস্থিত হয়; সুতরাং কারণ-দেহ তাহার সহিতই আসিয়া থাকে। যদি সূক্ষ্মদেহ পিতার সূক্ষ্মদেহের একটি বিচ্যুত স্ফুলিঙ্গের ন্যায় না হইত, তাহা হইলে শুক্রকীট শুক্রকীটরূপেই পরিদৃষ্ট হইত না। যখন সে অন্য কারণের সাহায্য না পাইয়াও কীটরূপে পরিচয় দিবার উপযুক্ত কারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও চৈতন্য-প্রভৃতির পরিচয় দিয়া থাকে, তখন নিশ্চয় সে পিতার সূক্ষ্মদেহ হইতে বিচ্যুত একটি স্ফুলিঙ্গের ন্যায় পৃথগ্ভূত সূক্ষ্মদেহের অংশ লইয়া থাকে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। শ্রুতি আরও বলিয়াছেন—"অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি" "আত্মা বৈ পুত্র-নামাসি" ইতি—তুমি আমার প্রতি অঙ্গ হইতে হইয়াছ। আমারই আত্মা তুমি পুত্রনামে হইয়াছ। ইহাদ্বারা পিতাই যে পুত্ররূপে জায়ার গর্ভে যাইয়া জন্ম-গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা সুস্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে। যাহাই হউক, পত্নী-ভাবে অভিরমণ করিয়া জায়াভাবে গর্ভে গ্রহণ করেন, এবং মাতৃভাবে তিনিই আবার পালন করিয়া থাকেন। অতএব আদিমাতা শ্রীদেবীকে কাম-সরোবর বলিয়া ব্যাখ্যা করায় মাতার মহনীয় আসন পাদস্পৃশ্য-ধূলিধূসরিত অপবিত্র পথেই পাতান হয় নাই। ইহা তাঁহার স্বরূপের কীর্ত্তনই হইয়াছে। দেবতার স্বরূপ-কীর্ত্তন করাকেই স্তুতি বলা হয়। এই পুষ্করিণী ও আর্দ্রাশব্দ দ্বারা মাতার মাতৃত্বসম্পাদক একটি সর্ব্বোচ্চ, উদার ও মহনীয়ভাবেরই পরিকীর্ত্তন করা হই-য়াছে। মার্কণ্ডেয়পুরাণে এইজন্যই বলা হইয়াছে;—

পদ্মমালিনীং রক্তাং, চন্দ্রাং সর্ব্বশুক্লাং মহাসরস্বতীরূপাং হিরণ্ময়ীং মহাকালীং লক্ষ্মীং মহালক্ষ্মীরূপাং হে জাতবেদঃ ! মে মদর্থমাবহ ইতি ব্যাকৃতপূর্ব্বম্ ॥ ১৩ ॥

অত্র শাখান্তরে মন্ত্রপাঠো ভিদ্যতে ; ন তু মতান্তরে। তত্র চোত্তরগ্রন্থি নাস্তীতি দৃষ্টপূর্ব্বম্। কিঞ্চ আদ্রামন্দ্রতের্গমনকর্ম্মণঃ, অর্দ্রতি গচ্ছত্যাত্তরোত্তর

"স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।" ইতি

হে জননি ! তুমিই সকল জগতে সমস্তস্ত্রীরূপে কামকলা ও শৃঙ্গাররসের সহিত অবতীর্ণ হইয়াছ।

যাক সে কথা, ইনি যদি কাম সেবেবন, ইনি যদি কাম-রস-রসিতা কামিনী, তাহা হইলে ত পরিচ্ছিন্ন ও অনিত্য হইয়া পড়েন। না, সেইজন্য আবার বলা হইয়াছে—ইনি পুষ্টি-স্বরূপ। পুষ্টিশব্দে বৃদ্ধি। নির্বিশেষ বৃদ্ধি ও নিরতিশয় ব্যাপ্তি, একই পদার্থ; সুতরাং ইহার সর্ব্বব্যাপ্তি ঠিকই আছে। কি করিয়া? না, উপাধিদ্বারা পরিচ্ছিন্নত্বজ্ঞান হইলেও একই চন্দ্রে দ্বিতীয়ত্বজ্ঞানের ন্যায় উহা কখনই সত্য হইতে পারে না, বা তদ্দ্বারা তাঁহার কিছুমাত্র পরিচ্ছেদ হইবেও না। পিঙ্গলাশব্দে কি বুঝান হইয়াছে ? না, তাঁহার নীললোহিত রূপ আছে। অজ্ঞানকে তমো বলা হয় ; সুতরাং অজ্ঞানের রূপ নীল ; আর জ্ঞানকে জ্যোতিঃ বলা হয়,—এইজন্য জ্যোতির রূপ লোহিত। যিনি জ্ঞানস্বরূপে নিত্যমুক্ত আবার অজ্ঞান-স্বরূপে নিত্য-দ্বৈতপ্রপঞ্চদেহ। ফলেও উভয়লিঙ্গ কীর্ত্তন বাবা স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপই নিশ্চয় করা হইয়াছে। পদ্মমালিনীশব্দের ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। যিনি সর্ব্বশুক্লা জগদাহ্লাদকারিণী মহাসরস্বতী ; যিনি হিরণ্ময়ী গৌরী ও যিনি মহালক্ষ্মীস্বরূপে—মূর্ত্তিত্রয় ধারণ করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, হে জাতবেদঃ ! আমার সর্ব্ববিধ প্রয়োজন নিষ্পাদনার্থ তুমি তাঁহাকে আবাহন কর। এ সকল পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

ত্রয়োদশ ঋকের ব্যাখ্যায় বিদ্যারণ্যস্বামী বলিয়াছেন,—'মতান্তরে মন্ত্রপাঠো ভিদ্যতে, ন চ উত্তরগ্রিতোবাবগম্যতে।' মতান্তরে মন্ত্রে পাঠভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং চতুর্দ্দশী ঋক্‌ও তাহারা পাঠ করেন না ; এইরূপ অন্য কোন ব্যাখ্যাদ্বারা বুঝিতে পারা যায়। আমরা বলি, তাহা নহে, শাখাভেদেই ঋকের পাঠভেদ হইয়া থাকে ; সুতরাং কোন কোন শাখায় পরবর্ত্তী ঋক্‌ও পঠিত হয় না। তাহা আমরা পূর্ব্বেও দেখাইয়া আসিয়াছি। কেবল তাহাই নহে, যিনি

কেচিৎ পূর্ব্বাং ঋচমবলম্ব্য ভূস্থানাং শ্রিয়মুপাসতে ; তাং ব্যাবর্ত্তয়িতুমিয়ং পঞ্চ-

কেহ কেহ চতুর্দ্দশী ঋক্‌টিকে অবলম্বন করিয়া ভূস্থান-দেবতা যে ত্রিবর্ণা লক্ষ্মী,

হৃৎপদ্মবাসিনী দেবী চিদ্রূপিণ্যভিধীয়তে ।
দেহে গৃহাত্মকে তিষ্ঠেৎ মহানন্দেন বিষ্ণুনা ॥
এতাবান গজলক্ষ্ম্যাস্তু বিভূতির্বিস্তরো ধ্রুবঃ ।
তাং স্বেদাভিষেকার্দ্রাং পুষ্টিদাং পুষ্টিরূপিণীম্ ॥
কপিলাভাং স্বপ্রবীণমাং সুবর্ণাং স্বর্ণমালিনীম্ ।
সূর্য্যামৈশ্বর্যরূপাঞ্চ সাবিত্রীং সূর্যরূপিণীম্ ॥
আত্মসংজ্ঞাঞ্চ চিদ্রূপাং জ্ঞানদৃষ্টিস্বরূপিণীম্ ।
চক্ষুঃপ্রকাশদাঞ্চৈব হিরণ্যপ্রচুরাং তথা ॥
স্বর্ণাত্মনাবিভূতাঞ্চ জাতবেদো ম আবহ ।
ঋচমেতাং জপেন্নিত্যং পশ্যন্নর্কং দিবা দ্বিজঃ ॥
পদ্মাকরে তটাকে বা প্রত্যহং ত্রিসহস্রকম্ ।
মণ্ডলত্রয়পর্য্যন্তং ব্রতদীক্ষাপরায়ণঃ ॥
সুবাসিনীশতং পূজ্যং সালঙ্কারং সদক্ষিণম্ ।
সিদ্ধৌ গজান্তৈশ্বর্য্যমারোগ্যং ভাগ্যমেব চ ॥
সর্ব্বার্থসিদ্ধিমন্তে তু সূর্য্যসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ।
নেত্রাদিমূর্ত্তিভক্তার্দ্রাং বিরাজঃ করুণাং শ্রিয়ম্ ॥
দয়ার্দ্রাং বেত্রহস্তাঞ্চ ব্রতদণ্ডস্বরূপিণীম্ ।
পিঙ্গলাভাং প্রসন্নাস্যাং পদ্মমালাধরাং তথা ॥
চন্দ্রস্থাং চন্দ্ররূপাঞ্চ চন্দ্রাং চন্দ্রধরাং তথা ।
হিরণ্ময়ীং মহালক্ষ্মীমৃচমেতাং জপেন্নিশি ॥
আরভ্য শুক্লপঞ্চম্যামাস্যেব দশরাত্রিষু ।
শতৈকোত্তরবৃদ্ধ্যৈব জপেদ্ব্রতপরায়ণঃ ॥
দ্বাত্রিংশন্মাসপর্য্যন্তং পুরশ্চরণমুচ্যতে ।
চন্দ্রমণ্ডলমালক্ষ্য লক্ষ্মীং শীললিতাম্বিকাম্ ॥
সিদ্ধৌ তু সার্ব্বভৌমত্বং বশীকরণমেব চ ।
পূর্ণানন্দপ্রতিষ্ঠাঞ্চ কীর্ত্তিভোগং মহত্তমম্ ॥
প্রাপ্যান্তে চন্দ্রসাযুজ্যং প্রাপ্নোত্যেব ন সংশয়ঃ ॥" ইতি ।

ইহা স্মার্ত্তবিধান বলিয়া বৈদিক ক্রিয়ায় ইহার অন্বয় হইতে পারে না, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ।

দশী প্রবর্ত্ততে ঋক্। দ্বিতীয়য়েয়ং ব্যাকৃতা। প্রভূতং ভূয়িষ্ঠং, গাবো গাঃ, দাস্যো দাসীঃ, উভয়ত্র অকারলোপে, তথৈব আদাগমে বাহুল্যং প্রদর্শিতম্—ইয়ান্ বিশেষ ইতি ॥ ১৫ ॥ অয়মত্র তৃতীয়ো বর্গঃ ॥ ৩ ॥

অন্যত্রাপি প্রয়োগং প্রক্রমতে ;—"যঃ শুচিরি"ত্যাদিনা। কশ্চিদাহ নিরুক্তকারোক্তফলস্তুতিরিয়মিতি। তন্ন শ্রুত্যভিমতং প্রতিভাতি। যঃ, স শুচিঃ শৌচবান বাহ্যত আভ্যন্তরতশ্চ, প্রয়তঃ প্রকর্ষেণ যমং কৃত্বা করণগ্রামঞ্চ নিয়ম্য বিজিতেন্দ্রিয়ো ভূত্বা জুহুয়াৎ হুনেৎ আজ্যং হবিরন্বহম্ প্রত্যহম্। শ্রিয়ো মহালক্ষ্মাঃ পঞ্চদশ-ঋচং একং পঞ্চদশর্চসমুদায়ং প্রদর্শয়িষ্যমাণং শ্রীকামো লক্ষ্মীকামঃ সন্

তাঁহারই উপাসনার বিধান করেন। সেই মতটির প্রতিষেধ করিবার জন্য এস্থলে আবার সেই দ্বিতীয় ঋকের অনুকরণে আর একটি ঋক্ পঠিত হইতেছে। অতএব দ্বিতীয় ঋকের ব্যাখ্যার ন্যায় ইহারও ব্যাখ্যা করিতে হইবে ; সুতরাং পৃথক্‌ভাবে আর এখানে ব্যাখ্যা করা হইল না। তবে বিশেষের মধ্যে এই দেখা যায় যে, এ ঋকে একটি প্রভূতশব্দ আছে। তাহার অর্থ প্রচুর। আর যে 'গাবঃ' ও 'দাস্যঃ' বলা হইয়াছে, তাহা দ্বিতীয়ার বহুবচনান্তই। তবে দ্বিতীয়ার বহুবচনে যে ওকারান্ত শব্দের ওকার স্থানে আকার করা হয় ; ছন্দো বলিয়া এখানে আর তাহা করা হইল না, এবং দাসীশব্দের উত্তরও শব্দের অকারের লোপ করা হইল না ॥ ১৫ ॥ ইতি তৃতীয় বর্গ ॥ ৩ ॥

কথিতপ্রকার উপাসনা ব্যতিরেকেও অন্যস্থলে ইহার প্রয়োগ হইতে পারে, তাহার প্রবচন করিতেছেন,—"যঃ শুচিঃ" ইত্যাদি দ্বারা। কেহ বলেন, এটা নিরুক্তকারকথিত ফলশ্রুতি, এটা ঋক্ নহে। তাহা কিন্তু শ্রুতির অভিপ্রায় বলিয়া আমাদিগের মনে হয় না ; কারণ, শ্রুতি স্বয়ং "যঃ শুচিঃ" ইত্যাদি ঋক্‌কে ঋক্ বলিয়াছেন। যদি ওটি ঋক্ না হয়, তাহা হইলে উহা উপনিষদে কি করিয়া স্থান পাইল ? যখন উপনিষদে উহার স্থান দেওয়া হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে ওটি ঋক্, এবং শ্রীসূক্তের অন্তর্গতই। সে বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচে শৌচবান্ হইয়া চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ ও মনঃ, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কারকে উৎকৃষ্টরূপে যত করিয়া—জয় করিয়া তাহাদিগকে বশে আনিয়া আজ্যহোম করিবে। এবং

সততং নিরন্তরং কৃত্বান্তরৈরপ্রদানান্তরালং জপেৎ জপং কুর্য্যাৎ জপযজ্ঞেন ভাবয়েদিতি ॥ ১৬ ॥

শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায়পদবাক্যপ্রমাণপারাবারপারীণ-ভৈরবচন্দ্রবিদ্যা-
সাগরভট্টাচার্য্যস্য নপ্তৃ-শ্রীকৃষ্ণবিদ্যারত্নভট্টাচার্য্যাত্মজ-
শ্রীগঙ্গাচরণবেদান্তবিদ্যাসাগরভট্টাচার্য্যকৃতৌ
শ্রীসূক্তভাষ্যে তৃতীয়ো বর্গঃ সমাপ্তঃ ॥ ৩ ॥

সমাপ্তঞ্চ শ্রীসূক্তভাষ্যম্ ।

উপনিষদি দেবেষু ধ্যায়তেত্যুক্তম্ । তত্র,—

"যো হ বা অবিদিতার্ষেয়চ্ছন্দোদৈবতব্রাহ্মণেন মন্ত্রেণ যাজয়তি বাধ্যাপয়তি বা, স্থাণুং বর্চ্ছতি, গর্ত্তং বা পদ্যতে, প্র বা মীয়তে, পাপীয়ান্ ভবতি, যা যামান্যস্য ছন্দাংসি ভবন্ত্যথ যো মন্ত্রে মন্ত্রে বেদ সর্ব্বমায়ুরেতি শ্রেয় ভবত্যযাতযামান্যস্য ছন্দাংসি ভবন্তি । তস্মাদেতানি মন্ত্রে মন্ত্রে বিদ্যাদি সস্থানো ভবতি সস্থানো ভবতি, ব্রাহ্মণঃ স্বর্গো লোকে মহীয়তে স্বর্গ জায়তে পুনর্য এবং বেদ ।" ইতি ছন্দোগব্রাহ্মণং স্মরন্ আদিশতি;-

শ্রীদেবীর পঞ্চদশ ঋক্‌সমুদায় লক্ষ্মীকাম যে, সে প্রত্যহ নিরন্তরভাবে—অন্তরা করিবার অবসর না দিয়া জপ করিবে—জপযজ্ঞদ্বারা তথাবিধ শুক্লধর্ম্মের উদ্ভাব করিবে। ইতি ॥ ১৬ ॥ শ্রীসূক্তভাষ্যের বঙ্গানুবাদে তৃতীয়বর্গ পরিসমাপ্ত এবং শ্রীসূক্তের ভাষ্যও পরিসমাপ্ত হইল।

সৌভাগ্যলক্ষ্মী উপনিষদের মধ্যে দেবতাদিগের নিকট বলা হইয়াছে—ধ্যান কর। ছন্দোগব্রাহ্মণের আদেশ দেখা যাইতেছে যে, যে ব্যক্তি মন্ত্রটি কোন ঋষিদৃষ্ট, কোন্ ছন্দে রচিত, তাহার দৈবত কি, কোন্ ব্রাহ্মণ তাহার অর্থ, এ সকল না জানিয়া যাজন করে,বা অধ্যাপনা করে,সে স্থাণুকে প্রাপ্ত হয়—স্থাণুর (মুড়ো গাছের) ন্যায় জন্মে; অথবা অজ্ঞানের কার্য্য করায় গর্ত্তে পতিত হয়; অথবা মরিয়াই বা যায়; সে পাপীয়ান্ হয়; তাহার পঠিত ছন্দ যাতযামদোষে দূষিত হয়। আবার যে—সেই সকল প্রত্যেক মন্ত্রেই সেই সব জানিয়া কর্ম্ম করে, সে সম্পূর্ণ আয়ুঃ প্রাপ্ত হয়, সে প্রশস্ততর হয়; তাহার পঠিত কোন ছন্দই যাতযামদোষে দুষ্ট হয় না। অতএব সে সকল প্রত্যেক মন্ত্রে জানিবে। তাহা হইলে সে ঋষিদিগের সমান স্থান লাভ করিতে পারিবে। যে এইরূপ জানিয়া ঐ সকল জ্ঞাত হয়, সে ব্রহ্মের স্বর্গলোকে নিজমহিমা স্বরূ

অথেত্যাদি। অথেত্যবমধিকারার্থঃ। ধ্যানপ্রকারোঽধিকৃতো বেদিতব্যঃ, নাবিষ্কারোতি—"পঞ্চদশে"ত্যাদি। ন্যূনাধিকসংখ্যাব্যাবর্ত্তনং সংখ্যা-গ্রহণং ফলশ্রুতেরঙ্গিভাবখ্যাপনায় কৃতম্। ইন্দিরাবা মহালক্ষ্ম্যাঃ স্তুতো

হ্বারও জন্মাইয়া মহীয়মান হয়। এই আদেশ স্মরণ করিয়া শ্রুতি নিজেই সেই কল বিধান করিতেছেন,—"অথ" ইত্যাদি। এস্থলে যে অথশব্দের পাঠ দেখা যাইতেছে, তাহার অর্থ হইতেছে অধিকার। এইক্ষণ ধ্যানের প্রকারসকল অধিকার করিয়া বলা হইতেছে, ইহা জানিতে হইবে। বেদপুরুষ উপনিষৎশাস্ত্র উৎপাদন করিতেছেন। উপনিষৎশাস্ত্র ব্যুৎপন্ন হইয়া নিজপ্রতিপাদ্য ধ্যানের উৎপাদন করিবে, এবং ধ্যান ব্যুৎপন্ন হইয়া কথিত ফলের উৎপাদন করিবে। অতএব বেদপুরুষকর্ত্তৃক উপনিষদ্দ্বারা ধ্যানের প্রকার ব্যুৎপাদিত হইয়া তথাবিধ ফলের উৎপাদন করিবে, ইহাই বলা হইল। তাহা পরিষ্কার করিয়া বলিতেছেন, "পঞ্চদশ" ইত্যাদি। পঞ্চদশ ঋগাত্মক শ্রীসূক্তের, একথা কেন বলা হইল? না, সূক্তে ঋক্ মাত্র পঞ্চদশটি। তাহার অধিকও নহে, ন্যূনও নহে। তদ্দ্বারা যাহার পূর্ব্বে প্রদর্শিত ঋক্‌সকল নাই, বলা হইল। আর বলা হইল, ফলশ্রুতির ঋক্‌টিও শ্রীসূক্তের অন্তর্গত হইলেও শ্রীসূক্ত বলিলে সেটিকে পাওয়া যাইবে না। এইস্থলে সেই ঋক্ পঞ্চদশটি উদ্ধার করিয়া দেখান যাইতেছে, এবং ফলশ্রুতিটিও তাহার সঙ্গে দিয়া প্রদর্শন করা যাইতেছে।

অথ শ্রীসূক্তপ্রারম্ভঃ।

ওঁ

হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং সুবর্ণরজতস্রজাম্।

চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো ম আবহ ॥ ১ ॥

তাং ম আবহ জাতবেদো লক্ষ্মীমনপগামিনীম্।

যস্যাং হিরণ্যং বিন্দেয়ং গামশ্বং পুরুষানহম্ ॥ ২ ॥

অশ্বপূর্ব্বাং রথমধ্যাং হস্তিনাদপ্রবোধিনীম্ ।

শ্রিয়ং দেবীমুপহ্বয়ে শ্রীর্মা দেবীর্জুষতাম্ ॥ ৩ ॥

কাংসোস্মিতাং হিরণ্যপ্রাকারামার্দ্রাং জ্বলন্তীং তৃপ্তাং তর্পয়ন্তীম্।

পদ্মে স্থিতাং পদ্মবর্ণাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্ ॥ ৪ ॥

চন্দ্রাং প্রভাসাং যশসা জ্বলন্তীং শ্রিয়ং লোকে দেবজুষ্টামুদারাম্

তাং পদ্মিনীমীং শরণমহং প্রপদ্যেঽলক্ষ্মীর্মে নশ্যতাং ত্বাং বৃণে ॥৫॥

আদিত্যবর্ণে তপসোঽধিজাতো বনস্পতিস্তব বৃক্ষোঽথ বিল্বঃ।

তস্য ফলানি তপসা নুদন্তু মায়ান্তরায়াশ্চ বাহ্যা অলক্ষ্মীঃ ॥ ৬ ॥

উপৈতু মাং দেবসখঃ কীর্ত্তিশ্চ মণিনা সহ।

প্রাদুর্ভূতোঽস্মি রাষ্ট্রেঽস্মিন্ কীর্ত্তিমৃদ্ধিং দদাতু মে ॥ ৭ ॥

ক্ষুৎপিপাসামলাং জ্যেষ্ঠামলক্ষ্মীং নাশয়াম্যহম্।

অভূতিমসমৃদ্ধিঞ্চ সর্ব্বাং নির্ণুদ মে গৃহাৎ ॥ ৮ ॥

গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্।

ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্ ॥ ৯ ॥

মনসঃ কামমাকূতিং বাচঃ সত্যমশীমহি।

পশূনাং রূপমন্নস্য ময়ি শ্রীঃ শ্রয়তাং যশঃ ॥ ১০ ॥

কর্দ্দমেন প্রজা ভূতা ময়ি সম্ভব কর্দ্দম।

শ্রিয়ং বাসয় মে কুলে মাতরং পদ্মমালিনীম্ ॥ ১১ ॥

আপঃ স্রজন্তু স্নিগ্ধানি চিক্লীত বস মে গৃহে।

নি চ দেবীং মাতরং শ্রিয়ং বাসয় মে কুলে ॥ ১২ ॥

আর্দ্রাং পুষ্করিণীং পুষ্টিং পিঙ্গলাং পদ্মমালিনীম্।
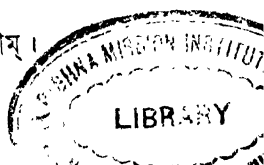
চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো ম আবহ ॥ ১৩ ॥

আর্দ্রাং যষ্করিণীং যষ্টিং সুবর্ণাং হেমমালিনীম্।

সূর্য্যাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো ম আবহ ॥ ১৪ ॥

তাং ম আবহ জাতবেদো লক্ষ্মীমনপগামিনীম্।

যস্যাং হিরণ্যং প্রভূতং গাবো দাস্যোঽশ্বান্ বিন্দেয়ং পুরুষানহম্ ॥ ১৫ ॥

যঃ শুচিঃ প্রয়তো ভূত্বা জুহুয়াদাজ্যমন্বহম্।

শ্রিয়ঃ পঞ্চদশর্চঞ্চ শ্রীকামঃ সততং জপেৎ ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীসূক্তং সমাপ্তম্ ॥

আনন্দকর্দ্দমশ্চ চিক্লীতশ্চ তৌ, ইন্দিরা চ, তে ভবন্ত্যৃষয়ঃ পঞ্চদশ্যা ঋচঃ। তত্রৈষ বিভাগঃ,—শ্রীরিতি মহালক্ষ্মীরিন্দিরা আদ্যায়া ঋচ ঋষির্ভবতি। তদন্যাসামৃচাং চতুর্দ্দশানামানন্দাদয় আনন্দকর্দ্দমাদয় ঋষয়ঃ। ইত্যার্ষেয়জ্ঞানমুক্তম্।

ঋষি কে কে? না, ইন্দিরা—মহালক্ষ্মী, ও মহালক্ষ্মীর পুত্রদ্বয় যে আনন্দকর্দ্দম ও চিক্লীত, সেই তিনটি। সেই তিনটই হইতেছে পঞ্চদশ ঋকের ঋষি। তাঁহারাই এই ঋক্‌সকলকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাহার বিভাগ এই প্রকার;—তন্মধ্যে শ্রীদেবী মহালক্ষ্মী ইন্দিরা হইতেছেন আদ্য ঋকের ঋষি—দ্রষ্ট্রী। তদ্ভিন্ন অন্য চতুর্দ্দশটির ঋষি হইতেছেন আনন্দকর্দ্দম ও চিক্লীতনামক ইন্দিরাসুতদ্বয়। —অর্থাৎ আনন্দকর্দ্দম ও চিক্লীত, ইঁহারা দুইজনে অন্য সকল ঋক্ দর্শন করিয়া-

ছন্দঃ। তদন্যয়োর্দ্বয়োস্ত্রিষ্টুপ্। অনুষ্টুপ্ পুনরষ্টকস্য। শেষস্য প্রস্তারপঙ্‌ক্তিঃ। শ্রীরগ্নির্দেবতা। হিরণ্যবর্ণামিতি

ছন্দো বক্তব্যমাহ,—হিরণ্যবর্ণাদ্যাদ্যত্রয়স্য "হিরণ্যবর্ণাং হরিণীম্" ইত্যাদেঃ, "তাং ম আবহ জাতবেদঃ" ইত্যাদেঃ, "অশ্বপূর্ব্বাং রথমধ্যাম্" ইত্যাদেশ্চ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ। কাংসোস্মীত্যস্য "কাংসোস্মিতামি"ত্যস্য। কথম্? "কাংসোস্মি" ইতি পদপাঠে নাস্তীতি। ইতঃ স্যাৎ; নেত্যাহ, প্রয়োগপরিপাটেঃ স্বতন্ত্রত্বাৎ। তস্য বৃহতী-ছন্দঃ। তদন্যয়োর্দ্বয়োঃ "চন্দ্রাং প্রভাসাং যশসা জ্বলন্তীম্" ইত্যাদেঃ, "আদিত্যবর্ণে তপসোঽধিজাতঃ" ইত্যাদেশ্চ ত্রিষ্টুপ ছন্দঃ। "অনুষ্টুপ্ পুনরষ্টকস্য" —"উপৈতু মাং দেবসখঃ" ইত্যাদেঃ, "আর্দ্রাং যষ্করিণীং যষ্টিম্" ইত্যাদ্যস্যাষ্টকস্য ঋক্সমূহস্য অনুষ্টুপ ছন্দঃ। শেষস্য "তাং ম আবহ জাতবেদঃ" ইত্যাদেঃ প্রস্তারপঙ্‌ক্তিঃ। শ্রীরগ্নি-

ছিলেন। এই হইল আর্ষেয়জ্ঞান। এখন ছন্দঃ বলিতে হইবে। ছন্দঃ কি, তাহা বলিতেছেন,—হিরণ্যবর্ণাদি আদ্যত্রয়ের—"হিরণ্যবর্ণাং হরিণীম্" ইত্যাদি, "তাং ম আবহ জাতবেদঃ" ইত্যাদি, এবং "অশ্বপূর্ব্বাং রথমধ্যাম্" ইত্যাদি ঋক-ত্রয়ের ছন্দঃ হইতেছে অনুষ্টুভ্। "কাংসোঽস্মি" ইত্যাদির "কাংসোস্মিতাম্" ইত্যাদি বলিতে হইবে। কেন? না, ঋকে "কাংসোঽস্মি" এরূপ পদপাঠ নাই। তাই না থাকিল? প্রয়োগপদ্ধতি দৃষ্টে সেইরূপ পদপাঠ স্থির করিব? না, তাহা করিতে পারা যায় না। কেন? না, প্রয়োগবিধির কার্য্য হইতেছে মাত্র প্রয়োগ-পদ্ধতির নিরূপণ; তদ্দ্বারা পদপাঠ নির্ণয় হইতে পারে না। পদপাঠ নির্ণয় করিতে হইলে পৃথক্ ঋষিবাক্য প্রয়োজন হয়। যখন তাহাতে নাই, তখন বলিতে হইবে ওরূপ পদপাঠ নহে। আচ্ছা, তবে ঋষি কোন্ সাহসে ওরূপ ছেদ করিয়া পাঠ করিলেন? হাঁ স্বাতন্ত্র্যে দোষ হয় না, যে কোন স্থানে ছেদ করিয়া পাঠ করিতে পারা যায়। সেই মন্ত্রটির হইতেছে বৃহতীচ্ছন্দঃ। তদ্ভিন্ন পরবর্ত্তী অন্য দুইটির—"চন্দ্রাং প্রভাসাং যশসা জ্বলন্তীম্।" ইত্যাদি, ও "আদিত্যবর্ণে তপসোঽধিজাতঃ" ইত্যাদি মন্ত্রের, এই দুইটি মন্ত্রের ছন্দঃ হইতেছে ত্রিষ্টুপ্। তার পরের আটটির—"উপৈতু মাং দেবসখঃ" ইত্যাদি "আর্দ্রাং যষ্করিণীং যষ্টিম" ইত্যন্ত আটটি মন্ত্রের হইতেছে অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ। শেষ মন্ত্রটির "তাং ম আবহ জাতবেদঃ" ইত্যাদি মন্ত্রের ছন্দঃ হইতেছে প্রস্তারপঙ্‌ক্তি। এই হইল

বীজম্। কাঁসোস্মীতি শক্তিঃ। হিরণ্ময়া চন্দ্রা রজতস্রজা দেবতা শ্রীর্মহালক্ষ্মীঃ সৈবাগ্নিরেব। কথম্? যাবদাহ ছন্দোগব্রাহ্মণম্,— "অথ হ দেবা যজ্ঞেন ব্রহ্ম পর্য্যগৃহ্ণংস্তদগ্নিবৈ ব্রহ্মাসাবাদিত্যঃ সুব্রহ্ম" ইতি। তথাচ ব্রহ্মৈবৈবাগ্নিঃ প্রথমো দ্বিতীয়স্তৃতীয়শ্চাভবৎ। স এষ শ্র্যগ্নির্দেবতা ভবতি। ব্রাহ্মণমপি বক্তব্যং পূরয়িষ্যামঃ। বাসিষ্ঠং হি ব্রাহ্মণং ভবতি, শাখায়াস্তদাশ্রয়ত্বাৎ। আর্ষং বিজ্ঞানমাবিষ্করোতি—"হিরণ্যবর্ণামিতি বীজম্" ইতি। হিরণোক্তেঃ রমণাৎ

ছন্দোজ্ঞানের কথা। দৈবত কি, তাহা বলা যাইতেছে;—"শ্র্যগ্নিঃ" ইতি। শ্রী—মহালক্ষ্মী হইতেছেন অগ্নিস্বরূপা। আর তিনিই এই পঞ্চদশ ঋকের দেবতা। কেন? না, শ্রীকাম হইয়া ঋষি মহালক্ষ্মীর নিকটে পুরুষার্থপত্তির প্রার্থনা করিয়াছেন; সুতরাং শ্রীরূপ অগ্নি, বা অগ্নিরূপ শ্রীরই এখানে দেবত্ব জানা যাইতেছে। শ্রী অগ্নি হইলেন কি করিয়া? না, দেবগণ যজ্ঞদ্বারা ব্রহ্মাকে পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। কি করিয়া? না, অগ্নিই হইতেছেন ব্রহ্মা। অগ্নিই হইতেছেন এই আদিত্য, যাঁহাকে সুব্রহ্মা বলা হয়। তাহা হইলে ব্রহ্মরূপিণী শ্রীই হইতেছেন অগ্নি; যিনি প্রথম অগ্নি, দ্বিতীয় আদিত্য, ও তৃতীয় হইতেছেন বায়ু। অবশ্য এ সকলই ব্রহ্মশ্রীর বিকারমাত্র। সেইজন্য সেই শ্রীরূপ অগ্নিই এই সূক্তের দৈবত। এই হইল দৈবতজ্ঞান। এখন ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে। প্রাগুক্ত সেই বাসিষ্ঠ ব্রাহ্মণই ইহার আশ্রয়স্থান। যেহেতু বাসিষ্ঠশাখার এ উপনিষদ্‌খানি দেখা যাইতেছে। বসিষ্ঠের অপর একটি নাম শতযাতু; সুতরাং শতযাতু ব্রাহ্মণ, বা শাতযাতবব্রাহ্মণ বলিয়াও কচিৎ উল্লেখ আছে দেখা যায়। শতযাতুশব্দের অর্থ শতপথ। যেমন যজুর্ব্বেদের বাজসনেয়ী ব্রাহ্মণশাখার নাম শতপথব্রাহ্মণ, সেইরূপ ঋগ্বেদের বাসিষ্ঠী ব্রাহ্মণশাখার নাম শতযাতুব্রাহ্মণ, বা শাতযাতব ব্রাহ্মণ। সেই ব্রাহ্মণই এই সূক্তের আশ্রয়। এই ত হইল ব্রাহ্মণবিজ্ঞানের কথা। এখন আর্ষবিজ্ঞান একটি থাকিলেও তাহা কোনও দর্শনকার অভিব্যক্ত করেন নাই; কারণ, ন্যায়প্রতিপাদক শাস্ত্রে তাহা ব্যবহৃত হইলে, ন্যায়ের কোন কার্য্যকারিতাই থাকে না; সুতরাং অনুপযোগী বিষয় বলিয়া ন্যায়-প্রতিপাদক দর্শনশাস্ত্রে তাহা বলা হয় নাই; কিন্তু উপাসনার জন্য যে শাস্ত্র উপনিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে তাহা না বলিলে চলিতে পারে না বলিয়া এখন সেই আর্ষবিজ্ঞানের আবিষ্কার করিতেছেন,—"হিরণ্যবর্ণামিতি বীজম্"

র্ণোতেশ্চ সদানন্দজ্ঞানময়ীমাহ। তেন চ অকার-উকার মকারা উচ্যন্তে। তেষ্শ্চ ওঁঙ্কারো ভবতি বীজম্। হরিণীং—হশ্চ রশ্চ হরৌ, তৌ বিদ্যেতে যস্য, তৎ হরিন; তচ্চ ঈঞ্চ হরিণীম্ হ্রীমিতি বীজম্। তত্রাকারঃ সুখার্থঃ। সুবর্ণঞ্চ রজতঞ্চ চ সৃজতি যঃ,স সুবর্ণরজতস্রজঃ, তমঞ্চতীতি সুবর্ণরজতস্রজাঙ্ হকারঃ শিবার্থকঃ; লাঙ্ চন্দ্রমঞ্চতীতি চন্দ্রাঙ্ সেন্দুঃ; হিরণ্যময়ী হিরণ্ময়ী সুবর্ণদেবতা বহ্নিঃ রেফঃ, চ ঈঞ্চ, তথা রীম্, তথাচ হ্রীঁম্, লক্ষ্মীং শ্রীং—তান্যেতানি ওঁং হ্রীঁং হ্রীঁং শ্রীম্। বা হরিণীং লক্ষ্মীং শ্রীং হ্রীঁং শ্রীং সোঙ্কারং হে জাতবেদঃ! ম আবহেতি। তথাচ, ওঁ শ্রীং হ্রীঁং শ্রীং জাতবেদো ম আবহেতি বীজং সম্পদ্যতে। বীজঞ্চেৎ চতুর্দ্ধা শক্তিং, বীজশক্তিরপি চতুর্দ্ধা দর্শনীয়মিতি প্রক্রমভঙ্গমাশঙ্ক্য বীজশক্তিবপ্যৈকৈ-

---

ত্যাদি। পূর্ব্বে কথিতপ্রকারে হিনোতিরূপেব হিধাতু, রময়তিরূপের রম্‌ধাতু ও বৃণোতিরূপের বৃধাতু, এইরূপ ধাতুত্রয় হইতে যে সৎ, আনন্দ ও চিৎ অর্থ পাওয়া যায়; তদ্দ্বারা অকার, উকার ও মকার কথিত হইতে পারে। সেই বর্ণ-ত্রয় মিলিয়া ওঁঙ্কারবীজ হইবে। তারপর হরিণীম্-শব্দের অর্থে হ্রীঁম্ হইবে। হ ও র যুক্ত ঈম্ লইলে হ্‌ র্‌ ঈম্=হ্রীম্ হয়। হকার ও রেফে অকার দিয়া যে হর বলা হইয়াছে, তাহার প্রয়োজন এই যে, তাহা সুখে উচ্চারণ করিবে পারা যাইবে। সুবর্ণ ও রজত ধাতুদ্বয়কে যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি শিব। সেই শিবকে যে অর্থরূপে প্রাপ্ত হয়, সে সুবর্ণরজতস্রজাঙ্ হকার। চন্দ্রকে যে প্রাপ্ত হয়, সে চন্দ্রাঙ্ চন্দ্রবিন্দু ঁ। হিরণ্ময়ীশব্দে সুবর্ণের দেবতা বহ্নি রেফ। সেই হিরণ্ময়ী ও ঈম মিলিয়া হিরণ্ময়ীম্ হইয়াছে। তদ্দ্বারা রীম্ পাওয়া যায়। তাহাতে হইল এই হ, ঁ ও রীম্ মিলিয়া হ্রীঁম্ এই বীজ পাওয়া গেল। আর লক্ষ্মীং-শব্দে শ্রীম্ বীজ। সেইগুলি মিলিয়া হইল "ওঁং হ্রীঁং হ্রীঁং শ্রীম্"। অথবা 'হরিণীম লক্ষ্মীম্' হরিণীশব্দে লক্ষ্মী বীজ শ্রীম্ লইব। তাহা হইলে 'ওঁং শ্রীং হ্রীং শ্রীম্' বীজ হইল। হে জাতবেদঃ? তুমি সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া প্রার্থনা করিতেছি, তুমি এই সকল বীজময় দেবতাকে আমার জন্য আবাহন কর।—এই প্রার্থনাযুক্ত মন্ত্রই উপাসনীয়। ওঁ শ্রীং হ্রীং শ্রীং জাতবেদো ম আবহ—ইত্যাকার মন্ত্র হইতেছে। অথবা ওঁং হ্রীং হ্রীং শ্রীং জাতবেদো ম আবহ—ইত্যাকারই বীজমন্ত্র। আচ্ছা, বীজ ত চারিটি দেখাইলে; শক্তিও তাহা হইলে চারিটি দেখাও? তাহা হইলে ঐ চারিটি বীজের চারিটি শক্তিই প্রতিপন্ন হওয়ায় মূল তত্ত্ব চারি প্রকারই সিদ্ধ

বেত্যাহ ;—"কাংসোস্মিতামিতি শক্তি' রিতি। এতন্মন্ত্রপ্রতিপাদিতা নিবিভাগচি
তিরেব কেবলা শক্তিরিতি ন প্রক্রমভঙ্গঃ। কথম্? ব্যষ্টিসমষ্ট্যোঃ কেন্দ্রোপগমাং
যা চ ব্যষ্টির্মহাকালী, মহালক্ষ্মীঃ, মহাসরস্বতী চ, সমষ্টিশ্চ মহালক্ষ্মী
তে নির্বিভাগচিতৌ নূনমুপাগচ্ছতঃ স্বত এবেতি গমনীয়ম্। ওঁ হিরণ্ময়্যৈ
নমঃ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ চন্দ্রায়ৈ নমঃ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ রজতস্রজায়ৈ নঃ

হইয়া যাইবে, অদ্বৈতসিদ্ধি আব তাহা হইলে হইবে না। তথাচ যাহাকে উপক্র
করিয়া উপনিষদের প্রবৃত্তি, সেই শান্ত-শিব-পদার্থের সিদ্ধি না হওয়ায় প্রক্রমভঙ্গ
নামক গুরুতর দোষ উপস্থিত হইতেছে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছে
বীজশক্তি একই ;—"কাংসোস্মিতামিতি বীজশক্তিঃ।" ইতি। "কাংসোস্মি
তাম্" ইত্যাদি চতুর্থ ঋক্‌দ্বারা যে অর্থ প্রতিপাদিত হয়, তাহাও সেই নির্বিভা
কেবল চিতিশক্তি। তিনি এক ; সুতরাং বীজচতুষ্টয়দ্বারা সেই একই শ
প্রকাশ পাইতেছে। অতএব প্রক্রমভঙ্গদোষ আর নাই কি করিয়া? না, ব
ও সমষ্টি, এ উভয়েই ত কেন্দ্রে উপগত হইবে। ব্যষ্টি হইতেছে মহালক্ষ্
মহাকালী, ও মহাসরস্বতী ; সমষ্টি হইতেছে মহালক্ষ্মী তুরীয়া শক্তি। সে
নিশ্চয় আপনা হইতে নির্ব্বিভাগচিতিরূপ পঞ্চমতত্ত্ব কেন্দ্রে যাইয়া উপগত হই
ভেদকেও ত্যাগ করিবে, এবং অভেদকেও ত্যাগ করিবে। নির্ব্বিভাগে যাই
সেই নির্ব্বিভাগ হয় ; সুতরাং ভেদত্যাগ করিয়া যায় বলা হইল। আব
ভেদের অভাব অভেদকেও ত্যাগ করিয়া যায় বলা হইল : তাহার কারণ এই
নির্ব্বিভাগে ভেদের অভাব হইয়া গেলে যে সেই অভাবদ্বারাই একটা
ঘটান হয়। এই জন্য সেই কেন্দ্রে—সেই নির্ব্বিভাগ চিতিশক্তিতে ভেদও ন
অভেদও নাই—বলিবার মত কিছুই নাই ; কিন্তু ভেদাভেদবর্জ্জিত সে যে
তাহা একমাত্র জ্ঞানগম্য। অতঃপর উপাসনোপযোগী ন্যাস বলা হইতেছে
অঙ্গদ্বয়ে যে ন্যাস করা হয়, তাহা অঙ্গন্যাস শব্দের বাচ্য। করের অঙ্গুষ্ঠাদিতে, এ
দেহের হৃদয়-আদি স্থলে ন্যাস করিতে হইবে। তাহার ক্রম যথা, ওঁং হিরণ্ময়্যৈ
নমঃ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, এই মন্ত্রে উভয় অঙ্গুষ্ঠ অপর অঙ্গুলিচতুষ্টয়দ্বারা একই সম
স্পর্শ করিবে। ওঁং চন্দ্রায়ৈ নমস্তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, এই মন্ত্রে তর্জ্জনীদ্বয় স্প
করিবে। ওঁং রজতস্রজায়ৈ নমো মধ্যমাভ্যাং বষট্, এই মন্ত্রে মধ্যমা,

হিরণ্যস্রজা হিরণ্যা হিরণ্যবর্ণেতি প্রণবাদিনমোহন্তৈ-শ্চতুর্থ্যন্তৈরঙ্গন্যাসঃ। অথ সূক্তমন্ত্রৈরঙ্গন্যাসঃ। মস্তক-লোচনশ্রুতিঘ্রাণবদনকণ্ঠবাহুদ্বয়হৃদয়নাভিগুহ্যপায়ূরুজানুজঙ্ঘেষু শ্রীসূক্তৈরেব ক্রমশো ন্যসেৎ।

অমলকমলসংস্থা তদ্রজঃপুঞ্জবর্ণা,
করকমলধৃতেষ্টাভীতিযুগ্মাম্বুজা চ।

মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ হিরণ্যস্রজায়ৈ নমঃ অনামিকাভ্যাং হুং, ওঁ হিরণ্যায়ৈ নমঃ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ওঁ হিরণ্যবর্ণায়ৈ নমঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্; এবং হৃদয়াদিষু বেদিতব্যম্। অঙ্গয়োর্ন্যাসঃ কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ। এবং ততঃ পশ্চাৎ সূক্তমন্ত্রৈঃ কেবলৈরেবাঙ্গেষু ন্যাসঃ কর্ত্তব্যঃ। কথম্? অতন্ত্রেণ প্রোক্তত্বাৎ। নচৈকোঽন্যাসা হঙ্গং, প্রমাণাভাবাদনন্যসাধারণং প্রবক্তি—"অথে"তি। তদাহ;—মস্তকে, লোচনয়োঃ, শ্রুত্যোঃ, ঘ্রাণয়োঃ, বদনে, কণ্ঠে, দক্ষিণে বাহৌ, বামে চ বাহৌ, হৃদয়ে, নাভৌ, গুহ্যে,—উপস্থে, পায়ৌ—মলদ্বারে, ঊর্ব্বোঃ, জান্বোঃ, জঙ্ঘয়োশ্চ শ্রীসূক্তৈরেব কেবলৈরনন্যপূর্ব্বৈরনন্যপশ্চিমৈশ্চ ন্যসেৎ। ততো ধ্যায়েৎ। ধ্যানমুক্তং মূলে "অমলে"ত্যাদি। তদ্রজঃপুঞ্জবর্ণা পদ্মরেণুসমূহবর্ণা পিঙ্গলা। ইষ্টং বরঃ, অভী-

হিরণ্যস্রজায়ৈ নমো অনামিকাভ্যাং হুং, এই মন্ত্রে অনামিকা, ওঁং হিরণ্যায়ৈ নমঃ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, এই মন্ত্রে কনিষ্ঠাদ্বয় স্পর্শ করিবে। এইরূপ হৃদয়াদি ছয়টি স্থানে ন্যাস করিবে। হৃদয়, শিরস, শিখা, কবচ. নেত্রত্রয়, করতলপৃষ্ঠ, এই ছয়টি অঙ্গ। সেইরূপ তারপর কেবল সূক্তমন্ত্রদ্বারা অঙ্গ সকলে ন্যাস করিবে। পূর্ব্বোক্ত অঙ্গসকলে ন্যাস করিবে, একথা বলিলে না কেন? না, ঐ ন্যাসের সহিত এ ন্যাসের কোন প্রকার তান্ত্রিক সম্পর্ক নাই। অবশ্য অঙ্গত্ববোধক প্রমাণ না থাকিলে একটি আর একটির অঙ্গ হইতে পারে না। তারপর প্রবক্ত্রী শ্রুতি আবার ইহা যে পৃথক, তাহা অথশব্দ গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন; সুতরাং এটিও একটি অনন্যসাধারণ তন্ত্র বলিতে হইবে। কোথায় কোথায় ন্যাস করিবে, তাহা বলিতেছেন;—মস্তকে, চক্ষুর্দ্বয়ে, শ্রবণদ্বয়ে, নাসিকাদ্বয়ে, মুখে, কণ্ঠে, দক্ষিণ বাহুতে, বাম বাহুতে, হৃদয়ে, নাভিতে, উপস্থে, মলদ্বারে, উরুদ্বয়ে, জানুদ্বয়ে, এবং জঙ্ঘাদ্বয়ে একাদিক্রমে ক্রমশঃ পঞ্চদশসূক্তমন্ত্রের ন্যাস করিবে। তারপর ধ্যান

মণিমুকুটবিচিত্রালঙ্কৃতাকল্পজালৈঃ,

সকলভুবনমাতা সন্ততং শ্রীঃ শ্রিয়ৈ নঃ ॥ ১ ॥

তৎপীঠকর্ণিকায়াঁ সসাধ্যঁ শ্রীবীজম্। বস্বাদিত্যকলাপদ্মেষু শ্রীসূক্তগতার্দ্ধার্দ্ধর্চ্চা তদ্বহির্যঃ শুচিরিতি মাতৃকয়া চ শ্রিয়ং যন্ত্র-

---

তিরভয়ম। যুগ্মমম্বুজঞ্চ যুগ্মে করে। তথাচ চতুর্ভুজেয়মিতি প্রাপ্তম্। অলঙ্ আকল্পানামাভরণানাং জালৈঃ সমূহৈঃ। ভুবনানি চতুর্দ্দশ। তানি চ ভুবনা অনিয়ৎপরিমাণানীতি সকলানাং ভুবনানাং মাতা জননী সন্ততং শ্রীর্মহালক্ষ্ শ্রিয়ৈঃ নঃ ত্রিবর্গসম্পত্ত্যৈ ভবত্বস্মাকম্। শ্রিয়ং মহালক্ষ্মীং প্রাপ্তুমস্মাকং ভবতি তত্র যন্ত্রং লিখিত্বা পূজযেৎ। যন্ত্রে চাদৌ কর্ণিকাবৃত্তোপরি অষ্টদলং, তদ্বৃত্তো পরি দ্বাদশদলং, তদ্বৃত্তোপরি ষোড়শদলং লিখিত্বা বৃত্তেন বেষ্টয়েৎ। তৎপী কর্ণিকাযাং—বীজকোষে সসাধ্যং সবিসয়ং শ্রীবীজং লিখেৎ। ওঁ শ্রীং হ্রীং শ্রীং মহা লক্ষ্মী প্রসীদ মে, ইতি লিখেৎ। বস্বাদিত্যকলাপদ্মেষু অষ্টদলে, দ্বাদশদলে ষোড়শদ চ তত্তদ্দলোপরি ভূবৃত্তত্রয়মধ্যে শ্রীসূক্তগতার্দ্ধার্দ্ধর্চ্চা "অশ্বপূর্ব্বাং রথমধ্যামি" ইত্যা

করিবে। ধ্যান মূলে উক্ত হইয়াছে। যথা ;—নির্ম্মলপদ্মের উপর সংস্থিতা, পদ্ম রেণুপুঞ্জের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণা, চতুর্ভুজে বর, অভয় ও দুইটি পদ্ম ধারণ করি আছেন ; মণিময়মুকুটদ্বারা বিচিত্রবর্ণে ভূষিতা, আভরণসমূহে অলঙ্কৃতা, সকল ভুবনের মাতা, শ্রীমহালক্ষ্মী দেবী নিরন্তর আমাদিগের ত্রিবর্গসম্পত্তিলাভে জন্য সুমুখী হউন। এইরূপ ধ্যান করিয়া একটি যন্ত্র অঙ্কিত করিবে, এবং সেই যন্ত্রের উপর পূজা করিবে। যন্ত্রের কর্ণিকাবৃত্তের উপরিভাগে একটি অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিবে। অষ্টদল পদ্মের উপরিভাগে একটি বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া, তাহার উপর দ্বাদশদল পদ্ম আর একটি অঙ্কিত করিবে। দ্বাদশদল পদ্মের উপরিভাগে আর একটি বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া, বৃত্তের উপর একটি ষোড়শদল পদ্ম অঙ্কিত করিবে। ষোড়শদল পদ্মের উপর একটি বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া পরিবেষ্টিত করিবে। সেই পীঠকর্ণিকার—অর্থাৎ বীজকোষের মধ্যে সসাধ্য শ্রীবীজ লিখিবে। তাহাতে লিখিতে হইবে "ওঁ শ্রীং হ্রীং শ্রীং মহালক্ষ্মী প্রসীদ মে।" তারপর অষ্টদল, দ্বাদশদল ও ষোড়শদলের উপর ও ভূবৃত্তের মধ্যে (তিনটি ভূবৃত্তের মধ্যে) শ্রীসূক্তগত অর্দ্ধ ঋক্ লিখিবে। তার মধ্যে অষ্টদলের উপর ভূবৃত্তমধ্যে—"অশ্বপূর্ব্বাং রথমধ্যাং

ঙ্গদশকং চ বিলিখ্য শ্রিয়মাবাহয়েৎ। অঙ্গৈঃ প্রথমাহবৃতিঃ।

লিখিতব্যা প্রথমযা, তদ্বহির্দ্বিতীয়ে তথা তৃতীয়ে ভূবৃত্তে, চতুর্থে যঃ শুচিরিতি চ ফলশ্রুত্যা লিখিতয়া, ষোড়শারস্থ মধ্যে চোর্দ্ধে চ অকারাদি-সকারান্তমাতৃকা-বর্ণাত্মিকয়া লিখিতয়া, ভূবৃত্তাধোহষ্টদলদলদ্বয়পার্শ্বে লিখিতেন হক্ষবর্ণেন চ তথা সর্ব্বোপরি নির্ভূবৃত্তে ষষড়ন্তেন ত্বরিতাবীজেন চ শ্রিয়ং শ্রীবীজঞ্চ বিলিখেৎ, যন্ত্রাঙ্গদশকং বিলিখ্য, প্রণবঃ[১], ষট্-কোণং[২], ভূবৃত্তং[৩], অষ্টদলং[৪], ভূবৃত্তং[৫], দ্বাদশদলং[৬], ভূবৃত্তং[৭], ষোড়শদলং[৮], ভূবৃত্তং[৯], নির্ভূবৃত্তাক্ষরঞ্চ[১০] সসাধ্যং কর্ণিকারূপম্। যথৈতদন্ত্রোক্তম্,—

প্রণবঃ কোণষট্কঞ্চ ভূবৃত্তদ্বয়মন্ততঃ।
অষ্টপত্রঞ্চ ভূবৃত্তদ্বয়ং দ্বাদশরাশিকম্।
ভূবৃত্তং ষোড়শাস্রঞ্চ ভূবৃত্তং বর্ণতঃ ক্রমাৎ।
সসাধ্যা কর্ণিকা চেতি যন্ত্রাঙ্গদশকং স্মৃতম্॥ ইতি।

ইত্যাদি ঋক্ লিখিবে। দ্বাদশদলের উপর ভূবৃত্তমধ্যে "কাংসোস্মিতাং হিরণ্যপ্রাকারাম্" ইত্যাদি লিখিবে। আর ষোড়শদলপদ্মের উপর ভূবৃত্তমধ্যে "গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাম্" ইত্যাদি ঋক্ লিখিবে। আর ভূবৃত্তের বহির্ভাগে নির্ভূবৃত্তস্থলে "যঃ শুচি প্রয়তো ভূত্বা" ইত্যাদি ফলশ্রুতি ঋক্টি লিখিবে। ষোড়শদলের মধ্যে ও ঊর্দ্ধভাগে অকারাদি সকারান্ত মাতৃকাবর্ণসকল লিখিবে। তাহার ক্রম—দলমধ্যে যুগ্ম যুগ্ম বর্ণ ও দলদ্বয়পার্শ্বে ভূবৃত্তনিম্নে অকারাদি স্বরবর্ণ লিখিতে হইবে। দ্বাদশদলদ্বয়পার্শ্বে ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং স্লৌং জগৎপ্রসূত্যৈ নমঃ, এই বর্ণসকল লিখিবে। আর দ্বাদশদলমধ্যে হ্রীং শ্রীং ক্লীং বীজ দুটি দুটি করিয়া লিখিবে। আর অষ্টদলের দলদ্বয়পার্শ্বে হ-ক্ষ-বর্ণদ্বয় ক্রমে লিখিতে হইবে। অষ্টদলমধ্যে আ ঈ ইত্যাদি ও ঋকারান্ত বর্ণসকল অনুস্বারের সহিত লিখিয়া, ষট্কোণ-কোণে শ্রীং হ্রীং ক্লীং বীজ দুইবার লিখিবে। প্রণবদ্বারা ষট্কোণকে পরিবেষ্টিত করিবে। ষট্কোণমধ্যে সসাধ্য শ্রীবীজ লিখিবে। সর্ব্বোপরি নির্ভূবৃত্তস্থলে ষষট্যুক্ত ত্বরিতাবীজ লিখিবে। এই হইল যন্ত্রাঙ্কণপরিপাটি। এই যন্ত্রের অঙ্গ দশটি কথিত হইয়াছে,—প্রণব, ষট্কোণ, ভূবৃত্ত, অষ্টদল, ভূবৃত্ত, দ্বাদশদল, ভূবৃত্ত,

পদ্মাদিভির্দ্বিতীয়া। লোকেশৈস্তৃতীয়া। তদায়ুধৈস্তুরীয়াঃ-

তত্র সসাধ্যবীজকর্ণিকায়াং শ্রীদেবীং মহালক্ষ্মীমাবাহয়েৎ। শ্রীসূক্তেন "অশ্বপূর্ব্বাং রথমধ্যাং" "কাংসোস্মিতাং হিরণ্যপ্রাকারাং" "গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং" ইত্যাদিনা ত্রিতয়েন। কথম্? অর্দ্ধার্দ্ধং ত্রতঃ প্রায়ো ভবতীতি। নেত্যাহ, সর্ব্বং হি তাৎপর্য্যেণ শ্রিয়মাবাহয়তি—স্বয়মাবহতি, সাধকেনাবাহয়তি। ততশ্চাবাহনে সর্ব্বমুপযুক্তং ভবতু। কিঞ্চ পঞ্চত্রয়ং হ্যত্র যুক্তমুপযুক্তং ভবতি। কস্মাৎ? আবহতেঃ, আবহতিরেষু পঞ্চসু দৃশ্যত ইতি তৈরেব পঞ্চভিঃ সূক্তমন্ত্রৈঃ শ্রিয়মাবাহয়েৎ। নৈতদ্ যুক্তমুৎপশ্যামঃ। কথম্? শ্রীসূক্তগতার্দ্ধার্দ্ধর্চা শ্রিয়মাবাহয়েৎ, ইতি চোপনিষদং বাক্যম্। যদি তে বাক্যং স্যাৎ প্রমাণং, তর্হি যথোক্তমাস্তামিতি। অস্যাশ্চ পূজায়া "অঙ্গৈঃ প্রথমাবৃতিঃ।" শ্রাং হৃদয়ায় নম ইত্যাদ্যঙ্গমন্ত্রৈঃ প্রথমা

ষোড়শদল, ভূবৃত্ত, ও নির্ভূবৃত্তাক্ষর। আর বীজকোষে সসাধ্য শ্রীবীজ। সেই সসাধ্যবীজযুক্ত বীজকোষে শ্রীদেবী মহালক্ষ্মীকে শ্রীসূক্তগত অর্দ্ধার্দ্ধ ঋক্ দ্বারা আবাহন করিবে। সে ঋক্‌ত্রয় পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। কি করিয়া এই তিনটিই অর্দ্ধার্দ্ধ ঋক্? না, পঞ্চদশের অর্দ্ধ সার্দ্ধসপ্ত; তাহার অর্দ্ধ সত্রিপাদ তিন। অবশ্য ত্রিপাদ ঋক্ ব্যবহার্য্য নহে বলিয়াই তিনটি মাত্র ধরা হইয়াছে। না, তাহা হইতে পারে না। সকল ঋক্‌ই তাৎপর্য্যতঃ শ্রীদেবীকেই আবাহন করিতেছে। নিজেরা আবাহন করিতেছে যে, সেই ঋক্‌গুলি অন্যার্থ প্রতিপাদন না করিয়া কেবল শ্রীদেবীরই প্রতিপাদন করিতেছে। আর সাধকদ্বারাও সেই দেবীর আবাহন করাইতেছে। তাই যদি হয়, তবে সকল ঋক্ কয়টিই আবাহনে প্রযুক্ত হওয়া উচিত। যাক্, যদিই বা সকল কয়টি গ্রহণ করা না হয়, তথাপি পাঁচটিত নিশ্চয়ই গ্রাহ্য. কারণ, পাঁচটি ঋকেই আবাহনের কথা উক্ত হইয়াছে। অতএব সেই আবাহনযুক্ত ঋক্‌পঞ্চকদ্বারা শ্রীকে আবাহন করিবে।—ইহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করি না; কারণ, শ্রীসূক্তগত অর্দ্ধার্দ্ধ ঋক্‌দ্বারা শ্রীদেবীকে আবাহন করিবে, এই হইতেছে উপনিষদের বিধানবাক্য। এখন যদি এবাক্যকে প্রমাণ বলিতে চাও, তবে যাহা বলিয়াছি, তাহাই স্বীকার করিবে। অন্যথা তোমার যাহা ইচ্ছা বলিতে পার; কিন্তু তাহা প্রমাণপূত হইবে না। এই মন্ত্রে যে শ্রীদেবীর পূজা করা হইবে, তাহাতে প্রথম পরিপাটি হইতেছে, অঙ্গমন্ত্রদ্বারা

হবৃত্তির্ভবতি। শ্রীসূক্তৈরাবাহনাদি। ষোড়শসহস্রজপঃ॥ ০॥

পূজাপরিপাটিঃ। পদ্মাদিভির্দ্বিতীয়া। শঙ্খনিধিপদ্মনিধ্যাদিনামভির্দ্বিতীয়া পূজা-পরিপাটিঃ লোকেশৈস্তৃতীয়া। ইন্দ্রাদিব্রহ্মাদিনামভিস্তৃতীয়া পূজাপরিপাটিঃ। তদায়ুধৈস্তুরীয়াবৃত্তির্ভবতি। বজ্রাদ্যস্ত্রনামভিশ্চতুর্থী চ পূজাপরিপাটিঃ স্যাৎ। শ্রীসূক্তৈরেবাম্বর্চৈরাবাহন-সন্নিধাপন-সংবোধন-সম্মুখীকরণাদি কার্য্যম্। তত্র—

প্রসৃতাঞ্জলিমধ্যে তু অনামামূলদেশয়োঃ।
সঙ্গতাঙ্গুষ্ঠপর্ব্বণ্যা সা স্যাদাবাহনী মতা॥
উচ্ছ্রিতাঙ্গুষ্ঠমুষ্ট্যোস্তু সংযোগাৎ সন্নিধাপনী।
অন্তঃপ্রবেশিতাঙ্গুষ্ঠা সৈব সংবোধিনী মতা॥
উত্তানমুষ্টিযুগলা সম্মুখীকরণী স্মৃতা।
অধোমুখ্যাবাহনা চেৎ সা মুদ্রা স্থাপনী ভবেৎ॥" ইতি ধ্যানপ-পদ্ধতম। পুরশ্চরণে ষোড়শসহস্রজপঃ করণীযঃ। সমানমন্ত্যাদিতি শ্রীমহালক্ষ্মী পূজাক্রমঃ সমাপ্তঃ॥ ১॥

প্রথম পূজা—যেমন 'শ্রাং হৃদয়ায নমঃ' ইত্যাদিক্রমে পূজা করা হয়। দ্বিতীয় পরিপাটি হইতেছে শঙ্খনিধি-পদ্মনিধি-আদি নাম সকল উচ্চারণ করিয়া তার পর পূজা করিবে। তার পর তৃতীয় পরিপাটি হইতেছে ইন্দ্রাদিদিক্‌পাল ও ব্রহ্মাদিলোকপালসকলের প্রত্যেক নামে পূজা করা। চতুর্থ পরিপাটি হইতেছে, বজ্রাদি অস্ত্রের প্রত্যেক নামে পূজা। শ্রীসূক্তের অর্থ আবাহন, শ্রীসূক্ত দ্বারা আবাহন, সান্নিধাপন, সম্বোধন, ও সম্মুখীকরণ আদি করিবে। প্রসৃত অঞ্জলির মধ্যে অনামিকাদ্বয়ের মূলদেশে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের অগ্রভাগ যোজিত করিলে আবাহনী মুদ্রা হয়। অঙ্গুষ্ঠদ্বয় উচ্ছ্রিত করিয়া মুষ্টিদ্বয় সংযুক্ত করিলে সান্নিধাপনী মুদ্রা হয়। ঐ উচ্ছ্রিত অঙ্গুষ্ঠদ্বয়কে মুষ্টিদ্বয়মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেই তাহার নাম সম্বোধিনী মুদ্রা হয়। মুষ্টিদ্বয় উত্তানভাবে (চিৎ করিয়া) সংযুক্ত রাখিলে সম্মুখীকরণ মুদ্রা হয়। আর কথিত আবাহনী মুদ্রা অধোমুখে স্থাপন করিলেই স্থাপনী মুদ্রা হইবে। ইহা একটু জ্ঞাতব্য। দেবীর পূজাও শ্রীসূক্তদ্বারাই করিতে হইবে। পূজাক্রম যেরূপ অন্যত্র উক্ত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া লইতে হইবে। সেইরূপ ধূপদীপাদি তাম্বূলান্ত দান করিয়া পুরশ্চরণার্থ ষোড়শসহস্র জপ করিবে। ইতি শ্রীমন্মহালক্ষ্মীপূজাক্রম পরিসমাপ্ত হইল॥ ১॥

সৌভাগ্যরমৈকাক্ষর্য্যা ভৃগুনৃচদ্গায়ত্রী শ্রিয় ঋষ্যাদয়ঃ।
শমিতি বীজশক্তিঃ। শ্রামিত্যাদি ষড়ঙ্গম্।

ভূয়াদ্ভূয়ো দ্বিপদ্মাভয়বরদকরা তপ্তকার্ত্তস্বরাভা,
শুভ্রাভ্রাভেভযুগ্মদ্বয়করধৃতকুম্ভাদ্ভিরাসিচ্যমানা।
রক্তৌঘাবদ্ধমৌলির্বিমলতরদুকূলার্ত্তবালেপনাঢ্যা,

অথ সৌভাগ্যলক্ষ্মীপূজাক্রমঃ প্রস্তূয়তে;—"সৌভাগ্যে"ত্যাদি। যা চ সৌভাগ্যং সুভগতাং রময়তি, সৌভাগ্যেন বা রময়তি, বা রম্যতে, সৌভাগ্যরমা চ যা স্যাদেকাক্ষরী শ্রীরিতি, তস্যা ভৃগুঋর্ষিঃ, নৃচদ্গায়ত্রী ছন্দঃ, শ্রীর্দেবতা, শ্রীং বীজমিতি শ্রিয় ঋষ্যাদয়ঃ প্রোক্তাঃ। শমিতি মঙ্গলমেব পরমং সত্যমনাদ্যনন্তং তস্য বীজস্য, শংবান্ ভবতি, য এবং বেদ, য উ চৈবং যজতে। শ্রাং শ্রীমিত্যাদিনা ষডঙ্গন্যাসঃ কার্য্যঃ। অথ ধ্যানম্,—"ভূয়াদি"ত্যাদি। কার্ত্তস্বরং স্বর্ণম্। আর্ত্তবালেপনমৃতুসম্বন্ধীয়-

---

অনন্তর সৌভাগ্যলক্ষ্মীপূজাক্রমের প্রস্তাব করা যাইতেছে,—"সৌভাগ্য" ইত্যাদি। যিনি সৌভাগ্যকে রমণ করান, বা সৌভাগ্যদ্বারা রমণ করেন, বা সৌভাগ্যদ্বারা রমণ করান, তিনি সৌভাগ্যরমা। যে একাক্ষরী সেই সৌভাগ্য দিয়া রমণ করান, তিনিই সৌভাগ্যরমৈকাক্ষরী শ্রীদেবী। ভৃগুঋষি ইহাকে এই ভাবে দেখিতে পাইয়াছিলেন বলিয়া ইহার ঋষি ভৃগু। নৃচদ্গায়ত্রী ছন্দঃ। শ্রী দেবতা। শ্রী-ই হইতেছে বীজ। এইত হইল শ্রীবীজের ঋষ্যাদি। এই বীজের শক্তি হইতেছে শম্। শংশব্দের অর্থ পরম মঙ্গল। যে মঙ্গল অনাদ্যনন্ত ও পরম সত্য, সেই মঙ্গল। যে ইহাকে এইভাবে উপাসনা করিবে, সে তাদৃশ মঙ্গল লাভ করিবে। আবার সেও সেইরূপ মঙ্গলই লাভ করিবে, যে এইরূপে যাগ করিবে। শ্রাং হৃদয়ায় নমঃ; শ্রীং শিরসে স্বাহা, ইত্যাদিক্রমে ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। অনন্তর ধ্যান করিবে। যথা, পদ্মদ্বয়, অভয়, ও বর চতুর্ভুজে ধারণ করিয়া আছেন। তপ্তকাঞ্চনবর্ণসদৃশ সুন্দরবর্ণা, শুভ্র মেঘের ন্যায় আভাযুক্ত হস্তিদ্বয়ের শুণ্ডধৃত কলসিদ্বারা আসিচ্যমানা; যাঁহার মৌলিপ্রদেশে কুঙ্কুমপঙ্ক আলিপ্ত আছে; অথবা রক্তগুঞ্জাফলসমূহ যাঁহার মৌলিদেশে আবদ্ধ আছে; যাঁহার পরিধেয় ও উত্তরীয় বসন অতিমাত্র বিমল; ঋতুসম্বন্ধীয় অনুলেপন দ্বারা পরি-

পদ্মাক্ষী পদ্মনাভোরসি-কৃতবসতিঃ পদ্মগা শ্রীঃ শ্রিয়ৈ নঃ ॥১॥
তৎ পীঠম্। অষ্টপত্রং বৃত্তত্রয়ং দ্বাদশরাশিখণ্ডং চতুরস্রং রমাপীঠং ভবতি। কর্ণিকায়াং সসাধ্যং শ্রীবীজম্। বিভূতিরুন্নতিঃ কান্তিঃ সৃষ্টিঃ কীর্ত্তিঃ সন্নতির্ব্যুষ্টিঃ সৎকৃষ্টির্ঋদ্ধিরিতি প্রণবাদিনমোঽন্তৈ-শ্চতুর্থ্যন্তৈর্নব শক্তিং যজেৎ। অঙ্গৈঃ প্রথমাঽঽবৃতিঃ। বাসু-

---

দেবানুলেপনম্। তস্যাঃ পীঠং তদেব, যদ্ধি অষ্টদলপদ্মং বৃত্তত্রয়ান্বিতং, দ্বাদশরাশিখণ্ড-যুতং, চতুরস্রং রমাপীঠং ভবতি। কর্ণিকায়াং বীজকোষে সসাধ্যং সবিসর্গং শ্রীবীজম্; "শ্রীর্মা দেবীজুর্ষতাম্" ইতি লেখ্যম্। অথ প্রাতঃকৃত্যাদি পীঠন্যা-সান্তং কর্ম্ম কৃত্বা ঋষ্যাদিন্যাসং বিধায় কেশরেষু মধ্যে চ পীঠশক্তীঃ পীঠমনুঞ্চ ন্যসেৎ। যথা,—"ওঁ বিভূত্যৈ নমঃ" ইত্যাদিনা। এবং উন্নত্যৈ, কান্ত্যৈ, সৃষ্ট্যৈ, কীর্ত্ত্যৈ, সন্নত্যৈ, ব্যুষ্ট্যৈ, সৎকৃষ্ট্যৈ, ঋদ্ধ্যৈ চ প্রণবাদি-নমোঽন্তেন মন্ত্রেণ নব শক্তীঃ যজেৎ। অয়মত্রান্তরঃ শ্লোকঃ;—

বিভূতিরুন্নতিঃ কান্তিঃ সৃষ্টিঃ কীর্ত্তিশ্চ সন্নতিঃ।
ব্যুষ্টিঃ সৎকৃষ্টিঋদ্ধিশ্চ সংপ্রোক্তা নব শক্তয়ঃ॥ ইতি।

নিবন্ধে তু;—

"বিভূতিরুন্নতিঃ কান্তিঃ সৃষ্টিঃ কীর্ত্তিশ্চ সন্নতিঃ।

বিশালাক্ষি; পদ্মের ন্যায় লোচনদ্বয়; পদ্মনাভের হৃদয়ে বাস করিয়া যিনি আছেন; কিন্তু পদ্মোপরি সমাসীনা, সেই শ্রীদেবতা আমাদিগের ত্রিবর্গসম্পত্তির জন্য প্রমুখী হউন। এই প্রকারে ধ্যান করিয়া একটি পীঠযন্ত্র অঙ্কিত করিবে। অষ্টদল পদ্ম বৃত্তত্রয়ে অন্বিত, দ্বাদশরাশিখণ্ডযুক্ত; চতুরস্র রমাপীঠ হইবে। কর্ণিকার বীজকোষে সসাধ্য শ্রীবীজ লিখিতে হইবে। যথা—"শ্রীং শ্রীর্মা দেবীজুর্ষতাম্"। অনন্তর প্রাতঃকৃত্যাদি পীঠন্যাসান্ত কর্ম্ম করিয়া, ঋষ্যাদিন্যাসবিধান করিয়া, কেশরসকলে ও মধ্যে পীঠশক্তি ও পীঠমনুর ন্যাস করিবে। যথা,—"ওঁ বিভূত্যৈ নমঃ" ইত্যাদিক্রমে উন্নতি, কান্তি, সৃষ্টি, কীর্ত্তি, সন্নতি, ব্যুষ্টি, সৎকৃষ্টি, ও ঋদ্ধি, এই সকলকে প্রণবাদিনমোঽন্ত মন্ত্র করিয়া নয়টি শক্তির পূজা করিবে। এস্থলে একটি সংগ্রাহক শ্লোক আছে, বিভূতি, উন্নতি, কান্তি, সৃষ্টি, কীর্ত্তি, সন্নতি, ব্যুষ্টি, সৎকৃষ্টি, ও ঋদ্ধি, এই নয়টিকে শক্তি বলা হয়। নিবন্ধে ব্যুষ্টিস্থলে 'বুদ্ধি' পাঠ

দেবাদিভির্দ্বিতীয়া। বালক্যাদিভিস্তৃতীয়া। ইন্দ্রাদিভি-শ্চতুর্থী ভবতি। দ্বাদশলক্ষজপঃ। শ্রীর্লক্ষ্মীর্বরদা বিষ্ণুপত্নী বসু-

বৃদ্ধিকৃৎকৃষ্টির্ঋদ্ধিশ্চ সংপ্রোক্তা নব শক্তয়ঃ॥" ইতি।

ক্বচিৎ পঠ্যন্তে—

"বিভূতিরুন্নতিঃ কান্তিঃ সৃষ্টিঃ কীর্ত্তিঃ স্থিতির্নতিঃ।

বৃষ্টিকৃৎকৃষ্টির্ঋদ্ধিশ্চ সংপ্রোক্তা নব শক্তয়ঃ॥" ইতি।

ততঃ শ্রীকমলাসনায় নম ইতি আসনং ন্যস্য অঙ্গৈঃ প্রথমাবৃতিঃ কর্ত্তব্যা। শ্রাং হৃদয়ায় নম ইত্যাদিনা অগ্ন্যাদিকেশরেষু মধ্যে দিক্ষু চ সম্পূজ্য, দিগ্দলে পূর্ব্বাদিক্রমেণ বাসুদেবাদিভির্দ্বিতীয়াবৃতিঃ কর্ত্তব্যা। তত্র বাসুদেবসঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাঃ পূজয়িতব্যাঃ। অগ্ন্যাদিষু কোণেষু মদক-সলিল-গুগ্গুলু-কুরুণ্টকান্ দেব্যা দক্ষিণে শঙ্খনিধয়ে, বসুধারৈ; বামে পদ্মনিধয়ে, বসুমত্যৈ চ পূজা কার্য্যা। পত্রাগ্রেষু পূর্ব্বাদিক্রমেণ বালক্যাদিভিস্তৃতীয়াবৃতিঃ করণীয়া। বালক্যৈ বিমলায়ৈ, কমলায়ৈ, বনমালিকায়ৈ, বিভীষিকায়ৈ, মালিকায়ৈ, শাঙ্কর্য্যৈ, বসুমালিকায়ৈ পূজয়েৎ। ততশ্চেন্দ্রাদিভিশ্চতুর্থী ভবত্যাবৃতিঃ। তদ্বহির্বিজ্ঞাদী বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েদিতি। ততো ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ অস্য পুরশ্চরণং দ্বাদশলক্ষজপ ইতি শ্রীসৌভাগ্যরমৈক-ক্ষর্য্যাঃ পূজাক্রমঃ সমাপ্তঃ॥ ২॥

করা হয়। কোন কোন স্থলে সন্নতিস্থলে 'স্থিতির্নতিঃ' পাঠ করা হয়। তার পর শ্রীকমলাসনায় নমঃ এই মন্ত্রে আসনন্যাস করিয়া অঙ্গমন্ত্রদ্বারা প্রথম পরিপাটি সাধিত করিবে। যথা,—শ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্ন্যাদি কোণস্থ কেশরে মধ্যে ও সকলদিকেই পূজা করিয়া প্রত্যেক দিকে অবস্থিত পদ্মদলে পূর্ব্বাদিক্রমে বাসুদেবাদিনামে দ্বিতীয় পরিপাটির সাধন করিবে। চারিদিকে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, ও অনিরুদ্ধের পূজা করিবে। অগ্নি-আদিকোণে মদক, সলিল, গুগ্গুলু, ও কুরুণ্টককে পূজা করিবে। দেবীর দক্ষিণে শঙ্খনিধি ও বসুধারা, বামে পদ্মনিধি ও বসুমতীর পূজা করিবে। পত্রসকলের অগ্রভাগে পূর্ব্বাদিক্রমে বালকী আদির পূজা করিয়া তৃতীয়া পরিপাটির সাধন করিবে। যথা, বালকী, বিমলা, কমলা, বনমালিকা, বিভীষিকা মালিকা, শাঙ্করী, ও বসুমালিকার পূজা করিবে। তার পর ইন্দ্র-আদির পূজাদ্বারা চতুর্থী পরিপাটি সাধিত করিবে। যথা, তার বহির্ভাগে ইন্দ্রাদিকে ও ব্রহ্মাদিকে পূজা করিবে। তার পর ধূপাদি বিসর্জ্জন

প্রদা হিরণ্যরূপা স্বর্ণমালিনী রজতস্রজা স্বর্ণপ্রভা স্বর্ণপ্রাকারা পদ্মবাসিনী পদ্মহস্তা পদ্মপ্রিয়া মুক্তালঙ্কারা চন্দ্রসূর্য্যা বিল্বপ্রিয়া ঈশ্বরী ভুক্তির্মুক্তির্বিভূতির্ঋদ্ধিঃ সমৃদ্ধিঃ কৃষ্টিঃ পুষ্টির্ধনদা ধনেশ্বরী শ্রদ্ধা ভোগিনী ভোগদা সাবিত্রী ধাত্রী বিধাত্রীত্যাদিপ্রণবাদিনমোহন্তাশ্চতুর্থ্যন্তা মন্ত্রাঃ। একাক্ষরবদঙ্গাদিপীঠম্। লক্ষজপঃ। দশাংশং তর্পণম্। দশাংশং হবনম্। দ্বিজতৃপ্তিঃ।

অথ ত্র্যক্ষর্য্যাঃ শ্রীং হ্রীং শ্রীমিতিরূপায়াঃ পূজাক্রমঃ প্রোচ্যতে। তত্র তৃতীয়াবৃত্তৌ বিশেষঃ ;—শ্রীঃ, লক্ষ্মীঃ, বরদা, বিষ্ণুপত্নী, বসুপ্রদা, হিরণ্যরূপা, স্বর্ণমালিনী, রজতস্রজা, স্বর্ণপ্রভা, স্বর্ণপ্রাকারা, পদ্মবাসিনী, পদ্মহস্তা, পদ্মপ্রিয়া, মুক্তালঙ্কারা, চন্দ্রসূর্য্যা, বিল্বপ্রিয়া, ঈশ্বরী, ভুক্তিঃ, মুক্তিঃ, বিভূতিঃ, ঋদ্ধিঃ, সমৃদ্ধিঃ, কৃষ্টিঃ, পুষ্টিঃ, ধনদা, ধনেশ্বরী, শ্রদ্ধা, ভোগিনী, ভোগদা, সাবিত্রী, ধাত্রী, বিধাত্রী, ইত্যেবমাদয়ঃ প্রণবাদিনমোহন্তাশ্চতুর্থ্যন্তা মন্ত্রা বিজ্ঞেয়াঃ। অত্রৈকাক্ষরবদঙ্গাদিপীঠং বেদিতব্যম্। লক্ষজপঃ পুরশ্চরণমিতি। তদ্দশাংশং তর্পণম্। তদ্দশাংশং হবনম্। দ্বিজতৃপ্তি-

স্ম সমাপিত করিবে। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ দ্বাদশ লক্ষ জপ করিয়া করিতে ।। ইতি শ্রীমৎসৌভাগ্যরমৈকাক্ষরীর পূজাক্রম সমাপ্ত ॥ ২ ॥

অনন্তর "শ্রীং হ্রীং শ্রীং" এই ত্র্যক্ষরী বিদ্যার পূজাক্রম বলা যাইতেছে। কাক্ষরী বিদ্যার পূজাক্রমে যেরূপ প্রথমাবৃত্তি ও দ্বিতীয়াবৃত্তি, এই ত্র্যক্ষরীবিদ্যার জাক্রমেও সেইরূপ ; কিন্তু তৃতীয়াবৃত্তিতে একটু বিশেষ আছে। যথা শ্রী, ক্ষ্মী, বরদা, বিষ্ণুপত্নী, বসুপ্রদা, হিরণ্যরূপা, স্বর্ণমালিনী, রজতস্রজা, স্বর্ণপ্রভা, র্ণপ্রাকারা, পদ্মবাসিনী, পদ্মহস্তা, পদ্মপ্রিয়া, মুক্তালঙ্কারা, চন্দ্রসূর্য্যা, বিল্বপ্রিয়া, শ্বরী, ভুক্তি, মুক্তি, বিভূতি, ঋদ্ধি, সমৃদ্ধি, কৃষ্টি, পুষ্টি, ধনদা, ধনেশ্বরী, শ্রদ্ধা, গাগিনী, ভোগদা, সাবিত্রী, ধাত্রী ও বিধাত্রী, ইত্যাদি দেবতাকে প্রণবাদিমোহন্ত মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে। একাক্ষরীর যেরূপ অঙ্গাদিপীঠ, ত্র্যক্ষরীরও ইরূপ অঙ্গাদিপীঠ জানিবে। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ লক্ষজপ করিয়া করিতে ।। দশাংশ তর্পণ করিতে হয়। তদ্দশাংশ হোম করিতে হয়। তদ্দশাংশ াহ্মণভোজন করাইতে হয়। অভিষেক তদ্দশাংশদ্বারা করিতে হয়। যাহারা

নিষ্কামানামেব শ্রীবিদ্যাসিদ্ধিঃ। ন কদাঽপি সকামানামি
সৌভাগ্যলক্ষ্ম্যুপনিষদি শ্রীক্রমঃ প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥ অ

স্তদশাংশেনৈব। নিষ্কামানামেব শ্রীবিদ্যাসিদ্ধির্ভবতি ; ন কদাপি সকামানামে
সন্মবদাতমিতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায়পদবাক্যপ্রমাণপারাবারপারীণ-ভৈরবচ
বিদ্যাসাগরশূরিসুত-শ্রীকৃষ্ণবিদ্যারত্নাত্মজ-শ্রীগঙ্গাচরণবেদান্তবিদ্যাসাগরভট্টাচার্য্যকৃ
সৌভাগ্যলক্ষ্ম্যুপনিষদ্ভাষ্যে পরাপরপূজাসু শ্রীক্রমো নাম প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

সমনন্তরিতঃ প্রথমঃ খণ্ডঃ প্রোক্তোপাস্তিবিভজনেন, ফলবতোঽধিকা
প্রস্তাবনয়া চ। তত্র চাধিকারসম্পত্তয়ে পরাপরোপাস্তিবিভাগোঽপি প্রো
দর্শিত এব। তত্র চ পরোপাস্তিঃ কেবলেন শ্রীসূক্তেন মহালক্ষ্ম্যা যজনং, ত
সমর্থস্য তাবদেকাক্ষর্য্যাঃ সৌভাগ্যরমায়া,—তত্রাসমর্থস্যাপি ত্র্যক্ষর্য্যাশ্চতুরক্ষর্য্যা
সমো যাগঃ প্রোক্তঃ। যশ্চৈতেন কৃতেন যাগেন নিতান্তনির্ম্মলস্বান্ত,—স্তং প্রত্য

নিষ্কাম, তাহাদিগেরই এই শ্রীবিদ্যা সিদ্ধ হয় ; কিন্তু যাহারা সকাম, কাম
যাহাদিগের প্রবৃত্তির একমাত্র কারণ, তাহাদিগের পক্ষে শ্রীবিদ্যা কখনই সি
লাভ করিতে পারে না। ইতি শ্রীমৎ সৌভাগ্যলক্ষ্ম্যুপনিষদ্ভাষ্যস্থ পদাবলীর অ
বাদে পরাপরপূজার শ্রীক্রমনামক প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হইল ॥ ১ ॥

তথাকথিত উপাসনার বিভাগ ও ফলসমন্বিত অধিকারের প্রস্তাবনা দ্বা
প্রথমখণ্ড পরিসমাপিত হইয়াছে। আবার অধিকারের উৎকর্ষ প্রদর্শন করি
জন্য পরদেবতার উপাসনা ও অপরদেবতার উপাসনাও যে নানাভাগে বিভ
তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পরদেবতার উপাসনা হইতেছে—
শ্রীসূক্তসাহায্যে মহালক্ষ্মীর সেবা। যে সেই উপাসনায় অসমর্থ, তাহার
একাক্ষরী মন্ত্রের উপাসনা বিহিত হইয়াছে। একাক্ষরী মন্ত্রের দেবতা হইতে
সৌভাগ্যরমা, বা সৌভাগ্যলক্ষ্মী। যে সেই সৌভাগ্যরমার একাক্ষরীর
উপাসনায় অসমর্থ, সে ত্র্যক্ষরী-মন্ত্রের সাধনা করিবে। অথবা চতুরক্ষরীমন্ত্র স
করিবে। যাহাতে সাধকের সুবিধা হয়, সাধক তাহাই করিতে পারে। ক
প্রথমকল্পে অনধিকারী ব্যক্তি পরবর্ত্তী যে কোন কল্পেই অধিকৃত হইতে পা
যজনের ব্যবস্থা সমানই। যে ব্যক্তি এই সকল সাধনাদ্বারা চিত্তগত সমস্ত
ক্ষালিত করিতে সমর্থ হইয়াছে,—চিত্তশুদ্ধি ঘটিয়াছে, তাহার প্রতি কিছু ব

হৈনং দেবা উচুস্তুরীয়য়া মায়য়া নির্দ্দিষ্টং তত্ত্বং ব্রূহীতি। তথেতি স হোবাচ।

কিঞ্চিদ্বক্তব্যং, যেনাসৌ দর্শিতসরণির্ভবারণ্যাদানন্দাশ্রমপদং প্রাপ্নুয়াদিতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ প্রস্তূয়তে ;—"অথে"ত্যাদি। শ্রুতশাস্ত্রাচার্য্যোপদেশস্য প্রস্তুতানুষ্ঠেয়ানুষ্ঠানস্য কিমুপাসিতব্যং, কথং বোপাসিতব্যমিতি জিজ্ঞাসা যতো ভবতি, ততস্তজ্জিজ্ঞাসো-পানন্তরং সর্ব্ব এনমিন্দ্রমাদিনারায়ণং দেবা উচুঃ। কিম্? তুরীয়য়া মায়য়া প্রজ্ঞয়া চতুর্থেন চৈতন্যেন নির্দ্দিষ্টং সমুল্লিখিতং তত্ত্বং ব্রহ্মেতি কিং তৎ ত্বং ব্রূহি —ব্যক্তং যথা ভবতি, তথা কথয় ইতি। তুরীয়য়ৈব প্রজ্ঞয়া তত্ত্বমুল্লিখিতমিতি স

আছে, যাহাদ্বারা সেই সাধক তাহার গন্তব্য পথ দেখিতে পাইয়া এই সংসারারণ্য অতিক্রম করিয়া প্রশান্ত আনন্দাশ্রমপদ পাইতে পারিবে। এই জন্য দ্বিতীয় খণ্ড আরম্ভ করা যাইতেছে,—"অথ" ইত্যাদি। শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ শ্রবণ করিয়া যাহা অনুষ্ঠেয়, তাহার অনুষ্ঠান যে করিয়াছে, এবং তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিতেও পারিয়াছে ; কিন্তু তখন তাহার আর কি কর্ত্তব্য, এবং তাহার কি প্রকারেই বা অনুষ্ঠান করিতে হইবে, এই প্রকার একটা জিজ্ঞাসা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সেই জিজ্ঞাসার বিনিবৃত্তি করিবার অভিপ্রায়ে শ্রুতি বলিতেছেন —"অথ" ইত্যাদি। যেহেতু তাদৃশ জিজ্ঞাসা হয়, সেই হেতু তাদৃশ জিজ্ঞাসার পরে দেবসকল এই আদিনারায়ণকে বলিয়াছিলেন। কি বলিয়াছিলেন? না, তুরীয় যে মায়া—চতুর্থ যে প্রজ্ঞা—চতুর্থ চৈতন্যদ্বারা নির্দ্দিষ্ট—সমুল্লিখিত তত্ত্ব কি?— অর্থাৎ পূর্ব্বে যে তুরীয়তত্ত্বের বিষয় প্রতিপাদন করিয়া আসা হইয়াছে, তদ্দ্বারা একটি উচ্চতম তত্ত্বের আভাস পাওয়া গিয়াছে ; কিন্তু সেই তত্ত্বের অনুসন্ধানার্থ শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। আরও কিছু সাধন থাকা সম্ভব, যদ্দ্বারা সেই তত্ত্বের সাক্ষাৎকার পাওয়া যায়। অতএব চতুর্থতত্ত্বনিরূপণদ্বারা আভাসমাত্রে পরিব্যক্ত তত্ত্বের সাক্ষাৎকার করিতে হইলে, সেই তত্ত্বের স্বরূপ, সাধন ও সাধনভেদ বলা আবশ্যক ; সুতরাং সেই তত্ত্ব, ও সাধন ভেদের সহিত ব্যক্ত করিয়া আমাদিগকে বলুন। দেবগণ এতাদৃশ জিজ্ঞাসা উপস্থিত করিলে আদিনারায়ণ তাঁহাদিগের জিজ্ঞাসার বিষয় যে সত্য, ও সেই বিষয়ের যে তাঁহারা আভাসমাত্রে অনুসন্ধান পাইয়াছেন, তাহা স্বীকার করিয়া

ঃ প্রসিদ্ধ ইন্দ্রঃ পরনারায়ণ উবাচ ;—"তথে"তি। যদিদং তুরীয়চৈতন্যং নাম তত্ত্বমুদী- রিতমতীতে খণ্ডে, তেনৈব স্বরূপেণ তৎ তত্ত্বমুপদিশ্যতে ; তুরীয়ং হি তত্ত্বং ছায়েতি তদিব তত্ত্বং তৎ তত্ত্বং, যৎ পৃষ্টং তত্ত্বমিতি। কিং তৎ? তৎ তত্ত্বং যস্যাশ্ছায়া, সৈব দেবী নির্বিভাগা চিতিরেব তৎ তত্ত্বমিতি। সত্যং নাম তৎ, যদিহ কেনাপি প্রমাণেন বিজ্ঞায়তে। পরঞ্চ তত্তত্ত্বং কেন জ্ঞায়তাম্? যোগেনেত্যাহ চিত্ত- বৃত্তিনিরোধলক্ষণেন। কথং চিত্তবৃত্তিনিরোধ এব যোগ আখ্যায়তে? যত আম্নাতম্—

"যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাঙ্গাতম্॥"

বলিয়াছেন,—"তথেতি।" হাঁ, পূর্ব্ব-নিশ্চিত-চতুর্থতত্ত্বনির্ণয়দ্বারা যে পঞ্চমতত্ত্ব একটির আভাস দেওয়া হইয়াছে, তাহা সত্য, এবং সে তত্ত্বের সাক্ষাৎকার করিতে হইলে যে সাধনের অপেক্ষা করে, তাহার বিস্তারিতভেদবিষয়কনির্ণয় আমি বলিতেছি। অতীত প্রথমখণ্ডে যে তুরীয়চৈতন্য বলিয়া একটি তত্ত্বের উপদেশ করা হইয়াছে, সেই তুরীয়চৈতন্যের স্বরূপই সেই পঞ্চমতত্ত্ব, এইরূপে উপদেশ করিতে পারা যায়। যে হেতু চতুর্থতত্ত্ব হইতেছে ছায়া। সেই ছায়ার প্রতিবিম্ব সেই ছায়ার ন্যায়ই হইবে, যাহা তোমরা 'মায়ানির্দ্দিষ্টতত্ত্ব' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছ। কি তাহা? না, চতুর্থ মায়াতত্ত্ব যাহার ছায়া, সেই নির্ব্বিভাগ চিতিশক্তি সেই 'আভাসপ্রাপ্ত মায়ানির্দ্দিষ্টতত্ত্ব ; এই তত্ত্বই তোমাদিগের জিজ্ঞাসার বিষয় সেই ব্রহ্মতত্ত্ব। তার পর কথা হইতেছে এই যে, তোমার কথিত এই তত্ত্ব যে সত্য, তাহার জন্য কোনও প্রকার প্রমাণ আবশ্যক। যাহা প্রমাণগ্রাহ্য, তাহাই সত্য বলিয়া ইহলোকে গ্রহণ করিতে দেখা যায় ; সুতরাং চরম পঞ্চমতত্ত্ব কোন্ প্রমাণ দ্বারা জানিতে পারা যায়? না, চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগদ্বারা, এই কথা শ্রুতি বলিয়াছেন। কি করিয়া চিত্তবৃত্তিনিরোধকে যোগনামে আখ্যাত করা যায়? না, যেহেতু শাখান্তরে আম্নাত হইয়াছে ;—যখন চক্ষুরাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় স্ব স্ব বিষয়গ্রহণ পরিত্যাগ করিয়া মনের সহিত মিলিতভাবেই আত্মায় যাইয়া অবস্থান করে, এবং বুদ্ধিও নিজবিষয়গ্রহণব্যাপারে ব্যাপৃত থাকে না ; বরং [illegible] হইয়া আত্মসমর্পণ করে, সেই উপরত-ইন্দ্রিয়ব্যাপারসহ বুদ্ধির ব্যাপার [illegible] [illegible] অবস্থাকে [illegible] [illegible] [illegible] বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। [illegible]

যোগেন যোগো জ্ঞাতব্যো যোগাদ্ যোগঃ প্রবর্দ্ধতে।

তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্।

অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ ॥" ইতি—

শাখান্তরে। প্রভবঃ পরস্যা অবস্থায়াঃ, অপ্যয়ঃ সর্ব্বানর্থস্য। অত আহ—"যোগেন" যোগেনৈষা অবস্থায়া ইয়মনন্তরাবস্থা ইতি রূপো জ্ঞাতব্যঃ। স চ যোগো যোগা-নুষ্ঠিতাদ্ দীর্ঘকালাদরনৈরন্তর্য্যেণ সংকারাসেবিতাৎ প্রবর্দ্ধতে ফলোন্মুখো

বুদ্ধীন্দ্রিয়সকলের সেই অচলভাবের ধারণাকে যোগীরা যোগ বলিয়া মনে করেন। সে সময়ে সাধক প্রমাদরহিত হয়; কারণ, যোগ হইতেছে প্রভব ও অপায়। অর্থাৎ যোগের একটি অবস্থা আয়ত্তীকৃত হইলে, সেই অবস্থাই তাহার পরবর্ত্তী অবস্থাকে আনয়ন করিয়া দেয়; এবং এক একটি করিয়া সর্ব্ববিধ অনর্থ বিধ্বস্ত করিয়া দেয়। তদ্দ্বারা সাধক আর যোগমার্গে কোনরূপ প্রমাদ ঘটাইতে পারে না। এই জন্যই তখন সে অপ্রমত্ত হয়। ভাল কথা, যোগটা প্রমাণ হয় কিরূপে? যাহা প্রমিতির করণ, সে-ই-ত প্রমাণ; যোগ কোন্ প্রমিতির করণ? হাঁ, যোগ উপস্থিত হইলে ঋতম্ভরানামে প্রজ্ঞার উদয় হয়। তাহার বিষয় আগম ও অনুমানপ্রমাণের বিষয় হইতে ভিন্ন; কারণ, ঐ উভয় প্রমাণের বিষয় সামান্য মাত্র; কিন্তু ঐ ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার বিষয় বিশেষ, যাহা সূক্ষ্মভূত, বা আত্মগত বিশেষ, অথবা যাহা অসন্নিকৃষ্ট, ব্যবহিত, ও অতিসূক্ষ্ম, সে সকল লৌকিক কোন প্রমাণদ্বারা পরিগৃহীত হয় না, অথচ সে সকল আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কি করিয়া সে সকল আছে নিশ্চয় হয়? না, ঐ প্রজ্ঞার সাহায্যে। ঐ প্রজ্ঞা সেই সকল লৌকিক প্রমাণের অগ্রাহ্য বিষয়কে গ্রহণ করিয়া প্রত্যক্ষ করাইয়া দেয়। অতএব সে প্রত্যক্ষজ্ঞান যে অপ্রমাণ নহে, তাহা নিশ্চয় স্বীকার করিতে হইবে। তবেই কোন লৌকিক প্রমাণের ন্যায় প্রমাণ না হইলেও বিশেষপ্রমাণ, ইহা স্বীকার করিতে হইবেই। তাহা হইলেই হইল, সে-তত্ত্বজ্ঞানের একমাত্র উপায় সেই যোগ। এই জন্য বলিয়াছেন;—"যোগেন" ইত্যাদি। যোগ দ্বারাই এই অবস্থার পর এই অবস্থা, এই প্রকার জানিতে পারা যায়। সে যোগ অনুষ্ঠিত-পূর্ব্ব-যোগ হইতেই—দীর্ঘকাল ধরিয়া, আদরের সহিত, নিরন্তর-ভাবে সংকারসহকারে আসেবিত যোগ হইতেই প্রবৃদ্ধ হয়—ফলোন্মুখী হয়। যে

যোঽপ্রমত্তস্তু যোগেন স যোগী রমতে চিরম্ ॥ ১ ॥
সমাপয্য নিদ্রাং সুজীর্ণেঽল্পভোজী,
শ্রমত্যাজ্যবাধে বিবিক্তে প্রদেশে।

ভবতি। যস্তু সাধকঃ সন্নপ্রমত্তঃ প্রমাদরহিতঃ লয়বিক্ষেপকষায়রসাস্বাদেষনাসক্তঃ সাবধানঃ; কেন? যোগেনৈবানুষ্ঠিতেনোক্তরূপেণ, স যোগী সম্প্রাপ্তব্রহ্মাত্মৈকত্ব, প্রাপ্তানর্থনিবর্হণস্ত্যক্তচেষ্টঃ সন্ রমতে ক্রীড়তি আনন্দময়মাত্মনঃ স্বরূপমুপভুঙ্ক্তে চিরং অনাদিনিধনং কালমিতি ॥ ১ ॥

সমাপয্য সমাপয়িত্বা নিদ্রাং লয়ং সর্ব্বেষাং করণানাং, কথম্? তদানীং করণগ্রামবিলয়াৎ কিমপি কর্ত্তুং ন পার্য্যত ইতি ন চাভ্যুদয়ায়, নাপি নিঃশ্রেয়সায় চ সা ভবতীতি তাং নিদ্রাং বিজিত্য নিষ্কৈবল্যগমনেচ্ছয়া; সুজীর্ণে সুপরিপক্বে কর্ম্মভিঃ কষায়ে রাগদ্বেষমোহে, অবিদ্যানুবৃত্তৌ সংস্কারশেষেণ ক্বচিৎ কিঞ্চিৎ ভোজয়তি যঃ, সঃ অল্পভোজী কিঞ্চিদ্ভোগবান, যৎ শ্রমতি শ্রমং করোতি আত্মানং পরমাত্মনা যুঞ্জন্ স্থিরাং ধারণাং কর্ত্তুম্, আজ্যবাধে সতি অজস্রং পরমাত্মন ইদ

সাধক কথিতরূপ যোগের সাহায্যেই প্রমাদহীন—লয়, বিক্ষেপ, কষায় ও রসাস্বাদরূপ অনবধানতায় আসক্ত না হয়, সে ব্রহ্মাত্মৈকত্বলাভ করিয়া সকল প্রকার অনর্থ নিবর্হণপূর্ব্বক নিত্য নিরতিশয় আনন্দ (আত্মস্বরূপ) উপভোগ (রূপ ক্রীড়া) করে—রমণ করে। সে চিরকালের জন্য পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া যায়,—নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব সচ্চিদানন্দ পরমাত্মাই হয় ॥১॥

চক্ষুরাদিকরণগ্রামের নিদ্রা সমাপিত করিয়া; নিদ্রা কি? না, লয়; নিদ্রাকালে কোনও ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান থাকে না। সকল গুলিই স্ব স্ব কারণে যাইয়া লয়প্রাপ্ত হয়; সুতরাং নিদ্রাকালে কোন প্রকার অভ্যুদয় বা নিঃশ্রেয়সকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে পারেনা। এইজন্য নিষ্কৈবল্যলাভের চেষ্টায় সেই নিদ্রাকে জয় করিয়া. সুজীর্ণ অবস্থায়—কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা কষায়গুলি—অনুরাগ, দ্বেষ, ও মোহরূপ কষায় সকলের সুপরিপাক—সমূলে উচ্ছেদ হইলে, ক্বচিৎ ব্যুত্থানদশায় অবিদ্যার অনুবৃত্তিদ্বারা অবশিষ্টসংস্কারবশতঃ কিঞ্চিৎ মাত্র যে ভোগ করে, সে অল্পভোজী সাধক যে শ্রম করে—জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত যোগ করিতে স্থির—অচল ও অটল

সদাঽশীতনিস্তৃষ্ণ এষ প্রযত্নোঽ-
থ বা প্রাণরোধো নিজাভ্যাসমার্গাৎ ॥ ২ ॥

… মত্তদাত্মাং ব্রহ্মত্বং, তস্য বাধে সতি সাংসারিকত্ব উপস্থিতে, বিবিক্তে নির্জনে দেশে সংসারকোলাহলস্য বহির্ভাগে আসীনঃ সদা অশীতনিস্তৃষ্ণঃ আদৌ অশীতঃ …াৎ নিস্তৃষ্ণ, সোঽশীতনিস্তৃষ্ণঃ। ভূমিষ্ঠো হি প্রাক শীতমনুভবন রোতীতি …রোধেঽপি তদাদিত্বস্যৌৎসর্গ্যাৎ, ন শীতোঽস্তি যস্য, সোঽশীতঃ, নির্গতা …ভিন্নং কার্য্যং তৃষ্ণা যস্য, স নিস্তৃষ্ণস্তথাবিধঃ পরমাত্মস্বরূপে দ্বন্দ্বাভাবাৎ …গ্রীষ্মযোরস্পৃষ্টঃ সন্, এষ প্রযত্নঃ অভ্যাসঃ সচ বৈরাগ্যেণ যোগ ইত্যাখ্যায়তে। …বা হঠে প্রাণস্য বায়োঃ রোধঃ প্রাণায়ামঃ স নিজাভ্যাসমার্গাৎ গুরুপ্রদৃষ্টাৎ। …বিধো যোগ ইহ প্রদর্শিতো ভবতি, রাজযোগো জ্ঞানাবৃত্ত্যাঽহৃদয় একঃ, অপরশ্চ …াণায়াম ইতি ॥ ২ ॥

…তেছে আত্মা—অজত্ব, তাহার বাধ হইলে—সংসারভাব উপস্থিত হইলে, যে …করে, বিবিক্তপ্রদেশে—নির্জ্জন দেশে বসিয়া—সংসারকোলাহলের বহির্ভাগে …বস্থান করিয়া, সদা অশীতনিস্তৃষ্ণ হইয়া—প্রথম অশীত হইবে, পরে নিস্তৃষ্ণ …বে যে, সে অশীতনিস্তৃষ্ণ; কারণ, শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রথমে শীতের …নুভবপূর্ব্বক রোদন করিয়া থাকে দেখা যায়; সুতরাং শীতগ্রীষ্মাদির নিরোধ-…লেও প্রথমে শীতের নিরোধ করাই স্বাভাবিক। সেইজন্য যাহার প্রথমে শীত-…বোধ হইয়াছে, এবং পরে গ্রীষ্মেরই রূপান্তর—কার্য্যবিশেষ তৃষ্ণাও যাহার …ই, সে অশীতনিস্তৃষ্ণ; কি করিয়া নিরোধ করিবে? না, আত্মস্বরূপে শীত-…ষ্মাদি কোন ভাবই নাই; সুতরাং সাধক যখন আত্মভাবে যাইতে অগ্রসর …য়াছে, তখন শীতোষ্ণাদির স্বভাবহীন আত্মস্বরূপে অবস্থানপূর্ব্বক …ত ও গ্রীষ্ম দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া, সংসারকোলাহলের বহির্ভাগে অবস্থান …রিয়া, জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত যোগ করিয়া, স্থির অচল অটল ধারণা করিতে …ধানকালে সংসারভাব উপস্থিত হইলে, জিতনিদ্র, মৃদিতকষায়, ভোগের …বদশায় উপস্থিত সাধক বৈরাগ্যসহকারে যে প্রযত্ন করে—যে অভ্যাস করে, …ই প্রযত্নকে যোগ বলা হয়। অথবা হঠযোগে প্রাণবায়ুর যে রোধ, গুরু যে …ার প্রদর্শিত করিয়াছেন, সেই উপায় অবলম্বন করিয়া যে প্রাণায়ামসাধনা

বক্ত্রেণাহহপূর্য্য বায়ুং হুতবহনিলয়েহপানমাকৃষ্য ধৃত্বা,
স্বাঙ্গুষ্ঠাদ্যঙ্গুলীভির্বরকরতলয়োঃ ষড়্ভিরেবং নিরুদ্ধ্য।
শ্রোত্রে নেত্রে চ নাসাপুটযুগলমথোহনেন মার্গেণ সম্যক্,
পশ্যন্তি প্রত্যয়াংশং প্রণববহুবিধধ্যানসংলীনচিত্তাঃ ॥ ৩ ॥

কথম্? উচ্যতে,—বক্ত্রেণ কাকচঞ্চ্বাকারেণাপূর্য্য পূরকরীতিমবলম্ব্য ব
পূরয়িত্বা, হুতবহনিলয়ে জঠরে অপানমাকৃষ্য নিম্নাৎস্থানাৎ উড্ডীয়ানরীত্যা যথা
ভয়োর্বায়্বোঃ সন্ধিঃ স্যাৎ, ধৃত্বা চ স্বাঙ্গুষ্ঠাদ্যঙ্গুলিভির্বরকরতলয়োঃ ষড়্ভিরিত্যক
রেবং প্রকারেণ শ্রোত্রে, নেত্রে চ নাসাযুগলম্; তত্র তর্জ্জনীভ্যাং শ্রোত্রে, মধ্য
নামিকাকনিষ্ঠিকাভ্যাং বক্রাভ্যাং নেত্রে, অঙ্গুষ্ঠাভ্যাঞ্চ নাসাযুগলং ধৃত্বা সংগ
বায়ুমেবং ক্রমেণ নিরুদ্ধ্য অপানন্তরং বায়োঃ স্থিরতায়া, অনেন মার্গেণ পথা সম
পশ্যন্তি যোগিনঃ প্রত্যায়াংশং বৃত্ত্যারূঢ়স্য প্রত্যয়স্য বৃত্ত্যংশং পরিত্যজ্য প্রত্যয়া

করা হয়, তাহাকেও যোগ বলা হয়। তাহা হইলে, এস্থলে দ্বিবিধ যোগ
প্রদর্শিত হইল।—এক জ্ঞানাবৃত্তিকর রাজযোগ, এবং অন্য প্রাণায়ামা
হঠযোগ ॥ ২ ॥

যে শ্রম করে, সেই শ্রমকে যোগ বলা হয় কথিত হইল। কি করিয়া
করিবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন;—"বক্ত্রেণ" ইত্যাদি। মুখকে কা
চঞ্চুর আকার করিয়া, পূরকরীতি অনুসারে বায়ুকে পূরণ করিবে। আর উড্ডী
রীতি অনুসারে নিম্নস্থান পায়ু-আদি হইতে অপানবায়ুকে আকর্ষণ করিবে
হইলে ঐ উভয় বায়ুর পরস্পর সন্ধি হয়—সম্মিলন হয়। তার পর বিশুদ্ধ কর
দ্বারা—নিজ অঙ্গুষ্ঠাদি ছয়টি অঙ্গুলিদ্বারা শ্রোত্রদ্বয়, নেত্রদ্বয়, আর নাসাযুগল ধ
করিয়া, তর্জ্জনীদ্বয়দ্বারা শ্রোত্রবিবরদ্বয়; মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠাদ্বয় বক্র
নিম্নমুখ করিয়া পৃষ্ঠদেশদ্বারা নেত্রদ্বয়, এবং অঙ্গুষ্ঠদ্বয়দ্বারা নাসাপুটদ্বয় ধ
করিয়া সম্মিলিতবায়ুকে এইরূপে নিরোধ করিবে। এই প্রকারে বায়ু স্থি
ভাব ধারণ করিলে—পরে এই মার্গ অবলম্বন করিয়া যোগীগণ প্রত্যয়াংশকে

* কথিত হইয়াছে,—

"জ্ঞানাবৃত্তী রাজযোগে প্রাণায়ামাসনে হঠে।" ইতি।

শ্রবণমুখনয়ননাসানিরোধনেনৈব কর্ত্তব্যম্।
শুদ্ধসুষুম্নাসরণৌ স্ফুটমমলং শ্রূয়তে নাদঃ ॥ ৪ ॥

ব জ্ঞানাংশং চৈতন্যমাত্রং তে, যে প্রণবস্য বহুবিধে ধ্যানে সংলীনচিত্তাঃ, যেষাং
তং বুদ্ধিঃ প্রণবস্য ধ্যানে প্রত্যয়ৈকতানতায়াং সম্যক্ লীনং প্রণবপ্রত্যয়ৈকতানং
তি। তচ্চ প্রণবপ্রত্যয়ৈকতানং চিত্তমনুপতন্তি যে, তে হি পশ্যন্তি তৎ স্বরূপ-
শূন্যমিবার্থমাত্রনির্ভাসং প্রণবমাত্রমিতি সমাধিরভিহিতো বেদিতব্যঃ ॥ ৩ ॥

তদেতদ্ যৌগিকং কর্ম্ম শ্রবণমুখনয়ননাসানিরোধনৈব কর্ত্তব্যম্। অনিরোধে ন
তীতি। যদি স্যাৎ কিং তত্র নিদর্শনমিতি প্রোচ্যতে, শুদ্ধসুষুম্নাসরণৌ তয়োশ্চায়ন্ন-
তন্ময়েতীতি অমৃতত্বপ্রাপকরূপে বিমলে শুদ্ধে চ সুষুম্নামার্গে অনাহতে স্ফুটং ব্যক্তং,
মলং ধ্বন্যন্তরৈরনাবিলং যথা ভবতি, তথা শ্রূয়তে নাদঃ প্রণবস্যানাহত ইতি ॥ ৪ ॥

রিয়া থাকেন, চৈতন্য অন্তঃকরণবৃত্তিতে অধিরূঢ় হইয়া বিষয়ের জ্ঞানরূপ ধারণ
বে, কিন্তু সমাধিকালে ঐ বৃত্ত্যংশ পরিত্যাগ করিয়া, কেবল সেই চৈতন্যাংশকে
-যাহাকে প্রমা, বোধ ও প্রত্যয় বলে, সেই চৈতন্যমাত্রকে দর্শন করিয়া
কেন।—বৃত্তিজ্ঞান আর তখন থাকে না। যাহাদিগের চিত্ত প্রণবের বহু-
কার ধ্যানে সম্যক্‌রূপে লীন হইয়াছে—প্রণবজ্ঞানৈকতান হয়; যাহাদিগের
ত প্রণবজ্ঞানৈকতান হয়, অভ্যাস বশতঃ—তাঁহারা যে প্রণবের ধ্যান করিতে-
ন, এরূপ জ্ঞান পোষণ করেন না, সুতরাং তাঁহাদিগের নিকট কেবল প্রণব
ত্রই ভাসমান হইতে থাকে।—অর্থাৎ প্রণবজ্ঞান যেন থাকে না, কিন্তু কেবল
ণবমাত্রই ভাসিতে থাকে।—এরূপ যখন হয়, তখনই তাঁহারা প্রণবে সমাধিলাভ
রিয়া থাকেন। ইহাদ্বারা সমাধি * বলা হইল ॥ ৩ ॥

এই যৌগিক কর্ম্ম শ্রবণদ্বয়, মুখ, নয়নদ্বয়, ও নাসাপুটদ্বয় নিরোধ করিয়াই
রিতে হয়। কোনও রূপে যদি উহার একটিও নিরোধ না হয়, তাহা হইলে
ব হইবে না। ভাল কথা, যদি সমস্ত নিরোধ হয়, এবং সেই প্রকার প্রত্যয়াংশ
ন করিতে থাকে, তবে আর কি হয়?—এমন কিছু কি হয়, যাহা নিদর্শনস্বরূপ
[illegible] যায়? হাঁ, বলা যাইতেছে;—"শুদ্ধে" ত্যাদি। শুদ্ধ যে সুষুম্নামার্গ,

* [illegible] বলিয়াছেন—
[illegible] ধ্যানম্। তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ॥' ইতি।

বিচিত্রঘোষসংযুক্তাঽনাহতে শ্রূয়তে ধ্বনিঃ।

দিব্যদেহশ্চ তেজস্বী দিব্যগন্ধোঽপ্যরোগবান্॥ ৫ ॥

সম্পূর্ণহৃদয়ঃ শূন্যে ত্বারম্ভে যোগবান্ ভবেৎ।

যদা চ বিচিত্রঘোষসংযুক্তে অনাহতে চক্রে শ্রূয়তে ধ্বনির্নাদঃ প্রণবমাত্র নান্যস্তু; তদা যোগী দিব্যদেহশ্চ দিবিভবো দিব্যঃ স্বর্গীয়ঃ, পবিত্রো দেহো য স তেজস্বী, দিব্যগন্ধো ভবত্যপি অরোগবান্ রোগাভাববান্ স্বাস্থ্যসম্পন্ন অরোগ ইতি কস্মান্নোক্তম্? স্বাস্থ্যেন তদা নিত্যঃ সম্বন্ধং নাখ্যাপয়েদি প্রতীতমেব ফলমাম্নাতম্॥ ৫॥

তদুপায়মামনতি;—"সম্পূর্ণহৃদয়" ইতি। ধ্বনিনা সম্পূর্ণং হৃদয়ং যস্য ধ্বনিপরিপূর্ণহৃদয়ঃ সাধকঃ, অপর আহ অনন্যচিত্ত ইতি। কথম্? হ্যেকাংশেন বিষয়মন্যাংশেনাত্মানং পশ্যতি, নাসৌ সম্পূর্ণহৃদয়ঃ; যস্তু সর্ব

অনাহতস্থান, সেই স্থানে ব্যক্ত—পরিস্ফুট ভাবে উদ্ভূত, অমল—অন্য কোন ধ্ব দ্বারা সম্মিশ্রিত নহে, তথাবিধ প্রণবের অনাহত ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়॥ ৪

যখন বিচিত্রধ্বনিযুক্ত অনাহতচক্রে কেবলমাত্র প্রণবের ধ্বনি শ্রবণ করা যা তখন যোগী দিব্য স্বর্গীয় পবিত্র হয় দেহ যাহার, সে দিব্যদেহ হয়; এবং তেজ হয়; তাহার গাত্রে দিব্যগন্ধ প্রকাশ পায়; এবং সে অরোগবান্ হয়। তা আর কোন প্রকার রোগ থাকে না। সে স্বাস্থ্য সম্পন্ন হয়। আচ্ছা অ বলিলে না কেন? না, তাহাহইলে স্বাস্থ্যের সহিত নিত্য সম্বন্ধ তাহার হয়, এ বলা হয় না; সুতরাং অরোগবান্ হয় বলা হইয়াছে। তদ্দ্বারা যোগী যে স্বাস্থ্যলাভ করে, তাহা বলা হইল। এই কথিত ফল গুলি * প্রত্যক্ষসিদ্ধ॥ ৫

পূর্ব্বোক্ত যৌগিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবার উপায় কি, তাহা বলিতেছেন "সম্পূর্ণহৃদয়" ইত্যাদি। ধ্বনিদ্বারা সম্যক্‌রূপে পূর্ণ হইয়াছে হৃদয় যাহার, সে সা সম্পূর্ণহৃদয়। অপরে বলেন, যে অনন্যচিত্ত, তাহাকেই সম্পূর্ণহৃদয় বলা য কি করিয়া? না, যে চিত্তের একাংশ দ্বারা (বৃত্তিদ্বারা) বিষয় দর্শন করে, অন্যাংশ দ্বারা (অন্তঃকরণ দ্বারা) আত্মাকে দেখিতে থাকে, সে সম্পূর্ণ

---

* অনেক রোগী যোগাবলম্বন করিয়া রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছে। অস্মদাদিকে এ নিদর্শনস্বরূপ ধরিতে পারা যায়।

শ্বনাত্মানমাক্রামতি, স ভবতি সম্পূর্ণহৃদয়ঃ, সম্পূর্ণত্বাদাত্মনেতি বিষয়ো ব্যাবৃত্ত আগন্তুকত্বাৎ, সহজস্ত্বেষ ইতি। শূন্যে সুষুম্নাসরণৌ, তু নান্যত্র, আরম্ভে যত্রাসৌ সরণিবারভাতে, তত্র মূলাধারচক্রে প্রথমতশ্চ যোগবান্ ভবেৎ—হৃদয়পুণ্ডরীকাদ্দীপ-কলিকাকারং জীবাত্মানং মূলাধারে সমানীয় সুষুম্নাবর্ত্মনা যোজয়েৎ, ইচ্ছাশক্তিঞ্চ

হইতে পারে না ; কারণ, তাহার চিত্ত, আত্মা ও বিষয় দ্বারা বিষয়দ্বয়সম্পৃক্ত ; কিন্তু যে চিত্তের সর্ব্বাংশদ্বারা আত্মাকে দর্শন করে, কোনও অংশে বিষয়ের সম্পর্ক রাখে না, সে-ই প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণহৃদয় ; কারণ, আত্মদ্বারাই তাহার চিত্ত সম্পূর্ণ। আচ্ছা, বিষয়দ্বারাও ত হৃদয় সম্পূর্ণ হইতে পারে, যেমন বৈষয়িক পুরুষের হৃদয়। না, তাহা হইতে পারে না ; কারণ, বিষয় দর্শন করিতে হইলে, সে সঙ্গে আত্মদর্শনও করিতে হয় ; যেমন আমি পুষ্প আঘ্রাণ করিতেছি, এরূপ জানিতে হইলে 'আমার' ও 'পুষ্পের' জ্ঞান হইবেই ; সেইরূপ সর্ব্বত্রই আত্ম-সাক্ষাৎকারকে সঙ্গে করিয়াই বিষয়সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে ; সুতরাং কোনও কালে একমাত্র বিষয়দ্বারা চিত্ত পরিপূর্ণ হইতে পারে না। সেই জন্য বলিতে হইবে যে, আত্মদ্বারা পরিপূর্ণ হইতে পারে। আর এক কথা, বিষয় হইতেছে আগন্তুক, অর্থাৎ যেমন যেমন চিত্তের পরিণতি হইতে থাকে, তেমন তেমন বিষয় সকল আসিয়া হৃদয়কে অধিকার করিতে থাকে ; সুতরাং যদি চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে বিষয়সকলকে আসিতে নাও দিতে পারে ; কিন্তু আত্মার বেলায় আর তাহা চলে না ; কারণ, চিত্তের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে আত্মা চিত্তের সহচর হইয়া আছেন। অতএব ক্বচিৎ সমস্তবিষয়কে পরিত্যাগ করিয়া চিত্ত অবস্থান করিতে পারে ; কিন্তু আত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া চিত্ত এক ক্ষণমাত্রও থাকিতে পারে না। সেইজন্য অর্থ করিতে হইবে—অনন্যচিত্ত হইয়া আত্মাকে মাত্র যে অবলম্বন করিয়াছে, সে-ই হইতেছে সম্পূর্ণহৃদয়। সেইরূপ সাধক সুষুম্নামার্গে ; কিন্তু ইড়া, কি পিঙ্গলামার্গে নহে, যে স্থলে সুষুম্না নাড়ী আরম্ভ হইয়াছে, সেই স্থলে ; সে স্থল হইতেছে মূলাধারচক্রের প্রথম। সাধক সেই স্থানে প্রথমতঃ যোগবান্ হইবে—অর্থাৎ হৃদয়পুণ্ডরীক হইতে দীপশিখাকারে উদ্ভাসিত জীবাত্মাকে মূলাধারচক্রে আনয়ন করিয়া সেই সুষুম্নাপথে সংযোজিত করিবে ; এবং সেই পথে জীবাত্মাকে পরিচালিত করিবার জন্য ইচ্ছাশক্তিকে বায়ুর সাহায্যে সেই স্থলে প্রোরিত করিবে। সকলের উপর আধিপত্যপ্রকাশকারিণী এই ইচ্ছাশক্তি

দ্বিতীয়াং বিঘটীকৃত্য বায়ুর্ভবতি মধ্যগঃ ॥ ৬ ॥
দৃঢ়াসনো ভবেদ্ যোগী পদ্মাদ্যাসনসংস্থিতঃ।

তত্র প্রেরয়েজ্জীবং পথি চালয়িতুম্ সর্ব্বস্বামিন্যেষেচ্ছা শক্তির্যদা চালয়িতুমারভেত তদা দ্বিতীয়াং গ্রন্থনাং স্বাধিষ্ঠানচক্রবচনাং বিঘটীকৃত্য সতীং নিম্নমুখীং তামূর্দ্ধমুখী মুকুলিতাঞ্চ প্রস্ফুটিতাং কৃত্বা তন্মধ্যচ্ছিদ্রপথেন প্রাপ্তাবসরো বায়ুর্ভবতি মধ্যগঃ ইতি জীবোঽপীচ্ছয়া গমিষ্যতীতি ॥ ৬ ॥

যদা চৈবং, তদা দৃঢ়াসনো ভবেদ্ যোগী অবিচলিতং কালপ্রতীক্ষার্থমবস্থানং যস্যাসৌ, তাদৃশো ভবেৎ যোগী যোগবান্ যোগমপরিত্যজ্য, তৎ কথং স্যাৎ এবং, পদ্মাদ্যাসনানামন্যতমে হ্যাসনে স সংস্থানং সম্যগবস্থিতিং কুর্য্যাৎ। তথা দৃঢ়াসন এব ভবেদিতি। কথম্? অস্তি চ মণিপূরকং নাম তৃতীয়ং চক্রম্, যত্র খলু বিষ্ণুর্মায়াং বিস্তার্য্য মূর্ত্তিমতীভিঃ কামনাভিঃ প্রতিপালয়ন্তিষ্ঠতি। যত্র গত্বা বদ্ধপরিকরোঽপি যোগী বিলোলভঙ্গ্যা তাসাং মুহ্যতীতি দৃঢ়াসনো ভবেদিত্য

যখন জীবাত্মাকে সেই পথে পরিচালিত করিতে আরম্ভ করিবে, তখন দ্বিতী গ্রন্থনা যে স্বাধিষ্ঠানচক্ররচনা, তাহাকে বিঘটিত করিয়া,—অর্থাৎ নিম্নমুখে অবস্থি পদ্মকে ঊর্দ্ধমুখে এবং মুকুলিতভাবকে প্রস্ফুটিতভাব করিয়া, তাহার মধ্যে স্থি ছিদ্রপথে যাইবার অবসর পাইয়া বায়ু মধ্যে চলিয়া যাইবে, ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে জীবাত্মাও সেই সঙ্গে গমন করিবে ॥ ৬ ॥

যখন জীবাত্মা সুষুম্নামার্গে গমন করিতে আরম্ভ করিবে, তখন সাধক যোগ পরিত্যাগ না করিয়া দৃঢ়াসন হইবে। কালের প্রতীক্ষায় যাহার অবস্থান বিচলিত না হয়, সে-ই হইতেছে দৃঢ়াসন। তাহা কি করিয়া হয়? না, পদ্মাদিনামক আসনসকলের মধ্যে যে আসনে সাধক সুখে স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে পারে সেই আসনে উত্তমরূপে অবস্থিতি করিবে। তাহা হইলে দৃঢ়াসন হইতে পারিবে একথা বলিবার উদ্দেশ্য কি? না, স্বাধিষ্ঠানচক্রের পর মণিপূরকনামে একটি চক্র আছে, যে স্থানে বিষ্ণু নিজ ইচ্ছাশক্তিরূপ মায়াজালের বিস্তার করিয়া মূর্ত্তিমতী কামনাসকলদ্বারা সেই স্থানকে সর্ব্বদা রক্ষণাবেক্ষণ করাইয়া অবস্থান করিতেছেন, যে স্থানে গেলে যোগী বদ্ধপরিকর অবস্থায় থাকিলেও তাহাদিগের বিলোলভঙ্গিদ্বারা মোহপ্রাপ্ত হয়, এবং কামনায় আসক্ত হইয়া আর উন্নতিলা

বিষ্ণুগ্রন্থেস্ততো ভেদাৎ পরমানন্দসম্ভবঃ ॥ ৭ ॥
অতিশূন্যো বিমর্দ্দশ্চ ভেরীশব্দস্ততো ভবেৎ।
তৃতীয়াং যত্নতো ভিত্ত্বা নিনাদো মর্দ্দলধ্বনিঃ ॥ ৮ ॥

দেশঃ কৃতঃ। তস্মিন্ কৃতে বিষ্ণুগ্রন্থের্মায়ারচনায়াস্ততস্তস্মিন্ ক্ষণে ভেদাৎ বিচ্ছেদাৎ পরমানন্দস্য সম্ভবো ভবতীতি। মায়াবৃতং হি পরমানন্দং কশ্চিদপি পূর্ণতয়া নানুভবিতুমর্হতি; মায়াপায়ে চ মেঘাপায়ে চান্দ্র ইবাসৌ পরমানন্দঃ প্রকাশঃ সমুদেতি, উপভুজ্যতে চেতি ॥ ৭ ॥

অথৈব শূন্যমতিক্রম্য উত্থিতঃ সন্ পর্য্যাপূর্য্য সরণিং বিমর্দ্দো ঘর্ষণং বায়ুনা সরণেঃ যঃ, স ভেরীশব্দ ইব ততস্তস্মাৎ স্থানাদ্ ভবেৎ। তাঞ্চ তৃতীয়াং রচনাং মণিপূরকাখ্যাং যত্নতঃ সাধকস্য ভিত্ত্বা বিচ্ছিদ্য চলিতস্য বায়োর্ভবতি নিনাদো রাবঃ মর্দ্দলধ্বনিরিব যস্য ধ্বনিরিতি জানীয়াৎ ॥ ৮ ॥

করিতে সমর্থ হয় না। সেই জন্য শ্রুতি এই আদেশ করিতেছেন যে, সাধক যোগপরিত্যাগ না করিয়া দৃঢ়াসন থাকিবে। সে ভাবে আসন দৃঢ় করিলে, বিষ্ণুগ্রন্থি যে মায়ারচনা, যাহার প্রলোভনে অনেক যোগীই মুগ্ধ হয়, সেই ক্ষণে তাহার ভেদ হয়—বিচ্ছেদ হয়, মায়ার আকর্ষণবিকর্ষণ আর থাকে না; সুতরাং তখন পরম আনন্দ প্রকাশ পায়। পরমানন্দভাব মায়াদ্বারা আবৃত—আচ্ছাদিত থাকে বলিয়াই কেহ সম্পূর্ণভাবে অনুভব করিতে পারে না; কিন্তু মেঘজাল অপসৃত হইলে যেমন পূর্ণচন্দ্রের পরমাহ্লাদক সুস্নিগ্ধ চন্দ্রিকারাশির প্রকাশ হয়, সেইরূপ মায়ার আবরণ উন্মোচন হইলে পরমানন্দের পূর্ণ বিকাশ সমুপস্থিত হয়, এবং সে-আনন্দ উপভোগ করিতেও পারা যায় ॥ ৭ ॥

সাধক যে মণিপূরকচক্রের সম্মুখীন হইয়াছে, তাহা কি উপায়ে জানা যাইবে, তাহার কিছু উপায় নির্দ্দেশ করিতেছেন;—"অতিশূন্য" ইত্যাদি। সেই স্বাধিষ্ঠানচক্র ভেদ করিয়া যখন ঊর্দ্ধে উঠিবে, তখন বায়ু শূন্যস্থানকে অতিক্রম করিয়াই উত্থিত হইবে—অর্থাৎ সুষুম্নামার্গের সম্পূর্ণ শূন্য স্থান আপূরিত করিয়াই উত্থিত হইবে; সুতরাং বায়ুর সহিত সুষুম্নামার্গের যে বিমর্দ্দ—ঘর্ষণ হয়, সেটি ভেরীর শব্দের ন্যায় শব্দ প্রকাশ করিতে থাকে। যখন সেই স্থান হইতে ভেরীশব্দ উত্থিত হইতে থাকিবে, তখন সাধকের যত্নে বায়ু মণিপূরকনামক তৃতীয়রচনা—তৃতীয়

মহাশূন্যং ততো যাতি সর্ব্বসিদ্ধিসমাশ্রয়ম্ ।
চিত্তানন্দং ততো ভিত্ত্বা সর্ব্বপীঠগতানিলঃ ॥ ৯ ॥
নিষ্পত্তৌ বৈষ্ণবঃ শব্দঃ ক্বণতীতি ক্বণো ভবেৎ ।
একীভূতং তদা চিত্তং সনকাদিমুনীড়িতম্ ॥ ১০ ॥

মহাশূন্যং নবমমাকাশচক্রং ততস্তস্মাৎ স্থানাদুৎক্রম্য যাতি, যৎ সর্ব্বসিদ্ধিসমাশ্রয়ম্। কো যাতি? চিত্তানন্দং চিত্তগতমানন্দং ততস্তস্মাৎ স্থানাত্তালুচক্রা চিত্তলয়েন ভিত্ত্বা বিচ্ছিদ্য সর্ব্বপীঠগতোঽনিলঃ প্রচলিতো বায়ুঃ সর্ব্বং সর্ব গন্তব্যং, তৎ সর্ব্বং পীঠং চক্রং গতঃ প্রাপ্তঃ পশ্চাৎ ॥ ৯ ॥

নিষ্পত্তৌ সাধনস্য—চক্রভেদসাধনস্য পরিপাকে সতি বৈষ্ণবঃ বিষ্ণোরয়ং শব্দঃ প্রণবঃ ক্বণতি শব্দায়তে স্বয়মুদ্ভবতি শব্দাকারেণ, ইতি হেতোঃ ক্বণো ভবেৎ ক্বণনামা স্বয়ং প্রণবধ্বনিরুদ্ভবতি। একীভূতং বহুমুখঞ্চ বহুবিষয়ং সদেকীভূতং বিষয়ৈকাত্ম্য তদা চিত্তং ভবতি, সনক আদির্যেষাং, তে সনকাদয়ঃ সর্ব্বে মানসাঃ পুত্রা জ্ঞানবৈরাগ্যাদিশালিনস্তৈঃ সনকাদিভিমুনিভিশ্চ সর্ব্বৈরন্যৈর্ব্যাসাদিভির্মননশীলৈরীড়িতম্

চক্রকে ভেদ করিয়া চলিতে থাকিলে, সে স্থানের সহিত বায়ুর ঘর্ষণ জন্য এ প্রকার শব্দ হয়; মঙ্গলের ধ্বনির ন্যায় তাহার ধ্বনি, ইহা জানিবে ॥ ৮ ॥

মহাশূন্য হইতেছে নবম আকাশচক্র। সাধকের বায়ু সেই তৃতীয়চক্র হইতে ক্রমে অন্যান্য চক্র ভেদ করিয়া নবম আকাশচক্রে যাইয়া উপস্থিত হয়। এ চক্রটি সকল প্রকার সিদ্ধির আকার। কে যায়? না, সেই স্থান হইতে—তালু চক্র হইতে—চিত্তকে জয় করিয়া তালুচক্রের ভেদ করিতে হয়, এবং সেই স্থানে চিত্তগত যত আনন্দ, সে সকল আনন্দ লাভ করিয়া, যে সকল গন্তব্য স্থান, সেই সকল গন্তব্য স্থানকে—সেই সকল পীঠকে—চক্রকে প্রাপ্ত হইয়া পরে বিভিন্ন সর্ব্বচক্র বায়ুই মহাশূন্যনামক নবমচক্রে চলিয়া যায় ॥ ৯ ॥

সাধনের নিষ্পত্তি হইলে চক্রভেদের সাধনসকল পরিপক্ব হইলে, মহাবিষ্ণুর অর্থকে বুঝাইতে সমর্থ যে শব্দ, প্রণবক্বণিত হয়—শব্দ করে—শব্দাকারে স্বয়ং উদ্ভূত হয়, এই হেতু ক্বণনামে প্রণবধ্বনি স্বয়ং উদ্ভূত হয়। সে সময়ে বহুমুখ বহুবিষয়ক হইলেও বিষয়রূপ আত্মা এক বলিয়া চিত্ত একীভূত হয়, এই বং সনকপ্রমুখ জ্ঞানবৈরাগ্যশালী ব্রহ্মার মানসপুত্রসকল, এবং অন্য সকল মননশী

স্তুতং কীর্ত্তিতমিতি। সনতেঃ সনোতের্ব্বা সম্ভক্তিসেবাকর্ম্মণোরেষ হি সেবতে যোগং সনকঃ সেবকো ভবতি। যোঽপি সিদ্ধঃ সাংসিদ্ধিকঃ, স এবং ব্যাচক্ষতে ইতি। সানকং হি জ্ঞানমপি সার্ব্বজ্ঞ্যবীজম্। উপচারেঽপি বাক্তিশ্চ শব্দ-পূর্ব্বেতি ব্যাকৃতমস্মাভিঃ কৃত্যাকল্পক্রমে। তস্মান্নেহ প্রতনাত ইতি॥ ১০॥

ব্যাসাদিমুনিগণ স্তুতিচ্ছলে কীর্ত্তন করিয়াছেন। সনকপদ হইল কি করিয়া? না, সেবা, বা সম্ভক্তি অর্থে প্রসিদ্ধ সনতি, বা সনোতিরূপের সন্‌ধাতু হইতে সনক-পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যে যোগের সেবা করে, বা যোগের সম্যক্ বিভাগ করে, সেই সনক। সনকশব্দের অর্থ যোগসেবক। তদ্ভিন্ন যাঁহাদিগের জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি জন্মগত সিদ্ধ, সেই সকল কপিলাদিমহর্ষিগণও ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন শুনিতে পাওয়া যায়। অবশ্য সনকাদি, সিদ্ধ, মুনি ও ঋষিগণ বেদপ্রাদু-র্ভাবের পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাদিগের প্রত্যক্ষীভূত জ্ঞানের পরিচয় যদিও বেদের দেওয়া অসম্ভব, তথাপি বেদপুরুষ সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া জাগতিক সকলপ্রকার জ্ঞানও তাঁহার অঙ্গীভূত, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। অন্যথা সর্ব্বজ্ঞভাব উপপন্ন হইবে না; সুতরাং বেদপুরুষ সর্ব্বজ্ঞতাপ্রভাবে ভাবী সন-কাদির জ্ঞান প্রত্যক্ষ করিয়া অতীতকালের সাহায্যে বলিয়াছেন। তাহাতে ইহা বুঝিতে হইবে না যে, সনকাদির প্রাদুর্ভাবের পর বেদের আবির্ভাব হইয়াছে। "ভাবিনি ভূতবদুপচারঃ"—ভাবীকে অতীতের ন্যায় উপচার করিয়া বলিবার রীতি আছে। ব্যবহারক্ষেত্রেও দেখা যায়, কেহ প্রশ্ন করিলে, তাহাকে সুস্থির করিবার জন্য বলা হয় 'তুমি জান, আমি করিয়াছি' 'ধর, দেখিয়াছি' ইত্যাদি। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও গীতায় বলিয়াছেন, হে সব্যসাচিন্! তুমি জান, 'পূর্ব্বেই আমা-কর্তৃক ইহারা সকলেই নিহত হইয়াছে। এখন তুমি 'নিমিত্তমাত্র হও'। "ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব, নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।" ইতি। অতএব এস্থলে যে বেদ-পুরুষ বলিয়াছেন, ইহা সনকাদি মুনিগণ বলিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অনুপপন্ন নহে। তার পর আর এক কথা এই যে, বেদশব্দ অবলম্বন করিয়াই ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়া থাকেন; সুতরাং বেদে যদি এপ্রকার পরিকীর্ত্তিত না থাকে, তবে অসর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মা কি করিয়া তথাবিধ সৃষ্টি করিবেন? সেই জন্য বেদপুরুষ ভাবী ব্যাপারকে অতীতের ন্যায় ধরিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। শব্দপূর্ব্বকই যে সৃষ্টি হয়, ইহা কৃত্যকল্পক্রমে আমি বিশেষভাবে নিরূপণ করিয়াছি। অতএব এস্থলে আর শব্দসৃষ্টির অবতারণা করিলাম না॥ ১০॥

অন্তেঽনন্তং সমারোপ্য খণ্ডেঽখণ্ডং সমর্পয়ন্।
ভূমানং প্রকৃতিং ধ্যাত্বা কৃতকৃত্যোঽমৃতো ভবেৎ ॥ ১১ ॥
যোগেন যোগং সংরোধ্য ভাবং ভাবেন চাঞ্জসা।

তত্র মহাশূন্যচক্রে স্থিত্বা, অন্তে অন্তবর্তি অধয়বেঽংসে বা জীবে অনন্ত স্বরূপং সমারোপ্য অভিন্নতয়া প্রতীত্য ; কথম্, সমারোপ এব কথং ন ভবতি মেত্যাহ ; খণ্ডে খণ্ডস্বরূপে মায়াগ্রস্ততয়া, অখণ্ডং স্বরূপং সমর্পয়ন্ অভিন্নং অধ্যা সার আত্মানং ভূমানং প্রকৃতিং সর্ব্বব্যাপিনং অমৃতং,যো হি তটস্থতয়োচ্যতে,প্রপঞ্চ প্রকরণাৎ প্রকৃতিস্তাং প্রকৃতিং স্বং ভাবং ধ্যাত্বা সমাধায় সম্প্রজ্ঞাততয়া কৃতকৃত্যে অনুষ্ঠিতানুষ্ঠেয়ঃ সন্নমৃতো মরণরহিতো নিত্যসিদ্ধশ্চরমঃ পরম আত্মৈব ভব ত্রিকালাতীত ইতি ॥ ১১ ॥

যোঽয়ং সমাধিরুক্তঃ প্রকৃতেঃ, স কথং নিরোদ্ধব্যঃ ? অনিরোধে বা ভবি কথং কৃতকৃত্যতা ? ইত্যত আহ,—"যোগেনে"ত্যাদি। যোগেন অসম্প্রজ্ঞা সমাধিনা যোগং সম্প্রজ্ঞাতসমাধিং সংরোধ্য প্রযত্নবিশেষেণ ; ভাবং নির্ব্বিচা

সেই মহাশূন্যচক্রে অবস্থান করিয়া, পরমাত্মার অংশস্বরূপ জীবে অনন্ত সমারোপ করিয়া—অভিন্নভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া। কেন, সমারোপই বা কেন হইবে ? না, তাহা হইতে পারে না, এই কথা বলিতেছেন ;—"খণ্ড" ইত্যাদি মায়াগ্রস্ত বলিয়া খণ্ডস্বরূপ জীবে অখণ্ডস্বরূপ সমর্পিত করিয়া জীবাত্মা ও পরমাত্ম অভেদ প্রত্যক্ষ করিয়া, ভূমা প্রকৃতিকে সাক্ষাৎকার করিবে। সর্ব্বব্যাপী অ যে পরমাত্মা, যাঁহাকে তটস্থরূপে—জগতের দিক্ দিয়া বলিতে হইলে যাঁহা প্রকৃতি বলা হয়, যাহার কার্য্য অতীব উত্তম, সেই প্রকৃতিকে, সেই স্বভাব পরমাত্মাকে ধ্যান করিবে—সম্প্রজ্ঞাতরূপে সমাধি করিবে। এইরূপে সমাধি করি সাধক কৃতকৃত্য হইবে। সাধকের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা সাধকের অনুষ্ঠিত হইবে সুতরাং অমৃতে সমাধি করিয়া অমৃত হইবে—মরণরহিত হইবে।—অর্থাৎ নিত্য সিদ্ধ যে চরম পদার্থ পরমাত্মা, সেই ত্রিকালাতীত পরমাত্মাই হইবে ॥ ১১ ॥

এই যে ভূমা প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া সমাধি করিবার কথা বলা হইল, সমাধি কি করিয়া নিরুদ্ধ হইবে ? যদি তাহার নিরোধ না হয়, তবে সমস্ত কর্ম বা কি করিয়া শেষ করা হইবে ? এইজন্য বলিতেছেন ;—"যোগেন" ইত্যাদি

নির্ব্বিকল্পং পরং তত্ত্বং সদা ভূত্বা পরং ভবেৎ ॥ ১২ ॥
অহম্ভাবং পরিত্যজ্য জগদ্ভাবমনীদৃশম্।

সমাপত্তিজঞ্চ সংস্কারং ভাবেন তেনৈব চাঞ্জসা যথার্থং নিরোধ্য, নির্ব্বিকল্পং সমস্তোপাধিবিধুরং নিষ্কেবলং পরং "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিদি"ত্যাম্নাতং চরমং, তত্ত্বং স্বরূপং, সদা ভূত্বা গত্বা ভবতের্গত্যর্থত্বাৎ, পরং তত্ত্বং ভবেৎ স্বরূপপ্রতিষ্ঠাং লভেত স্বরাট্ ভবতীতি ॥ ১২ ॥

কথমসৌ সংস্কারাতিশয়শ্চিত্তং সাধিকারং ন করিষ্যতীত্যাম্নায়তে;— "অহম্ভাবম্" ইত্যাদি। অহম্ভাবং চিত্তং পরিত্যজ্য, জগদ্ভাবং পশুধনপুত্রমিত্র

যোগদ্বারা—অসম্প্রজ্ঞাতনামক সমাধিদ্বারা যোগকে—সম্প্রজ্ঞাতসমাধিকে নিরোধ করিবে। সম্প্রজ্ঞাতসমাধির শেষ অবস্থায় সমাধিপ্রজ্ঞালব্ধ প্রযত্নবিশেষদ্বারা সম্প্রজ্ঞাতসমাধি ও সম্প্রজ্ঞাতসমাধিজ প্রজ্ঞার নিরোধ হয়। তাহা বলিতেছেন, "ভাবম" ইত্যাদি। নির্ব্বিচারসমাপত্তিজ সংস্কারকে সেই প্রযত্নবিশেষজাত সংস্কারদ্বারা যাহা হইলে নিরোধ হয়, সেরূপ যত্ন করিবে। সেই নির্ব্বিচারসমাপত্তি ও নির্ব্বিচারসমাপত্তিজাত সংস্কাররাশিকে নিরোধ করিয়া, নির্ব্বিকল্প—সমস্ত উপাধি-রহিত নিষ্কেবল পর 'পুরুষ অপেক্ষা পরের পদার্থ আর নাই। সেই পরপদার্থই কাষ্ঠা, এবং সে-ই পরা গতি' এই শ্রুতিতে কথিত সেই চরম তত্ত্ব—চরমের পরম স্বরূপ সকলকালের জন্য প্রাপ্ত হইয়া, ভূধাতুর প্রাপ্তিরূপ অর্থ আছে; সুতরাং এখানে সেই অর্থই লইতে হইবে। অতএব সেই চরমের পরম পদার্থকে প্রাপ্ত হইয়া, পরতত্ত্ব হইবে—সেই পরম পদার্থ পরমাত্মাই হইবে। যাহা জীবের স্বরূপ, সেই স্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত হইবে—স্বরাট্ হইবে॥ ১২ ॥

আচ্ছা, ঐ যে নির্ব্বিচারসমাপত্তিদ্বারা সংস্কারবিশেষ উৎপন্ন হয়, যদ্দ্বারা সর্ব্বসংস্কার নিরোধ হইয়া অসম্প্রজ্ঞাতসমাধিকে উপস্থিত করে, যাহাকে নির্ব্বীজসমাধি বলে, সেই সংস্কারযুক্ত হইয়া চিত্ত সাধিকার কেন না হয়? চিত্তের অধিকার দুইটি; একটি ভোগ করান, অপরটি অপবর্গ দেওয়ান; সুতরাং চিত্ত যদি সাধিকার হয়, তবে আবার ভোগ হইবার সম্ভব। তাহা কেন না হয়? এই প্রশ্নের সমাধানার্থ বলিতেছেন;—"অহম্ভাবম্" ইত্যাদি। চিত্তের যে অহম্ভাব 'আমিত্ব-জ্ঞান' আছে, সেই অহম্ভাবকে পরিত্যাগ করিয়া, এবং পশুধনপুত্রমিত্রপত্র-

নির্ব্বিকল্পে স্থিতো বিদ্বান্ ভূয়ো নাপ্যনুশোচতি ॥ ১৩ ॥
সলিলে সৈন্ধবং যদ্বৎ সাম্যং ভবতি যোগতঃ।
তথাঽঽত্মমনসোরৈক্যং সমাধিরভিধীয়তে ॥ ১৪ ॥

কলত্রাদিভাবং, যমনীদৃশং স্বরূপবিরোধিনং স্বরূপতিরোধায়কং পরিহরতি। তঃ তে প্রজ্ঞাকৃতাঃ সংস্কারা ন ক্লেশক্ষয়হেতুত্বাচ্চিত্তমধিকারবিশিষ্টং কুর্ব্বন্তি; চি হি তে স্বকার্য্যাদবসাদয়ন্তি; খ্যাতিপর্য্যবসানং হি চিত্তচেষ্টিতমিতি। তদা নির্ব্বিকল্পে স্বস্বরূপে স্থিতো বিদ্বান্ ভূয়ঃ পুনর্নানুশোচতি জগদ্ভাবমাত্মন্যধ্যাস্যা মপি জগত্যধ্যাস্যাঽহমিদং মমেদমিতি ব্যবহরন্ ন কিশ্নাতীতি ॥ ১৩ ॥

ইদানীং পঞ্চধা সমাধিং লক্ষয়তি;—"সলিল" ইত্যাদিনা। সলিলে জ সৈন্ধবং সিন্ধুদেশোদ্ভবং সমুদ্রজাতং বা লবণং যদ্বৎ সাম্যং জলসমভাবং ভ যোগতঃ সামানাধিকরণ্যসম্বন্ধতঃ; তথা আত্মমনসোঃ পরমাত্মজীবাত্মনোরৈ মেকতাঽভেদাধ্যবসায়ঃ সমাধিরভিধীয়তে ॥ ১৪ ॥

আদিরূপ আত্মস্বরূপবিরোধী আত্মস্বরূপের আচ্ছাদক যে অনীদৃশ—এপ্রকা নহে, সেই জগদ্ভাবকে পরিদর্শন করিয়া থাকে। তাহাতে এই হয় যে, সমাধিপ্রজ্ঞাজাত সংস্কারসকল অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ নামক ক্লেশদায়ক পদার্থগুলির ক্ষয়কারক বলিয়া চিত্তকে অধিকারবিশিষ্ট ক না। যেহেতু সেই সংস্কারপ্রচয় চিত্তকে নিজের করণীয় কার্য্য হইতে অবসন্ন ক দেয়; কারণ, আত্মজ্ঞানের উদয় করিয়া দেওয়া পর্য্যন্তই চিত্তের শেষ অধিকা তাহা সিদ্ধ হওয়ায় আর চিত্ত কোন কার্য্য করিতেই প্রবৃত্ত হয় না। সে স সকলবিকল্পজালশূন্য আত্মস্বরূপ নির্ব্বিকল্পসমাধিতে অবস্থান করিয়া, আর অনুশোচনা করে না —অর্থাৎ জগদ্ভাব আত্মায় অধ্যাস করিয়া, এবং আত্মভাব জগতে অধ্যাস করিয়া, 'আমি ও আমার' ইত্যাকার ব্যবহার করিয়া আর ভোগ করে না। আমি কৃশ বলিয়া মনঃকষ্ট পায় না, এবং আমার ধন নাই করিয়া দুঃখিতও হয় না, এই প্রকার জাগতিক অন্য কোনও ব্যবহার করে যদ্দ্বারা ক্লেশভোগ করিতে হয় ॥ ১৩ ॥

এইরূপ পাঁচ প্রকার লক্ষণ করিয়া সমাধির পরিস্ফুট জ্ঞান করিবার উ করিতেছেন;—"সলিল ইত্যাদি। জলে সৈন্ধবলবণ যেমন মিলিয়া জা

যদা সঙ্ক্ষীয়তে প্রাণো মানসং চ প্রলীয়তে ।
তদা সমরসত্বং যৎ সমাধিরভিধীয়তে ॥ ১৫ ॥
যৎ সমত্বং তয়োরত্র জীবাত্মপরমাত্মনোঃ ।
সমস্তনষ্টসঙ্কল্পঃ সমাধিরভিধীয়তে ॥ ১৬ ॥
প্রভাশূন্যং মনঃশূন্যং বুদ্ধিশূন্যং নিরাময়ম্ ।

কিঞ্চ যদা সম্যক্ ক্ষীয়তে নশ্যতি সাবয়বঃ প্রাণো বায়ুঃ প্রাণায়ামযোগাৎ, মানসঞ্চ মনোবৃত্তিসমূহং মনসি স্বকারণে প্রকর্ষেণ লীয়তে কারণাকারমাত্রশেষং ভবতি, তদা সমরসত্বং যজ্জ্ঞানস্য একতানত্বং, তদেব সমাধিরভিধীয়তে ॥ ১৫ ॥

কিঞ্চ, যৎ সমত্বমেকত্বং তয়োঃ পূর্ব্বোক্তয়োরত্র অবস্থায়াং জীবাত্মপরমাত্মনোর্ভবতি, সঙ্কেশকারিণি উপাধিভূতস্য চিত্তস্য সর্ব্বব্যাপারনিরোধাৎ সমস্তনষ্টসঙ্কল্পঃ পরিহৃতসকলব্যাপারঃ নিবাতনিষ্কম্পপ্রদীপ ইব সমাধির্নির্ব্বিকল্প এষঃ অভিধীয়তে ব্যাচক্ষণৈঃ পূর্ব্বাচার্য্যৈঃ ॥ ১৬ ॥

নির্গালয়তি ;—প্রভাশূন্যং জ্ঞানালোকস্য যদ্বিবিচ্ছুরণং বোধঃ প্রমা বা, সৈব প্রভা, তয়া শূন্যং রহিতং উচ্চাবচবোধৈরনাবিলং ; কথম্ ? যতো মনঃশূন্যং—

সহিত সমানভাব প্রাপ্ত হয় ; সেইরূপ জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে একতাজ্ঞান—অভেদভাবজ্ঞান, তাহাকেই সমাধি বলা হয় ॥ ১৪ ॥

যখন প্রাণায়াম-যোগের সাহায্যে সাবয়ব প্রাণ-বায়ুর সম্যক্‌রূপে ক্ষয় হয়, এবং মনের বৃত্তিসকল নিজের উৎপত্তিকারণ মনেই প্রলয়প্রাপ্ত হয় ।—অর্থাৎ মনঃ কেবল মনঃ-রূপেই অবস্থিত হয়, সেই কালের যে সমরসতা—জ্ঞানের একতানতা, তাহাকেই সমাধি বলিয়া অভিধান করা হয় ॥ ১৫ ॥

পূর্ব্বে কথিত জীবাত্মা ও পরমাত্মার সেই অবস্থায় সমত্ব—একতায় অবস্থান, সকলপ্রকার চেষ্টাকারী—জীবের উপর উপাধিভূত চিত্তের সর্ব্ব-ব্যাপার-নিরোধ হইলে যে সকলপ্রকারসঙ্কল্পের নাশ,—সকলব্যাপার দূর হইয়া যাওয়া—জীবাত্মা ও পরমাত্মার একভাবে যে নিবাত-নিষ্কম্প-প্রদীপশিখার ন্যায় অবস্থান, তাহাকেই নির্ব্বিকল্পসমাধি বলিয়া অভিহিত করা যায় ॥ ১৬ ॥

ইহাদ্বারা যে নির্গত অর্থ পাওয়া যায়, তাহাই এখন দেখাইতেছেন ;—"প্রভাশূন্য" ইত্যাদি । জ্ঞানালোকের যে বিচ্ছুরণ, যাহাকে বোধ বা প্রমা বলা হয়,

সর্ব্বশূন্যং নিরাভাসং সমাধিরভিধীয়তে ॥ ১৭ ॥

সঙ্কল্প বিকল্পৌ চ ইষ্টং গৃহ্লাতি, অনিষ্টং চ পরিহরতি মন এব, তদত্র স্বকারণে প্রলীনমিতি প্রভাশূন্যং ভবতি জ্ঞানম্। অসত্যপি মানসে বুদ্ধ্যৈব সূক্ষ্মাবস্থয়া সুষুপ্তৌ তাবদানন্দমনুভবতি, সা চ ব্যাপ্রিয়মানা বুদ্ধিরত্র ব্যাপারহীনেতি নান্তর্গড়ুমানন্দমুপভুঙ্ক্তে। তত উক্তম্ বুদ্ধিশূন্যং বুদ্ধিব্যাপাররহিতং জ্ঞানং নিরাময়ং—ক্ষণমুদ্ভূয় ক্ষণান্তরপ্রতীত্যাময়াবি জ্ঞানং ভবতি ; তৎকারণম্ ব্যাপারং চেৎ নিরুণদ্ধি তন্নিরোধাদুদ্ভবোঽপি তস্য নিরোধোঽপি চ নিরুদ্ধো ভবতীতি নীরোগং জ্ঞানম্ ভবতি। পিণ্ডীকৃত্যাহ—"সর্ব্বশূন্যমি"তি। নিরাভাসমিতি স্বরূপশূন্যতামাহ এতাদৃশং জ্ঞানং যদা ভবতি, সৈবাবস্থা সমাধিরভিধীয়ত ইতি ॥ ১৭ ॥

সেই প্রমারূপপ্রভা-রহিত—অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন জ্ঞানদ্বারা আবিল নহে। কি করিয়া ? না, যেহেতু মনঃ আর নাই। মনঃই সঙ্কল্প করিয়া অভিলষিত বিষয়ের গ্রহণ ও বিকল্প করিয়া অনীপ্সিত বিষয় পরিত্যাগ করে। যখন সেই মনঃ স্বীয় কারণ গুণ-স্বরূপে যাইয়া প্রলয় প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্ঞানসকল কোথা হইতে হইবে ? সুতরাং তখন জ্ঞানের প্রভাশূন্য-ভাব উপস্থিত হয়। মনঃ ও মানসব্যাপার না থাকিলেও সুষুপ্তিকালে অজ্ঞান-বৃত্তিদ্বারা ত আনন্দের অনুভব হইতে থাকে। হাঁ, তাহা হয় বটে ; কিন্তু সুষুপ্তি হইতে সমাধির এইটাই পার্থক্য যে, যদিও বুদ্ধি থাকে, তথাপি তাহার কোন প্রকার ব্যাপার আর থাকে না। অতএব সে সময়ে বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন আনন্দের উপভোগ করিতে পারে না। সেই জন্য বলিয়াছেন—"বুদ্ধিশূন্যম্" বুদ্ধির যে ব্যাপার তাহাও থাকে না। সেই জন্যই জ্ঞান তখন নিরাময় হয়। জ্ঞানের রোগ হইতেছে উৎপত্তি ও বিনাশ। জগতের সকলজ্ঞানই এক ক্ষণের জন্য উৎপন্ন হইয়া আবার বিধ্বস্ত হয়, কিন্তু নির্ব্বিকল্প-সমাধিজ জ্ঞান ক্ষণকালের জন্য উৎপন্ন হইয়া আর বিধ্বস্ত হয় না। জ্ঞানের উৎপত্তিকারণ হইতেছে বুদ্ধি ব্যাপারের উদ্ভব। যদি সেই বুদ্ধি-ব্যাপার নিরোধ করা যায়, তবে সেই সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের উদ্ভব ও বিনাশের নিরোধ হইয়া যাইবে। সে অবস্থায় জ্ঞান নীরোগই হইবে। সকল অর্থ একীকরণ করিয়া বলিতেছেন "সর্ব্বশূন্যম্"—এক কথায় সকলই তখন শূন্য হয়। এমন কি ? জ্ঞান যে আছে ও বিষয়ে

স্বয়মুচ্চলিতে দেহে দেহী নিত্যসমাধিনা।
নিশ্চলং তং বিজানীয়াৎ সমাধির্নির্বিকল্পকঃ ॥ ১৮ ॥
যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র পরং পদম্।

চক্রভ্রমিবত্তদানীং শরীরপ্রবৃত্তিমামনন্তি ;—"স্বয়মি"ত্যাদিনা। স্বয়মন্যৈরনোদনা অপ্রেরিতে, উচ্চলিতে প্রস্থিতে সতি কস্মিংশ্চিৎ কর্ম্মণি, দেহে শরীরেঽধ্যাস্যাভাবে, দেহী দেহসম্বন্ধোপলক্ষিতঃ প্রাগ্জীব আত্মা নিত্যসমাধিনা শাশ্বতাবস্থয়া স্বয়ম্প্রকাশরূপয়া নিশ্চলং ব্যাপারাভাবোপলক্ষিতস্বরূপং তমাত্মানং স্বস্বরূপং বিজানীয়াৎ, যং বিজানাতি, তজ্‌জ্ঞানং সমাধিরভিধীয়তে ॥ ১৮ ॥

তদানীং যত্র তত্র বিষয়েঽস্মদাদিপ্রতীতে মনশ্চিত্তং যাতি নিপততি বায়ুস্পন্দ-

---

নাভাস দিতেছে, জ্ঞানে সে ভাবও আর থাকে না। যখন জ্ঞান এইরূপে অবস্থিত হয়, সেই অবস্থাকে নির্ব্বিকল্পসমাধিনামে অভিহিত করা হয় ॥ ১৭ ॥

সে সময়ে আর কোনও ভাবের ধারকতা শক্তি থাকে না। সকলেই সৈকত সেতুর ন্যায় শিথিলীভূত হইয়া পড়ে; সুতরাং তাহা হইলে আর দেহরক্ষা হইবে কি করিয়া? এই সংশয় দূর করিবার জন্য কুম্ভকারের চক্র যেমন পাক দিয়া পাকদণ্ড তুলিয়া লইলেও বেগের সংস্কারবশে আপনা-আপনি ঘুরিতে থাকে; সেইরূপ সে যোগীর দেহও প্রারব্ধকর্ম্মের শেষাংশ ভোগ করিবার জন্য আপনা-আপনি চলিতে থাকে। তাহাতে আর যোগীর কোন প্রকার সাহায্য করিয়া চালাইতে হয় না,—এই কথাই বলিতেছেন ;—"স্বয়ম্" ইত্যাদি। অন্য কোনও সংস্কার, বা অন্য উপাধিসকল আর সে দেহকে কোনও ব্যাপারে পরিচালিত করিতে পারে না। তবে যদি দেহ নিজেই উচ্চলিত হয়—প্রারব্ধকর্ম্মের শেষসংস্কারদ্বারা শেষ ভোগ করিতে স্বয়ং ব্যাপৃত হয়, তবে সেই সাধক দেহে আর আত্মভাবের অধ্যাস রাখে নাই বলিয়া, নিত্যসমাধিদ্বারা—শাশ্বত অবস্থা যে স্বয়ম্প্রকাশস্বরূপ অবস্থা, তদ্দ্বারা—তাহাই অবলম্বন করিয়া, ব্যাপাররহিত নিশ্চল সেই স্বস্বরূপ আত্মাকে যে জানিতে থাকে,—হিমালয় হইতে প্রবাহিত গঙ্গার প্রবাহ যেমন সমুদ্রে যাইয়া সম্মিলিত; সেইরূপ সম্মিলিত আত্মজ্ঞান যে করিতে থাকে, সেই আত্মজ্ঞানকেই নির্ব্বিকল্পসমাধি বলিয়া কীর্ত্তন করা হয় ॥ ১৮ ॥

সেই অবস্থায় যে যে বিষয়ে—আমাদিগের প্রত্যক্ষাদিবিষয়ে চিত্ত যাইবে,

তত্র তত্র পরং ব্রহ্ম সর্ব্বত্র সমবস্থিতং সর্ব্বত্র সমবস্থিতম্ ॥ ১৯॥

ইতি শ্রীমৎসৌভাগ্যলক্ষ্ম্যুপনিষদি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥২॥

অথ হৈনং দেবা ঊচুর্নবচক্রবিবেকমনুব্রূহীতি। তথেতি স

বৎ, তত্র তত্র বিষয়ে পরং তৎ পদং পদনীয়ং তত্ত্বং ব্রহ্মৈব স্বরূপেণাবস্থিতমিতি ত
তত্র বিষয়ে গত্বা পরং ব্রহ্ম—বৃহত্তমঃ—সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বত্র বিষয়ে সমবস্থিতং পশ্য
ভেদেনেতি পরং ব্রহ্মৈবাবশিষ্যত ইতি। সর্ব্বত্র সমবস্থিতমিতি দ্বিরুক্তং খণ্ডস্য প
সমাপ্তয়ে, বিষয়স্য হৃত্যাসেন ভূয়স্ত্বায় চেতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায়পদবাক্যপ্রমাণ-
পারাবারপারীণ-ভৈরবচন্দ্রবিদ্যাসাগরভট্টাচার্য্যসূরিসূনু-শ্রীকৃষ্ণবিদ্যারত্নভট্টাচার্য্য-
অনুজ শ্রীগঙ্গাচরণবেদান্তবিদ্যাসাগরভট্টাচার্য্যকৃতৌ সৌভাগ্যলক্ষ্ম্যুপনিষদ্ভাষ্যে
যোগক্রমো নাম দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

আক্ষেপাচ্চক্রক্রম আম্নাতব্য ইদানীমবসরসঙ্গত্যা আম্নায়তে;—"অথ

বায়ুর গতির ন্যায় আবশ্যক ও অনাবশ্যক বিবেচনা না করিয়া ভাল-মন্দ ন
দেখিয়া আপনা-আপনি যে কোন বিষয়েই যাক না, সেই সেই বিষয়ে গমনী
সেই পরমতত্ত্ব ব্রহ্মই স্বরূপপ্রকাশ করিয়া অবস্থিত; সুতরাং যোগী তখন
সকল বিষয়েই (অবশ্য আমাদিগের পক্ষে বিষয়) সেই সর্ব্বব্যাপি ব্রহ্মকে সম
ভাবে অবস্থিত বলিয়া দর্শন করিবে। অতএব যোগীর পক্ষে তখন আর ভেদ
ভেদ কিছুই না থাকায় এক মাত্র পরব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকিয়া যান। এস্থলে
"সর্ব্বত্র সমবস্থিতম্" এই অংশের দুইবার পাঠ করা হইয়াছে, তাহার প্রয়োজ
এই যে, এই স্থলেই এই দ্বিতীয়খণ্ডের পরিসমাপ্তি হইল বিজ্ঞাপিত করা; অ
যোগী যে সে সময় সর্ব্বত্র সমানভাবে অবস্থিত হয়, যোগীর উচ্চাবচভাব আর
থাকে না, একাকারের অচঞ্চল অটলভাব হয়, তাহাও বিজ্ঞাপিত করা ॥ ১৯
ইতি শ্রীমৎসৌভাগ্যলক্ষ্ম্যুপনিষদের ভাষ্যস্থ পদাবলীর বঙ্গানুবাদে দ্বিতীয় খ
পরিসমাপ্ত হইল ॥ ২ ॥

গত দ্বিতীয়খণ্ডে যোগের কথা বলিতে যাইয়া কতকগুলি চক্রের অবতারণ
করা হইয়াছে; কিন্তু সেই সেই চক্রের বিষয় বিশদভাবে বলা হয় নাই, সুতরা
তাহা বলিতে হইবে। দ্বিতীয়খণ্ডে প্রস্তাবিত যোগকে ব্যুৎপাদিত করা হইয়াছে
এখন চক্রসকলের নির্ণয় করিবার সময় পাওয়া গিয়াছে; সুতরাং এই অবকা

হোবাচ—আধারে ব্রহ্মচক্রং ত্রিরাবর্ত্তং ভগমণ্ডলাকারম্। তত্র

দিনা। উক্তং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ চক্রম্, নানুপূর্ব্ব্যেণেতি জিজ্ঞাসা প্রবর্ত্ততে।
বগত আদিনারায়ণস্য চক্রাখ্যানমনুশ্রুত্বা দেবোক্তিসমাপ্ত্যনন্তরমথ হ প্রসিদ্ধমেন-
দিনারায়ণং দেবা ইন্দ্রাদয় উচুর্নবচক্রবিবেকং নবানাং চক্রাণাং যো বিবেক
তস্মাদেতস্য বিশেষ এষ, ইতশ্চৈষ ইত্যেবং রূপস্তং ভেদগর্ভমনুব্রূহীতি; তথা
বেকমনুব্রবীমীতি স আদিনারায়ণঃ প্রসিদ্ধমেতদ্ যোগিনাং, যত্নবাচ। কিং
মনতি;—"আধার" ইতি। আধারে মূলাধারে ব্রহ্মচক্রম্, বৃংহত্বেব্রহ্ম,
কত্বেস্তৃপ্তিকর্ম্মণশ্চক্রং দেশঃ, ব্রহ্মণশ্চক্রম্ ব্রহ্মচক্রমিত্ত আবর্ত্ততে স্থূলসূক্ষ্মকারণ-
পেন যতো ব্রহ্মেতি। ত্রিরাবর্ত্তং—আবর্ত্তং বেষ্টনম্; তচ্চ ত্রিবিতি। অতএব

ই চক্রক্রম বলিবার জন্য এই তৃতীয়খণ্ডের প্রবৃত্তি করিতে হইয়াছে;—
অথ" ইত্যাদি। কোন কোন চক্রের কিছু কিছু বলা হইয়াছে। আবার
কান কোন চক্রের একেবারে কোন কিছুই বলা হয় নাই। আবার যাহাও বলা
ইয়াছে, তাহাও বেশ আনুপূর্ব্বিকভাবে নহে; সুতরাং একটা জিজ্ঞাসা
পস্থিত হইয়াছে যে, চক্রকয়টি ও কিরূপ? ভগবান্ আদিনারায়ণ চক্রবিষয়ে দুই
কি কথা বলিয়া যোগপ্রস্তাবনার শেষ করিলে, ইন্দ্র-আদি দেবগণ সেই চক্রা-
খ্যান শ্রবণ করিয়া, তারপর সর্ব্বথা প্রসিদ্ধ এই আদিনারায়ণকে বলিয়াছিলেন,
য়টি চক্রের যে বিবেক—এটি হইতে এইটির পার্থক্য এই, আর এটি অপেক্ষা
টির এই এই অংশে বিশেষ, এইরূপের যে পারস্পারিক ভেদ, তাহার অনুবচন
র।—যাহা সেই একমাত্র হিরণ্যগর্ভই জানেন, ও যাহা তিনি জগতের হিতের
না অক্ষরমালার সাহায্যে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাই অনুবচন কর,—উক্তিসকল
ঙ্কলন করিয়া বল। দেবগণের এইরূপ প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া—আচ্ছা আমি অনুবচন
রিব, এই বলিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক ভগবান্ আদিনারায়ণ যাহা যোগীদিগের
কট প্রসিদ্ধ, তাহাই সঙ্কলনপূর্ব্বক বলিয়াছেন;—"আধারে" ইত্যাদি।
লাধারে ব্রহ্মচক্র আছে। বৃংহণকারী হইতেছেন ব্রহ্ম, আর তৃপ্তিকারক হইতেছে
ক্র দেশ। যাহা বৃংহণকারীর তৃপ্তিকারক দেশ, তাহাই ব্রহ্মচক্র। সেই ব্রহ্ম-
ক্র এই স্থান হইতেই স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণরূপে আবর্ত্তিত হন, যেহেতু তিনি

মূলকন্দে শক্তিঃ, পাবকাকারং ধ্যায়েৎ। তত্রৈব কা
রূপপীঠং সর্ব্বকামপ্রদং ভবতি। ইত্যাধারচক্রম্॥ ১॥ দ্বিতী
স্বাধিষ্ঠানচক্রং ষড়্দলম্। তন্মধ্যে পশ্চিমাভিমুখং লি

ভগমণ্ডলাকারম্—যোনিমণ্ডলাকারম্। চতুর্দ্দলং পদ্মমিবাধোমুখমো
তস্য মূলকন্দে কর্ণিকামূলে শক্তিঃ কুণ্ডলিনী প্রসুপ্তভুজগাকারা বর্ত্ততে।
পাবকাকারং রূপং ধ্যায়েদ্ যাবৎ প্রবোধম। তস্যাং জাগ্রত্যাং তত্রৈব কাম
পীঠং ত্রিপুরানিবাসস্থানমস্তি, তদাবির্ভূতং সৎ তৎ সর্ব্বকামপ্রদং ভবতি,
কশ্চিৎ কামঃ স্যাদিতি সর্ব্বথা প্রযত্নো বিধাতব্যঃ। ইত্যাধারচক্রমাখ্যং নিরূ
॥ ১॥ দ্বিতীয়ং স্বাধিষ্ঠানচক্রং ষড়্দলং তদূর্দ্ধমবস্থিতম্। তস্মিংশ্চক্রে
পুংসোঽধিষ্ঠানমস্তীতি। যচ্চ তত্র ষড়্দলং পদ্মম্, তন্মধ্যে কর্ণিকাপীঠে
মাভিমুখং স্বভাবতএব লিঙ্গং পুংসশ্চিহ্নং, যতোঽয়ং পুমানিতি বিজ্ঞায়তে।

ব্রহ্ম। আবর্ত্ত-শব্দের অর্থ বেষ্টন। তাহা তিনটি। এই জন্য সেই চক্র ভগ-মণ্ড
আকারের ন্যায় হইয়াছে। যেমন যোনি-মণ্ডল ত্রিরাবর্ত্ত—বেষ্টনত্রয়সম্পন্ন
উৎপাদক, সেইরূপ এই ব্রহ্মচক্রও আবর্ত্তনত্রয়শালী ও উৎপাদক। তাহা চতু
পদ্মের ন্যায় অধোমুখে গ্রথিত হইয়া আছে। তাহার মূলকন্দে—কর্ণিকা
প্রসুপ্ত-ভুজগাকারে কুণ্ডলিনী-শক্তি অবস্থান করিতেছেন। প্রকৃষ্টরূপে
হইতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত সময় লাগিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই শক্তির আকার
বহ্নির আকারের ন্যায় ধ্যান করিবে। তিনি জাগরিত হইলে সেস্থলে যে
রূপপীঠ (কামের অবস্থিতি স্থান) ত্রিপুরাদেবীর নিবাস-ভূমি আছে, তাহা
কৃত হইয়া সাধকের যাহা যাহা কামনা হইবে, সে সকল কামনাই বিষয়প্র
করিয়া পরিপূরণ করিবে। এই জন্য সকলপ্রকারে তাহাকে জাগ্রত ক
প্রযত্ন করিবে। এই ত প্রথম যে আধার চক্র, তাহার নিরূপণ করা হইল।
দ্বিতীয় স্বাধিষ্ঠান-চক্র ষড়্দল-পদ্মের ন্যায় তদূর্দ্ধে অবস্থিত। যেহেতু সেই
স্ব-শব্দের অর্থ যে পুরুষ, তাহার অধিষ্ঠান আছে। সে স্থলে যে ষড়্দল-পদ্ম অ
তাহার মধ্যে কর্ণিকাপীঠে বীজকোষের উপর স্বভাবতঃ পশ্চিমাভিমুখে অব
পুং-চিহ্ন—লিঙ্গ আছে, যাহা হইতে বিজ্ঞাত হওয়া যায়—এ পুরুষ। জল

বালাঙ্কুরসদৃশং ধ্যায়েৎ। তত্রৈব্রোড্যাণপীঠং জগদাকর্ষণ-

স্ত্রীণামপি সাধকতমা বিদুষীতি কথং লিঙ্গং পুংসশ্চিহ্নমিতি? সত্যম্; কো নাদিদং স্ত্রী, নাসৌ পুমানিতি? লিঙ্গমিতি চেৎ? তত্রাপি যোনিমধ্যেঽস্তি কিঞ্চিচ্চিহ্নং পুংস ইবেতি বিজ্ঞায়তে। বিজ্ঞায়তে চ কাচিল্লিঙ্গবতী কাঞ্চিদন্যামপি যতীতি পুংসো ভবতি চিহ্নমিতি। ফলমপি নিদর্শনং পৌরাণং ভগীরথ ইতি। শতশ্চৈতদায়ুর্ব্বেদাধ্যাপকেন সুশ্রুতেন :—

"যদা নারী চ নারী চ মৈথুনায়োপপদ্যতে।

অন্যোঽন্যং মুঞ্চতঃ শুক্রমনস্থিস্তত্র জায়তে॥" ইতি।

দতৎ সর্ব্বং কামসূত্রভাষ্যে ব্যাকৃতমস্মাভিঃ। তথাচ লিঙ্গং পুংসশ্চিহ্নং প্রবা-

---

লে, স্ত্রীদিগের মধ্যেও ত কোন কোন স্ত্রীকে সমস্তসাধনের অনুষ্ঠান করিয়া নী হইতে দেখা যায়। তাহারা স্বাধিষ্ঠানচক্রে কি করিয়া পুংচিহ্ন লিঙ্গের সাক্ষাৎ-ন করিবে? কারণ, পুংচিহ্ন ত স্ত্রীলোকের নাই? সত্য, কিন্তু কে বলিবে যে, ই স্ত্রী-ই, পুরুষ নহে? যদি বল, কেন? লিঙ্গ দেখিয়া স্ত্রী, কি পুরুষ নিশ্চয় বে? তবে আমরা বলিব, বাহ্য লিঙ্গ দেখিয়া কিছুই নিশ্চয় হইতে পারে না; রণ, স্ত্রীদিগের যোনিমধ্যে যে প্রস্রাবের দ্বার আছে, তাহা পুংচিহ্নেরই অনুরূপ, জানিতে পারা যায়। তবে সেই পুংচিহ্ন কোন স্ত্রীর একেবারে ক্ষুদ্র, আবার ন স্ত্রীর সেই পুংচিহ্ন বিশেষ বৃহৎ। যাহার সেটি বড় হয়,—সে স্ত্রীর যখন সেই নের উচ্ছ্বাস হয়, তখন সেটি পুরুষের সাধন অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট না; সুতরাং সে স্ত্রী সে সময়ে অন্য কোন স্ত্রীকে অনায়াসে রমণ করিতে র। তাহা হইলেই হইল—সেটি পুংচিহ্নই। যদি এই রমণের ফল দেখিতে , পুরাণের প্রতি দৃষ্টিপাত কর দেখিবে, তাদৃশ রমণের ফলেই শ্রীমান্ ভগী-রের জন্ম হইয়াছিল। ইহা যে কেবল এই প্রকার কথায় মাত্র পর্য্যবসন্ন, তাহাও , আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপক সুশ্রুতেরও সম্মত। তিনি বলিয়াছেন,—যখন ন নারী কোন নারীর সহিত মৈথুনে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহারা উভয়েই পর-শুক্রবিসর্গ করিয়া থাকে। তাহাদ্বারা গর্ভ হইলে, সে গর্ভে অস্থিসঞ্চার না। কেবল একটা সজীব মাংসপিণ্ড জন্মিয়া থাকে। এ সকল বিষয় সূত্রের ভাষ্যে আমি উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছি। এস্থলে আর অধিক

সিদ্ধিদং ভবতি ॥ ২ ॥ তৃতীয়ং নাভিচক্রং পঞ্চাবর্ত্তং সপ

লাঙ্কুরসদৃশং ধ্যায়েৎ। ধ্যানেন লিঙ্গং সচেতনং ভবতি। যদেতল্লিঙ্গস্থানমুক্ত
তত্রৈব উড্ড্যানপীঠং উড্ডয়নপীঠমেব। যস্মিন্ কৃতে সংযমে জগদাকর্ষণসিদ্ধি
যদ্ ভবতি। স যাবদিচ্ছতি, তাবদাকর্ষতি দেবানামিন্দ্রং বাহপ্সরসাং রম্ভাং বা, ভূ
স্থিতঃ স্বর্গং বা, তত্রস্থো মর্ত্ত্যং বা, সত্যং বা, সর্ব্বেষামেব জগতামাকর্ষণে সি

ঘলিব না। ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হয়, যোনিস্থান সকলেরই আছে; * সি
তাহা প্রবল আকর্ষণশক্তির সাহায্যে যাহাদিগের প্রকাশিত হয়, তাহারাই স্ত্রী
আর বিকর্ষণশক্তিপ্রভাবে তাহা যাহাদিগের আচ্ছাদিত হইয়া থাকে, তাহা
পুরুষ। পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ সকলেরই আছে। যাহাদিগের পুং
প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাদিগের স্ত্রীলিঙ্গ আচ্ছাদিত, এবং যাহাদিগের স্ত্রী
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদিগের পুংলিঙ্গ লুক্কায়িতভাবে আবৃত আ
সুতরাং স্ত্রী হইলেও তাহার পুংলিঙ্গ লুক্কায়িতভাবে মধ্যে আছেই। অত
বিক্রমীদিগের স্বাধিষ্ঠানচক্রে লিঙ্গচিন্তা কোনমতে অনুপপন্ন নহে। ত
হইলে বলিতে পারা যায়;—পুংচিহ্ন যে লিঙ্গ, তাহাকে প্রবালের অঙ্কু
ন্যায় আকৃতিসম্পন্ন ভাবিয়া ধ্যান করিবে। ধ্যানদ্বারা সেই লিঙ্গ সচেতন হই
এই যে লিঙ্গস্থান বলা হইল, সেই স্থলেই উড্ড্যাণপীঠ আছে। তাহা
উড্ডয়নপীঠও বলে। সেই স্থান হইতে উড্ডীয়ানবন্ধ-যোগের অভ্যাস কবি
সিদ্ধিলাভ হয়। সে স্থলে যদি ধ্যান, ধারণা, ও সমাধি একত্র করা যায়, ত
হইলে সেই সংযমদ্বারা আকর্ষণে সিদ্ধি হয়। সে যোগী যাহাই ইচ্ছা করি
তাহাই আকর্ষণ করিতে পারিবে। দেবতাদিগের মধ্যে ইন্দ্রকে, বা অপ্সরার ম
রম্ভাকে, অথবা পৃথিবীতে অবস্থান করিয়া স্বর্গকে, বা স্বর্গে অবস্থিত হইয়া মর্ত্ত
কিংবা স্বর্গে বা মর্ত্ত্যে অবস্থান করিয়া সত্যলোককে আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি
সে আপনা হইতে আকৃষ্ট হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইবে। অধিক কি; স

* তন্ত্রে শিব বলিয়াছেন;—

"গুদাত্তু দ্ব্যঙ্গুলাদূর্দ্ধং লিঙ্গাত্তু দ্ব্যঙ্গুলাদধঃ।
যোনিস্থানং মহেশানি সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতম্।" ইতি।

ইহা গুপ্তস্থান সকলেরই আছে।

কুটিলাকারম্। তন্মধ্যে কুণ্ডলিনীং বালার্ককোটিপ্রভাং তড়িৎ-সন্নিভাং তনুমধ্যাং ধ্যায়েৎ। সামর্থ্যশক্তিঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা ভবতি ॥ ৩ ॥ মণিপূরকচক্রং হৃদয়চক্রম্। অষ্টদলমধোমুখম্।

নিষ্পত্তিং দদাতীতি স্বাধিষ্ঠানচক্রম্ ॥ ২ ॥ তৃতীয়ং নাভিচক্রং কূর্ম্মচক্রমিতি বা। চক্র পঞ্চাবর্ত্তং—তত্র পঞ্চ আবর্ত্তানি বেষ্টনানি সন্তি ; সর্পস্যেব কুটিলঃ কুণ্ডলিত আকারো যস্য, তথাবিধং তদ্ভবতি। তন্মধ্যেঽস্মি কুণ্ডলিনী শক্তিঃ। তাং কুণ্ডলিনীং কুণ্ডলায়িতাং শক্তিং বালসূর্য্যকোটেঃ প্রভেব প্রভা যস্যাঃ সাঽসৌ, তথাবিধাং তড়িৎসন্নিভাং বিদ্যুৎসদৃশীং ক্ষীণাঙ্গীং ধ্যায়েৎ। জাগ্রৎস্বরূপা ভবেৎ। ইয়ঞ্চ সামর্থ্যশক্তির্জন্তূনাং প্রবোধিতা সতী সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা ভবতি। অন্যথা কিঞ্চিদপি নিষ্পন্নং ন স্যাৎ। যো হ্যেবং ধ্যায়তি, যশ্চ ধ্যায়ন্ ম্রিয়তে, স সামর্থ্যশক্তিমান্ ভবতি। ইচ্ছায়া প্রযত্নেন সর্ব্বং সাধয়িতুমীশতে ॥ ৩ ॥ মণিপূরকচক্রং হৃদয়চক্রম্। তচ্চাষ্টদলমধোমুখমবস্থিতম্। উদরোরসোর্মধ্যে

ভগতের আকর্ষণেই তাহা সিদ্ধি—নিষ্পত্তি দান করিবে। এই হইল দ্বিতীয় স্বাধিষ্ঠানচক্র ॥ ২ ॥ তৃতীয় হইতেছে নাভিচক্র। উহাকে কূর্ম্মচক্রও বলিয়া থাকে। তাহা পঞ্চাবর্ত্ত। তাহাতে পাঁচটি আবর্ত্ত—বেষ্টন আছে। তাহা সর্পের ন্যায় কুটিল। তাহার আকার সর্পের কুণ্ডলিত আকারের ন্যায়। সেই চক্রের বীজ-কায়ের মধ্যভাগে কুণ্ডলায়িতাকারে কুণ্ডলিনী শক্তি অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার প্রভা কোটি কোটি বালসূর্য্যের প্রভার ন্যায়। সেই কুণ্ডলিনী শক্তিকে বিদ্যুল্লতার ন্যায় প্রভা ও দেহাবয়বতঃ ক্ষীণভাবে চিন্তা করিয়া ধ্যান করিবে। সেই ধ্যানদ্বারা তথাকার অধিষ্ঠাত্রী সেই কুণ্ডলিনীশক্তি জাগরিতা হইবেন। ইনি হইতেছেন সকল জন্তুরই সামর্থ্যশক্তি ; সুতরাং ইনি প্রবোধিতা হইলে, সকল প্রকার সিদ্ধিই প্রদান করেন। ইনি নিদ্রিতা থাকিলে কোন জন্তুই কিছু মাত্র সম্পন্ন করিতে পারে না। যে এই প্রকার ধ্যান করে, এবং যে এ প্রকার ধ্যান করিয়া মরিয়া যায়, সে সকল প্রকার সামর্থ্যশক্তিকে লাভ করিয়া সকল বিষয়ে সমর্থ হয়। সে ইচ্ছাদ্বারা ও প্রযত্নদ্বারা সকল বিষয়ই সাধন করিতে সমর্থ হয়। এই হইল তৃতীয় নাভিচক্র ॥ ৩ ॥ মণিপূরকচক্র হইতেছে হৃদয়চক্র। তাহা অষ্টদলপদ্মের ন্যায় আকৃতিযুক্ত, এবং অধোমুখে অবস্থিত। উদর ও বক্ষঃ, এই

তন্মধ্যে জ্যোতির্ম্ময়লিঙ্গাকারং ধ্যায়েৎ। সৈব হংসকলা সর্ব্বপ্রিয়া সর্ব্বলোকবশ্যকরী ভবতি ॥ ৪ ॥ কণ্ঠচক্রং চতুরঙ্গুলম্।

খং পদ্মমধোমুখং তিষ্ঠতি অষ্টদলং, বায়ুপ্রযত্নেন তদূর্দ্ধমুখং কৃত্বা তত্র চিত্তং ধারয়েৎ। তন্মধ্যে সূর্য্যমণ্ডলমকারো জাগরিতস্থানং; তস্যোপরি চন্দ্রমণ্ডলমুকার স্বপ্নস্থানং; তস্যোপরি বহ্নিমণ্ডলং মকারঃ সুষুপ্তিস্থানং; তস্যোপরি পরং ব্যোম কং ব্রহ্মনাদং তুরীয়স্থানং অর্দ্ধমাত্রমুদাহরন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ। তৎকর্ণিকায়াম মুখী সূর্য্যাদিমণ্ডলমধ্যগা ব্রহ্মনাড়ী। ততোঽপ্যূর্দ্ধং প্রবৃত্তা সুষুম্না নাম নাড়ী তয়া খলু বাহ্যান্যপি সূর্য্যাদিমণ্ডলানি প্রোতানি। সা হি চিত্তস্থানম্। তন্মধ্যে জ্যোতির্ম্ময়লিঙ্গাকারং জীবাত্মানং ধ্যায়েৎ। সৈব হংসকলা ব্রহ্মকলেতি গীয়তে এবং সা কলা সর্ব্বপ্রিয়া "ন বা অরে কস্যচিৎ কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি, আত্মন কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতী"তি শাখান্তরে শ্রবণাৎ। অতঃ সর্ব্বলোকবশ্যকরী ভব

উভয়ের মধ্যে যে অষ্টদলপদ্ম অধোমুখে অবস্থান করিতেছে, বায়ুপ্রযত্নে উৎ শক্তির সাহায্যে তাহাকে ঊর্দ্ধমুখে উদ্ধৃত করিয়া তন্মধ্যে চিত্তকে ধারণ করিবে সেই পদ্মের বীজকোষের মধ্যভাগে সূর্য্যমণ্ডলস্বরূপ জাগরিতস্থান অকার তাহার কিছু উপরে চন্দ্রমণ্ডলস্বরূপ স্বপ্নস্থান উকার ও তাহার ঊর্দ্ধভাগে বহ্নি মণ্ডলস্বরূপ সুষুপ্তিস্থান মকার। আবার তাহারও ঊর্দ্ধভাগে পরব্যোমাত্ম ব্রহ্মনাদ তুরীয়স্থান অর্দ্ধমাত্র, ইহা ব্রহ্মবাদিগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সে পদ্মের বীজকোষে সূর্য্যাদিমণ্ডলের মধ্য দিয়া ঊর্দ্ধমুখে ব্রহ্মনাড়ী (সুষুম্না) চলি গিয়াছে। সে স্থান হইতেও ঊর্দ্ধভাগে সুষুম্নানাড়ী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সে সুষুম্নানাড়ীদ্বারা বাহ্য সূর্য্যাদিমণ্ডলও প্রোতভাবে রহিয়াছে। সেই নাড়ীই চিত্তের স্থিতিস্থান। সেই স্থানের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গাকার জীবাত্মা ধ্যান করিবে। সেই লিঙ্গই হংসকলা, বা ব্রহ্মকলা বলিয়া উপনিষদে গীয়মান যে হেতু সেই কলাই সকলের প্রিয়। শাখান্তরে শ্রবণ করা যায়, যাজ্ঞব বলিয়াছেন, ওরে অয়ি কাহারও কামনার পূরণার্থ সকলবস্তু প্রিয় বলিয়া বো হয় না, কিন্তু নিজকামনাপূরণার্থ সকলবস্তুই প্রিয় বলিয়া বোধ হয়। আমি আমাকে ভালবাসি বলিয়া যে আমার, আমি তাহাকেও ভালবাসি। আমি আমার নিকট অপ্রিয় হন, যেমন ক্রোধপরীত ব্যক্তি আত্মহত্যা

তত্র বামে ইড়া চন্দ্রনাড়ী, দক্ষিণে পিঙ্গলা সূর্যনাড়ী, তন্মধ্যে সুষুম্নাং শ্বেতবর্ণাং ধ্যায়েৎ। য এবং বেদানাহতসিদ্ধিদ ভবতি

নতী জাগরিতা ভবতীতি॥ ৪॥ কণ্ঠচক্রমনাহতচক্রম্। চতুরঙ্গুলপরিধিযুক্তং চতুরঙ্গুলম্। তচ্চ ষোড়শদলমেব। তত্র চক্রে কর্ণিকায়া বামে ইড়া নাম চন্দ্রনাড়ী, দক্ষিণে পিঙ্গলা নাম সূর্যনাড়ী, তন্মধ্যে কর্ণিকামধ্যে সুষুম্না নাম শ্বেতবর্ণা ব্রহ্মনাড়ী। তাং সুষুম্নাং শ্বেতবর্ণাং ধ্যায়েৎ। য এবং বেদ—ইয়মিড়া, পিঙ্গলেয়ং, সুষুম্না চৈষা শ্বেতা নাড়ীতি তস্যানাহতসিদ্ধিদা ভবতি সা ব্রহ্মনাড়ী। কস্মাৎ? সৈব অনাহতাপি শব্দব্রহ্মাবিষ্কারং করোতীতি। সুষুম্নামধ্যস্থমনাহতপদ্মং দ্বাদশদলং হৃদয়মুকুলমধরপ্রদেশে। তদনাদেয়ম্। কথম্? নামানাং চক্রাণাং

হইলে, তাহার আত্মা তাহার নিকট অপ্রিয় হয় বলিয়া কোন কিছুই আর তাহার প্রিয় থাকে না; সেইরূপ কোন কিছুই আর প্রিয় বলিয়া বোধ হয় না। অতএব ঐস্থানে জীবকলার ধ্যান করিলে একপ্রকার বিভূতির উদয় হয়, তদ্দ্বারা সকল লোক সাধকের বশীভূত হইয়া পড়ে। ধ্যান করিলে সেই ব্রহ্মকলা জাগরিত হইয়া থাকে। এই হইল চতুর্থ মণিপূরক চক্র॥ ৫॥ কণ্ঠচক্রকে অনাহতচক্র বলে। সে চক্রটি চতুরঙ্গুলপরিধিযুক্ত এবং চতুরঙ্গুলমাত্র পরিমাণ। সে পদ্মটি ষোড়শদল। সেই চক্রের বীজকোষের বামভাগে ইড়ানামক নাড়ী, এবং দক্ষিণ ভাগে পিঙ্গলানামক নাড়ী আছে। ইড়া হইতেছে চন্দ্রনাড়ী, এবং পিঙ্গলা সূর্যনাড়ী। আর তদুভয়ের মধ্যভাগে শ্বেতবর্ণা সুষুম্নানামক ব্রহ্মনাড়ী বিদ্যমান আছে। সে স্থলে সেই শ্বেতবর্ণা সুষুম্নানামক ব্রহ্মনাড়ীকে ধ্যান করিবে। যে ব্যক্তি এইটি ইড়া, এইটি পিঙ্গলা, ও ওটি সুষুম্না শ্বেতবর্ণা নাড়ী—ইত্যাকার ভেদ করিয়া জানিতে পারে, উক্ত ব্রহ্মনাড়ী তাহার পক্ষে অনাহতসিদ্ধিপ্রদা হয়। কি জন্য? না, যে হেতু সে নাড়ী আহত না হইয়াই শব্দব্রহ্মের আবিষ্কার করিয়া থাকে। ঐ সুষুম্নার মধ্যস্থলে অবস্থিত অনাহতপদ্ম দ্বাদশদল, যাহাকে হৃদয় বলা হয়, ইহা তন্ত্রাদি নিম্নপ্রদেশে কথিত হইয়াছে, তাহা এস্থলে গ্রাহ্য হইতে পারে না; কারণ, কণ্ঠোক্তি করিয়া এসকলের কীর্তন করা হইয়াছে। বিশেষ কিছু থাকিলে অবশ্য তাহার আভাসও দেওয়া হইত; কিন্তু সরল ভাষায় ও সরল ভাবে কীর্তন করায় অন্য প্রকার যে আছে, তাহা আর বোধগম্য হইতেছে না।

॥ ৫ ॥ তালুচক্রম্। তত্রাঽমৃতধারাপ্রবাহঃ। ঘণ্টিকালিঙ্গমূল-
চক্ররন্ধ্রে রাজদন্তাবলম্বিনি বিবরং দশ-দ্বাদশারম্। তত্র শূন্য

বিবেকাভাবাৎ। নহি তত্র প্রদৃশ্যতে নবানি চক্রাণি বিদ্যন্ত ইতি। স্যাদেত
কথং ত্বনাহতসিদ্ধিঃ? কণ্ঠমাহত্য বৈখরীং বাচাং কুর্ব্বন্তি। তদ্যদি শ্বেতবর্ণ
ধ্যায়ন্ সিধ্যেত, সাপি ত্বনাহত্য সেৎস্যতীতি ভবত্যনাহতসিদ্ধি,-দদাতি চ নাদ
মিতি অনাহতসিদ্ধিদা ভবতি। যত্রৈবমুক্তম্,—

"শব্দো ব্রহ্মময়ঃ শব্দোঽনাহতো যত্র দৃশ্যতে।
অনাহতাখ্যং তৎ পদ্মং মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতম্" ॥ ইতি ॥ ৫ ॥

তালুচক্রং দশদলং দ্বাদশদলং বা। তত্রাস্তি অমৃতধারাপ্রবাহঃ—স্ফরিত
ব্রহ্মরন্ধ্রাদমৃতধারায়াঃ প্রবাহোঽত্রৈব পরিস্ফুট ইতি তদভিহিতম্। ঘণ্টিকা
মূলচক্ররন্ধ্রে, ঘণ্টিকায়া আলজিহ্বায়া লিঙ্গমূলং সামর্থ্যকারণং যচ্চক্রং তালুচক্রং, ত
রন্ধ্রে, গর্ত্তে তালুকূপে রাজদন্তাবলম্বিনি উপরিশ্রেণীস্থসম্মুখবর্ত্তিনো দন্তা রাজদ

কেন? না, সেই সকল স্থানে মাত্র ছয়টি চক্রের ভেদ বলা হইয়াছে; নয়টি চক্র
ভেদ বলা হয় নাই। যাক্ সেকথা, কি করিয়া অনাহতসিদ্ধি হইবে? ক
আঘাত করিয়া বৈখরী বাক্ উৎপন্ন করে। যদি শ্বেতবর্ণা নাড়ীর ধ্যান করি
অনাহতসিদ্ধি হয়, তাহা হইলে বৈখরী বাক্ও আঘাত না করিয়াই সিদ্ধ হইবে
হাঁ, অনাহত হইয়াই সিদ্ধ হইয়া থাকে। তবে সেই সিদ্ধিকে এই বচনা
প্রসাদিত হইয়া বৈখরীর উদ্দেশে দান করিয়া থাকেন। অর্থাৎ অনাহতস্থা
উপরিভাগে বৈখরী বাকের উৎপত্তি হয়, কিন্তু যাহার অনাহতসিদ্ধি হইয়া
তাহার বৈখরীস্থানও অনাহতভাবে বাকের উৎপত্তি করিতে পারে। এই
কথিত হইয়াছে,—শব্দ হইতেছে ব্রহ্মমূর্ত্তিবিশেষ। সেই শব্দ যে স্থলে আ
না হইয়াই পরিদৃষ্ট হয়, সেই স্থানকে অনাহতপদ্ম বলিয়া মুনিগণ পরিকী
করিয়াছেন। এই হইল পঞ্চম অনাহতচক্র ॥ ৫ ॥ তালুচক্র হইতেছে দশদ
বা দ্বাদশদল। সে স্থলে অমৃতধারাপ্রবাহ ছুটিতে থাকে। ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে স্ফ
অমৃতধারাপ্রবাহ এই স্থলে আসিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে; সুতরাং এস্থলে তাহ
সুস্পষ্ট উক্তি করা হইল। ঘণ্টিকাশব্দে আলজিহ্বা; তাহার লিঙ্গমূল—সাম
কারণ যে তালুচক্র, তাহার গর্ত্তে—অর্থাৎ তালুকূপে রাজদন্তাবলম্বী—উপরিশ্রে

ধ্যায়েৎ। চিত্তলয়ং ভবতি ॥ ৬ ॥ সপ্তমং ভ্রূচক্রমঙ্গুষ্ঠমাত্রম্। তত্র জ্ঞাননেত্রং দীপশিখাকারং ধ্যায়েৎ। তদেব কপালকন্দ-বাক্সিদ্ধিদং ভবতি ॥ ৭ ॥ আজ্ঞাচক্রমষ্টমম্। ব্রহ্মরন্ধ্রং নির্ব্বাণ-চক্রম্। তত্র সূচিকাগৃহে তরং ধূম্রশিখাকারং ধ্যায়েৎ।

দান অবলম্বতে ইতি রাজদন্তাবলম্বিন, তস্মিন্ রাজদন্তমূলপর্য্যন্তবিস্তীর্ণেঽস্মি দবং দশারং বা দ্বাদশারং বা। পৃথগ্ বিধক্ষৈতৎ তালুকূপাৎ। তত্র শূন্যং ধ্যায়েৎ। তেন শূন্যধ্যানেন চিত্তং পরমশূন্যে কারণে লীনং ভবতীতি ॥ ৬ ॥ সপ্তমং ভ্রূচক্র-অঙ্গুষ্ঠপরিমাণম্। সূক্ষ্মঞ্চ তেন সমীক্ষিতং ভবতি। তত্র দ্বিদলপদ্মে তৎকর্ণি-কায়াং বা জ্ঞাননেত্রং দীপশিখাকারং নিবাতনিষ্কম্পদীপকলিকাকারং ধ্যায়েৎ। তদেব চক্রং ধ্যাতং সৎ কপালস্থাদৃষ্টস্য কন্দং মূলং সৎ কর্ম্ম, তস্য বাচি সিদ্ধিং দদাতীতি দৃষ্টাদৃষ্টফলদসকলকর্ম্মবিজ্ঞানপ্রদং ভবতীতি জিজ্ঞাসা নশ্যতি ॥ ৭ ॥ আজ্ঞাচক্রমষ্টমম্। তদেব ব্রহ্মরন্ধ্রং নির্ব্বাণচক্রঞ্চ বর্ণ্যতে। যদেতদ্ ব্রহ্মরন্ধ্রং-চক্রং, তত্র সূচিকাগৃহে সূচিকায়াঃ সীবন্যা যদ্ গৃহং, তদিব তদ রন্ধ্রং দৃশ্যতে।

দন্তপংক্তি যে সকল দন্ত, তাহাকে রাজদন্ত বলা হয়। সেই রাজদন্তমূলপর্য্যন্ত যে একটি দশদল বা দ্বাদশদল গর্ত্তাকার আছে, ইহা তালুকূপ হইতে পৃথক্; সেই স্থলে শূন্যের ধ্যান করিবে। সেই শূন্যধ্যান পরিনিষ্ঠিত হইলে, তদ্দ্বারা চিত্ত পরমশূন্য যে নিজের উৎপত্তিকারণ, তাহাতে লীন হইবে। এই হইল ষষ্ঠ তালুচক্র ॥ ৬ ॥ সপ্তম হইতেছে ভ্রূচক্র অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ। অঙ্গুষ্ঠশব্দদ্বারা ভ্রূচক্রের সূক্ষ্মপরিমাণ সমীক্ষিত হইয়াছে। ভ্রূচক্র হইতেছে দ্বিদলপদ্মের ন্যায়। সেই দ্বিদলপদ্মে, বা তাহার কর্ণিকাতে নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখার আকার জ্ঞাননেত্রকে ধ্যান করিবে। সেই চক্রের ধ্যান করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে, কপালের মূল—কপালকন্দ—অদৃষ্টের কারণীভূত যে কর্ম্মসকল, তদ্বিষয়ক সকলকথায় সিদ্ধিলাভ করা যায়। দৃষ্ট, ও অদৃষ্টফলপ্রদ সকলকর্ম্মের বিজ্ঞান দান করে। সাধক দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদ সকলপ্রকারকর্ম্মের বিজ্ঞানলাভ করিয়া ত্রিকালজ্ঞ হইতে পারে। তদ্দ্বারা তাহার কোন প্রকার জিজ্ঞাসার উদয় আর হইতে পারে না। এই হইল সপ্তম ভ্রূচক্র ॥ ৭ ॥ আজ্ঞাচক্র হইতেছে অষ্টম। তাহাকেই ব্রহ্মরন্ধ্র ও নির্ব্বাণচক্র বলিয়া যোগীরা বর্ণিত করিয়া থাকেন। এই যে ব্রহ্মরন্ধ্রের কথা

তত্র জালন্ধরপীঠং মোক্ষপ্রদং ভবতীতি পরব্রহ্মচক্রম্॥ ৮॥ নবম
মাকাশচক্রম্। তত্র ষোড়শদলপদ্মমূর্দ্ধমুখং তন্মধ্যকর্ণিকাত্রিকূ-
টাকারম্। তন্মধ্যে ঊর্দ্ধশক্তিঃ। তাং পশ্যন্ ধ্যায়েৎ

তস্মিন্ সূচিকাগৃহে তরং গতিভাবং, যদতো গতিমদ্ ব্রহ্ম প্রবিষ্টং বিদায়া,
গতিভাবং ধূম্রশিখাকারং—ধূম্রা সা শিখা দীপস্য, তস্যা আকার ইবাকা
দৃশ্যতেঽস্য, তং ধ্যায়েৎ। তত্র গতিভাবে জালন্ধরপীঠং জালং মায়াজা
ধরতীতি জালন্ধরং পীঠং স্থানং পীঠমিব ধ্যাতং প্রতীতঞ্চ তৎ মোক্ষং তস্মাজ্জাল
ন্মোচনং প্রদদাতি ইতি মোক্ষপ্রদং ভবতীতি তৎ পরব্রহ্মচক্রমপি গীয়তে॥ ৮
নবমঞ্চ আকাশচক্রম্। তত্রৈবাস্তি ষোড়শদলপদ্মমূর্দ্ধমুখং স্বভাবতঃ। তন্ম
কর্ণিকা তস্য ষোড়শদলপদ্মস্য মধ্যে স্থিতা কর্ণিকা বীজকোষম্; ত্রিকূটাকা
ত্রিকূটঃ শিখরত্রয়যুক্তঃ পর্ব্বতবিশেষঃ; যমাহুঃ পৌরাণিকাঃ ক্ষীরোদমধ্যস্থি
ত্রিশৃঙ্গং পর্ব্বতমিতি, তস্যাকার ইব ত্রিগুণপ্রসবত্বয়া আকারো যস্যাঃ, সা তথা
তন্মধ্যে শিখরেঽস্যূর্দ্ধপ্রসৃতকরা শক্তিঃ। তাং দেবীং পশ্যন্ ধ্যায়েৎ, সে

বলা হইল, সেই সূচিকা (ছুঁইয়ের) গৃহে—সূচিকা সীবনী (ছুঁই) তাহার
গৃহ (খব), তাহার ন্যায় সেই রন্ধ্রটি দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সূচিকাগৃ
যে ব্রহ্মের তরণ গতিভাব; বিদীর্ণ করিয়া যে এই দ্বার দিয়া গতিশালী
প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, দীপের ধূম্র যে শিখা, সেই শিখার আকারের ন্যায় যাহ
আকার, তাদৃশ ধূম্রশিখাকার সেই তত্ত্বের ধ্যান করিবে। সেই গতিভাবে জালন্ধ
পীঠ—মায়াজালকে যে ধরে, সে জালন্ধরপীঠ—মায়াজালধারণকারী স্থানবিশে
ধ্যাত হইলে, ধ্যানে প্রত্যক্ষীকৃত হইলে, মোক্ষ—সেই মায়াজাল হইতে মোচ
করিয়া দেয়। এই জন্য ঐ চক্র মোক্ষপ্রদ হয়। আর এই জন্য তাহাকে প
ব্রহ্মচক্রও বলা হয়। এই হইল অষ্টম আজ্ঞাচক্র॥ ৮॥ নবম হইতেছে আকাশচক্র
সেই আকাশচক্রে ষোড়শদলপদ্ম স্বভাবতঃ ঊর্দ্ধমুখে অবস্থিত। তন্মধ্যকর্ণিকা সে
ষোড়শদলপদ্মের মধ্যে স্থিত কর্ণিকা—বীজকোষ ত্রিকূটাকার—শিখরত্রয়যু
পর্ব্বতবিশেষকে ত্রিকূটপর্ব্বত বলে, যাহাকে পৌরাণিকেরা ক্ষীরোদসাগরের মধ্যে
স্থিত ত্রিশৃঙ্গপর্ব্বত বলিয়া কীর্ত্তন করেন; তাহার আকারের ন্যায়, গুণত্রয়কে প্রস
করে বলিয়া ত্রিশৃঙ্গ-আকার যাহার, সে ত্রিকূটাকার বীজকোষ। তাহার মধ্যশিখ

তত্রৈব পূর্ণগিরিপীঠং সর্ব্বেচ্ছাসিদ্ধিসাধনং ভবতি ॥ ৯ ॥ সৌভাগ্য-লক্ষ্ম্যুপনিষদং নিত্যমধীতে, সোঽগ্নিপূতো ভবতি। স বায়ুপূতো ভবতি। স সকলধনধান্যসৎপুত্রকলত্রহয়ভূগজপশুমহিষীদাসী-

সৌভাগ্যলক্ষ্মীর্মহালক্ষ্মীরিতি। তত্রৈবাস্তি পূর্ণগিরিপীঠম্। পূর্ণস্য পরিপূর্ণস্য অপেক্ষাশূন্যস্য গিরের্নিগিরণস্য ভক্ষণস্য ভোগস্য পীঠমাসনম্। কুত্র? দেব্যাস্তস্যা মহালক্ষ্ম্যাঃ সমীপে, নান্যত্রাসম্ভবাৎ। ততঃ কিম্? সকলস্যা ইচ্ছাবাঃ, সর্ব্বাসাং সিদ্ধীনাং, সর্ব্বেষাং সাধনানাঞ্চ তত্র সমাহারো বেদিতব্য ইতি সা দেবী সর্ব্বেচ্ছা-ময়ী, সর্ব্বসিদ্ধিস্বরূপা, সকলসাধনভূতা চ সতী নিরুপাধিকভোগময়ী ভবতীতি তস্যাং দৃষ্টায়াং ধ্যাতায়াঞ্চ ধ্যাতাঽপেক্ষাশূন্যং ভোগং কৈবল্যাখ্যং পরমানন্দপদমশ্নুত ইতি বিবিক্তং নব চক্রম্। যো হ বা ইমাং সৌভাগ্যলক্ষ্ম্যা উপনিষদং রহস্যবিদ্যাং, উপনিপূর্ব্বস্য সীদতেরনর্থনিবর্হণদ্বারা তথাভূতার্থত্বাৎ, নিত্যমধীতে তদভিধেয়ো গ্রন্থোঽপীতি নিত্যমধীতে, সোঽগ্নিপূতো ভবতি, অগ্নিনা পূত ইব পূতো ভবতি পবিত্রঃ। স বায়ুপূতো ভবতি। কিঞ্চাস্য ভবতীত্যাহ স সকল-ধন-ধান্য-সৎপুত্র

ঊর্দ্ধ দিকে করজাল প্রসৃত করিয়া শক্তি অবস্থান করিতেছেন। সেই দেবীকে দেখিয়া ধ্যান করিবে। সেই দেবীই হইতেছেন সৌভাগ্যলক্ষ্মী, যাঁহাকে মহালক্ষ্মী বলা হইয়াছে। সেইস্থলে পূর্ণগিরিপীঠ আছে। পূর্ণ—পরিপূর্ণ—অপেক্ষারহিত গিরির—নিগরণের—ভক্ষণের ভোগের পীঠ—আসন। কোথায়? না, সেই মহালক্ষ্মীদেবীর সমীপে, অন্যত্র নহে; কারণ অন্যত্র অসম্ভব। তাহাতে কি হইল? না, তাহাতে এই হইল যে, সকল ইচ্ছার, সকল সিদ্ধির ও সকল সাধনের সেখানে সমাহার হইয়াছে জানিতে পারা যাইতেছে। সেই জন্য সেই দেবী সর্ব্বেচ্ছাময়ী, সর্ব্বসিদ্ধিস্বরূপা; এবং সকলসাধনভূতা বলিয়া নিরুপাধিক ভোগময়ী। তাঁহার ধ্যান করিলে, ধ্যানকারী ও অপেক্ষাশূন্য ভোগ যে কৈবল্য-নামক পরমপদ, তাহার ভোগ করিতে পারে। এই হইল নবম আকাশচক্র। এই-ত হইল নবচক্রের বিবেকের অনুবচন। যে এই সৌভাগ্যলক্ষ্মী উপনিষদের নিত্য অধ্যয়ন করে; উপনিষদ্—উপ+নি+পূর্ব্বক সদ-ধাতুর অর্থ হইতেছে অনর্থনিবর্হণদ্বারা পরমপদে উপস্থিত হওয়া। যে গ্রন্থে সেই রহস্যবিদ্যার কীর্ত্তন করা যায়, সে গ্রন্থও সেই উপনিষদ্‌নামে বর্ণিত হয়। যে সেই প্রকারের সৌভাগ্যলক্ষ্মীনামক উপনিষদ নিত্য অধ্যয়ন করে, অগ্নিপূত কাঞ্চনময় এসনের

দাসযোগজ্ঞানবান্ ভবতি। ন স পুনরাবর্ত্ততে, ন স পুনরাবর্ত্ত
ইত্যুপনিষৎ। ইতি শ্রীমৎসৌভাগ্যলক্ষ্ম্যুপনিষদি চক্রক্র
নাম তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥৩॥ ইতি শ্রীসৌভাগ্যলক্ষ্ম্যুপনিষৎ সমাপ্ত

কলত্র হয়-ভূ-গজ-পশু-মহিষী-দাসী-দাসানাং যোগয়োশ্চ জ্ঞানবান্ ভবতি। য
দেবং, তস্মান্ন স পুনরাবর্ত্ততে সংসারচক্রে—বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যত ইতি। দ্বিরু
সমাপ্ত্যর্থা। ইত্যেবম্প্রকারা উপনিষদৃচাং স্ত্রীকারণবাদিনী ব্রহ্মবিদ্যেতি।
বাঙ্মে মনসীতি শান্তিরত্র কর্ত্তব্যা প্রাপ্তত্বাদিতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায়পদবা
প্রমাণপারাবারপারীণ-ভৈরবচন্দ্রবিদ্যাসাগরভট্টাচার্য্যাত্মজ - শ্রীকৃষ্ণবিদ্যারত্নভট্টাচ
শূরিসূত-শ্রীগঙ্গাচরণবেদান্তবিদ্যাসাগরভট্টাচার্য্যকৃতৌ সৌভাগ্যলক্ষ্ম্যুপনিষদ্
চক্রক্রমো নাম তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥৩॥ সমাপ্তশ্চেদং সৌভাগ্যলক্ষ্ম্যুপনিষদ্ভা
সমাপ্তা চ সৌভাগ্যলক্ষ্ম্যুপনিষৎ ॥

ন্যায় পরিপূত হয়। সে বায়ুপূত আকাশের ন্যায় অতিবিশুদ্ধভাব ধারণ ক
তদ্ভিন্ন আরও কিছু হয় ইহা বলিতেছেন,—সে সকলপ্রকার ধন, সক
ধান্য, সর্ব্ববিধ সৎপুত্র, স্ত্রী, ঘোটক, পৃথিবী, হস্তী, গবাদিপশু, মহিষমহিষী,
দাসী, ও যোগদ্বয়ের লাভ করিয়া সর্ব্বথা জ্ঞানবান্ হয়। যেহেতু এই প্র
হয়, সেইহেতু সে আর সংসারমণ্ডলে প্রত্যাবর্ত্তিত হয় না; দেহ হইতে
হইলে একেবারে আত্মার স্বরূপে যাইয়া মিলিয়া এক হইয়া যায়, প
আনন্দে পরিনিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। এস্থলে "ন স পুনরাবর্ত্ততে" বাক্য যে দু
পঠিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, সে নিশ্চয় আর দুঃখের অবস্থায়
সংসারভাবের মধ্যে আসিয়া পড়ে না, নিশ্চয়ই নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব প
নন্দময় হইয়া অবস্থান করে। আর ইহাদ্বারা উপনিষদের পরিসমাপ্তিও এ
সংসূচিত করা হইল। ঋগ্বেদের স্ত্রীকারণবাদিনী ব্রহ্মবিদ্যাত্মক উপনিষৎ
প্রকারের। এই স্থলে "ওঁম্ বাঙ্মে মনসি সম্পদ্যতে" ইত্যাদিশান্তিমন্ত্র
করিতে হয়; কারণ, স্বাধ্যায়াধ্যয়নবিধিতে শান্তিপাঠ করিবার বিষয় ব
হইয়াছে ॥ ০ ॥ ইতি শ্রীমৎ সৌভাগ্যলক্ষ্মী উপনিষদের ভাষ্যস্থ পদাবলীর বঙ্গানু
চক্রক্রমনামক তৃতীয়খণ্ড সমাপ্ত ॥ ৩ ॥ সৌভাগ্যলক্ষ্মী উপনিষদ্ভাষ্যের বঙ্গানু
পরিসমাপ্ত হইল। সৌভাগলক্ষ্মী উপনিষদও পরিসমাপ্ত ॥

॥০॥ ওঁম্ তৎ সৎ ওঁম্ ॥০॥

॥ ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

ঋগ্বেদীয়-

বহ্বৃচোপনিষৎ ।

ওঁ নমঃ পরমাত্মনে ॥ হরি ওঁ ॥

ওঁ বাঙ্মে মনসীতি শান্তিঃ ॥

ওঁ তৎসৎ। ইহ খলু বিদিতমেবৈতদ্ বিদুষাং যদস্মিন্ বহ্বৃচারণ্যকে স্ত্রীকারণ-বাদৈকধাহন্যধা চ পুংকারণবাদা চোপনিষদৃষিণা সমাম্নাতা। তত্র কৃতভাষ্যেব পুংকারণবাদা, স্ত্রীকারণবাদায়াস্ত্বেকতমী ত্রিপুরোপনিষচ্চ। ইয়মিদানী-মবশিষ্যতে বহ্বৃচোপনিষদিতি। নাম্নাংস্যাঃ প্রভবো বিজ্ঞায়তে যত্তদ্বহ্বৃচারণ্য-কমিতি। বহ্বৃচারণ্যকোপনিষচ্চ দৃষ্টা ভাষ্যকৃৎপাদৈঃ শঙ্করভগবদ্ভির্লুপ্তপ্রায়েব

ওঁম্ তৎ সৎ ওঁম্।

এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে বিদ্বান্‌দিগের নিকট ইহা বিদিতই আছে যে, এই বহ্বৃচারণ্যকে এক প্রকার স্ত্রীকারণবাদিনী ও অন্য প্রকার পুংকারণবাদিনী উপনিষৎ বেদপুরুষদ্বারা সমাম্নাত হইয়াছে। তন্মধ্যে পুংকারণবাদিনী ও একখানি ত্রিপুরোপনিষন্নাম্নিকা স্ত্রীকারণবাদিনী উপনিষদের ভাষ্য করিয়াছি। এক্ষণে এই বহ্বৃচোপনিষৎখানি কেবল স্ত্রীকারণবাদিনী উপনিষদের মধ্যে ভাষ্য করিতে অবশিষ্ট আছে। এই উপনিষৎখানির উৎপত্তি স্থান যে কি, তাহা নামদ্বারাই বিজ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। ইহার নাম বহ্বৃচোপনিষৎ; সুতরাং ইহা যে বহ্বৃচারণ্যক হইতেই প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না। একখানি বহ্বৃচারণ্যকোপনিষৎ ভাষ্যকার ভগবান্

সেদানীম্। যদয়মুপেক্ষ্যস্তান্ত্রিকাণামুপাসনাস্থ শক্তিসমাশ্রয়াত্তস্য চেয়ং বহ্বৃচো নিষদিদানম্। আহ কেয়ং শক্তিরিতি? উচ্যতে,—একমেব ব্রহ্ম অনাদিসি মায়য়া ধর্ম্মী ধর্ম্মশ্চেতি দ্বিবিধমভূৎ। সৃষ্ট্যারম্ভে যৎ প্রাথমিকমীক্ষণং—"তদৈ বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইতি, "সোহকাময়ত" ইতি, "তৎ তপোহকুরুত" ইতি ত্রিবিধশ্রুতিসিদ্ধং জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াসমষ্ট্যাত্মকত্বং, স এব ব্রহ্মধর্ম্মঃ; স চ ধর্ম্মা এব—"স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" ইতি শ্রুতেঃ। তস্যৈব ধর্ম্মত্বাচ্ছক্তি সংজ্ঞেতি অস্যৈব ধর্ম্মস্য অন্যা অপি সংজ্ঞাঃ কথয়ন্তো নাগানন্দসূ ধর্ম্মস্বরূপমেব বিশিষ্য বিবৃতম্,—'এষ এব বিমর্শশ্চিতিশ্চৈতন্যমাত্মা স্বরসোদি পরা বাব স্বাতন্ত্র্যং পরমাত্মোন্মুখ্যমৈশ্বর্য্যং সত্তত্বং সত্তা স্ফুরত্তা সারো মাতৃকা মালি হৃদয়মূর্ত্তিঃ স্বসংবিৎ স্পন্দ ইত্যাদিশব্দৈরাগমেষূদ্দোষ্যতে।' ইতি। স এব ধ মহাবিষ্ণুভবানীভেদেন দ্বিবিধো ভূত্বা জগতঃ সৃষ্টিস্থিতিলয়তিরোধানানুগ্রহাত্ম

শঙ্করাচার্য্য দেখিয়াছিলেন; কিন্তু এখন আর সেখানির কোন সন্ধান পা যায় না। তদ্দ্বারা অনুমান হয়—সেখানি লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। শক্তিকে অবল করিয়া উপাসনাকাণ্ডে এই যে তান্ত্রিকদিগের উদ্দামপ্রবৃত্তি দেখা যায়, তা মূল কারণ হইতেছে এই বহ্বৃচোপনিষৎ। ভাল, তুমি যে শক্তির কথা বলি সে শক্তি জিনিষটা কি? বলিতেছি,—এক অদ্বিতীয় সেই পরব্রহ্ম অনাদি স্বীয় ইচ্ছাশক্তি মায়াদ্বারা ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী, এই দ্বিবিধ রূপ ধারণ করিয়াছিলে সৃষ্টির আরম্ভকালে যে প্রাথমিক ঈক্ষণ 'সেই পুরুষ ঈক্ষণ করিয়াছিলেন, হইব, প্রজাত হইব।' 'তিনি কামনা করিয়াছিলেন।' 'তিনি জ্ঞানময় ত করিয়াছিলেন।' এই তিন প্রকার শ্রুতিদ্বারা সিদ্ধ যে তিন প্রকার জ্ঞ ইচ্ছা, ও ক্রিয়া, সেই তিন প্রকার জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াসমষ্টিস্বরূপ যে প্রথমতঃ ঈ করিয়াছিলেন, সেই হইল ব্রহ্মধর্ম্ম; কিন্তু তাহা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, অভি কারণ,শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে,—তাঁহার জ্ঞান,বল ও ক্রিয়া স্বাভাবিকী—স্বতঃ স্বভাব। তাহা ধর্ম্ম বলিয়া শক্তিনামে অভিহিত হয়। ধর্ম্মনামক এই পদা অন্য সকল নামও কীর্ত্তন করিতে গিয়া নাগানন্দসূত্র ধর্ম্মের স্বরূপ বি করিয়াই বিবৃত করিয়াছেন। যথা;—এই বিমর্শই (ঈক্ষণই) চিতি, চৈ আত্মা, স্বরসোদিতা, পরা, স্বাতন্ত্র্য, পরমাত্মা, ঔন্মুখ্য, ঐশ্বর্য্য, সত্তত্ব, সত্তা, স্ফু সার, মাতৃকা, মালিনী, হৃদয়মূর্ত্তি, স্বসংবিৎ, ও স্পন্দ ইত্যাদি আগমপ্রোক্ত

কৃত্যাপঞ্চককর্ত্রীহভূৎ, জপাকুসুমস্যেব রঞ্জনকত্ত্বেহপি রাগাশ্রয়ত্বেন মাত্রয়া স্ফটিকস্যেব শুদ্ধস্যাপি ধর্ম্মিণঃ সান্নিধ্যমাত্রেণ কর্তৃত্বাবভাসঃ। তদ্গতো ধর্ম্মোহপি ন জড়ো, ন জীবঃ; অপি তু "চিতিঃ স্বতন্ত্রা বিশ্বসিদ্ধিহেতুঃ" ইত্যাদিশক্তিসূত্রোক্তস্বরূপং ব্রহ্মৈবেত্যুপনিষৎসিদ্ধান্তঃ। অস্মদাদীনাং হি দ্রষ্টব্যপদার্থালোচনাত্মিকা জ্ঞানেচ্ছাকৃতিরূপা বৃত্তির্ঘটমহং জানামীত্যেবমাদির্ভাবিঘটবিষয়কজ্ঞানাদ্যাকারভেদেন পরস্পরবিলক্ষণা ত্রিবিধা স্বয়ংজড়া যথা মনসো জড়স্যান্তঃকরণস্য

দ্বারা সেই ধর্ম্মের ঘোষণা করা হয়। সেই ধর্ম্ম মহাবিষ্ণু ও ভবানীভেদে দ্বিবিধ হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, তিরোধান ও অনুগ্রহরূপ পাঁচটি কার্য্যের কর্ত্তা হইয়াছেন। যেমন জপাপুষ্প হইতেছে লৌহিত্যের আকর। সে-ই রঞ্জনকারক; কারণ লৌহিত্য তাহার নিজস্ব; তথাপি স্বভাবতঃ-স্বচ্ছ ধবল-স্ফটিকের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেই সান্নিধ্যবশতঃ স্ফটিকে কিঞ্চিন্মাত্র রাগের আধান করিয়া দেয়। তখন রক্ত স্ফটিক বলিয়া বোধ হয়; সেইরূপ অতিবিশুদ্ধ ধর্ম্মী পরব্রহ্মের নিকট ইচ্ছাশক্তি প্রকটিত হইয়া সান্নিধ্যবশতঃই সেই অতিবিশুদ্ধ পরব্রহ্মে যেন মায়াগত কর্তৃত্বাদি ধর্ম্মের আধান করিয়া দেয়। তখন তিনি কোন প্রকার ধর্ম্মদ্বারা সংস্পৃষ্ট না হইলেও যেন আপনাকে ধর্ম্মযুক্ত বলিয়া মনে করেন। তাঁহার সেই ধর্ম্ম জড় নহে, বা জীবও নহে; কিন্তু 'বিশ্বপ্রপঞ্চের অস্তিত্ব নিষ্পন্ন করিবার প্রতি একমাত্র কারণ সেই স্বাধীনা চিতিই।' ইত্যাদি শক্তিসূত্রে নির্ণীতস্বরূপ ব্রহ্মই—এই হইতেছে সকল উপনিষদের সিদ্ধান্ত। আমাদিগের যে দ্রষ্টব্য পদার্থে আলোচনারূপে জ্ঞান, ইচ্ছা, ও কৃতিরূপ বৃত্তি উৎপন্ন হয়,—যেমন 'আমি ঘট জানিতেছি।' 'আমি ঘট চাই।' 'আমি ঘট করিব।' ইত্যাদিরূপ যে জ্ঞানবৃত্তি, ইচ্ছাবৃত্তি ও কৃতিবৃত্তি হয়, তাহা আবার 'আমি ভাবী ঘট জানিতেছি।' ইত্যাদি প্রকারের জ্ঞান, ইচ্ছা, ও কৃতিরূপ বৃত্তিবিশেষ হইতে বিভিন্ন। বর্ত্তমানকালের ঘটকে জানা, ও ভবিষ্যৎকালের ঘটকে জানা নিশ্চয়ই একপ্রকার জ্ঞান নহে; সেইরূপ বর্ত্তমানকালের ঘট পাইতে ইচ্ছা, ও ভবিষ্যৎকালের ঘট পাইতে ইচ্ছাও কখন এক হইতে পারে না। আবার বর্ত্তমানকালের ঘট পাইতে যে যে ব্যাপারের অনুসন্ধান আবশ্যক, ভবিষ্যৎকালের ঘট পাইতে তদপেক্ষা অনেকাংশে ভিন্ন প্রযত্নের প্রয়োজন হইয়া থাকে; সুতরাং আমাদিগের জ্ঞান, ইচ্ছা, ও প্রযত্নকে অবলম্বন করিয়া যে যে বৃত্তি জন্মে, সেগুলি পরস্পর বিভিন্নলক্ষণাক্রান্ত

পরিণামো, ঘনানামেব জড়ানাং বিষয়ীকাররূপসম্বন্ধেনাপি ঘনেনৈব বিশিষ্টা স্বয়মপি পরিচ্ছিন্না, পরিচারৈরপি পরিচ্ছিন্নৈরেব যুক্তা, পরিচ্ছিন্নজড়ঘনাহঙ্কার সম্বন্ধেনাধ্যাসসহিতা চ; শুদ্ধব্রহ্মণঃ প্রাথমিকী বীক্ষা তু সর্ব্বাংশে কোমলত্বা বৃত্তিরূপাঽপ্যাস্মাকীনবৃত্তিধর্ম্মরাহিত্যাদত্যন্তবিলক্ষণা সতী ব্রহ্মকোটাবেব নি শতে। তদেতদুক্তং বৃহদ্বাশিষ্ঠে উৎপত্তিপ্রকরণে দ্বাদশসর্গে সৃষ্ট্যারম্ভকালি ব্রহ্মসত্তামাত্রং প্রক্রম্য ;—

"তদাত্মনি স্বয়ং কিঞ্চিচ্চেত্যতামধিগচ্ছতি।
অগৃহীতাত্মকং সংবিদহংমর্শনপূর্ব্বকম্॥
ভাবিনামার্থকলনৈঃ কিঞ্চিদূহিতরূপকম্।

ও তিন প্রকারের। তদ্ভিন্ন সে বৃত্তিগুলি স্বতঃসিদ্ধ-জড়ভাবাপন্ন ও ঘন; কার সেই বৃত্তিগুলি ঘনীভূত জড় অন্তঃকরণেরই জড়পরিমাণবিশেষ। আবার যে সম্বন্ধদ্বারা ঐ সকল বৃত্তি বিষয়ে যাইয়া মিলিত হয়, সে সম্বন্ধসকলও ঘনীভূ জড়ই; কারণ, বিষয়গুলি ঘনীভূত ও জড়স্বভাব। সেই বিষয়ের সহিত যে স কর্ষ, বা বিষয়ীকরণ, তাহাই হইতেছে বৃত্তি ও বিষয়ের পরস্পর সম্বন্ধ। সে সম্ব টিও ঘনীভূত না হইলে অন্তঃকরণকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে কেন তারপর সে বৃত্তিসকল নিজে পরিচ্ছিন্ন, এবং যে সকল শরীররক্ষী কাল, দি দেশ ইত্যাদি, তাহারাও পরিচ্ছিন্নভাবেই বৃত্তির সাহায্য করিয়া থাকে। ত পরিচ্ছিন্ন, জড় ও ঘন অহঙ্কারসম্বন্ধবশতঃ অধ্যাসযুক্তও বটে; শুদ্ধব্রহ্মের সে প্রাথমিক আলোচনা সকল-অংশেই কোমল বলিয়া বৃত্তিরূপ হইলেও আমাদিগে বৃত্তির যে সকল ধর্ম্ম আছে, তাহাতে সে সকল নাই। এইজন্য আমাদিগে আলোচনা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্নলক্ষণ। আর সেইজন্যই সে বৃত্তিকে ব্র হইতে পৃথক্ আকারে দেখা হয় না, ব্রহ্মভাব বলিয়াই গ্রহণ করা হয়। এ সকল কথা বৃহদ্বাশিষ্ঠর'মায়ণের উৎপত্তিপ্রকরণে দ্বাদশসর্গে সৃষ্টির আরম্ভকা ব্যাপী ব্রহ্মসত্তামাত্রকে উপক্রম করিয়া বিশেষভাবে কথিত হইয়াছে। যথা, সন্মাত্র ব্রহ্মপদার্থের 'তিনি ঈক্ষণ করিয়াছিলেন—লোকসকলকে আমি স করিব।' ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধ ঈক্ষণভাব দেখাইতেছেন, 'তদি'ত্যাদি তিন শ্লোকদ্বারা। অগৃহীতাত্মকশব্দের অর্থ হইতেছে অহঙ্কারাধ্যাসবর্জ্জিত। অতএ জ্ঞপ্তিমাত্রদ্বারা অহঙ্কারের বিমর্ষ। সকল অংশে—সৃষ্টির বিষয় যে ভাবী নাম

আকাশাদণু শুদ্ধঞ্চ সর্ব্বস্মিন্ ভাতি বোধনম্॥
ততঃ সা পরমা সত্তা সচেতশ্চেতনোন্মুখী।
চিন্নামযোগ্যা ভবতি কিঞ্চিল্লভ্যতয়া তদা॥
ঘনসংবেদনা পশ্চাৎ ভাবিজীবাদিনামিকা।
সম্ভবত্যাত্তকলনা যদোহ্বতি পরং পদম্॥" ইত্যাদি।

তট্টীকায়ামপি,সন্মাত্রস্য ব্রহ্মণঃ—"স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা" ইতি শ্রুতিসিদ্ধ-
ক্ষণভাবং দর্শয়তি তদিতি ত্রিভিঃ। "অগৃহীতাত্মকম্" অহঙ্কারাধ্যাসরহিতং;
চএব সংবিন্মাত্রেণাহন্তাবিমর্শঃ। "সর্ব্বস্মিন্নপি" সৃজ্যবিষয়ীভাবিনামরূপানু-
নাংশেঽপি কিঞ্চিদেব সম্পৃক্তমিব। অতএব "আকাশাদণ্বেব"; নতু
ম্। অতএব "শুদ্ধমেব" ঘনমালিন্যাভাবাদ্ ব্রহ্মৈব চেত্যতাং গচ্ছতীব সতী
চেতশ্চেতনা" ঈক্ষণাবৃত্ত্যভিব্যক্তচৈতন্যং তদুন্মুখী তৎপ্রধানা সতী কিঞ্চিল্লভ্য-
য়া বাক্যবিষয়ধর্ম্মলাভেন তদা চিন্নামযোগ্যা ভবতীত্যর্থঃ। পশ্চাত্তু সৈব
ত্তিশ্চিরাবৃত্ত্যা ঘনীভূতা সম্যগেব আত্তকলনা সূক্ষ্মপ্রপঞ্চাত্মভাবলক্ষণপরিচ্ছেদ-
হিণী সতী পরং পদমপরিচ্ছিন্নভূমানন্দাত্মভাবং যদা বিস্মরতি, তদা ভাবিহিরণ্য-
র্ভাখ্যসমষ্টিজীবাদিনামিকা ভবতীত্যাহ,—"ঘনে"ত্যাদি। ঈদৃশেক্ষণাদ্যাত্মক-
ণ্ডী-চিদাদিনামকসমষ্টিবৃত্তিরূপধর্ম্মাত্মকশুদ্ধব্রহ্মাভিন্নানাং জ্ঞানেচ্ছাকৃতিরূপাণাং
সৃণাং ব্যষ্টীনাং মহাসরস্বতী-মহাকালী-মহালক্ষ্মীরিতি প্রবৃত্তিনিমিত্তবৈলক্ষণ্যেন

া, তাহার অনুসন্ধানাংশেও যেন কিছু সম্বন্ধ। এইজন্যই আকাশ হইতেও
ম অণুস্বরূপ; কিন্তু ঘন একেবারেই নহে। এহেতু ঘনীভাব ও মালিন্য না
কায় শুদ্ধ ব্রহ্মই যেন স্বয়ং আপনাতে চেত্যভাবকে প্রাপ্ত হন। সচেতশ্চেতনা
ঈক্ষণাবৃত্তিতে অভিব্যক্ত যে চৈতন্য, তদুন্মুখী হইয়া—তৎপ্রধানা হইয়া, বাক্যের
য়ীভূত ধর্ম্মের লাভ দ্বারা তখন সেই পরম সত্তা চিৎ-নামের যোগ্য হইয়া
কেন। তাহার পরে সেই বৃত্তি বহুকালের জন্য থাকিয়া যাওয়ায় ঘনীভাব
প্ত হয়, এবং সূক্ষ্ম প্রপঞ্চাত্মকত্বলক্ষণ পরিচ্ছেদের গ্রহণ করিয়া যখন সেই
মপদ যে অপরিচ্ছিন্নভূমানন্দাত্মতা, তাহার বিস্মরণ ঘটাইয়া ফেলে, তখন ভাবি-
রণ্যগর্ভাখ্য-সমষ্টিজীবাদি-নামের লক্ষ্য হইয়া থাকেন—এই কথা "ঘনসংবে-
"ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা বলা হইয়াছে। ঈদৃশ-ঈক্ষণ-আদিস্বরূপ চণ্ডী-চিদাদি
মক সমষ্টিবৃত্তিরূপধর্ম্মাত্মক শুদ্ধব্রহ্মের সহিত অভিন্ন যে জ্ঞানেচ্ছাকৃতিরূপ

নামরূপান্তরাণি। তাদৃশনামরূপবিশিষ্টদেবতাত্রয়সমষ্টিত্বং প্রবৃত্তিনিমিত্তীকৃ
ধর্মে শক্তিরিতি চণ্ডিকেতি চ ব্যবহারঃ। এবং ব্যষ্টীনাং বামা, জ্যেষ্ঠা, অ
রৌদ্রীতি, পশ্যন্তী, মধ্যমা, বৈখরীতি, ব্রহ্মা, বিষ্ণুঃ, রুদ্র ইতি রূপভেদেন
সমষ্টেরপি অম্বিকা, শান্তা, পরেত্যেবমাদিসংজ্ঞা অনন্তাস্তন্ত্রান্তরাদবগন্তব্যা
ত্রিতয়সমষ্টিত্বাদেবৈষা তুরীয়েতি শক্তিরহস্যাদৌ নির্দ্দিশ্যতে। আচা
পাদৈরপ্যুক্তম্ ;—

তিনটি ব্যষ্টি মূর্ত্তি, তাঁহাদিগের মহাসরস্বতী, মহাকালী, ও মহালক্ষ্মী এই প্রকা
নাম ও রূপ প্রবৃত্তি হইবার প্রতি কারণ ঐ ঐগুলি পৃথক্‌ভাবে আছে।—অ
যেরূপ ঈক্ষণত্রয়ের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাদৃশ ঈক্ষণই হইতেছে চণ্ডী
চিদাদির স্বরূপ। আবার সেই চণ্ডী-চিদাদিনামক যে সেই ঈক্ষণাবৃত্তির সম
সেই সমষ্টিবৃত্তি রূপ হইতেছে ধর্ম্মের। ঐ সমষ্টি বৃত্তিকেই ধর্ম্ম বলা হয়। ে
ধর্ম্ম ও শুদ্ধব্রহ্ম এক পদার্থ ; সুতরাং শুদ্ধব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইতেছে ে
জ্ঞান, ইচ্ছা ও কৃতিনামক বৃত্তিসকল। সেই এক একটি বৃত্তির রূপ ও ন
পৃথক্ পৃথক্ হওয়ায় জ্ঞানবৃত্তিদ্বারা মহাসরস্বতী নাম ও রূপ, ইচ্ছাবৃত্তিদ্বা
মহাকালী নাম ও রূপ, এবং কৃতিবৃত্তিদ্বারা মহালক্ষ্মী নাম ও রূপ ভিন্ন ভি
হইয়াছে। অতএব মহাসরস্বতীনামের প্রবৃত্তির প্রতি মহাসরস্বতীর ভাব
জ্ঞানবৃত্তি, তাহাই কারণ, অন্য বৃত্তি কারণ নহে ; সেইরূপ মহাকালীনাম
প্রবৃত্তির প্রতি কারণ হইতেছে সেই ইচ্ছাবৃত্তি, অন্য বৃত্তি নহে ; সেইরূপ ম
লক্ষ্মীনামের প্রবৃত্তির কারণ হইতেছে কৃতিবৃত্তি, অন্য বৃত্তি নহে। আব
মহাসরস্বতী, মহাকালী ও মহালক্ষ্মীর নাম ও রূপবিশিষ্ট এই দেবতাত্রয়
যে সমষ্টিভাব—যে একতাভাব, তাহাই আবার প্রবৃত্তিনিমিত্ত হইয়া বর্ণিতপ্রকা
ধর্ম্মের উপর শক্তিনাম ও চণ্ডিকাপ্রভৃতি নাম ব্যবহার করাইয়া থাকে
এইরূপ ব্যষ্টিধর্ম্মের উপর বামা, জেষ্ঠা, অতিরৌদ্রী ; পশ্যন্তী, মধ্যমা, বৈখরী
ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র নাম ও রূপবিশেষের প্রবৃত্তি করাইয়া থাকে। সেইরূপ অ
সমষ্টিরও প্রবৃত্তিনিমিত্তের পার্থক্য থাকায় অম্বিকা, শান্তা, ও পরা ইত্যাদি না
অনন্তপ্রকারের আছে, তাহা আগমবাক্যের অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে
মূর্ত্তিত্রয়ের সমষ্টি বলিয়াই ইঁহাকে তুরীয়ানামে বলা হয়, ইহা শক্তিরহস্যাদি
নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আচার্য্যপাদ ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করও বলিয়াছেন,—আগ

"গিরামাহুর্দেবীং দ্রুহিণগৃহিণীমাগমবিদো,
হরেঃ পত্নীং পদ্মাং হরসহচরীমদ্রিতনয়াম্।
তুরীয়া কাপি ত্বং দুরধিগমনিঃসীমমহিমা,
মহামায়ে বিশ্বং ভ্রময়সি পরব্রহ্মমহিষি॥" ইতি।

তদেতৎ সর্ব্বং ব্যাকৃতং ত্রিপুরাভাষ্যেঽস্মাভিঃ—"লক্ষ্যালক্ষ্যস্বরূপে"ত্যত্রালক্ষ্য-পদব্যাখ্যানে। ছায়াময়ীয়ং দেবী তুরীয়েত্যপি তত্র তত্র ব্যাখ্যায় "তুরীয়াতীতা-মি"ত্যত্র সৌভাগ্যলক্ষ্মীভাষ্যেঽবাঙ্মনসগোচরা পঞ্চম্যোপনিষদী বিদ্যা দেবীতি শক্তিরিতি শর্ব্বেতি চ গীয়তে ইতি ব্যাকৃতম্। তথাবিধশক্তিসমাশ্রয়াত্তান্ত্রিক্যুপাসা প্রবৃত্তেতি তদ্বিবরণমিদং স্পষ্টমৃজ্বক্ষরমারভ্যতে। তত্রাদৌ "ওঁম্ বাঙ্মে মনসী"ত্যাদি শান্তিপাঠঃ কর্ত্তব্যঃ প্রাপ্তত্বাৎ। প্রাপ্যতে চ তদনন্তরমিদমাদিমং বাক্যং

বিংসকল ব্রহ্মার সহধর্ম্মিণীকে বাগ্দেবী বলিয়াছেন, হরির পত্নীকে পদ্মা, এবং হরের সহচরীকে গৌরী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। সেই তুমিই কোনও এক তুরীয় দেবতা। তোমার অসীম মহিমা অত্যন্ত দুঃখে অধিগত হওয়া যায়। হে পরব্রহ্মের পট্টমহিষি মহামায়ে! তুমিই মহামায়ারূপে এই বিশ্বকে ভ্রমের কুহকে ফেলিয়া ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াও। এই সকল বিষয় ত্রিপুরা-উপনিষদের ভাষ্যে 'লক্ষ্যালক্ষ্যস্বরূপা' ইত্যাদি বাক্যের মধ্যস্থ অলক্ষ্যপদব্যাখ্যানের অবসরে আমরা বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছি। এই তুরীয়া দেবীই পরাচিতির ছায়াময়রূপ, ইহাও সেই সেই স্থলে ব্যাখ্যা করিয়া সৌভাগ্যলক্ষ্মী উপনিষদের 'তুরীয়াতীতাম্' এই পদের ব্যাখ্যাকালে অবাঙ্মনসগোচরা পঞ্চমী ঔপনিষদী বিদ্যাই তুরীয়াতীতা দেবী, শর্ব্বা ও নির্ব্বিভাগা চিতিশক্তিনামে অভিহিত হন, ইহাও বিশেষভাবে নিরূপণ করিয়াছি। তাদৃশ শক্তিকে অবলম্বন করিয়াই তান্ত্রিকী উপাসনা সকল প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এই সেই শক্তির যাহা কিছু বিজ্ঞেয়, তাহা এই উপ-নিষৎ হইতেই বিজ্ঞাত হইতে হয়। এই জন্য শক্তির উপাসনার আদিমতম গ্রন্থ হইতেছে এই বহ্বৃচোপনিষৎ। এই সকল কারণে এখন সেই বহ্বৃচ উপনিষদের স্পষ্ট, সরল ভাব ও পদাবলীর সাহায্য লইয়া বিবরণাত্মকভাষ্য আরম্ভ করা যাইতেছে। স্বাধ্যায়প্রবচনের প্রথমে শান্তিপাঠ করিবার বিধান আছে বলিয়া উপনিষৎপাঠের প্রথমেই "ওঁ বাঙ্মে মনসি" ইত্যাদি শান্তিমন্ত্রের পাঠ

হরি ওঁ। দেবী হ্যেকাঽগ্র আসীৎ। সৈব জগদণ্ডমসৃজং

ব্যাচিখ্যাসিতবাস্য বহ্বৃচোপনিষদ্‌গ্রন্থস্য—"দেবী হ্যেকাগ্র আসীদি"ত্যা
দিব্যতেঃ ক্রীড়'কর্ম্মণ এষ ভবতি দেবীতি। দিব্যত্যাত্মনাঽঽত্মনি যাঽসৌ
চিতিশক্তিঃ। অত্যর্ভকমিদং বাক্যং! কস্মাৎ? অনুপপন্নত্বাৎ। নহ্যুপপ
তাবদাত্মনাত্মনি ক্রীড়া। ক্রীড়া হি নাম সা ভবতি, যয়া থল্বসতঃ সম্ভব আ
কৃতয়ে তাবান্; তত্র ক্রীড়মানাদিতরেণ ভবিতব্যং কৃতেনাকৃতেন বা। ন চাগ্রে
সৃষ্টেঃ প্রসুপ্ত ইব সর্ব্বতোঽস্মিংস্তমোভূতেঽপ্রজ্ঞাতেঽলক্ষণেঽপ্রতর্ক্যেঽবি
কালস্থাপ্যাদৌ প্রবৃত্তেঃ সন্মাত্রয়া বুদ্ধ্যা গৃহীত ইব, চিন্মাত্রয়া সংবিদা স্পৃ

কর্ত্তব্য। তদনন্তর ব্যাখ্যা করিতে অভিলষিত সেই বহ্বৃচোপনিষদ্‌গ্রন্থের
আদিম বাক্য প্রাপ্ত হওয়া যায়,—"দেবী হ্যেকাগ্র আসীৎ" ইত্যাদি। ক্রীড়া
দিব্যতিরূপের দিব্-ধাতু হইতে দেবীপদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। যে চিতিশ
আপনা আপনি আপনাতে ক্রীড়া করেন, তিনিই দেবী। তোমার এই ক
বালকের কথাকেও অতিক্রম করিয়াছে। কি করিয়া? না, অনুপপন্ন বলি
আপনা আপনি আপনাতে ক্রীড়া করা উপপন্নই হয় না। কেন উপপন্ন হয়
না, তাহার কারণ হইতেছে এই যে, ক্রীড়া করিতে হইলে একটি আপে
হীন পদার্থের থাকা আবশ্যক হয়। ক্রীড়া ত তাহাই, যদ্দ্বারা আমোদ করি
জন্য যাহা নাই, তাহার সম্ভব করা। যেমন উভয় পক্ষের কেহই বিজয়ী,
পরাজয়ী নহে; সুতরাং তাহারা উভয়ে ক্রীড়ার উপকরণ পাশক-আদি ল
ক্রীড়া করিতে থাকিল। তাহাতে একপক্ষ জয়ী ও অন্য পক্ষ পরাজয়ী হও
একপ্রকার আমোদ হইল। অতএব যে ক্রীড়মান, তাহা হইতে অন্য
কিছু, তাহা সত্যও হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে, তেমন একটা বি
থাকা আবশ্যক হয়। অবশ্য একথা বলা যায় না যে, অগ্রে সৃষ্টির পূর্ব্বে—
এ সকলই যেন একেবারে চিরসুষুপ্তিতে বিরাজিত ছিল; যেন অজ্ঞান অন্ধক
সমাচ্ছন্ন ছিল; সুতরাং কিছুই প্রজ্ঞার বিষয় ছিল না; কোন প্রকার লক্ষণ
যে বাক্য প্রয়োগ করিয়া বুঝিতে পারা যাইবে, তাহার উপায়ও ছিল না;
প্রকার তর্কের সাহায্যে যে অনুমান করিয়া বুঝিতে পারা যাইবে, তাহার উ
ছিল না; সুতরাং কালপ্রবৃত্তিরও আদিতে—সেই অবিজ্ঞেয় অবস্থায়, যে অব

ংবাসন্দেশীয়ে কস্মিংশ্চিন্ত্রাবমাত্রে কো বাহংহমোদঃ, ক বা সংখ্যাকৃতিরাকৃতের্নিরত-
চয়েতি দেবনং সম্ভবতি। ন চ সংজ্ঞাহপ্যন্বর্থা, জ্ঞাতুরভাবাৎ। নৈব ভবন্নভাবোহ-
স্তীতি চেৎ? নেত্যাহ, অনুপপত্তেঃ। ন হ্যপপদ্যতে তর্হ্যেকাসীদিতি প্রোক্তম্।
কতি সা হেকা, যদি নৈব ভবন্নভাবঃ স্যাৎ? নেত্যাহ, অনুপপত্তেঃ। অস্ত্যভাব
ইত্যেব নোপপদ্যতে। কথন্? ভাবো হি নাম যদস্তিত্বং, তদ্বিরোধী চাভাব ইতি
বিরোধস্তুতে ভাবঃ সহাভাবেন. তর্হি ভাববানভাব ইতি কৈদৃশী জিজ্ঞাসা ভবতি।
দাভাবস্ততো ভাববান্নায়ং ভবত্যভাবো বা ভাববান্নেতি। আলোকবদুপন্যাসঃ।

দ্ধিরাবাই যেন সন্মাত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়; আত্মস্বরূপ সংবিদ্দ্বারা
সন চিন্মাত্র বলিয়া স্পর্শ করিবাই নষ্ট হইয়া যায়; যেন অসৎ পদার্থেরই ন্যায়
অবিকল: কিছু কোনও একরূপ নির্বিচিকিৎস সত্তাস্বরূপ। সেই অবস্থায়
আমোদই বা কি, আর তখন কোন প্রকার আকৃতি না থাকায় এক বলিয়া সংখ্যা
দয়া ব্যবহার করাই বা কি, কোন প্রকার ক্রীড়াই-ত সম্ভবে না। অধিক কি,
যে অবস্থার কথা হইতেছে, সে অবস্থার একটা সংজ্ঞাই দেওয়া যায় না; কারণ,
দ্বারা কাহাকেও সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাই-ত সংজ্ঞা; কিন্তু সে
ময়ে আর কে কাহাকে জানিবে? কোনও জ্ঞাতা পুরুষ ত তখন ছিল না।
ভাল কথা, জ্ঞাতা পুরুষ ছিল না, একথা বলিলে ত সে অবস্থায় একটা অভাব
ছিল, ইহা বুঝিতে পারা যায়, তাহা হইলেই-ত দুইটি বস্তুর অস্তিত্ব আসিতেছে,
এক সেই দেবী, আর এক অভাব। যদি অভাব একটা পদার্থ হয়, এবং তাহার
অস্তিত্ব থাকে, তাহাহইলে শ্রুতি যে 'দেবীই একমাত্র ছিলেন' বলিয়াছেন, তাহা
আর উপপন্ন হয় না। কি করিয়া তিনি একা, যদি অভাবের অভাব না থাকে?
না, তাহা বলিতে পার না; কারণ, উপপন্ন হয় না। 'অভাব আছে' এই
কথাটাই মূলে অনুপপন্ন। কি করিয়া? না, ভাব বলিলে অস্তিত্ব বুঝায়, আর
অভাব বলিলে সেই অস্তিত্বের বিরোধীকে বুঝায়; সুতরাং ভাবের সহিত
অভাবের বিরোধ হয় বলিয়া 'অভাব আছে' একথা বলা চলে না। যদি 'অভাব
আছে' বা 'অভাব ভাববিশিষ্ট' একথা বল, তবে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, একথা
কি করিয়া বলা চলে? কারণ, যদি তাহাকে অভাব বল, তবে ভাববিশিষ্ট
বলিও না; যদি ভাববিশিষ্টই বল, তবে আর অভাব বলিও না।
ভাল কথা, আলোকের ন্যায় উপন্যাস করা হইয়াছে বলিব। ভাববান্ হইয়া

যদিদমুপন্যস্তং নৈব ভবন্নভাবঃ স্যাদিতি, তদালোকবৎ সমাধেয়ম্। যথা হ্যালোকঃ স্বয়ং প্রকাশতে, পরঞ্চ প্রকাশয়তীতি ন দ্বৈধমাত্মনঃ করোতি ;. তথৈবায়ং চরমোঽভাবঃ সর্ব্বং প্রতিযোগীকৃত্যাত্মানমপি প্রতিযোজয়তি, যথাচ প্রক্ষিপ্তং কতকরজো জলমালিন্যং নাশয়তি, স্বয়ঞ্চ নশ্যতি ; যথা বা পয়ঃ পীতং পয়োজমজীর্ণং জরয়তি স্বয়ঞ্চ জীর্য্যতি ;. তথেতি স্বপরপ্রতিযোগিকোঽভাব এব ভাবস্বরূপঃ কথং পুনর্ভাবেন সম্পৃচ্যতাম্? তদ্‌যৎ সংযোজনমস্তিত্বেন, বিকল্প এব ভবতি ; ভাবস্ত স্বর

অভাব থাকে না, এই যে কথাটি বলা হইয়াছে, তাহা ঠিক আলোকের ন্যায় বল হইয়াছে। যেমন, আলোক স্বয়ং প্রকাশিত হয়, এবং পরকেও প্রকাশিত করে কিন্তু তদ্দ্বারা আলোককে কেহই দুইটি বলিয়া মনে করে না, কারণ, আলো আপনাকে ও পরকে প্রকাশ করায় নিজ আত্মাকে দুইভাগে বিভক্ত করে না সেই রূপ এই যে চরম অভাবের কথা বলা হইল, যে অভাবের নির্দ্দেশের প আর কোন প্রকার বস্তুর অস্তিত্ব থাকা সিদ্ধ না হওয়ায় অদ্বৈতসিদ্ধি হইতে পারে, সেই অভাব, সকলকে প্রতিযোগী করিয়া আপনাকেও প্রতিযোগী করিয় থাকে।—অর্থাৎ যে সর্ব্ববস্তুর অভাব বোঝা যায় ; সেই রূপ সে-অভাবের নিজেই অভাব করে। এরূপ দেখা যায়—যেমন মলিন জলে কতকচূর্ণ (নির্ম ফলের চূর্ণ) নিক্ষেপ করিলে জলের মালিন্য দূর করে, এবং নিজেও সেই মলে সহিত দূর হইয়া যায় ; যেমন দুগ্ধপানজনিত অজীর্ণ হইলে পুনশ্চ দুগ্ধপানদ্বার সেই অজীর্ণতা যায়, এবং পীত দুগ্ধও জীর্ণ হয় ; সেইরূপ স্ব-পর-প্রতিযোগি চরম অভাব ভাবস্বরূপ ; সুতরাং সে আবার ভাবের সহিত সম্বদ্ধ হইবে কি করিয়া ? তবে যে আবার তাহার অস্তিত্ব লইয়া ব্যবহার করা হয়, সে যেমন-ভাব পদার্থ ছিল, বা সেই ভাব আছে ইত্যাদি, তাহা বিকল্পবৃত্তিদ্বারা। যেম মস্তকটাই রাহু ; কিন্তু বলিবার সময় বলা হয় রাহুর মস্তক ; চৈতন্যই পুরুষ কিন্তু বলা হয়, পুরুষের চৈতন্য ইত্যাদি। অবশ্য এস্থলে একটা কল্পিত ভেদে অবলম্বন করিয়া জ্ঞান করা হয় যে, পুরুষের চৈতন্য আছে ইত্যাদি। বস্তুত বিষয়রহিত জ্ঞানই ওটা হয় ; তবে যেরূপ শব্দার্থজ্ঞান জন্মে, তদনুসারেই অসদ বিষয়েও জ্ঞান হইয়া থাকে। তাই বলিয়া বুঝিতে হইবে না যে, চরম ভাব আ বলিয়া যে জ্ঞান জন্মে, সেটা অসদ্বিষয়ক জ্ঞান ; কিন্তু সেই ভাবের উপর অস্তিত্বের ভান হয়, সেইটাই মিথ্যা। সে ভাব কোনও রূপে বিশিষ্ট হয় না

ভূয়তে,পরঞ্চ ভাবয়তীতি। যৎ পরঞ্চ ভাবয়তি ইত্যুক্তং,তদস্য জগৎকর্তৃত্বং ক্রীড়েতি ক্রমঃ। যচ্চ স্বয়ং ভূয়ত ইত্যুক্তং, তদেনমুপলক্ষ্য দেবীতি তুরীয়াতীতা সংজ্ঞা কৃতা। কথম্? যদেতচ্ছাখান্তরে সমাম্নাতম্—"নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞং। অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্য-

---

বিষয়গ্রাহী ব্যবহারকারকেরা কোনও পদার্থের বৈশিষ্ট্যজ্ঞানব্যতীত নির্বিশিষ্ট-জ্ঞান করিতে অভ্যস্ত নহে বলিয়া বলিবার সময় তাহাকে বিশিষ্ট করিয়া বলা হয় মাত্র। এই জন্যই ঐ ব্যবহারটাকে বিকল্পে ব্যবহার বলা হইল। ঐ ভাব নিজেই অস্তিত্বময়, এবং পরকেও ঐ ভাবই অস্তিত্বসম্পন্ন করিয়া থাকে। পরকে যে অস্তিত্ব সম্পন্ন করে বলা হইল, সেইটাই সেই ভাবের জগৎকর্তৃত্ব। সেই জগৎ কর্তৃত্বই তাঁহার ক্রীড়া, এই কথা আমরা বলিব। আর যে, সে ভাব নিজেই অস্তিত্বময় বলা হইল, সেই ভাবকে উপলক্ষ্য করিয়া বলা হয়, ইনি দেবী। ইঁহার এই যে দেবী নাম, এটা তুরীয়াতীত যে পঞ্চমী অবস্থা, যে অবস্থার সহিত আর কোন প্রকার সম্বন্ধাদির কল্পনা করিয়া উঠিতে পারা যায় না, সেই অবস্থার নাম। ঐ দেবীই তুরীয়াতীতা। কি করিয়া ইঁহাকে তুরীয়াতীত পঞ্চম অবস্থার ভাব বলিলে? না, এই যে অন্য শাখায় আম্নাত হইয়াছে, ইনি অন্তঃপ্রজ্ঞ যে তৈজস, তাহা নহে; বহিঃপ্রজ্ঞ যে বিশ্ব, তাহাও নহে; জাগ্রৎ ও স্বপ্ন, এই উভয় অবস্থার যে অন্তরালাবস্থা একটা আছে, তাহাও ইঁহার নাই; ইনি প্রজ্ঞানঘন নহেন—অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে যে প্রজ্ঞানের ভাসমানতা দেখা যায়, তাহা ইঁহার নহে, ইঁহার সুষুপ্তি নাই; ইনি প্রজ্ঞ নহেন, যুগপৎ সকলবিষয়ের জ্ঞাতা ইনি নহেন; তাই বলিয়া ইনি অপ্রজ্ঞ নহেন,—অচৈতন্য নহেন। ভাল কথা, যেমন রজ্জু-আদি পদার্থে 'সর্পাদি নহে' বলিয়া প্রতিষেধ জ্ঞান হইলে, সে সর্পাদিকে অসৎ পদার্থ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, সেইরূপ আত্মার উপর অন্তঃপ্রজ্ঞাদিভাব আছে জানিতে পারিলেও 'ইনি অন্তঃপ্রজ্ঞ নহেন' ইত্যাদি প্রতিষেধ করিলে, তদ্দ্বারা কি করিয়া সে সকল ভাব যে অসৎ, তাহা প্রতিপন্ন হইবে? কেন? আত্মা জ্ঞাতা; ইহা সকল অবস্থাতেই প্রমাণ হইতেছে; কিন্তু কৈ সকল অবস্থায় ত সেই অন্তঃপ্রজ্ঞ-আদি নাম থাকে না। হাঁ, সকল অবস্থায় জ্ঞাতার স্বরূপের ব্যভিচার নাই বলিয়া জ্ঞস্বরূপ সত্য, ইহা প্রমাণ করিতেছ; কিন্তু তাহা হয় না। রজ্জু-আদি পদার্থে সর্পাদিজ্ঞান যখন ধারাবাহিকরূপে হয়, তখন সেই সর্পজ্ঞান

মৈকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে। স আত্মা

অনেক অবস্থায় অব্যভিচরিত থাকে; তথাপি তাহার পর এমন একটা অবস্থা আসে, যখন তাহার প্রতিষেধদ্বারা ব্যভিচার হইতে দেখা যায়; সেইরূপ জ্ঞস্বরূপ-ত সুষুপ্তব্যক্তির নিকট ব্যভিচরিত। তখন-ত জ্ঞস্বরূপের সত্যতা প্রমাণ হয় না? না; তাহা বলিতে পার না; কারণ, 'আমি সুষুপ্ত থাকিয়া আনন্দে ছিলাম' ইত্যাদি স্মরণ হয় বলিয়া সুষুপ্তিকালেও আত্মা জ্ঞাতৃরূপে ছিলেন, ইহা প্রমাণ হয়। যে কোন প্রমাণ নহে, সে সময়ে প্রত্যক্ষই হয়। এই-ত অনুভবপ্রমাণ দ্বারা সেই সুষুপ্তিকালেও জ্ঞস্বরূপের সত্যত্ব প্রমাণ হইল। তার পর শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে;—বিজ্ঞাতার বিজ্ঞাতির বিপরিলোপ—একেবারে না থাকা হয় না। এই সকল কারণে ইনি অদৃষ্ট—দর্শনের অযোগ্য; সুতরাং ব্যবহারের বিষয়ও হইতে পারেন না। ইনি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন। ইঁহার কোনও প্রকার লক্ষণ নাই, যাহা থাকিলে, তদ্দ্বারা ইঁহাকে অনুমান করিয়া বুঝিতে পারা যাইত। অতএব অনুমানের অযোগ্য। এই জন্যই অচিন্ত্য ও অব্যপদেশ্য শব্দদ্বারা ইঁহাকে কীর্ত্তন করিতে পারা যায় না। তবে জাগ্রদাদিস্থানত্রয়ে এই আত্মা একাকারেই ভাসমান, ইত্যাকার যে একাত্মপ্রত্যয়, তাহাদ্বারা ইঁহার অনুসরণ করিতে পারা যায়। অথবা এই তুরীয়ের জ্ঞানের প্রতি এই যে একাত্মপ্রত্যয়, ইহাই প্রমাণ। এইজন্য ইনি একাত্মপ্রত্যয়সার। শ্রুতিও বলিয়াছেন, ইনি আত্মা, এই প্রকারেই উপাসনা করিবে। ইনি অন্তঃপ্রজ্ঞ-আদি নহেন বলায় আত্মার অন্তঃপ্রজ্ঞত্বাদিরূপ যে স্থানিধর্ম্ম, তাহার প্রতিষেধ করা হইয়াছে; প্রপঞ্চোপশমশব্দদ্বারা ইঁহাতে যে জাগ্রদাদিস্থানের ধর্ম্মও নাই, তাহাই বলা হইতেছে। অর্থাৎ জাগ্রদাদি অবস্থাও ইঁহার নাই। ইনি জাগিয়া থাকেন না, স্বপ্ন দেখেন না, বা সুষুপ্তি অনুভবও করেন না। ইঁহার কোন প্রকার বিকার নাই; এই জন্য ইনি শান্ত। যে হেতু ভেদবিকল্পরহিত, এই হেতু শিবস্বরূপ—পরমমঙ্গলাত্মা। ইঁহাকে চতুর্থ—তুরীয় বলিয়া ধ্যায়ীরা মনে করেন। যে হেতু প্রতীয়মানপাদত্রয় ইঁহার নাই। রজ্জু যেমন প্রতীয়মান সর্প, ভূচ্ছিদ্র ও দণ্ডাদিরূপ ভ্রান্ত পদার্থ হইতে ব্যতিরিক্ত সত্য পদার্থ; সেইরূপ ব্যবহ্রিয়মাণ সংসারী হইতে ব্যতিরিক্ত সেই সত্য পদার্থ আত্মাই তুমি, ইত্যাদি মহাবাক্যে যে, অখণ্ডার্থ, সে-ই আত্মা, অদৃষ্ট দ্রষ্টা—কেহ তাঁহাকে দেখিতে

ম বিজ্ঞেয়ঃ।" ইতি প্রপঞ্চোপশমত্বমদ্বৈতত্বমিতি, তত্র চ দ্বৈতমিথ্যাত্বসিদ্ধিপূর্বকত্বা-
দ্বৈতসিদ্ধের্ভবতি চ দ্বৈতাভাবদর্শনমূলকত্বাদ্দ্বৈতমিথ্যাত্বসিদ্ধেরস্ত্যেব কশ্চিদ্গন্ধো,
যেনৈনমতীত্যাম্নায়তে "দেবী হ্যেকাগ্র আসীদি"তি ভবত্যুপপাদ্যম্।

অত্রাভিধীয়তে, শুক্তিকা হি রজতবদবভাসতে, রজ্জুশ্চ সর্পবদিত্যেবমাদি সমা-
রোপং কুর্বন্নয়ং জানীয়াদধিষ্ঠানং সমারোপাতদ্ধর্ম্মাভ্যাং সম্ভিন্নং সত্যাপি দৃষ্টে বিসং-

---

পায় না; কিন্তু তিনি সকলকে দেখেন। যেহেতু দ্রষ্টার দৃষ্টির বিপরিলোপ—
একেবারে না থাকা হয় না, ইত্যাদি বাক্যদ্বারা যে উক্ত হইয়াছে, সে-ই বিজ্ঞেয়।
এই বাক্যে প্রপঞ্চোপশমতা ও অদ্বৈতত্ব যে বলা হইয়াছে, এই অদ্বৈতসিদ্ধি
করিতে হইলে অগ্রে দ্বৈতমিথ্যাত্বসিদ্ধি করা আবশ্যক। অবশ্য যাহাকে দ্বৈত-
সম্পন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহাতে দ্বৈতের যে অভাব আছে, তাহা দেখিতেই
হইবে; তবেই দ্বৈতকে মিথ্যা বলিয়া অধিগত হওয়া যাইবে। তাহাহইলে
আমার মতে যিনি অদ্বৈত, তাঁহাতে যে দ্বৈত আছে, তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে;
তবে সেই সঙ্গে দ্বৈতের অভাবও আছে। তাহা থাকুক, তথাপি দ্বৈতের সম্পর্ক যে
একেবারে নাই, তাহা প্রতিপন্ন হয় না; সুতরাং উপনিষৎ ইঁহাকে অতিক্রম
করিয়া ইঁহার যিনি স্বরূপ, যাঁহাতে দ্বৈতসম্পর্ক কিছুই নাই, যাঁহার ছায়ায় সেই
সকলের কথাবার্ত্তা চলে, সেই ব্রহ্মাতীত পরব্রহ্মই এই দেবী বলিয়া নির্দ্ধারিত
হইয়াছেন। বহ্বৃচোপনিষৎ তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন;—"দেবী হ্যেকাগ্র
আসীৎ।" ইতি।

এস্থলে বলিতে পারা যায়;—যেমন শুক্তিকা রজতের ন্যায় অবভাসিত, বা
রজ্জু সর্পের ন্যায় প্রতিভাসিত হইতেছে, ইত্যাদি-ব্যবহারকারী ব্যক্তির পক্ষে
'এই রজত' বা 'এই সর্প' বলিয়া যে সমারোপ হয়; তাহার পর সেই রজত গ্রহণ
করিতে যাইয়া নিশ্চয় পায় না, পায় শুক্তিকা, এবং আলোকাদি লইয়া দেখিলে,
সর্প নিশ্চয় দেখিতে পায় না; কিন্তু রজ্জু দেখিতে পায়; তখন জ্ঞান করে, এটা
রজত নয়, বা এটা সর্প নয়। এরূপ জ্ঞান হইলেও যে পূর্ব্বে 'এই রজত' বা
'এই সর্প' বলিয়া ভ্রমজ্ঞান করিয়াছে, সে ত সেই শুক্তি বা রজ্জুকে, রজত বা
সর্প বলিয়া, অথবা সেই শুক্তি বা রজ্জুতে, রজতত্ব বা সর্পত্ব ধর্ম্ম আছে জানিতে
পারিবে না। কেন? না, বস্তুতই তাহাতে তাহা নাই। শুক্তি শুক্তিই,
রজ্জু রজ্জুই। দূরত্বাদিদোষবশতঃ ভ্রমক্রমে শুক্তির সহিত সাদৃশ্য আছে দেখিয়া

বাদিন্যা খলু প্রবৃত্ত্যা শুক্তিকারজ্জুবিষয়য়োঃ স্বরূপে ; অজানানো বা কথং প্রতি-
স্যাদ্ গন্ধমিতি। অতএব মায়াঽনাদিসিদ্ধা, যয়াঽথবসঙ্গোঽপি সসঙ্গ ইব,
উদাসীনোঽপ্যনুদাসীন ইব, একোঽপ্যনেক ইবায়মাত্মাঽঽত্মানং জানাতি।

শুক্তিতে রজতভ্রম করিয়া থাকে, সেইরূপ মন্দ-অন্ধকারাদিদোষপ্রযুক্ত সে
স্থলস্থিত রজ্জুকে সর্পের সমান বলিয়া সর্পভ্রম করিয়া থাকে। তদ্দ্বারা শুক্তি
বা রজ্জুর কোন দোষই উপস্থিত হয় না। যখন রজত নহে বলিয়া জ্ঞা
হয়, তখন ত স্পষ্টই দেখা যায় যে, শুক্তির সহিত রজতের কোনই সম্পর্ক না।
যখন দৃষ্টান্তস্থলে দেখা যায় যে, অধিষ্ঠান-শুক্তিকাদিতে সমারোপ্য-রজতাদি
সমারোপ্যধর্ম্ম রজতত্বাদির কোনই সম্বন্ধ নাই, তখন সেই দার্ষ্টান্তিক ব্রহ্মেই
দোষ আসিবে কেন? ব্রহ্ম হইতেছেন এই জগদ্ভ্রমের অধিষ্ঠান। ব্রহ্মেই এ
জগতের ভ্রম হইতেছে ; সুতরাং যখন ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইবে, ব্রহ্মকে ব্র
বলিয়া জানা যাইবে, তখন ত আর ব্রহ্মে যে জগদ্ভ্রম হইয়াছিল,—'এই জগৎ
বলিয়া ভ্রান্তজ্ঞান হইয়াছিল, তাহা থাকিবে না ; সুতরাং ব্রহ্মে জগৎ আ
বলিয়া যে ভ্রান্তিজ্ঞান হইয়াছিল, তদ্দ্বারা ব্রহ্মের কি ক্ষতি হইবে যে, ব্রহ্মে
উপরেও পঞ্চম একটি পদার্থ স্বীকার করিতে হইবে?—অর্থাৎ যখন দেখা
যাইতেছে যে, ভ্রমস্থলে যে ভ্রম করে, সে-ই মাত্র সিদ্ধপদার্থের ব্যত্যয় ঘটাই
জ্ঞান করে। তদ্দ্বারা সিদ্ধপদার্থের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না। যেমন যদি কে
বৃক্ষকে পর্ব্বত বলিয়াই নিরবচ্ছিন্নভাবে জানিতে থাকে, তবে যখন সেই ভ্র
পুরুষের দোষে সেই বিশুদ্ধ বৃক্ষের কোনই দোষ উপস্থিত হয় না ; সেইরূপ তু
আমি ব্রহ্মকে জগদাকারে নিরবচ্ছিন্নভাবে জানিতে থাকিলেও ব্রহ্ম ব্রহ্মই থাকি
বেন, তাহাতে তাঁহার কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই, বা হইতে পারেও না ; সুতরা
ব্রহ্মকে অতিক্রম করিয়া আবার পঞ্চমতত্ত্ব একটি বৃথা স্বীকার করিবার প্রয়ো
জন কি?

হাঁ, প্রয়োজন কিছু দেখা যায় না বটে ; কিন্তু না মানিয়াও ত উপায় নাই
কারণ, তোমাকে নিশ্চয় স্বীকার করিতে হইবে যে, অনাদিসিদ্ধ মায়া এক
আছে, যদ্দ্বারা পরমাত্মা অসঙ্গ হইলেও সসঙ্গ—সংসরীর ন্যায়ই প্রতীয়মান হন।
উদাসীন হইলেও অনুদাসীনের ন্যায়, এক হইলেও অনেকের ন্যায় প্রতিভাসি
হইয়া আত্মাই আত্মাকে জানিয়া থাকেন। আত্মা অসঙ্গ হইলেও মনে করে

চ্চ যেয়ং বিকল্পজালনিদানং মায়া নামানির্ব্বাচ্যং মিথ্যাবস্তু ব্রহ্মপ্রতীত্যা-
াায়তে, মিথ্যাত্বাদেবানেন নাদ্বৈতহানিরঙ্গীকৃতা ; অঙ্গীকৃতা তু তত্র ব্রহ্মণঃ
কাটিঃ। তথাহ্যেতদাম্নায়তে ;—"এষ সর্ব্বেশ্বরঃ, এষ সর্ব্বজ্ঞঃ, এষোঽন্তর্য্যা-

---

আমি সংসারী—সুখদুঃখাদিভোগকারী, আমি কর্ত্তা, আমি গমন করি, আমি
দেখি, আমি ভোগ করি ইত্যাদি। আত্মা উদাসীন হইলেও মনে করেন,—
আমি বদ্ধ হইয়াছি, আমি এই কর্ম্ম করিয়া স্বর্গে যাইব ; আমার মোচন নাই,
া হওয়া সম্ভবে না। আত্মা এক হইয়াও মনে করেন, এসকল পুত্রকন্যা আমা
হইতে হইয়াছে, ও সকল উহা হইতে হইয়াছে ; বৃক্ষাদি ভূমি হইতে হইয়াছে
ইত্যাদি। আত্মা আপনা-আপনিই আপনাকে নানাভাবে কল্পিত করিয়া
এই সংসার পরিচালন করিতেছেন। তাহাতে এই যে বিকল্পজালের মূল কারণ
মায়ানামে অনির্ব্বাচ্য মিথ্যাবস্তু, যে ব্রহ্মকেই ভ্রান্ত করিতেছে, ইহা কথিত হয়,
যদিও সে মিথ্যা বলিয়া তদ্দ্বারা অদ্বৈতপদার্থ ব্রহ্মের কোনই ক্ষতি হয় না—দ্বৈত
পদার্থের অস্তিত্ব প্রমাণ হইয়া তদ্দ্বারা ব্রহ্ম দ্বৈতবিশিষ্ট বলিয়া ব্রহ্মের বিনাশ
হইতে পারে, ইত্যাকার আপত্তি ও ব্রহ্ম পদার্থের না থাকা হয় না, তথাপি
ব্রহ্মের একটা কোটি—একটা পক্ষ স্বীকার করিতে হইবে। তদ্দ্বারা ব্রহ্ম কুণ্ঠিত
হইতেছেন, ব্রহ্মের অচ্ছিন্নভাব আর থাকিতেছে না, একটা চ্ছেদ, বা একটা
ভাগ আসিয়া যাইতেছে। ব্রহ্মের একটি অংশে মায়ার এই অঘটনঘটনা
চলিয়াছে; কিন্তু অন্য অংশে ব্রহ্ম ব্রহ্মই আছেন। মায়াদ্বারা ব্রহ্ম দুইটি বিভাবে
আসিয়া পড়িয়াছেন, একটি সগুণ বিভাব, অন্যটি নির্গুণ বিভাব। একটিতে
মায়া ক্রীড়া করিয়া জগৎক্রীড়ায় ব্রহ্মকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, অন্যটিতে ব্রহ্ম
তাহাকে কবলিত করিয়া অনন্তবিস্তার প্রশান্তসাগরপ্রায় অচল অটল ধীর ও
স্থির হইয়া শাশ্বত মহিমায় বিরাজ করিতেছেন। শ্রুতিরাশি এই দুই ভাব
দুইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন ;—এই প্রাজ্ঞ পুরুষই স্বরূপাবস্থায় অবস্থিত হইয়া
সর্ব্বেশ্বর হন—সাধিদৈবিক বিশ্বপ্রপঞ্চের ঈশিতা—সকলের অধিপতি সম্রাট্।
ইহা ভিন্ন নৈয়ায়িক ও পাতঞ্জলদিগের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন জীবসকলের মধ্যে যে
পূর্ব্বাপর-কোটিরহিত পুরুষবিশেষ ঈশ্বর, তাহা নহে। এই প্রাজ্ঞই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের
সর্ব্বপ্রকার-অবস্থাপন্ন হইয়া সকলকে জানিতেছেন ; এইজন্য ইনি সর্ব্বজ্ঞ।
সর্ব্বভূতের অন্তরে প্রবেশ করিয়া সকলভূতকে নিয়মিত করিতেছেন বলিয়া ইনি

য্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য, প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্।" "অরা ইব রথনাভৌ ক
যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতাঃ। তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ॥ ই
তান্ হোবাচ এতাবদেবাহমেতৎ পরং ব্রহ্ম বেদ। নাতঃ পরমস্তীতি। তে ত
র্চ্চয়ন্তস্ত্বং হি নঃ পিতা, যোঽস্মাকমবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সীতি।" "যথো
নাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ, যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি। যথা সতঃ পুরু

অন্তর্য্যামী। ইনিই সকলকে—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলকেই প্রসব করেন বলি
ইনিই সকলের যোনি। সেই হেতু ইনিই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি ও বিনাশ সাং
করিয়া থাকেন। রথচক্রের নাভিপ্রদেশে (হেঁড়েতে) যেমন আরসকল-
রথচক্রের পরিবার-(পাকী) সকল প্রবেশিত হইয়া রথচক্রকে আশ্রয় করি
থাকে; সেইরূপ প্রাণাদিষোড়শকলা উৎপত্তি. স্থিতি, ও লয়কালে যে পুরু
প্রতিষ্ঠিত থাকে, কলাসকলের আত্মভূত সেই বেদনীয় পুরুষকে পূর্ণ বলিয়া,
পুরে শয়ন করিয়া আছেন বলিয়া জানিবে; হে শিষ্যসকল! মৃত্যু তোমাদিগ
যাহা হইলে ব্যথিত করিতে পারিবে না। ব্যথাপ্রাপ্ত হইয়া তোমরা দুঃ
হইয়াছ। অতএব সে ব্যথা আর তোমাদিগের না হউক। পিপ্পলাদ ঋ
শিষ্যদিগকে এইরূপে উপদেশ দিয়া, সেই সকল শিষ্যকে বলিয়াছিলেন;—এ
পর্য্যন্তই বেদ্য পরব্রহ্মকে আমি জানি। ইহা অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর বেদিতব্য অ
আর কিছুই নাই। তার পর সেই শিষ্যসকল গুরুকর্তৃক অনুশিষ্ট হইয়া
কৃতার্থ হইয়া, বিদ্যানিষ্ক্রয় আর কিছু না দেখিতে পাইয়া পদদ্বয়ে পুষ্পাঞ্জ
প্রদান করিয়া মস্তকদ্বারা প্রণিপাত করিয়া বলিয়াছিল—বিদ্যাদ্বারা আমাদিগে
ব্রহ্মশরীরের জনয়িতা পিতা তুমিই। তুমিই আমাদিগের নিত্য, অজর, অম
অভয় ব্রহ্মশরীরের উৎপাদনকারী পিতা। যেহেতু তুমিই আমাদিগের অবিদ্যার
বিপরীত-জ্ঞানের—জন্ম-জরা-মরণ-রোগ-দুঃখাদিরূপ গ্রহের- মহাসাগরের প
—অবিদ্যা-মহাসাগরের পরপারে তরাইয়া দিলে—বিদ্যারূপ ভেলায় করি
অবিদ্যামহাসাগরের পরম-অপুনরাবৃত্তিলক্ষণ মোক্ষনামক পরপারে তরাইয়া দিলে
অক্ষরকে ভূতযোনি বলা হইয়াছে। সেই ভূতযোনিত্ব কি করিয়া উপপন্ন
ইহা প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত কতকগুলিদ্বারা প্রদর্শন করিতেছেন;—প্রসিদ্ধ ঊর্ণনাভি-লূ
কীট (মাকড়সা পোকা) অন্য কোনও কারণান্তরের অপেক্ষা না করিয়া
স্বয়ংই সৃষ্টি করে -নিজ শরীর হইতে অব্যতিরিক্ত সূত্রসকলকে বহিঃপ্রসা

কেশলোমানি, তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্ ॥" "তদেতৎ সত্যং যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ। তথাক্ষরাদ্ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি ॥" "যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদ-পাণিপাদম্। নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি

প্রসারিত করে আবার সেই সূত্রসকলকে গ্রহণ করে—নিজ আত্মায় বিলীন করিয়া লয়; যেমন পৃথিবীতে ব্রীহ্যাদি-স্থাবরান্ত ওষধিসকল পৃথিবী হইতে অভিন্ন আকারেই প্রাদুর্ভূত হয়; যেমন জীবিতপুরুষ হইতে কেশসকল ও লোমরাজী বিলক্ষণভাবেই সম্ভূত হয়; সেইরূপ সলক্ষণ ও বিলক্ষণ নিমিত্তান্তরকে অপেক্ষা না করিয়াই যথোক্তলক্ষণ অক্ষর হইতে এই সংসারমণ্ডলে বিশ্বপ্রপঞ্চ সমস্ত জগৎ সমুৎপন্ন হয়। অপরবিদ্যার বিষয় যে কর্ম্মফল, তাহা আপেক্ষিক সত্য; কিন্তু পরবিদ্যার বিষয় যে জ্ঞানফল মুক্তি, তাহা পরমার্থ সত্য; কারণ, তাহার অবিনশ্বরত্বই লক্ষণ। এই সেই বিদ্যার সত্য বিষয়। আর সকল অবিদ্যার বিষয় বলিয়া অনৃত; কারণ, সেগুলি অত্যন্তপরোক্ষস্বরূপ; আর এই সত্য অত্যন্ত অপরোক্ষস্বরূপ। ভাল, কি করিয়া সেই অক্ষরকে প্রত্যক্ষরূপে দেখিতে পাওয়া যায়? এই জন্য দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছেন;—যেমন প্রজ্বলিত বহ্নি হইতে সহস্র সহস্র বিস্ফুলিঙ্গসকল বহ্নিস্বরূপ থাকিয়াই নির্গত হয়, সেইরূপ হে সৌম্য! অক্ষর হইতেও বিবিধভাব প্রজাত হয়, এবং তাহাতেই যাইয়া বিলীন হয়। সে-ই সকল-বুদ্ধীন্দ্রিয়ের অগম্য, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অবিষয়, গোত্রশব্দে মূল—অন্বয়, যাহার মূল নাই, সে অগোত্র—মূলরহিত; সুতরাং অন্বয়ের অযোগ্য, স্থূলত্বাদি, ও শুক্লত্বাদি ধর্ম্মই বর্ণ, যাহার সেই প্রকার বর্ণ নাই, সে অবর্ণ—অক্ষর, নাম ও রূপের গ্রহণকারী চক্ষুঃ ও শ্রোত্র যাহার নাই, সে অচক্ষুঃশ্রোত্র—যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ—এই প্রকার শ্রুতিদ্বারা সংসারীদিগের ন্যায় চক্ষুঃশ্রোত্রাদি করণসকল-দ্বারা বিষয়গ্রহণ করা পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু তাহা এই অচক্ষুঃশ্রোত্র-বিশেষণদ্বারা নিবারিত হইয়াছে। অন্যশ্রুতিতে দেখা যায়—তিনি অচক্ষুঃ হইলেও দেখিতে পান, অশ্রোত্র হইয়াও শুনিয়া থাকেন। তিনি পাণি ও পাদ-রহিত—কর্ম্মেন্দ্রিয়বর্জ্জিত। যে হেতু এইরূপে অগ্রাহ্য ও অগ্রাহক, সেই হেতু নিত্য—অবিনাশী, বিভু—ব্রহ্মাদি-স্থাবরান্তপ্রাণিবিশেষের আকারে আকারিত হন বলিয়া বিবিধ, সর্ব্বগত—সর্ব্বব্যাপক, আকাশের ন্যায় সুসূক্ষ্ম; কারণ, স্থূলত্বাসম্পা-

ধীরাঃ ॥" "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং, তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং, নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥" ইত্যেবমাদিভিরুভয়লিঙ্গকৈর্বাক্যৈঃ সবিশেষনির্বিশেষপরৈরুভয়লিঙ্গত্বম্। তথাচ পারমর্ষং সূত্রম্ ;—"ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্বত্র হি।" ইতি। তত্র পর একোঽস্তি নিষ্কোটিঃ, তস্য চ বাচ্যাবাচ্যে লিঙ্গে ভবতঃ। যদ্বাচ্যং লিঙ্গং, কর্তৃত্বং তদুপৈতি মায়য়া; অবাচ্যস্ত্বনির্বাচ্যায়া অনাদের্মায়ায়াঃ সত্তাস্ফূর্ত্যাদিপ্রদতয়া অধিষ্ঠানত্বেন প্রেরয়িতৃত্বমশ্নুতে। যথা হ্যয়স্কান্তো মণিরধিষ্ঠানত্বসংযোগেনাকর্ষতি স্বয়মিব—সান্নিধ্যমাত্রেণ কার্য্যোন্মুখী প্রেরণা পরিস্ফুরন্তী লোহং প্রেরয়তি; নতু মণির্ব্যাপারয়তি, লোহং

দক কারণ তাঁহাতে নাই। অতএব তিনি বিবিধরূপ প্রাপ্ত হন না বলিয়া অব্যয়, অবশ্য যাহার অঙ্গই নাই, তাহার কিছু অঙ্গহানিরূপ ব্যয় হয় না; যেমন শরীরের; সুতরাং অব্যয়—ব্যয়রহিত। যেমন রাজার কোষ নষ্ট হইলে ব্যয় হয়, সে রূপ তাঁহার অন্নময়াদিকোষের অপচয় ঘটিলেও কিছু মাত্র হয় না। গুণদ্বারাও তাঁহার কিছু ব্যয় হয় না; কারণ, তিনি নির্গুণ ও সর্বাত্মক। যাঁহাকে ধীরগণ ভূতযোনি বলিয়া পরিদর্শন করেন। শব্দহীন, স্পর্শরহিত, রূপবর্জিত ব্যয়বিধুর, রসশূন্য, নিত্য, গন্ধ যাহার নাই, যিনি অনাদি ও অনন্ত, এবং মহদ্ব্রহ্ম হইতেও পর—প্রকৃষ্ট, কূটবৎ ধ্রুব—স্থির, তাঁহাকে জানিবাই মৃত্যুর গ্রাস হইতে বিমুক্ত হয়।—ইত্যেবমাদি বাক্যদ্বারা সবিশেষ লিঙ্গ ও নির্বিশেষ লিঙ্গ, এই উভয় লিঙ্গই প্রতিপাদিত হইয়াছে; সুতরাং ব্রহ্মের সেই উভয়বিধ লিঙ্গ আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সূত্রকার মহর্ষি বাদরায়ণ এই উভয় প্রকার লিঙ্গেরই সমর্থন করিয়াছেন। মহর্ষি বাদরায়ণ বলিয়াছেন;—কেবল স্থানতই ব্রহ্মের রূপ নির্ণয় হয় না; কারণ, সকলবাক্যেই তাঁহার উভয় লিঙ্গ কীর্ত্তিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পর একটি নিষ্কোটি রূপ আছে। তাঁহারই বাচ্য ও অবাচ্য, এই উভয়বিধ লিঙ্গ আছে। তন্মধ্যে যেটি বাচ্য লিঙ্গ, সেটি মায়াদ্বারা কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হয়; আর যেটি অবাচ্য লিঙ্গ, সেটি অনির্বাচ্য অনাদি মায়ার সত্তাস্ফূর্ত্তি প্রদান করে বলিয়া অধিষ্ঠানরূপে প্রেরয়িতৃত্ব মাত্র ভোগ করে। যেমন অয়স্কান্তমণি অধিষ্ঠানত্বসম্বন্ধদ্বারা লৌহফলকের আকর্ষণ করে—কিন্তু লৌহফলকের যে অন্তর্নিহিত প্রেরণা, যদ্দ্বারা লৌহ গতিশীল হয়, সেই কার্য্যোন্মুখী প্রেরণা অয়স্কান্তমণির সন্নিধানভাব লাভ করিয়া আপনা আপনিই পরিস্ফূর্ত্তি

খলু প্রেরণয়া ব্যাপ্রিয়তে, তথৈবালিঙ্গং পরং ব্রহ্ম কূটস্থং সদপি স্বসান্নিধ্যাজ্জডামপি মায়ামধিষ্ঠায় প্রেরয়তীব; সা তু স্বয়মেব স্বকীয়য়া কার্য্যোন্মুখ্যা প্রেরণয়া চেতায়মানেব স্বকার্য্যেষু ব্যাপ্রিয়ত ইতি তয়োপলক্ষিতশ্চতুর্থঃ স বিজ্ঞেয়ো ভবতি। বিজ্ঞাতে চ তস্মিন্ স্বরূপতঃ, বিদেহে চ জাতে কৈবল্যে, ধাম্না যেন সদা নিরস্তকুহকং যৎ কিঞ্চিদবশিষ্যতে মহঃ শ্রুতাশ্রুতাতীতং জ্ঞেয়াজ্ঞেয়বিলক্ষণং কেন্দ্রভূতমবাঙ্মনসগোচরং স্বরাডিতি পঞ্চমী সা দেবীতি প্রেচ্যতে। অস্যা এব পরায়া উভয়ং লিঙ্গং, সবিশেষং নির্ব্বিশেষঞ্চ। নির্ব্বিশেষঞ্চোপলক্ষিতব্যম্। ন চোপলক্ষণং বন্ধ্যাপুত্রে খপুষ্পে বা প্রচরতীতি পরঃ পরস্মাদপ্যেষিতব্যঃ। যশ্চৈতস্মিন্

হইয়া লৌহকে প্রেরিত করে—লৌহ চলিতে থাকে; কিন্তু সে স্থলে অয়স্কান্ত মণির কোন ব্যাপার থাকে না। লৌহ নিজপ্রেরণাদ্বারা আপনিই ব্যাপৃত হয়; সেইরূপ অবাচ্যলিঙ্গ পরব্রহ্ম কূটস্থস্বরূপ হইয়াও নিজের সান্নিধ্যবশতঃ মায়া জডস্বরূপ হইলেও তাহাকে অধিষ্ঠান করিয়া যেন প্রেরিত করেন, কিন্তু সেই মায়া নিজেই পরব্রহ্মের সন্নিধানবশতঃ স্বকীয় কার্য্যোন্মুখী প্রেরণাদ্বারা যেন চেতায়মান হইয়া চেতনাযুক্ত ব্যক্তির ন্যায় নিজকার্য্যে ব্যাপৃত হয়। এই জন্য সেই মায়াকে উপলক্ষ্য করিয়া পরব্রহ্ম চতুর্থভাবে বিজ্ঞেয় হইয়া থাকেন। তাঁহাকে স্বরূপতঃ জানিতে পারিলে, বিদেহ-কৈবল্য হইলে, নিজমহিমাদ্বারা যাহার সকলপ্রকার মায়াসম্বন্ধ সকলকালের জন্যই নিরাকৃত হইয়া আছে, তাদৃশ যে কিছু অপূর্ব্ব মহঃ অবশিষ্ট থাকিয়া যায়, যাহা শ্রুত ও অশ্রুতের অতীত, বিজ্ঞেয় ও অজ্ঞেয় হইতে বিলক্ষণ, এবং তদুভয়ের আত্মস্বরূপ—সকলের কেন্দ্রস্বরূপ, অবাঙ্মনসগোচর স্বরাট্, সেই চিতিশক্তিকেই পঞ্চমী বলা হয়, এবং সেই পঞ্চমী শক্তিই দেবীশব্দবাচ্য।—ইহাই এই বহ্বৃচোপনিষদে প্রস্তুত হইয়াছে। এই পরাদেবীর উভয়বিধ লিঙ্গ, যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, একটি সবিশেষ অন্যটি নির্ব্বিশেষ, তন্মধ্যে নির্ব্বিশেষলিঙ্গ উপলক্ষণদ্বারা বুঝিবার যোগ্য। অবশ্য উপলক্ষণ বন্ধ্যাপুত্রে, বা খপুষ্পে কখনই কার্য্য করিতে পারে না; সুতরাং উপলক্ষণদ্বারা বুঝাইতে পারা যায়, এরূপ ভাব নির্ব্বিশেষের থাকা আবশ্যক। তাহা হইলেই হইল, সেই ভাবসম্পাদে গরীয়ান্ পরপদার্থ জ্ঞেয় হইতেছেন। যিনি তাঁহারও আত্মস্বরূপ, যাঁহাতে আর সেই উপলক্ষণও যাইতে সমর্থ নহে, বিদেহ-কৈবল্যের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, সেরূপ একটি পরাৎপর তত্ত্ব স্বীকার

সৃষ্ট্যাদিবাক্যানামদ্বৈতপর্য্যবসায়িত্বং মতং, তথাপি লোকাপবাদো দুর্নিবার ইতি
খপুষ্পাদৌ তথাত্বস্যাদর্শনাত্তাদৃগ্বিধমেব কিঞ্চিদতীতং কিং ন স্যাদিত্যাবির্ভবতে।
তদ্বৈতন্নোপপদ্যত ইতি চেৎ? সমানযোগক্ষেমতয়া পক্ষয়োঃ কতরচ্ছ্রেয় স্যাৎ

করিতে হয়। আমরা তাঁহাকেই পঞ্চমতত্ত্ব বলি, দেবী বলি, এবং তাঁহাকেই এ
উপনিষদের প্রস্তাবে বিজ্ঞেয়তত্ত্বের ন্যায় ভাবসম্পদ্ দিয়া উল্লেখ করা হইতেছে
তার পর চতুর্থতত্ত্ববাদী বৈদান্তিকগণ বলিতে পারেন যে, যে সকল বাক্যে সৃষ্টি
স্থিতি-সংহার ব্রহ্মকার্য্য বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এ
যে, এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মেই আবার অবস্থিতি করিতেছে
দেখাইয়া, অন্যবাক্যদ্বারা দেখান হইতেছে যে, ব্রহ্মে ও-সকল কিছুই নাই
সুতরাং যেমন শুক্তিকায় রজত দেখাইয়া আবার শুক্তিকায় রজত নাই দেখাইলে
যেমন দ্রষ্টা তাহা দেখিয়া স্থির করে যে, যখন ইহাতে রজত ছিল দেখিয়াছি
আবার দেখিতেছি ইহাতে রজত নাই, তখন এই শুক্তিরজত সত্য নহে, মিথ্যা;
সেইরূপ ব্রহ্মে জগৎ আছে দেখাইয়া, আবার নাই দেখাইলে দ্রষ্টা মনে
করিবে—জগৎ সত্যপদার্থই নহে, মিথ্যা। অতএব বেদপুরুষ ঐ সকলবাক্য
দ্বারা জগতের মিথ্যাত্বসিদ্ধি করিয়া ব্রহ্ম যে অদ্বৈত, তাহাই সিদ্ধ করিয়াছেন
ঐ সকলবাক্যদ্বারা জগতের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয় না; সুতরাং তাহাহইলে আর
ব্রহ্মের বাচ্যলিঙ্গ একটা স্বীকার করিবার কি প্রয়োজন হইবে? তবে লোকব্যুৎ
পাদন করিবার জন্য ঐসকল স্বীকার করা হয়, ফলতঃ ওই-সকল কিছুই নহে
ইহার উত্তরে আমরা বলি, হাঁ সত্যকথা, তবে তোমরা যে জ্ঞেয়তত্ত্ব লইয়া লোক
ব্যুৎপাদনের জন্য তাঁহার উভয়বিধ লিঙ্গ আছে বলিয়াছ, তাহা ঠিক; কিন্তু জ্ঞেয়
তত্ত্ব জ্ঞেয়তত্ত্বই, তাহা কখনই গম্যতত্ত্ব হইতে পারে না। যাহা সেই জ্ঞেয়তত্ত্বে
স্বরূপ, যাহাতে আর কোন প্রকার কল্পনার অবসর নাই, সেই তত্ত্বই-ত প্রকৃ
তত্ত্ব। যেহেতু তোমার কল্পিত চতুর্থতত্ত্বে নানাবিধ যে কল্পনার অবসর আছে
তাহা কি তুমি নিবারণ করিতে পার? যখন দেখা যায়, খপুষ্পাদিতে তাদৃ
কল্পনার অবকাশ দেওয়া হয় না; কিন্তু চতুর্থতত্ত্বে সে কল্পনার বিলক্ষণ অবকা
দেওয়া হয়, তখন যে একেবারে তোমার স্বীকৃত চতুর্থতত্ত্ব সর্ব্ববিধসম্পর্করহিত
ইহা হইতেই পারে না; সুতরাং সর্ব্ববিধসম্পর্করহিত সেইরূপ একটি
তুরীয়াতীত তত্ত্ব স্বীকার করা হউক না, বেদপুরুষ এইরূপ মনে করেন

ভবত্যেব বিচিকিৎসা। যো হ্যেবং বিচিকিৎসতে, অয়ং বা তুরীয়ো বিজ্ঞেয়ঃ পক্ষো...

—তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা উপপন্ন হইতে পারে না; কারণ, অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের দ্বিবিধ ভাব স্বীকার করিলেই যথেষ্ট হয়। একটি ব্যবহারিক ভাব, অপরটি পারমার্থিক ভাব। যাহা কিছু ভেদাদি-ব্যবহার কল্পিত হইতে পারে, সে সকলই ব্যবহারদশায়, পরমার্থদশায় আর কোন প্রকার কল্পনার সম্পর্কই থাকে না: সুতরাং শ্রুতিও বলিয়াছেন;—"তত্র কো: মোহঃ কঃ শোকঃ একত্ব-মনুপশ্যতঃ।" ইতি। একত্বদর্শনকারীর সেই পরমার্থদশায় শোকই বা কি, আর মোহই বা কি? এই শোক-মোহশব্দদ্বারা স্থূল-সূক্ষ্ম-সকারণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকেই বুঝিতে হইবে। কাজেই পরমার্থদশা অপেক্ষা আরও উচ্চতর দশা থাকিতে পারে, ইহা কোন মতেই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। শ্রুতি বলিয়াছেন, "নাতঃ পরমস্তীতি।" ইহার পরে আর কিছু নাই। অন্যশ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।" ইতি—পুরুষের পর আর কিছুই নাই। পুরুষই কাষ্ঠা, এবং সেই কাষ্ঠাপ্রাপ্ত পুরুষই পরা গতি। অতএব সেই পুরুষ অপেক্ষা পরের আরও কিছু আছে বলা সাহসমাত্র বলিব।

না, তাহা বলিতে পার না; কারণ, তুরীয় পক্ষ, ও তুরীয়াতীত পক্ষ, এই উভয় পক্ষের মধ্যে কোন্ পক্ষ শ্রেয়ঃ? ইত্যাকার একটা জিজ্ঞাসা আসিয়া উপস্থিত হয়। তুরীয়পক্ষসাধনের জন্য যে সকল কারণ দেখান হয়, তুরীয়াতীত পক্ষেও তাহা সমান। কি করিয়া? না, তোমার প্রথম কথা এই যে, একত্বদর্শন-সময়কালে শোক-মোহাদি বিনিবর্ত্তিত হয়, ব্রহ্ম পরমার্থিকদশায় উপস্থিত হন। অন্য শ্রুতিও বলিতেছেন, অপরতত্ত্ব আর কিছুই নাই, ব্রহ্মই শেষতত্ত্ব। ইহার উত্তরে বলিব, হাঁ ব্রহ্মই শেষতত্ত্ব—সে কথা সত্য; কিন্তু জ্ঞানের দিক্ দিয়া দেখিলে। ব্যবহারের দিক্ দিয়া দেখিলে যেমন ব্যবহারিক ব্রহ্ম নানা-আকারে আকারিত দেখা যায়, সেইরূপ জ্ঞানের দিক্ দিয়া দেখিলে জ্ঞেয়ব্রহ্ম এক আকারে আকারিত বলিয়া বোধ হইবে। সেইজন্য শ্রুতিও বলিয়াছেন;—"একত্বমনু-পশ্যতঃ।" একতাকে অনুক্ষণ দর্শনকারীর পক্ষে বহুত্ব আর থাকে না। অন্য শ্রুতিও ত বলিয়াছেন, আমি এই পর্য্যন্তকেই পরব্রহ্ম বলিয়া জানি, "এতাবদেবা-হমেতৎ পরং ব্রহ্ম বেদ।" ইহার পর আর নাই। কি নাই? না, জানিবার নাই, বিজ্ঞের ব্রহ্ম নাই—"নাতঃ পরমস্তীতি।" ইহাদ্বারা যে গম্যতত্ত্বও ইহার

বাহতীতঃ পর ইতি, তস্থ খল্বোপনিষদঃ পুরুষ এব প্রমাণং ; ততো নিশ্চয়স্তস্য এব বিজ্ঞেয় ইতি চেৎ ? মানমেয়সীমঃ পরস্থ শ্রেয়স্থং তু তেনৈব প্রতিষিদ্ধমিতি ক্রমঃ।—"নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।" "অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি॥" ইত্যেবমাদিভিরাম্নায়ৈরেষ মানৈঃ প্রতিষিদ্ধং, যদো

পর নাই, বিজ্ঞেয়তত্ত্বের পর গম্যতত্ত্ব নাই, তাহা কোথায় পাওয়া যায় ? সুতরাং একটা সন্দেহ হয়,—এই বিজ্ঞেয় তুরীয়তত্ত্বই শেষ, কি এই তুরীয়তত্ত্বের আয় রূপ তুরীয়াতীত কোনও একতত্ত্ব, যাহাকে পঞ্চমতত্ত্ব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাই শেষ ? এতাদৃশ সন্দেহ নিরাকরণ হইতে পারে সেই উপনিষৎপ্রমাণ পুরুষরূপ স্বতঃসিদ্ধপ্রমাণদ্বারা। এই প্রমাণ নিশ্চয় করিয়াছেন, প্রথ ব্যবহারতত্ত্ব, দ্বিতীয় বিজ্ঞেয়তত্ত্ব, এবং শেষ গম্যতত্ত্ব। কেন একরূপ নিশ্চ করিয়াছেন ? না, বিজ্ঞেয়তত্ত্ব বিজ্ঞেয় বলিয়াই শ্রেয়ঃ ; কিন্তু সেই বিজ্ঞে তত্ত্বে অবস্থান করিলেও সংস্কারবশে অবিদ্যার অনুবৃত্তি ও কচিৎ ব্যবহারদশা উপস্থিতি ঘটিয়া থাকে। যদি গম্যতত্ত্বে সাধক অবস্থান করে, তবে আর বন্ধ প্রচ্যুতি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। এই জন্যই প্রমাণ ও প্রমেয় পদার্থে সীমারেখাস্বরূপ পরতত্ত্ব যে শ্রেয়ঃ, ইহা সেই প্রমাণদ্বারাই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে 'বাক্যদ্বারা নহে, বা মনঃদ্বারাও পাইবার যোগ্য নহে ; চক্ষুদ্বারা ত নহেই। 'তবে যে কেবলমাত্র সত্তাস্বরূপে উপলব্ধি করিয়াছে, তাহার পক্ষেই সেই তত্ত্বভা প্রসন্ন হয়।' ইত্যাদি বাক্যে দেখান হইয়াছে যে, যাহা তত্ত্বের ভাব - আ তত্ত্ব চরমস্বরূপ, তাহা আপনা-আপনি প্রসন্ন হয়। অবশ্য তাহার প্রসাদের পূ রীতিমত উপলব্ধি থাকা আবশ্যক। যদি উপলব্ধির সমসময়ে তত্ত্বভা প্রসাদ হইবার কথা বলিতেন, তাহাহইলে বলা চলিত যে হাঁ, পরতত্ত্ব নিশ্চ বিজ্ঞেয়। যখন বলা হইতেছে যে উপলব্ধিদ্বারা বিজ্ঞেয়তত্ত্বে উপা হইবার পর তত্ত্বভাব প্রসন্ন হয়, তখন নিশ্চয় স্বীকার করিতে হইবে তত্ত্বভাব কখনই বিজ্ঞেয় শ্রেয়ঃ নহে। তার পর শ্রুতিও কণ্ঠোক্তি করি বলিয়াছেন—বাক্য, মনঃ, ও অন্যান্য চক্ষুরাদি প্রমাণের মধ্যে কোন প্র দ্বারাই সেই তত্ত্বভাবকে পাওয়া যাইতে পারে না। তদ্দ্বারাও নিশ্চয় হইতে যে, প্রাপ্যতত্ত্ব বিজ্ঞেয়তত্ত্ব হইতে কিছু দূরে। যদিও প্রাপ্যতত্ত্ব ও বিজ্ঞেয় ভিন্ন নহে, তথাপি লৌকিকদৃষ্টিতে উভয়ের ভেদ বিলক্ষণ প্রতীয়মান করি

নমবদস্য শ্রেয়স্কমিতি। অথাপি স্যাদপ্রতিবিদ্ধং—"দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্ম-দর্শিভিঃ॥" "মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।" ইত্যেবমাদিভিরমুমো-বুদ্ধির্বাক্যৈঃ। তত্রৈতৎ স্যাদিতস্ততো ধাবতামাত্মতোষশ্চান্যনাশো, যৎ ফলং প্রবঞ্চনয়া পদনীয়মিতি। কথম্? আর্যং তু বিজ্ঞানং সদপি নাভিহিতং দর্শনে ন শাস্ত্রে, যেন স্যাদিষ্টসিদ্ধির্বাগ্মিনামেকস্য প্রকারমাস্থায় তাবাভাবসম্পন্নং কল্প-

যাবা যায়। তার পর বলিতে পার, শ্রুতিই-ত বলিয়াছেন যে, যাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী, তাঁহারা সূক্ষ্ম-অগ্র্য-বুদ্ধিদ্বারা তাঁহাকে দেখিতে পান। মনদ্বারা ইহাই জ্ঞাতব্য; অতএব প্রাপ্তব্য যে, ব্রহ্মে নানা কিছুই নাই। শ্রুতির কথা—বুদ্ধির জ্ঞেয়, ও মনের জ্ঞেয় হইতেছে ব্রহ্ম। হাঁ, শ্রুতির কথা বটে; তবে একটু প্রণিধান করিয়া তাহার গ্রহণ করিতে হইবে। যদি প্রণিধান না করিয়াই যথাশ্রুতভাবে ইহা গ্রহণ করা যায় ও করান যায়, তবে তাহাতে এই হইবে যে, আত্মতোষ ও অন্যনাশ। আত্মতোষ এই যে, ভাল সমন্বয় করিয়াছি। অন্যনাশ এই যে, যাহারা প্রকৃততত্ত্বান্বেষী, তাহারা ঐ বিজ্ঞেয়তত্ত্ব পর্য্যন্তই জ্ঞাত হইতে পারিল; কিন্তু তদপেক্ষাও উৎকৃষ্ট তত্ত্ব যে তাহারই মধ্যে রহিয়াছে, তাহা দেখিতে পাইবে না। অতএব তাহারা প্রকৃতপক্ষে কৃতার্থই হইবে না।—ইহা ত প্রবঞ্চনার ফল দেখিতেছি। কি করিয়া? না, একটি যে আর্ষবিজ্ঞান আছে, তাহা ঋষিগণের নিকট মাত্র পরিচিত, তাহা প্রকৃতপক্ষে কার্য্যকর হইলেও দর্শনশাস্ত্রে তাহা আর কথিত হয় নাই; তাহার কারণ এই যে, তাহা কথাদ্বারা বুঝাইতে পারা যায় না। তবে যাহা কথাদ্বারা বুঝাইতে পারা যায়, তাহাই দর্শনশাস্ত্রের বিষয় করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এইজন্য বেদান্তদর্শনের প্রথমেই জ্ঞেয়ব্রহ্মের লক্ষণ করা হইয়াছে,—"জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই জগতের যাহা হইতে জন্মাদি, তিনিই বিজ্ঞেয় ব্রহ্ম। অবশ্য প্রাপ্যব্রহ্মের লক্ষণ করা হয় নাই। কেন? না, প্রাপ্যব্রহ্মের একটা লক্ষণ করা যাইতে পারে না। লক্ষণলক্ষিত ব্রহ্মের জ্ঞান হইলে, তখন দেহাদি-উপাধি পরিত্যাগ করিয়া যে পরতত্ত্বে সাধক মিলিয়া যায়, সে পরতত্ত্ব যে কি, তাহা আর সাধককে দেখিয়া চিনিয়া লইতে হয় না। সে পরতত্ত্ব—জ্ঞানের পর আপনা-আপনি প্রকাশ হইয়া পড়ে; সুতরাং প্রকৃতপক্ষে সেই তত্ত্বভাবই বাক্য ও মনের অবিষয়; বিজ্ঞেয়ব্রহ্ম বাক্য ও মনের অবিষয় নহেন। ঋষিরা সেইজন্য সেই তত্ত্বভাবকে অবলম্বন করিয়া

য়তাম্। তদ্ যদ্যেতস্যামৃষিঃ প্রাবক্ষ্যৎ, কর্হি দোষঃ পঞ্চময়ংতত্ত্বমভবিষ্যৎ। ত
যথার্থং ভাবাভাবৌ প্রবক্তব্যৌ সংস্কারসাচিব্যাদ্মানস্য চ সাধনস্য চ। অন্যত্র চ
নুবাদো দর্শয়িতব্যঃ। দেবী চিতিশক্তির্হি প্রসিদ্ধমেবৈতদাগমবিদামেকা সজাতী

কোনও দর্শনশাস্ত্রের অবতারণা করেন নাই। যদি করিতেন, তাহা হই
নিশ্চয়ই যাঁহারা বাগ্মী যাঁহারা একই তত্ত্বের অবস্থাদ্বয় কল্পনা করিয়া এ
অবস্থায় প্রমাণগ্রাহ্যতা ও অন্যাবস্থায় প্রমাণের অগ্রাহ্যতা স্থাপনপূর্ব্বক স্বী
মতের পোষণ করেন, তাঁহাদিগের অভিলাষ পরিপূর্ণ হইত; কিন্তু পরিতাপে
বিষয় এই যে, কোনই ঋষি কোনও দর্শনশাস্ত্রে সেই আর্ষবিজ্ঞানের অবতার
করেন নাই; সুতরাং সংস্কৃতমনের বিষয়, ও অসংস্কৃতমনের অবিষয় বলিয়া
ঐ শ্রুতিবাক্যে সামঞ্জস্যবিধান করা, তাহা কেবল 'মনকে চোক্ ঠারা মাত্র।'-
তদ্দ্বারা প্রকৃতবিষয়ের কিছুই প্রকাশ করা হয় না। বরং তদ্দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের এক
প্রকাণ্ড ভ্রমের মধ্যে নিরাবিল বিশ্বাসকে টানিয়া আনিয়া সমস্ত শক্তির অপক
করান হয় মাত্র। অতএব যদি বেদপুরুষ এই উপনিষদে,এই বা কেন, সকল উপ
নিষদেই সেই আর্ষবিজ্ঞানের অবতারণা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে পঞ্চমতত্ত্ব
নিশ্চয় করিয়া ঋষি কি দোষ করিয়া ফেলিয়াছেন? বস্তুতঃ বেদপুরুষ সকলতত্ত্ব
উপনিষদের মধ্যে স্থান দিয়াছেন। তবে যাহা তর্কদ্বারা লাভ করা যাইতে পারে
যাহা বাক্যের ও মনের বিষয় বলিয়া কথার মধ্যে আনিয়া তর্কদ্বারা বিশদভা
বুঝান যাইতে পারে, তাহাই দর্শনশাস্ত্রে গ্রহণ করা হয়। যাহা দর্শনশাস্ত্রে
বিষয় নহে, তাহা সেই একমাত্র জ্ঞানের সাহায্যে স্থির করিয়া লইতে হইবে
অতএব শ্রুতিতে যে উক্ত হইয়াছে,—"যন্ মনসা ন মনুতে, যেনাহুর্মনো মতম্।
ইত্যাদি, ইহা প্রকৃত পঞ্চমতত্ত্ব যে সেই তত্ত্বভাব, তাহাকে অবলম্বন করিয়া ক
হইতেছে। বলা হইতেছে যে, সেই পঞ্চমতত্ত্ব যথাবিধিসংস্কারযুক্ত মনের বি
নহে। "নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।" সংস্কৃতবাক্য ও সং
মনদ্বারাও সেই পঞ্চমতত্ত্ব পাইবার যোগ্য নহে; চক্ষুর্দ্বারা ত নহেই। আর
কথিত হইয়াছে,—"দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।" শ্রবণ, মনন
নিদিধ্যাসনজাত সংস্কারদ্বারা অভিসংস্কৃত সূক্ষ্মবুদ্ধিদ্বারা সেই বিজ্ঞেয় ব্রহ্মকে সূ
দর্শীরা দর্শন করিয়া থাকেন।—তাহাও বিশেষভাবে সমঞ্জস হইতেছে। ইহ
মধ্যে দ্রষ্টব্য এই যে, যেমন আকাশে অগ্নি নাই—এ কথাটা সিদ্ধার্থের কী

বিজাতীয়-স্বগত-ভেদাভাবোপলক্ষিতায়া মহালক্ষ্ম্যাঃ স্বরূপং, লিঙ্গসংখ্যে সাধুতার্থে লোকপ্রতীতয়ে চ বেদিতব্যে। অগ্রে পরস্মাদাত্মন উপরি, ন প্রাক্ সৃষ্টেঃ, তত্র চ পর এবাসীৎ, তদুপরি দেবী হ্যাসীদিতি সংব্যবহর্তৃণামাম্নায়ঃ। কথম্? কালস্য চ পরেণ প্রেরিতায়াং মায়ায়াং সত্তাস্ফূর্ত্যাদিপ্রদানেন পরত্র জায়মানত্বাৎ, অস্তি-

---

করিতেছে বলিয়া অনুবাদ মাত্র, সেইরূপ পঞ্চমতত্ত্বে কখনই মনের ব্যাপার হয় না বলিয়া শ্রুতির ঐ কথাটা অনুবাদ; কারণ, পঞ্চমতত্ত্বে কখনই মনের ব্যাপার নাই, তবে যে বলিয়াছেন, তাহাতে কেবল সিদ্ধার্থেরই কীর্ত্তন করা হইতেছে।— এরূপ সিদ্ধান্ত করিলে পর আর একই ব্রহ্মে সংস্কৃতবুদ্ধির ব্যাপার হয়; কিন্তু অসংস্কৃত বুদ্ধির কোনও ব্যাপার হয় না, এরূপ বালকোচিত কল্পনা করিতে হয় না। দেবী—কেবলা নির্ব্বিভাগচিতি শক্তি, ইহা আগমবিৎ পণ্ডিতগণের প্রসিদ্ধই যে, একা—স্বজাতীয়, বিজাতীয়, স্বগতভেদের অভাবকে উপলক্ষ্য করিয়া যে মহালক্ষ্মীকে জানিতে পারা যায়, তাঁহার স্বরূপতত্ত্ব। এই পদে যে স্ত্রীলিঙ্গ ও একত্ব-সংখ্যা আছে, তাহা কেবল পদের সাধুতাসম্পাদনজন্য। লিঙ্গ ও বিভক্তিযোগ না করিলে পদ সাধু হয় না; সাধুপদ না হইলে শাস্ত্রে তাহার ব্যবহার করা যায় না; সুতরাং ঐরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে; তদ্ভিন্ন উহার আরও উদ্দেশ্য এই যে, উহা যোগ না করিলে লোকের প্রতীতিই হয় না। যে কোন শব্দ দ্বারা লোকে যে কোন একটা বিষয় বুঝিতে অভ্যস্ত নহে; সুতরাং লোকপ্রতীতির জন্যও উহার যোগ করিতে হইয়াছে। অগ্রে—অর্থাৎ পর আত্মার উপরিভাগে; কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে এরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে না। সৃষ্টির পূর্ব্বে পর আত্মাই ছিলেন; তাঁহার উপরে দেবী ছিলেন।—সংব্যবহর্তৃগণ এই প্রকার কীর্ত্তনই করিয়াছেন। কিরূপ? না, পর আত্মা সত্তাস্ফূর্ত্যাদিপ্রদানদ্বারা মায়াকে প্রেরিত করিলে পরে তবে ত কালের জন্ম হয়; সুতরাং 'সৃষ্টির পূর্ব্বে' এ কথা বলা যায় না। পূর্ব্বশব্দের অর্থ পূর্ব্বকাল; কিন্তু তখন ত কাল বলিয়া কিছু ছিল না। সেইজন্য ঐরূপ ব্যাখ্যাই করিতে হইবে। আরও ব্যাখ্যা করিতে হইবে যে, 'আসীৎ'-পদের যে অতীতকাল ও সেই অতীতকালবৃত্তি অস্তিত্ব অর্থ, তাহাও এস্থলে কোনরূপে সার্থক হইবার নহে। তবে বাক্যের সাধুতার জন্য একটা ক্রিয়াপদ বলিবার আবশ্যক হয়, তাই 'আসীৎ' ক্রিয়াপদ এস্থলে পঠিত হইয়াছে, উহার কোনই সার্থকতা নাই। কেন নাই? না,

ত্তায়াশ্চ কেবলে খল্বস্তিত্বেঽনম্বয়াৎ। তর্হি নৈকেতি ক্রমঃ; নেত্যাহ, নহি কিঞ্চিৎ স্বরূপমতীতা স্বতন্ত্রতয়াঽবস্থাতুমীশতে, নিরস্তসমস্তভেদস্য চ পরস্য স্বউপলক্ষণদ্যোতিতস্বরূপস্য ন জ্ঞেয়ত্বমৃতে দ্বৈতত্ববিঘটকত্বম্। স্বয়ম্প্রকাশস্বাভাব্যাচ্চ জ্ঞানবিষয়তায়াস্তত্রানঙ্গীকারাৎ, একস্যৈব পরস্য স্বাপেক্ষিক উৎকর্ষোঽভিধীয়তে দেবীতি। দ্বৈতাভিমানিনামদ্বৈতজ্ঞানে সত্যপি ব্যপদেশো হি দ্বৈতমিব বোধয়তীব। তদ্ যথাঽপ্সরসামেকা তিলোত্তমেতি ন চ রম্ভাঽপিবা মিশ্রকেশী

দেবীই পরিপূর্ণসত্তাস্বরূপ। তাঁহাতে আবার পূর্ব্বকালবৃত্তি সত্তা ছিল, এরূপ অন্বয় হইতে পারে না। ভাল, তাহা হইলে ত দেবী একা হইতেছেন না? না, তাহা বলিতে পার না; কারণ, একত্ব হইতেছে বস্তুর স্বরূপ। অবশ্য বস্তু তাহার স্বরূপকে পরিত্যাগ করিয়া ত থাকিতে পারে না। ভাল একত্বধর্ম্মটা তাঁহার থাকাতে আর আপত্তি কি? ইহা বলিতে পার না। যে পর আত্মার উপর সর্ব্বপ্রকার বিশেষ ভাব নাই, যাঁহার স্বরূপ উপলক্ষণবিধায় অবভাসিত হইয়া থাকে, তাঁহাতে একমাত্র জ্ঞেয়ত্বধর্ম্মব্যতীত অন্য কোনও দ্বৈতত্ববিঘটক ধর্ম্ম থাকে স্বীকার করা যায় না। তবে সেই যে জ্ঞেয়ত্ব ধর্ম্ম, তাহাও জ্ঞানের বিষয়তা নহে, যাহা দৃশ্য ঘটপটাদিতে থাকে। তবে তাহা কি? না, স্বয়ম্প্রকাশত্ব। এই স্বয়ম্প্রকাশত্ব-ব্যতীত অন্য প্রকার জ্ঞানবিষয়তা তাঁহাতে স্বীকার করা যায় না। তবে ত এই পর-আত্মাই স্বীকার করিলে যথেষ্ট হয়; তদ্ভিন্ন আবার পঞ্চমতত্ত্ব স্বীকার করা কেন? না, এই তত্ত্বে স্বাপেক্ষিক উৎকর্ষ নাই। যাঁহার স্বাপেক্ষিক উৎকর্ষ আছে, তাঁহাকেই দেবী বলা হয়।—অর্থাৎ পর-আত্মায় জ্ঞেয়ত্বস্বরূপ একটা ভাব স্বীকার করা হয়; কিন্তু তদপেক্ষাও উৎকর্ষযে বিজ্ঞেয়-আত্মার স্বরূপ, তাহাতে আর কোন ভাব স্বীকার করা হয় না। এই জন্য সেই উচ্চ উৎকর্ষভাবকে দেবী বলা হয়। বস্তুতঃ উভয়ের কিছুই ভেদ নাই। তবে স্বরূপতঃ একটু উৎকর্ষ-অপকর্ষ আছে বলিয়া স্বীকার করা যায়। যাহারা দ্বৈতাভিমানী, দ্বৈতজ্ঞানই যাহাদিগের সর্ব্বদা হইতেছে, তাহাদিগের হৃদয়ে সেই অদ্বৈতভাব উত্থাপিত হইয়া অদ্বৈতজ্ঞান জন্মিলেও যে শাব্দিকব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা যেন দ্বৈতকেই বুঝাইতে চেষ্টা করে। শাব্দিকব্যবহার একটা জাগতিক ব্যাপার; সুতরাং তাহা দ্বৈতদ্বারাই পরিচালিত। সেইজন্য অদ্বৈতভাবকে সেই দ্বৈতপরিচালিত শাব্দিকব্যবহারদ্বারা বুঝিতে বা বুঝাইতে গেলে

মেনকাহলম্বুষা বেতি বিজ্ঞাতাঃ সর্ব্বাস্তথা ব্যাবর্ত্তেরন্। তৎ কস্য হেতোঃ? প্রকর্ষ-
স্যাতিমাত্রতয়া তাং প্রতি সমুদ্ভবাৎ, তথৈবেয়ং দেবী হ্যেকাগ্র আসীদিত্যাম্নায়তে।
সৈব জগদণ্ডমসৃজৎ। সৈব দেবী এব, নান্যা, জগদণ্ডং জগদেব অণ্ডং প্রজ্ঞাত্যতীত-
শক্ত্যরূপং জগদিত্যাখ্যাতং সর্ব্বমসৃজৎ। কথম্? যো হি পর আম্নাতঃ প্রপঞ্চোপ-
শমশ্চতুর্থ আত্মা, প্রেরয়ন্নসৌ স্বকীয়ামেব শক্তিং সমাশ্রিত্য আকাশাদিক্রমেণ

যন দ্বৈতভাব তাহাতে বক্তার অজ্ঞাতসারেই মাখিয়া যায়। শাব্দিকব্যবহারে
দ্বৈতভাব ছাড়িবার উপায় নাই। তবে এইমাত্র বলা যায় যে, যাহাতে কোন
ভাব বা কোন অভাব যাইয়া কোন প্রকারে আবিল করিয়া তুলিতে পারে না,
যাহা কেবল নিরবচ্ছিন্ন-সুখধারা বা, অনন্ত অসীম কেবল আনন্দ আর আনন্দ,
সেই দেবী পঞ্চমতত্ত্ব। তিনি অদ্বৈত-চতুর্থতত্ত্ব হইতে কেবল উৎকর্ষমত্ত। যেমন
অপ্সরাদিগের মধ্যে তিলোত্তমাই এক, এই কথা বলিলে, রম্ভা, মিশ্রকেশী,
মেনকা, বা অলম্বুষা সে আকারে বিজ্ঞাত হয় না; কেবল তিলোত্তমাই সে
আকারে প্রতিভাসিত হয়, রম্ভা আদি অন্য সকল অপ্সরাই তিলোত্তমার নিকট
অপকৃষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়া ব্যাবর্ত্তিত হয়। কেন অন্যে উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতিভাত
হয় না? না, একমাত্র তিলোত্তমার জন্যই তাদৃশ অতিমাত্র প্রকর্ষভাব উৎপন্ন
হইয়াছিল। যেন সেই প্রকার প্রকর্ষভাব আর কাহারও জন্য কোন কালেই
উৎপন্ন হয় নাই; সেইরূপ এই দেবীও পর-আত্মার উপরি নিরতিশয় প্রকর্ষ
লইয়া প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার উৎকর্ষের ন্যায় আর কাহারও উৎকর্ষ ছিল
না। উৎকর্ষের যাহা কিছু শেষ, যাহা কিছু প্রতিযোগিতা, তাহা যেন তাঁহার
উপরে আর ছিল না। সেই দেবী জগদণ্ড সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই তিনিই
—সেই দেবীই, অন্য আর কেহ নহে। জগৎরূপ অণ্ডকে প্রজ্ঞাতির অতীত
শক্ত্য-সকলের একীকৃত রূপ,. যেমন কুক্কুটাদির ডিম্ব দেখিলে, তাহার সর্ব্বাংশই
সমান ও একাকার বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু তাহার ভিতর যে বিভিন্ন আকারের
পদার্থ আছে, তাহা বোধ হয় না, সেইরূপ একাকারে অবস্থিত সমস্ত ভূত ও
ভৌতিক বিভিন্নভাবে তাহার মধ্যে থাকিলেও বাহ্যতঃ তাহা একাকারেই অবভা-
সিত হইয়াছিল। সেই জন্য তাহাকে অণ্ড-আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে।
যাহাকে জগৎ বলা হয়, অণ্ডাকারে অবস্থিত সেই জগৎকে প্রসব করিয়াছিলেন।
কি করিয়া? না, যাঁহাকে প্রপঞ্চোপশম চতুর্থ আত্মা বলিয়া আম্নাত করা হই-

কামকলেতি বিজ্ঞায়তে। শৃঙ্গারকলেতি বিজ্ঞায়তে। তস্যা

... খাৎপাদ্য পঞ্চীকৃত্য চাণ্ডমেকমসৃজদিত্যাম্নাতম্। পরশ্চ দেব্যাঃ পরো কশ্চিদিত্যুক্তম্। ততশ্চ সৈব জগদণ্ডমসৃজদিত্যাম্নায়তে। কিমর্থমিদমুচ্যতে? যতঃ সা পরিপূর্ণতয়া কামাভাবাদুদাসীনেতি সৃষ্টিবিমুখী; কামবতী চেৎ, কথমে- কেতি? উচ্যতে;—"কামকালেতি বিজ্ঞায়ত" ইতি। কামস্য কলা কামকলা।

য়াছে, ইনিই স্বীয় শক্তি মায়াকে সত্তাস্ফূর্ত্তি প্রদান করিয়া প্রেরণ করেন, এবং সেই মায়া তাঁহাদ্বারা প্রেরিত হইলে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া (হিরণ্যগর্ভরূপে) আকাশাদিক্রমে পঞ্চভূতের সৃষ্টি করেন। আর সেই অবিমিশ্র-পঞ্চভূত দ্বারা কোন প্রকার সৃষ্টিকার্য্য পরিচালিত হইতে পারে না দেখিয়া তাহাদিগের পঞ্চী- করণ করিয়া থাকেন—এই পঞ্চীকরণদ্বারা জাত অণ্ডাকারপ্রাপ্ত জগতের সৃষ্টি করেন, ইহা কথিত হইয়াছে। সেই যে পর-আত্মা, তিনি এই দেবী অপেক্ষা অন্য একজন পর কেহ নহেন; কিন্তু সেই দেবীরই অপকর্ষভাব একটা, যে অপ- কর্ষভাবকে উপলক্ষ্য করিয়া দেবীর উৎকর্ষ কীর্ত্তন করা হয়। তাই বলিয়া ইহা বুঝিতে হইবে না যে, একটি অপকর্ষভাবযুক্ত, অন্যটি উৎকর্ষভাবযুক্ত। যেমন উভয় পরীক্ষার্থীরই সর্ব্বথা সমান থাকিলাও ২।১ নম্বর দ্বারা কেহ উৎকর্ষ লাভ করিয়া বৃত্তি পায়, আর কেহ বা উৎকর্ষ লাভ করিয়াও বৃত্তি পায় না। তথায় যেমন সেই উভয়ের মধ্যে অনেক ব্যবধান কল্পনা করা হয় না; তথাপি একটু উচ্চাবচভাব যেন থাকেই, সেইরূপ পর-আত্মার সহিত দেবীর উৎকর্ষভাব কল্পনা করিয়া বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে ভাবিতে গেলে স্বরূপতঃ কোনই ভেদ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাহা হইলে, যদিও সেই পর-আত্মাই আপন শক্তির সাহায্যে জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তথাপি বলা হয়—দেবীই জগৎ সৃষ্টি করিয়া- ছিলেন। এ কথা কি জন্য বলিতেছ? না, যেহেতু সেই দেবী, সেই উৎকর্ষের নিরতিশয়ভাব সকলপ্রকারে পরিপূর্ণ বলিয়া, তাঁহার কোন প্রকার কাম, বা কোন প্রকার অভিলাষ নাই। কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা না থাকায় তিনি উদাসীনস্বরূপা। যে উদাসীনস্বরূপ, যাহার কোন বিষয়ে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ কিছুই নাই, সে সৃষ্টিপ্রবণা হইবে কি করিয়া? সুতরাং সেই উৎকর্ষের নিরতিশয়ভাব-দেবী সৃষ্টিবিমুখী,—সৃষ্টি করিতে তাঁহার ইচ্ছা, বা অনিচ্ছা কিছুই নাই। যদি বল, তাঁহার কামভাব আছে; তিনি কামবতী, বা ইচ্ছাময়ী; তবে বলি, তাহা হইলে

কামাতেহসৌ সর্গায়েতি কামঃ শ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণানামাত্মসংযুক্তেন মনসাঽধিষ্ঠিতানাং স্বেষু স্বেষু বিষয়েষ্বানুকূল্যতঃ প্রবৃত্তিঃ। স্পর্শবিশেষবিষয়া ত্বস্যাভিমানিকসুখানুবিদ্ধা ফলবত্যর্থপ্রতীতিঃ প্রাধান্যাৎ কামঃ তয়োঃ মৈথুনং কলনাৎ কলা ভবতি।

আর তিনি একা কি করিয়া হইতেছেন? এইজন্য শ্রুতি বলিতেছেন;—"কামকলেতি বিজ্ঞায়তে।" ইতি। যিনি কামের কলা, তাঁহাকে কামকলা বলা যায়। যাহাকে সৃষ্টির জন্য কামনা করা যায়, সে কাম। কাম হইতেছে আত্মসংযুক্ত মনোদ্বারা অধিষ্ঠিত শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণনামক জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নিজ নিজ বিষয়সকলে যে অনুকূলভাবে প্রবৃত্তি হয়, সে-ই। প্রধানতঃ কাম হইতেছে,—স্ত্রী, বা পুরুষের স্পর্শবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া আভিমানিক-সুখে অনুবিদ্ধ, ফলবান্ বিষয়বোধই প্রধান কাম।—অর্থাৎ স্পর্শবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া, কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটি,—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, ও উপস্থ, তাহারা বচন, আদান, বিহরণ, উৎসর্গ, অর্থাৎ মলমূত্রত্যাগ, ও আনন্দ, এই পাঁচটি কর্ম্মের নিষ্পাদন করে। তার মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের যে অধোভাগপ্রকাশক সম্বাধ (যোনিমার্গ-) আদি, ত্বগিন্দ্রিয় তন্মাত্রস্বভাবই,—অর্থাৎ আনন্দোৎপাদনই তাহার স্বভাব। তাহারই কোন একটি প্রদেশকে উপস্থেন্দ্রিয় বলে, যে রেতঃসেককালে আনন্দকর্ম্ম জন্মাইয়া থাকে। স্ত্রী ও পুরুষের অধোভাগস্থ স্ত্রীত্বব্যঞ্জক ও পুংস্ত্বব্যঞ্জক চিহ্নবিশেষের অন্তর্গত—মধ্যবর্ত্তী যে স্পর্শবিশেষ, সেই স্পর্শ-বিষয়ক প্রতীতিই অর্থপ্রতীতি—অর্থাৎ ত্বগিন্দ্রিয়-বুদ্ধি, বা ত্বাচপ্রত্যক্ষজ্ঞানবিশেষ। এই বুদ্ধির কারণ হইতেছে—সম্প্রয়োগেচ্ছা, বা রমণেচ্ছারূপ কামিত-নামক ভাব স্ত্রী-আত্মার বা পুরুষ-আত্মার। তার মধ্যে, স্ত্রী-আত্মার পুংলিঙ্গ-স্পর্শ-বিশেষবিষয়ক স্ত্রীলিঙ্গে প্রতীতি, ও পুরুষ-আত্মার স্ত্রীলিঙ্গস্পর্শ-বিশেষ-বিষয়ক পুংলিঙ্গে প্রতীতি। বিশেষশব্দগ্রহণ করায় পুরুষের উরু, কক্ষ-(বগল ও তন্নিম্নবর্ত্তী স্থান) আদি অঙ্গ স্পর্শ-বিষয়ে স্ত্রীর, এবং স্ত্রীর উরু, নাভি-আদি অঙ্গস্পর্শ-বিষয়ে পুরুষের প্রতীতি, তাহা যে কাম নহে, ইহাই দেখান হইয়াছে; কারণ, সে প্রতীতি আভিমানিক, অর্থাৎ ভাবের আবেশ-সুখে অনুবিদ্ধ হইলেও তাহা অপ্রধান কাম,—প্রধান-কাম নহে। এরূপ প্রতীতি, বা জ্ঞানই সামান্য-কাম বলিয়া কথিত হয়। বিশেষত্ব যে কি, তাহা বলিতেছেন,—ফলবতী, সেই প্রতীতি যদি প্রবন্ধানুসারে—অবিচ্ছেদ-ভাবে অবলম্বনপূর্ব্বক উৎপন্ন হয়, তবে

কলয়তি বাগ্রূপেণার্থমভিধ্যায়, অর্থেন চ বাচমিতি কামকলা কামপ্রকাশিক

শুক্রক্ষরণ ও সেই ক্ষরণসমকালেই আনন্দাখ্য সুখ তাহাতে থাকিবে—ইহা ব
হইয়াছে। সেই শুক্র-ক্ষরণসমকালিক আনন্দাখ্য সুখরূপ ফলের সহিত যু
হইয়া সেই সম্বন্ধের স্পর্শ-বিশেষ বিষয়ক প্রতীতিই প্রধান-কাম হইতেছে। ত
পূর্ব্বকালে উৎপাদ্যমান নাভিস্তনাদস্পর্শবিষয়ক প্রতীতি তাদৃশ ফলের সহি
যুক্ত নহে, তথাপি সে ঐ সকল প্রতীতির কারণ।—প্রথমতঃ উক্ত নাভিস্তনা
স্পর্শ-বিশেষ-বিষয়ক প্রতীতি জন্মে। তারপর শুক্রক্ষরণসমকালীন আনন্দা
সুখরূপ ফলের সহিত যুক্ত স্ত্রী-পুংলিঙ্গের আভ্যন্তরীণ স্পর্শ-বিশেষবিষয়ক প্রতী
উৎপন্ন হয়। অতএব বিষয়ভেদে ও স্বরূপভেদে প্রতীতি দ্বিবিধ হইতেছে।-
অর্থপ্রতীতি—বিষয়বোধ। অর্থ শব্দের গ্রহণ করায় স্বপ্নে অভিব্যক্ত, বা স্প
স্ত্রী-পুংলিঙ্গ স্পর্শের বিষয় হইলেও অলীক বলিয়া সে প্রতীতি ফলবতী; কি
প্রধান-কাম নহে; কারণ, তাহার ফল-(শুক্রক্ষরণ) ব্যতীত আর কিছুই সত্য না
যদি এইরূপই হইল, তবে বিপরীত-(পশ্বাদির) যোনিতে, অযোনিতে (হস্তমৈ
নাদিতে), বা অনভিপ্রেত-যোনিতে (বলাৎকারকালে) যে অর্থপ্রতীতি হ
সে-ত এইরূপই। তবে কি তাহা প্রধান কাম হইবে? এই জন্য বলিয়াছে
আভিমানিকসুখে অনুবিদ্ধ; আভিমানিক সুখ—চুম্বন-মর্দ্দনাদি-সুখ। চুম্ব
নখ ও দশনাদির চ্ছেদ যথাস্থানে প্রযুজ্য বা প্রয়োগ করা হইলে স্ত্রী-পুরুষ
অনুরাগসঙ্গ বশে সুখবোধ হয়—এইরূপ অভিমান (চুম্বন ও মর্দ্দনাদিদ্বারা স
হয় না; কিন্তু সুখের ভাণ) করে। সেই সুখদ্বারা অনুবিদ্ধ;—এই জন্য ন
দশনাদির আক্ষেপ (খাম্‌চিকেটে ধরা ও কামড়ান) ও প্রত্যাক্ষেপজনিত
অঙ্গের ও হৃদয়ের সঞ্চালনজ এক প্রকার সংস্কার হয়, সেই সংস্কার হইলে, প
যে তাদৃশভাবে অর্থপ্রতীতি জন্মে, সেই প্রতীতিই প্রধানতঃ কামশব্দের বাচ্য
তাহা হইলে বিপরীতযোনি, অযোনি, বা অনভিপ্রেতযোনিতে স্ত্রী-পুরু
অর্থপ্রতীতি ফলবতী হইলেও প্রধানতঃ কামশব্দের বাচ্য নহে। আভিমানি
সুখের সদ্ভাব না থাকায়, সেটি প্রধান হইতে পারে না। অতএব কাম এ
বিশেষ পদার্থ। সেই উভয়বিধ কামের যিনি কলন করেন, তিনি কামকল
যিনি অর্থের অভিধান করিয়া—বিষয়ের আলোচনা করিয়া বাগ্রূপে কাম
সঙ্কলন করেন, এবং বাক্যের আলোচনা করিয়া অর্থরূপে সেই উভয়বিধ কামে

পরা শ্রুতিঃ। অথাপূর্ব্বং প্রজাপতিরূপেণ হি প্রজাঃ সৃষ্ট্বা তাসাং স্থিতিনিবন্ধনং ত্রিবর্গস্য সাধনমধ্যায়ানাং শতসহস্রেণাগ্রে প্রোবাচ। তস্যৈকদেশিকিং মনুঃ স্বায়ম্ভুবো ধর্ম্মাধিকারিকং পৃথক্ চকার। বৃহস্পতিরর্থাধিকারিকম্। মহাদেবানুচরশ্চ নন্দী সহস্রেণাধ্যায়ানাং পৃথক্ কামসূত্রং প্রোবাচ। তদেব তু পঞ্চভিরধ্যায়শতৈরৌদ্দালকিঃ শ্বেতকেতুঃ সঞ্চিক্ষেপ। তদেব পুনরধ্যার্দ্ধেনাধ্যায়শতেন

সঙ্কলন করেন, তিনি কামকলা; কি না কামপ্রকাশিকা পরা শ্রুতি। তদনন্তর পশ্যন্তী ও মধ্যমারূপ অতিক্রম করিয়া, বৈখরীরূপ ধারণপূর্ব্বক প্রজাদিগের পালনার্থ সকলপ্রকার ব্যবহারপ্রবৃত্তির অগ্রে প্রজাপতি স্বয়ং প্রজাসকল সৃষ্টি করিয়া তাহাদের স্থিতির উপায়স্বরূপ ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সাধন লক্ষ-অধ্যায়াত্মক সংহিতাপ্রণয়ন করিয়া প্রথমতঃ প্রবচন করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে মাত্র ধর্ম্মকে অধিকার করিয়া স্বায়ম্ভুব মনু তাহার একাংশ, যেটি ধর্ম্মাধিকারিক, সেইটিকে পৃথক্ করিয়াছিলেন। বৃহস্পতি অর্থাধিকারিক অংশটাকে, আর মহাদেবের অনুচর নন্দী সহস্র-অধ্যায়াত্মক কামসূত্র পৃথক্ করিয়াছিলেন।—যে প্রত্যেক বিষয়ের অনুচরণ বা সহগমন করে,—সহব্যবহার করে, সে-ই অনুচর। মহাদেবের প্রত্যেক বিষয়ের অনুগমনকারী নন্দী; তিনি সাধারণ ভূতপ্রেতের একজন মণ্ডল-(সর্দ্দার) মাত্র নহেন। শ্রুতিতে দেখিতে পাওয়া যায়,—মহাদেব দিব্যপরিমাণে সহস্র-বর্ষ-পর্য্যন্ত উমাদেবীর সহিত সুরত-ক্রীড়ায় সমাসক্ত হইয়া সুখানুভব করিতে প্রবৃত্ত হইলে, নন্দী বাস-গৃহের দ্বারদেশে অবস্থান করিয়া কামসূত্রগুলির প্রতিপাদ্য বিষয়ের সত্যাসত্যতা-নির্ণয়ার্থ আমূল বলিয়াছিলেন। ঔদ্দালকি শ্বেতকেতু তাহাই পাঁচশত অধ্যায়ে সংক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—সংগ্রহ করিয়াছিলেন)—নন্দীপ্রোক্ত সেই ত্রিবর্গসাধনের একদেশ কামসূত্র বা কামশাস্ত্রকে ঐ শব্দে বুঝিতে হইবে। তু বিশেষণার্থ,—নন্দী কথিত পূর্ব্বোক্ত কামসূত্রেরই বিশেষ করিয়া দিতেছে। এব ব্যাবৃত্তি-লক্ষণ অর্থ—ত্রিবর্গের মধ্যগত ধর্ম্ম, ও অর্থের ব্যাবৃত্তি করিয়া কেবল মাত্র কামশাস্ত্রকেই বুঝাইয়া দিতেছে। সংক্ষেপ যে করিয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস যথেষ্ট আছে; যেমন একটা দেখাই দেখান যাইতেছে;—পূর্ব্বে ইহলোকে পরদারাভিগমন প্রসিদ্ধ ছিল; কিন্তু কাম-সুখলাভের উপায়গুলি বিপ্রকীর্ণ (ছড়ভঙ্গ) ও পরম্পরা বিশীর্ণ হইয়া এতই উৎসন্ন হইয়া গিয়াছিল যে, তাহার সংস্কার না করিলে,

সাধারণ-কন্যাসম্প্রযুক্তক-ভার্য্যাধিকারিক-বৈশিক-পারদারিক-সাম্প্রয়োগিকৌপনিষদি
কৈঃ সপ্তভিরধিকরণৈর্বাভ্রব্যঃ পাঞ্চালঃ সঞ্চিক্ষেপ। তস্য চতুর্থং বৈশিকমধিকরণং

সাধারণের নিকট তাহা অত্যন্ত অশ্রদ্ধার ও অসুখের কারণ হইয়া দাঁড়াইত, উদ্দালকের পুত্র শ্বেতকেতু ইহা দেখিয়া বহুলপ্রচার সেই কামশাস্ত্রের সংক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।—পূর্ব্বের প্রচলিত বিষয়ের মধ্যে একটি আভাস দেওয়া যাইতেছে;—'হে রাজেন্দ্র! সকল স্ত্রীই পক্কান্নসদৃশ (উক্ত খাদ্যমধ্যে পরিগণিত 'পাকামাল'); সুতরাং তাহাদিগের উপর কোপ করা বা বিরক্ত হওয়া উচিত নহে। তাই বলিয়া অত্যন্ত আসক্ত হওয়াও যুক্তিসিদ্ধ নহে,—কিন্তু তাহারা রমণের যোগ্য বলিয়া রমণ করিবে'।—কামশাস্ত্রের এই ব্যবস্থা ঔদ্দালকি ঋষি নিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাও একস্থানে কথিত হইয়াছে। যথা—'স্বীয় গুরু (পিতা এবং ব্রহ্মোপদেষ্টা) (ধৌম্যাশয্য)-ঔদ্দালক রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে, তাঁহার আদেশে ব্রাহ্মণগণ মদ্যপান হইতে নিবর্ত্তিত হইয়াছিলেন—(নরপাল ঔদ্দালকের শাসনদ্বারা ব্রাহ্মণের মদ্যপান নিবৃত্তি হইয়াছিল)। আর তৎপুত্র ঋষিপদবীতে আরূঢ় ও অলঙ্কৃত ঔদ্দালকি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াই রাজশাসনদ্বারা লোকগণকে পরদারাভিগমন হইতে নিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। তপোনিষ্ঠ শ্বেতকেতু তারপর পিতার অনুজ্ঞায় গম্যাগম্যব্যবস্থা করিয়া সুখকর শাস্ত্রনিবন্ধ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।' তাহাই আবার পঞ্চালদেশীয় বভ্রুপুত্র বাভ্রব্য একশত পঞ্চাশ অধ্যায়ে সাধারণ, কন্যা-সম্প্রযুক্তক, ভার্য্যাধিকারিক, বৈশিক, পারদারিক, সাম্প্রয়োগিক, ও ঔপনিষদিক —এই সাতটি অধিকরণে বিভাগপূর্ব্বক সংক্ষেপে একখানি সংগ্রহগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।—তাহাই, যাহা ঔদ্দালকি শ্বেতকেতু সংক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই সংক্ষেপের আবার অর্থতঃ ও গ্রন্থতঃ বাভ্রব্য সংক্ষেপ করিয়াছিলেন। শ্বেত-কেতু পূর্ব্বে পরদারাভিগমন সামান্যতঃ প্রতিষেধ করিয়াছিলেন মাত্র; কিন্তু বাভ্রব্য স্বকীয় সংক্ষেপগ্রন্থে সেই পরদারাভিগমন বিশেষ করিয়াই নিষেধ করিয়া-ছিলেন। এইজন্য আবার পরদারাভিগমকে বিষয় করিয়া পারদারিক অধি-করণটি প্রতিপাদ্য বিষয়রূপে কথিত হইয়াছে। অধ্যর্দ্ধ পঞ্চাশদধিক। ঐ সকল অধিকরণমধ্যে সাধারণ-অধিকরণটি সাধারণভাবে আছে। এইজন্য ঐ অধিকরণের নাম 'সাধারণ' করা হইয়াছে। কন্যার—কুমারীর সম্প্রযুক্তক—সম্প্র

পাটলিপুত্রিকাণাং গণিকানাং নিয়োগাদ্দত্তকঃ পৃথক্ চকার। তৎপ্রসঙ্গা-

যোগ (বিবাহানন্তর নির্জ্জনকেলি) যে অধিকরণে উপায়ের সহিত নির্ণীত হই-য়াছে, তাহাকে 'কন্যাসম্প্রযুক্তক' অধিকরণ বলা হয়। ভার্য্যাকে অবলম্বন করিয়া যে অধিকরণ রচিত হইয়াছে, তাহাকে 'ভার্য্যাধিকারিক' অধিকরণ বলা যায়। বেশ্যাগণের সমাচার (কল্পিতস্বভাব, বা যাহা অবলম্ব করিয়া বেশ্যাগণ ব্যবসায় করিয়া থাকে) হইতেছে বেশভূষাদি করা ; সুতরাং সেই বেশ্যাবৃত্তব্যুৎ-পাদনের জন্য যে অধিকরণ আরচিত হইয়াছে, তাহার নাম 'বৈশিক'। সেইরূপ পারদারবিষয়ের ব্যুৎপাদন জন্য যে অধিকরণ কল্পিত হইয়াছে, তাহাকে 'পারদারিক' অধিকরণ বলা যায়। সম্প্রযোগ—স্ত্রীপুরুষের পরস্পর ব্যবহার যাহার প্রয়োজন, এই বাক্যে 'সাম্প্রয়োগিক'-পদ সিদ্ধ হইয়াছে ; সুতরাং উক্ত অধিকরণে স্ত্রীপুরুষের পরস্পর রহো-(নিজ্জন-) ব্যবহার করিবার উপায়সকল নির্দ্ধারিত হইয়াছে। 'ঔপনিষদিক'—উপনিষদের রহস্য * যাহাতে সংগৃহীত হই-য়াছে। 'সাধারণ'প্রভৃতি নাম করিয়া সাতটি অধিকরণের উল্লেখ করিয়া আবার যে সপ্তশব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে হইবে যে, বাভ্র-ব্যের গ্রন্থে মাত্র এই কয়টি বিষয়ের সন্নিবেশ করা আছে, এবং সে শাস্ত্র আচার্য্য এইরূপ বিভাগে ব্যবহার করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন কামশাস্ত্রের অপরিহার্য্য-বিষয়ও প্রকৃতপক্ষে এই সাতটি মাত্রই। সপ্তশব্দদ্বারা বিষয়ের আধিক্য ও ন্যূনসংখ্যার ব্যবচ্ছেদ করা হইয়াছে ;—অর্থাৎ কামশাস্ত্রের বিষয় সাতটির অধিকও নহে, ন্যূনও নহে সাতটি মাত্রই। প্রকরণপ্রতিপাদ্য বিষয়ের যাহাতে অধিকার করা যায়, তাহাই অধিকরণনামে খ্যাত। পাটলিপুত্রনগরের বেশ্যাগণের নিয়োগে দত্তকাচার্য্য তাহারই চতুর্থ বৈশিক অধিকরণ পৃথক্‌ভাবে গ্রন্থাকারে পরিণত করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তাহারই—বাভ্রব্য যে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহারই। এইরূপ আনুপূর্ব্বীই অবলম্বন করিয়া যে চারি সংখ্যার পূরণ করে, সেই ; অন্য-রূপ আনুপূর্ব্বীকে অবলম্বন করিয়া নহে,—ইহা দেখাইবার জন্য চতুর্থশব্দ ব্যব-হার করা হইয়াছে। যদি তাহাই হইবে, তবে পাঠক্রমের অনুসারেই চারি সংখ্যা পাওয়া যাইত, আবার চতুর্থশব্দ দিবার অর্থ কি ? সে আনুপূর্ব্বী যে কি, তাহা

* সামবিধানব্রাহ্মণ, ছান্দোগ্য-উপনিষৎ, ও কৌষীতকিব্রাহ্মণোপনিষৎপ্রভৃতিতে বশী-করণাদিপ্রয়োগসকল দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল সংগ্রহ করিয়া এই অধিকরণ রচিত।

চ্চারায়ণঃ সাধারণমধিকরণং পৃথক্ প্রোবাচ। ঘোটকমুখঃ কন্যাসম্প্রযুক্তকম্। গোনর্দ্দীয়ো ভার্য্যাধিকারিকম্। গোণিকাপুত্রঃ পারদারিকম্। সুবর্ণনাভঃ

ইহার পরে বর্ণনার বিষয়। পাটলিপুত্রিকাদিগের—মগধদেশে পাটলিপুত্র-(পাটনা) নামে একটি নগর আছে। সে স্থানে যাহারা হইয়াছে, তাহারা পাটলিপুত্রিকা। নিয়োগবশতঃ—ঐ নগরবাসিগণের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ প্রসিদ্ধলোক মথুরা হইতে আসিয়া পাটলিপুত্রনগরে বসতি করিয়াছিল। তাহার শেষবয়সে একটি পুত্র জন্মে। সে জন্মিলে পরই, তাহার মাতা মরিয়া যায়, তাহার পিতাও সেই নগরের অধিবাসী অন্য আর একটি ব্রাহ্মণীর নিকট তাহাকে পুত্ররূপে দিয়া কালে লোকান্তর গমন করে। ব্রাহ্মণীও 'এ আমার দত্তকপুত্র'—এই বলিয়া আদর করিয়া ডাকিতে থাকে। কালে বালকটির সেই অনুগতার্থ 'দত্তক'-নামেই সেই ব্রাহ্মণী নাম-করণ করিয়া ফেলিল। বালক তৎ-কর্ত্তৃক লালিত-পালিত হইয়া অল্পকালমধ্যে সমস্তবিদ্যা ও সমস্ত (চৌষট্টি) কলাই অধ্যয়ন করিল। দত্তক নানাবিধ শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকার ছিলেন বলিয়া দত্তকাচার্য্যনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। একদিন তাঁহার মনে এই ভাব উদয় হইল যে, লোক-যাত্রা—অর্থাৎ সংসারযাত্রানির্ব্বাহ করিবার বিধি বাস্তবিকই ভাল করিয়া জানা আবশ্যক; কিন্তু তাহা ত আর অন্যস্থানে জানিবার উপায় নাই; তবে প্রায়শঃ দেখিতে পাওয়া যায় বেশ্যাগণের মধ্যেই এখন লোকযাত্রা সীমাবদ্ধভাবে রহিয়াছে; কারণ, তাহারা সাধারণের উপভোগ্যা বলিয়া অনেকস্থানে অনেক বিষয় শিখিতে পারিয়াছে। এজন্য কোন এক বেশ্যাজনের নিকট প্রত্যহ অনুগমনপূর্ব্বক পরিচিত হইয়া এরূপভাবে সেই লোকযাত্রা শিক্ষা করিতে হইবে যে, সেই বেশ্যাই যেন আবার আমাকে প্রার্থনা করে। এইরূপে বীরসেনাপ্রভৃতি খ্যাতাপন্না বারাঙ্গণাগণের নিকট প্রত্যহ যাতায়াত করিয়া লোকযাত্রার পরাকাষ্ঠা-জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন। তারপর এক সময়ে ইঁহাকে সেই বীরসেনাপ্রভৃতি বারাঙ্গণাই বলিয়াছিল,—হে আচার্য্য-বর! আমরা যাহাতে পুরুষের অনুরাগবর্দ্ধন করিতে পারি, এরূপ উপদেশ প্রদান করুন। এই নিয়োগবশতই কামসূত্রের বৈশিক-অধিকরণ পৃথক্ করিয়া সংগৃহীত হইয়াছিল। এইরূপ ইতিহাস লিপিবদ্ধভাবে পাওয়া যায়। সেই প্রসঙ্গে চারায়ণনামক আচার্য্য 'সাধারণ-অধিকরণ' পৃথক্ করিয়াছিলেন। ঘোটক

সাম্প্রয়োগিকম্। কুচুমার ঔপনিষদিকমিতি। এবং বহুভিরাচার্য্যৈস্তচ্ছাস্ত্রং খণ্ডশঃ প্রণীতমুৎসন্নকল্পমভূৎ। তত্র দত্তকাদিভিঃ প্রণীতানাং শাস্ত্রাবয়বানামেক-দেশত্বাং, মহদিতি চ বাভ্রবীয়স্য দুরধ্যেয়ত্বাৎ, সংক্ষিপ্য সর্ব্বমর্থমল্পেন গ্রন্থেন মল্লনাগো নাম বাৎস্যায়নঃ কামসূত্রং প্রণীতবান্—"ধর্ম্মার্থকামেভ্যো নমঃ" ইত্যাদি—

"তদেতৎ কুশলো বিদ্বান্ ধর্ম্মার্থাববলোকয়ন্।

নাতিরাগাত্মকঃ কামী প্রযুঞ্জানঃ প্রসিধ্যতি॥" ইত্যন্তেন ষট্-ত্রিংশদধ্যায়াত্মক-চতুঃষষ্টি প্রকরণক-সপ্তাধিকরণক-সপাদশ্লোকসহস্রাবয়বেন। অপিচ কামস্য প্রেমহেতোরহৈতুকস্য রসপ্রত্যয়স্যানন্দময়স্য কলনাদাত্মীকরণাদিয়ং কামকলা রসময়ী চানন্দময়ী চ স্বভূতে চিন্ময়ে পুংসি রসময়ে বৈপরীত্যেন

মুখনামক আচার্য্য কন্যাসম্প্রযুক্তক অধিকরণ, গোনর্দ্দীয়নামক আচার্য্য ভার্য্যাধি-কারিক অধিকরণ, গোণিকাপুত্রনামক সেই আচার্য্যই পারদারিক অধিকরণ, সুবর্ণনাভাচার্য্য সাম্প্রয়োগিক অধিকরণ, এবং কুচুমারনামক আচার্য্য ঔপনিষদিক অধিকরণ পৃথক্ করিয়া নিজের মতের সহিত সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এইভাবে বহু আচার্য্য সেই বাভ্রব্যের সংগৃহীত শাস্ত্রের এক এক ভাগ অবলম্বন করিয়া খণ্ড খণ্ড আকারে প্রণয়ন করিলে, বাভ্রব্যোক্ত শাস্ত্রের কিছু কিছু করিয়া অল্পে অল্পে ধীরে ধীরে প্রায় উচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছিল। তার মধ্যে দত্তকাদিপ্রণীত গ্রন্থ সেই শাস্ত্রের এক একটি অবয়ব বলিয়া একদেশবিষয়, এবং বাভ্রবীয় শাস্ত্র অতীব বিশাল আয়তনের বলিয়া অধ্যয়নের দুঃখকরত্ববিধায়, সংক্ষেপে সমস্ত বিষয় অল্পগ্রন্থদ্বারা কামসূত্র গ্রন্থখানি মল্লনাগনামক বাৎস্যায়নমুনি প্রণয়ন করিয়া-ছিলেন। সেই কামসূত্রের আদি হইতেছে—"ধর্ম্মার্থকামেভ্যো নমঃ" ইত্যাদি, এবং শেষ হইতেছে,—"তদেতৎ কুশলো বিদ্বান্ ধর্ম্মার্থাববলোকয়ন্। নাতি-রাগাত্মকঃ কামী প্রযুঞ্জানঃ প্রসিধ্যতি॥" ইত্যন্ত ছত্রিশ-অধ্যায়ে চৌষট্টি-প্রকরণে সাতটি অধিকরণে সপাদ-সহস্র-শ্লোকে।

আরও এক কথা, প্রেমের কারণ হইতেছে কাম; কিন্তু কামের কোনও কারণ নাই। রস-জ্ঞানকে কাম বলা যায়; সুতরাং রস-জ্ঞান-স্বরূপ আনন্দময় কামের কলন হেতু—আত্মীকরণ জন্য ইঁহাকে কামকলা—অর্থাৎ রসময়ী ও আনন্দময়ী বলা যায়। এই রসময়ী—আনন্দময়ী নিজ আত্মা যে চিন্ময়—রসময়—

সম্প্রাযুক্তা শক্তিরাদ্যেতি শাক্তা এনামুপাসতে চিন্ময়ীমিতি। সম্প্রয়োগোঽপ্যন্যাঃ স্বভূত এবাম্নায়তে ;—"শৃঙ্গারকলেতি বিজ্ঞায়ত" ইতি। শৃঙ্গং কামোদ্রেকং যো ঋচ্ছতি স শৃঙ্গারঃ। তথাহি,—

"পুংসঃ স্ত্রিয়াং স্ত্রিয়াঃ পুংসি সম্ভোগং প্রতি যা স্পৃহা।
স শৃঙ্গার ইতি খ্যাতো রতিক্রীড়াদিকারণম্॥" ইতি।

স চ সম্প্রয়োগঃ, সুরতং, নিধুবনং, রতিঃ, কেলি, রমণং, রতিক্রীড়েতি পর্য্যায়বাচিভির্নামভিরুচ্যতে কার্য্যকারণসংযোগাৎ। সোঽস্কং ভবতি চ কামে-

---

আনন্দময় পুরুষ, তাঁহাতে বিপরীতভাবে সুরতক্রীড়ায় যেন সমাসক্তা হইয়াছেন। যেন নিজের পুংভাবে স্ত্রী-রূপ ধারণ করিয়া রমণ করিয়াছেন,—এই ভাবিয়া শাক্তগণ ইঁহাকে আদ্যাশক্তি চিন্ময়ী বলিয়া উপাসনা করে। এই আদ্যাশক্তি চিন্ময়ী দেবী যে আত্মস্বরূপ-পুংরূপে রমণ করেন, সেই রমণও ইঁহার স্বরূপাতিরিক্ত কোন ক্রিয়াই নহে। এই জন্য শ্রুতি ইঁহাকে শৃঙ্গারকলা বলিয়া অনেক স্থলে কীর্ত্তন করিয়াছেন। শৃঙ্গশব্দের অর্থ কামোদ্রেক; যে সেই কামোদ্রেককে প্রাপ্ত হয়, তাহাকে শৃঙ্গার বলা হয়। কথিত হইয়াছে;—পুরুষের স্ত্রীতে, ও স্ত্রীর পুরুষেতে সম্ভোগ করিতে যে স্পৃহা জন্মে, সেই স্পৃহাই রতি-ক্রীড়াপ্রভৃতির কারণ বলিয়া শৃঙ্গারনামে অভিহিত হয়। তাহাকে সম্প্রয়োগ, সুরত, নিধুবন, রতি, কেলি, রমণ, রতি-ক্রীড়া, রত, রহঃ, শয়ন ও মোহননামে কীর্ত্তন করা হয়। ইহার মধ্যে রতির নাম হইতেছে,—রস, রতি, প্রীতি, ভাব, রাগ, বেগ ও সমাপ্তি। আর সুরতের নাম হইতেছে;—সম্প্রয়োগ, রহঃ, শয়ন ও মোহন। কারণাবস্থার নাম রত বা সুরত; আর কার্য্যাবস্থার নাম হইতেছে রতি। কার্য্যাবস্থা ও কারণাবস্থা একই। যদিও ঐ সকল পর্য্যায়বাচী শব্দ একার্থক, তথাপি যেমন ঐশ্বর্য্য-সম্বন্ধ-বশতঃ ও শক্তি থাকা প্রযুক্ত ইন্দ্রাদিনাম হইতে শক্র এই নামের ভেদ, সেইরূপ পর্য্যায়বাচী শব্দ পরস্পর ভিন্ন-ভিন্ন-কারণবশে পৃথক্ পৃথক্ প্রকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উপস্থেন্দ্রিয়দ্বারা রসন করে—অনুভূত করায় এই জন্য রস। ফলাবস্থায় সুখ-স্বরূপে চিত্তের পরিস্পন্দন করাইয়া রমণ করায় বলিয়া রতি। চিত্তে প্রণয়ের উপস্থাপন করায় বলিয়া প্রীতি। কামিতনামক ভাবদ্বারা ভাবিত হইয়া থাকে বলিয়া ভাব; এবং কামিতনামক ভাবও ইহা দ্বারাই ফলরূপে ভাবিত হয়; সেই জন্যও ইহাকে ভাব বলা হয়। চিত্তকে রঞ্জন করে বলিয়া রাগ।

শ্লোকে, বিলোলাত্মা ফলানুধাবী ব্যাপারপরম্পরয়াঽনুভূয়মানো বিষয়ীকৃতশ্চ সুখবিশেষঃ। তস্য কলনাদানুরূপ্যেণ প্রবর্ত্তনাদিয়ং শৃঙ্গারকালা রতিরিতি। ভবত্যাদিরসপ্রবর্ত্তিকা চাদিরসস্বরূপা চ। তথা হ্যাম্নায়তে,—"রসো বৈ সঃ" ইতি। এতস্যা এব মাত্রয়া রূপমনুভূয় সর্ব্বোঽপ্যুন্মাদমধিগচ্ছতি, সৃষ্টিং পালয়তি চ। কৈশ্চিদেব তু কুশলৈঃ পূর্ণতয়াঽনুভূয়তে শৃঙ্গারকলেয়মিতি বৈষ্ণবাশ্চৈনা-মুপাসতে রাধামাধবয়োরচিন্ত্যলীলারসং বৈষ্ণবমিতি।

সুখানুবিদ্ধ শুক্রধাতুর নাড়ীমুখ হইতে পৃথগ্‌ভাব ঘটায় বলিয়া বেগ। রতের সমাপন করাইয়া দেয় বলিয়া ইহার নাম সমাপ্তি। পরস্পর সঙ্গত নহে যে স্ত্রী ও পুরুষ, তদুভয়ের যে সম্যক্ যোগ—পরস্পর সঙ্গম, তাহাকে সম্প্রয়োগ বলা হয়। কারণা-ন্তরে কখনও চিত্তের পরিস্পন্দ ঘটাইয়া রমণ করাইয়া থাকে বলিয়া রত। দম্পতীব্যতীত অন্য সকল ব্যক্তিকে সে স্থানে রহিত করে বলিয়া রহঃ। অভীষ্ট-সিদ্ধ্যর্থ স্ত্রী ও পুরুষকে শয্যায় শয়ন করায় বলিয়া ইহাকে শয়ন বলা হয়; এবং অন্যব্যাপারবিষয়ে একেবারে মোহন করে—বৈচিত্ত্য ঘটাইয়া দেয় বলিয়া ইহার নাম মোহন। তাহা হইলে এই হইতেছে যে, যে সুখ-বিশেষ কামের উদ্রেক হইলে ব্যাপারপরম্পরাদ্বারা অনুভবের যোগ্য, ফলের অনুধাবন করিতে তৎপর ও চঞ্চলস্বভাব, এবং নিজ অনুভবের বিষয়, তাদৃশ শৃঙ্গারের কলন হেতু—অনুরূপভাবে প্রবর্ত্তনহেতু ইনি শৃঙ্গারকলা, বা রতিশব্দে অভিহিত হন। তাহা হইলে ইনিই আদি-রসের প্রবর্ত্তিকা ও সেই আদি-রসের স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছেন। তজ্জন্যই আম্নায়ে আম্নাত হইয়াছে,—তিনিই রস-স্বরূপ, ইহা সর্ব্বথা প্রসিদ্ধ। এই শৃঙ্গারকলার কণিকামাত্র-রূপের অনুভব করিয়া সকলব্যক্তিই উন্মাদভাব প্রাপ্ত হয়; এবং তদ্দ্বারাই এই বৈচিত্র্যময় জগৎ-সৃষ্টির পালন করিয়া থাকে। তিনি সেই শৃঙ্গার-কলার পূর্ণমূর্ত্তি; সুতরাং কোন কোন কুশলী পুরুষ ইহাকে পূর্ণরূপে অনুভব করিয়া থাকে যে, হাঁ এ-ই বটে সেই শৃঙ্গারকলা। যাহারা এইরূপ অনুভব করিয়া থাকে, তাহারা কি আর এই মহামহিম শৃঙ্গার-কলার পূর্ণমাত্রায় অনুভব ছাড়িয়া জাগতিক কিঞ্চিন্মাত্র ও ক্ষণভঙ্গুর শৃঙ্গাররসের প্রতি আগ্রহের আতিশয্য পোষণ করিতে পারে? কখনই নহে। তাহার নিদর্শন বৈষ্ণবচূড়ামণিদিগের নিকট রাধাকৃষ্ণের অচিন্ত্যলীলারসাস্বাদ।

যচ্চ স্যাৎ সাধনং, যন্ত্রং, করণমিতি, তথোপচারাশ্চ, পাঞ্চালিকী চতুঃষষ্টিকার্ন্তেতি,তৎসর্বমেতস্যা এব সমুৎপদ্যমানং ভাবেন ভাবমনুমাপয়তীতি নাস্যাং বিচিকিৎ

কথিত শৃঙ্গারকলার সাধন ত্রিবিধ, এবং যন্ত্রও ত্রিবিধ ; কারণ, লিঙ্গের আয় ও পরিণাহভেদে নায়ক ও নায়িকার ত্রিবিধ ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। ষড়ঙ্গু নবাঙ্গুল, ও দ্বাদশাঙ্গুল আয়াম ও পরিণাহ হইয়া থাকে। শশ, বৃষ, ও অশ্ব এ তিন প্রকার হইতেছে নায়ক। নায়িকাও মৃগী, বড়বা ও হস্তিনী। কথিত হ য়াছে ;—শশ, বৃষ ও অশ্বের সাধনস্থান (লিঙ্গাকার) দৈর্ঘ্যে যথাক্রমে ছ নয়, ও দ্বাদশ অঙ্গুল পরিমাণ। দৈর্ঘ্যের (লম্বায়) প্রমাণানুসারে বিস্তারও ছয়, নয় ও দ্বাদশ অঙ্গুল পরিমাণ হইবে। কেহ কেহ বলেন,—বিস্তার (ওসা বা চওড়া) ঠিক দৈর্ঘ্যের প্রমাণানুসারে সমান নাও হইতে পারে, অতিরিক্ত হইতে পারে, এবং ন্যূনও হইতে পারে। সেইরূপ মৃগী, বড়বা, ও হস্তিনী সম্বাধস্থান (যোন্যাকার) দৈর্ঘ্যে যথাক্রমে ছয়, নয়, ও দ্বাদশ অঙ্গুল পরিমা এবং প্রস্থে বা বিস্তারে (অর্থাৎ ওসারোয় বা চৌড়ায়) ছয়, নয় ও দ্বাদশ অঙ্গু পরিমাণ হইবে। ইহাদিগের সম্বাধ-সংস্থানের বিস্তার ন্যূন হয় না ; বরং অতি রিক্ত হয়। তদ্ভিন্ন কাল ও ভাবও কারণ বলিয়া অভিহিত হয় ; কারণ, উ প্রমাণ, কাল ও ভাবের নানাপ্রকার ব্যতিকরত্ববিধায় সুরতব্যাপার নানা আক ধারণ করিয়া থাকে। ইহা লইয়াই সাম্প্রয়োগিক অধিকরণের প্রমাণ, কাল ভাবের অনুসারে রতের ব্যবস্থাপননামক প্রথম অধ্যায় বিরচিত হইয়াছে। আ সেই সম্প্রয়োগের অঙ্গ, বা উপচার, যাহাকে পাঞ্চালিকী চতুঃষষ্টিকলা বলা য তাহাও ঐ অধিকরণেই কথিত হইয়াছে। যথা,—আলিঙ্গন, চুম্বন, নখচ্ছে দশনচ্ছেদ্য, সম্বেশন, শীৎকৃত, পুরুষায়িত ও ঔপরিষ্টক, এই আটটি আর প্রত্যেকে আটআটটি, সুতরাং ইহা সাকল্যে চতুঃষষ্টি হইবে। প্রথমতঃ অসম গত নায়ক ও নায়িকার প্রীতি। চিহ্নপ্রকাশার্থ আলিঙ্গন চারি প্রকার। স্পৃষ্ট বিদ্ধক, উদ্‌ঘৃষ্টক ও পীড়িতক। আর চারিটি সম্প্রয়োগকালে। যথা—লতা বেষ্টিতক, বৃক্ষাধিরূঢ়ক, তিলতণ্ডুলক ও ক্ষীরনীরক। বাভ্রব্য এই আটটি উপগূহ যোগ বা আলিঙ্গনযোগ বলিয়াছেন ; কিন্তু সুবর্ণনাভ আরও চারিটি, অভি একাঙ্গোপগূহনযোগ বলিয়াছেন। যথা—উরূপগূহন, জঘনোপগূহন, স্তনালি ও ললাটিকা। কেহ কেহ সম্বাহনকেও আলিঙ্গনমধ্যে একপ্রকার বলি

থাকেন ; কিন্তু বাৎস্যায়ন তাহা স্বীকার করেন না। তারপর চুম্বনও সেই প্রকার অষ্টবিধ। যথা—কন্যা-চুম্বন তিনটি, নিমিতক, স্ফুরিতক, ও ঘট্টিতক। কেহ কেহ বলেন চুম্বন চারি প্রকার। যথা,—সম, বক্র, উদ্ভ্রান্ত ও অবপীড়িতক। এই অবপীড়িতককে অবলীঢ়পীড়িতক, চূষণ ও অধরপাননামেও বলা হয়। তদ্ভিন্ন অবপীড়িতক একটি, এই আট প্রকার হইতেছে চুম্বনযোগ। তারপর নখ-বিলেখন। তাহাও আট প্রকার। যথা—আচ্ছুরিতক, অর্দ্ধচন্দ্র, মণ্ডল, রেখা, ব্যাঘ্র-নখ, ময়ূরপদক, শশপ্লুতক ও উৎপলপত্রক। তারপর দশনচ্ছেদ্য আট প্রকার। যথা—গূঢ়ক, উচ্ছূনক, বিন্দু, বিন্দুমালা, প্রবালমণি, মণিমালা, খণ্ডাভ্রক ও বরাহচর্ব্বিতক। সম্বেশনও আট প্রকার। যথা—উৎফুল্লক, বিজৃম্ভিতক, ও ইন্দ্রাণিক। পার্শ্বসম্পুট, উত্তানসম্পুট, পীড়িতক, বেষ্টিতক ও বাড়বক। সুবর্ণনাভ অন্য প্রকার লক্ষণ করিয়া বলিয়াছেন। যথা,—ভুগ্নক, জৃম্ভিতক, উৎপীড়িতক, অর্দ্ধপীড়িতক, বেণুদারিতক, শূলাচিতক, কার্কটক, পীড়িতক। তদ্ভিন্ন পদ্মাসন ও পরাবৃত্তকও আছে। চিত্ররতও নানাবিধ। তারপর অপহস্তক, প্রসৃতক, মুষ্টি, ও সমতলকনামক চতুর্ব্বিধ প্রহণনদ্বারা অষ্টবিধ সীৎকৃত উত্থিত হয়। যথা—হিঙ্কার, স্তনিত, কূজিত, রুদিত, সূৎকৃত, দূৎকৃত ও ফূৎকৃত। তদ্ভিন্ন অম্বার্থক, বারণার্থক, মোক্ষণার্থক ও অলমর্থক শব্দও একই ফলোদ্দেশে ব্যবহৃত হয় বলিয়া এক প্রকার। সাকল্যে এই সীৎকৃত অষ্টবিধ। আর পূর্ব্বে যে তিন প্রকার প্রহণন বলা হইল, তদ্ভিন্ন কীলা, কর্ত্তরী, বিদ্ধা, সন্দংশিকা ও সন্দংশ-পীড়নী এই পাচ দিয়া প্রহণনও অষ্টবিধ হইতেছে। পুরুষোপসৃপ্ত আট প্রকার। যথা—উপসৃপ্তক, মন্থন, হুল, অবমর্দ্দন, পীড়িতক, নির্ঘাত, বরাহঘাত, বৃষাঘাত, চটকবিলসিত, ও সম্পুট। ইহার মধ্যে করণ-স্বভাব সম্পুট পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এবং উপসৃপ্তকলক্ষণ সকল গুলিই বলিয়া উপসৃপ্তক আর পৃথগ্বিধ নহে। এই স্থলে পুরুষায়িতের তিন প্রকার ভেদ আছে। যথা—সন্দংশ, ভ্রমরক, ও প্রেঙ্খোলিতক। ইহা ঐ উপসৃপ্তকের অন্তর্গতই। ঔপরিষ্টকও আটপ্রকার। যথা—নিমিত, পার্শ্বতোদষ্ট, বহিঃসন্দংশ, অন্তঃসন্দংশ, চুম্বিতক, পরিমৃষ্টক, আম্রচূষিতক, ও সঙ্গর। তদ্ভিন্ন স্বাভাবিক, আহার্য্য, কৃত্রিম, দর্পজ, ও বিস্রম্ভজ-রূপেও রাগ-বিশেষ পঞ্চবিধ হইয়া থাকে। তাহার ভেদ-বশতঃ রাগ, কৃত্রিম-রাগ, ব্যবহিত-রাগ, পোটারত, খলরত, ও অযন্ত্রিতরত। এতদ্ব্যতীত প্রণয়কলহও অনেকবিধ। এ সকল বিষয়ের লক্ষণাদি কামসূত্রে কথিত হইয়াছে, তথায় কামবিদ্যার অঙ্গ-

এব ব্রহ্মা অজীজনৎ। বিষ্ণুরজীজনৎ। রুদ্রোঽজীজনৎ।

ভবতি—কথমিয়ং শৃঙ্গারকলেতি। তত্র চৈবং কামকলায়াঃ শৃঙ্গারকলায়ামনুভূতায়াং সত্যাং বিন্দুরূপেণাস্যা গর্ভেঽস্তঃ সন্নিহিতঃ পরো ভবতি ফলং গর্ভ ইত্যাম্নায়তে;— "তস্যা এব ব্রহ্মাঽজীজনৎ" ইত।—অভিন্ননিমিত্তোপাদানকারণাচ্চিদধাতুবজো মূর্ত্তির্নাম্না ব্রহ্মাঽজায়ত। শৃঙ্গারে পুংস্বাবকলনাৎ পুমানয়মিতি কণ্ঠতো বক্তব্যম্ কন্যা তু হিরণ্যগর্ভা চ কমলাসনা; তথা সাত্ত্বিক্যাস্তস্যা এব "বিষ্ণুরজীজনৎ"- সত্ত্বগুণাবচ্ছিন্নশ্চিন্ময়ঃ, কন্যা চৈকা গৌরী। তথা তামস্যাস্তস্যা এব "রুদ্র

স্বরূপ চতুঃষষ্টি মূলকলা ও চতুঃষষ্টিকলাও (চৌষট্টিকলা) অভিহিত হইয়াছে; আমরা তাহার বঙ্গানুবাদ করিয়াছি দ্রষ্টব্য। এই সকল উপায়, ফল ও ব্যবহারাদি সেই আদিভূত শৃঙ্গারকলা আদ্যাশক্তি হইতেই উৎপন্ন হইয়া লোক-সাধারণের অবগতির জন্য দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এখনও এই সকল উপায় ও ফলের ভোগ সকলেই করিতেছে। অতএব এ সকল যাঁহা হইতে লোক-সাধারণ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহাকে অস্বীকার করিবে কি করিয়া? সুতরাং কথিতপ্রকার শৃঙ্গারকলার মূল কারণ যে শৃঙ্গারকলা সেই আদ্যাশক্তি, তাহা অনুমানদ্বারাও প্রতীয়মান হইতেছে। সেই আদ্যাশক্তি কামকলারূপে আপনা-আপনি শৃঙ্গার কলার অনুভব করিলে, তাঁহার যে আপনাতেই বিন্দুপাত হয়, সেই বিন্দুই (সেই বিসৃষ্ট শুক্র হইতেই) পরমাত্মরূপে ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। —অর্থাৎ সেই বিন্দুকে ধারণ করিয়া তিনি গর্ভবতী হন। সেই গর্ভে ব্রহ্মার সৃষ্টি হয়। তিনিই ব্রহ্মাকারে পৃথগ্‌ভূত হইয়া থাকেন। রজোগুণকে স্বীয় চৈতন্যাংশে আরোপিত করিয়া নিজেই ব্রহ্মা-নামে জন্মিয়াছিলেন। যখন তিনি শৃঙ্গার করিয়াছিলেন, তখন অবশ্যই তাঁহাকে এক অংশে পুংভাব ও অন্য অংশে স্ত্রীভাব রাখিয়াই সেই শৃঙ্গারকলারূপের অনুভব করিতে হইয়াছিল; সুতরাং সেই পুংভাবের কলন করিয়াছিলেন বলিয়া যে গর্ভ প্রসব করিয়াছিলেন, সে গর্ভও পুম্ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। আর তাঁহার নিজস্ব যে স্ত্রীভাব, সেই স্ত্রীভাব হইতে একটি কন্যা জন্মিয়াছিল। সে হিরণ্যগর্ভের ন্যায় কমলাসনসন্নিবিষ্টা সুবর্ণ- বর্ণা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তারপর সেই আদ্যাশক্তির সাত্ত্বিকী মূর্ত্তি হইতে সত্ত্বগুণবিশিষ্ট চিন্ময়-পুরুষ বিষ্ণুনামে জন্মিয়াছিলেন, এবং কন্যা একটি গৌরবর্ণা জন্মিয়াছিল। আর তাঁহার তামসী মূর্ত্তি হইতে তমোগুণবিশিষ্ট চিন্ময়-পুরুষ

সর্ব্বে মরুদ্গণা অজীজনৎ। গন্ধর্ব্বাঃ অপ্সরসঃ কিন্নরা বাদিত্র-বাদিনঃ সমন্তাদজীজনৎ। ভোগ্যমজীজনৎ। সর্ব্বমজীজনৎ। সর্ব্বং শাক্তমজীজনৎ। অণ্ডজং স্বেদজমুদ্ভিজ্জং জরায়ুজং যৎ কি-

---

ঽজীজনৎ" তমোগুণোপগৃহীতচৈতন্যঃ, কন্যা চ শুক্লেতি। তথা বৈকারিকাদহঙ্কারাৎ মরুদ্গণা দেবাশ্চ সর্ব্বে দিগ্‌বাতার্কপ্রভৃতয়ঃ। তথা গন্ধর্ব্বাশ্চ হাহাহূহুপ্রভৃতয়ঃ, অপ্সরসশ্চ তিলোত্তমাপ্রভৃতয়ঃ, কিন্নরাশ্চ কিম্পুরুষা অশ্বমুখা নরদেহা দেবানাং গায়কাস্তথা বাদিত্রবাদিনশ্চ সমন্তাৎ সর্ব্বাসু চ দিক্ষু। তথা ভোগ্যং ক্ষীরোদনাদি। এতৎ "সর্ব্বমজীজনৎ।" অথ কালপরিপাকবশাত্তৎ "সর্ব্বং শাক্তং" শক্তিমৎ স্ব-স্ব-কার্য্যক্ষমমজায়ত। তদাহ;—"অণ্ডজমি"ত্যাদি। অণ্ডেভ্যো জায়ত ইতি ভবত্যণ্ডজং বিহঙ্গমাদিজাতম্। "স্বেদজম্" স্বেদেভ্যো মলেভ্যো জায়ত ইতি যূকমশকাদিসমূহম্। উদ্ভিদ্য জায়ত ই"ত্যুদ্ভিজ্জম্" তৃণগুল্মলতাবনস্পতি-প্রভৃতিকম্। জরায়ুভ্যো জায়ত ইতি "জরায়ুজম্" মানুষপশুমৃগপ্রভৃতিকং 'যৎ

রুদ্রনামে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং একটি কন্যা শুক্লবর্ণা জন্মিয়াছিলেন। সেই দেবীর যে বৈকারিক অহঙ্কার—রাজস অহঙ্কার, সেই অহঙ্কার হইতেই দিগ্‌দেবতা ও বায়ু-বরুণ-সূর্য্য-প্রভৃতি দেবতাসকল উদ্ভূত হইয়াছিলেন। সেইরূপ হাহাহূহু-প্রভৃতি দেবগায়কসকল, তিলোত্তমাপ্রভৃতি অপ্সরা-সকল, এবং অশ্বমুখ নরদেহ কিম্পুরুষসকল দেবগায়ক ও বাদিত্রবাদকসকল চতুর্দ্দিকে সমুদ্ভূত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন ভোগ্য যে ক্ষীর ও ওদনাদি, সে সকলও উৎপন্ন হইয়াছিল। এই সকল—যাহা কিছু পরিদৃষ্ট হয়, এ সকলই উদ্ভূত হইয়াছিল। অনন্তর কালপরিপাকবশতঃ সে সকল শাক্ত হইয়াছিল,—স্ব স্ব কার্য্যক্ষম হইয়াছিল। কিরূপে জানা গেল সেগুলি শক্তি-সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল? জানিবার জন্য বলিতেছেন; —"অণ্ডজমি"ত্যাদি। যাহারা অণ্ডে জন্মায়, তাহারা অণ্ডজ পক্ষিপ্রভৃতি। স্বেদ—মল। মলে যাহারা জন্মে, তাহারা স্বেদজ যূকমশকাদি (জোঁক ও মশা প্রভৃতি) উদ্ভিজ্জ—যাহারা উদ্ভিদ্ হইতে জন্মায়—পৃথিবীর উর্দ্ধভাগ ভেদ করিয়া যাহারা জন্মায়, তাহারা উদ্ভিজ্জ। যেমন তৃণ, গুল্ম, লতা ও বৃক্ষপ্রভৃতি। জরায়ুতে যাহারা জন্মপরিগ্রহ করে, তাহারা জরায়ুজ। যেমন মানুষ, মৃগ, পশু-

কিঞ্চৈতৎ প্রাণি স্থাবরজঙ্গমং মনুষ্যমজীজনৎ। সৈষা পরা শক্তিঃ

কিঞ্চৈতৎ" পরিদৃশ্যমানং সকলমেব "প্রাণি" প্রাণভৃৎ "স্থাবরজঙ্গমম্" স্থাব
স্থিতিশীলং পর্ব্বতাদি, জঙ্গমং চ গমনশীলং নরপশ্বাদি, মনুষ্যঞ্চ মনোরপত্যং, যং
ভবতি মানব ইতি। তত্র চ বর্ণ আশ্রমঃ শাস্ত্রমপি বেদিতব্যং পৃথক্‌কৃতেঃ। এ
সর্ব্বং তস্যা এব "অজীজনৎ" অজ্ঞানাদস্য মাতুরিব শরীরমিতি। অস্তি চৈতে
মহতী শক্তির্যথেন্দ্রে, সর্ব্বা চ যথা ব্রহ্মণি, তথাপি "সা" যা দেবী হেকা
আসীদিত্যাম্নাতা, যা চ "একা" সাত্ত্বিকং রাজসং তামসঞ্চ গণমুৎপাদয়তি
সোঽয়ং দেবদত্ত ইত্যাদিবৎ প্রত্যভিজ্ঞায়তে "সৈষে"তি। কথম্? বাচাহংরন্তণ

প্রভৃতি। এই যাহা কিছু পরিদৃষ্ট হইতেছে, এ সকলই প্রাণী—প্রাণধারণকারী
স্থাবর—স্থিতিশীল ইচ্ছামত গমনাগমনে অসমর্থ পর্ব্বতাদি, জঙ্গম—ইচ্ছানুসারে
গমনাগমনে সক্ষম, নর-পশু প্রভৃতি, মনুষ্য—মনুর অপত্য, যাহাকে মানব ব
হয়। এ সকলই প্রাণী ও স্ব স্ব কার্য্যের উৎপাদনবিষয়ে সমর্থ হইয়া জন্মিয়াছির
উহাদিগের মধ্যে মনুষ্যকে পৃথগ্‌ভাবে বলায় মানুষের বর্ণ, আশ্রম, ধর্ম্ম ও শাস্ত্র
প্রচলিত আছে, ইহার স্চনা করা হইয়াছে। এ সকলই সেই আদ্যাশক্তি
হইতে জন্মিয়াছিল। যেমন বালক নিজে জানে না যে, সে তাহার মাতার শরী
হইতেই বহির্গত হইয়াছে, সে—তাহার শরীর তাহার মাতার শরীরেরই বা
বিকাশ মাত্র; কিন্তু উপদেশ ও বহুদর্শনদ্বারা জানিতে পারে, সেইরূপ এ সকল
সেই আদিমাতার শরীর হইতেই বহির্গত হইয়াছে, ইহা জানিতে পারে না
কিন্তু উপদেশ ও ভূয়োদর্শনদ্বারা জানিতে পারে।—ইহা জানা কর্ত্তব্য। এ
সকল উৎপত্তিশীল পদার্থে মহতী শক্তি যে আছে, তাহা ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হই
তেছে; যেমন দেবগণের ইন্দ্রে মহতী-শক্তির বিকাশ দেখা যায়; যেমন ব্রহ্মে
সমস্ত শক্তির অবস্থিতি আগমাদি-প্রমাণের সাহায্যে প্রতীয়মান হয়। যদিও এ
সকল পদার্থে কোনও এক মহতী-শক্তির লীলা করা দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি
ইনিই সেই আদ্যাশক্তি; এ শক্তি সেই আদ্যাশক্তি হইতে ভিন্ন নহে। যাহাকে
লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, দেবী পর-আত্মার উপরি বিরাজমানা ছিলেন, যাহ
হইতে এই-সকল-শক্তির পরিচয়প্রদানকারী পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে, যেমন এই সে
দেবদত্ত ইত্যাদি স্থলে সেই-দেবদত্তের সহিত এই-দেবদত্তের ভেদ থাকিলেও প্রত্য
ভিজ্ঞাকালে সেই-দেবদত্তের সহিত এই-দেবদত্তের প্রত্যভিজ্ঞায় কোনই ভে

সৈষা শাম্ভবী বিদ্যা। কাদিবিদ্যেতি বা হাদিবিদ্যেতি

বিকারোনামধেয়ত্বাৎ। ঘট ইত্যাদি-বাচা ছাবম্ভণং বিকারো নামধেয়ং, যথা মৃত্তিকেত্যেব সত্যং, তথা চৈতৎ স্থাবরজঙ্গমং বিকার এব, "পরা শক্তিরি"ত্যেব সত্যমাম্নেয়ম্। যা চেয়ং পরা শক্তিরিত্যাম্নাতা, সা চৈষা শাম্ভবী শম্ভুনা ব্রহ্মবিষ্ণু-

হয় না, সেইরূপ এই সেই দেবী বলায় এই-সৃষ্টিকারিণী-শক্তির সহিত পর-আত্মার উপরি বিরাজমানা সেই-আদ্যাশক্তির কোনপ্রকার ভেদই পরিলক্ষিত হয় না। কেন? না, বাক্যদ্বারা যাহা আরব্ধ হইয়াছে, তাহার নাম বিকার মাত্র। যেমন কম্বুগ্রীবাদিবিশিষ্ট মৃত্তিকার নাম ঘট। এই ঘটশব্দটি বাক্যদ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে। বাক্য কি? না, 'যে ঘটনা করে' ইত্যাদি প্রকারের সম্বন্ধদ্বারা গঠিত কতকগুলি কথা মাত্র; সুতরাং সেই বাক্যদ্বারা প্রস্তুত নাম অবশ্যই মৃত্তিকাকে স্বর্ণ করিতে পারে নাই। মৃত্তিকা—মৃত্তিকাই আছে। কেবল সাধারণের ব্যবহার করিবার জন্য বাক্যদ্বারা তাহার একটা নাম করা হইয়াছে। সে নামটা মৃৎপিণ্ডের বিকার যে তাদৃশ কম্বুগ্রীবাদিরূপে বিকার, তাহারই; সুতরাং নামটা বিকার ভিন্ন আর কিছুই নহে; বিকারদ্বারা বস্তুর ত আর অন্যথাভাব ঘটান যায় না। কেবল তাহার উপর একটা আগন্তুকভাবের সমাবেশ করা হয় মাত্র। অতএব ঘট ইত্যাদি-নাম বিকারের বোধার্থ ব্যবহার করা হয় বলিয়া সেই নামটিকে বিকারময় বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ প্রকৃত সত্যপদার্থ সে স্থলে মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছুই নাই; সেইরূপ এই যে সকল স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে বলা হইতেছে, তাহাও কেবল সেই আদ্যাশক্তির উপর কতকগুলি নামের ব্যবহার মাত্র। তদ্দ্বারা আদ্যাশক্তি স্বরূপতঃ কখনই ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়েন নাই, বা সেরূপ হইতে পারেনও না; কারণ, নাম যে বাক্যদ্বারা আরব্ধ বিকারময়, তাহা বলাই হইয়াছে। তবে প্রকৃত পদার্থ এস্থলে স্বরূপতঃ কি? না সেই আদ্যাশক্তি। যেমন একসের সুবর্ণপিণ্ডকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দশখানি যদি অলঙ্কার করা যায়, তবে সেই দশখানি অলঙ্কার কেবল নামতঃ ভিন্ন ভিন্ন হয় মাত্র; বস্তুতঃ সে যে সুবর্ণ ভিন্ন আর কিছুই নহে, ইহা যেরূপ সত্য, ঠিক সেইরূপই এই আদ্যাশক্তিকে জ্ঞানের সাহায্যে যদিও ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তোমরা এই স্থাবর-জঙ্গমাকারেই দেখিতেছ, তথাপি তিনি সত্যসত্যই যে আদ্যাশক্তি, সেই আদ্যাশক্তিই রহিয়াছেন। কেবল তাঁহার উপর কতকগুলি নামের সমাবেশ মাত্র করিয়াছ। তদ্দ্বারা

মহেশেন বিদিতা দুর্গা বিদ্যা তত্ত্বসংবিৎ; অতশ্চোপসংক্রমো বিদ্যায়া মানুষে লোকে কথোত্যন্ত্বতং বিদ্যেতি। সর্গাদিভুবো হি দেশ্যা উপদিশন্তি জ্ঞাতেয়মাদিবিদ্যেতি। বিদ্যাশ্রবণেন বহুকোটেবিদ্যায়াঃ সন্দিহ্য নির্ণয়তি স্বয়মেব ভগবতী শ্রুতিঃ, "কে".

সেই আদ্যাশক্তির স্বরূপতঃ কোনই ভেদ সিদ্ধ হইতে পারে না। ভাল, তাহাই হইল, সেই আদ্যাশক্তি বিকারময় নামধেয় গ্রহণ করিয়া এই বিশ্ব-প্রপঞ্চাকারে পরিলক্ষিত হইতেছেন। যে সকল শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সেই আদি-শক্তিরই বৈকারিক বিকাশ ভিন্ন কিছু অন্য পদার্থ নহে; কিন্তু এই যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিকার, ইহা তিনিই করেন, তাহা কিরূপে প্রমাণ হইবে? হাঁ কিরূপে প্রমাণ হইবে, তাহা শ্রুতি বলিয়াছেন, "সৈষা" ইত্যাদি,—যাঁহাকে শক্তি বলিয়া শ্রুতি আম্নান করিলেন, ইনিই সেই শাম্ভবী বিদ্যা। শম্ভু হইতেছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের একত্ব-মূর্ত্তি। সেই ত্রিমূর্ত্তিক একদেব ইঁহাকে জানেন যে ইনি বিদ্যা। শ্রুতি যাঁহাকে উমা হৈমবতী, বা তত্ত্ব-সংবিদ্ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই ব্রহ্ম-বিদ্যাই ইনি, ইঁহা সেই পরমেশ্বর তপস্যার সাহায্যে জানিয়াছিলেন। তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া, শব্দমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া মনুষ্যলোকে তাহার উপদেশ করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা মানুষেরাও জানিতে পারিয়াছে যে, সেই আদ্যাশক্তিই আদিবিদ্যা হইতেছেন। বিদ্যা যেমন নূতন নূতন আশ্চর্য্য ব্যাপারের সৃষ্টি করিতে পারে, ইহা এই মানুষলোকে দেখিতে পাওয়া যায়; সেইরূপ সেই আদিবিদ্যাও নানাপ্রকার নূতন নূতন আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটাইয়া এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ করিয়াছেন। ইহা কি করিয়া জানা যায় যে, সেই আদিদেব মহেশ্বর প্রথমে উপদেশ দিয়াছিলেন? না, যাঁহারা আদিকালে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহারা সেই পরমগুরুর নিকট উপদেশ পাইয়াছিলেন যে, এই আদিবিদ্যাই এই সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটাইয়াছেন। তাঁহারা সেই আদিদেবের শিষ্য হইয়া সেই জ্ঞান আবার তাঁহাদিগের শিষ্যদিগকে উপদেশ করিয়াছিলেন। পরে ক্রমে জগতে বিদিত হইয়া গেল যে, সেই আদিবিদ্যা এই জগতের বিকাশ করিয়াছেন; এবং তদ্দ্বারাই এই মানুষলোক জানিতে পারিল যে, আদ্যাশক্তিই সেই আদিবিদ্যা। বিদ্যাশব্দের অনেক অর্থ;—সাধারণ জ্ঞান, অধ্যয়নাদি জন্য জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, ইন্দ্রজালজ্ঞান, মায়া, বেদাদি অষ্টাদশ জ্ঞানশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, মন্ত্র, দেবীবিশেষ, দুর্গা ইত্যাদি। অতএব বিদ্যাশব্দে

॥ রহস্যমোঁম্। ওঁম্ বাচি প্রতিষ্ঠা। সৈব পুরত্রয়ং শরীরত্রয়ং

্যাদি। "কা আদিবিদ্যা" যতঃ পরা নাস্তি কাচিদন্যা "ইতি বাঽঽহ" ইত্যেব যৎ প্রশ্নং ব্রবীতি শিষ্যো গুরবে, "আদিবিদ্যেতি" যাং বা ব্রবীতি, "সা আদিবিদ্যা" ত্যেব রহস্যং গূঢ়ং তত্ত্বম্। প্রশ্নোত্তরয়োরৈকরূপ্যাদ্‌গূঢ়মিদং তত্ত্বম্। কিং তৎ? চ্যতে, বিজ্ঞানংশ্চেৎ প্রষ্টুমস্পৃক্ষ্যৎ কাদিবিদ্যেতি তত্ত্বং, ততোঽভবিষ্যত্তদেবো- ত্তরম্—আদিবিদ্যেতি যাং বা ব্রবীষি, সাদিবিদ্যেতি; অথ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশেভ্যঃ স্ত্বাঽপ্যবিদ্বানপৃক্ষ্যৎ, শ্রুতাং যামাদিবিদ্যেতি ব্রবীতি, সৈবাদিবিদ্যেত্যস্মাদেব- তো নিরনেষ্যৎ, যতো রহস্যমোমিত্যেতৎ রহসি ভবমদ্বৈতং তত্ত্বমিতি। যচ্চৈতস্মিন্ দিশচ্ছ্রুতিঃ শ্রুতাদিবিদ্যৈব সাদিবিদ্যেতি, কথং তদুপপদ্যতে, তদাহ;—"ওঁং াচি প্রতিষ্ঠে"তি। ওঁকারস্য শব্দে পর্য্যবসানমিতি। কস্মাৎ? শব্দত্বাদিতি

বণ হইলে এই সকল অর্থই যুগপৎ উপস্থিত হইয়া পড়ে। তদ্দ্বারা সন্দেহের দয় হয়। এই জন্য কোন্ বিদ্যার গ্রহণ করা হইবে, তাহারই উপদেশ স্বয়ং ্তি করিতেছেন;—"কে"ত্যাদি। যাঁহা অপেক্ষা চরম বিদ্যা আর কেহ নাই, াই আদিবিদ্যা কে?—এইরূপ শিষ্য যে গুরুর নিকট প্রশ্ন করে, সেই প্রশ্নের ধ্য আদিবিদ্যা বলিয়া যাহাকে শিষ্য বলিয়াছে, সেই বিদ্যাই আদিবিদ্যা, এটি তীব রহস্যতত্ত্ব। প্রশ্ন ও উত্তর একই রূপের বলিয়া এই তত্ত্বটি অতীব গূঢ়। াহা কি? বলা যাইতেছে;—যদি শিষ্য তত্ত্ব জানিয়া 'আদিবিদ্যা কি', এইরূপ শ্ন করিতে সেই গূঢ়-তত্ত্বের সংস্পর্শ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাই তাহার ত্তর হইয়াছে যে, তুমি যাহাকে আদিবিদ্যা বলিয়া জানিয়াছ, সে-ই আদিবিদ্যা। াব যদি শাস্ত্র, ও আচার্য্যের উপদেশে কাহাকেও আদিবিদ্যা বলিয়া শুনিয়াছে ট; কিন্তু জানিতে না পারিয়াই প্রশ্ন করিয়া থাকে, তবে যাহাকে আদিবিদ্যা লিয়া শুনিয়াছে, এবং তদ্দ্বারা যাহাকে আদিবিদ্যা বলিয়া প্রশ্ন করিতেছে, া-ই ত আদিবিদ্যা,—এই প্রকার বলিয়াই সেই সন্দেহের অপনোদন করিতে- ন। যেহেতু সেই ওঁকারার্থটি নির্জ্জন-পদার্থ অদ্বৈততত্ত্ব। যথায় কোন কার দ্বৈত-সম্পর্ক নাই, তথাকার তত্ত্ব এরূপ করিয়াই বুঝাইতে পারা যায়; ারণ, কোন প্রকার লক্ষণাদি ত তথায় উপস্থিত হইতে পারে না। শ্রুতি যে ই শ্রুত আদিবিদ্যাকেই সেই আদিবিদ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, ইহা কিরূপে া না, তাহা বলিতেছেন;—"ওঁং বাচি প্রতিষ্ঠে"তি। শব্দেই ওঁকারের

ক্রমঃ। ওঁঙ্কারো হি শব্দ-স্তস্য শব্দ এব পর্য্যবসানং যুক্তম্। যোঽপি তস্যার্থ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিঃ সচ্চিদানন্দ-স্তস্যাপি শব্দেনৈব দ্যোতনাৎ সত্যায়াং বা প্রতিষ্ঠেতি। অথাপ্যর্থো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত "তত্ত্বমসি"-"অহং ব্রহ্মাস্মী"ত্যাদিশাব্দপ্রত্যয়লক্ষ্যঃ, সোঽপি শাব্দপ্রত্যয় ইতি অতীতস্তু তুতদর্থত্বাদতথাত্বমিতি স্বাস্থম্। ন চ তত্র প্রত্যক্ষং মানং, রূপাদ্যভাবাৎ তস্মাদেব নানুমানম্; শব্দস্থনতীত, একস্যার্থে প্রবৃত্তস্য পরার্থস্য নিবেদনাৎ তদ্ যথা—সবিতাঽস্তমস্তং যাতীতি সাধুভিরুক্তস্যাভিসারিকায়াং নেপথ্যরচনার্থক

পর্য্যবসান। কি করিয়া? না, ওঁঙ্কার যে শব্দই, এই কথা বলিতেছেন। ওঁঙ্কা হইতেছে শব্দ, ওঁঙ্কারের পর্য্যবসান শব্দেই হওয়া যুক্তিসঙ্গত। আর সেই শব্দ ওঁঙ্কারের যে অর্থ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিসমন্বিত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, তাঁহার প্রকাশও সে শব্দদ্বারা—'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বাক্যদ্বারাই হইয়া থাকে; সুতরাং সত্যবাক্যে তাঁহা প্রতিষ্ঠা। আর যদি তাহার লক্ষ্য অর্থকে ধরা যায় যে,—নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভা প্রপঞ্চোপশম, অদ্বৈত শিব 'তত্ত্বমসি' ও 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-ইত্যাদি-শব্দজন্য যে জ্ঞা হয়, তাহারই লক্ষ্য সেই ওঁঙ্কারের অর্থ, তাহা হইলেও সেই লক্ষ্য পদার্থ শব্দ জনিত জ্ঞানেরই লক্ষ্য বলিয়া শব্দেই তাহার পর্য্যবসান স্বীকার করিতে হইবে অবশ্য যে সেই তুরীয়পদার্থের আত্মস্বরূপ সর্ব্বাতীত, সে ওঁঙ্কারের বাচ্য, বা লক্ষ কিছুই নহে বলিয়া তাহার সেই সত্যবাক্যে প্রতিষ্ঠা স্বীকার করাও হয় না সুতরাং তাহার শব্দে পর্য্যবসানও নহে। তাহা হইলে উক্ত শব্দপ্রত্যয়লক্ষ অদ্বৈত-ব্রহ্মই হইতেছেন সেই শ্রুত আদিবিদ্যা; কিন্তু তুরীয়াতীত পরব্রহ্ম কখন আদিবিদ্যা বলিয়া অভিধেয় হইতে পারে না।—ইহা শ্রুতির হৃদ্গত ভাব। কে নহে? না,—তাঁহার কোনপ্রকার প্রত্যক্ষযোগ্য গুণ যে রূপ-রসাদি, তাহা নাই সুতরাং প্রত্যক্ষের ঘটক চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় তাঁহাকে প্রত্যক্ষ-ত করাইতে পারে না যাহার কোন প্রকারে প্রত্যক্ষ হয় না, তাহাকে অনুমানদ্বারাও বুঝাইতে পা যায় না। শব্দপ্রমাণের কথা আর কি বলিব? শব্দ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রমাণশব্দবাচ্য না হইলেও শব্দের দোষ এই যে, কোনও একটি বুঝাইবার জ একটি শব্দময় বাক্যের প্রয়োগ করিলে, সে নানাপ্রকার অর্থের আবিষ্কার করি বসে। যেমন সূর্য্য-অস্তে যাইতেছেন, এই কথাটি বলিলে অভিসারিকা নারি তাহার অভিসারে গমনের সময় উপস্থিত হইয়াছে, এইরূপ বুঝিয়া বেশভূষারচনা

চৌরেষু ব্যাপারায় প্রস্তাবঃ, সাধুষু চ তদভিধ্যানার্থত্বমিতি কোঽর্থোঽস্য বাচ্যো, লক্ষ্যো বা ? ব্যঞ্জিতাস্তু তাবন্তো হ্যর্থা অনর্থা অপীতি নিবেদনং লোকে দৃষ্টমিতি যাঽয়ং তত্ত্বমস্যাদিবাক্যস্যাভেদোঽর্থো জীবব্রহ্মণোর্যোঽপি চ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"-ত্যাদিভির্ব্রহ্মজগতোর্যশ্চ তাভ্যামেব জীবজগতোরপূর্ব্বাপরোঽনাদ্যনন্তো নিত্যসিদ্ধো হ্যভেদঃ,সোঽপি শব্দেনৈবাবদ্যোত্যতেঽনর্থশ্চ সন্নিতি। স্থবিষ্ঠশ্চ দেহাদিভ্যো ভেদ আত্মনঃ, কিমেতেভ্যো দূরপ্রসারিতেভ্যো জগদ্ভ্যঃ! তস্মাদোঙ্কারস্য বাচ্যো লক্ষ্যো বা, অপিবাঽনর্থঃ শিবোঽদ্বৈতস্তস্য বাচি প্রতিষ্ঠা মন্তব্যা। তথাহি

ব্যাপৃত হয় ; চৌরগণ ঐ বাক্যদ্বারা বুঝিয়া থাকে যে, তাহাদিগের চৌর্য্যব্যবসায়-পরিচালন করিবার জন্য সময়ের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সাধুগণ ঐ বাক্যদ্বারা মনে করেন—সূর্য্যের উপাসনা করিবার সময় উপস্থিত, এই উপদেশই ঐ বাক্যের অর্থ; সুতরাং ঐ বাক্যটি কোন্ অর্থটাকে বাচ্য, বা কোন্টাকে লক্ষ্য বলিবে ? যদিও উহার কোনটাই ঐ বাক্যের অর্থ নহে, তথাপি লোকে দেখা যায় ব্যঞ্জনা-বৃত্তির সাহায্যে ঐ প্রকার অর্থকেই গ্রহণ করিয়া লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে। সেই জন্য তত্ত্বমস্যাদিবাক্যের যে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ অর্থ, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ইত্যাদি-বাক্যের যে জগৎ ও ব্রহ্মের অভেদ অর্থ, আবার ঐ দুই বাক্য মিলাইয়া যে জীব ও জগতের অপূর্ব্বাপর অনাদ্যনন্ত নিত্যসিদ্ধ অভেদ অর্থ পাওয়া যায়, তাহাও ত ঐ সকল শব্দদ্বারাই পাওয়া যায় ; যদিও সে অর্থ ঐ বাক্যের নহে, তথাপি ঐ বাক্যের সাহায্যেই ত তাহা পাওয়া যায় ; সুতরাং শব্দের বাচ্যার্থ বা লক্ষ্যার্থ কিছু নাও হইলে, সেই শব্দদ্বারা তাহার অনেকটা আভাস দেওয়া যাইতে পারে। সেই জন্য শব্দেই ওঁঙ্কারের যে প্রতিষ্ঠা, ইহা বাধ্য হইয়া শ্রুতিকে বলিতে হইয়াছে। দেখ, দেহাদি উপাধি, যাহা আত্মার ঘনিষ্ঠ দেহ বলিলে অত্যুক্তি হয় না, সেই দেহাদি হইতেই জীবাত্মার ভেদ কত স্থূল বলিয়া বোধ হয় ; বহু দূরে ও বিস্তৃতভাবে বিপ্রকীর্ণ এই জগতের সহিত যে জীবাত্মার ভেদ, তাহার কথা আর কি বলিব ? সুতরাং জীবের সহিত ব্রহ্মের অভেদ, এবং ব্রহ্মের সহিত জগতের অভেদ, ইহা দেখিয়া জীবের সহিত জগতের অভেদ বলিতে যাইয়া ঐ সকল বাক্য বড়ই গণ্ডগোল ঘটাইয়া ফেলিয়াছে। সেই জন্য যদিও বাক্যের বাচ্য বা লক্ষ্য, অথবা অনর্থ, অদ্বৈত-শিবকে যাহাই বল, বলা যাইবে ; কিন্তু তথাপি সেই অর্থ বোধ করাইবার জন্য অন্যপ্রকার কোন প্রমাণের সাহায্য পাওয়া যাইবে

মাণ্ডূক্যানামুপনিষৎ ;—"ওঁমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বম্। তস্যোপব্যাখ্যানং ভূত ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব। যচ্চান্যত্রিকালাতীতং, তদপ্যোঙ্কার এব। "সোঽয়মাত্মাঽধ্যক্ষরঃ" ইত্যেবমাদি। "প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত এবমোঙ্কার আত্মৈবে"ত্যাদি চ। স্থানস্য প্রতি-স্থানং প্রতিষ্ঠা ; যথা গমনস্য পশ্চাদ্গমনং প্রতিগচ্ছতেরর্থঃ। শ্রুতিস্ত্ববিদুষীব যাদৃশমবস্থানপ্রকারমামনতি, তাদৃগ্রূপস্য

পারে না বলিয়া অগত্যা বলিতে হইবে যে, সেই অদ্বৈতশিবের বাক্যেই প্রতিষ্ঠা কেবল যে মাত্র বলা গেল, তাহা নহে ; ইহা মননের বিষয়ও ; কারণ, যে প্রমাণ দ্বারা যে প্রমেয়কে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে, সে প্রমাণ সে প্রমেয়কে বুঝাইবার যথেষ্ট শক্তি রাখে না ; অথচ অন্য প্রমাণও তাহার নিকটে যাইতে সমর্থ নহে, এ অবস্থায় কি করিবে, সেই প্রমেয়কে একেবারে অপ্রমেয় বলিবে, অথবা এমন কোনও শক্তি আছে, যদ্দ্বারা সেই পদার্থটা তাহার বাচ্য, বা লক্ষ্য না হইলেও সেইটাকে বুঝাইতে পারে, এরূপ স্বীকার করিবে ? অবশ্য যখন দেখা যায়—বাক্যে সেরূপ অনর্থ-প্রকাশের যোগ্যতা আছে, তখন তাদৃশ শক্তি স্বীকার করার আপত্তি কি ? বাস্তবিক তাদৃশ শক্তি স্বীকার করিয়াই বলা হইয়াছে ওঁঙ্কারার্থ বাক্যে পর্য্যবসন্ন। মাণ্ডূক্যগণের উপনিষদে উক্ত হইয়াছে ;—এই ওঁঙ্কার, এই অক্ষরটী এই যাহা কিছু পরিদৃষ্ট হইতেছে, এ সকলই। সেই ওঁঙ্কারের উপব্যাখ্যান হইতেছে,—যাহা হইয়াছে ভূত, যাহা হইতেছে ভবৎ, এবং যাহা হইবে ভবিষ্যৎ, এ সকলই ওঁঙ্কার। আর যাহা কিছু ত্রিকালাতীত—তাহাও এই ওঁঙ্কার ইত্যাদি বলিয়া—যাঁহাকে—ওঁঙ্কার অক্ষরকে অধিকার করিয়া বলা হইয়াছে, ইনিই সেই আত্মা—ইত্যাদি কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাহার পরে বলা হইয়াছে,—প্রপঞ্চোপশম শিব অদ্বৈততত্ত্বই এই ওঁঙ্কার, এবং এই ওঁঙ্কারই আত্মা ইত্যাদি। ইহাদ্বারা বলা হইল, অক্ষরস্বরূপ ওঁঙ্কারকে অধিকার করিয়া আত্মাকে তাহার বাচ্যার্থ, বা লক্ষ্যার্থ, অথবা অনর্থ, যাহাই বল না কেন, সেই ওঁঙ্কারই একমাত্র আত্মা বোধের উপায়স্বরূপ। বাক্যেই প্রণবার্থের প্রতিষ্ঠা বলা হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠা শব্দের অর্থ হইতেছে, যেমন গমনের পরে যে গমন, তাহাকে প্রতিগমন বলে, দানের পর যে দান করা হয়, তাহাকে প্রতিদান বলা যায়, সেইরূপ স্থানের পর যে স্থান, তাহাকে প্রতিষ্ঠান বলে। শ্রুতি যেন ঠিক প্রণবার্থের অবস্থান প্রকার জানেন না, যেন অবিদুষীর ন্যায় যে প্রকার অবস্থানের কথা শ্রু

ন্তদবস্থানং ; ন তু তাবদেবেতি প্রণবার্থত্বেনালম্বিতস্য তত্ত্বস্য বাচি শ্রুত্যাং প্রতিষ্ঠোক্তা। তস্মাচ্ছ্রুত্যাহহমাদিবিদ্যৈব সাহহমাদিবিদ্যেতি শ্রুতেরুত্তরং সাধু ভবতি। কথস্তাং প্রবক্তি;—"সৈবে"ত্যাদি —যাহসাবাম্নাতা শাম্ভবী—শম্ভুনা বিদিতা। বাক্‌প্রতিষ্ঠেতি কথম্ ? যথা চ ভগবৎপাদেন শম্ভুনাহসৌ বিদিতা, ন চ তথা বাচা। কস্মাৎ ? বক্তৃতাতো বক্তৄণামনেকার্থানুসন্ধানাৎ। বক্তৃতা চ শ্রুতিঃ, শাস্ত্রযোনিশ্চ বক্তা শম্ভুরিতি। শম্ভুবিদিতা বিদ্যা যোজ্যা, সৈব বিদ্যা, পুরত্রয়ং ভূর্ভুবঃস্বরাখ্যং জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিস্থানং অকারোকারমকারস্বরূপং বৈশ্বানরসূত্রাত্ম-

বলিয়াছেন, প্রণবার্থের অবস্থান প্রায় সেই প্রকারেবই ; কিন্তু ঠিক সেরূপ অবস্থান নহে, ইহা জ্ঞানগম্য বলিযাই শ্রুতি বলিযাছেন—শ্রুতিবাক্যেই—প্রণবের অর্থ বলিয়া যে তত্ত্বের উপদেশ করা হয়, সেই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা। অতএব শিষ্য শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশে যে প্রকারে আদিবিদ্যাকে জানিয়া প্রশ্ন করিয়াছে, আদিবিদ্যা সেইরূপই। শ্রুতির এ প্রকার উত্তর অতীব সমীচীন হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। তিনিই আদিবিদ্যা কি করিয়া ? শ্রুতি উত্তর করিয়াছেন,— "সৈব" ইত্যাদি। শ্রুতি যাঁহাকে পূর্ব্বে শাম্ভবী-বিদ্যা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন— মহেশ্বরের বিদিতা বলিয়াছেন, ভাল, তাঁহার প্রতিষ্ঠা কথিত হইয়াছে শ্রুতি-বাক্যে; তাহা কি করিয়া উপপন্ন হয় ? না, ভগবৎপাদ মহেশ্বর যে প্রকারে ইঁহাকে জানিতে পারিয়াছেন, শ্রুতিবাক্য কিন্তু সে প্রকারে জানিতে পারে নাই। কেন ? না,—বক্তৃতা অপেক্ষা বক্তার অনেক বিষয়ের অনুসন্ধান থাকে। দেখা যায়—পণিনীয়ব্যাকরণ অপেক্ষা পাণিনি-ঋষি অনেক অধিক বিষয়ের অনু-সন্ধান রাখিতেন ; কারণ, বক্তা যতদূর অনুসন্ধান করিয়া জানিতে সক্ষম হন, ভাষা না থাকায় তত্দূর বিষয় বক্তা প্রকাশ করিতে পারেন না। তবে যতটা ভাষায় তাহার উপস্থিতি ঘটিতে পারে, ততটাই ব্যক্ত করিবার চেষ্টা মাত্র করা হয়। অতএব মহেশ্বর সেই আদি-বিদ্যাকে যাদৃশভাবে জানিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ভাষা না পাওয়ায় ততটাভাব ঠিক প্রকাশ করিতে পারেন নাই ; সুতরাং প্রণবার্থের অবস্থান ঠিক শ্রুতিবাক্যে হইতে পারে না ; কিন্তু প্রতিষ্ঠান সম্ভবপর বলিয়া শ্রুতি সেই প্রতিষ্ঠানের কথাই বলিয়াছেন। সেই মহেশ্বরের বক্তৃতা হইতেছে শ্রুতি, আর মহেশ্বর সেই শ্রুতিশাস্ত্রের যোনি বলিয়া বক্তা। শম্ভুর কথাদ্বারা যাঁহাকে শম্ভুর বিদিত বিদ্যা বলিয়া অভিধান করা হইয়াছে, সেই বিদ্যাই —পুরত্রয়কে ভূর্ভুবঃস্বর্নামক জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিস্থান অকার-উকার-মকাররূপ লোক-

ব্যাপ্য বহিরন্তরবভাসয়ন্তী দেশকালবস্ত্বন্তরসঙ্গান্মহাত্রিপুর

হিরণ্যগর্ভাভিধেয়সমষ্টিরূপৈর্ব্রহ্মাণ্ডস্য, অথাণ্ডস্য শরীরত্রয়ং স্থূলসূক্ষ্মকারণাখ্য বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞরূপৈঃ স্থূলপ্রবিবিক্তানন্দভুগ্‌ভির্ব্যাপ্য বিশেষেণাপ্ত্বা; কো বিশেষঃ আপনস্য ততোঽপি প্রস্থতত্বমিতি স্বরূপং বিরূপঞ্চ যুগপদ্ গৃহীত্বা; কথম্ অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থিতস্য বিষয়ে ত্রৈকালিকো বিদ্যতেঽভাব ইতি শ্রুতিরেব স্বয়মস্তু মবদ্যোতয়ত্যুপব্যাখ্যানেন, বহিশ্চক্ষুরাদিগ্রাহ্যং স্থূলং বাহ্যং বস্তু, অন্তর্যন্নাবভাসতে পরং জ্ঞায়ত ইতি সূক্ষ্মমাভ্যন্তরং সর্ব্বমবভাসয়ন্তী সতী স্বয়ম্প্রকাশতয়া হি স্বরূপ কাশয়তি, দ্বিরূপঞ্চ বিষয়তয়াঽবমতেন ভাসেন। অর্থ দ্বৈধং সহনীয়ম্। ন হি রজতং বা সর্পং বা কাশয়ন্তী শুক্তিকা বা রজ্জুর্বা নাত্মানং কাশয়তি; কাশয়ন্তী

ত্রয়কে—ব্রহ্মাণ্ডের ত্রিলোকীকে বৈশ্বানর, সূত্রাত্মা ও হিরণ্যগর্ভনামকসমষ্টিচৈতন্য স্বরূপে, আর অণ্ডের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণনামক শরীরত্রয়কে স্থূলভুক্ প্রবিবিক্তভুক্ ও আনন্দভুক্ বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞরূপব্যষ্টিভূতচৈতন্যদ্বারা বিশেষরূপে গ্রহণ করিয়া; বিশেষরূপ কি? না, নিজের বিস্তৃতির মধ্যে উহাদিগের বিস্তৃতিকে প্রবিষ্ট করিতে পারা; কারণ, তাহাদিগের বিস্তৃতি অপেক্ষা তাঁহার বিস্তৃতি অনেক অধিক; সুতরাং নিজবিস্তৃতিদ্বারা তাহাদিগের বিস্তৃতিকে অন্তর্ভূত করিয়া লইয়া—অর্থাৎ তাহাদিগের স্বরূপ ও বিরূপ ভাবকে একই কালে একই ব্যাপারে নিজবিস্তৃতির মধ্যে ঢুকাইয়া লইয়া, ইহা কিরূপে সম্ভবপর হয়? না, অধিষ্ঠানে ত অবিদ্যা—অজ্ঞানদ্বারা যাহা উৎপন্ন হয়, তাহার কালত্রয়েই অভাব থাকে, সুতরাং অণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের পুরত্রয় শরীরত্রয় শাশ্বতকালের জন্যই ত তাঁহাতে নাই, ছিল না ও থাকিবে না। এই কথাই আভাস দিয়া শ্রুতি পূর্ব্বোক্ত কথার উপব্যাখ্যানচ্ছলে বলিতেছেন;—চক্ষুরাদির গ্রাহ্য স্থূল বাহ্যবস্তু ও যাহা অবভাসিত না হয়; কিন্তু অন্তরে যাহার স্ফুরণ হয়, সেই আন্তর সকল বিষয়কেই অবভাসিত করিয়া স্বয়ম্প্রকাশরূপে নিজের স্বরূপকেও প্রকাশ করিতেছেন; আর যাহা তাহাদিগের বিরূপভাব, তাহা অবমত ভাসদ্বারা প্রকাশ করিতেছেন। ভাসনের আবার অবমান কি? না, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা তাহাদিগের জ্ঞানের তিরস্কার করা; যেমন 'ইহা রজত নহে' বলিয়া শুক্তি তত্ত্বের সাক্ষাৎকারদ্বারা 'ইহা রজত'-এই প্রকার জ্ঞানের মূলোচ্ছেদ করা হয়; সেইরূপ; আচ্ছা, একবার মাত্র শ্রূয়মাণ 'অবভাসয়ন্তী'-পদের একবার অর্থ

বা যুগপদেনাং বিরোধো বিষিপোতীতি বিরূপকাশনে হেতুং প্রবক্তি,—"দেশকাল-বস্তন্তরসঙ্গাদি"তি। দেশান্তরসঙ্গো যথা—অস্তি সর্গে, বিসর্গে নাস্তি, সৃষ্টে চৈতস্মিন্ দেশে ; তত্রাপি কামরূপে, নান্যত্র ; তথা কালান্তরসঙ্গো যথা—সৃষ্টিকালেঽস্তি, নাস্তি চ বিসৃষ্টিকালে ; তত্রাপি বর্ত্তমানে, নাতীতে, নাপি ভবিষ্যতি বা ; বস্তন্তর-সঙ্গো যথা,—স্রজং কণ্ঠেন ধারয়তি, পদা নূপুরং শ্রোণ্যা কাঞ্চীং, সর্বেণ বসন-

---

করিলে—প্রকাশ করিয়া, আবার অর্থ করিতেছ—অবস্থান করিয়া প্রকাশ করা, ইহা কিরূপে উপপন্ন হয় ? হাঁ, একবার মাত্র শ্রূয়মাণশব্দের দুই প্রকার অর্থ করা দূষণীয় নহে। যাহারা 'যুগপদ্বৃত্তিদ্বয়বিরোধ' হয় বলেন, তাঁহাদিগের মতের পর্য্যালোচনা অন্যত্র করা হইয়াছে দ্রষ্টব্য। যাহাই হউক, সেই আদি-বিদ্যাই যে এই সকলের প্রকাশ করিয়া আবার নিজের স্বরূপের প্রকাশ করেন, তাহা অনুপপন্ন নহে ; কারণ, দেখা যায়, শুক্তিকা বা রজ্জু, রজত বা সর্পকে প্রকাশ করিয়া কি আবার নিজস্বরূপকে প্রকাশ করে না ? অথবা প্রকাশ করে বলিয়া বিরোধ তাহাকে গ্রাস করে ? সুতরাং যে স্বয়ম্প্রকাশ—সে-ত নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে ; এবং পরকেও প্রকাশ করিয়া থাকে। ভাল, যে স্বয়ম্প্রকাশ, সে তাহার স্বরূপ যে, তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে ; কিন্তু যে তাহার বিরুদ্ধরূপ, তাহাকে ত প্রকাশ করিতে পারে না। না, তাহাও পারে ; শ্রুতি তাহার বিরুদ্ধরূপের বিষয়ে হেতুর প্রবচন করিতেছেন ; অর্থাৎ যে-হেতুবশতঃ বিরূপকেও প্রকাশ করিতে পারেন, সেই কারণকে বলিতেছেন ;—"দেশে"ত্যাদি। দেশান্তরসঙ্গ যথা ;—যখন সৃষ্টি হয়, তখন ত্রিপুরাদেবী সত্যলোকে ছিলেন ; কিন্তু যখন এ জগতের সংহার হয়, তখন আর সত্যলোকে থাকেন না। আবার যখন এ জগতের সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, তখন তিনি আবার এই প্রাচ্যদেশ ভারতবর্ষে থাকেন। আবার ভারতবর্ষের মধ্যে কামরূপদেশ, তাহার মধ্যে যে কামরূপপীঠ, সেই কামরূপপীঠে আছেন, অন্যস্থলে নাই। কালান্তরসঙ্গ যথা,—একটি রজনীগন্ধপুষ্পের গন্ধসৃষ্টির কালকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয়—ইহার এখন গন্ধ আছে ; আবার দুই দিন পরে বলা যায় যে, ইহার এখন গন্ধ নাই। তাহার মধ্যেও আবার এই সন্ধ্যাকাল হইতে সমস্ত রাত্রিতেই গন্ধ আছে, আজ দিনেও ছিল না, বা কাল দিনেও থাকিবে না। বস্তন্তরসঙ্গ যথা,—পুষ্পমালা কণ্ঠে ধারণ করিতেছে, পায়ে নূপুর ধারণ, শ্রোণীতে—নিতম্বে মেখলা, এবং সকল অঙ্গে বসন

সুন্দরী বৈ প্রত্যক্‌-চিতিঃ। সৈবাহহত্মা। ততোহন্যদসত্য

মিতি। তদ্ যথা দেহস্তৈকস্যাপি কালদেশবস্তুত্রসঙ্গা ব্যাখ্যাতাঃ। পরিচ্ছেদ
শৈচতে ত্রিবিধাস্ত্রিবিধং ভেদমুপস্থাপয়ন্তি, যাংশ্চ পুরস্কৃত্যাবভাসয়ন্তী সতী মহা
ত্রিপুরসুন্দরীত্যাখ্যয়াহহখ্যায়তে, বৈ প্রসিদ্ধমেতৎ, যা চ প্রত্যক্‌ চিতিরিতি

পরিধান করিতেছে। এই একমাত্র দেহদ্বারাই কাল, দেশ, ও বস্তুদ্বারা (
সম্বন্ধ হয়,—তাহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই কালকৃত পরিচ্ছেদ, দেশকৃ
পরিচ্ছেদ ও বস্তুকৃত পরিচ্ছেদদ্বারা ত্রিবিধ ভেদ উপস্থিত হয়। যেমন ঘট ন
হইয়াছে। এস্থলে অতীতকালদ্বারা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ঘট হইতে বিনষ্ট ঘটে
ভেদ করা হইল। সেইরূপ ঘট উৎপন্ন হইয়াছে বলিলে, বর্ত্তমানকালদ্বা
অতীত ও ভবিষ্যৎ ঘট হইতে উৎপন্ন-ঘটের ভেদ করা যায়। সেইরূপ এ
কপাল-কপালিকার যোগে একটি ঘট হইবে, এ কথা বলিলে, অতীত ও উৎপ
ঘটকে ভবিষ্যৎ-কালদ্বারা ভিন্ন করিয়া দেওয়া যায়। আবার যেমন প্রাচ্যদে
হস্তী আছে বলিলে, পাশ্চাত্যদেশকে ভিন্ন করা হয়, বা এখানে ঘট আ
বলিলে অন্যস্থানকে ভিন্ন করিয়া দেওয়া হয়; কিংবা এদেশের কথা ওদে
হইতে ভিন্ন, ওদেশের কথা এদেশ হইতে ভিন্ন ইত্যাদি। সেইর
এটা ঘট, পট নয়; ওটা গো, অশ্ব নয় ইত্যাদি স্থলে ঘটবস্তুদ্বারা পটে
ও গোদ্বারা অশ্বের ভেদ করা হয়। সে-ই হইতেছে কালদেশবস্তুক
ভেদত্রয়, যে ভেদত্রয়কে অবলম্বন করিয়া পুরত্রয় ও শরীরত্রয়কে অবভাসি
করেন, এবং সেইজন্যই তিনি মহাত্রিপুরসুন্দরীনামে অভিহিত হইয়া থাকেন
মহা-বিশেষণ দেওয়া হইল কেন? না, ইহা প্রসিদ্ধই যে, যিনি প্রত্যক্‌ চিতি
তিনিই সকল ত্রিপুরসুন্দরীর আশ্রয়। প্রতি অণ্ডে ও প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে এক এ
ত্রিপুরসুন্দরীদেবী অধিষ্ঠাত্রীরূপে বিরাজিত আছেন; কিন্তু এই সমস্ত অণ্ড ও সম
ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী তাঁহারা হইতে পারেন না; কারণ, তাঁহারাও কাল, দেশ
বস্তুদ্বারা সম্পাদিত ভেদত্রয়ের গণ্ডীমধ্যে আবদ্ধ। তবে যিনি সেই ভেদত্রয়ের গণ্ডী
অতিক্রম করিয়া নিজ মহিমার গণ্ডীমধ্যে সেই ভেদত্রয়কে প্রবিষ্ট করিয়া লইতে
সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই মহাত্রিপুরসুন্দরী। ভাল, পৃথক্‌ পৃথক্‌ ত্রিপুরসুন্দরী
স্বীকার করিলেই যথেষ্ট হইল, তবে আবার মহাত্রিপুরসুন্দরী একটি স্বীকা
করিবার প্রয়োজন কি? হাঁ আছে। যেমন পৃথক্‌ পৃথক্‌ দেশের এক একা

প্রতীপমঞ্চতীতি প্রত্যক্ প্রত্যুপস্থিতং গৃহ্নন্তী চিতিশ্চেতনা চেতয়তেঃ। তথা চ যা চ মহাত্রিপুরসুন্দরী ব্যষ্টিসমষ্টিরূপাভ্যাং স্বশক্ত্যা প্রত্যুপস্থিতাভ্যাং তত্তৎস্থূল-সূক্ষ্মকারণং শরীরমধ্যস্যাত্মন্যাত্মনা প্রত্যক্ষভূতো জীবস্তদব্যবেতশ্চেশ্বরশ্চাগমবিদ্‌ভিরুপন্যস্যতে, তথাঽঽগমেনাপি প্রতিপাদ্যতেঽতদ্ব্যাবৃত্ত্যা, সৈব তে শ্রুতাঽঽদিবিদ্যেতি বিদ্যায়াঃ প্রকারঃ উক্তো বেদিতব্যঃ। সৈবাত্মা পুংকারণবাদিনী-

---

রাজা স্বীকার করিলেও সম্রাটের অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করা যায় না; সেইরূপ স্বীকার করিতে হইবে। মনুষ্যলোকে যে বহুরাজার উপরে সাম্রাজ্য-পদের অনুভূতি, ইহা আসিল কোথা হইতে, যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটি সম্রাড়্‌রূপা অধিষ্ঠাত্রী না থাকিত? যাহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে বিহিত নিয়ম, তাহাই ব্রহ্মাণ্ডে সঞ্চারিত হয়, আবার যাহা ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে বিহিত, তাহাই এই অণ্ডেও উপসংক্রান্ত হইতে দেখা যায়; সুতরাং যখন অণ্ডের মধ্যেই সাম্রাজ্যপদের অনুভূতি দেখা যাই-তেছে, তখন তাহা যে ব্রহ্মাণ্ডের ছিল, বা আছে, এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেও যে তাহাই আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। অতএব ইনিই সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সম্রাড়্‌রূপা অধিষ্ঠাত্রীদেবী বলিয়া মহাত্রিপুরসুন্দরীনামে কথিত হইলেন। তারপর আর এক কথা, ইনি প্রত্যক্ চিতি বলিয়াও সেই মহাত্রিপুরসুন্দরী ইনিই। যে প্রতীপকে গ্রহণ করে, সে প্রত্যক্। যিনি প্রত্যুপস্থিতসকলকে গ্রহণ করেন, তাঁহাকে প্রত্যক্ বলা যায়। যিনি সেই সকলকে চেতয়মান করেন;—সেই সকলের স্বতঃসিদ্ধ চেতনা নাই; কিন্তু যিনি নিজের স্বতঃসিদ্ধ চেতনায় আরূঢ় করিয়া সেই সকলকে চেতয়-মান করেন, তিনিই চেতনা – চিতি। ইনি প্রত্যুপস্থিত সকলকে চেতনা প্রদান করিয়া চেতন করেন, এবং সেই সকল চেতনকে আবার চেতন বলিয়া অবগত হন, যিনি নিজশক্তি অবিদ্যাদ্বারা জায়মান সেই সকল স্থূল, সূক্ষ্ম, ও কারণ শরীরকে ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপে আপনা-আপনি আপনাতে অধ্যাস করিয়া প্রত্যক্ষীভূত জীব, ও জীব হইতে অব্যবহিত ঈশ্বরনাম গ্রহণ করেন, এই কথা আগমবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন, এবং আগমসকলও তাঁহাকে সেই সকল হইতে ব্যাবৃত্তি বা ব্যবচ্ছেদ করিতে না পারিয়া ইহাই প্রতিপাদন করেন, সেই তিনিই হইতেছেন শিষ্যের শ্রুত আদিবিদ্যা। এই হইল সেই বহুবিধ অর্থের মধ্যে কোন্ বিদ্যাকে গ্রহণ করা যাইবে, ইত্যাকার প্রশ্নের সমাধান। তিনিই পুংকারণবাদিনী উপনিষদের আত্মা,—স্ত্রীকারণবাদিনী উপনিষদের দেবী। আত্মা কি করিয়া হইল? না,

অনাত্মা। অত এষা ব্রহ্মসংবিত্তির্ভাবাভাবকলাবিনির্মুক্ত

নামুপনিষদাম্। অততেঃ সাতত্যগমনকর্ম্মণ আত্মা কালদেশবস্তুকৃতপরিচ্ছেদ
নর্বচ্ছিন্নজ্ঞানস্বরূপঃ। ততস্তস্মাদন্যৎ অনীতেরন্যতে সর্ব্বৈরসত্যস্মিন্নেকোঽ
নানীতীতি—পরস্পরং ভিন্নং কালদেশবস্ত্বন্তরসঙ্গাৎ, ভেদাভাবস্বরূপত্বাদধিষ্ঠান
তদসত্যং সত্যপ্রতীত্যনর্হং, কিং তদ্বস্ত্বন্তরম্? নেত্যাহ,—অনাত্মেতি—না
আত্মা যস্য, তৎ স্বরূপশূন্যং নিস্তত্ত্বমিতি। ব্যবহারিকস্যেদং হি রূপং, যন্নিস্তত্ত্বমিতি
অলীকং বা তত্রাপীতি। যস্মাদেবমতো অস্মাদন্যস্য ভেদবতো নিস্তত্ত্বস্বরূপত্ব
শ্রুতিপ্রতীতৈষা ব্রহ্মসংবিত্তিঃ "অভয়ং বৈ জনক! প্রাপ্তোঽসি, যদাত্মানমেবাবেদঃ
ব্রহ্মাস্মীতি" ইত্যত্র ভয়োপলক্ষিতদ্বিতীয়াভাবপ্রাপ্তি-ব্রহ্মাত্মৈকত্বরূপ-ব্রহ্মসংবিত্তো

সাতত্যগমনার্থক অততিরূপের অতধাতু হইতে ঐ আত্মা-পদের নিষ্পত্তি হইয়াছে
তাহার অর্থ হইতেছে যিনি কাল, দেশ, ও বস্তুকৃত পরিচ্ছেদদ্বারা কোন প্রকা
সংস্পৃষ্ট নহেন—কিন্তু এই নির্ম্মলজ্ঞানস্বরূপ, তিনিই হইতেছেন আত্মা। তাঁ
হইতে যাহা অন্য,—অন্যৎপদ সিদ্ধ হইল কি করিয়া? না, প্রাণনার্থক অনীতি
রূপের যে অন্‌ধাতু, তাহা হইতে সিদ্ধ হইয়াছে। যাহা থাকিলে সকলে বাঁচি
থাকে, যাহা না থাকিলে সকলে বাঁচে না, সে-ই হইল অন্য। অন্যশব্দের অ
ভেদবিশিষ্ট। যাহাদিগের ভেদই স্বরূপ, তাহারাই অন্য।—যাহারা কাল, দেশ,
বস্তুর সম্বন্ধদ্বারা পরস্পর ভিন্ন। সেই ভেদের অভাবস্বরূপ হইতেছে আত্মা
অধিষ্ঠান। অধিষ্ঠান এক ও অদ্বৈত; সুতরাং সমস্তভেদের অভাবস্বরূপই হইতে
অধিষ্ঠান। এইজন্য যাহারা পরস্পর ভেদবিশিষ্ট,তাহারা অসত্য—অর্থাৎ সত্য বলি
জ্ঞানের যোগ্য নহে। না ই-বা হইল সত্যজ্ঞানের বিষয়; সেটা-ত একটা বস্তুই!
না, তাহা অনাত্মা। যাহার আত্মা নাই—যাহার স্বরূপতত্ত্ব নাই, সে অনাত্মা,
স্বরূপশূন্য নিস্তত্ত্ব; অলীক আর কি। যেহেতু ভেদবিশিষ্ট বস্তুমাত্রই অসত্য,
সেই হেতু শ্রুতিপ্রমাণদ্বারা যাহার সত্যতা প্রতীতি হয়, এই যে ব্রহ্মসংবিত্তি,—এই
যে ব্রহ্মজ্ঞান; ইহা ভাবাভাবকলাবিনির্ম্মুক্ত।—ইহাতে আর ভাবের কণামাত্র
গন্ধ ও অভাবের লেশমাত্র সম্পর্ক নাই। কি করিয়া? না, 'হে জনক! তুমি
অভয়প্রাপ্ত হইয়াছ; যেহেতু তুমি আত্মাকে 'আমিই ব্রহ্ম' বলিয়া জানিতে সমর্থ
হইয়াছ।' ইত্যাদি বাক্যে দেখা যাইতেছে যে, একই বিজ্ঞানের উপর ভয়োপ
লক্ষিত দ্বিতীয়বস্তুমাত্রের অভাব ও ব্রহ্মাত্মৈকত্বরূপ ব্রহ্মসংবিত্তি রহিয়াছে বল

চিদাদ্যাঽদ্বিতীয়ব্রহ্মসংবিত্তিঃ সচ্চিদানন্দলহরী মহাত্রিপুরসুন্দরী বহিরন্তরাঽনুপ্রবিশ্য স্বয়মেকৈব বিভাতি। যদস্তি সন্মাত্রম্।

সামানাধিকরণ্যাৎ, তথা "তদ্ধৈতৎ পশ্যন্নৃষির্বামদেবঃ প্রতিপেদে—অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ" ইত্যেবমাদৌ চ সাক্ষাদপরোক্ষব্রহ্মাত্মৈকত্বরূপৈতদ্দর্শন-মনুসূর্য্যাদিসকলভাবপ্রাপ্ত্যোরেকাধিকরণ্যাচ্চ ভাবাভাবকলাসমন্বিতত্বেন বিজ্ঞায়তে ইতি "ভাবাভাবকলাবিনির্ম্মুক্তে"ত্যাম্নায়তে। সংবিত্তিঃ সংবেদনমন্তরেণ সংবেদয়িত্রাঽনুপপন্নেতি চিদাদ্যে"ত্যাম্নায়তে। যতশ্চেমাশ্চিৎকলাঃ স্ফুরন্তি,যা চ নান্যস্মাৎ,সাঽঽদ্যা চিৎ। হন্ত তর্হি সর্ব্বেষামেতাসামপি স্বতন্ত্রং স্ফুরণমনুমতং স্যাৎ? নেত্যাহ;—"অদ্বিতীয়ব্রহ্মসংবিত্তিরি"তি। তস্যোপব্যাখ্যানং—"সচ্চিদানন্দলহরী"তি। "মহাত্রিপুরসুন্দরী"তি বিশেষাভিখ্যা। অদ্বিতীয়ত্বমুপপাদয়তি—"বহিরি'ত্যাদি। বহিশ্চান্তশ্চানুপ্রবিশ্য

হইতেছে; এবং ঋষি বামদেব সে-ই এইকে দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন 'আমি মনু হইয়াছিলাম ও সূর্য্যও হইয়াছিলাম'—এই বাক্যে দেখা যাইতেছে যে, সাক্ষাৎ অপরোক্ষব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্বরূপ-এতদ্দর্শন ও মনুসূর্য্যাদিসকলভাবপ্রাপ্তি একই বামদেবের উপর রহিয়াছে। তদ্দ্বারা এবম্প্রকারের ব্রহ্মসংবিত্তিতে ভাব ও অভাবের সংস্পর্শ আছে জানিতে পারা যাইতেছে; কিন্তু এই যে ব্রহ্মসংবিত্তির কথা উক্ত হইল, ইহাতে আর ঐ প্রকার ভাব ও অভাবের কিছুমাত্র গন্ধ নাই। সেইজন্য সেই ব্রহ্মসংবিত্তিকে ভাবাভাবকলাবিনির্ম্মুক্ত বলিয়া শ্রুতি আম্নাত করিয়াছেন। সংবিত্তিশব্দের অর্থ সংবেদন; সংবেদয়িতাভিন্ন সংবেদন উপপন্ন হয় না। এই জন্য বলা হইতেছে,—"চিদাদ্যা" ইতি। যাহা হইতে এই সকল চিৎকলা—জীবসমুদায় পরিস্ফুরিত হয়; যে অন্য কাহারও সাহায্যে পরিস্ফুরিত নহে, সেই চিৎই আদ্যা। ভাল, তাহাহইলে এসকলের ও চিৎকলাসকলের পরিস্ফুরণ পৃথক্ বলিয়া স্বীকার করিলে? না, তাহা হইতে পারে না; কারণ, সেইটি অদ্বিতীয় ব্রহ্মসংবিত্তি। এই অদ্বিতীয়ব্রহ্ম-সংবিত্তিশব্দের উপব্যাখ্যান করিতেছেন;—"সচ্চিদানন্দলহরী"তি। তাহার অর্থ এই যে, সেই অদ্বিতীয়ব্রহ্মসংবিত্তি নিত্যপ্রকাশ আনন্দমাত্র। যাহাকে মহাত্রিপুরসুন্দরীনামে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সেই তিনিই ঐ আদ্যা চিৎ, অদ্বিতীয়সংবিত্তি—ব্রহ্মসংবিত্তি। সংবিদের অদ্বিতীয়ত্ব উপপাদন করিতেছেন;—"বহিরি'ত্যাদি। বাহ্য ও আভ্যন্তরপদার্থে অন্যের সাহায্যাতিরেকে স্বয়ং সচ্চিদানন্দরূপে অনুপ্রবেশ করিয়া; যেহেতু সচ্চিদানন্দলহরী

সচ্চিদানন্দরূপেণ স্বয়ং, নান্যস্য সাহায্যেন ; যস্মাৎ সৈন্ধবঘনবদ্ বহিরন্তশ্চানুপ্রবিষ্টা স
দানন্দলহরী, তস্মাদেকৈব বিভাতি মহাত্রিপুরসুন্দরী। কথমিত্যাহ,—"যদ
ইত্যাদি। তদ্‌যথা সুরাং পীত্বা লোহিতনয়নাঃ পুরুষাঃ প্রতিভয়ৈব উলুপস্থলেঽপি
স্তান্ হস্তাভ্যাং গৃহ্ণন্তি ; বাতুলা বা প্রতিকূলানবস্থিতানবলোক্য প্রতিভয়ৈব মার
মারয়তেত্যুচ্চৈস্তরাং তাননুধাবন্তি ; সুপ্তাশ্চ প্রবৃদ্ধবাতবিক্ষোভা হীনা অপি পক্ষা
মুড্ডয়িতুমারভন্তে,কান্তারে বা প্রমোদমুদ্যানমুপভুঞ্জতে, স্বয়া চৈবং মায়য়া বিশু
চিতিমবষ্টভ্য তামেব বিষয়ীকৃত্য গৃহাভ্যন্তরিব তমসা ঘটোঽয়মস্তি, পটোঽয়মা
অর্দ্ধাঙ্গেনাস্মি যদিয়ং গৃহিণ্যাস্তি, ইত্যেবমাদি চেতনঃ স্বস্মিন্নেব স্বেনাত্মনৈব

সকলপদার্থের বাহিরে ও অভ্যন্তরে সৈন্ধবঘনের ন্যায় অনুপ্রবিষ্টা, সেই হেতু ম
ত্রিপুরসুন্দরী একাই বিভাত হন।—অর্থাৎ যাহাকে বাহ্যপদার্থ বলা যায়,
তাহার বাহিরে ও ভিতরে সচ্চিদানন্দপদার্থই অনুপ্রবিষ্ট হন, তাহা হ
আর তাহার নিজস্ব কি থাকিল? অন্তর আর বাহির ভিন্ন পদার্থের ত
কি থাকে? যখন সেই উভয়ই সচ্চিদানন্দ, তখন তাহাই ত সচ্চিদানন্দ। অত
সে ব্রহ্মসংবিত্তির আর দ্বিতীয় কিছুই থাকিল না; সে অদ্বিতীয় হই
সচ্চিদানন্দ কি করিয়া বাহিরে ও ভিতরে অনুপ্রবেশ করেন? না,—ব
যাইতেছে;—"যদস্তি" ইত্যাদি। যেমন সুরাপায়ী পুরুষের চক্ষু রক্ত
হইলে, সে প্রতিভার সাহায্যেই উলুবনে হস্তদ্বারা (হাৎড়া দিয়া) ম
গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হয়; যেমন বাতুলব্যক্তিবর্গ (পাগলেরা) প্রতিকূলই হ
আর অনুকূলই হউক, তাহার বিচার না করিয়াই কতকগুলি লো
উপস্থিত দেখিয়া প্রতিভার সাহায্যেই মার-মার-শব্দে চীৎকার করি
করিতে তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইতে থাকে। যেমন সুপ্তব্যক্তি
বায়ুবৃদ্ধিবশতঃ কেবলই স্বপ্ন দেখিতে থাকে, তখন পক্ষদ্বয়রহিত হইলেও শূন্যমা
উড়িতে আরম্ভ করে, বা বিশাল প্রান্তরমধ্যেই প্রমোদ-উদ্যানের কল্পনা কি
উপভোগ করিতেথাকে, সেইরূপ নিজেই নিজ মায়ার সাহায্যে স্বস্বরূপ বিশুদ্ধা চি
শক্তিকে অবষ্টব্ধ করিয়া, যেমন গৃহের অভ্যন্তরস্থ অন্ধকার গৃহকেই বিষয় কর
অদৃশ্য করে, সেইরূপ ঐ বিশুদ্ধা চিতিশক্তিকে বিষয় করিয়া আচ্ছাদিত করে,
সে তখন চেতন-জীবসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সেই আচ্ছাদিত চিতিকেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বি
গের গণ্ডীতে আনিয়া—এ একটা ঘট আছে, এখান একখানি কাপড় আছে,

ভাতি চিন্মাত্রম্। যৎ প্রিয়মানন্দং, তদেতৎসর্ব্বাকারা

কল্পয়তি। তত্র যদস্তিত্বং প্রতীয়তে 'ঘটঃ সন্' ইত্যেবমাদি, তদস্যাধিষ্ঠানং ত্রমিতি শ্রুতিঃ কথয়তি। তদ্যথা নিযুক্তো রাজ্ঞা সাচিব্যে নবো নবো ত্যভিমানী সচিবোঽহমস্মীতি, পুনরসৌ দূরঙ্গমঃ কালেন ভবতীতি তদস্যাধিষ্ঠান-ত। তথা যা চ বিভা 'ঘটো বিভাতী'ত্যেবমাদ্যা, সা চিন্মাত্রম্। যচ্চ 'প্রিয়ো-

জে অর্দ্ধাঙ্গে আছি, যেহেতু আমার গৃহিণী ঐ পৃথক্ ভাবে রহিয়াছে, এইরূপ নাবিধ কল্পনা আপনাআপনি আপনাতে সুস্থিরভাবেই করিয়া থাকে। তন্মধ্যে অস্তিত্বের প্রতিভান হয়, সেই যে 'ঘটঃ সন্' ঘট সৎ=ঘট আছে ইত্যাদিরূপে স্তিত্বের প্রকাশ হয়, শ্রুতি বলিতেছেন ঐ সৎই ঐ ঘটরূপের ও ঘটনামের এক-ত্র অধিষ্ঠান।—অর্থাৎ ঐ সতের উপরেই ঘটনাম ও ঘটের তাদৃশ-রূপ কল্পনা রা হইয়াছে বলিয়া সৎই সেই কল্পনার অধিকরণ। অবশ্য কল্পনাস্থলে কখনই অধিকরণভিন্ন আর কিছুই সৎ বলিয়া দেখা যায় না। যেমন শুক্তিরজতস্থলে শুক্তির উপর রজতের কল্পনা হয় দেখিয়া শুক্তিকে অধিষ্ঠান, বা অধিকরণ বলা যায়, এবং প্রকৃতপক্ষে শুক্তিই সেস্থলে সত্যপদার্থ দেখা যায়; সেইরূপ ঘটপটাদিপদার্থসকল শুদ্ধচিতিতে অধ্যস্ত হইয়া প্রকাশিত হয় বলিয়া দ্ধচিতি, বা সেই সৎই অধিষ্ঠান বা অধিকরণ, এবং তাহাই সত্যপদার্থ। যেমন জার একটি মন্ত্রিপদ প্রতিষ্ঠিত থাকে; কিন্তু সে পদটি কাহারও একচেটিয়া হে। যখন যে অতিমাত্র রাজনীতিজ্ঞ হয়, তখন সে-ই সে পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। আবার তদপেক্ষা যে অতিমাত্র রাজনীতিবিদ্ হয়, ন সেই পদে অধিরূঢ় হয়। এইরূপে মন্ত্রী অনেকেই হয় ও যায়; কিন্তু মন্ত্রিপদটি চিরকালই একেবারে থাকিয়া যায়; সেইরূপ ঐ সৎ চিরকালই মানভাবে আছেন ও থাকিবেন; কিন্তু ঘটপটাদিপদার্থসকল যখন যাহার প্রকাশ হওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে, তখনই সেই পদার্থ ঐ সৎকে অধিষ্ঠান করিয়া প্রকাশ হইয়া পড়ে, আবার প্রয়োজনের শেষে তাহারা কোথায় বিলীন হইয়া যায়; কিন্তু সৎ সৎই থাকেন। সেইরূপ ঘট বিভাত হইতেছে, ইত্যাদিব্যবহারস্থলে যে ঘটের বিভা, বা প্রকাশ হওয়া দেখা যায়, সেই বিভাই হইতেছে সেই চিতি-শক্তি। চিতিশক্তিই মায়ার সাহায্যে সেই ঘটাদির আকার যেন ধারণ করিয়া

মহাত্রিপুরসুন্দরী। ত্বং চাহহং চ সর্ব্বং বিশ্বং সর্ব্বদেবতা

ত্বয়ং মে পুত্রঃ, প্রিয়া চ পত্নী'ত্যেবমাদিনা প্রিয়ত্বমাবেদ্যতে, তৎ প্রিয়ং প্রিয়ত্বমেবা-নন্দং প্রতীয়াদিতি। তদেতৎসর্ব্বাকারা—সচ্চিদানন্দাকারা মহাত্রিপুরসুন্দরী। তস্যাঃ সদাকারেহধ্যস্ত ঘটনাম,ঘটরূপঞ্চ 'সন্ ঘট' ইতি ব্যপদিশ্য প্রতীয়তে, বিষয়া-রোপ্যয়োর্ধর্ম্মধর্ম্মিভাবেনাধ্যাসিকেন ব্যবহ্রিয়তে, 'প্রিয়ো ঘট' ইতি চ ব্যবহর্ত্তৃভি

প্রকাশ পাইতেছেন; সুতরাং সেই প্রকাশ, বা বিভা চিন্মাত্র ভিন্ন আর কি হইবে? আর যে এই পুত্রটি আমার প্রিয়, এই পত্নীটি আমার প্রিয়া, ইত্যাদি সকলপদার্থেই প্রিয়ত্বপ্রতীতি হইয়া থাকে, সেই প্রিয় প্রিয়ত্ব বিশুদ্ধা চিতিশক্তির আনন্দভাবের অভিব্যক্তিমাত্র। কোনও পদার্থের স্বয়ংসিদ্ধ আনন্দভাব নাই। তবে আনন্দরূপে সকলপদার্থ অধ্যস্ত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া তাহাদিগের উপর যে প্রিয়ত্বাবোধ হয়, যে আনন্দরূপতাজ্ঞান হয়, সে আনন্দভাব তাহাদিগের নিজস্ব নহে। তাহা সেই বিশুদ্ধা চিতিশক্তিরই আনন্দময়ভাব। অতএব এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চ সৎরূপে, চিৎরূপে, এবং আনন্দ-রূপেই প্রতীয়মান হইতেছে বলিয়া ইহার অন্তর ও বাহ্য সকলই সচ্চিদানন্দময়। সচ্চিদানন্দভিন্ন ইহার আর কিছুই নাই; সুতরাং একমাত্র মহাত্রিপুরসুন্দরীই সচ্চিদানন্দাকারে এই বিশ্বপ্রপঞ্চময় বলিয়া তিনিই এই বিশ্বপ্রপঞ্চের অন্তরে ও বাহিরে অনুপ্রবেশ করিয়া রহিয়াছেন। সেই মহাত্রিপুরসুন্দরীর সদাকারে ঘটাদিপদার্থের নাম ও রূপ অধ্যাস করিয়া—আরোপ করিয়া ঘট সৎ, ঘট প্রকাশ পাইতেছে, ও ঘট প্রিয়, এই প্রকার কথাদ্বারা ব্যবহার করিয়া প্রতীতি করা যায়। ব্যবহারকারী ব্যক্তিগণ অধিষ্ঠান ও আরোপ্য-পদার্থের আধ্যাসিক-ধর্ম্মধর্ম্মিভাবরূপ সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া বলিয়া থাকে—ঘট আছে, তিনি বিরাজ করিতেছেন, মিষ্ট অত্যন্ত প্রিয় ইত্যাদি ব্যবহার করে। কেবল যে ব্যবহার করে, তাহা নহে, এব্যবহার সত্য বলিয়া জ্ঞানও করে; কিন্তু যখন ঐ নাম ও রূপ সতে অধ্যস্ত হইয়াই প্রকাশ পাইয়াছে ইহা প্রমাণদ্বারা স্থিরীকৃত হইতেছে, তখন ঐ অধ্যস্ত নাম ও রূপ কখনই সত্যপদার্থ হইতে পারে না। তবে ব্যবহার-অবস্থায় উহাকে কথঞ্চিৎ সত্য বলিতে পারা যায় বটে; কিন্তু পারমার্থিক-অবস্থায় উহাকে কখনই সত্য বলিতে পারা যায় না। যেমন যখন শুক্তি রজত-আকারে ভাসমান হয়, তখন তাহাকে সত্য বলিয়া বোধ হইলেও যখন শুক্তির স্বরূপ প্রত্যক্ষ হয়, রজত আর মোটেই দেখা যায় না, তখন

ইতরৎ সর্ব্বং মহাত্রিপুরসুন্দরী। সত্যমেকং ললিতাখ্যং বস্তু; তদ-

ন্বিতি নামরূপয়োরতত্ত্বাদধিষ্ঠানস্য সদাকারচিদাকারানন্দাকারাঃ পর্য্যবস্যন্তীতি সচ্চিদানন্দাকারৈকৈব মহাত্রিপুরসুন্দরী ভবতি। যত এবং, ততশ্চ—ত্বঞ্চ শিষ্যভূতং সবিষয়ং, অহঞ্চ গুরুভূতঃ সবিষয়ী, সর্ব্বং বিশ্বং বিশ্বাধিষ্ঠিতং সর্ব্বং জগৎ, সর্ব্বদেবতা বিশ্বেষাং পরিপালকা, ইতরৎ সর্ব্বং যদনির্ব্বাচ্যং কিঞ্চন নামরূপাভ্যাং হীনং সচ্চিদানন্দাকারে পর্য্যবসন্নং সচ্চিদানন্দলহরী মহাত্রিপুরসুন্দরী ভবতি। যথা কটককেয়ূরাঙ্গদমুকুটকুণ্ডলাদিকং সুবর্ণমাত্রেতি। তস্মাৎ ত্বমহমাদীনাং নামরূপয়োঃ কল্পিতত্বাদসত্যতয়া ললিতায়ামিচ্ছাময্যাং দেব্যাং, সত্যমেকং তৎ ললিতাখ্যং বস্তু, যদাখ্যায়তে ললিতয়েচ্ছাময্যা। অথ যদনাখ্যেয়ং, তদ্ অন্যদবস্তু। তচ্চ ললি-

বাধ্য হইয়া বলিতে হয়—রজত নিশ্চয় মিথ্যা; সেইরূপ যখন ঐ মহাত্রিপুরসুন্দরী দেবীকে সদাকারে, চিদাকারে ও আনন্দাকারে—সচ্চিদানন্দাকারে প্রত্যক্ষ করা যায়, তখন ঐ সকল ঘটাদিনাম ও রূপ যে সত্য নহে কল্পিত, তাহা বেশ সুন্দররূপে প্রতীয়মান হয়। তখন দেখা যায়—ঘটপট-আদি যে সকল নাম ও রূপ ব্যবহারক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে, সে সকলই মিথ্যা; কিন্তু এই সচ্চিদানন্দলহরী মহাত্রিপুরসুন্দরীই এক মাত্র পরমার্থসত্য। অতএব সে সময় যখন এই প্রকার দেখা যায়, তখন স্বীকার করিতে হইবে—সকল সময়েই সচ্চিদানন্দলহরী মহাত্রিপুরসুন্দরীই একমাত্র রহিয়াছেন। যেহেতু এইরূপ, সেই হেতু শিষ্য হইয়া উপস্থিত হইয়াছ যে তুমি, তোমার গ্রাহ্য সকলপ্রকার বিষয়ের সহিত সেই তুমি, এবং সকলপ্রকার গ্রাহ্যবিষয়ের সহিত জ্ঞাতা গুরুস্বরূপ আমি, আর এই বিশ্বে অধিষ্ঠিত পরিদৃশ্যমান অন্য গমনশীল যাহা কিছু, ও সেই সকলের পালনকারী দেবসকল, তদ্ভিন্ন আর যাহা কিছু নাম ও রূপ-রহিত অনির্ব্বাচ্য পদার্থ, সে সকলই পূর্ব্বোক্তরূপে সচ্চিদানন্দাকারে পর্য্যবসন্ন হইলে একমাত্র সেই সচ্চিদানন্দলহরী মহাত্রিপুরসুন্দরীমাত্রই হয়। যেমন কটক, কেয়ূর, অঙ্গদ, মুকুট, ও কুণ্ডলাদি সুবর্ণাকারে পরিণত হইলে একমাত্র সুবর্ণ হইয়া যায়; সেইরূপ। অতএব তুমি-আমিপ্রভৃতি সকলেরই নাম ও রূপ ইচ্ছাময়ী ললিতা দেবীতে কল্পিত হইয়া হইয়াছে বলিয়া অসত্য—অবস্তু; আর সেই ইচ্ছাময়ী ললিতাখ্যা দেবীই সত্যবস্তু, যে দেবী ইচ্ছাময়ী ললিতানামে আখ্যাত হইয়া থাকেন। আর যাহা অনাখ্যেয়—আখ্যানের অযোগ্য, সে সকল অবস্তু—অসত্য। সেই ললিতাখ্যা

দ্বিতীয়মখণ্ডার্থং পরং ব্রহ্ম।
পঞ্চরূপপরিত্যাগাদস্বরূপপ্রহাণতঃ।

তাথ্যং বস্বদ্বিতীয়মদ্বৈতত্বাৎ ; কিঞ্চাখণ্ডার্থং তত্ত্বমস্যাদিবাক্যানাং প্রাতিপদিকার্থত্বং, সংসর্গাসঙ্গিসম্যক্‌ধীহেতুত্বং বা, অভিন্নং চৈতন্যমেব তৎ পরং ব্রহ্মামনতি মিশ্রকারণবাদিন্যুপনিষৎ। তদুপদর্শয়তে—"পঞ্চে"ত্যাদি। "নেহ নানাস্তি কিঞ্চনে"ত্যেবমাদিশ্রুতিভির্নানাকিঞ্চনশব্দার্থস্য দ্বৈতপ্রপঞ্চস্যাভাবো দর্শিত ইহ ব্রহ্মণি। তথাচ ব্রহ্মণি দ্বৈতস্য নিষেধাৎ, পূর্ব্বং যৎ পঞ্চভূতাকারেণ পঞ্চীকৃতং ব্রহ্মোক্তং, তস্য পঞ্চরূপস্য পরিত্যাগঃ—প্রতিষেধো ভবতি, নেদং রজতমিতিবৎ ; তত্র যথা রজতনিষেধাদিদমঃ স্বরূপং ন প্রহীয়তে, তথাঽত্রাপি নানাকিঞ্চননিষেধাদিদমো ব্রহ্মণঃ স্বরূপমপি ন প্রহীয়তে। যদি নাম স্বরূপমপি প্রাহাস্যৎ, নাপাভবিষ্যৎ

সত্যবস্তুই হইতেছে অদ্বৈত ; কারণ, দ্বৈতপদার্থ ত কিছুই সত্য নহে। কেবল তাহাই নহে, সেই সত্যবস্তুই তত্ত্বমস্যাদিমহাবাক্যের অখণ্ডার্থ, অর্থাৎ তৎ ও ত্বম্‌পদের কেবলমাত্র প্রাতিপদিক অর্থ, যাহা সম্বন্ধরহিত-যথার্থ-জ্ঞানের উৎপাদন করে। সেই অভিন্ন চৈতন্যকেই মিশ্রকারণবাদিনী উপনিষৎ ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন। অদ্বৈত অখণ্ডার্থ কি করিয়া উপপন্ন হয়, তাহার উপদর্শন করিতেন ;—"পঞ্চ" ইত্যাদি। "নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে নানাকিঞ্চন-শব্দের অর্থ হইতেছে এই পরিদৃশ্যমান দ্বৈতপ্রপঞ্চ। সেই দ্বৈতপ্রপঞ্চের অভাব এই ব্রহ্মে দেখান হইয়াছে যে, এই ব্রহ্মে দ্বৈতপদার্থ কিছুই নাই। তাহা হইলে যদি ব্রহ্মে দ্বৈতপদার্থের নিষেধ হয়, তবে পূর্ব্বে যে পঞ্চভূতাকারে উৎপন্ন হইয়া কালে ব্রহ্ম আবার পঞ্চীকৃত হইয়াছেন বলিয়া আসা হইয়াছে, সেই পঞ্চরূপের পরিত্যাগ করা হইবে। যেমন 'নেদং রজতম্' 'ইহা রজত নয়' বলিয়া নিষেধ করিলে, ইহাতে রজতের অভাব বলা হয়, সেইরূপ 'এই ব্রহ্মে নানা কিছুই নাই' বলিলে, সেই পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত ও ভৌতিকসকলেরই প্রতিষেধ করা হইবে। শুক্তি-রজতস্থলে যেমন রজতের নিষেধ করিলে ইদমর্থ-শুক্তির নিষেধ করা হয় না, সেইরূপ এইস্থলেও নানাপদার্থের নিষেধ করিলে ইদমর্থ-ব্রহ্মের নিষেধ করা হয় না।—অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপে নিষেধের কোনই গন্ধও থাকে না। যদি বল, কেন তাহা হইবে?

অধিষ্ঠানং পরং তত্ত্বমেকং সচ্ছিষ্যতে মহদিতি
একং সচ্ছিষ্যতে মহদিতি ॥ প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

ঃ নানাকিঞ্চনপ্রতিষেধঃ ; সর্ব্বং হি বিনশ্যৎ নাধিষ্ঠানমাক্রামতি পরিনিষ্ঠিত-
াভাব্যাৎ। তস্মাদধিষ্ঠানমেব হি পরং তত্ত্বং সর্ব্বেষাং পরিত্যাগাৎ স্বয়মেকং সৎ
শিষ্যতে দ্বিতীয়াভাবোপলক্ষিতং মহৎ—ব্রহ্মেতি। ইতিশব্দোঽপরবাক্য-
সমাপ্ত্যর্থঃ, দ্বিরুক্তিরধ্যায়সমাপ্তয়ে। ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায়-
পদবাক্যপ্রমাণপারাবারপারীণভৈরবচন্দ্রবিদ্যাসাগরভট্টাচার্য্যা-
ত্মজ-শ্রীকৃষ্ণবিদ্যারত্নভট্টাচার্য্যশূরিসূত-শ্রীগঙ্গাচরণবেদান্ত-
বিদ্যাসাগরভট্টাচার্য্যকৃতৌ বহ্বৃচোপনিষদ্ভাষ্যে
তত্ত্বনির্ণয়ো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

নাপদার্থের নিষেধ করিলে, সেই সঙ্গে ব্রহ্মস্বরূপেরও নিষেধ করা হইবে, তবে
নব, নানাপদার্থের নিষেধদ্বারা ব্রহ্মের নিষেধ হইতে পারে না ; কারণ, সকল-
দার্থই বিনষ্ট হইবার কালে অধিকরণকে আক্রমণ করিয়া বিনষ্ট হয় না, যেহেতু
ধিকরণপদার্থের স্বভাব হইতেছে নিত্য। যে নিত্যস্বরূপ, তাহার বিনাশ অনিত্যের
হিত হইতে পারে না।—অর্থাৎ জ্ঞানে উপস্থিত হইয়া সকলের নিষেধ করিতে
ারা যায় যে—কিছুই নাই ; কিন্তু যে জ্ঞানের সাহায্যে সেই সকলের নিষেধ
রা হইবে, সেই জ্ঞানের নিষেধ কি করিয়া কাহাদ্বারা করা যাইবে ? সুতরাং
ানস্বরূপ-পরিনিষ্ঠিতস্বভাব-ব্রহ্মের নিষেধ হইতেই পারে না। সেই জন্য এই
শ্বব্রহ্মাণ্ডের নিষেধ করিতে থাকিলে যে পদার্থ সকল-পদার্থকে নিষেধ করিয়া
রিশেষে থাকিয়া যায়, সেই অধিষ্ঠানস্বরূপ-চরমতত্ত্ব দ্বিতীয়পদার্থের অভাবহেতুক
এক হইয়াও মহৎ—অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বয়ংই অবশেষে থাকেন। এস্থলে যে ইতিশব্দ
আছে, তাহার অর্থ হইতেছে যে, এইস্থলেই অপরপদার্থবিজ্ঞাপনার্থ যে সকল
াক্যের অবতারণা করা হইয়াছিল, তাহার পরিসমাপ্তি হইল, ইহা জানান।
আর যে শেষবাক্যের দুইবার কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য
এই যে, এই স্থলেই প্রথম অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি করা হইয়াছে।

ইতি শ্রীমদ্বহ্বৃচোপনিষদ্ভাষ্যস্থপদাবলীর বঙ্গানুবাদে
তত্ত্বনির্ণয়নামক প্রথম অধ্যায় ॥ ১ ॥

প্রজ্ঞানং ব্রহ্মেতি বা অহং ব্রহ্মাঽস্মীতি বা ভাষ্যতে। ত

অতীতেঽধ্যায়ে তুরীয়াতীতা দেবী একৈব পরং ব্রহ্মেতি সবিস্তরং নি শ্রুত্যন্তরসংবাদেন দৃঢ়ীকৃতম্। যচ্চাখণ্ডার্থং ব্রহ্মেতি মাত্রয়াঽখণ্ডার্থত্বং স্পৃষ্টং, ভিস্তদুপপাদ্য দর্শয়িতব্যমিতি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ প্রবর্ত্ততে;—"প্রজ্ঞানমি"ত্যা "প্রজ্ঞানং ব্রহ্মে"তি ঐতরেয়াণাম্। "সংজ্ঞানমাজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং দৃষ্টির্ধৃতির্মতির্মনীষা জূতিঃ স্মৃতিঃ সঙ্কল্পঃ ক্রতুরসুঃ কামো বশ ইতি সর্ব্বাণ্যেবৈত প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ভবন্তি"; বৃত্তিত্বাদেতেষামন্তঃকরণস্য, তস্য চোপাধি ত্বাৎ শুদ্ধপ্রজ্ঞপ্তিরূপস্যোপলব্ধ্রূপলব্ধ্যর্থত্বেন তদুপাধিজনিতগুণনামধেয়ানি সং নাদীনি শুদ্ধপ্রজ্ঞানরূপস্য ব্রহ্মণ এবোপাধিভূতানি ভবন্তি নামধেয়ানি। "

গত প্রথমাধ্যায়ে তুরীয়াতীতা দেবী একই পরব্রহ্ম—ইহা বিস্তারিতভাবে নি করিয়া অন্যান্যশ্রুতির উদ্ধার করিয়া দৃঢ় করা হইয়াছে। সেস্থলে যে ব্রহ্মকে অখণ্ডার্থ বলিয়া সামান্যরূপে অখণ্ড-অর্থের সংস্পর্শ করা হইয়াছে, এ কারণসকল উত্থাপিত করিয়া তাহার পরিদর্শন করিতে হইবে।—এই জন্য দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রবৃত্তি হইয়াছে,—"প্রজ্ঞানম্" ইত্যাদি। ঐতরেয় উপনি "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" এই মহাবাক্যটি পঠিত হইয়াছে। সেস্থলে প্রথমতঃ কতক নামের উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্তঃকরণ ব্রহ্মের উপাধি; কারণ, অন্তঃক অবলম্বন করিয়াই ব্রহ্ম জীবনামে এই পরিদৃশ্যমান জগতের অস্তিত্ব অনুভব করি থাকেন; সুতরাং অন্তঃকরণের যে নানাপ্রকার বৃত্তি জন্মিয়া থাকে, সেই স বৃত্তিভেদও ব্রহ্মের এক একটি নাম হইয়া থাকে; কারণ, অন্তঃকরণ ও তা বৃত্তির কোনই ভেদ নাই। সেই সকল নাম সংজ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান, মে দৃষ্টি, ধৃতি, মতি, মনীষা, জূতি, স্মৃতি, সঙ্কল্প, ক্রতু, অসু, কাম ও বশ। এ সক প্রজ্ঞানের নামধেয়। এ সকল হইতেছে অন্তঃকরণের বৃত্তি। অন্তঃকরণ হ তেছে সেই প্রজ্ঞানের উপাধি। শুদ্ধ প্রজ্ঞপ্তিরূপ উপলব্ধিকর্তার উপলব্ধি জন্য ঐ উপাধি স্বীকার করা হয়। সেই জন্য সেই উপাধিতে যে সকল জন্মে, সেগুলিও সেই শুদ্ধ ব্রহ্মেরই উপাধিস্বরূপ হইবে; সুতরাং যেমন অন্তঃকর রূপ উপাধিযোগে শুদ্ধ-ব্রহ্মের জীবসংজ্ঞা হয়, সেইরূপ সেই উপাধিগতবৃত্তির উপাধিযোগেও শুদ্ধ-ব্রহ্মের সংজ্ঞানপ্রভৃতি নাম হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন সং

ষ্ণৈষ ইন্দ্র এষ প্রজাপতিরি"ত্যাদিনা নানোপাধিকৃতনানানামধেয়ং প্রদশ্য, সর্ব্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং, প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ, প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা, প্রজ্ঞানং ব্রহ্মে"তি। যথা নট এব রাজ্ঞঃ পরিচ্ছদমাদদানো রাজা, তাস্য বা ভৃত্যো, রাজ্ঞ্যা বা রাজ্ঞীত্যেবমাদি প্রদর্শ্যতে, তথেদমপি প্রজ্ঞানং সর্ব্বশরীরস্থপ্রাণপ্রজ্ঞাত্মাঽন্তঃকরণোপাধিষমু প্রবিষ্টো জলভেদগতসূর্য্য প্রতিবিম্ববদ্ধি-ণ্যগর্ভঃ প্রাণঃ প্রজ্ঞাত্মা—ইত্যেবমাদিভির্নামভিরুল্লিখ্যতে। ন চ নামরূপকর্ম্মণাং চিৎ সত্ত্বং দৃষ্টং, প্রত্যুপস্থাপিতত্বাদবিদ্যয়েতি পরিত্যক্তমবিদ্যয়া চ প্রজ্ঞানং হ্মৈব প্রকৃষ্টপ্রকাশশ্চন্দ্র ইব। যথা হি প্রকৃষ্টপ্রকাশে চন্দ্রে চ নাস্তি কশ্চিদ্ভেদ-

---

রণ রজোগুণযোগে ইঁহার নাম ব্রহ্মা, অতিমাত্রবলযোগে ইন্দ্রনাম, প্রজাপালন-গযোগে প্রজাপতিনাম ইত্যাদি নানাপ্রকার উপাধিতে নানাপ্রকার নাম এই হ্ম ব্রহ্মের হইয়া থাকে, ইহা দেখাইয়া বলিয়াছেন,—এই ব্রহ্মা, এই ইন্দ্র, এই জাপতি, এই সকল দেবতা, এই পঞ্চভূত—পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, অপ, ও জ্যাতিঃ, এই সকল ক্ষুদ্র-মিশ্র পদার্থ, বীজসকল, অণ্ডজসকল, জরায়ুজসকল, বিবিধ স্বেদজ, উদ্ভিজ্জনিচয়, অশ্ব, গো, হস্তী, পুরুষ, যাহা কিছু এই প্রাণী, ঙ্গম ও স্থাবর, সে সকলই প্রজ্ঞানেত্র; প্রজ্ঞপ্তিস্বরূপ শুদ্ধ ব্রহ্মই তাহাদিগকে জ্ঞানলাভ করাইয়া থাকেন; সুতরাং সে সকলই উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়কালে জ্ঞানেই প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ সে সকলই প্রজ্ঞাশ্রয়। অতএব যাহা কিছু অবলোকিত য়, সে সকলই প্রজ্ঞাকে আশ্রয় করিয়া আছে; সকললোকের প্রজ্ঞাই প্রতিষ্ঠা -জ্ঞানেই সকলের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে। সেই জন্য প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম। প্রজ্ঞান কি করিয়া? না, যেমন একই নট রাজার পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া রাজা, ত্যের পরিচ্ছদ গ্রহণ করিয়া ভৃত্য, রাজ্ঞীর পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া রাজ্ঞী হয়, ইরূপ প্রজ্ঞানই সর্ব্বশরীরস্থ হইয়া প্রাণ বা প্রজ্ঞাত্মা, ও অন্তঃকরণরূপ উপাধিতে প্রবেশ করিয়া নানাপাত্রগত জলে নিপতিত সূর্য্যের নানাবিধ প্রতিবিম্বের ন্যায় রণ্যগর্ভ, প্রাণ, ও প্রজ্ঞাত্মা ইত্যাদি-নামে উল্লিখ্যমান হইয়া থাকেন। অবশ্য ম, রূপ ও কর্ম্ম যে নিত্য, ইহা কখনই দেখা যায় না; কারণ, ঐ সকল অবি-ার বিজৃম্ভণ মাত্র। সেই অবিদ্যা যাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, -প্রজ্ঞান ব্রহ্মই। যেমন প্রকৃষ্টপ্রকাশ হইতেছে চন্দ্রের লক্ষণ; কিন্তু তাহা ইলেও প্রকৃষ্টপ্রকাশে ও চন্দ্রে কোনই ভেদ পরিলক্ষিত হয় না; তথাপি প্রকৃষ্ট-

মসীত্যেব সম্ভাষ্যতে। অয়মাত্মা ব্রহ্মেতি বা ব্রহ্মৈবাহমস্মীতি ব

স্তথাপি প্রকৃষ্টপ্রকাশস্য লক্ষণত্বং, লক্ষ্যত্বং পুনশ্চন্দ্রস্য; তথা অভেদেঽ
প্রজ্ঞানব্রহ্মণোঃ প্রজ্ঞানস্য লক্ষ্যত্বমব্যাহতমেব। যদা প্রজ্ঞানমেব ব্রহ্মেতি প্রজ্ঞান
ব্রহ্মণোরভেদ এব নিত্যসিদ্ধ-স্তদা প্রজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যপদেশেন কো হ্যবলো
ব্যবেয়াৎ? অস্তি চ প্রজ্ঞানং স্বল্পং বহ্বিতি দৃষ্টমুপাধিযোগাৎ, ব্রহ্ম চাদৃষ্টং ধাতো
রেব বৃহ্যাতিশয়শালীতি। তয়োশ্চ সংযোগো দৃষ্টত্বাদিকং পরস্পরমুপচরন্মান
দূরয়ন্ প্রজ্ঞাতিবৃহত্যোরৈক্যং নিবেদয়িষ্যতি। ততশ্চ প্রজ্ঞানমেব ব্রহ্মে
ভবত্যথণ্ডার্থত্বমিতি। তথা বাজসনেয়িনাম্,—"অহং ব্রহ্মাস্মী"তি শ্রূয়তে
অনুভবগবীরং শরীরেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যুপাধীন্ ব্যুদস্যাহমোঽস্মাদ্ ব্রহ্মণশ্চ পরোক্ষ
তাদিকমৈক্যমেব বিবোধয়তি যদহমেব ব্রহ্মাস্মীতি। অহঞ্চ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্র

প্রকাশকে চন্দ্রের লক্ষণ বলা হয়, এবং চন্দ্রকে লক্ষ্য বলা হয়; সেইরূপ ভেদ ন
থাকিলেও প্রজ্ঞান হইতেছে ব্রহ্মের লক্ষণ, ব্রহ্ম হইতেছে প্রজ্ঞানের লক্ষ্য। যখ
প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম, তখন ত প্রজ্ঞান ও ব্রহ্মের অভেদ নিত্যসিদ্ধ; সুতরাং তখ
প্রজ্ঞানকে ব্রহ্মের লক্ষণ বলিয়া ব্যবহার করিলে আর কি দোষ হইতে পারিবে!
তবে একটু ফল আছে। সে ফল এই যে দেখা যায় উপাধিযোগে প্রজ্ঞান কো
স্থলে ক্ষুদ্র, আবার কোনও স্থলে অতিবৃহৎ। অবশ্য ব্রহ্ম যে ব্যাপ্ত্যাতিশয়শালী,
তাহা কেবল উপনিষদ্‌বাক্য ও বৃন্‌হ্‌ ধাতু হইতেই জানিতে পারা যায়; কি
প্রজ্ঞানের ন্যায় প্রত্যক্ষ হয় না। এখন সেই প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম—একথা বলিলে, প্রজ্ঞা
প্রত্যক্ষীভূত ও অতিবৃহৎ বলিয়া অনুভবে উপস্থিত হইবে। প্রজ্ঞানকে ব্র
এবং ব্রহ্মকে প্রজ্ঞান বলিলে এ-ই হইবে যে, প্রজ্ঞানের সাহায্যে ব্রহ্মের অপ্রত্যক্ষ
দোষ আর থাকিবে না। আবার ব্রহ্মের সাহায্যে প্রজ্ঞানের দৃষ্টত্বাদিদোষ আ
থাকিতে পারিবে না; সুতরাং তখন প্রজ্ঞাতি ও বৃহতি-ধাতুদ্বয়ের ঐক্যই সাধি
হইবে। তাহাহইলে প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম, এইরূপ একটি সম্বন্ধরহিত-যথার্থজ্ঞা
উপস্থিত হইতে পারিবে। বাজসনেয়ীদিগের উপনিষদে "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যা
কার একটি মহাবাক্য শ্রূয়মাণ হইতেছে। এই অনুভববাক্যটি শরীর, ইন্দ্রি
মনঃ, ও বুদ্ধিরূপ উপাধিসকলকে নিরাকৃত করিয়া এই পরিদৃশ্যমান 'আমি' বলি
যে আত্মার অনুভব হয়, সেই আত্মা ও ব্রহ্মের যে অপ্রত্যক্ষতাদিদোষ ছিল, সে
সকল দোষ, অর্থাৎ অহমাত্মার প্রাদেশিকত্বাদি, ও ব্রহ্মের অপ্রত্যক্ষতাদি-দোষসক

. ব্রহ্ম চ সাক্ষাদপরোক্ষাদহঞ্চেতি ব্যতিহৃত্যাথাপরোক্ষমেব নিতিষ্ঠতীতি। তদ্‌
থা যুবাহমস্মীতি যৌবনমাধারয়ন সত্তামন্বীয়ত আত্মনো নৈতেন বালস্যৈক্যমভূ্য-
তে; তত্র কালো হ্যবস্থীয়ত ইতি। বৃদ্ধোঽহমস্মীতি বার্দ্ধক্যমাধারয়ন্ সত্তামন্বীয়ত
াত্মনো নৈতেন যূন ঐক্যমভূ্যহতে: তত্র চ কালো হ্যবস্থীয়ত ইতি। যস্মো যৌবন-

---

বারিত করিয়া অহমাত্মা ও ব্রহ্মের একতা বোধিত করিতেছে, 'আমিই ব্রহ্ম'।
ামান্যাকারে ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আমি প্রত্যক্ষাত্মক; কিন্তু
হ্ম অপ্রত্যক্ষ। যখন আমার সহিত ব্রহ্মের অভেদপ্রতীতি হয়—'আমি ব্রহ্ম'
ত্যাকার উল্লেখ করিয়া, তখন ব্রহ্মের অপ্রত্যক্ষতাদোষ নিবারিত হয়। আবার
খন ব্রহ্মের সহিত আমার অভেদপ্রতীতি হয়, তখন আমার যাদৃশ লৌকিক
্রত্যক্ষতাভাব ছিল, তাহার নিরাশ হইয়া যায়; সুতরাং ব্রহ্মের স্বরূপ সেই
াক্ষাৎপ্রত্যক্ষভাবমাত্রই আমাতে আসিয়া পরিনিষ্ঠিত হওয়ায় 'আমি ব্রহ্মই'
ত্যাকারে সাক্ষাৎপ্রত্যক্ষাত্মক একটি মাত্র জ্ঞান থাকিয়া যায়। আমার সহিত
হ্মের, ও ব্রহ্মের সহিত আমার সর্ব্বস্ববিনিময়াত্মক জ্ঞান যে সাক্ষাৎপ্রত্যক্ষস্বরূপ,
হা আমার একতাদ্বারাও প্রতিপন্ন হয়। যথা,—যখন বোধ হয় 'আমি যুবক
ইতেছি,' তখন এই যৌবনকালকে আধার করিয়া অহমাত্মার উপর একটা
ত্তার অন্বয় করিয়া দেখা যায়। 'আমি বালক ছিলাম' এই জ্ঞানে বাল্যকালকে
াধার করিয়া যে অহমাত্মার উপর সত্তার অন্বয় হইয়াছিল, সেই সত্তাই সেই
হমাত্মার উপরেই অন্বিত হইতেছে; কিন্তু ইহাদ্বারা বাল্যকালের অহমাত্মার
হিত যৌবনকালের অহমাত্মার ঐক্য দেখা যাইতেছে না; কারণ, ঐ আত্মা
ইটির সহিত ভেদক বাল্যকাল ও যৌবনকাল রহিয়াছে। তবে ঐ কালদ্বয়ে পরি
ত্তনশীল আত্মার সত্তাটা কিন্তু একাকারেই অনুভূত হইতেছে। সেইরূপ
াবার 'আমি বৃদ্ধ হইয়াছি' ইত্যাকার অনুভব হইলে, সেই বাল্যকালের ও
ৌবনকালের অহমাত্মার সত্তার ন্যায় এই বৃদ্ধকালের অহমাত্মার সত্তা অনুভূত
ইতেছে। এস্থলেও বার্দ্ধক্যকালকে আধার করিয়া অহমাত্মার উপরে সত্তার
ন্বয় হইতেছে; কিন্তু তদ্দ্বারা বাল্যকাল ও যৌবনকালের আত্মার সহিত বার্দ্ধক্য-
ালের আত্মার ঐক্যবোধ হইতেছে না; কারণ, তথায় কাল একটা ভেদক
র্ত্তমান রহিয়াছে। এই যে "আমি যুবা' বলিয়া জ্ঞান হইতেছে, এখানে বাল্যকাল
াধার বলিয়া জ্ঞান হইতেছে না। আবার 'বৃদ্ধ আমি' বলিয়া যে জ্ঞান হইতেছে,

মাধারয়তি, নো নাপ্যৈক্যমভ্যূহতে ; ন চ কালো হ্যবস্থাপয়তি ; যচ্চ তচ্চ তচ্চ তঞ্চাতীত্য যথাপূর্ব্বং তথাপরমহমাহ অহমিতি, কস্তস্য ভেদঃ ? সোঽহং চিদেব, ব্রহ্ম চ চিদেবেতি ভবত্যেকতা। অথৈব তত্ত্বমসীতি ছন্দোগানাম্। তত্র তদিতি ব্রহ্মণো নির্দ্দেশঃ। যদাহুঃ ;—

"ওঁ তৎ সদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।" ইতি।

তথায় যৌবন কাল আধার বলিয়া জ্ঞান হইতেছে না। সেই সঙ্গে যে বাল্যকালের আত্মার সহিত যৌবনকালের আত্মার ও বৃদ্ধকালের আত্মার ঐক্য প্রতীতি হইতেছে না, তাহাও নহে। কালও থাকিতেছে, অথচ আত্মারও ঐক্যজ্ঞান হইতেছে। এই যে বাল্য ও যৌবন, আর তৎসম্বন্ধ আত্মা, এই তিনটিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া পূর্ব্বাপর একাকারে অহমাত্মার 'আমি আছি' বলিয়া উল্লেখ হইতেছে, সেই অহমাত্মার কি কোন ভেদ আছে বলিয়া বোধ হয় ? কখনই নহে। সেই-অভিন্ন আমিই কি-আকারে অভিন্ন হইতেছি ? না, চৈতন্যাকারে। কেন চৈতন্যাকারে অভিন্ন, অন্যাকারে নহে ? না, যদি কাল, দেশ, ও অন্য কোনও ধর্ম্মের সম্বন্ধকে অবলম্বন করিয়া অভিন্নভাব দেখিতে যাই, তবে দেখিব সে আত্মা আর এ আত্মা এক হইতেছে না ; কারণ, সে বাল্যকালবিশিষ্ট, এ যৌবনকালবিশিষ্ট, সে পূর্ব্বদেশসম্বন্ধ, এ এইদেশসম্বন্ধ, সে অশিক্ষিত, এ সুশিক্ষিত ; সুতরাং কালদেশাদি অঙ্কিত করিয়া কখনই আত্মাকে আমি এক বলিয়া অনুভব করিতে পারি না। তবে পারি, যদি কোন প্রকার উপাধির সম্বন্ধ না রাখা হয় ; কেবল চৈতন্য, জ্ঞানসমবায়কে ধরিয়া দেখা যায়, তবেই বালক, যুবক ও বৃদ্ধ-আমার ঐক্য দেখিতে পাওয়া যাইবে। অতএব আমি শুদ্ধ চিন্মাত্র পদার্থ। আমি পূর্ব্বে যে শুদ্ধচিৎ, এখনও সেই শুদ্ধচিৎ। ব্রহ্মও হইতেছেন বিশুদ্ধচিৎ। অবশ্য আমি ও ব্রহ্ম যদি কেবল বিশুদ্ধচিৎ বিনা অন্য কিছুই না হন, তবে আমি ও ব্রহ্ম পরস্পর ভিন্ন হইব কি দিয়া ? অতএব কখনই আমি ও ব্রহ্ম চিদাকারে ভিন্ন নহি, অভিন্ন একই। তাহা হইলে এস্থলেও কোন প্রকার সম্বন্ধগন্ধ না রাখিয়া যে একাকারের 'আমি ব্রহ্ম' ইত্যাকার যথার্থ জ্ঞান হইতেছে, এ জ্ঞানের ভেদকর কোন সম্বন্ধাদি না থাকায়, এ জ্ঞানটী অখণ্ডার্থজ্ঞানই হইতেছে। সেইরূপ ছন্দোগদিগের উপনিষদে "তত্ত্বমসি" বাক্য শ্রূয়মাণ হইয়াছে। সেই মহাবাক্যে যে তৎ-শব্দ শ্রবণ করা যায়, তাহার অর্থ ব্রহ্ম। ঐ বাক্যে তৎ-শব্দ দ্বারা ব্রহ্মের

তৎ কথম্? অনিরুক্তত্বাৎ। যদ্ধি নিরুক্তুমশক্যং ভবতি দৃষ্টঞ্চাদৃষ্টঞ্চ, তৎ সর্ব্বং তদিত্যাহ। তনোতি যদ্রূপং নাম চ কর্ম্ম চ; তন্যতে চ যন্মহিম্না জ্যোতিষা স্বভাবেন, ব্যাপ্তঞ্চ তদ্ ভবতি, যদিদং কিঞ্চ। তথাহ্যাম্নায়তেঽন্যস্যাং শাখায়াং—"ব্রহ্ম তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনো ব্রহ্ম বেদ; ক্ষত্রং তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনঃ ক্ষত্রং বেদ; লোকাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো লোকান্ বেদ; দেবাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো দেবান্ বেদ; ভূতানি তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো ভূতানি বেদ; সর্ব্বং তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ; ইদং ব্রহ্মেদং ক্ষত্রমিমে লোকা ইমে দেবা ইমানি ভূতানীদং সর্ব্বং যদয়মাত্মে"তি। স্বরূপস্য তিরস্কারে পরাকৃতিমাহ;—

নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন;—ওঁম্, তৎ, ও সৎ, এই তিন প্রকারে ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করা হয় বলিয়া স্মরণ হয়। তাহা কি করিয়া? না, অনিরুক্ত বলিয়া। যাহা কিছু দৃষ্ট, বা অদৃষ্ট, নির্ব্বাচন করিবার অযোগ্য, সে সকলই তৎ—সেই বলিয়া উল্লেখ করা হয়। যে নাম, রূপ ও কর্ম্মের তনন করে—বিস্তার করে; যে স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ জ্যোতিঃস্বরূপ মহিমাদ্বারা স্বয়ংই বিস্তৃত হয়; এই সকল যাহা কিছু পরিদৃশ্যমান, এসকলকে পরিব্যাপ্ত করিয়া সে-ই তৎ-শব্দে উচ্যমান হয়। অন্য শাখায় তাহা আম্নাত হইয়াছে;—ব্রাহ্মণ তাহাকে জ্ঞান-সংগ্রামে পরাজিত করে, যে আত্মা-ভিন্ন অন্যকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানে; ক্ষত্রিয় তাহাকে জ্ঞানসংগ্রামে পরাভূত করে, যে আত্মাকে ছাড়িয়া অন্যকে ক্ষত্রিয় বলিয়া জানে; লোকসকল তাহাকে পরাকৃত করে, যে আত্মা হইতে অন্যকে লোক বলিয়া জানে; দেবসকল তাহাকে পরাজিত করে, যে আত্মা-ভিন্ন অন্যকে দেবতা বলিয়া জানে; ভূতসকল তাহাকে পরাভূত করে, যে আত্মা হইতে অন্যকে ভূত-সকল বলিয়া জানে। সকলেই তাহাকে পরাকৃত করে, যে আত্মা হইতে অন্য সকলকে সকল বলিয়া জানে; এই ব্রাহ্মণ, এই ক্ষত্রিয়, এই লোকসকল, এই দেব-সকল, এই ভূতসকল, এই সকলই সেই, যে এই আত্মা এস্থলে বলা হইয়াছে, তুমি যদি তোমার স্বরূপকে অস্বীকার কর, তবে তোমার কোন জ্ঞানই হইতে পারে না; কারণ, তুমিই তাহা হইলে অসিদ্ধ। অবশ্য আত্মাই সর্ব্বাকারে পরি-ব্যাপ্ত বলিয়া এ সকলের স্বরূপ আত্মাই। যে সেই সর্ব্বস্বরূপ আত্মাকে অস্বীকার করে, সে ত নিজেকে ও সকলকে স্বরূপহীন অলীক বলিয়া ফেলিল; সুতরাং নিজেকে শূন্যময় বলা অসম্ভব বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে যে, নিজের ন্যায়

পরাদাদিতি। ন হ্যস্য তিরস্কৃতমিতি ব্রাহ্মণস্য ভাবঃ। তস্মাত্তদিতি, যৎ "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্"ইত্যুপক্রম্য,"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং ; তৎ সত্যং ; স আত্মে"ত্যুপসংহৃতং, স আত্মৈব সংস্তদিতি বক্তব্যম্। আরম্ভণশব্দাদিভ্যশ্চ তেন সতা ত্বমর্থস্য চিতো হ্যনন্যত্বমাবেদিতমিতি। ব্যতীহারাচ্চ তদা ত্বমস্তমা চ তদঃ সর্ব্বেঽপি দোষাঃ সম্ভাব্যমানাঃ সংস্ত্রীয়ন্তে। তথাচ চিতোরভেদ এব ভবতীতি।

সকলেরই স্বরূপ আছে, ও সেই স্বরূপ আত্মাই, এবং সেই আত্মাই হইতেছে সর্ব্বব্যাপী সত্যপদার্থ। সেইজন্য তৎ.—এই শব্দে তাঁহাকেই বুঝিতে হইবে, যাঁহাকে 'সৎ হইয়াই হে সৌম্য! এসকল সৃষ্টির অগ্রে ছিল; এক ও অদ্বিতীয় হইয়াই ছিল,' এইরূপে আরম্ভ করিয়া মধ্যে নানাপ্রকার উপপত্তি দেখাইয়া পরিশেষে উপসংহার করিয়াছেন, 'এই আত্মা হইতেই এসকল উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাই সত্যপদার্থ; সে-ই আত্মা।' ইত্যাদি-উপদেশদ্বারা আত্মা বলিয়া অভিধান করা হইয়াছে। তিনি কথিত-প্রকারে আত্মা বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়া ঐ তৎ-শব্দে কথিত হইয়াছেন। তার পর আরম্ভণশব্দাদি দেখিয়াও প্রতিপন্ন করা যায় যে, আত্মাই তৎ-শব্দে লক্ষিত হইয়াছেন। যেমন ঘটপটাদির যে নাম ঘটপটাদি, তাহা কেবল বাক্যদ্বারাই উৎপন্ন হইয়াছে; তাহার মধ্যে সত্যপদার্থ আর কিছুই নাই। তবে তাহার মধ্যে সত্য কি? না; মৃত্তিকামাত্র। মৃত্তিকার উপরেই ঘটাদি নাম দেওয়া তাদৃশ তাদৃশ আকার করিয়া—এটি যেমন সর্ব্ববাদিসম্মত, সেইরূপ আত্মার উপরেই এই জগৎ-নাম দেওয়া হইয়াছে তাদৃশ তাদৃশ আকার করিয়া; জগৎ নাম ও জগতের রূপ মিথ্যা, সত্যপদার্থ সে-ই, যাহার উপরে এই নাম ও রূপ দেওয়া হইয়াছে। অতএব সে-ই সত্য আত্মা। এস্থলে সেই সত্য আত্মাই ঐ তৎ-শব্দের লক্ষ্য হইয়াছেন। সেই সৎপদার্থের সহিত ত্বম্পদের অর্থ যে পূর্ব্বে নির্ণীত চিৎ, তাহার অভেদ স্থিরীকৃত হইতেছে। কি করিয়া? না, পূর্ব্বোক্ত সৎপদার্থের উপর অবিদ্যাবুদ্ধিপ্রভৃতি উপাধির সম্বন্ধ করিয়া নাম দেওয়া হয় ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও জীব ইত্যাদি; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উক্ত সম্বন্ধ অলীক বলিয়া জীবাদিনাম ও প্রাদেশিকরূপাদিও মিথ্যাপদার্থ, কিছুই নহে; সুতরাং সৎ সৎই থাকিয়া যায় বলিয়া তৎপদার্থের সহিত ত্বম্পদার্থের অভেদ অনায়াসসাধ্য বলা হইয়াছে। তারপর ঐ তৎ-পদার্থের সহিত ত্বম্পদার্থের, এবং ত্বংপদার্থের সহিত তৎপদার্থের সর্ব্বস্ববিনিময় করিলে ত্বংপদার্থে যদ্‌যাবতীয় দোষ সম্ভাবিত হইতে পারে, যেমন প্রত্যক্ষতা, সংসার, প্রাদেশিকতা ইত্যাদি, সে সকল দূরীকৃত

ণ্ডূক্যানামুপনিষদি শ্রূয়তে ;—"সর্ব্বং হ্যেতব্রহ্ম ; অয়মাত্মা ব্রহ্ম ; সোঽয়মা
ষ্পাৎ।" ইতি। "ওঁমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বমি"ত্যাদাভিধানপ্রাধান্যেন নির্দ্দিষ্ট
াবভিধেয়প্রাধান্যেন নির্দ্দেশোঽভিধানাভিধেয়য়োবেকত্বপ্রতিপত্ত্যর্থঃ। তদ্ যথা,—
স্ব র্দীতীরেঽধিকারী চতুর্ভদ্রস্থ চতুর্দ্ধুরিবংশ্যঃ শ্রীমান্ কুঞ্জবিহারীত্যুক্তে না
াবি ভদ্রাণি বা চতস্রো ধুরো বা সম্পৎস্থস্তে শ্রীমতি। কিং তর্হি? শ্রীমাংশ্চায়মি
শ্চদিতি। অথ কদাচিন্নিষাদেনোৎপ্রক্ষিতৈঃ সরমাসুতৈর্গোস্ব কাল্যমানা
বে, এবং তৎপদার্থের সহিত ত্বম্পদার্থের সর্ব্বস্ববিনিময় করিলে তৎপদার্থে
সকল দোষের সম্ভবনা করা যায়, সে সকল দোষের, যেমন অপ্রত্যক্ষতা, অস
। ইত্যাদি দোষের নিরাস করা হইবে। তাহা হইলে ত্বম্পদার্থ চিৎ ও তৎপদাথ
;, এই উভয়ের অভেদ সমীচীন হইবে। ঐ তৎপদার্থের উপর কোন প্রকা
ক্ষ ও কোন প্রকার ধর্ম্মের প্রতিভাস হইতে না পাবায় এক মাত্র চিদ্ঘন ভাস
বলিয়া 'তত্ত্বমসি'-বাক্যের অখণ্ড অর্থ প্রতীত হইবে। এই হইল 'তত্ত্বমসি
াবাক্যের অখণ্ড-অর্থ-প্রতিপাদন। তার পর মাণ্ডূক্য-উপনিষদে শ্রবণ কর
;—পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, এই সকল ওঁম্ এই অক্ষর। তাহার উপব্যাখ্যান
তেছে, যাহা কিছু হইয়াছে, যাহা কিছু হইতেছে ও যাহা কিছু হইবে, সে
লই ওঁঙ্কার। আর অন্য যাহা কিছু ত্রিকলাতীত, সেও ঐ ওঁঙ্কার। এসকলই
ৗ, এই আত্মাই ব্রহ্ম, এই সে চতুষ্পাদ আত্মা। এস্থলে পূর্ব্বে যে "ওঁমিত্যেত
রমিদং সর্ব্বম্" ইত্যাদি বলা হইয়াছে, তাহাতে পরব্রহ্মের নামস্বরূপে ওঁঙ্কা
র প্রাধান্য রক্ষা করিয়া বলা হইয়াছে যে, এসকলই ওঁঙ্কার। এখন আবার
ই পূর্ব্বের নির্দ্দিষ্ট অভিধানপ্রধান-বিষয়ের যে অভিধেয় পরব্রহ্ম, তাঁহার— সেই
ভধেয়ের প্রাধান্য অবলম্বন করিয়াই নির্দ্দেশ করা যাইতেছে,—"সর্ব্বং হ্যেতদ্
" ইত্যাদি। একবার নামের প্রাধান্য ও অন্যবার নামীর প্রাধান্য লইয়া বলিবা
ৎপর্য্য এই যে, অভিধান ওঁঙ্কার ও অভিধেয় পরব্রহ্মের একত্ব জ্ঞান হইবে।
ন স্বর্ণদীনদীর তীরবাসী ধর্ম্ম, অর্থ কাম, ও মোক্ষের অধিকারী, চতুর্ধুরীবংশে
ত লক্ষ্মীবান্ কুঞ্জবিহারী (শ্রীকৃষ্ণ) আছেন।— এই কথা বলিলে তাঁহার চারিটি
—অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, বা চারিটি ধূর্—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,
য ও শূদ্র, বা সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড যে সেই শ্রীমানের আছে, তাহার
ীতি হয় না। কেন? না, বর্ণনার জন্য ঐ কথা যে বলা হয় নাই, তাহা
ীকৃত করা হয় নাই। তবে তদ্দারা এই প্রতিপন্ন হয় যে, ইঁ কোন শ্রীমান্

সন্দেশঃ বিদ্বান্ রায়াহয়ং পরাচকার তান্ সারমেয়ান্, গাশ্চ যথাস্থানমাদিদেশেতি প্রবক্তি জনঃ কুঞ্জবিহারী রায় ইতি। ধর্ম্মো হ্যর্থঃ কামশ্চাস্য সম্পন্নতমঃ প্রতিভাতি। ততোহয়মভিধেয়প্রাধান্যেন নির্দ্দেশঃ। যথা বা দীনঃ পুরোহিতোহস্য প্রতিপাল্য ইতি প্রতিপালকো দাতা চেতি। যথা বা কৃপণাশ্চাস্য ভরণীয়া প্রতিবেশিন ইতি প্রতিপালকো ভোজয়িতা চেতি। তস্মাদ্দাতা ভোক্তা ভোজয়িতা প্রতিপালকশ্চতুর্ভদ্রাধিকারী চতুর্দ্ধুরী চ শ্রীমান্ কুঞ্জবিহারী রায় ইতি ভবত্যসাধারণঃ কশ্চিচ্চতুর্দ্ধুরী চতুর্ভদ্রী চ কুঞ্জবিহারী ; তথৈব ওঁমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বমিত্যুক্তেন

স্বর্ণদীনদীর তীরে আছেন, এবং তিনি একজন বরণীয় ব্যক্তি, এই মাত্র। তার পর কোনও সময়ে কোন নিষাদকর্ত্তৃক উৎসাহিত ও উত্তেজিত সরমাসুতগণদ্বারা গোসকল অন্যের অর্থসম্ভাবনায় নিজের অধিকৃত-স্থানে আনীত হইলে, সেই সংবাদ পাইয়া নিজার্জ্জিত ধন দিয়া এই শ্রীমান্ সেই সরমাসুতগণকে তথা হইতে দূরীকৃত করিয়াছিলেন, এবং সেই নিষাদের * লক্ষ্যীভূত সেই গোসকলকে স্ব-স্থানে লইয়া যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন। সেইজন্য লোকে বলে, যেহেতু রায় দ্বারা সরমাসুতগণকে † দূরীকৃত করিয়াছিলেন, সেই হেতু কুঞ্জবিহারী শ্রীমান্ ও বক্তা শব্দে অভিধেয়। তদ্দ্বারা শ্রীমানের ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম যে পরিপাকদশাপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা বিলক্ষণ প্রতিভাত হইতেছে। এই জন্যই এটা অভিধেয়প্রাধান্য-রূপে নির্দ্দেশ করা হইল। অভিধেয় হইতেছে শ্রীমানের শ্রীমত্ত্ব ও রায়ত্ব, এ দ্বিবিধ ভাব ততক্ষণ প্রতিভাত হয় না, যতক্ষণ না 'নিষাদসরমাসুতসংবাদ' বলা যায় ; সুতরাং 'নিষাদসরমাসুতসংবাদ'টি অভিধেয়প্রধান। অথবা যেমন শ্রীমানের পুরোহিতজন দরিদ্র বলিয়া প্রতিপাল্য। এইজন্য শ্রীমান্‌কে প্রতিপালক বলা যায়, দাতা বলা যায়। অথবা যেমন শ্রীমানের স্বার্থপর প্রতিবেশীরা ভরণীয় ও পোষণীয় ; শ্রীমান্‌ই তাহাদিগের ভরণপোষণ করিয়া থাকেন। সেই জন্য শ্রীমান্ প্রতিপালক ও ভোজয়িতা। অতএব দাতা, ভোক্তা, ভোজয়িতা, প্রতিপালক,

---

নিষাদসরমাসুতসংবাদ হইতে উদ্ধৃত,—

* 'পিতৃস্বসা ব্রাহ্মণোঢা শূদ্রতো যমজীজনৎ।
কুলীনোহপি বিকর্ম্মস্থঃ স নিষাদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥' ইতি।

† 'অন্যার্জ্জিতাঃ পাপসারা গণ্ডিকাকঃ খন্ডিঃ সহ।
চরন্তো ভোজয়ন্তশ্চ তে জ্ঞেযাঃ সরমাসুতাঃ॥' ইতি।

কাশ্চিৎ প্রত্যেতি সর্ব্বমিদং ভবত্যোঙ্কার ইতি। কিং তর্হি? সর্ব্বস্যাস্য নামৈতদ, যদোঙ্কার ইতি। ন চ নামনামিনোরৈক্যমিতি তদভিধানপ্রাধান্যফলম্। অথ ভূতং ভবৎ ভবিষ্যচ্চেতি যদিদং কিঞ্চ, তৎ সর্ব্বং হ্যেতদ্ব্রহ্ম; অয়মাত্মা ব্রহ্ম; সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ। পাদা মাত্রা মাত্রাশ্চ পাদা অকার-উকার মকার ইতি ওঙ্কারব্রহ্মণোর্ভেদ এব পরাকৃতো ভবতি—ব্রহ্মোঙ্কার ওঙ্কার এব ব্রহ্মেতি। তথাচ সর্ব্বং যদুক্তমোঙ্কারমাত্রমিতি, তদেতৎ ব্রহ্ম; তচ্চ ব্রহ্ম পরোক্ষাভিহিতং প্রত্যক্ষতো বিশেষেণ নির্দ্দিশতি;—"অয়মাত্মা ব্রহ্মে"তি। অয়মিতি চতুষ্পাত্ত্বেন প্রবিভজ্যমানং প্রত্যগাত্মতয়াঽভিনয়েন নির্দ্দিশতি,—"অয়মি"তি। যশ্চ আত্মা সর্ব্বৈরয়ময়মিত্যপরোক্ষমনুভূয়তে, সোঽয়মাত্মা ব্রহ্মেতি ব্রহ্মণঃ পারোক্ষ্যমাত্মনশ্চ

চতুর্ভদ্রাধিকারী, চতুর্ধুরী, শ্রীমান্ কুঞ্জবিহারী রায়, এইকথা বলিলে কোন অসাধারণ পুরুষবিশেষকে বলা হয়; সেইরূপ ঐ ওঙ্কার-অক্ষর এই সকল, একথা বলিলে কেহই বুঝিতে পারে না যে, এসকলই ওঙ্কার হইতে পারে। তবে কি বুঝিতে পারে? না, এসকলের নাম হইতেছে ওঙ্কার। অবশ্য নামের সহিত নামীর একতা কখনই হইতে পারে না। এই হইল অভিধানকে প্রধানভাবে গ্রহণ করিয়া বলা। তার পর—যাহা কিছু হইয়াছে, যাহা হইতেছে ও যাহা হইবে, এই যা' কিছু, সে সকলই এই ব্রহ্ম; এই আত্মাই ব্রহ্ম; এই আত্মা চতুষ্পাদ। মাত্রা-সকল পাদই, এবং পাদসকল মাত্রাই। মাত্রা হইতেছে অকার, উকার, ও মকার, আর অমাত্র একটি; পাদ হইতেছে বিশ্ব, তৈজস, ও প্রাজ্ঞ, আর অপাদ হইতেছে একটি। ইহার কোনই ভেদ নাই, কারণ, একটি পাদ ও একটি মাত্রা, এ উভয়ই এক। ইহাদ্বারা ওঙ্কার ও ব্রহ্মের ভেদ নিরস্ত করায় ব্রহ্মই ওঙ্কার, ওঙ্কারই ব্রহ্ম—এইরূপে অভিধেয়ের প্রাধান্য কীর্ত্তন করা হইল। এখন দেখা যাইতেছে অভি-ধেয়ের প্রাধান্যনির্দ্দেশদ্বারা পূর্ব্বে যে সকলকে ওঙ্কারমাত্র বলা হইয়াছিল, তাহা এই অভিধেয়ের প্রাধান্যনির্দ্দেশদ্বারা ব্রহ্মই বলা হইয়াছে। তবে সে ব্রহ্মকে অপ্রত্যক্ষ-ভাবে বলা হইয়াছে; বিশেষভাবে প্রত্যক্ষরূপে বলিতে হইবে বলিয়া বলিয়াছেন—"অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইতি। যাঁহাকে চতুষ্পাদ বলিয়া প্রবিভক্ত করা হইয়াছে; যিনি জাগরিতস্থানে বিশ্ব, স্বপ্নস্থানে তৈজস ও সুষুপ্তিস্থানে প্রাজ্ঞ, আর যিনি এই সকল-স্থানের অতীত বলিয়া অদ্বৈত—অর্থাৎ যিনি অনির্ব্বাচ্য-বুদ্ধ্যাদি-উপাধি হইতে আপনাকে নির্ব্বাচ্য বলিয়া জানেন, সেই প্রত্যগাত্মাকে 'এই আত্মা' বলিয়া দেখান হইতেছে। যে আত্মাকে সকলেই 'এই এই' বলিয়া প্রত্যক্ষরূপে অনুভব করে, এই

প্রাদেশিকত্বং যুগপদেব প্রবিলাপয়ন্, করোত্যেকত্বাধ্যবসায়ময়মাত্মা ব্রহ্মে
তথাচ ব্রহ্মাত্মৈকত্বাবগতিহেতু বাক্যমিদং ভবতীতি। তথা বাজসনেয়িন
বৃহদারণ্যকোপনিষদি ;—"তদেতদ্ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যময়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বা
ভূরিত্যনুশাসনম্।" ইতি। তদেতদ্ব্রহ্ম য আত্মা ; অপূর্ব্বমকারণ
পূর্ব্বাভাবাৎ ; নাস্য পূর্ব্বং কারণং বিদ্যত ইতি ভবত্যপূর্ব্বম্। অপরং কার্য
নাস্য বিদ্যত ইতি ভবত্যনপরমকার্য্যম্। যথাহহকাশস্যান্তরালে গিরিদরীকুঞ্জ
রাদয়ো বিদ্যন্ত ইতি সান্তরালত্বং, নাস্য তথান্তরালে জাত্যাদয়ো বিদ্যন্ত ই
নিরন্তরম্ ভবত্যনন্তরমিতি। তথা বহিরস্য নাস্তি, ততো হ্যবাহ্যমিতি। বি

আত্মাই ব্রহ্ম।—একথা বলায় ব্রহ্মের সহিত এই আত্মার অভেদ প্রতীতি হইতেছে
তদ্দ্বারা ব্রহ্মের অপ্রত্যক্ষতাদি দোষ,ও এই আত্মার প্রদেশিকত্বাদিদোষসকল এক
কালে নিরস্ত করিয়া, এই আত্মার সহিত ব্রহ্মের, ও ব্রহ্মের সহিত এই আত্মা
একত্ববিষয়ক প্রতীতি উৎপন্ন করিয়া দিতেছে। তদ্দ্বারা প্রতীতি হয়—এই আত্মা
ব্রহ্ম। তাহা হইলে,এই "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এই মহাবাক্যটি ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানের কার
হওয়ায়, ইহার অখণ্ড অর্থ প্রতীয়মান হইতেছে। আত্ম-শব্দের অর্থ ও ব্রহ্ম
শব্দের অর্থে পরস্পর ভেদ ঘটাইয়া থাকে কতকগুলি ধর্ম্ম, বিশেষণ, ও সম্বন্ধ
ঐ উভয়শব্দার্থের পরস্পর সর্ব্বস্ব-বিনিময়দ্বারা যাহা কিছু ভেদকারী ধর্ম্ম ও সম্বন্ধাদি
ছিল, সে সকল তিরোহিত হওয়ায় আর কিছুমাত্র ভেদ থাকিতেছে না, সুতরা
উহার অর্থ খণ্ডিত হইতে না পারায় অখণ্ডার্থই হইতেছে। এই প্রকার একটি
মহাবাক্য বাজসনেয়িব্রাহ্মণদিগের বৃহদারণ্যক-উপনিষদের মধুব্রাহ্মণে সমাম্নাত
হইয়াছে ;—ইহাই সেই মধু, দধ্যঙ্ আথর্ব্বণ ঋষি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে বলিয়া
ছিলেন। ইহা দর্শন করিয়াই ঋষি বলিয়াছিলেন ;—পরমাত্মা প্রতিরূপে
অনুপ্রবেশ করিয়া সেইরূপই ধারণ করিয়াছিলেন। পরমাত্মার সেই রূপধারণ
কেবল স্বরূপ প্রকাশ করিবার জন্য। মায়ার সাহায্যেই তিনি বহুরূপ হইয়া
ছিলেন। যেহেতু ইঁহার অশ্বরূপ ইন্দ্রিয়গণ দশশত—অনন্ত হইয়াও বাহ্য-বিষয়ে
সম্বদ্ধ। তাই বলিয়া সেই ইন্দ্রিয়গণ ভিন্ন নহে ;—ইনিই হইতেছেন অশ্বরূপ
ইন্দ্রিয়সকল, ইনিই দশ হন, সহস্র হন, বহু হন, ও অনন্ত হন। ইনিই সেই
ব্রহ্ম. কারণহীন বলিয়া অপূর্ব্ব, কার্য্যরহিত বলিয়া অনপর, যেমন আকাশে
মধ্যে গিরি, দরী ও কুঞ্জরাদি থাকিতে পারে, সেরূপ এ আত্মার মধ্যে আ
কিছুই থাকিতে পারে না ; অতএব অন্তরালহীন নিরন্তর। বাহ্য প্রদেশ না

পুনস্তন্নিরন্তরং ব্রহ্ম ? অয়মাত্মা ; কোঽসৌ ? যঃ প্রত্যগাত্মা দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বোদ্ধা বিজ্ঞাতা সর্ব্বানুভূঃ সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বমনুভবতীতি। তথাচ প্রত্যক্ষত্বাপ্রত্যক্ষত্বয়োঃ প্রতিপত্তিবিরোধে বাচ্যত্বহেতোর্বুদ্ধ্যাসাদধ্যবসায়ঃ। তস্মাচ্চিতোরভেদ ইতি।

তথা,—

"অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি, ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।

সচ্চিদানন্দরূপোঽহং, নিত্যমুক্তস্বভাববান্ ॥" ইতি স্মর্য্যতে।

এবং হি ভবত্যস্মাকং সম্প্রত্যয়ো যৎ, প্রজাপতির্হি প্রজাঃ সৃষ্ট্বা তাসাং স্থিতিনিবন্ধনং ত্রিবর্গস্য সাধনমধ্যায়ানাং সহস্রেণাগ্রে প্রোবাচেতি শ্রুতিরনেন

বলিয়া অবাহ ; তবে এ নিরন্তর-ব্রহ্ম কি ? না, এই আত্মাই। যিনি দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বোদ্ধা, বিজ্ঞাতা, সর্ব্বাত্মনা সকলের অনুভবকারী প্রত্যাগাত্মা—তাই সকলবেদান্তের উপদেশ। সকলশাস্ত্রই ইহাতে আসিয়া উপসংহার করে। এস্থলে 'অয়ং আত্মা'-পদার্থের প্রত্যক্ষতা, ও ব্রহ্ম-পদার্থের অপ্রত্যক্ষতা পরস্পর-বিরোধী ধর্ম্ম ; সুতরাং একই পদার্থে যদিও পরস্পর-বিরোধী-ধর্ম্মদ্বয়ের একত্র সহাবস্থান সম্ভবপর হইতে পারে না, তথাপি 'সোঽয়ং দেবদত্তঃ' ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞার স্থলে যেমন বিরোধী-ধর্ম্মসকলকে পরিত্যাগ করিয়া অবিরুদ্ধ-লক্ষ্যার্থ-চৈতন্যমাত্রের অভেদ সমাহিত করা হয় ; সেইরূপ অয়মাত্মার ও ব্রহ্মের বিরোধী-ধর্ম্মদ্বয়েব পরিহার করিয়া অবিরোধী-লক্ষ্যার্থ-চৈতন্যমাত্রের অভেদ সমাহিত হইতে পারে। এস্থলেও খণ্ডবিখণ্ডকারী ধর্ম্ম ও সম্বন্ধের পরিত্যাগ করিয়া অবিরুদ্ধ-চৈতন্যমাত্র-অর্থের একতা সাধিত হয় বলিয়া এই মহাবাক্যের খণ্ডিতার্থতা নাই—অখণ্ড অর্থই হইতেছে। তারপর স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে ;—আমি প্রকাশময় দেব, অন্য কেহ নহি ; ব্রহ্মই আমি ; সুতরাং শোকভাক্ নহি।—সংসারের কোনই ভাব আমার উপরে নাই। আমার স্বভাব নিত্যমুক্ত।—এই বাক্যের স্মরণ হয়। যদিও এটি একটি স্মৃতিবাক্য, তাহা হইলেও প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের পালন করিবার উপায়স্বরূপ ত্রিবর্গের সাধনশাস্ত্র সহস্র-অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া সর্ব্বপ্রথমে বলিয়াছিলেন।—এই বাক্যদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বেদবাক্যার্থের সংক্ষেপ ও সংগ্রহ করিয়া ত্রিবর্গসাধন শাস্ত্রাদির উপদেশ করা হইয়াছিল ; সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্র, বা স্মৃতি-বাক্যদ্বারা যা অভিহিত হইয়াছে, তাহা শ্রুতিপরিপূত সন্দেহ নাই। মীমাংসাসকলও

স্মর্য্যত ইতি। কথং ন্বত্র শ্রুতিবাক্যেষু শ্রুতৌ চ স্মার্ত্তবাক্যপ্রত্যয়ঃ? প্রভবাদিতি ব্রূমঃ। শ্রুতির্হি প্রভবঃ সর্ব্ববিদ্যানামিত্যুক্তম্। তথাচ শ্রূয়তে বাজসনেয়িনাং বৃহদারণ্যকোপনিষদি ;—"স যথার্দ্রৈধাগ্নেরভ্যাহিতাৎ পৃথগ্ধূমা বিনিশ্চরন্ত্যেবং বা অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানি সর্ব্বাণি নিঃশ্বসিতানি।" ইতি। তদ্ যথাগ্নের্বিস্ফুলিঙ্গধূমার্চ্চিষাং প্রাগবিভাগাদগ্নিরেবেতি ভবত্যগ্নোকত্বমেবং জগন্নামরূপবিকৃতঃ প্রাগুৎপত্তেঃ প্রজ্ঞানঘন এবেতি যুক্তং গ্রহীতুমহং দ্বৈতাভাবোপলক্ষিতস্বরূপ স্বয়ম্প্রকাশস্বভাব এব। তথা শোকশব্দবাচ্য-সর্ব্বসংসারধর্ম্মাভাবোপলক্ষিতশ্চাহং ব্রহ্মৈবাস্মীতি। তথাচানুভবঃ—"ব্রহ্মৈবাহমস্মী"তি। তৎপদার্থস্য ব্রহ্মণস্ব

স্মৃতিবাক্যদ্বারা শ্রুতির উদ্ঘাটন করিয়া তদ্দ্বারা বিধিপ্রতিষেধাদির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তাহার কারণও এই। ভাল কথা শ্রুতিবাক্যে ও শ্রুতিতে কি করিয়া স্মৃতিবাক্য ও স্মৃতির স্থান হয়? হাঁ, হইতে পারে; শ্রুতি যে সকলেরই উৎপত্তিস্থান, এই কথা বলিব। পূর্ব্বেও বলাই হইয়াছে যে, শ্রুতি সকল বিদ্যার উৎপত্তিস্থান। বাজসনেয়ীদিগের বৃহদারণ্যক উপনিষদে আম্নাত হইয়াছে যে, যেমন আর্দ্রকাষ্ঠযুক্ত অগ্নিকে খুব ঘেঁটিয়া দিলে, তাহা হইতে পৃথক্‌ভাবে ধূমরাশি নির্গত হইয়া থাকে, সেইরূপ হে মৈত্রেয়ি! এই মহান্ ভূতের নিশ্বাসপ্রায় এই ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্বাঙ্গিরস, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষদ্, শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যান, ও ব্যাখ্যানসকল ইঁহারই নিকট হইতে পৃথগ্ভাবে ইঁহার নিশ্বাসের ন্যায় অনায়াসে নির্গত হইয়াছিল। ইহাদ্বারা শ্রুতিরাশিতে সকলপ্রকার শাস্ত্রের বীজ নিহিত আছে, তাহা প্রমাণিত হইয়া থাকে। যেমন বিস্ফুলিঙ্গ, ধূম, ও বহ্নিশিখা, বহ্নি হইতে পূর্ব্বে পৃথক্ না থাকায় একমাত্র অগ্নি বলিয়া একতাপ্রতীতি হয়, এইরূপ নাম, রূপ ও কর্ম্মসকল আত্মা হইতে যতদিন পৃথক্ ভাবে বহির্গত না হয়, ততদিন একমাত্র সেই প্রজ্ঞানঘন আত্মাই মাত্র প্রতীত হইতে থাকেন। অতএব এরূপ একটা জ্ঞান হইতে পারে যে, সমস্ত দ্বৈত পদার্থ ছিল না; কিন্তু কেবল মাত্র স্বয়ম্প্রকাশস্বভাব আত্মা ছিলেন। সেইরূপ শোকশব্দের বাচ্যার্থ যে সর্ব্ববিধ সংসারধর্ম্ম, তাহার অভাবকে উপলক্ষ্য করিয়া আত্মাকেও জানিতে পারা যায়; সুতরাং সকলপ্রকার ধর্ম্মহীন আমি ও ব্রহ্ম কখনই দুইটি হইতে পারে না; একই প্রতীত হয়। তদ্দ্বারা অনুভব হয়—আমি

যোঽহমস্মীতি বা সোঽহমস্মীতি বা যোঽসৌ সোঽহমস্মীতি বা

পদার্থস্য চাহমঃ প্রত্যগাত্মনশ্চ উপাধিকৃতভেদাভাবে নিরুপাধিকয়োর্ব্রহ্মাত্মনো-রভেদ এব বাক্যার্থ ইতি। তথা—"যোঽহমস্মীতি বা, সোঽহমস্মীতি বে"তি

ব্রহ্ম, বা ব্রহ্ম আমি। ব্রহ্মের সহিত আমার ভেদ যে পরিলক্ষিত হয়, ইহা উপাধি-কল্পিত। অহমাত্মার উপাধি দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, ও বুদ্ধিপ্রভৃতি। যখন অহমাত্মার দেহ-উপাধিতে সম্বন্ধ হয়, তখনই আমি সুন্দর, আমি কৃশ, আমি স্থূল ইত্যাদি দেহ-ধর্ম্ম অহমাত্মায় আরোপ করা হয়। আবার যখন ইন্দ্রিয়চয়ের সহিত অহমাত্মার সম্বন্ধ করা হয়, তখন আমি কাণা, আমি বধির ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ধর্ম্ম অহমাত্মায় অধ্যাস করা হয়। আবার যখন বুদ্ধির সহিত অহমাত্মার সম্পর্ক করা যায়, তখন আমি সুখী, আমি দুঃখী—ইত্যাদি বুদ্ধিধর্ম্মকে অহমাত্মায় স্থাপিত করিয়া শোকাদি করা হয়; কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, যখন আমি অন্ধ বলিয়া অনুভব হয়, তখন আর আমি স্থূল বলিয়া অনুভব হয় না। আবার আমি অন্ধ ও স্থূল বলিয়া যখন বোধ হয়, তখন আবার আমি সুখী বলিয়া অনুভব হয় না; সুতরাং স্থূলত্ব ও অন্ধত্বাদি ধর্ম্ম অহমাত্মার নহে। অহমাত্মার কোন প্রকার ধর্ম্ম নাই বলিয়া অহমাত্মায় সকলপ্রকার ধর্ম্মের আরোপ করা যায়; যেমন নীরূপ-জলে সকলপ্রকার রূপের সংমিশ্রণ সম্ভবপর; কিন্তু দুগ্ধে, বা রক্তে সকলপ্রকার রূপের মিশ্রণ অসম্ভব; সেইরূপ অহমাত্মার কোনও ধর্ম্ম স্বাভাবিক নহে বলিয়া অহমাত্মায় সকলধর্ম্মের আরোপই সম্ভবপর। যখন সেই উপাধির পরিহার হয়,—উপাধিহীন ব্রহ্মের সহিত ঐ সোপাধিক অহমাত্মার সম্মিলন করা যায়, তখন নিরুপাধিক ব্রহ্মের সম্মিলনবশে অহমাত্মায় কোন প্রকার স্বাভাবিক ধর্ম্ম না থাকায় ব্রহ্মের সেই নিরুপাধিক ভাব অহমাত্মাতেও পরিব্যক্ত হইয়া উঠে; সেই ব্রহ্মেরও কোন প্রকার ধর্ম্ম স্বভাবসিদ্ধ না থাকায় প্রত্যক্ষাত্মক অহমাত্মার সংসর্গে পড়িয়া ব্রহ্মেও প্রত্যক্ষাত্মকতার পরিব্যঞ্জনা আসিয়া যায়।—ইহা উভয়েরই স্বভাব বলিয়া, এবং ইহা একটা ধর্ম্ম, বা ভেদকসম্বন্ধের ন্যায় নহে বলিয়া অহম্-পদার্থ ও ব্রহ্মপদার্থের উপাধিকৃত ভেদসকল তিরোহিত হইয়া যায়। তখন নিরুপাধি চিন্মাত্র প্রত্যক্ষাত্মক ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদ পরিস্ফুট হইয়া পড়ে। অতএব "অহং ব্রহ্মাস্মি" বা "ব্রহ্মৈবাহমস্মি" এই মহাবাক্যদ্বারা সম্বন্ধাদির উল্লেখরহিত একটি পদার্থজ্ঞানের উদয় হইতে পারে। সেইরূপ "যোঽহমস্মি" এই বাক্যদ্বারা—তজ্ঞান-

স্বস্যাত্মনোঽপ্রসিদ্ধযৎকিঞ্চিত্স্বমাখ্যাপয়ন্ স্বেনাত্মনাঽভেদপ্রত্যয়েন ঐক্যমাবিষ্ক রোতি। তত্রোত্তরার্দ্ধপ্রত্যয়ং বাজসনেয়িনাং সংহিতোপনিষদ্যেবং শ্রূয়তে;-
"পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ। তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি। যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি।" ইতি।

তত্র জগদুৎপাদ্য পূষণাজ্জগতঃ পূষা রবিস্তথৈক এব ঋষতি গচ্ছতি সর্ব্ব সামান্যতো বিশেষতশ্চেতি ভবত্যেকর্ষিঃ। হে একর্ষে! তথা পরিপূর্ণাধিকারে জগতঃ সংযমনাদ্ যমঃ প্রজাপতির্মৃত্যুনামা। হে যম! তথা রশ্মীনাং প্রাণানা রসানাঞ্চ স্বীকরণাৎ সূর্য্যঃ। হে সূর্য্য! তথা প্রজাপত্যেরপত্যং, বা স্বার্থে প্রাজাপত্যঃ। হে প্রাজাপত্য! হে প্রজাপতে! বা ব্যূহ বিগময় রশ্মীন্ স্বান্। তথা সমূহ একীকুরু উপসংহর তে তেজস্তাপকং জ্যোতিঃ। যত্তে তব রূপং কল্যাণতম মত্যন্তশোভনং, তত্তে তবাত্মনঃ সর্ব্বস্যাস্য জগতঃ স্বরূপস্য প্রসাদাৎ পশ্যামি। কিঞ্চ

দ্বারা নিজ আত্মার যে অপ্রসিদ্ধস্বরূপ আবেদিত হয়, সেই অপ্রসিদ্ধ যে-কোন স্বরূপকে বিজ্ঞাপিত করিয়া স্বীয় আত্মার সহিত "সোঽহমস্মি" এই বাক্যদ্বারা অভেদজ্ঞান উৎপাদন করিয়া ঐক্যের আবিষ্কার করা হয়। তন্মধ্যে যে উত্তরার্দ্ধ বাক্য "সোঽহমস্মি" এই প্রকারের, প্রকারান্তরে তাহার পূর্ব্বরূপের বাক্যটি ধরিয়া বাজসনেয়ীদিগের সংহিতোপনিষদ্গ্রন্থে সেই বাক্যটি বলা হইয়াছে। যথা, —"পূষন্নি"ত্যাদি। জগৎ উৎপাদন করিয়া পোষণ করেন বলিয়া তাঁহাকে পূষা বলা হয়। তিনি একাকীই বিচরণ করেন, বা সকল জগৎকেই সামান্য ও বিশেষ আকারে অবগত আছেন বলিয়া তাঁহাকে একর্ষি বলা হয়। তারপর যখন জগতের ভোগাধিকার পরিপূর্ণ হয়, তখন সকলের সংযমন করেন,—যথাযথ কর্ম্মানুসারে শাসন ও দর্শন করেন বলিয়া যম—বা মৃত্যুনামক প্রজাপতি। জগতের পরিচালক রশ্মিনিচয়, বা প্রাণসকলের, অথবা সর্ব্ববিধরসের স্বীকার করেন বলিয়া সূর্য্য। হিরণ্যগর্ভপ্রজাপতির অপত্য বলিয়া প্রাজাপত্য; অথবা নিজেই প্রজাপতি। হে তাদৃশ দেব সূর্য্য! তুমি তোমার স্বীয় কিরণজালকে সরাইয়া লও। সমূহন কর —সকল বিকীর্ণরশ্মিকে একীকৃত কর—উপসংহার কর, যাহা তোমার তাপপ্রদ জ্যোতিঃ, সেই জ্যোতিকে অপসারিত কর। তোমার যে কল্যাণতম অত্যন্ত শোভন রূপ, তুমি এই বিশ্বপ্রপঞ্চের আত্মা বলিয়া, আমি সেই জগতের স্বরূপ তোমার রূপকে তোমার প্রসাদে দর্শন করিব; কারণ, ঐ তোমার মণ্ডলে ঐ

যা ভাষ্যতে, সৈষা ষোড়শী শ্রীবিদ্যা পঞ্চদশাক্ষরী শ্রীমহা-

অহং; ন তু ত্বাং ভৃত্যবদ্ যাচে; যোঽসাবাদিত্যমণ্ডলস্থো ব্যাহৃত্যবয়বভূতঃ পুরুষঃ, পুরুষাকারত্বাৎ; পূর্ণমনেন প্রাণবুদ্ধ্যাত্মনা জগৎ সমস্তমিতি পুরুষঃ, পুরি শয়নাদ্বা পুরুষঃ সোঽহমস্মি ভবামি। অসৌদ্বিরুক্তো ভবত্যাদরার্থঃ। তথাচ "যোঽসৌ পুরুষঃ, সোঽহমস্মী"তি প্রত্যভিজ্ঞায়মানয়োঃ পুরুষাত্মনোঃ সোঽয়ং দেবদত্ত ইতিবৎ প্রস্তুতো হ্যভেদ ইতি সার্ব্বভৌমঃ প্রত্যয় এষ প্রদর্শিতো বেদিতব্যঃ। তস্মাৎ প্রজ্ঞানং ব্রহ্মেত্যাদি বাক্যেভ্যো যাঽভিন্না নির্ব্বিভাগা চিতির্ভাষ্যতে, সৈষা ষোড়শী শ্রীবিদ্যা ষোড়শবর্ষবয়স্কা যুবতির্ন কুমারী, ন চ বর্ষীয়সী বৃদ্ধেতি সর্ব্বশক্তি-মত্ত্বমাবেদিতং ভবতি। কেচিদাহুঃ—ষোড়শাক্ষরমন্ত্রময়ী ষোড়শাক্ষরী ষোড়শার্ণা বেতি ষোড়শ্যুচ্যতে। তদ্ যথা,—

"আদ্যবীজদ্বয়ং ভদ্রে বিপরীতক্রমেণ হি।

পুরুষ, সেই পুরুষই আমি হইতেছি। ইহা আমি যে ভৃত্যবর্গের ন্যায় প্রার্থনা করিতেছি, তাহা নহে; কিন্তু ঐ যে আদিত্যমণ্ডলস্থ ব্যাহৃতির অবয়বস্বরূপ পুরুষ-আকার বলিয়া পুরুষ, বা প্রাণ,বুদ্ধি ও দেহ-স্বরূপে উহাদ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিপূর্ণ হইয়াছে বলিয়া উনি পুরুষ, সেই পুরুষই-ত আমি হইতেছি। এস্থলে যে অসৌ-শব্দের দ্বিরুক্তি আছে, তাহা আদরার্থই। তাহা হইলে হইতেছে, 'ঐ যে পুরুষ, সে আমি হইতেছি।' এই প্রকারে প্রত্যভিজ্ঞায়মান যে পুরুষ ও আত্মা, এই উভয়ের অভেদ, সেটি ঠিক "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" 'এই সেই দেবদত্ত' ইত্যাদি স্থলে প্রত্যভিজ্ঞায়মান সিদ্ধ অভেদের ন্যায়। অতএব শ্রুতি যে "সোঽহমস্মি" বাক্যদ্বারা পরমপুরুষের সহিত অহমাত্মার অভেদ পরিদর্শন করিয়াছেন, তাহা সার্ব্বভৌম, নূতন নহে, সর্ব্বজন-বিদিত ও সকলসময়েই অনুভূত হইয়া থাকে।

অতএব "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" ইত্যাদিবাক্যদ্বারা যে নিরাবিলভাবে অনায়াসসাধ্য অভিন্ন নির্ব্বিভাগ চিতিশক্তির কথা বলিয়াছেন,—তিনিই এই ষোড়শী শ্রীবিদ্যা। ষোড়শী—ষোড়শবর্ষবয়স্কা যুবতি, তিনি কুমারী, বা বর্ষীয়সী বৃদ্ধা নহেন। ইহা-দ্বারা তাঁহার সকলপ্রকার শক্তিই যে পরিস্ফুরিতভাবে আছে, তাহা ব্যক্ত করি-বাই বলা হইল। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন;—ষোড়শী বলাতে ষোড়শাক্ষর-মন্ত্রময়ী দেবতাকে বুঝান হইয়াছে। তাহা তন্ত্রে কথিত হইয়াছে;—আদ্য-

বিলিখ্য পরমেশানি ততোঽস্থানি সমুদ্ধরেৎ ॥
অন্তর্মুখী বরারোহে কুমারী ত্রিপুরেশ্বরী।
এভিস্ত পঞ্চসংখ্যাকৈর্বীজৈঃ সম্পুটিতাং যজেৎ ॥
ষট্‌কূটাং পরমেশানি বিজ্ঞেয়ং ষোড়শাক্ষরী।
ত্রিকূটাঃ সকলা ভদ্রে ষোড়শার্ণা ভবন্তি হি ॥
বৈষ্ণব্যেকোনবিংশার্ণা শৈবী সপ্তদশাক্ষরী ॥" ইতি।

অস্যার্থঃ,—আদ্যবীজদ্বয়ং মায়ারমাত্মকং; তস্য বিপরীতক্রমঃ—আদৌ রমা পশ্চান্মায়া; অন্তমধ্যে স্থিতং কামবীজং মুখে আদৌ যস্যা কুমার্য্যাঃ; এতৈঃ পঞ্চসংখ্যাকৈর্ব্বীজৈঃ ষট্‌কূটাং সপ্তকূটাং নবকূটাং বা সম্পুটিতাং সম্পুটবৎ কৃত্বা তেনানুলোমবিলোমতঃ সম্পুটিতামিত্যর্থঃ। কেচিত্তু অনুলোমত এব সম্পুটিতামাহুঃ তন্ন, সর্ব্বতন্ত্রবিরোধাৎ। তথাচ যোগিনীতন্ত্রে;—

"শ্রীবীজমায়াস্মরযোনিশক্তি-,
স্তারাঞ্চ মায়া কমলাথ বিদ্যা।

বীজদ্বয়—অর্থাৎ হ্রীঁ শ্রীঁ এই বীজদ্বয়কে বিপরীতভাবে, অর্থাৎ শ্রীঁ হ্রীঁ এইরূপে লিখিয়া, তাহার পর বালাবীজ অর্থাৎ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ এই মন্ত্রের মধ্য বীজ আদিতে লিখিলে যে ক্লীঁ ঐঁ সৌঃ হইবে, তাহা যোগ করিবে। ইহাতে শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঐঁ সৌঃ এই পঞ্চবীজ হইল। এই পঞ্চবীজদ্বারা অনুলোম বিলোমক্রমে ষট্‌কূটমন্ত্র পুটিত করিলে যে ষোড়শাক্ষর মন্ত্র হইবে, তাহাই ষোড়শী দেবীর মূলমন্ত্র। উক্ত পঞ্চবীজদ্বারা সপ্তকূটমন্ত্রকে পুটিত করিলে সপ্তদশাক্ষর এবং নবকূটমন্ত্রকে উক্ত পঞ্চবীজে পুটিত করিলে, ঊনবিংশাক্ষরমন্ত্র হইবে। এই রূপ করিলে ষট্‌কূট ষোড়শাক্ষর, বৈষ্ণবীমন্ত্র ঊনবিংশাক্ষর, এবং শৈবীমন্ত্র সপ্তদশাক্ষর হইয়া থাকে। এইরূপে অনুলোম-বিলোমক্রমে পুটিত করিয়া মন্ত্রোদ্ধার করিবে। কেহ কেহ বলেন, অনুলোমেই পুটিত করিবে, বিলোমে আর পুটিত করিবে না। তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত নহে; কারণ, তাহা হইলে সর্ব্বতন্ত্রের সহিত বিরোধ ঘটিয়া যায়। যোগিনী-তন্ত্রে কথিত হইয়াছে; শ্রী-বীজ শ্রীঁ, মায়াবীজ হ্রীঁ, স্মরবীজ ক্লীঁ, যোগিনীবীজ ঐঁ, শক্তিবীজ সৌঃ, তারবীজ ওঁ, মায়াবীজ হ্রীঁ, কমলাবীজ শ্রীঁ, পরে বিদ্যা—ক্ এ ঈ ল্ হ্রীঁ, হ্ স্ ক্ হ্ ল্ হ্রীঁ, স্ ক্ ল্ হ্রীঁ,

শক্ত্যাদিবীজৈশ্চ বিলোমতোক্ত্যা,
শ্রীষোড়শীয়ঞ্চ শিবপ্রদিষ্টা ॥" ইতি।

তথাচ রুদ্রযামলে ;—

"শ্রীর্মায়া মদনো বাণী পরা তারং শিবপ্রিয়া।
হরিপ্রিয়া ত্রিকূটা সা পরা বাণী মনোভবঃ ॥
মায়া লক্ষ্মীর্মহাবিদ্যা শ্রীবিদ্যা ষোড়শী পরা ॥" ইতি।

দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতায়াঞ্চ ;—

"দ্বিতীয়স্যাদিযুগ্মঞ্চ বিপরীতং লিখেৎ সুধীঃ।
বালাঞ্চান্তর্ম্মুখীং কৃত্বা বিলিখেত্তদনন্তরম্ ॥
তারং মায়াং ততো লক্ষ্মীং তথা কূটত্রয়ং লিখেৎ।
কলয়া সম্পুটাং কুর্য্যাদ্রমাখ্যাং পরমেশ্বরীম্ ॥" ইতি।

য়া পূর্ব্বোক্তশক্ত্যাদিপঞ্চকলয়া। রমাখ্যাং পূর্ব্বোক্তপ্রণবাদিষট্‌কূটাম্। উমাখ্যা-
ত পাঠেঽপ্যয়মেবার্থঃ। কেচিত্তু কলয়াস্থানে বালয়াপাঠং কুর্ব্বন্তস্তত্র পরমেশ্বরী-
ত চ বালয়া অন্তর্ম্মুখ্যা সম্পুটাং বদন্তি। রমাখ্যাং শ্রীং,পরমেশ্বরীং হ্রীঁমিতি চ।

র বিলোমক্রমে শক্ত্যাদিবীজদ্বারা পাঠ করিবে—সৌঃ শক্তি, ঐং যোনি, ক্লীং
া, মায়া হ্রীং, ও শ্রীবীজ শ্রীং—এই সকল যোগ করিলে এই শ্রীষোড়শীবিদ্যা
ব-কথিতবিদ্যা হয়। রুদ্রযামলে কথিত হইয়াছে,—শ্রী শ্রীং, মায়া হ্রীং,
ন ক্লীং,বাণী ঐং, পরা সৌঃ,তার ওঁ,শিবপ্রিয়া হ্রীং,হরিপ্রিয়া শ্রীং,পরে ত্রিকূটা
ক্ এ ঈল্ হ্রীং, হ্ স্ ক্ হ্ ল্ হ্রীং, স্ ক্ ল্ হ্রীং, তারপর পরা সৌঃ,বাণী ঐং,
নাভব ক্লীং, মায়া হ্রীং, লক্ষ্মী শ্রীং,—এই মহাবিদ্যা পরা ষোড়শী শ্রীবিদ্যা।
ক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতায় উক্ত হইয়াছে ;—সুধীব্যক্তি দ্বিতীয়ের আদিযুগ্মকে বিপরীত-
াবে লিখিবে। তারপর বালাকে অন্তর্ম্মুখী করিয়া লিখিবে। তারপর তার, মায়া,
ক্ষ্মী, এবং কূটত্রয় লিখিবে। তারপর রমাখ্যা পরমেশ্বরীকে কলাদ্বারা সম্পুটা
রিবে। কলা-শব্দে পূর্ব্বোক্ত শক্তি-আদি পঞ্চকলা বুঝিতে লইবে। রমাখ্যা শব্দে
র্ব্বে কথিত প্রণবাদিষট্‌কূটা। 'উমাখ্যাম্' পাঠ যদি থাকে, তবে সে-ই অর্থ
রিতে হইবে। কেহ কেহ 'কলয়া'-পাঠস্থানে 'বালয়া'-পাঠ করিয়া, তাহাতে
রমেশ্বরীকে অন্তর্ম্মুখী বালাদ্বারা সম্পুটা বলিয়া থাকেন ; কিন্তু তাঁহারা রমাখ্যা
শ্রীং, ও পরমেশ্বরী হ্রীং, এরূপ ব্যাখা করেন। তদ্দ্বারা উত্তরদলে ক্লীং ঐং সৌঃ

তেনোত্তরদলে ক্লীং ঐং সৌং শ্রীং হ্রীমিতি বদন্তি। তন্ন, সম্পুটশব্দার্থাপরি জ্ঞানাৎ। নবরত্নেশ্বরে ;—

"মন্ত্রমাদৌ বদেৎ সর্ব্বং সাধ্যসংজ্ঞামনন্তরম্।
বিপরীতং পুনশ্চান্তে মন্ত্রং তৎ সম্পুটং স্মৃতম্॥" ইতি সম্পু

লক্ষণাৎ, অনন্বয়াপত্তেঃ, সর্ব্বতন্ত্রবিরোধাচ্চ। তথাচ শ্রীক্রমসংহিতায়াম্ ;—

"শ্রীর্মায়া মদনো বাণী পরেতানি মুখে কুরু।
বেদাদির্ভুবনেশানী শ্রীবীজঞ্চ ত্রিকূটকম্।
ষট কূটাং সম্পুটীকুর্য্যাদাদ্যৈঃ পঞ্চভিরক্ষরৈঃ॥" ইতি।

মায়াতন্ত্রে চ ;—

"লক্ষ্মীঃ পরা মদনযোনিযুতা চ শক্তি-,
স্তারং পরা চ কমলাৎপ্যথ মূল-বিদ্যা।

শ্রীং হ্রীং, এইরূপ হইবে বলেন। তাহা তাঁহারা প্রমাণপূত বলেন না ; কার তাঁহাদিগের সম্পুটশব্দের প্রকৃত অর্থজ্ঞান নাই বলিয়াই তাঁহারা ঐ প্রকার বলি সাহস করেন। নবরত্নেশ্বরনামকগ্রন্থে সম্পুটশব্দের অর্থ এই প্রকার কথি হইয়াছে ; আগে একটি মন্ত্র পাঠ করিবে। তারপর যাহা কিছু সাধ্যনামক মন্ত্রা হইবে, সে সকলকে পাঠ করিয়া পরে আবার সেই প্রথমোক্ত মন্ত্রকে বিপরী ভাবে পাঠ করিয়া যে যোজনা করিবে, তাহাকেই সম্পুটশব্দে আচার্য্যগণ স্মর করিয়াছেন। অতএব এই বাক্যদ্বারা তাঁহাদিগের কল্পিত নূতন বীজ গুলির- অর্থাৎ ক্লীং ঐং সৌং শ্রীং হ্রীং,এই বীজগুলির অন্বয়ই হইতে পারে না ; কার প্রথমে শ্রীং হ্রীং ক্লীং ঐং সৌঃ মন্ত্রকে পাঠ করা হইয়াছে ; সুতরাং সেই মন্ত্রকে বিপরীতভাবে পাঠ করিতে হইলে—সৌঃ ঐং ক্লীং হ্রীং শ্রীং, এইরূপই পাঠ হই দাঁড়ায়। অতএব তাঁহাদিগের কল্পিত বীজের আর অন্বয় হইবার অবকা থাকে না। তদ্ভিন্ন সকলতন্ত্রের সহিত বিরোধও ঘটিয়া উঠে। শ্রীক্রমসংহিত কথিত হইয়াছে,—শ্রী—শ্রীং, মায়া হ্রীং, মদন ক্লীং, বাণী ঐং, পরা সৌঃ, সকলকে প্রথমে কর। তারপর বেদাদি ওঁং, ভুবনেশানী হ্রীং, শ্রীবীজ শ্রীং, ত্রিকূটকে পাঠ করিবে। তারপর ষট্‌কূটাকে পাঠ করিয়া প্রথম কল্পিত পাঁ অক্ষর দ্বারা সম্পুটীকৃত করিবে। মায়াতন্ত্রে কথিত হইয়াছে ;—লক্ষ্মী শ্রীং, প হ্রীং, মদন ক্লীং, যোনি ঐং,শক্তি সৌঃ, তার ওঁং,পরা হ্রীং, কমলা শ্রীং, পরে

শক্ত্যাদিভিশ্চ বিপরীততয়া প্রদিষ্টং,

শ্রীমন্ত্ররাজমুদিতং পরদেবতায়াঃ॥" ইতি।

এতেনানুলোমতঃ পঞ্চবীজৈঃ সম্পুটিতমিতি মতং হেয়ম্। শ্রুতৌ তু,—

"রমা মায়া তারঃ পরা লক্ষ্মীঃ কুমারিকা বিদ্যা ব্যস্তা বালা শ্রীপরা চ।" ইতি।

ব্যস্তা বিপরীতা, তথেতি ব্যস্তেত্যর্থঃ। কুমারী চান্তর্মুখী বোধ্যা। অত্র কুমারিকানন্তরং তারাদিবীজসম্বন্ধস্তন্ত্রৈকবাক্যভাবনাৎ, ত্রৈপুরীশ্রুতিবলাচ্চ। তথাচ ত্রৈপুরী শ্রুতিঃ;—"শ্রীমায়ে মধ্যাদিবালিকা তারো মায়া শ্রীর্বিদ্যা পরাদি-পঞ্চবীজান্যন্তে চ।" ইতি।

শ্রীপরা চেতি—ন কেবলা বালা ব্যস্তা, শ্রীপরা চ ইতি। বিদ্যায়াং ষোড়শ-বীজানাং স্বরূপকথনং বা, ক্রমোক্তত্বাভাবাৎ। এতেন 'শ্রীমায়া তারং মায়া শ্রীবালা ত্রিকূটং ব্যস্তা বালা রমা মায়েতি মতঞ্চ হেয়ম্। কুলামৃতে,—

বিদ্যাকে যোগ করিয়া বিপরীতক্রমে শক্তি-আদিকে যোগ করিলে পরদেবতার শ্রীমন্ত্ররাজ যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাই হইবে।—ইহা দ্বারা—অনুলোমক্রমে পঞ্চ-বীজদ্বারা সম্পাদিত করিতে হইবে, এ মত পরিত্যাজ্য। শ্রুতিতে কথিত হই-য়াছে;—রমা শ্রীং, মায়া হ্রীং, তার ওং, পরা হ্রীং, লক্ষ্মী শ্রীং, কুমারিকা বালা বিদ্যা, ব্যস্তা বালা—শ্রীবীজ ব্যস্তভাবে পরে দিয়া পঠনীয়। ব্যস্তশব্দে বিপরীত, তথাশব্দের বিপরীত-অর্থ। কুমারীকে অন্তর্মুখী করিয়া পাঠ্য, ইহা বোধ্য। এই শ্রুতিতে কুমারিকার পর যে তার-আদি বীজের অন্বয় করা হয়; তাহার কারণ হইতেছে অন্যান্য তন্ত্রের বাক্যেও সেইরূপ কথিত হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, ত্রৈপুরী শ্রুতি অনুসারেও সেই প্রকার হইবে। যথা,—শ্রী, মায়া, মধ্যকে আদি করিয়া বালিকা, তার, মায়া ও শ্রী বিদ্যার পরে বসিবে, আদি পঞ্চ-বীজ অন্তেও বসাইবে। "শ্রীপরা চ"-শব্দের অর্থ এই যে, কেবল যে বালা-ই বিপরীতভাবে বসিবে, তাহা নহে, শ্রীবীজও পরে বসিবে। অথবা, বিদ্যাতে যে ষোলটি বীজ আছে, তাহাই মাত্র এই শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে; কারণ, বীজ-সকল ত ক্রমে কথিত হয় নাই। ইহা দ্বারা শ্রী, মায়া, তার, মায়া, শ্রীবালা, ত্রিকূট, বিপরীতবালা, রমা ও মায়া, এইসকল দ্বারা মন্ত্র উদ্ধৃত হইবে, ইত্যাকার একটি যে মত আছে, তাহাও পরিত্যাজ্য হইতেছে।

"শ্রীবীজং শক্তিবীজঞ্চ কামবীজঞ্চ বাগ্ভবম্।
বালান্তসংস্থিতং বীজং প্রণবঞ্চ ততঃ পরম্॥
শক্তিবীজং রমাঞ্চৈব বিন্যস্য পরমেশ্বরি।
লোপাং বা কামরাজং বা ত্রিকূটামথবা পরাম্॥
বিন্যস্য পুনরাদ্যানি পঞ্চবীজানি সুন্দরি।
বিপরীতক্রমেণৈব বিন্যস্য ষোড়শী পরা॥" ইতি।

যামলে চ ;—

"লক্ষ্মীঃ পরা মদনবাগ্ভবশক্তিবীজং,
তারঞ্চ ভূতিকমলেঽপ্যথ মূলবিদ্যা।
কূটত্রয়ঞ্চ বিপরীততয়া নিযুক্তং,
শ্রীষোড়শাক্ষরমিহাগমশাস্ত্রপ্রসিদ্ধম্॥" ইতি।

কূটত্রয়ং কামাদিবালায়াঃ। চকারাৎ রমাং মায়াঞ্চ। নিবন্ধে ;—

"সান্তান্তং শিবপূর্ব্বসপ্তমযুতং সূক্ষ্মান্তমন্তান্বিতম্,
দেবীং দক্ষিণবাহুশক্রনয়নং কামং কলালাঞ্ছিতম্।
দন্তান্তোর্দ্ধমুখং সশেষদশনং জীবং মুখেনান্বিতং,
বীজং পঞ্চকমিত্থমেবমুদিতং সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদম্॥
বেদাদ্যং ত্রিগুণাং রমামথ বদেৎ কামেন সংসেবিতাং,
লোপাং বা পুনরেব পঞ্চকমথো পূর্ব্বং বিলোমক্রমৈঃ।

কুলামৃতগ্রন্থে কথিত হইয়াছে ;—শ্রীবীজ, শক্তিবীজ, কামবীজ, বাগ্‌বীজ, বালা নিজের অন্তে সংস্থিত হইয়া থাকিবে, তার পর প্রণব, শক্তিবীজ, রমাবীজ, তারপর হে পরমেশ্বরি! মূলবিদ্যা, লোপামুদ্রার বীজ বা কামরাজবীজ, কিংবা ত্রিকূটাবীজ, অথবা পরাবীজ বিন্যাস করিয়া, আবার আদিভূত পঞ্চবীজ—হে সুন্দরি! বিপরীতক্রমে বিন্যাস করিয়া পরাষোড়শীবিদ্যার উদ্ধার করিবে।

যামলতন্ত্রে কথিত হইয়াছে ;—লক্ষ্মী, পরা, মদন, বাগ্‌ভব, ও শক্তিবীজ, তার, ভূতি, ও কমলা, অনন্তর মূলবিদ্যা, তারপর কূটত্রয় বিপরীতভাবে বিন্যাস করিলে আগমপ্রসিদ্ধ শ্রীষোড়শাক্ষর মন্ত্র উদ্ধার হইবে। কূটত্রয়শব্দে কামাদি বালার কূটত্রয় বুঝিতে হইবে। চকার থাকায় রমা ও মায়াকে গ্রহণ করিতে বলা হইয়াছে।

এষা শ্রীপরমা পরাৎপরতমা সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদা,
সারাৎসারতমা সমস্তজগতামুৎপত্তিভূতা পরা॥
সেয়ং শ্রীব্রহ্মরূপা সকলগুণময়ী নির্গুণা নিষ্প্রপঞ্চা,
সাক্ষাৎ কামদুঘা সুরাসুরগণৈর্ব্বন্দিতাঽঽনন্দরূপা॥" ইতি।

অস্যার্থঃ—স এব অন্তো যস্য, তেন সান্তঃ ষকারঃ, স এবান্তে যস্য, তেন সান্তান্তঃ শকারঃ, শিবো হকারঃ, তৎপূর্ব্বসপ্তমো রেফঃ; সুধান্তমীকারঃ; মস্তক-মনুনাসিকোঽনুস্বারঃ। তেন রমাবীজম্। দেবীং মায়াং। দক্ষিণবাহুঃ ককারঃ,শক্রো লকারঃ, নয়নমীকারঃ, কামং বিন্দুং, কলা কামকলা পরং ব্যোম ব্রহ্মনাদাত্মিকা-ঽর্দ্ধমাত্রা; তেন কামবীজম্। দন্তান্ত ঐকারঃ, ঊর্দ্ধমুখং মুখস্যোর্দ্ধং বিন্দুঃ, জীবঃ সকারঃ, শেষদশনমৌকারঃ, মুখং বিসর্গঃ; তেন পরাবীজম্। বেদাদ্যং প্রণবঃ; ত্রিগুণা মায়া। তেদাস্তরমাহ কুব্জিকাতন্ত্রে;—

"পরা চ কমলা কামো বাগ্‌ভবং শক্তিমেবচ।

নিবন্ধগ্রন্থে কথিত হইয়াছে;—সকার যাহার অন্তে আছে, সে ষকার; সেই ষকার যাহার অন্তে, সে সান্তান্ত—শকার। শিবশব্দে হকার; তাহার পূর্ব্ব সপ্তম হইতেছে রেফ। ঐ শকারে রেফযুক্ত হইলে শ্র হইবে। সুধান্ত হইতেছে ঈকার, মস্তকশব্দে অনুস্বার; তদ্‌যোগে হইল শ্রীং। দেবীশব্দে মায়া। দক্ষিণবাহু ককার। শক্র লকার। নয়ন ঈকার। কাম বিন্দু। কলা কাম-কলা—পর ব্যোম .ব্রহ্মনাদাত্মক অর্দ্ধমাত্রা। তদ্দ্বারা হইল কামবীজ ক্লীং। দন্তান্ত হইতেছে ঐকার। মুখের ঊর্দ্ধ বিন্দু। তদ্দ্বারা হইল, ঐং। জীব সকার। শেষদশন ঔকার। মুখ বিসর্গ। তদ্দ্বারা হইল সৌঃ। এটি পরা-বীজ। বেদের আদ্য প্রণব। ত্রিগুণা হইতেছে মায়া হ্রীং। এইরূপে রমাকে শ্রীং-বীজকে লিখিয়া, কামরাজবীজ, অথবা লোপামুদ্রার বীজ লিখিবে। আবার পূর্ব্বে কথিত বীজপঞ্চক বিলোমক্রমে লিখিবে। এই শ্রীবিদ্যা পরমা; কারণ, ইহা হইতেই সকলের উৎপত্তি হওয়ার ইহা অপেক্ষা আর কেহই উৎকৃষ্ট নহে। ইনিই পরাৎপরতম, ও সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদানকারিণী। ইনি সারাৎসারতম। এই পরা সমস্ত জগতের উৎপত্তিরূপা। এ-ই সেই শ্রীব্রহ্মরূপা সকলগুণময়ী দেবী; কিন্তু ইনি পরমার্থতঃ নির্গুণা ও নিষ্প্রপঞ্চস্বরূপা। ইনি আনন্দরূপা ও কামদুঘা গাভীর ন্যায় বলিয়া সুরগণ এবং অসুরগণকর্ত্তৃক বন্দিতা।

তারশক্তী চ কমলা ত্রিকূটাং যোজয়েত্ততঃ।
শক্ত্যাদ্যং ব্যুৎক্রমান্ন্যাসোৎ স্যান্মহাষোড়শী পরা॥
ইমাং বিদ্যাং মহাদেবি যোগী ভূপোঽথবা জপেৎ।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদা বিদ্যা অন্তে কৈবল্যদায়িনী॥
পরাদ্যা ভুবনেশানী জ্ঞেয়া ভুবনসুন্দরী।
কমলাদ্যা মহাবিদ্যা জ্ঞেয়া কমলসুন্দরী॥
কামাদ্যা চ মহাবিদ্যা বিজ্ঞেয়া কামসুন্দরী।
বাগ্‌ভবাদ্যা মহাবিদ্যা পরা বাক্‌সুন্দরী মতা॥
শক্ত্যাদ্যা চ মহাবিদ্যা বিজ্ঞেয়া শক্তিসুন্দরী।
আনন্দসুন্দরী বিদ্যা প্রথমা গুপ্তরূপিণী॥
কামবীজেন দেবেশি লোপয়া চ বিশেষতঃ।
স্যান্মহাষোড়শীমন্ত্রশ্চতুরাদ্যা বিপর্য্যয়াৎ॥' ইতি।

যোগিনীতন্ত্রে ;—

"শ্রীবীজং শক্তিবীজঞ্চ কামবীজঞ্চ বাগ্‌ভবম্।

এই বিদ্যার ভেদান্তর কুব্জিকাতন্ত্রে কথিত হইয়াছে ;—পরা, কমলা, কাম, বাগ্‌ভব, শক্তি, তার, শক্তি, কমলা ও তারপর ত্রিকূটাকে যোজিত করিবে। তারপর শক্তি-আদিবীজকে ব্যুৎক্রমে বিন্যাস করিবে। এই বিদ্যাকে যোগী অথবা রাজা জপ করিবে। এই বিদ্যা ভোগ ও মুক্তিপ্রদান করেন, এবং অন্তে কৈবল্যদান করিয়া থাকেন। পরাবীজ আদ্যবীজ, ইনি সাক্ষাৎ ভুবনেশ্বরী দেবী। অতএব ইঁহাকে ভুবনসুন্দরী বলিয়া জানিবে। কমলাবীজ আদ্যবীজ, ইনি সাক্ষাৎ মহাবিদ্যা। ইঁহাকে কমলাসুন্দরী বলিয়া জানিবে। কামবীজ আদ্যবীজ ; ইনি সাক্ষাৎ মহাবিদ্যা। ইঁহাকে কামসুন্দরী বলিয়া জানিবে। বাগ্‌ভববীজ আদ্যবীজ ; ইনি সাক্ষাৎ মহাবিদ্যা। ইঁহাকে পরা বাক্‌সুন্দরী বলিয়া আচার্য্যেরা মনে করেন। শক্তিবীজও আদ্যবীজ ; ইনি সাক্ষাৎ মহাবিদ্যা। ইঁহাকে শক্তিসুন্দরী বলিয়া বিজ্ঞাত করিবে। তারপর প্রথমা বিদ্যাকে গুপ্তরূপিণী বলিয়া আনন্দসুন্দরীরূপে বিজ্ঞেয়। পরে কামবীজ, বা কামরাজবীজ, অথবা হে দেবেশি! বিশেষভাবে লোপামুদ্রাবীজকে উদ্ধার করিয়া বিপর্য্যয়ক্রমে আদিভূত বীজচতুষ্টয় বিন্যাস করিলে মহাষোড়শীমন্ত্র হইবে।

যোগিনীতন্ত্রে কথিত হইয়াছে ;—শ্রীবীজ, শক্তিবীজ, কামবীজ, বাগ্‌ভববীজ,

বালান্তসংস্থিতং বীজং প্রণবঞ্চ ততঃ পরম্ ॥
শক্তিবীজং রমাঞ্চৈব বিন্যসেৎ পরমেশ্বরি।
লোপা' বা কামবাজং বা ভৈরবীমথবা পরাম্
বিন্যস্য পুনরাদ্যানি বীজানি পঞ্চ সুন্দরি।
ব্যুৎক্রমেণ সমেতানি ষোড়শী ভুবি দুর্লভা।
তুরীয়ায়া মনুং লক্ষং জপ্ত্বা সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ॥" ইতি।

ংক্রমেণ পঞ্চ বীজানি বিন্যসেদিত্যন্বয়ঃ।

জ্ঞানার্ণবে ;—

"বক্ত্রকোটিসহস্রৈস্তু জিহ্বাকোটিশতৈরপি।
বর্ণিতুং নৈব শক্যোয়ং শ্রীবিদ্যা ষোড়শাক্ষরী ॥
বৈখরী বাচ্যতাবত্ত্বাদশক্তা গুণবর্ণনে।
যতো নিরক্ষরং বস্তু পরা তত্রৈব কারণম্॥
মূকীভূতা হি পশ্যন্তী মধ্যমা মধ্যমা ভবেৎ।'

র বালার অন্তসংস্থিতবীজ প্রণবকে তারপর পাঠ করিবে। পরে শক্তিবীজ, াবীজ, হে পরমেশ্বরি! বিন্যাস করিবে। তারপর লোপাকে, অথবা কাম-জকে, কিংবা পরা ভৈরবীকে বিন্যাস করিয়া, আবার আদ্য পঞ্চবীজকে হে দরি! বিন্যাস করিবে। এই পঞ্চবীজ ব্যুৎক্রমে মিলিত হইবে। তাহা হইলে ষোড়শীবিদ্যা হইবে, তাহা এই পৃথিবীতলে একান্ত দুর্লভ জানিবে। তুরীয়া-বীর এই মন্ত্রকে লক্ষবার জপ করিয়া সিদ্ধসকলের ঈশ্বর হইতে পারে। ক্রমে পাঁচটি বীজকে বিন্যস্ত করিবে, এইপ্রকার অন্বয় করিতে হইবে।

জ্ঞানার্ণবে কথিত হইয়াছে ;—বক্ত্রকোটিসহস্রদ্বারা জিহ্বাকোটিশতদ্বারাও ষোড়শাক্ষরী শ্রীবিদ্যাকে বর্ণনা করিতে পারা যায়ই না। যেহেতু বৈখরী-ষা বাচ্যপদার্থের ভাব লইয়াই বর্ণনা করিয়া থাকে ; কিন্তু ইনি বাচ্যপদার্থ হন বলিয়া ইঁহার গুণবর্ণনে বৈখরী অশক্ত। আরও এককথা, যেহেতু এই নিরক্ষর ; এমন কোনই অক্ষর নাই, যদ্দ্বারা ইঁহাকে বিষয় করিতে পারা বে। সেই নিরক্ষর বস্তুই হইতেছেন পরা। আবার সেই পরাই পশ্যন্তী ও মাদ্বারা বৈখরীকে উৎপাদন করিয়া থাকেন, সেইহেতু কার্য্যরূপা বৈখরী কারণ পরার গুণবর্ণন কি করিয়া করিবে? সেইজন্যই পশ্যন্তী-ভাবাও

ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপা হি ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদা ॥
একোচ্চারেণ দেবেশি বাজপেয়স্য কোটয়ঃ।
অশ্বমেধসহস্রাণি প্রাদক্ষিণ্যং ভুবস্তথা ॥
কাশ্যাদিতীর্থযাত্রাঃ স্যুঃ সার্দ্ধকোটিত্রয়ান্বিতাঃ।
তুল্যং ন যান্তি দেবেশি নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
একোচ্চারেণ গিরিজে কিং পুনর্ব্রহ্ম কেবলম্ ॥
ষোড়শার্ণা মহাবিদ্যা ন প্রকাশ্যা কদাচন।
গোপনীয়া ত্বয়া ভদ্রে স্বযোনিরিব পার্ব্বতি ॥" ইতি।

বীজাবলীষোড়শীমাহ রুদ্রযামলে ;—

"শ্রীবীজমায়ে সংলিখ্য তথৈব চ কুমারিকাম্।
শ্রীবীজমায়ে কামঞ্চ বাঙ্মায়াকমলাং তথা।
পরাকামঞ্চ বাগ্বীজং মায়াং শ্রীবীজমেবচ ॥
বীজাবলী ষোড়শীয়ং সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা।
রাজ্যং দেয়ং শিরো দেয়ং ন দেয়া বীজষোড়শী ॥" ইতি।

ব্রহ্মযামলে চ ;—

"আদৌ লক্ষ্মীং পরাঞ্চৈব তথৈব চ কুমারিকাম্।

মূকীভূত (বোবা)। মধ্যমা ত মধ্যমারূপাই ; সে আর উত্তমোত্তমাকে কিরূপে ব্যক্ত করিয়া বলিবে? ইনি ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপ। ইনি ভোগ ও অপবর্গফল প্রদান করিয়া থাকেন। এই মন্ত্র একবার উচ্চারণ করিলে, কোটিবাজপেয়, ও সহস্র অশ্বমেধযাগজনিতফললাভ হয়। সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ ও কাশ্যাদি সার্দ্ধ ত্রিকোটিতীর্থযাত্রা উক্ত-ষোড়শাক্ষরমন্ত্রোচ্চারণের তুল্য হয় না। ইহাতে সংশয় করিবার কিছুই নাই। হে ভদ্রে পার্ব্বতি! এই ষোড়শাক্ষরী মহাবিদ্যা কখন প্রকাশ করিবে না ; ইহা তোমার নিজযোনির ন্যায় সর্ব্বদা গোপন করিয়া রাখিবে।

অনন্তর বীজাবলী ষোড়শীবিদ্যা কথিত হইতেছে,—'শ্রীঁং হ্রীঁং ঐঁং ক্লীঁং সৌঃ শ্রীঁং হ্রীঁং ক্লীঁং ঐঁং হ্রীঁং শ্রীঁং হ্রীঁং ক্লীঁং ঐঁং হ্রীঁং শ্রীঁং' এই বীজাবলী ষোড়শী সর্ব্বতন্ত্রে গোপিত। বরং রাজ্য ও মস্তক প্রদান করিবে, তথাপি এই বীজাবলী ষোড়শী প্রদান করিবে না।

ব্রহ্মযামলে কথিত হইয়াছে ;—'শ্রীঁং হ্রীঁং ঐঁং ক্লীঁং সৌঃ শ্রীঁং হ্রীঁং ক্লীঁং

ত্রিপুরসুন্দরী বালাম্বিকেতি বকলেতি বা মাতঙ্গীতি স্বয়ংবর-

শ্রীবীজঞ্চ পরাবীজং কামং বাগ্‌ভবমেবচ ॥
পরাশ্রীবালিকাশ্চৈব লিখেদ্ব্যুৎক্রমযোগতঃ।
অন্তে দদ্যাৎ পরাং শ্রীঞ্চ সম্পূর্ণা কথিতা ত্বয়ি ॥
বালা প্রধানা বিদ্যা চ সর্ব্বশাস্ত্রে চ গোপিতা ॥" ইতি।

ভগবতী শ্রুতিরাহ ;—"পঞ্চদশাক্ষরী শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরী"তি। পঞ্চাধিকানি দশসংখ্যাকানি চ অক্ষরাণি অভিধায়কানি যস্যা অসৌ। তান্যুচ্যন্তে ,—"বালাম্বিকেতী"ত্যাদিনা। বালাম্বিকেতি যোচ্যতে তন্ত্রপ্রদেশে। কথম্? বলযতেনিত্যবৃদ্ধিকর্ম্মণ এষ ভবতি। বলয়ত্যাত্মানং প্রবিভিন্নরূপেণেতি নবোয়ং ত্রিপুরা। গত্যর্থাদম্বতেরম্বিকা ভবতি দেবমাতা। যা চ বালাপি অম্বিকা, সা বালাম্বিকা ত্রিপুরা বালা ভৈরবী। তস্যা বীজমাহ ;—

"অধরো বিন্দুমানাঢ্যং ব্রহ্মেন্দ্রস্থং শশী যুতঃ।
দ্বিতীয়ো ভৃগুসর্গাঢ্যো মনুস্তার্তীয় ঈরিতঃ ॥
এষা বালেতি বিখ্যাতা ত্রৈলোক্যবশকারিণী ॥" ইতি।

হ্রীং ঐং ক্লীং সৌঃ শ্রীং হ্রাং হ্রীং শ্রীং' ইহা সম্পূর্ণ ষোড়শী মন্ত্র। এই বালা প্রধানবিদ্যা সর্ব্বশাস্ত্রে গোপিত আছে।

ভগবতী শ্রুতি বলিয়াছেন,—"পঞ্চদশাক্ষরী শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরী"তি। পাঁচ হইয়াছে অধিক যাহাতে, তাদৃশ দশসংখ্যক অক্ষর যাহার অভিধান করে ; তিনিই পঞ্চদশাক্ষরী। সেই পঞ্চদশ অক্ষর কি ? না, তাহা বলা যাইতেছে ;—"বালাম্বিকেতি" ইত্যাদি। তন্ত্রপ্রদেশে যাহাকে বালাম্বিকা বলা হয়। কি করিয়া হইল ? না, নিত্যবৃদ্ধ্যর্থক বলয়তিরূপের বল-ধাতু হইতে বালাপদ সিদ্ধ হইয়াছে। নানাপ্রকারের প্রবিভিন্নরূপ ধারণ করিয়া ইনি নিজ স্বরূপকে নিত্যই বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন। সেই জন্ম ইনি নব্যা ত্রিপুরা। অম্বতিরূপের গমনার্থক অম্ব-ধাতু হইতে অম্বিকাপদ নিষ্পন্ন হয়। তাহার অর্থ দেবমাতা। যিনি বালা হইয়াও অম্বিকা, তিনিই বালাম্বিকা ত্রিপুরাবালা ভৈরবী। বালাম্বিকাদেবীর বীজ কি, তাহা কথিত হইয়াছে ;—অধর ঐং,বিন্দুমানাঢ্য ব্রহ্ম কীং, ইন্দ্রস্থ ক্লীং-এই হইল দ্বিতীয় ; আর শশী—স, ভৃগুসর্গাঢ্য ঔঃযুক্ত—সৌঃ—এই হইল তৃতীয় মনু, বা মন্ত্র। তাহা হইলে 'ঐং ক্লীং সৌঃ' হইতেছে বালাম্বিকা বিদ্যা। জ্ঞানার্ণবে কথিত হই-

অথাপি ;—

"সূর্য্যস্বরং সমুচ্চার্য্য বিন্দুনাদকলাত্মকম্।
স্বরান্তং পৃথিবীসংস্থং তূর্য্যস্বরসমন্বিতম্ ॥
বিন্দুনাদকলাক্রান্তং সর্গবান্ ভৃগুরব্যয়ঃ।
শক্রস্বরসমাযুক্তা বিদ্যেয়ং ত্র্যক্ষরী মতা ॥" ইতি।

অথাপি ;—

"বাগ্‌ভবং প্রথমং দেবি কামবীজং দ্বিতীয়কম্।
তৃতীয়ং শক্তিবীজন্তু শিবযুক্তং সদা ভবেৎ ॥
এষা বালা সমাখ্যাতা সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতা ॥" ইতি।

"বকলেতি বে"তি। যামাহ বগলেতি, সৈষৈব বেদিতব্যা। বীজমপি ত... বেতি। বকলা কস্মাৎ? কৌটিল্যকর্ম্মণো বঙ্কতেরেষ বঙ্কতে স্বভাবাৎ কৌটি... করোতি বকস্তং লাতি যাঽঽদত্তে সা বকলা বিদ্যা ক্রূরকর্ম্মণোঽসুরস্য প্রচ্যাব... করী। বীজঞ্চ ;—"প্রণবং স্থিরমায়াঞ্চ।" ইতি।

য়াছে ;—সূর্য্যস্বর দ্বাদশস্বর ঐ, তাহাকে বিন্দুনাদকলাত্মক—অনুস্বার ও চন্দ্রবি... যুক্ত করিয়া উচ্চারণ করিবে। তাহাহইলে হইল ঐঁং। স্বরান্ত ক, পৃথিবীসং... লকারযুক্ত ক্ল, তূর্য্য-স্বরসমন্বিত ঈকারযুক্ত ক্লী, বিন্দুনাদকলাক্রান্ত ক্লীঁং। সর্গবা... বিসর্গযুক্ত, ভৃগু সকার, অব্যয় অনুস্বার, শক্রস্বরসমাযুক্ত চতুর্দ্দশস্বরযুক্ত; তাহা... হইলে হইল সৌঃ। একত্রে ঐঁং ক্লীঁং সৌঃ এই বীজত্রয় বালাম্বিকার বী... হইতেছে। এ মন্ত্রটি অভিশপ্ত; সুতরাং অন্যমন্ত্র বলা যাইতেছে। রুদ্রযামলে... কথিত হইয়াছে ;—হে দেবি! প্রথম মন্ত্র বাগ্‌ভব ঐঁং; দ্বিতীয় মন্ত্র কামবীজ ক্লীঁং... তৃতীয় মন্ত্র শক্তিবীজ হ্রীঁং, সর্ব্বদাই এই মন্ত্র শিবযুক্ত—সর্ব্বদোষরহিত। ইহা... যোগে ঐঁং ক্লীঁং হ্রীঁং হইতেছে।

তারপর কথিত হইয়াছে ;—"বকলেতি বা" ইতি। যাঁহাকে বগলা ব... হয়, তিনিই এস্থলে বকলানামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। বীজও সেই বগলাদেবী... বীজই। বকলা কি করিয়া হইল? না, কৌটিল্যার্থক বঙ্কতেরূপে বক্-ধাতু হইতে... বক-পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যে স্বভাবতই কুটিল, যে কখনই সরলব্যবহার করি... জানে না, সে-ই হইতেছে বকনামে অসুরবিশেষ। যিনি সেই বক-অসুরকে... সংহরণার্থ গ্রহণ করেন, তিনিই বকলা। যে অসুর ক্রূরকর্ম্মা, তাহার প্রচ্যা... করাই এই বকলাদেবীর কর্ম্ম। ইঁহার বীজ হইতেছে, প্রণব ও স্থির-মায়া

কল্যাণীতি ভুবনেশ্বরীতি চামুণ্ডেতি চণ্ডেতি বারাহীতি তিরস্করিণী

যথা ;—

"বহ্নিহীনেন্দ্রবুণ্ড মায়া স্থিরমায়া প্রকীর্তিতে"তি।

অথ মাতঙ্গীত্যেব বা সৈষেতি হ্যাম্নায়তে। মাতঙ্গী কস্মাৎ? মাদ্যতেঃ তিকর্মণো মতঙ্গো ভবতি মেঘো ; জগতাং হি প্রীতিরস্মাত্তদধিকারান্মাতঙ্গীতি। ঙ্গজাতা বা দেবীয়ং চাণ্ডালী, যতোঽবরা প্রবরাঽপি ভবতি, জাতিমাখ্যাপয়তি ; নিরস্যৈ রোচতে কামকলায়ৈ শৃঙ্গারকলায়ামিহি চ স্মাহ পুরাণম্। বীজমন্ত্রাঃ ;—

"প্রণবঞ্চ ততো মায়াং কামবীজঞ্চ কূর্চ্চকম্।" ইতি।

অথ যা স্বয়ঞ্চ বরঃ কল্যাণী জগতাং সতী অভীক্ষ্যতে, সোচ্যতে স্বয়ংবরকল্যাণী

হ্লীঁং বগলামুখীর বীজ জানিবে। প্রকৃতপক্ষে বহ্নিহীন ইন্দ্রবুণ্ড মায়াই স্থির-মায়া। হ্রীঁংবীজ হইতে র উঠাইয়া সেই স্থলে ল বসাইলে হ্লীঁংবীজ হইল। এইটিই বগলামুখীর বীজ। যদিও অন্যান্য পদের উদ্ধার করা হইয়াছে, তথাপি ঐ টিকে ঋষ্যাদিন্যাসে বীজ বলিয়া স্বীকার করিতে হইয়াছে।

তারপর বলা হইয়াছে,—"মাতাঙ্গীত্যেব বা" ইতি। মাতাঙ্গী হইল কি করিয়া? মাদ্যতি-রূপের প্রীতি-অর্থের মদধাতু হইতে মতঙ্গপদ নিষ্পন্ন হয়। সে পদের অর্থ হইতেছে মেঘ। জগতের যত প্রকার প্রীতিলাভ হয়, সে সমস্তই মেঘের সাহায্যে। অতএব যিনি সেই মেঘমণ্ডলকে অধিকার করিয়া বিদ্যমান আছেন, তিনিই মাতঙ্গী—অর্থাৎ মেঘমণ্ডলাধিকারিণী দেবী। অথবা মতঙ্গনামক কোনও চণ্ডালের কন্যা হইয়া মহাদেবের রতিস্পৃহাচরিতার্থ করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার নাম হইয়াছে মাতঙ্গী। যেহেতু গুণগরিমায় অতীব মহীয়সী হইয়াও যিনি সর্ব্বমানবসমাজের পক্ষে অত্যন্ত নীচ চণ্ডালযোনিতে জন্মিয়াছিলেন। কেন? না, সে জাতিটাও তাঁহাকেই ত সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল। তিনি কেন যোনির উপর এত রুচিসম্পন্ন হইয়াছিলেন? না, শৃঙ্গারকলার কামকলার অনুভব করিবার জন্য।—পুরাণকার ঋষিরা এই কথাই বলিয়াছেন। ইঁহার বীজ কি, বলা যাইতেছে। বামকেশ্বরতন্ত্রে কথিত হইয়াছে,—প্রণব, মায়া কামবীজ ও কূর্চ্চক হুঁং। ওঁং হ্রীঁং ক্লীঁং হুঁং এই হইতেছে বীজ।

তারপর কথিত হইয়াছে ;—"স্বয়ংবরকল্যাণী" ইতি। যিনি স্বয়ংই বর—

মহালক্ষ্মীরধিদৈবতে, ভাবে চাধিভৌতিকে শতরূপা ভবতি স্বয়মেব বর ইতি মায়েত্যাহ। বীজমস্যা মায়াখ্যাঽত্থাষ্যতে।

অথো আহ "ভুবনেশ্বরীতি" বেতি। ভুবনেশানীমাহাধরপ্রদেশে। ঈশ্বরীং ভুবনানামুৎপাদনস্থানভঙ্গাদিকার্য্যাণামীষ্টে, যোচ্যতে চ ;—

"হসাদ্যং বাগ্ভবং চান্তে হসকান্তে সুরেশ্বরি।
ভূবীজং ভুবনেশানীং দ্বিতীয়ং বীজমুদ্ধৃতম্।
শিবচন্দ্রৌ মহেশানি ভুবনেশী চ ভৈরবী॥" ইতি।

তথাঽন্যত্রাপি ;—

"হংসাস্ত্রয়ো দন্ত্যসকারকাঢ়া,
বস্বব্ধিপঙ্ক্তিস্বরসংবিভিন্না।
আদ্যৌ সবিন্দু পরতো বিসর্গী,
মধ্যে বিরিঞ্চীন্দ্রহরাগ্নিযুক্তঃ॥" ইতি।

জগতের কল্যাণী হইয়া লক্ষিত হন, তিনিই স্বয়ংবরকল্যাণীনাম্নী। আধিদৈবিকভাবে ইনি মহালক্ষ্মী। আর আধিভৌতিকভাবে ইনিই শতরূপা। ইনি নিজেই নিজের বর—স্বামী হইয়া থাকেন, অন্য কোন পুরুষকে ভর্ত্তা বলিয়া গ্রহণ করেন না, যেমন মানবসকলমধ্যে দেখা যায়। অতএব ইনি মায়াই। মায়ার বীজ মায়া হ্রীঁং। স্বয়ংবরকল্যাণী মায়ার বীজ হ্রীঁং বলা হইল।

অনন্তর বলিয়াছেন ;—"ভুবনেশ্বরীতি" বা ইতি। তন্ত্রশাস্ত্রে ইঁহাকেই ভুবনেশী ও ভুবনেশানীত্যাদিনামে বলা হইয়াছে। ইনি ত্রিভুবনের ঈশ্বরী উৎপত্তি, পালন ও সংহারকর্ত্রী। ইঁহার বীজ যথা,—আদিতে হস অন্তে ঐং ; হসৈং হইল প্রথম বীজ। হ ও সকারের পরে ভূ-বীজ ল, ও ভুবনেশানী হ্রীং, হ্ স্ ক্ ল্ হ্রীং হইল দ্বিতীয়বীজ। শিবচন্দ্র হস, ঔঃ-যুক্ত ; হসৌঃ হইল তৃতীয়বীজ। ইহার যোগে হইল, হ্সৈং হ্ স্ ক্ ল হ্রীং হ্সৌঃ। জ্ঞানার্ণবে তৃতীয়বীজের সর্ব্বাঙ্গ কীর্ত্তন করা হয় নাই ; কিন্তু ত্রিপুরার্ণবে সর্ব্বাঙ্গ-বীজই বলা হইয়াছে। যথা,—তিনটি হকার দন্ত্যসকারে যুক্ত—হ্ স্ হ্ স্ হ্ স্। বসু—অষ্ট সংখ্যা দ্বাদশ স্বর একার, অব্ধি সমুদ্র—চতুরন্তা পৃথিবীর সমুদ্র চারিটি ; সুতরাং চতুর্থস্বর ঈকার, এবং পঙ্ক্তি ভুবনপঙ্ক্তি চতুর্দ্দশ, চতুর্দ্দশস্বর ঔকারদ্বারা তাহারা ক্রমান্বয়ে বিভিন্নভাবে মিলিত হইবে। তাহা হইলে হসৈ হ্ স্ ঈ হসৌ হইল। ইহার প্রথমদ্বয় বিন্দুযুক্ত, ও পরেরটি বিসর্গযুক্ত। তাহা হইলে হসৈং হ্ স্ ঈং হসৌঃ হইল। মধ্যে বিরিঞ্চি ক,

অপিচাহ ;—"চামুণ্ডেতী"তি পারিভাষিকীয়ং পৌরাণানাম্। চামত্তের্ভক্ষণ-কর্ম্মণো ডাপয়তেস্তিরস্কারকর্ম্মণশ্চ ভবতি। সর্ব্বাংশ্চামূন্ ডাপয়তীযং চামুণ্ডেতি প্রণববীজমাহ। গুপ্তবতীকারস্ত দৃষ্টিরিহৈতস্যাম্। সর্ব্বথাপি মহালক্ষ্মীদেব্যাঃ স্বরূপমেবার্থ ইতি।

অথাপি ;—"চণ্ডেতি" বাহংহ। কোপকর্ম্মণশ্চণ্ডয়তেশ্চণ্ডা নাম ভয়ঙ্করী বিদ্যেতি। বীজমাহাস্যাঃ ;—

"লক্ষ্মীং লজ্জাং ততো মায়াং মায়াং দ্বাদশিকামপি।" ইতি।
ছিন্নমস্তামিমামাহাধরপ্রদেশে। অতশ্চণ্ডেতি প্রচণ্ডচণ্ডিকেতি চাম্নায়তে।

ইন্দ্র ল, এবং হব হ, অগ্নি-র-যুক্ত হইবে। তদ্দ্বারা হসৈং হ্ স্ ক্ ল্ হ্রীঁং হসৌঃ এইমন্ত্র হইল।

তারপর বলিয়াছেন ;—"চামুণ্ডেতি" ইতি। এই চামুণ্ডাশব্দটি পৌরাণিক-দিগের মতে পারিভাষিক। মার্কণ্ডেয়পুরাণে উক্ত হইয়াছে, যেহেতু তুমি চণ্ড ও মুণ্ডনামক অসুরদ্বয়কে গ্রহণ করিয়া আগমন করিয়াছ, সেই হেতু তুমি এই চতুর্দ্দশভুবনে চামুণ্ডানামে হে দেবি! বিখ্যাত হইবে। ইহা দ্বারা চণ্ডমুণ্ডবিধ্বংস-কারী দেবীই চামুণ্ডানামে বিদিত। ভক্ষণার্থক চামতি-রূপের চম্‌ধাতু ও ডাপয়তি-রূপের তিরস্কারার্থক ডাধাতু হইতে চামুণ্ডাপদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যিনি সমস্ত-লোককে তিরস্কৃত করেন—সর্ব্বগ্রাস করেন, তিনিই চামুণ্ডা। তদ্দ্বারা প্রণব-বীজই কথিত হয়।—এ বিষয়ে চণ্ডীগ্রন্থের গুপ্তবতীটীকাকারের দৃষ্টিই অভি-হিত। তিনি ঐ পদের সর্ব্বথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া আর আমরা কিছু অধিক বলিতে ইচ্ছা করি না। যাহাই হউক ঐ পদদ্বারা মহালক্ষ্মীদেবীর স্বরূপ-কীর্ত্তন করাই হয় বলিয়া তাহাই উহার অর্থ।

অনন্তর বলিয়াছেন ;—"চণ্ডেতি" বা ইত্যাদি। চণ্ডয়তি-রূপের কোপার্থক চণ্ডধাতু হইতে চণ্ডানাম সিদ্ধ হইয়াছে। এই বিদ্যা ভয়ঙ্করী। ইঁহার বীজ উক্ত হইয়াছে ;—শ্রীঁং হ্রীঁং হ্রীঁং ঐঁং। তন্ত্রাদিতে এই বিদ্যাকে ছিন্নমস্তানামে অভি-হিত করা হইয়াছে। সেই সেই স্থলেই চণ্ডা ও প্রচণ্ডচণ্ডিকানামেও অভিহিত করা হয়।

রাজমাতঙ্গীতি বা শুকশ্যামলেতি বা লঘুশ্যামলেতি বা অশ্ব-

অথাহ :—"বারাহীতী"তি। ববমাতস্তীরমন্তঃ প্রবিশ্য, ততো ভবত্যাকৃত্য পৃথিবীতি দেবাধিষ্ঠানাদ্ বারাহীতি। সৈষা বারাহী ভবত্যপি।

অপিচাহ;—"তিরস্করিণী রাজমাতঙ্গীতি বে"তি। তিরস্কারিণী সতী তিরস্করণাৎ সচ্চিদানন্দস্যেতি রাজমাতঙ্গী মাতঙ্গীনাং রাজ্ঞীতি ব্যাকৃতা প্রাক্। পুনরুক্ত্যা দেবতাভেদমাখ্যাতুম্। বীজমপ্যেতর্হি মার্গিতব্যমিতি।

তথাচাহ;—"শুকশ্যামলেতি বে"তি। শোকতেঃ শোভতের্বা দীপ্তিকর্ম্মণঃ শুকে ভবতি দীপ্তিমান্। স্ত্রীযোগাচ্চ শুকীয়ং কশ্যপদয়িতা। তথা শ্যামলা শ্যায়তে-র্গতিকর্ম্মণঃ শ্যামগুণা তামসী ভবতি লাতেরাদানকর্ম্মণশ্চ। ততশ্চ তিস্রো ভবন্তি শুকা ইতি। শুকবচ্ছ্যামলা বেতি দুর্গামাহ। সেয়ং হৈমবতী চেৎ

অনন্তর কথিত হইয়াছে;—"বারাহীতি" ইতি। এই দেবী সমুদ্রের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া যাহা শ্রেষ্ঠ, তাহাই লইয়া উঠিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা পৃথিবীর উদ্ধার সাধন হইয়াছিল। বারাহীমূর্ত্তিতে দেবতার অধিষ্ঠান হইয়াছিল বলিয়া এই দেবীর নামও বারাহী হইয়াছে। এই মহালক্ষ্মীই সেই বারাহীদেবী।

অনন্তর কথিত হইয়াছে;—"তিরস্করিণী রাজমাতঙ্গীতি বা" ইতি। এই মহালক্ষ্মীই তিরস্কারিণী—অদর্শনী বিদ্যা, যে বিদ্যাদ্বারা বিদ্বান্ অন্যের অদৃশ্য হইতে পারে (ভেল্কি), সেইরূপ স্বরূপের অদর্শনকারিণী বিদ্যা হইয়া, সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের, বা দেবীর স্বরূপের তিরস্করণী—যবনিকার ন্যায় হইয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, মাতঙ্গী-বিদ্যার মধ্যে রাজ্ঞীরূপা রাজমাতঙ্গী হইয়াছিলেন। ইহার ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। আবার এখানে দেবতান্তর বুঝাইবার জন্য বলা হইল। তাহাহইলে ইঁহার বীজও অনুসন্ধেয়।

অনন্তর কথিত হইয়াছে;—"শুকশ্যামলেতি বা" ইতি। দীপ্ত্যর্থক শুকধাতু বা শুভধাতু হইতে শুকপদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহার অর্থ দীপ্তিমান্। স্ত্রীযোগে এই শুকী কশ্যপের স্ত্রী। ইঁহা হইতে সকলপক্ষীর সৃষ্টি হইয়াছিল। অথবা তাহার স্বরূপ শ্যামলা। গমনার্থক শ্যায়তেধাতুর নিষ্পত্তিতে শ্যামপদ সিদ্ধ হইয়াছে। তাহার অর্থ তামসী শ্যামগুণা দেবী। তাহার পর গ্রহণার্থক লাধাতুদ্বারা শ্যামলাপদ সিদ্ধ হইয়াছে। যিনি তামসভাবকে গ্রহণ করেন; কি না, সাত্ত্বিকভাবকে দান করেন, জ্ঞানবৃদ্ধি করাইয়া দেন। তদ্দ্বারা সাধক মুক্তিলাভ করে। ইঁহাকে

রূঢ়েতি বা প্রত্যঙ্গিরা ধূমাবতী সাবিত্রী সরস্বতী ব্রহ্মানন্দকলেতি।

চোপনিষদীতি। লঘুশ্যামলেতি তামাহ, যাহতসীপুষ্পবর্ণাভাং দুর্গামাহ তেজো-রাশিসমুদ্ভবামিতি।

অথাপ্যাহ;—"অশ্বারূঢ়েতি বে"তি। ব্যাপ্তিকর্ম্মণোঽশিষ্যতেরশ্নাতেশ্বা ভক্ষণ-কর্ম্মণোঽশ্বো ভবতি কালাত্মা। তদারূঢ়া শবশিবারূঢ়া কালীতি। অশ্বেনারূঢ়ামপি কশ্চিদ্ধয়গ্রীবামাহুরিতি বীজমপি মার্গিতব্যম্।

অথ যা প্রত্যঙ্গিরসমাসন্না দৈবী বাক্, তামাহ—"প্রত্যঙ্গিরা" ইতি। বাক্ চ বাজৈঁমিতি বেদিতব্যম্। সাপি সৈবেতি মন্তব্যম্। প্রত্যঙ্গিরাঽপাথবপ্রদেশে নাম্নৈব প্রখ্যাতেতি।

অথো অপি;—"ধূমাবতী"তি যা বিদ্যাখ্যা প্রসিদ্ধা, সৈষা ভবতি সাংপীতি। ধূনোতেঃ কম্পকর্ম্মণো ধূমো ভবতি কম্পয়িতাঽগ্নেরগ্নিং ধূনোতি সম্বর্গায় জগতামিতি যা তামসী সংহৃতিস্তদ্বতীয়ং শিবভক্ষণাদিরাধরসংবাদঃ। দান্তাবর্ণীশবিন্দ্বন্তৌ চৈতি। সেয়ং বিধা বিকল্পিতা চ সংহারমূর্ত্তিমতীতি।

কী বলা যায়। উপনিষদ্গণ বলেন, ইনিই সেই উমা হৈমবতী বহুশোভমানা স্ত্রী। তাহাকেই লঘুশ্যামলা বলা হয়, যিনি অতসীপুষ্পবর্ণাভা দুর্গা সমস্তদেবতার তেজোরাশি হইতে সমুদ্ভূতা।

তার পর বলা হইয়াছে; -"অশ্বারূঢ়েতি" ইতি। ব্যাপ্তি-অর্থের অশিষ্যতেরূপের অশ্নাতিরূপের ভক্ষণার্থক অশ্ ধাতু হইতে অশ্বপদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহার অর্থ হইতেছে—মহাকাল। তদারূঢ়া—শবশিবারূঢ়া কালী। কেহ কেহ বলেন,—অশ্বদ্বারা আরূঢ়া, যিনি হয়গ্রীবা-নামে খ্যাত। ইঁহার বীজও অনুসন্ধেয়।

তার পর বলা হইয়াছে;—"প্রত্যঙ্গিরা" ইতি। যে দৈবী বাক্ অঙ্গিরা ঋষির প্রতি আগমন করিয়াছিল, সেই বাগ্দেবীকেই প্রত্যঙ্গিরা-নামে অভিহিত করা হইয়াছে। বীজের মধ্যে বাক্‌বীজ ঐঁম্। সেই প্রত্যঙ্গিরাদেবীও সেই বাগ্দেবী। তন্ত্রাদিতে প্রত্যঙ্গিরানামেই প্রসিদ্ধ আছে দ্রষ্টব্য।

তার পর বলা হইয়াছে;—"ধূমাবতী" ইতি। ইনি ধূমাবতীনামেই সর্ব্বত্র খ্যাত। এই বিদ্যা দ্বিবিধ। এক মন্ত্রময়ী, অন্য চিন্ময়ী। কম্পার্থক ধূধাতু হইতে ধূমপদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ধূম অগ্নির কম্পয়িতা। জগতের সংবর্গার্থ—সংহারার্থ যে অগ্নিকে কম্পিত করে, সে-ই ধূমা। ধূমাশব্দে তমোগুণের ক্রিয়া

সাবিত্রীসরস্বত্যৌ প্রতীতে। "ব্রহ্মানন্দকলেতী' তি। সর্ব্বাশ্চৈতা নামভিঃ রূপৈশ্চ ব্যাকৃতাঃ সত্যঃ পৃথগরূপা অপি ব্রহ্মানন্দকলেতি ব্রহ্মরূপিণ্যানন্দকলা ভবতি। অতশ্চৈক্যমেবাভিপ্রেতমিতি রহস্যম্। তথৈতদত্রাম্নায়তে কৃষ্ণযজুষা তৈত্তিরীয়োপনিষদি ;—"ভৃগুর্বৈ বারুণির্বরুণং পিতরমুপসসার অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তস্মা এতং প্রোবাচ অন্নং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাচমিতি। তং হোবাচ—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে; যেন জাতানি জীবন্তি; যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি; তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা—অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।" ইত্যারভ্যান্নং প্রাণং মনো বিজ্ঞানঞ্চ ব্রহ্মত্বেন বিজ্ঞায়াপি "পুনরেব বরুণ

সংহার। ইনি শিবকে ভক্ষণ করিয়া সেই সংহারক্রিয়াবতী ধূমাবতী হইয়াছিলেন। তন্ত্রাদিতে এরূপ প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায় যে, কোন সময় দেবী জগন্নাথ শিবকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। শিব-ত জীর্ণ হইবার নহে; সেইজন্য ইনি পরিপাক করিতে না পারিয়া কম্পান্বিতকলেবর হইয়াছিলেন। সেইহেতু ইঁহাকে ধূমাবতী বলা হয়। ইঁহার বীজ হইতেছে ধূং ধূং। ইনি শিবকে ভক্ষণ করায় বিধবা, সুতরাং বিকম্পিতা এই সংহারমূর্ত্তি ধূমাবতী।

তারপর সাবিত্রী ও সরস্বতী দেবী সর্ব্বজনপ্রথিত বলিয়া আর বলিবার কিছুই নাই। পরে কথিত হইয়াছে;—"ব্রহ্মানন্দকলেতি" ইতি। এই সকল-দেবী নাম ও রূপ, আর কর্ম্মদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিলেও ব্রহ্মানন্দকলাই—ব্রহ্মরূপিণী আনন্দকলাই। অতএব ইঁহাদিগের ঐক্যই শাস্ত্রের অভিপ্রেত।—ইহা অতীব গুহ্যতর। যেমন কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় উপনিষদে কথিত হইয়াছে;—বারুণি ভৃগু বরুণ-নামক পিতার নিকট যাইয়া আমাকে ব্রহ্মবিষয়ক শিক্ষা দাও বলিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। বরুণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, এই অন্ন, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, মনঃ ও বাক্ই ব্রহ্ম। তাঁহাকে উপপত্তি করিয়াও দিয়াছিলেন যে, যাহা হইতে এসকল ভূত (প্রাণী) জন্মায়, যদ্দ্বারা জন্মিয়া জীবিত থাকে, এবং যাহাতে প্রয়াণ করে, অভিসংবিষ্ট হয়, তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, সে-ই ব্রহ্ম। বরুণতনয় ভৃগু তপোব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া (জ্ঞানদ্বারা পর্য্যালোচনা করিয়া) অন্নকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন। ইত্যাদি আরম্ভ করিয়া প্রাণ, মনঃ, ও বিজ্ঞানকে ব্রহ্মরূপে জানিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে না পারায় বরুণতনয়

পিতরমুপসসার—অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ—তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব; তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা—আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।—আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে; আনন্দেন জাতানি জীবন্তি; আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।" ইত্যানন্দেনৈবোপসংজহার। তথৈবাত্রাপি স্বয়মেব শ্রুতিঃ ষোড়শীমারভ্য মহাত্রিপুরসুন্দরীং, ত্রিপুরাবালাং, বকলাং, মাতঙ্গীং, কমলাং, ভুবনেশ্বরীং, চামুণ্ডাং প্রচণ্ডচণ্ডিকাং, বারাহীং, রাজমাতঙ্গীং, দুর্গাং, কালীং, হয়গ্রীবাং বা, প্রত্যঙ্গিরাং, ধূমাবতীং, সাবিত্রীং, সরস্বতীঞ্চ ব্রহ্মানন্দকলাত্বেনোপসংহরতি—"ব্রহ্মানন্দকলেতি।" ইতি। ইতিবদ বিদ্যাপরিচয়পরিসমাপ্ত্যর্থঃ। অত্র খল্ববতীর্ণায়া বিদ্যায়াঃ পরিচয়ঃ পরিসমাপ্যত ইতি। অথাপি স্যাৎ কস্যচিন্মতিরন্নাদীনাং ব্রহ্মতায়া অপ্রসিদ্ধেস্ততস্ততো মনন-

গু আবারও পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, আমাকে ব্রহ্ম কি, তাহা অধ্যয়ন করাও। বরুণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—তপস্যাদ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর; তপই ব্রহ্ম। তিনি তপস্যা করিয়াছিলেন। জ্ঞানের পর্য্যালোচনাত্মক তপস্যা করিয়া আনন্দকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন। শ্রুতি বলিয়াছেন, আনন্দ হইতেই এই সকল ভূত জন্মিয়া থাকে। আনন্দদ্বারা জন্মিয়া জীবিত থাকে। আনন্দে প্রয়াণ করে,—অভিসংবেশ করে।—এই বাক্যদ্বারা শ্রুতি আনন্দ লইয়াই ব্রহ্মের উপদেশ ও জ্ঞানের উপসংহার করিয়াছেন। সেইরূপ এ উপনিষদেও শ্রুতি স্বয়ংই ষোড়শীকে আরম্ভ করিয়া মহাত্রিপুরসুন্দরীকে, ত্রিপুরাবালাকে, বকলাকে, মাতঙ্গীকে, কমলাকে, ভুবনেশ্বরীকে, চামুণ্ডাকে, প্রচণ্ডচণ্ডিকাকে, বারাহীকে, রাজমাতঙ্গীকে, দুর্গাকে, কালীকে, বা হয়গ্রীবাকে, প্রত্যঙ্গিরাকে, ধূমাবতীকে, সাবিত্রীকে, ও সরস্বতীকে, ব্রহ্মানন্দকলা বলিয়া মহাবাক্যের অর্থের উপসংহার করিতেছেন,—"ব্রহ্মানন্দকলেতি"। এস্থলে যে ইতিশব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার প্রয়োজন এই যে, এই পর্য্যন্ত গ্রন্থদ্বারাই বিদ্যার পরিচয় সমাপ্ত হইয়াছে। এই উপনিষদে যে বিদ্যার অবতারণা করা হইয়াছিল, তা ক্রমে ক্রমে বিশেষভাবে পরিচিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব সেই বিদ্যাপরিচয়পরিসমাপ্তির জন্য এস্থলে ইতিশব্দ পাঠ করিতে হইয়াছে।—

—এস্থলে কাহারও মনে হইতে পারে যে, ঐ অন্নাদিপদার্থের ব্রহ্মভাব একান্ত অপ্রসিদ্ধ; সুতরাং সেই-সেই-অন্নাদিপদার্থ হইতে ব্রহ্মভাবের মননকে

স্যাপি ব্যুদস্য প্রতিষ্ঠানমন্যত্র কৃতমিতি ভবত্যানন্দেনৈাপসংহা ; স্থিত্ত্বাবিদ্যানা প্রতি প্রতি ব্রহ্মভূয়তয়া নাস্তি ব্যুদস্য প্রতিষ্ঠানমিতি কথঙ্কার উপসংহারঃ প্রাপ্নুয়াৎ ? কথন্তুতির্ব্বা তত্রাবিদ্যায়া দৃষ্টেশ্চেতি শ্রুতেরুপসংহারমুদ্রয়ৈব বর্ত্তিতব্যমিতি আনন্দঃ প্রতিষ্ঠেতি দৃষ্টবদানন্দে প্রতিষ্ঠা সর্ব্বাসাং বিদ্যানাং, যাশ্চ পঞ্চদশেতি ক্রমস্যাকৃতেশ্চ সংগ্রাহ্যঃ প্রভেদমালম্ব্য যো হ্যধবপ্রদেশঃ প্রবর্ত্ততে ;—

"শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি লোপামুদ্রাভিধাং পরাম্।
কামরাজাখ্যবিদ্যায়াঃ শক্তিং তূর্য্যঞ্চ সুন্দরি ॥
হিত্বা মুখে শিবেন্দ্বাঢ্যা লোপামুদ্রা প্রকাশিতা ॥" ইতি।

ক্ এ ঈ ল্ হ্রীং ইত্যস্য শক্তিমেকারং তুর্য্যমীকারঞ্চ হিত্বা মুখে ককারস্যা শিবং হকারং ইন্দুং সকারঞ্চ যোজয়েদিতি। অন্যত্রাপি ;—

নিরস্ত করিয়া পর-পর-পদার্থে ব্রহ্মভাব স্থাপন করিয়া মনন করিতে উপদেশ কর হইয়াছে। কাজেই পরিশেষে যাইয়া আনন্দকে লইয়া ব্রহ্মের উপাসনা জ্ঞানের পর্য্যবসান করিতে হইয়াছে ; কিন্তু এস্থলের যে সকল বিদ্যার কথা হইয়াছে, তাঁহাদিগের ব্রহ্মভাব প্রত্যেকেই পরিনিষ্ঠিত ও প্রত্যেকেই প্রতিষ্ঠি সুতরাং একের উপর ব্রহ্মভাব স্থাপন ও তাহার প্রতিষেধ হইতে পারে না। সে জন্য কি করিয়া সেরূপে উপসংহার করার কথা বলিতে পার, আর কি করিয়া বা সেরূপ জ্ঞান করিতে পার ? অতএব বলিতে হইবে, এস্থলে উপনিষদের উপসংহার মাত্র করা হইল—অর্থাৎ এ উপনিষৎ এইখানেই পরিসমাপ্ত হইল। তবে যে আনন্দে আসিয়া উপসংহার করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা বিশেষ কিছুই বলা হয় নাই। নির্ব্বাণোপনিষদাদিতে কথিত হইয়াছে দেখা যায় যে, আনন্দই প্রতিষ্ঠা; সুতরাং এই উপনিষৎও সেইরূপ সকলবিদ্যার উপসংহার, বা সেই পঞ্চদশবিদ্যা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এই ব্রহ্মানন্দকলায়। যখন এস্থলে কোন প্রকার ক্রমের কথা উত্থাপন করা হয় নাই, তখন তন্ত্রাদিতে যে অন্যান্য বিদ্যার উপদেশ করা হইয়াছে, তাহাও সংগ্রহ করিতে হইবে। যেমন লোপামুদ্রা—বিদ্যা একটি আছে। তদ্বিষয়ে কথিত হইয়াছে ;—হে দেবি ! শ্রবণ কর বলিতেছি লোপামুদ্রানাম্নী পরা-বিদ্যাকে। হে সুন্দরি ! কামরাজমন্ত্রের শক্তি, ও তূর্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া মুখে শিব ও ইন্দুকে যুক্ত করিলে লোপামুদ্রা-বিদ্যা প্রকাশিত হইবে। ক্ এ ঈ ল্ হ্রীং এই মন্ত্রের শক্তি একার, ও তুর্য্য ঈকার, এ উভয় পরিত্যাগ করিয়া

"সকলা ভুবনেশানী কামেশীবীজমুদ্ধৃতম্।
অনেন সকলা বিদ্যাঃ কথয়ামি বরাননে॥
শক্ত্যন্তস্তুর্য্যবর্ণোঽয়ং কলমধ্যে সুলোচনে।
বাগ্‌ভবং পঞ্চবর্ণাঢ্যং কামরাজমথোচ্যতে॥
মাদনং শিবচন্দ্রাঢ্যং শিবান্তং মীনলোচনে।
কামরাজমিদং ভদ্রে ষড়্‌বর্ণং সর্ব্বমোহনম্।
শক্তিবীজং বরারোহে চন্দ্রাঢ্যং সর্ব্বমোহনম্॥
এতামুপাস্য দেবেশি কামঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ।
কামরাজো ভবেদ্দেবি বিদ্যেয়ং ব্রহ্মরূপিণী॥" ইতি।

অস্যার্থঃ—সকলা ভুবনেশানী 'স্ ক্ ল্ হ্রীং' কামেশীবীজং শক্তিকূটমুদ্ধৃতম্। [illegible]গা কলমধ্যে শক্তিরেকারঃ, তুর্য্যমীকারঃ; তথাচ 'ক্ এ ঈ ল্ হ্রীং' ইতি [illegible]গ্‌ভবং কূটম্। তদেব কলবর্ণং শিবচন্দ্রাঢ্যং হকারসকারযুক্তং শিবান্তং শিবো[illegible]কারঃ,অন্তে ভবোঽন্ত্য উপান্ত্যো যস্য কলস্য; তথাচ হ্ স্ ক্ হ্ ল্ হ্রীং' কাম[illegible]জকূটম্। শক্তিবীজং শক্তিকূটঞ্চ চন্দ্রাদ্যং 'স্ ক্ ল্ হ্রীং' যৎ পূর্ব্বমুক্তং 'সকলা [illegible]বনেশানী'তি। তেন ত্রিভিঃ কূটৈঃ কামরাজবিদ্যেয়মিত্যাখ্যায়তে। এব

[illegible]কারের প্রথমে হকার ও সকার যোগ করিতে হইবে। তদ্দ্বারা হ্ স্ ক্ ল্ হ্রীং [illegible]ইবে।

অন্যত্র ও কথিত হইয়াছে;—স্ ক্ ল্, ও ভুবনেশানী হ্রীং, এই স্ ক্ ল্ হ্রীং [illegible]ইতেছে কামেশীবীজ শক্তিকূট। হে বরাননে! ইহা দ্বারাই আমি সকল [illegible]দ্যাটিই বলিব। হে সুলোচনে! কল'র মধ্যে শক্তি একার, তুর্য্য ঈকার; তদ্দ্বারা [illegible] এ ঈ ল্ হ্রীং বাগ্‌ভবকূট কথিত হইল। অনন্তর কামরাজকূট বলিতেছি। হে [illegible]নলোচনে! সেই কলবর্ণই শিব ও চন্দ্রযুক্ত করিলে.—অর্থাৎ সকার ও হকারযুক্ত [illegible]বিলে, এবং শিবান্ত করিলে, অর্থাৎ কলবর্ণের অন্তবর্ণ হইতেছে ল, তাহার [illegible]র্ব্বে শিব হকার যোগ করিলে, শিবচন্দ্রাঢ্য হ্ স্ ক্ ল; শিবান্ত হ্ স্ ক্ হ্ ল্, [illegible]াব পূর্ব্বোক্ত হ্রীং—সাকল্যে হইতেছে হ্ স্ ক্ হ্ ল্ হ্রীং, এই ষড়্‌বর্ণ হে [illegible]দ্রে! সর্ব্বমোহন কামরাজকূট। আর শক্তিবীজ—শক্তিকূট চন্দ্রাঢ্য করিলে, হইল [illegible]ক্ ল্ হ্রীং। তদ্দ্বারা সেই কূটত্রয়ে এই কামরাজবিদ্যা নিষ্পন্ন হয়। যথা,— [illegible]ক্ এ ঈ ল্ হ্রীং হ্ স্ ক্ হ্ ল্ হ্রীং স্ ক্ ল্ হ্রীং। হে দেবেশি! এই বিদ্যার

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্,
যস্মিন্ দেবো অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি,

মন্যত্র বিস্তর ইতি, তৎ ষড়্‌কূটা-নবকূটাদিবৎ পঞ্চদশকূটায়াঃ সহচর ইত্যুপপত্ত্যে ক্ষণীয়মিতি। ইদানীমেতদ্বিদঃ কৃতার্থতাং দর্শয়তি;—"ঋচঃ" ইত্যাদি। ঋচ ইতি বেদা বা এত উক্তাঃ। ঋচতের্বার্চ্চয়তের্ঋচো ভবন্তি। আভিরর্চ্চ্যতে ব্রহ্মেতি। অক্ষরে—ক্ষরো বিনাশঃ বিপরিণামাপক্ষয়নাশাত্মা ন বিদ্যতেঽস্মিন্নিতি জাতিবৃদ্ধ্যো রস্তিতায়াশ্চ প্রাগ্বর্ত্তিনীনাং সংগ্রহঃ। তথাচ ষড়্‌ভাববিকাররহিতে পরমে—পরো হিরণ্যগর্ভঃ সন্ মীয়তে পরিমীয়তেঽস্মিন্নিতি পরাৎপরে ব্রহ্মণি ব্যোমন্ ব্যোম্নি হার্দ্দাকাশকল্পে যস্মিন্ কস্মিংশ্চিদনির্দ্দিষ্টে ইদমিত্যনেন দেবা অধি আধিক্যেন বিশ্বে চ নিষেদুঃ আশ্রিতাস্তিষ্ঠন্তি, যঃ সাধকস্তদ্‌ব্রহ্ম ন বেদ জানাতি, কিমৃচা ব্রহ্ম-

---

উপাসনা করিয়া কামদেব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিলেন। যে এই বিদ্যার উপাসনা করিবে, সে কামরাজ হইবে, পূর্ণকাম হইবে; কারণ, এ বিদ্যা ব্রহ্মস্বরূপিণী। ঐ মন্ত্রের যেমন ত্রিকূট বলা হইল, সেইরূপ উহার পঞ্চকূট, ষড়্‌কূট, ও নবকূটাদি পঞ্চদশকূট পর্য্যন্ত হইতে পারে, ইহা প্রমাণ দেখিয়া উপপন্ন করিবে।

এইক্ষণে যে এই বিদ্যার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিয়াছে, সে যে কৃতার্থ হয়, তাহাই দেখান হইতেছে;—"ঋচঃ" ইত্যাদি। এই যে 'ঋচঃ'-পদ গ্রহণ করা হইয়াছে, এ চতুর্ব্বেদকেই বলা হইয়াছে। অর্চ্চনার্থক, বা স্তুত্যর্থক ঋচ্-ধাতু হইতে ঋচ্-পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহার অর্থ—যদ্দ্বারা দেবতা অর্চ্চিত বা স্তুত হন, সেই বেদমন্ত্রসকল। আবার সকল-ঋক্‌দ্বারাই সাক্ষাৎ ও পারম্পর্য্যক্রমে ব্রহ্মই অর্চ্চিত হন। অক্ষর—ক্ষরহীন; জন্মাদি ষড়্‌-ভাববিকার এস্থলে ক্ষর শব্দের লক্ষ্য। সেই জন্মাদি-ষড়্‌ভাববিকাররহিত: পরম—পরশব্দে হিরণ্যগর্ভ, তিনি যথায় পরিমিত হন, তিনি পরম; অর্থাৎ পরাৎপর ব্রহ্ম; ব্যোমন্ দহরাকাশ রূপ-যে-কোনও এই-বলিয়া নির্দ্দেশের অযোগ্য পদার্থ সেই পঞ্চমতত্ত্ব। সেই তত্ত্বে দেবসকল, ও বিশ্বপ্রপঞ্চ অতিরিক্তভাবে আশ্রিত হইয়া অবস্থান করিতেছে, যে সাধক সেই পরব্রহ্মকে, বা দেবীকে না জানে, ব্রহ্মবাদিনী, ব্রহ্মপরায়ণা ঋক্-

য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে—ত ইমে সমাসত ইত্যুপনিষৎ।

ইতি দশমা বহ্বৃচোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

ওঁং বাঙ্মে মনসীতি শান্তিঃ ॥

॥ ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

াদিন্যা ব্রহ্মপরায়ণয়া প্রতিপাদয়ন্ত্যাপি ব্রহ্ম করামলকবৎ করিষ্যতি তস্যাজ্ঞস্য? ঃপিতু তস্যাজ্ঞাননিবৃত্তিং কর্তুমপারয়ন্তী বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যোঽধিকৈব তিষ্ঠতীতি স্যামনমুষ্ঠানলক্ষণমপ্রামাণ্যমুপস্থিতমৃচঃ। অথ পুনর্য ইৎ এব তদ্ব্রহ্ম বিদুর্জ্ঞানক্তি টালোকমধ্যবর্ত্তিনং ঘটমিব ধ্যানেন পূর্ব্বোক্তেন, ত ইমে শিষ্যভূতা ঋচঃ ত্যাক্যাঃ সন্ধকালবাচকত্বাৎ সমাসতে সমস্ত সর্ব্বং সংক্ষিপ্য কর্ম্মাদিকং তেন ানেন নির্ব্বৃত্যাস্তিষ্ঠন্তি সংসারজ্বালায়া মুচ্যন্ত 'ইতি' ভবত্যুপনিষৎ রহস্যং ব্রহ্ম- বিদ্যা। দ্বিরুক্তেরধ্যায়সমাপ্তিতা চোপনিষৎসম্পূর্ণতা চাঽর্থঃ। ইহ শান্তিপাঠঃ কর্ত্তব্য ওঁং বাঙ্মে মনসীত্যাদীতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায়পদবাক্যপ্রমাণপারা- বারপারীণভৈরবচন্দ্রবিদ্যাসাগরভট্টাচার্য্যসূরিসুত-শ্রীকৃষ্ণবিদ্যারত্নভট্টা- চার্য্যাত্মজ-শ্রীগঙ্গাচরণবেদান্তবিদ্যাসাগরকৃতৌ বহ্বৃচোপনিষ- দ্ভাষ্যে মহাবাক্যার্থসমাসো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥২॥

সম্পূর্ণং বহ্বৃচোপনিষদ্ভাষ্যম্।

দশতন্ত্রীয়মৃগ্বেদীয়োপনিষৎ সম্পূর্ণা।

কল—বেদসকল সে তত্ত্বের প্রতিপাদন করিয়াও তাহার কি করিবে? করে স্থিত আমলকীফলের ন্যায় সেই ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিয়াও সে অজ্ঞের পক্ষে দসকল নিরর্থকমাত্র হইয়া পড়ে।—তাহার অজ্ঞাননিবৃত্তি করিতে না পারিয়া প্রপঞ্চ ও দেবগণ হইতে পৃথগ্ভাবে অবস্থান করিয়া জগতের দ্বৈতপদার্থের য্যাবৃদ্ধি মাত্রই করিতে থাকে। অতএব তাহার পক্ষে অনমুষ্ঠানরূপ অপ্রামা- বেদের উপস্থিত হয়। আর যাহারা সেই ব্রহ্মকে সমমস্ক-ব্যক্তির ইন্দ্রিয়- কৃষ্ট কুটালোকমধ্যবর্ত্তী ঘটের ন্যায় প্রত্যক্ষ করিতে পারে, বেদের শিষ্যভূত তাঁহারা জ্ঞানদ্বারা কর্ম্মাদি-ভোক্ষ্যমাণ-সকলকেই সংক্ষেপ করিয়া কৃতকৃত্য- র অবস্থান করে,—সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা হইতে চিরদিনের জন্য মুক্তিলাভ

করে। এই হইতেছে গুপ্তব্রহ্মবিদ্যা। এস্থলে যে দ্বিরুক্তি আছে, তাহার অর্থ-প্রয়োজন দুইটি—একটি এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের সমাপ্তি করা, অন্যটি এই বহ্বৃচোপনিষদের সম্পূর্ণতাপ্রখ্যাপন করা। এই স্থলেই "ওঁং বাঙ্মে মনসি" ইত্যাদি শান্তিপাঠ কর্ত্তব্য। ইতি শ্রীমদ্‌বহ্বৃচোপনিষদ্ভাষ্যপদ্যাবলীর বঙ্গানুবাদে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। বহ্বৃচ-উপনিষদের বঙ্গানুবাদও পরিসমাপ্ত হইল। এই হইল ঋগ্বেদীয় দশখানি উপনিষদের ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদের সহিত পরিসমাপ্তি।

॥*॥ ওঁম্ তৎসৎ ওঁম্ ॥*॥

ওঁম্

নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায় ।

ঋগ্বেদীয়-

উপনিষদঃ ।

প্রথমাংশঃ ।

(শ্রুতিভাষ্যাদিবঙ্গানুবাদৈঃ সমেতাঃ ।)

ঐতরেয়োপনিষৎ, কৌষীতকীব্রাহ্মণোপনিষৎ, নাদবিন্দূপনিষৎ,

আত্মপ্রবোধোপনিষৎ, নির্ব্বাণোপনিষদঃ ।

চতুর্বেদান্তর্গত "অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ" "পঞ্চদশী" "কৃত্যকল্পদ্রুম"

কামসূত্র" "বেদান্তরত্নাবলী" "বেদমাতাগায়ত্রী" পুরাণ,

তন্ত্র, যোগ, ষড়্‌দর্শনাদিবিবিধশাস্ত্র-প্রকাশক—

শ্রীযুক্ত-মহেশচন্দ্র-পালেন

সঙ্কলিতং প্রকাশিতঞ্চ ।

("বেদমন্দির" ১৪১।৩।১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট ; কলিকাতা ।)

কলিকাতা-রাজধান্যাম্

৯নং প্রসন্নকুমার ঠাকুর ষ্ট্রীটস্থ "নিত্যানন্দাখ্য" মুদ্রণ যন্ত্রে

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মল্লিকেন মুদ্রিতম্ ।

১৩১৮ বঙ্গাব্দীয়-শ্রাবণেমাসি ।

জন্ম,- সন ১২৬২ সাল, ২৭শে শ্রাবণ ;

UNTALINE PRESS, CALCUTTA.

নিবেদন—

চতুর্ব্বেদের শিরোভাগ অষ্টোত্তর শত উপনিষদের মধ্যে ঋগ্বেদীয় দশখানি
[illegible]নিষদকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়া আমরা প্রকাশিত করিবার সংকল্প
[illegible]য়াছি। তাহার প্রথম অংশে ঐতরেয়োপনিষৎ, কৌষীতকী উপনিষৎ,
[illegible]বিন্দু উপনিষৎ, আত্মপ্রবোধ উপনিষৎ ও নির্ব্বাণ উপনিষৎ প্রকাশিত হইল
[illegible]ং দ্বিতীয় অংশে মুদ্গল উপনিষৎ, অক্ষমালিকা উপনিষৎ, ত্রিপুরা উপনিষৎ,
[illegible]ভাগ্য উপনিষৎ ও বহ্বৃচোপনিষৎ থাকিবে। এই সকল উপনিষৎ
[illegible]কাশ করিবার জন্য আমরা যতগুলি আদর্শ পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছি, তন্মধ্যে
[illegible]রেয় উপনিষদেরশাঙ্কর ভাষ্য, কৌষীতকী উপনিষদের শঙ্করানন্দী দীপিকা
[illegible]ং নাদবিন্দু উপনিষদের ১ম ভাগের মাত্র নারায়ণীবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছি;
[illegible]দবিন্দু উপনিষদের ২য় ভাগ হইতে অবশিষ্ট উপনিষদ্ গুলির কোন প্রকার
[illegible]ষ্য, দীপিকা, বৃত্তি ও টীকা, কিছুই পাওয়া যায় নাই, কিন্তু এই উপনিষদ্
[illegible]লির বিষয়বৈভব, ভাব-গাম্ভীর্য্য ও সবিশেষ প্রয়োজনীয়তা এত অধিক, যে
[illegible]গুলি যাতিমত সার্থক পাঠ না করিলে বেদান্তশাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্ম যে কি, তাহা
[illegible]দৌ জানিতে ও বুঝিতে পারা যায় না; অথচ শাঙ্কর ভাষ্যে বহুস্থ এই সকল
[illegible]পনিষদ্ বাক্যাবলীকে প্রমাণরূপে বারংবার গ্রহণ করা হইয়াছে। আরও
[illegible]পের বিষয় এই যে, মুদ্রাযন্ত্রের আদিব্যবহার কাল হইতে আজি পর্য্যন্ত
[illegible]হানে বহুরূপে এই সকল উপনিষৎ পাৎড়ার আকারে মুদ্রিত হইয়া
[illegible]াছে। তাহাতে কোন উপনিষদের বিষয়বিভাগ (যেমন খণ্ড, পরিচ্ছেদ,
[illegible] ও অনুবাকাদি) না থাকায়, এবং আমূলাগ্র একাকারে মুদ্রিত হওয়ায়
[illegible]নিষদ্ গুলির সে দৈব অপূর্ব্ব সৌষ্ঠব একেবারে অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন হইয়া-
। আমি এই সকল শোচনীয় দুরবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, কলিকাতা
[illegible]ন্দিরের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয়
উক্ত উপনিষদ্ গুলির প্রত্যেকখানির পূর্ব্বোক্ত বিষয় বিভাগ অনুসারে
[illegible]প্রণয়ন করাইয়া এবং ভাষ্যানুমোদিত বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতে অগ্রসর
[illegible]ছি। ভক্তিমান্ জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তি ইহার যে কোন একখানি পাঠ
[illegible]ষ্ট বুঝিতে সমর্থ হইবেন যে, বেদান্ত ভাণ্ডারে কি অপূর্ব্ব রত্ননিচয়

লুকায়িত ছিল। আশা করি, আমার এই জরাজীর্ণ হৃদয়ের তরঙ্গায়িত জ্ঞান-বিস্তারের ইচ্ছা জ্ঞানপিপাসু ভক্তবৃন্দের, তথা জ্ঞানলিপ্সু বিদ্যার্থীদিগের জ্ঞান-বৃদ্ধি বিষয়ে সম্যক্ সমধিক সাহায্য করিবে। এইক্ষণ পরীক্ষার সময় আসিয়াছে, গুণী গুণের আদর অপেক্ষা করিয়া আপনাকে গুণী বলিয়া পরিচয় দিবেন, অথবা গুণের প্রতি ঘৃণা বা উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া নিজেই নির্গুণ বলিয়া পরিচিত হইবেন। ভরসা করি, আমাকেও এই বলিয়া আক্ষেপ করিতে হইবে না যে,—

"উপেক্ষাঽপেক্ষা বা তব গুণপরীক্ষা মণিবণিক্ ॥"

বেদমন্দির।
১৪১।৩।১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট;
যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল ॥

সূচীপত্রম্।

---

* ঐতরেয়োপনিষৎ—শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য, তাহার বঙ্গানুবাদ সহিত পুস্তকাকারে স্বতন্ত্র ছাপা [illegible] মূল্য ৸৹ বার আনা।

বিষয়াঃ।	পত্রাঙ্কাঃ।
,, দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।	৩৩৯
(নারায়ণস্য ধ্যানায় স্বরূপ কথনম্)	
,, তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।	৩৫৪
(তত্ত্বজ্ঞানাসমর্থস্য সুলভোপায়ঃ)	
,, চতুর্থঃ খণ্ডঃ।	৩৫৬
(বৈকুণ্ঠলোকপ্রার্থনামন্ত্রাঃ)	
আত্মপ্রবোধাখ্য দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।	৩৬০
মননরূপ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।	৩৬৫
৫। নির্ব্বাণোপনিষৎ।	৩৭৭—৩৫৮
,, প্রথমোঽধ্যায়ঃ।	৩৭৭
(পরম হংস স্বরূপং, তৎস্যোপায়ঃ, তদ্ভেদঃ, তত্ত্বফলকথনম্)	
,, দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।	৪১১
(অদ্বৈত পর ব্রহ্ম স্বরূপম্, তল্লাভঃ, তদপহানে প্রাপ্ত্যুপায়ঃ)	
,, তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।	৪৪৩
(অযজ্ঞোপবীতী কথং ব্রাহ্মণঃ? ইত্যাদ্যখিল প্রশ্ন সমাধানম্)	

॥ ওঁ॥ তৎ সৎ ॥ ওঁ॥

ঋগ্বেদীয়-

কৌষীতক্যুপনিষৎ।

ওঁ নমঃ পরমাত্মনে ॥ হরিঃ ওঁ ॥

বাঙ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতমাবিরা-
ম্যেধাহভূর্বেদস্য মংসাহহণীশ্বতং মা মা হিংসীরনেনাধীতে-

বাঙ্মে মদীয়া মনসি প্রতিষ্ঠিতাহস্তু। মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতমস্তু। অগ্রে
ইতি সম্বোধনম্। দীক্ষা সরস্বতী বাগ্দীক্ষেতি ব্যবহারাৎ। সুমৃণীকা
স্বতী চাস্তু। তথা সতি সরস্বতীং বাগ্দেবীংপ্রতি বচনম্। মূর্ত্তিশ্রুতৌ মর্যো
মতী শরীরিণী বেদসা জ্ঞানেন লক্ষিতা ত্বমাবিরাবিরভূঃ "এত ইতি বৈ
াপতির্দেবানসৃজত। অসৃগ্রমিতি মনুষ্যান্" ইতি বেদপদৈর্দেবাদিসৃষ্টি-
ধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী মূর্ত্তিশ্রুতাবাবির্ভূতেত্যুক্তম্। অনন্তরং মদিতি মন্তঃ
ং সা ত্বমাণীঃ। অণ শব্দে লুঙ্। শব্দাত্মিকা বিস্তৃতাহভূঃ। অত
মা মা হিংসীঃ। অনেন বক্ষ্যমাণেনাধীতেনাহোরাত্রাৎ সংবসামি।

হ দীক্ষে! আমি অধ্যয়ন ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছি; সুতরাং বেদাক্ষর
আমি আমার কথাগুলিকে মনের সহিত মিলাইয়া লইয়াছি, এবং
মনও সেই কথাগুলিতেই মিলিত হইয়াছে। তুমি হিংসা করিও না,
কথাগুলি মনের সহিত মিলিত থাক এবং আমার মনও কথাগুলিতে
থাক। সরস্বতীও উজ্জ্বলভাবে আমার জ্ঞানপথে আবির্ভূতা হইয়া
। হে দীক্ষে! ব্রহ্মা যখন বেদবাক্য অবলম্বন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন
তুমি মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া তাঁহার জ্ঞানপথে আবির্ভূত হইয়াছিলে।

নাহোরাত্রাং সংবসাম্যগ্ন ইলা নম ইলা নম ঋষিভ্যো মন্ত্র কৃদ্‌ভ্যো মন্ত্রপতিভ্যো নমো বোঽস্তু দেবেভ্যঃ শিবা নঃ শংতম ভব সুমৃলীকা সরস্বতী মা তে ব্যোম সংদৃশি। অদব্ধং মঃ ইষিরং চক্ষুঃ সূর্য্যো জ্যোতিষাং শ্রেষ্ঠো দীক্ষে মা ম হিংসীঃ ॥ ১ ॥

একীভাবেন বসামি। অগ্ন্যাদীন্ নমস্যতি। ইলাশব্দঃ কৃৎস্নার্থঃ। অ প্রকৃষ্টং নম ঋষিভ্যো দেবেভ্যশ্চ নমোঽস্তু। সরস্বতী সুখা ভব। তেন ব্যোম শূন্যং মা সংদৃশি। লুঙ্চাঽত্মনেপদ ইতি সিজ্‌লুকি রূপম্ (?) য সূর্য্যো জ্যোতিষাং শ্রেষ্ঠো নান্যথা ক্রিয়স্তে তথা মনোঽদব্ধং নির্ম্মলং চক্ষুরিষি মিষ্টদর্শি দীক্ষে মা মা হিংসীর্ম্মাঽন্যথা কুরু ॥ ১ ॥

ইতি ব্যাখ্যোপেতা শান্তিঃ সমাপ্তা।

অতএব এখন তুমি আমার জ্ঞানপথে মূর্ত্তিমতী হইয়া দাঁড়াও, এবং তারপ আমার মুখ হইতে শব্দরূপে বহির্গত হইয়া বিস্তৃত হও। আমি তোমার গ নীয় সত্য পদার্থ; আমাকে হিংসা করিও না। আমি এই অধ্যয়ন লইয়া অহোরাত্র থাকিব। হে অগ্নে! তুমিই বাক্যের উত্তেজক কারণ। আ তোমায় সর্ব্বতোভাবে নমস্কার করি। তুমি আমার বাক্যরাশিকে উত্তেজি কর। আমি ঋষিদিগকে সর্ব্বতোভাবে নমস্কার করি। তাঁহারাই আম দিগের প্রতি অকারণ অনুগ্রহ করিয়া পঠনীয় এই সকল মন্ত্র দর্শন করিয়াছে এবং এই সকল মন্ত্রকে যাহা হইলে আমরা পাই, তাহার উপায় করিয়া দিয় ছেন। হে দেবগণ! আমি তোমাদিগকেও নমস্কার করি; কারণ, তোম অনুগ্রহ করিয়া এই সকল মন্ত্রের নির্ব্বাধ প্রবাশ করিয়া রাখিয়াছ। হে স স্বতি! তুমি কল্যাণী। তুমি আমার পক্ষে অতিশয় কল্যাণকারিণী হ তাহা হইলে কিছুই শূন্য দেখিব না। যেমন জ্যোতিষ্মানগণের মধ্যে শ্রে জ্যোতিষ্ক সূর্য্য উদিত হইয়া কিছুই বিকৃতি ঘটান না; কিন্তু সকলকেই ই পথে চালিত করেন; সেইরূপ হে দীক্ষে! আমার নির্ম্মল মন ও ইষ্ট চক্ষুর হিংসা করিয়া আমায় ফাঁকি দিও না; আমায় দয়া করিও॥ ১॥

॥ ওঁ॥ হরিঃ॥ ওঁ॥

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

—:০:—

অথ শঙ্করানন্দ ব্যাখ্যোপেত কৌষীতক্যুপনিষদারম্ভঃ।

আনন্দ আত্মা স্থিরজঙ্গমানামস্ত্যত্র চিত্রস্তমহং প্রণম্য।
কৌষীতকিব্রাহ্মণমা (গা) ত্মবিদ্যাং পদাবলোকাৎপ্রকটী
করোমি ॥ ০ ॥

সমধিগতমেতন্নিঘর্ষণাদীনাং কর্ম্মণাং তৈজসস্য দ্রব্যস্যাদর্শাদেঃ শুদ্ধিহেতু-
। তথা চাগ্নিহোত্রাদীন্যশ্বমেধান্তানি কর্ম্মাণি তৈজসস্যান্তঃকরণস্য শুদ্ধি-
বো বিবিদিষাসাধনত্বস্য শ্রুতিতোঽপ্যবগমাচ্চ। অপি চ স্বর্গাদেঃ কর্ম্ম-
স্য সুখবিশেষরূপত্বাত্তস্য চান্তঃকরণপ্রসাদাপরপর্য্যায়ত্বাৎ কর্ম্মিভিরপি

স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একজন আত্মা আছেন। তিনি
াত দৃষ্টিতে সগুণ বলিয়া প্রতীত হইলেও স্বরূপতঃ নিগুর্ণ আনন্দময়।
াকে আমি ভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া, কৌষীতকি ব্রাহ্মণের শেষভাগে
ত ব্রহ্মবিদ্যার প্রকাশকর উপনিষদের পদাবলী অবলোকন করিয়া ব্যাখ্য
ব। ০ ॥

সকলেই অবগত আছেন, তৈজসদ্রব্য সম্ভূত দর্পণাদির উপর ইষ্টকচূর্ণাদি
। নিঘর্ষণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে দর্পণাদির মল উঠিয়া যায়। অতএব
র্ষণাদি কর্ম্ম দর্পণাদির শুদ্ধির প্রতি কারণ। সেইরূপ অগ্নিহোত্র আদি
র অশ্বমেধ পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্মই তৈজস অন্তঃকরণের শুদ্ধির প্রতি হেতু, এবং
ারাই আত্মাকে জানিবার ইচ্ছা জন্মায় বলিয়া শ্রুতিতেও অবগত হওয়া
।

আরও এক কথা, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গাদি লাভ হয়;
রাং অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের ফল হইতেছে স্বর্গাদি, স্বর্গাদি ত আর কিছুই নয়,
বল নিরবচ্ছিন্ন সুখবিশেষ। অবশ্য চিত্ত প্রসন্ন থাকিলেই নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ
। যায়। অতএব চিত্তের প্রসাদও যা, নিরবচ্ছিন্ন সুখও তাই। [illegible] যাহারা

কর্ম্মণামন্তঃকরণশুদ্ধিহেতুত্বমঙ্গীকৃতং যতস্ততস্তানি মহতা সন্দর্ভেণ প্রথমতো ঽভিধায়েদানীং "ব্রহ্মবিদ্যাং বক্তুংলব্ধাবসরা শ্রুতিঃ প্রববৃতে। তত্র চিত্রো হ বৈ গার্গ্যায়ণিরিত্যাদিকা য এবং বেদেত্যন্তা চতুরধ্যায়ী কৌষীতকি ব্রাহ্মণোপনিষৎ। আদ্যেনাধ্যায়েন পর্য্যঙ্কবিদ্যাং সদক্ষিণোত্তরমার্গান্তা দ্বিতীয়েন প্রাণবিদ্যাং তদ্বিদশ্চ বাহ্যাধ্যাত্মিকানি কর্ম্মাণি ফলবিশেষসিদ্ধয়ে তৃতীয়চতুর্থাভ্যাং চাত্মবিদ্যামাহ। যদ্যপি প্রতর্দ্দনো হেত্যাদিকমেব প্রথমত পঠনীয়ং তথাপি শুদ্ধমপ্যন্তঃকরণং নির্গুণে ব্রহ্মণ্যভয়েঽপি প্রথমতো ব্রহ্ম স্বভাবমজানদ্ভয়মাপ্নুয়াৎ। গর্ভস্থপ্রোষিতপিতৃকো যুবেব সদ্‌বৃত্তস্থঃ প্রথমতঃ পিতৃদর্শনে। ততোঽস্য ভয়নিরাসার্থমুত্তরমার্গাপ্যমেতল্লোকস্থরাজাদিবদ্‌ব্রহ্ম

কেবলমাত্র কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দেন ও কেবলমাত্র কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, আত্মোপাসনা যে একটা কর্ত্তব্য, তাহা মানেনও না, তাঁহারাও বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিবেন যে, কর্ম্ম দ্বারা অন্তঃকরণের শুদ্ধি হয়; কর্ম্মই অন্তঃকরণের শুদ্ধির প্রতি কারণ। এইহেতু প্রথমতঃ বিশেষ আড়ম্বরের সহিত সেই সকল কর্ম্মের উপদেশ করিয়া শ্রুতি এখন অবসর পাইয়াছেন। আর অবকাশ পাইয়াছেন বলিয়াই শ্রুতি এখন ব্রহ্মবিদ্যা যে কি, তাহা বলিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

কৌষীতকি ব্রাহ্মণের মধ্যে চারিটী অধ্যায়ে সেই ব্রহ্মবিদ্যার কীর্ত্তন করা হইয়াছে। "চিত্রোহবৈ গার্গ্যায়ণিঃ" ইত্যাদি, "য এবং বেদ" ইত্যন্ত গ্রন্থ চারি অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম অধ্যায় দ্বারা পর্য্যঙ্ক বিদ্যার নির্ণয় প্রসঙ্গে দেবযান ও পিতৃযান নামক দক্ষিণ ও উত্তর মার্গদ্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বারা প্রাণবিদ্যা, এবং প্রাণবিদ্যাবিদের ফলবিশেষ সিদ্ধির জন্য বাহ্য ও আধ্যাত্মিক কর্ম্ম সকলের নিরূপণ করিয়াছেন। আর তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় দ্বারা আত্মবিদ্যার নির্ণয় করা হইয়াছে।

যদিও কৌষীতকি উপনিষদের প্রথমেই "প্রতর্দ্দনোহ" ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করা উচিত, তথাপি তাহা পাঠ না করিয়া প্রথমতঃ "চিত্রোহবৈ" ইত্যাদি গ্রন্থের পাঠ করা হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে, অন্তঃকরণ শুদ্ধ থাকিলেও নির্গুণ ব্রহ্মের স্বভাব যে অভয়, তাহা জানিতে না পারিয়া একেবারে নির্গুণ ব্রহ্মে স্থাপন করিলে শূন্য গৃহে অবস্থিত বালকের ন্যায় হঠাৎ আলম্বনীয়ের

লোকস্থং সগুণং ব্রহ্ম প্রথমত উক্তবতী। তত্র চ স আগচ্ছত্যমিতৌজসং পর্য্যঙ্কম্। স প্রাণ ইতি প্রাণস্য পর্য্যাঙ্কত্বং প্রথমোঽধ্যায় উক্তম্। তস্মিন্ প্রাণে ভবতি শ্রোতৃণাং জিজ্ঞাসা কিময়ং শ্বাসমাত্রঃ প্রাণ অহোস্বিদ্বিবিধ-বিভূতিজুষ্ট ইতি। অস্যা জিজ্ঞাসায়া নিবৃত্ত্যর্থং প্রাণোপাসনং দ্বিতীয়েনাধ্যায়ে-নোপক্রান্তম্। তথা চ লব্ধাবসরোত্তরত্র ব্রহ্মবিদ্যামুক্তবতীত্যদোষঃ। তত্র ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ সগুণায়া অপি মহদ্ভির্গৌতমশ্বেতকেত্বাদিভিরপ্যমানিত্বাদিগুণৈ-রুক্তমুপাদেবাবগতিঃ কৃতা যতস্ততোঽমানিত্বাদিগুণৈরাধুনিকৈরপ্যধিকারিভিঃ সগুণা নির্গুণা চ ব্রহ্মবিদ্যাঽবগন্তব্যেত্যেতদর্থমাখ্যায়িকা॥

অভাব বোধ করিয়া সাধক ভয় পাইতে পারে। ব্রহ্ম সাধকের আত্মা হইলেও ব্রহ্মের স্বভাব জানা না থাকিলে সে সময়ে অপরিচিত প্রায় বোধ হয়, যেমন গর্ভস্থ শিশুর পিতা প্রবাসগত হইলে, গর্ভস্থ শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি পিতার পরিচয় না পাওয়ায় যৌবনকালে প্রথমতঃ পিতার দর্শন পাইলেও অপরিচিত প্রায় বলিয়া বোধ করে, সেইরূপ সাধকও ব্রহ্মকে অপরিচিত বলিয়া বোধ করিবে, এবং অন্য আলম্বনীয় না থাকায় নিতান্ত ভীতিগ্রস্ত হইয়া পড়িবে। তাহার সেই ভয় দূর করিবার জন্য ইহলোকের রাজাদির ন্যায় উত্তরমার্গের অন্তিমস্থানে অবস্থিত সগুণ ব্রহ্মের বিষয় প্রথমতঃ শ্রুতি বলিয়াছেন।

তন্মধ্যে "স আগচ্ছতি অমিতৌজসং পর্য্যঙ্কং, স প্রাণঃ।" সাধক অমিতবিক্রম পর্য্যঙ্কের নিকট আগমন করে। সেই অমিতবিক্রম পর্য্যঙ্ক প্রাণই। ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা প্রথম অধ্যায়ে প্রাণের পর্য্যঙ্কভাব কীর্ত্তন করা হইয়াছে। শ্রোতাদিগের পক্ষে এই প্রাণের বিষয়ে জিজ্ঞাসা আসিয়া উপস্থিত হয় যে, এই প্রাণ কি কেবল শ্বাসমাত্র, অথবা বিবিধ বিভূতি সমন্বিত কোনও দেব বিশেষ? এই জিজ্ঞাসার নিবৃত্তির জন্য দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রাণের উপাসনার উপক্রম করা হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রোতার জিজ্ঞাস্য সমস্ত বিষয়ের বিশদ উত্তর দিয়া শ্রুতি ব্রহ্মবিদ্যা বলিবার অবকাশ পাইয়াছেন, এবং পরের অধ্যায় দ্বয়ে যাইয়া ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়াছেন, সুতরাং এইরূপে বলায় শ্রুতির কোনই দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না।

তারপর আর একটী কথা, সগুণ ব্রহ্মবিদ্যার কথা বলিলেই যে নাসিকা-কুঞ্চন করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। অমানিত্ব অদম্ভিত্ব আদিগুণ

চিত্রো হ বৈ গার্গ্যায়ণির্যক্ষ্যমাণ আরুণিং বব্রে স হ পুত্র শ্বেতকেতুং প্রজিঘায় যাজয়েতি তং হাঽঽসীনং পপ্রচ্ছ গৌতমস্য

চিত্রশ্চিত্রনামকঃ কশ্চিত্রৈবর্ণিকঃ। হ কিল বৈ প্রসিদ্ধঃ, শ্রুতেস্তৎকালীনানাং চ। গার্গ্যস্য যুবাপত্যং গার্গ্যায়ণিঃ। যক্ষ্যমাণঃ কঞ্চিজ্জ্যোতিষ্টোমাদিকং যাগং করিষ্যমাণঃ। আরুণিমরুণস্যাপত্যং বব্রে সদস্যসপ্তদশান্যতমঋত্বিক্ত্বেন বরণং চক্রে, ত্বং মে প্রধানভূতো যজ্ঞে যাজয়িতা ভবেতি। স * গার্গ্যায়ণিনা চিত্রেণ বৃত আরুণিঃ। হ প্রসিদ্ধঃ শ্রুত্যন্তর উদ্দালকনামা। পুত্রং পিতরং পাপ্মনঃ পুংনাম্নো নরকাত্ত্রায়ত ইত্যৌরসসন্তনয় ইত্যর্থঃ। তং শ্বেতকেতুং শ্বেতকেতুনামানং প্রজিঘায় প্রহিতবান্। তৎপ্রেষণমাহ—যাজয় হে শ্বেতকেতো চিত্রং যাগং কারয়। ইতি, অনেন প্রকারেণ। তং চিত্রগৃহমাগতং পিত্রা প্রহিতং শ্বেতকেতুং হ প্রসিদ্ধম্। শ্রুত্যন্তরে। অভিমানিনং প্রবাহণাদিভিঃ সম্বাদকর্ত্তারমাসীনং চিত্রদত্তে মহত্যাসন উপবিষ্টম্। পপ্রচ্ছ প্রশ্নং কৃতবান্।

সম্পন্ন মহীয়ান্ গৌতম ও শ্বেতকেতু আদি অনেক মহর্ষিই গুরুকরণ করিয়া গুরুর মুখে সগুণ ব্রহ্মবিদ্যার অবগতি করিয়াছিলেন। অতএব আধুনিক অধিকারীরাও তাদৃশ অমানিত্বাদি গুণসম্পন্ন হইয়া গুরুর নিকট প্রথমতঃ সগুণ ব্রহ্মবিদ্যার অবগতি করিবে এবং পরে নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যার লাভ করিবে। ইহা দেখাইবার জন্য এই আখ্যায়িকা (গল্প) শ্রুতিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

চিত্রনামক গার্গ্যগোত্রের একটী যুবা জ্যোতিষ্টোমাদিযাগের মধ্যে কোন একটি যাগ করিবে বলিয়া অরুণের পুত্রকে যাগসভায় বরণীয় সপ্তদশ ঋত্বিকের অন্যতম ঋত্বিক্‌রূপে বরণ করিয়াছিলেন যে, তুমি আমার যজ্ঞে যাজনকারীদিগের মধ্যে প্রধান ঋত্বিক্ হও। গার্গ্যগোত্রোৎপন্ন যুবকচিত্র কর্তৃক বৃত হইয়া, অরুণের পুত্র উদ্দালক, নিজের ঔরসজাত পুত্র শ্বেতকেতুকে প্রেরিত করিয়াছিলেন। এই বলিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন যে, হে শ্বেতকেতো! তুমি যাইয়া চিত্রকে যজ্ঞ করাও। অরুণতনয় উদ্দালক, শ্বেতকেতুকে পাঠাইলে, শ্বেতকেতু চিত্রের বাটী আসিয়া 'আমি প্রবাহণাদির সহিত সংবাদাদি দ্বারা অনেক গূঢ়তত্ত্ব জানিয়াছি' এইরূপ অভিমানভরে চিত্রদত্ত মহনীয় আসনে উপবেশন করিলে, চিত্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ; মহর্ষি গৌতম জ্ঞানে ও গুণে

পুত্রাস্তি সংবৃতং লোকে যস্মিন্মা ধাস্যস্যন্যমুতাহো বাধ্বা তস্য মা লোকে ধাস্যসীতি ॥

টত্র: প্রশ্নমাহ—গৌতমস্য পুত্র হে গৌতমগোত্রীয়স্যৌরস। অস্তি বিদ্যতে ংবৃতং সম্যগাবৃতং গুপ্তং স্থানং বহির্মুখৈরজ্ঞাতমাবৃত্তিশূন্যমিত্যর্থঃ। লোকে- ্মিন্ স্থিরজঙ্গমনিবাসে যস্মিন্ সংবৃতে স্থানে মা মাং প্রষ্টারং শিষ্যভূতং ধাস্যসি ়ং যাজয়িতা গুরুর্ভূত্বা স্থাপয়িষ্যসি তত্রাপ্যন্যং সর্বস্মাজ্জগতো ভিন্নমুত সর্ব- গদাত্মভূতং মাং ধাস্যসীত্যেকঃ পক্ষো বহিরেবাবগন্তব্যঃ। অহো সম্বোধনে। ন্যত্বপক্ষে দোষং দর্শয়িতুং ধারণে গতিমাহ—বাধ্বা বদ্ধা কাষ্ঠেনেব কাষ্ঠং নঃসন্ধিবন্ধনং জতুরজ্জুলোহাদিভিরিব বদ্ধাঽয়ং মাং ধারয়সীত্যর্থঃ। অস্য- ্দোঽয়ং তস্মোচ্চারিতো লিঙ্গব্যত্যাসেনাবগন্তব্যঃ। ততোঽস্তি সংবৃতং স্থান- ন্যদ্বা। অন্যস্থানপক্ষ আহ তস্য তস্মিন্নসংবৃতে স্থানে মা মাং রাজ্যাদিবন্তং ঞ্চিৎ কালং পরতন্ত্রফলভোক্তারমুক্তম্। লোকে ধাস্যসি, ব্যাখ্যাতম্। ইত্যনেন ্রকারেণ বুদ্ধিপরীক্ষার্থং পিতুঃ সপুত্রস্যাভিমানপরিহারার্থং বা রাজা পপ্রচ্ছে ত্যন্বয়ঃ।

গতে অতুলনীয়। তাঁহার গোত্রে উৎপন্ন পূজ্যপাদ অরুণের ঔরসে তুমি মিয়াছ, সুতরাং তুমি উচ্চবংশের এবং মহাজনের পুত্র। তুমি বলিতে পারিবে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি যে. হে গৌতমের পুত্র। তুমি আমাকে যাগ রাইয়া স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের নিবাসরূপ যে স্থানে তুমি গুরু হইয়া প্রশ্ন- রী শিষ্যভূত আমাকে যাগ করাইয়া স্থাপিত করিবে, যে স্থান সম্যক্‌রূপে বৃত—গুপ্ত বলিয়া বহির্মুখ বিষয়বিলাসী লোকদিগের অজ্ঞাত; যে স্থানে াইলে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না; সেই স্থান সমস্ত জগৎ হইতে ভিন্ন, অথবা তাহা সকল জগতের অভিন্ন আত্মস্বরূপ, যদি জগৎ হইতে ভিন্নই হয়; তবে কি আমাকে, যেমন একখানি কাষ্ঠের সহিত অন্য একখানি কাষ্ঠের জতু গালা), রজ্জু, বা লৌহশলাকাদি দ্বারা নিঃসন্ধিবন্ধনরূপে বাঁধিয়া রাখিতে পার, সইরূপ, সেই অসংবৃত, বৈষয়িক পুরুষেরও জ্ঞাত এবং পুনরাবৃত্তিমৎ স্থানে, াজ্যাদি ঐশ্বর্য্যবান্ আমাকে কিছুকালের জন্য পরায়ত্ত ফলের ভোক্তা স্বরূপে াপিত করিবে? এইরূপে শ্বেতকেতুর বুদ্ধি পরীক্ষার জন্য, অথবা বড় বংশে

স হোবাচ নাহমেতদ্বেদ হন্তাহহচার্য্যং পৃচ্ছানীতি সহ পিতরমাসাদ্য পপ্রচ্ছেতীতি মাহপ্রাক্ষীৎ কথং প্রতিব্রবাণীতি স হোবাচাহমপ্যেতন্ন বেদ সদস্যেব বয়ং স্বাধ্যায়মধীত্য হরামহে যন্নঃ পরে দদত্যেহ্যু ভো গমিষ্যাব ইতি ॥

স গৌতমপুত্রঃ শ্বেতকেতুশ্চিত্রপৃষ্টঃ। হ প্রসিদ্ধঃ। উবাচোক্তবান্। শ্বেতকেতুরুক্তমাহ—নাহমেতদ্বেদ। অহং শ্বেতকেতুরেতত্ত্বদুক্তং লোকে সংবৃতমসংবৃতং বা স্থানং ত্বমাধেয়মন্যত্বেনানন্যত্বেন বা বদ্ধাহবদ্ধা বেতি ন জানামি। হন্ত হর্ষসম্বোধনে ত্বৎপ্রশ্ননিমিত্তং মমাপ্যেতদবগতং ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। আচার্য্যং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশাস্ত্রার্থস্য জ্ঞাতারমনুষ্ঠাতারমাচারে স্থাপয়িতারং চ পিতরং পৃচ্ছানি প্রশ্নং করবাণি। পিতুর্গমনাৎ পূর্ব্বং বিস্মৃতির্মাভূত্তত্র গত্বা প্রশ্নং করিষ্যামীত্যর্থঃ। ইত্যনেন প্রকারেণোবাচেত্যন্বয়ঃ। স চিত্রদেয়োত্তরঃ শ্বেতকেতুঃ। হ প্রসিদ্ধঃ পিতরমাচার্য্যমারুণিং জনকমাসাদ্য সংপ্রাপ্য। পপ্রচ্ছেতি, অনেন বক্ষ্যমাণেন প্রকারেণ প্রশ্নং। কৃতবান্। তৎপ্রশ্ন প্রকারমাহ—ইতি মাহপ্রাক্ষীন্মাং শ্বেতকেতুং গৌতমস্যেত্যাদিনা ধাস্যসীত্যন্তেন বাক্যেন প্রশ্নমকরোৎ। কথং প্রতিব্রবাণীত্যস্য প্রশ্নস্য কেন প্রকারেণ প্রত্যুত্তরং বদামীত্যনেন প্রকারেণ পপ্রচ্ছেত্যন্বয়ঃ। স পুত্রপৃষ্ট আরুণিঃ। হ প্রসিদ্ধঃ। উবাচ, উক্তবান্। অহমপ্যেতন্ন বেদাচার্য্যোহপ্যহমারুণিরেতচ্চিত্রপৃষ্টং ন জানামি। সদস্যেব চিত্রস্য গার্গ্যায়ণেঃ সভায়ামেব ন ত্বন্যত্র বয়মারুণিশ্বেতকেতুপ্রভৃতয়ঃ। স্বাধ্যায়মধীত্যৈতদর্থপ্রতিপাদকং বেদভাগং সার্থমধিগম্য চিত্রাদ্‌গার্গ্যায়ণেঃ। হরামহেহধিগচ্ছামঃ। যদ্যস্মাৎ কারণাদ্যোহস্মভ্যং গৌতমাদিভ্যোহপরিহার্য্যেভ্যোহব্যর্থোপক্রমেভ্যো যাচকেভ্যঃ

জ্ঞাত ও বড়বাপের বেটা বলিয়া যে অভিমান, সেই অভিমান পরিহারের জন্য রাজা চিত্র প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ১।

সেই শ্বেতকেতু চিত্রকর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন ;—এ আমি জানি না—সে স্থান সংবৃত কি অসংবৃত, সে স্থানে তুমি, সে স্থানের সহিত ভিন্নভাবে কি অভিন্নভাবে, বদ্ধরূপে কি অবদ্ধরূপে স্থাপিত হইবে, ইহা আমি জানি না। ভাল, এটি এই প্রকারেই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রার্থ জ্ঞাতা, অনুষ্ঠানকারী, ও আচারে স্থাপনকারী পিতাকে জিজ্ঞাসা করিব। এই বলিয়া শ্বেতকেতু পিতার নিকট

স হ সমিৎপাণিশ্চিত্রং গার্গ্যায়ণিং প্রতিচক্রম উপায়ানি স হোবাচ ব্রহ্মার্ঘোঽসি গৌতম যো ন মানমুপাগা এহি ব্যেব ত্বা জ্ঞপয়িষ্যামীতি ॥ ১ ॥

বে বিদ্যাধনদাতারো দদতি প্রগচ্ছন্তি তচ্চিত্রো ন দাস্যতীতি শঙ্কা ন নীয়েত্যর্থঃ। এহ্যাগচ্ছ চিত্রং প্রত্যভৌ গমিষ্যাব আবাং যাস্যাবঃ। ইত্যনেন কারেণোবাচেত্যন্বয়ঃ।

স আরুণিঃ। হ প্রসিদ্ধঃ। সমিৎপাণিশু রুদর্শনার্থং সমিদ্ধস্তঃ। চিত্রং নামানং গার্গ্যায়ণিং গার্গ্যাস্য যুবাপত্যং প্রতিচক্রম উপায়ানীতি ত্বাং বিশিষ্ট দ্যাবিদং চিত্রং গুরুত্বেনোপাগচ্ছামি প্রাপ্তোঽস্মীত্যনেন প্রকারেণ প্রতিচক্রমে তিক্রাম সমীপং গতবান্। তং শিষ্যত্বেনাত্মানং প্রাপ্তমারুণিং হ প্রসিদ্ধ- াচোক্তবান্। চিত্রোক্তিমাহ—ব্রহ্মার্ঘো ব্রহ্মণো হিরণ্যগর্ভস্য পরস্য ব্রহ্মণো র্ঘোর্ঘং পূজেতি যাবৎ। তদ্যস্য স ব্রহ্মার্ঘো ব্রহ্মবন্মাননীয় ইত্যর্থঃ। অসি সি। গৌতম হে গৌতমগোত্রীয়। তত্র কারণমাহ—যো বেদবিদামগ্রণী- গুরুভূতো যাজকঃ সন্ ময়া পুত্রদ্বারেণ পৃষ্টো ন মানমুপাগা মাং শিষ্যভূতং ং সমাগতো ভবান্ন তু কিমনেন শিষ্যভূতেন পৃষ্টেনেত্যভিমানং গতবান্। াগচ্ছ ব্যেব ত্বা জ্ঞপয়িষ্যামি ত্বাং গৌতমং বিজ্ঞাপয়িষ্যাম্যেব স্পষ্টং বোধয়ি- ামি ন তু সন্দেহাদিকং জনয়িষ্যামি। ইত্যনেন প্রকারেণ প্রতিজ্ঞামকরো- তি শেষঃ ॥ ১ ॥

সিয়া এইরূপে প্রশ্ন করিয়াছিলেন;—রাজা চিত্র এই কথা আমাকে প্রশ্ন রিয়াছেন, আমি কি করিয়া তাহার উত্তর দিব? আরুনিও এইরূপ বলিয়া- লেন। চিত্র যাহা প্রশ্ন করিয়াছেন, আমিও এটি জানি না। গার্গ্যায়নি দের যজ্ঞ সভাতেই তুমি আমি প্রভৃতি, আমরা এতাদৃশ অর্থের প্রতিপাদক দভাগ সার্থকভাবে অধিগত হইয়া আহরণ করিব। যাহা আমাদিগকে ্যাপন দানকারী পরে দান করিবে অতএব আইস, আমরা উভয়ে গমন রিব।

তারপর, সেই আরুনি সপুত্রে হস্তে করিয়া কিছু সমিধ্ লইয়া, তুমি বিশিষ্ট াবিৎ, আমরা তোমাকে গুরুত্বে বরণ করিয়া উপস্থিত হইতেছি, এই প্রকার

স হোবাচ যে বৈ কেচাস্মাল্লোকাৎপ্রযন্তি
চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি।

স চিত্রঃ কৃতপ্রতিজ্ঞঃ। হ প্রসিদ্ধ উবাচোক্তবান্। প্রথমতো গু স্থানং ভেদদর্শিনাং কর্ম্মিণামাহ—যে বৈ কেচ যে কেচ ত্রৈবর্ণিকাঃ প্রি অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মানুষ্ঠাতারঃ। অস্মাৎপ্রত্যক্ষাল্লোকাদবলোকনযোগ্যাচ্ছরীরা দেহাৎ। প্রযন্তি, অপসর্পন্তি ম্রিয়ন্ত ইত্যর্থঃ। চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছ

বলিয়া চিত্রনামক গার্গ্যায়ণির নিকটে গিয়াছিলেন। আরুণি সপুত্রে শিষ্য উপস্থিত হইলে, চিত্র তাঁহাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন,—হে গৌতম তুমি ব্র অর্হণীয় হইতেছ, কারণ, তুমি যে অভিমান প্রাপ্ত হও নাই। অতএব আ তোমাকে বিজ্ঞাপিত করিবই॥ ১॥

গার্গ্যায়ণি চিত্র এইরূপে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে লাগিলেন;—অগ্নিহো কর্ম্মানুষ্ঠানকারী যে কেহ, এই পরিদৃশ্যমান লোক দেহ হইতে প্রয়াণ ক তাহারা সকলে ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন ও আকাশ গমনের পর কর্ম্ম রূপ স্বর্গনামক চন্দ্রমণ্ডলে গমন করে।

'চন্দ্রমা, তাহাদিগের প্রাণ দিয়া পূর্ব্বপক্ষে আপ্যায়িত হয় এবং অপর প তাহাদিগকে জন্মাইতে পারেন না।'

শুক্লপক্ষের প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চদশ দিনে চন্দ্র, স্বর্গগামী পু দিগের পঞ্চদশকলার উপচয় করিয়া স্বর্গীয় দেহ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হন। গামী পুরুষগণ স্বর্গলোকে যাইয়া দেবগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া সুখী হ পারে; কিন্তু কৃষ্ণপক্ষে নিজেরই কলাক্ষয় হইতে থাকে বলিয়া চন্দ্রমা, গামী পুরুষদিগের স্বর্গীয় দেহ গঠনে অসমর্থ হন; সুতরাং তাহারা তখন লোকে যাইয়া দেবগণের তৃপ্তিবিধানে সক্ষম হয় না।

'এই যে চন্দ্রমা, এইটিই স্বর্গলোকের দ্বার। তাহাকে যে প্রত্যাখ্যান ক চন্দ্রমাও তাহাকে ত্যাগ করিয়া থাকে, কি: যে ইহাকে প্রত্যাখ্যান করি পারে না, তাহাকে এইখানে বৃষ্টি হইয়া বর্ষণ করে।'

যে ব্যক্তি অভিমান রাগ দ্বেষাদি দোষ পরিত্যাগ করিয়া একেবারে নি ভাবে কর্ম্ম করে, তাহার কামনীয় বিষয় না থাকায় চন্দ্রমা তাহার প

তেষাং প্রাণৈঃ পূর্ব্বপক্ষ আপ্যায়তে তানপরপক্ষে ন প্রজনয়তি।

এতদ্বৈ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারং যশ্চন্দ্রমাস্তং যঃ প্রত্যাহ তম-
তিসৃজতেঽথ য এনং ন প্রত্যাহ তমিহ বৃষ্টির্ভূত্বা বর্ষতি

চ বিমুক্তদেহাঃ কর্ম্মিণো নিখিলা ধূমরাত্রিকৃষ্ণপক্ষদক্ষিণায়নাকাশানগত্বাঽনন্তরং
ফলভূতং স্বর্গাপরপর্য্যায়ং চন্দ্রমণ্ডলং গচ্ছন্তি ন ত্বাদিত্যাদিকম্॥

তেষাং স্বর্গিণাং কর্ম্মিণাং প্রাণৈরিন্দ্রিয়ৈঃ প্রাণাপানাদিসহিতৈঃ পূর্ব্বপক্ষে
কৃপক্ষ আপ্যায়ত আপ্যায়নং গতো ভবতি চন্দ্রমা রাজভৃত্যকরাদিভিরিব
জা তান্‌কর্ম্মিণঃ প্রাণানপরপক্ষে কৃষ্ণপক্ষে ন প্রজনয়তি নোৎপাদয়তি।
সমর্থঃ। ক্ষীণভৃত্যৈশ্চ (বিত্ত ই) ব রাজ্ঞঃ (জা) পরিবারান্ন (ণাং ন) জনয়তি
লোভ এ (মে) বং চন্দ্রঃ ক্ষীণঃ স্বর্গিণাং তৃপ্তিম্॥

এতদুক্তং চন্দ্রমণ্ডলং বৈ প্রসিদ্ধমমৃতরূপং স্বর্গস্য লোকস্য স্বর্গাখ্যস্য স্থানস্য
বং গৃহস্যেবাস্য প্রবেশমার্গঃ। এতচ্ছব্দার্থমাহ—যঃ প্রসিদ্ধশ্চন্দ্রমা ইন্দুঃ।
রূতং স্থানং বিবক্ষুরাহ—তং চন্দ্রমসং দক্ষিণমার্গাখ্যং যোঽধিকার্য্যমানি স্বাতি-
ঃ প্রত্যাহ নিরাচষ্টেঽহমেতস্মিন্‌সন্তুতস[illegible]তেন গমিষ্যামীতি তং নিরাকৃতচন্দ্
মতিসৃজতে চন্দ্রমসমতীত্য বিদ্যাদাদ্যাতিবাহিকেষু সৃজত উৎপাদয়তি। উপা-
নিষ্কল্পো ব্রহ্মলোকং নয়তীত্যর্থঃ। অথ পক্ষান্তরে যঃ কর্ম্মী স্বর্গাভিলাষবান্।
ং চন্দ্রমসং ন প্রত্যাহ ন নিরাচষ্টে গমিষ্যাম্যহং স্বর্গমিতি সঙ্কল্পবানিত্যর্থঃ।
কামিনং স্বর্গনিবাসম্। ইহাস্মিল্লোঁকে রমণীয়ারমণীয়চরণফলভূতে বৃষ্টির্ভূত্বা
[illegible]নিয়মোঽনুশয়সহিতো বর্ষধারাভাবং প্রাপ্য বর্ষতি মেঘোদয়েভেদ্য
ধারাভিঃ সহানুশয়িনং মুঞ্চতি।

ার উপকার করিতে পারেন না, কিন্তু তাহাকে অন্য পথে তুলিয়া দেন।
সেই পথ (বিদ্যাদাদি আতিবাহিক) ধরিয়া ব্রহ্মলোকে যাইয়া ব্রহ্মানন্দ উপ-
ি করে এবং মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্মার সহিত সেই পরমপদে প্রবিষ্ট হয়।
যে কামী, স্বর্গাভিলাষে যে কর্ম্ম করিয়াছে সে চন্দ্রমণ্ডলে যাইলে চন্দ্রমা
াকে লইয়া আপ্যায়িত হন এবং নীহারযোগে ক্রমে মেঘমণ্ডলে প্রবিষ্ট
ি করেন। ক্রমে সে বর্ষধারার সহিত ইহলোকে বর্ষিত হয়।

স ইহ কীটো বা পতঙ্গো বা শকুনির্বা শার্দ্দূলো বা সিংহো বা মৎস্যো বা পরশ্বা বা পুরুষো বাঽন্যো বৈতেষু স্থানেষু প্রত্যাজায়তে যথাকর্ম্ম যথাবিদ্যম্ ।

স বৃষ্টিরূপেণাগতো ভূলোকমনুশয়ী যদি কপূয়চরণস্তদা দক্ষিণোত্তরমাগাদ ইহাস্মিল্লোঁকে কীটো বা কীটো বজ্রসারসমানোঽল্পকায়ো জীববিশেষঃ। বাশব্দ পিপীলিকাদিঃ। পতঙ্গো বা পতঙ্গো দীপতেজোবিরোধী ক্ষুদ্রো জীবঃ বাশব্দাৎখদ্যোতাদিঃ। শকুনির্বা শকুনিঃ পক্ষী। বাশব্দাদ্বানরাদিঃ। শার্দূলো বা শার্দ্দূলো ব্যাঘ্রঃ। বাশব্দাৎশূকরাদিঃ। সিংহো বা সিংহো গজঘাতুকো জীবঃ। বাশব্দাৎসরভাদিঃ। মৎস্যো বা মৎস্যো মীনঃ। বাশব্দা. কর্কাদিঃ পরশ্বা বা পরশ্বা দন্দশূকবিশেষঃ। বাশব্দাদ্বৃশ্চিকাদিঃ। যদা কপূয়রমণীয় ভয়চরণস্তদা পুরুষো বা পুরুষো নরঃ। বাশব্দান্নারী নপুংসকঞ্চ। পুরুষস্য রমণীয়চরণবাহুল্যে ব্রাহ্মণত্বাদিকমবগন্তব্যম্। এবং শুভাশুভচরণমভিধায় প্র প্রকৃতং কপূয়চরণং সংক্ষেপেণাহ—অন্যো বোক্তেভ্যোঽন্যো দুঃখভাগী দংশ

'সে এইখানে কীট, পতঙ্গ, শকুনি, শার্দ্দূল, সিংহ, মৎস্য, বিলেশয় সর্প পুরুষ বা অন্য কিছু এই সকল স্থানের মধ্যে যে যে কোন একটা স্থানে প্রত্য বর্ত্তিত হইয়া জন্মায়। তা, তার যেমন কর্ম্ম থাকে, এবং সে যেমনই জ্ঞা উপার্জ্জন করিয়াছিল, ঠিক সেই কর্ম্ম ও জ্ঞানের অনুসারে সে জন্মিয়া থাকে।'

সে যদি নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী হয়, এবং ভূলোকেই যদি তা অতিরিক্ত আসক্তি থাকে, তবে বৃষ্টিরূপে সে ইহলোকে আগমন করিয়া কীট রূপে জন্মগ্রহণ করে, পিপীলিকাদিরূপেও বটে, অথবা পতঙ্গরূপে, খদ্যোত রূপেও বটে, কিম্বা পক্ষীর আকারে, বানরাদিরূপেও বটে, বা ব্যাঘ্ররূপে শূকরাদিরূপেও বটে, অথবা সিংহরূপে, সরভাদিরূপেও বটে (সিংহঘাতী হিংস্রজন্তু বিশেষ), কিম্বা মৎস্যরূপে, মকরাদিরূপেও বটে, বা সর্পরূপে বৃশ্চি কাদিরূপেও জন্মিয়া থাকে। আর যদি সে শুভ অশুভ মিশ্রিত কর্ম্ম করি থাকে, তবে সে মানবরূপেই জন্মগ্রহণ করে। তা, মানবী, বা ক্লীবও হইতে পারে। তাহার মধ্যে আবার বুঝিতে হইবে, যদি তাহার প্রচুরতর পুণ্য থাকে, তবে সে মানবের মধ্যে ব্রাহ্মণাদি উৎকৃষ্ট বর্ণ হইয়া জন্মিবে। দুঃখ

তমাগতং পৃচ্ছতি কোঽসীতি তং প্রতিক্রয়াদ্বিচক্ষণাদৃতবো রেত

ঘাশব্দাৎস্থাবরঃ। এতেষু পূর্ব্বোক্তেষু কীটাদিষু স্থানেষু পূর্ব্বোক্তেষু দেহেষু। অনুশয়বান্ প্রত্যাজায়তে স্বর্গাৎপ্রত্যাগত্য সমন্তাদুৎপদ্যত ইত্যর্থঃ। উৎপত্তৌ নিমিত্তমাহ—যথাকর্ম্ম যাদৃশং শুভমশুভং ব্যামিশ্রং বা কর্ম্ম যথাবিদ্যং যাদৃশী শাস্ত্রীয়া স্বীয়া ব্যামিশ্রা বা বিদ্যা বিদ্যাকর্ম্মানুসারেণ শুভমশুভং ব্যামিশ্রঞ্চ শরীরং ভবতীত্যর্থঃ।

এবং কর্ম্মণাং গতিং স্বর্গনরকোভয়াত্মিকাং বৈরাগ্যার্থমুপদিশ্য গুরুশিষ্যয়োঃ করণীয়ং বিবক্ষুঃ প্রথমতো গুরোঃ করণীয়মাহ—

তং নরকাদিব স্বর্গাদপি বিরক্তং বিজ্ঞাতনরকস্বর্গগতিং ত্রিবিধতাপসন্তপ্যমানসমানিনাদিগুণং শিষ্যমাগতং শুভাশুভাভ্যাং কর্ম্মভ্যাং স্বর্গাদ্ভূলোকং প্রাপ্যাত্যুৎকটেন পুণ্যেন কেনচিদাত্মানং প্রত্যাগতং পৃচ্ছতি করুণারসপূর্ণহৃদয়ো বেদান্তার্থযাথাত্ম্যবিদ্গুরুলক্ষণসম্পন্নো গুরুঃ প্রশ্নং করোতি পৃচ্ছেদিত্যর্থঃ। গুরোঃ প্রশ্নমাহ—কঃ প্রশ্নে। শরীরেন্দ্রিয়াদিরূপ আহোস্বিত্তদ্বিলক্ষণোঽসি ভবসি। অনেনেন প্রকারেণ পৃচ্ছতীত্যন্বয়ঃ। তমেবং পৃচ্ছন্তং স্বগুরুং শিষ্যো গুরুপ্রশ্নানন্তরং প্রতিক্রয়াৎপ্রত্যুত্তরং বদেৎ। শিষ্যো দেহাদিসংঘাতমাত্মানমুররীকৃত্যাহ—বিচক্ষ-

কর্ম্মের কথা বলিয়া আবার সেই পূর্ব্বে প্রক্রান্ত অশুভ কর্ম্মের ফল সংক্ষেপে প্রদর্শন করিতেছেন,—যাহা বলা হইয়াছে, তদ্ভিন্ন স্থাবর, বা জঙ্গমও হইতে পারে। সেটি কিন্তু অত্যন্ত দুঃখভোগের স্থান। শুভ বা অশুভ কর্ম্মের সংস্কারকে অনুশয় বলে। সেই অনুশয়শালী জীব স্বর্গ হইতে প্রত্যাগত হইয়া এই পূর্ব্বোক্ত স্থান, বা দেহের মধ্যে যে কোন একটা দেহের জন্ম পরিগ্রহ করে। কেন যে জন্মগ্রহ করে, তাহার কারণ প্রদর্শন করিতেছেন, শুভ, অশুভ, বা ব্যামিশ্র, যাদৃশ কর্ম্ম, এবং শাস্ত্রীয় অশাস্ত্রীয়, বা উভয় মিশ্রিত যাদৃশ জ্ঞান থাকিবে, তাদৃশ জ্ঞান ও কর্ম্মের অনুসারে শুভ, অশুভ, বা ব্যামিশ্র শরীর লাভ করে।

এইরূপে বৈরাগ্য জন্মাইয়া দিবার জন্য 'স্বর্গ ও নরক, কর্ম্মের গতি এই উভয়বিধ,' এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া গুরু ও শিষ্যের কর্ত্তব্য বলিবার ইচ্ছায় প্রথমতঃ গুরুর কি কর্ত্তব্য তাহা বলিতেছেন,—

আভৃতং পঞ্চদশাৎপ্রসূতাৎপিত্র্যবতস্তন্মা পুংসি কর্ত্তর্যেরয়ধ্বম্।

ণাদ্বহুবিধভোগদানকুশলাৎসূর্য্যাসুষুম্নানাড়ীরূপাচ্চন্দ্রমস ঋতব ঋতোর্বসন্তাদ্যর্তুস্বরূপা হি চন্দ্রমসমন্বয়েন রেতঃ শ্রদ্ধাসোমবৃষ্ট্যন্নপরিণামরূপং শুক্রমাভৃতং রেতঃসিক্ পুরুষাগ্নৌ দেবৈরন্নাহুতিপ্রক্ষেপেণ স্থাপিতং পঞ্চদশাৎপঞ্চদশকলাত্মকাচ্ছুক্লকৃষ্ণ

গুরু সেই আগত শিষ্যকে প্রশ্ন করিবেন, তুমি কে? শিষ্যের মানসক্ষে ত্রিবিধ তাপে সন্তপ্ত, স্বর্গ ও নরক, এই কর্ম্মের গতি এই উভয়বিধ, ইহা শিষ্যের বিজ্ঞাত; সুতরাং শিষ্য নরকের ন্যায় স্বর্গেও বিরক্ত। সেইজন্য মানাদি দোষ পরিহার করিয়া অমানিত্ব ও অদাম্ভিকত্বাদি গুণসম্পন্ন হইয়া শুভ শুভ কর্ম্মদ্বারা স্বর্গলোক হইতে ভূলোকে আসিয়া কোন উৎকট পুণ্যবলে আত্ম লাভের বাসনায় গুরুর নিকট অবগত হইলে, করুণারসপূর্ণ হৃদয়, বেদান্তার্থ যাথার্থ বিৎ গুরুলক্ষণসম্পন্ন গুরু প্রশ্ন করেন। গুরুর কর্ত্তব্য প্রশ্ন করিতেছেন,—কে তুমি? তুমি কি এই শরীরেন্দ্রিয়াদি স্বরূপ? অথবা, শরীরেন্দ্রিয়াদি হইতে ভিন্ন? এই প্রকার প্রশ্ন করিবেন। তাহাকে এইরূপ প্রশ্ন করিলে, সে তাহার নিজের গুরুকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে। দেহেন্দ্রিয়াদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরস্পর মিলনে গঠিত পরিদৃশ্যমান এই পিণ্ডকেই আত্মা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া শিষ্য বলিতেছে, বিচক্ষণ হইতে—বহুবিধ ভোগদানে কুশলসূর্য্য ও সুষুম্নানাড়ীরূপ চন্দ্র হইতে, এবং ঋতু হইতে—বসন্তাদি ঋতু স্বরূপ হইতে, অবশ্য চন্দ্রমা ব্যতীত শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি ও অন্নের পরিণামরূপ শুক্র রেতঃ সেককারী পুরুষরূপ অগ্নিতে অন্নাহুতি প্রক্ষেপ দ্বারা দেবগণ স্থাপিত করিতে পারেন না। তিনি পঞ্চদশ কারণ, পঞ্চদশকলাত্মক শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের কারণ সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে যে অগ্নিহোত্রের আহুতি করা যায় সেই আহুতিদ্বয় হইতে জাত অপূর্ব্বনামক শ্রদ্ধা হইতে জাত, কিংবা, আহুত সোমরসের বিকার হইতে, পিতৃলোক স্বরূপ হইতে যে শুক্র স্থাপিত হইয়াছে, সেই শুক্র, সেই অপ্ স্বরূপ শুক্রই আমি, কারণ, আমি অনুশয়ী জীবরূপে তাহাতে আছি। সেই শুক্ররূপ আমাকে রেতঃসেকের হেতু ও গ্রাম্যধর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী পুরুষের নানা অঙ্গে চারিদিক বর্ত্তমান থাকিলেও একমাত্র হৃদয় প্রদেশে প্রেরণ কর। যদিও এখানে কোন কর্ত্তা প্রতীয়মান হইতেছে না, তথাপি প্রেরণ বিষয়ে অর্থাৎ পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় দেবগণই কর্ত্তা হইবে।

পুংসা কর্ত্রা মাতরিম। নিষিক্ত স জায় উপজায়মানো।
দ্বাদশত্রয়োদশ উপমাসো দ্বাদশত্রয়োদশেন পিত্রাঽঽসং
তদ্বিদে প্রতিতদ্বিদেঽহং তন্ম ঋতবো অমর্ত্যব আভরধ্বম্।

পঙ্কহেতোরিত্যর্থঃ। প্রহুতাংসায়ং প্রাতরগ্নিহোত্রাহুতিদ্বয়া পূর্ব্বাপরপর্য্যায়শ্রদ্ধাতঃ সংজাতাংসোমপ্রকৃতিবিকাররূপাদ্বা পিত্রাবতঃ পিতৃমতঃ পিতৃলোকস্বরূপাদিত্যর্থঃ। তৎ উক্তং রেতঃ। মা মামপ্স্বরূপং ময়াঽনুশয়িনা সহিতমিত্যর্থঃ। পুংসি রেতঃ সিচি কর্ত্তরি গ্রাম্যধর্ম্মানুষ্ঠাতর্যেরয়ধ্বং সমস্তানামঙ্গেষু বর্ত্তমানমেকত্র হৃদয়প্রদেশে প্রবয়ত প্রেরণং কুরুতেত্যর্থঃ। যদ্যপাত্র কর্ত্তা কোঽপি ন প্রতীয়তে প্রেরণে তথাপ্যর্থলাভাৎপঞ্চাগ্নিবিদ্যাগতা দেবা এবাবগন্তব্যাঃ।

পুংসা রেতঃসিচা নিমিত্তভূতেন কর্ত্রা গ্রাম্যধর্ম্মানুষ্ঠাত্রা মাতরি পঞ্চমাগ্নিরূপায়াং যোষিতি মা মাং রেতসা সহিতমনুশয়িনং নিষিক্ত সেচিতবন্তো দেবাঃ স যোষিতি রেতোরূপেণ সিক্তোঽহমনুশয়ী জায়ে জনন আবির্ভাবনিমিত্তমিত্যর্থঃ। উপজায়মানো রেতঃসেকমনু স্বং কর্ম্মসমীপে শরীরং গৃহ্নানো দ্বাদশত্রয়োদশো দ্বাদশসংখ্যয়া বিশিষ্টঃ স্বভাবতঃ কদাচিত্ত্রয়োদশসঙ্খ্যয়া বিশিষ্টো দ্বাদশত্রয়োদশঃ। উপমাসো মাসানাং সমীপে বর্ত্তনং যস্য সোঽয়মুপমাসঃ সম্বৎসরঃ। সম্বৎসরকালোপলক্ষিত-জীবনোঽনুশয্যপি দ্বাদশত্রয়োদশ উপমাস ইত্যবিরুদ্ধম্। দ্বাদশত্রয়োদশেনোক্ত-রীত্যা দ্বাদশত্রয়োদশমাসাত্মকসম্বৎসরোপলক্ষিতেন পিত্রা রেতঃসিচা জনকেনাসং অভেদাত্মাং গতোঽভূবম্। রেতঃ-সেকাৎপ্রাক্তদ্বিদে তস্য ব্রহ্মণো জ্ঞানার্থং সতি ভাগ্যযোগে বৈপরীত্যে তু প্রতিতদ্বিদে তদ্বেদনস্য প্রতিকূলজ্ঞানার্থমহং স্বর্গাদ্ভ্রষ্টো-

রেতঃসেকের নিমিত্তভূত গ্রাম্যধর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী পুরুষদ্বারা পঞ্চম অগ্নি রূপ স্ত্রীজন মাতাতে শুক্রের সহিত অনুশয়বান্ এবং জীবস্বরূপ আমাকে দেবগণ নিষেচিত করিয়াছেন। রেতো রূপে স্ত্রীজনে সিক্ত অনুশয়ী আবির্ভাবের নিমিত্ত কর্ম্মানুসারে স্বীয় শরীর পরিগ্রহ করিয়া স্বভাবতঃ দ্বাদশসংখ্যাবিশিষ্ট, কদাচিৎ ত্রয়োদশসংখ্যাবিশিষ্ট সংবৎসরকালজীবি আমি দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ মাসাত্মক সংবৎসরজীবি পিতার সহিত অভিন্নভাবে ছিলাম। রেতঃসেকের পূর্ব্বে ভাগ্যে থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞানের নিমিত্ত, আর ভাগ্যে না থাকিলে প্রতিকূল জ্ঞানের জন্য

হস্মুশয়ী শাস্ত্রদৃষ্টিঃ। তত্তত্রৈবং স্থিতে তস্মাদ্বা মে মহ্যং মদর্থমিত্যর্থঃ। ঋতু ঋতূননেককালমাব্রহ্মসাক্ষাৎকারং জীবননিত্যর্থঃ। অমর্ত্ত্যবেঽমর্ত্ত্যায় ব্রহ্মজ্ঞান পরিপূর্ত্তয়ে। আভরধ্বম্, হে দেবাঃ সমন্তাদ্ধারয়ধ্বম্।

আমি স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছি। সেইহেতু দেবগণ! আমার নিমিত্ত ব্রহ্ম জ্ঞান পরিপূরণের জন্য, যতকাল ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার না হয়, ততকাল ধারণ করিয়া থাক।

সেই বিচক্ষণ হইতে ইত্যাদি যথার্থ বচনদ্বারা, এবং সেই চন্দ্রলোকে নিরূপ করা হইতে আরম্ভ করিয়া যোনিনির্গমনান্ত ক্লেশ দ্বারা বলিতে হয় আমি সংবৎসরাদ্যাত্মক মর্ত্ত্য হইতেছি। শুক্রশোণিতাত্মক এই পিণ্ডই আমি হইতেছি। আমি ত এইরূপ বলিতেছি। যদি শিরঃ কম্পন ও হস্তবিধুননাদি করিয়া আমাকে এরূপ বলিতে নিবারণ কর, তবে বল আমি কে, এই পঞ্চভূত ও তজ্জাত দেহেন্দ্রিয়াদি ভিন্ন আমি আর কি হইতে পারি? শিষ্য এইরূপ বলিলে গুরু বক্ষ্যমান দুইটি অধ্যায়ে উক্ত আত্মার উপদেশ করিয়া আবার প্রশ্ন করিবেন, তুমি কে? তখন শিষ্য প্রত্যুত্তর করিবে, তুমি আমার উপদেষ্টা প্রাণপ্রজ্ঞাত্মা অবস্থাত্রয়াতীত সগুণভাবে পর্য্যঙ্কে সমাসীন যে ব্রহ্ম, সেই তুমিই আমি হইতেছি।

এস্থলে প্রথমতঃ এইরূপে ব্যাখ্যা করা যায়;—

হে দেবগণ! যে রেতঃ পঞ্চদশ কলাত্মক শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের হেতুভূত শ্রদ্ধা দ্বারা সঞ্জাত, পিতৃলোক স্বরূপ, এবং বহুবিধ ভোগদান কুশল চন্দ্রমার নিকট হইতে আহরণ করিয়াছিলে, সেই রেতোরূপে অবস্থিত আমাকে গ্রাম্যধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা পুরুষে প্রেরিত করিয়াছিলে। তারপর পুরুষ কর্ত্তা দ্বারা মাতাতে আমাকে নিষেচিত করিয়াছিলে। কিয়ৎ সংবৎসরকালজীবী পিতার সহিত আমি ঐক্য প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। আমিও কিয়ৎ সংবৎসরকালজীবী হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য, বা প্রতিকূল জ্ঞান লাভের জন্য আবির্ভাবের নিমিত্ত শরীর পরিগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান আছি। যে হেতু এইরূপ, সেই হেতু ব্রহ্মজ্ঞান পরিপূর্ত্তির জন্য আয়ু দান কর। যেহেতু এইরূপ জানিয়া দেবগণের নিকট আমি প্রার্থনা করিতেছি, সেইহেতু সেই সত্য ও ক্লেশে বলিতেছি আমি ঋতু স্বরূপ মর্ত্ত্য, আমি আর্ত্তব স্বরূপ শুক্রশোণিতজাত এই পিণ্ডমাত্রই।

তেন সত্যেন তেন তপসা ঋতুরস্ম্যার্তবোঽস্মি
কোঽস্মি ত্বমস্মীতি তমতিসৃজতে ॥ ২ ॥

তেন বিচক্ষণাদিত্যাদিনোক্তেন সত্যেন যথার্থবচনেন তেন চন্দ্রনিবাসমারভ্য ...নিনির্গমনান্তেন তপসা ক্লেশেন। ঋতুরুক্তরীত্যা সম্বৎসরাত্মকো মর্ত্ত্য ইত্যর্থঃ। ...স্মি ভবামি। আর্ত্তব ঋতুজঃ শুক্রশোণিতশরীরাত্মক ইত্যর্থঃ। অস্মি ভবামি। ...বং কুর্বাণং চেষ্টিরঃকম্পহস্তবিধূননাদিনা নিবারয়সি তর্হি কথয় কঃ প্রশ্নে ...বিলক্ষণঃ কো নামাঽয়মস্মি ভবামি। এবমুক্তে বক্ষ্যমাণাধ্যায়দ্বয়োক্ত ...পদিষ্টে পুনঃ কোঽসীতি পৃষ্টে শিষ্য আহ—ত্বং মমোপদেষ্টা প্রাণপ্রজ্ঞাত্মা- ...তঃ সগুণস্ত্বেন পর্য্যঙ্কে সমাসীনোঽস্মি ভবামি। বিচক্ষণাদৃতোঃ পঞ্চ- ...প্রবর্ত্যপিতৃমত আভৃত রেতো যত্ত্বমাং হে দেবাঃ পুংসি কর্ত্তরি প্রেরিত- ...। ততঃ পুংসা কর্ত্রা নিষিক্তেন মাতর্যপি মাং সেচিতবন্তঃ। দ্বাদশত্রয়োদশেন ...কো গত আসং সম্বৎসরো দ্বাদশত্রয়োদশ উপমাসস্তদ্বিদে প্রতিদ্বিদে জায় ...নো বর্ত্ত ইতি যতস্ততো সোঽমর্ত্ত্যায় ব্রহ্মজ্ঞানপরিপূর্ত্ত্যর্থমৃতুরূপায়ুবা- ...। যস্মাদেবং জানানো দেবান্ প্রার্থয়ে তেন সত্যেন তেন তপসা দ্বা (চ)- ...বোঽস্মীতি সম্বন্ধঃ। বিচক্ষণাদিত্যারভ্যাভবস্বমিত্যন্তং হেত্বর্থমুপোদ্ঘাত- ...তো ন ব্যধিকরণত্বশঙ্কাপি। প্রার্থনায়ামপি শব্দতো লভ্যমানানামৃতূনাং বা ...। অস্মিন্ পক্ষে ত্বেবং ব্যাখ্যেয়ো মন্ত্রো হে বিচক্ষণা হে ঋতবঃ। যতোঽহং

'বিচক্ষণ' হইতে আরম্ভ করিয়া 'ধারণ করিয়া থাক' পর্য্যন্ত গ্রন্থ* উপোদ্- ...তানুসারে হেত্বর্থ কীর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব ব্যধিকরণত্ব** আশঙ্কাও ...।

অথবা, ঐ প্রার্থনাতেও শব্দত উপলভ্যমান ঋতুদিগের নিকট প্রার্থনা করা ...তেছে, এরূপেও ব্যাখ্যা করা যায়। যদি ঋতুদিগের নিকট প্রার্থনা করা ...তবে এ পক্ষে ঐ মন্ত্র এইরূপে ব্যাখ্যেয়,—হে বহুবিধ ভোগদান কুশল-

* বক্ষ্যমান বিষয়ের সিদ্ধির জন্য যে অনুকূল কারণের চিন্তা করা যায় তাহাকে উপোদ্ঘাত ...।

** কার্য্য কারণের বিভিন্ন স্থানে থাকাই ব্যধিকরণতা। এই স্থলে 'যেহেতু এইরূপ জানি- ..., সেইহেতু এইরূপ বলিতেছি।—এই দুইও যখন একই পুরুষে বর্ত্তমান আছে; সুতরাং ...করণ হইল না, সমানাধিকরণ হইল

স এতং দেবযানং পন্থানমাপদ্যাগ্নিলোকমা-
গচ্ছতি স বায়ুলোকং স আদিত্যলোকং
স বরুণলোকং স ইন্দ্রলোকং স প্রজাপতিলোকং স
ব্রহ্মলোকং তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মলোকস্য

ব্রহ্মজ্ঞানার্থী তস্মৈ মাং হে ঋতবো হে মর্ত্যবো মৃত্যবেতবঃ সমানমন্যদ্দেবপক্ষে ইত্যনেন প্রকারেণ প্রতিক্রিয়াদিত্যন্বয়ঃ। তং বিচক্ষণাদাদিত্বমস্মীত্যন্তং কথং নরকাদিব চন্দ্রমসোঽপি ভীতং ব্রহ্মবিদমতিসৃজতে। সংসারাদতীতোঽপ্যেবং ব্রহ্মবিদ্যয়া বিমোক্ষয়তীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

সগুণব্রহ্মবিদো দেবযানমার্গমাহ—স সগুণব্রহ্মবিৎপর্যাঙ্কবিদ্যাদিবিদ্যাবান্ প্রাণপ্রয়াণসময়ে প্রাজ্ঞেনাত্মনৈকীভূতো হৃদয়াগ্রপ্রদ্যোতনেন প্রদর্শিতসুষুম্নাদ্বার এতং বক্ষ্যমাণম্। দেবযানং দেবৈরর্চিরাদিভিরুহ্যমানেনোপাসকেন প্রাপ্যত ইতি দেবযানস্তম্। পন্থানং মার্গমাপদ্য সুষুম্নাদ্বারা মূর্দ্ধানং ভিত্ত্বা নির্গতঃ প্রা

ঋতুগণ! যেহেতু আমি ব্রহ্মজ্ঞানার্থী, সেইহেতু হে ঋতুগণ, হে মৃত্যুকারণনিচয় আমার দীর্ঘ আয়ু রক্ষা কর। অন্য সমস্তই দেবপক্ষে যেরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, সেইরূপই। এইরূপে প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে, এইভাবে অন্বয় করিতে হইবে। 'বিচক্ষণ' আদি করিয়া 'অমস্মি' পর্য্যন্ত কথা যে বলিবে, নরকের ন্যায় চন্দ্রমা হইতেও ভীত বলিয়া সেই ব্রহ্মবিৎকে সংসার হইতে অতিক্রান্ত করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা বিমুক্ত করিবে। ২।

সগুণব্রহ্মবিৎ যে দেবযানপথ দিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন, সেই পথের উপদেশ করিতেছেন;—

যে ব্যক্তি সগুণব্রহ্মবিৎ, যে পর্য্যাঙ্কবিদ্যা প্রভৃতি সগুণোপাসনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহার মৃত্যুকালে হৃদয়ের অগ্রভাগ এক প্রকার আলোকে আলোকিত হয়। জীব মৃত্যুকালে প্রাজ্ঞ আত্মার সহিত মিলিত হইয়া, সেই আলোক দ্বারা আলোকিত সুষুম্নানাড়ীর ছিদ্রপথ দেখিতে পায়। যাহারা সগুণব্রহ্মবিৎ নহে, তাহারা এপথ দেখিতে পায় না। তাহারা অন্যবিধ নাড়ীর ছিদ্রপথ দিয়া বহির্গত হয়। যাহারা সগুণব্রহ্মবিৎ, তাহারা সেই আলোকে আলোকিত ঐ সুষুম্নানাড়ী দ্বারা দেখিতে পাইয়া বক্ষ্যমাণ দেবযান প্রাপ্ত হয়। অর্চ্চিরাদি দেবগণ দ্বারা

আরো হ্রদো মুহূর্ত্তা যেষ্টিহা বিজরা নদীল্যো বৃক্ষঃ

প্রথমমগ্নিলোকমগ্রে দেবযানমার্গোপক্রমে সগুণব্রহ্মবিদো নয়তীত্যগ্নিঃ স চাসৌ লোকঃ প্রকাশশ্চাগ্নিলোকস্তমর্চিরভিমানিনীং দেবতামিত্যর্থঃ। আগচ্ছতি প্রাপ্নোতি। ততোঽহরাপূর্য্যমাণপক্ষোদগয়নষণ্মাসসম্বৎসরদেবলোকাভিমানিনীর্দেবতা যথাক্রমেণ প্রাপ্যানন্তরং স প্রাপ্তদেবলোকো বায়ুলোকং বায়ুদেবতামাগচ্ছতীত্যেতদক্ষা-[illegible]ৎপান্বয়ভ্যাতে। স বায়ুদত্তরথচক্রচ্ছিদ্রোপমমার্গো বায়ুলোকাদনন্তরমাদিত্য-লোকমাদিত্যদেবতাং ডম্বরাকাশসমানমার্গদাত্রীং চন্দ্রমসঃ পূর্ব্বভাবিনীম্।

স [illegible] প্রাপ্তঃ [illegible] [illegible] মানবেন পুরুষেণ নীয়মানো বরুণলোকং বরুণদেবতাং সোঽমানবেন পুরুষেণ নীয়মানো বরুণাৎ প্রাপ্তসহায়কো। [illegible]দনন্তরমিন্দ্রলোকমিন্দ্রদেবতাং স প্রাপ্তেন্দ্রসহায়কস্ততঃ প্রজাপতিলোকং প্রজাপতিদেবতাং বিরাড্রূপাং স প্রাপ্তবিরাট্সহায়কস্ততো ব্রহ্মলোকং হিরণ্য-গর্ভলোকমমানবপুরুষৈকগম্যম্। তং ব্রহ্মলোকং বর্ণয়তি—তস্যামানবপুরুষগমনেন প্রাপ্যস্য হ শাস্ত্রপ্রসিদ্ধস্য বৈ ব্রহ্মবিদ্ভিঃ স্বর্গামাত্রৈতস্য প্রত্যক্ষস্যৈব প্রকৃতস্যৈব ব্রহ্মলোকস্য হিরণ্যগর্ভনিবাসস্য।

আরো হ্রদঃ প্রথমং ব্রহ্মলোকপ্রবেশে ব্রহ্মলোকমারিরোহকঃ সমুদ্রশতসমান-গম্ভীরোঽজস্রনীলজলোর্ম্মিভিঃ কামক্রোধাদিভিন্নিষ্পিচিত্তত্বেনারেতিনামা হ্রদঃ।

[illegible] পাওয়া যায়, তাহাকে দেবযান বলে। সুষুম্নানাড়ীর দ্বারা বহির্গত হইতে হইলে মূর্দ্ধা ভেদ করিয়া বিনির্গত হইতে হয়। সগুণব্রহ্মবিৎ সুষুম্নানাড়ী দ্বারা [illegible] ভেদ করিয়া বহির্গত হইয়া প্রথমে অগ্নিলোক প্রাপ্ত হয়। অগ্রে অর্থাৎ দেবযানমার্গের উপক্রমেই সগুণব্রহ্মবিৎদিগকে লইয়া যান বলিয়া তাঁহার নাম অগ্নি। অগ্রে নিয়ে যান—এই অর্থে অগ্নি শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। লোক শব্দে প্রকাশ বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে অগ্নিলোক শব্দে অর্চিরভিমানিনী দেবতাকে বুঝিতে হইবে। এই অর্চিরভিমানিনী দেবতাই সগুণব্রহ্মবিদের প্রথম প্রাপ্য। তথা হইতে অহরভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। তথা হইতে শুক্লপক্ষাভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। তথা হইতে উত্তরায়ণাভিমানিনী দেবতার নিকট যাইতে [illegible]। তথা হইতে সংবৎসরাভিমানিনী দেবতার আশ্রয়ে উপস্থিত হয়। তথা হইতে [illegible] দেবলোকে যাইয়া উপস্থিত হয়। [illegible] দেবলোক হইতে যাইয়া তথা [illegible]

সালজ্যং সংস্থানমপরাজিতমায়তনমিন্দ্রপ্রজাপতী দ্বারগোপৌ।

তস্যেত্যাদি বক্ষ্যমাণেষপ্যনুবর্ত্ততে। আরহ্রদস্য পরপারে বর্ত্তমানা মুহূর্ত্তা ঘটিকারূপ কালাভিমানিনো দেবাঃ। তান্বিশিনষ্টি—যেষ্টিহাঃ। যইষ্টিমিষ্টং ব্রহ্মলোকাপ্রকৃষ্টমুপাসনং কামক্রোধাদি প্রবৃত্ত্যুৎপাদনেনঘ্নন্তীতি যেষ্টিহাঃ॥ বিজরা নদী বিগতজরা যস্যা দর্শনাদিনা সেয়মুপাসনক্রিয়ৈব তন্নাম্নী নদী। ইল্যো বৃক্ষঃ, ইলা পৃথিবী তদ্রূপত্বেনেল্যোতিনাম্না তরুঃ। অয়মশ্বত্থঃ সোমবসন ইত্যাচক্ষতে; সালজ্যং সংস্থানং, সালবৃক্ষসমানা জ্যা ধনুষাং গুণা ইব বস্তু যত্রোপস্থিতং তৎসালজ্যম্ অনেক সুরসেব্যমানারামবাপীকূপতটাকসরিদাদি বিবিধ জল পরিপূর্ণ মিত্যর্থঃ সংস্থানং, অনেকজননিবাসরূপং পত্তনমিত্যর্থঃ। অপরাজিতমায়তনং ন কেনচিৎপরাজিতমনেকসূর্য্যসমানত্বেনেত্যপরাজিতং ব্রহ্মণো নিবাসস্থলম্। হিরণ্যগর্ভরাজমন্দিরমিত্যর্থঃ। তস্মিন্নপরাজিতনাম্ন্যায়তন ইন্দ্রপ্রজাপতী জনবিত্ত্বদ্বয়েনোপলক্ষিতৌ বায়্বাকাশাবিন্দ্রপ্রজাপতিনামানৌ দ্বারগোপৌ দ্বাররক্ষকৌ স্থিতাবিত্যর্থঃ।

লোকে বায়ুদেবতার আশ্রয়ে যাইয়া পৌছায়। তথা হইতে সূর্য্যলোকে যাইবার জন্য বায়ুদেব স্বীয়লোকের মধ্যে রথচক্রের ছিদ্রের ন্যায় একটী ছিদ্র করিয়া দেন, সগুণব্রহ্মবিৎ সেই ছিদ্রপথে আদিত্যলোকে যাইয়া উপস্থিত হয়। আদিত্যদেব সগুণব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিকে চন্দ্রলোকে যাইবার জন্য বিরাট আকাশের সমান পথ দিয়া থাকেন। সে সেই পথে তথা হইতে চন্দ্রলোকে, এবং সেই চন্দ্রলোক হইতে একেবারে বিদ্যুৎলোকে যাইয়া সগুণব্রহ্মবিৎ উপস্থিত হয়। বিদ্যুল্লোকে একটী অমানব পুরুষ উপস্থিত হইয়া সেই সগুণব্রহ্মবিৎকে সঙ্গে লইয়া বরুণলোকে উপস্থিত হন, এবং সে বরুণদেবতার নিকটে উপস্থিত হয়। তথা হইতে বরুণদেবের সাহায্যে সেই অমানব পুরুষ সেই সগুণব্রহ্মবিৎকে ইন্দ্রলোকে লইয়া যান, এবং তথায় যাইয়া তিনি ইন্দ্রদেবের সাহায্য প্রাপ্ত হন। সেই সাহায্যে সেই অমানব পুরুষ তথা হইতে তাহাকে প্রজাপতিলোকে লইয়া যান, এবং তথায় সেই বিরাটরূপী প্রজাপতির সাহায্য প্রাপ্ত হয়। বিরাট-প্রজাপতির সাহায্যে সেই অমানব পুরুষ তথা হইতে সেই সগুণব্রহ্মবিৎকে ব্রহ্মলোকে লইয়া উপস্থিত হন। এই ব্রহ্মলোক, বা হিরণ্যগর্ভলোক একমাত্র অমানব পুরুষেরই গম্য।

বিভুপ্রমিতং বিচক্ষণাঽঽসন্দ্যমিতৌজাঃ পর্য্যঙ্কঃ প্রিয়া চ মানসী প্রতিরূপা চ চাক্ষুষী পুষ্পাণ্যাবয়তৌ বৈ চ জগান্যম্বাশ্চাম্বায়বী-

বিভুপ্রমিতমত্য স্তমপ্যধিকমহঙ্কারস্বরূপমহমিত্যেব সামান্যেন প্রমিতং বিভুপ্রমিতং ব্রহ্মণঃ সভাস্থানমেতন্নাম। বিচক্ষণাঽঽসন্দী বিচক্ষণা কুশলা বুদ্ধিমহত্তত্ত্বেত্যাদি-পদাভিধেয়াঽঽসন্দী সভা মধ্যবেদিঃ। অমিতৌজাঃ পর্য্যঙ্কঃ, অমিতমপরিমিতং প্রাণসংবাদাদৌ প্রসিদ্ধমোজো বলং যস্য সোঽমিতৌজাঃ প্রাণঃ পর্য্যঙ্কো ব্রহ্মণ আসনভূতো মঞ্চকঃ। প্রিয়া চ মানসী মনসঃ কারণভূতা প্রকৃতির্মনোগতা লোক-চারিণী ভার্য্যা। চকারস্তস্যা অলঙ্করণাদিকমপি সৈবেত্যেতদর্থঃ। প্রতিরূপা চ চাক্ষুষী চক্ষুষ্প্রতিভূতা তৈজসী প্রতিরূপা প্রতিচ্ছায়া। চকারঃ প্রতিরূপালঙ্করণা-

এই ব্রহ্মলোকের বর্ণনা করিতেছেন।—

অমানব পুরুষ লইয়া গিয়াছে বলিয়া যাহা পাওয়া গিয়াছে, যাহা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ, এবং ব্রহ্মবিদ্গণ যাহার স্মরণ করিয়া গিয়াছেন, যাহা অদ্যাপিও প্রত্যক্ষসিদ্ধ, প্রবৃত্ত হইয়াই যাহা উপাসকের প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সেই ব্রহ্মলোকের, বা হিরণ্যগর্ভলোকের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে প্রথমতঃ যে হ্রদ আছে, তাহার নাম 'আর' ব্রহ্মলোকে যাইবার পথকে নিরুদ্ধ করিয়া সেই আর হ্রদটি রহিয়াছে। তাহার গাম্ভীর্য্য শতসমুদ্রের সমান, এবং তাহার জল অজস্র নীল। কামক্রোধাদি অরি সমুদায় দ্বারা সেই হ্রদ নির্মিত বলিয়া তাহার নাম রাখা হইয়াছে 'আর'। সেই আর হ্রদের পরপারে মুহূর্ত্ত বা দণ্ডদ্বয়কালাভিমানী দেব সকল বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তাঁহারা আবার যজ্ঞপথ না,—চেষ্টিহা, যাহারা ব্রহ্মলোক পাইবার অনুকূল উপাসনাকে কাম-ক্রোধাদি প্রবৃত্তির উৎপাদন দ্বারা বিনষ্ট করিয়া দেন। সে লোকে তাহার পর যে নদী আছে, তাহার নাম বিজরা। যাহার দর্শনাদি দ্বারা জরা অবস্থা বিনষ্ট হয়, তাহাকে বিজরা বলা যায়। সেতু উপাসনা ক্রিয়াই। সেই নদীর নামও তাই। যে বৃক্ষ আছে, তাহার নাম ইল্য। ইলা শব্দে পৃথিবী। তদ্রূপ বৃক্ষ সকল। এই বৃক্ষকে অন্য উপনিষদে সোমসবন নামক অশ্বত্থ বৃক্ষ বলা হইয়াছে। অনেক জনের নিবাসরূপ পত্তন সালজ্যা—সালবৃক্ষের সমান, ধনুর জ্যার সদৃশ বস্তু যাহার তীরোপান্তে আছে, তাহাকে সালজ্যা বলা যায়। অর্থাৎ—অনেক স্থুল-সোপান আরাম, বাপী, কূপ, তড়াগ ও সরিদাদি বিবিধ জল পরিপূর্ণ ক্ষুদ্র বৃহৎ

শচ প্সরসঃ। অথ যা নদ্যস্তামিবৈষাদিব গচ্ছতি তং ব্রহ্মাহংহারি

দেবপি চাক্ষুষীত্বসংগ্রহার্থঃ। পুষ্পাণ্যাবয়তৌ বৈ চ জগানি জগানি জগা চতুর্বিধানি ভূতানি সলোকসংস্থানানি পুষ্পাণি কুসুমানি বৈ প্রসিদ্ধানি পুষ্পসাম্য ধর্ম্মত্বেন ন কেবলং পুষ্পাণি জগানি কিন্তাবয়তোচ অা সমস্তাত্তন্ত সন্তানেন নিপাদিতৌ পটাবপ্যাচ্ছাদনপরিধানরূপৌ। অনয়োরপি ভূতৈঃ সঙ্কোচবিকাসাদি সামান্যমবগন্তব্যম্। অম্বাশ্চাম্বায়বীশ্চাপ্সরসঃ, অম্বা জগজ্জনন্যঃ শ্রুতয়ঃ। অম্ব যবো ন বিদ্যতেঽবোঽভ্যবিক্রোঽন্নবঞ্চ ন্যূনো যাসাং তা অম্বায়বা বুদ্ধয়োঽম্বায় এবাম্বায়ব্যঃ শ্রুতিবুদ্ধ্যোরপ্সরসঃ সাধারণ্যা যোষিতঃ। চকারাবুভয়োরপি প্রত্যেকমপ্সরস্ত্বযোগাখ্যৌ।

নগর নগরী তথায় বিরাজমান। ব্রহ্মের নিবাস স্থল; যাহাতে তিনি বাস করেন সে মন্দির, তাহার নাম অপরাজিত। যে স্থানটি অনেক সূর্য্য সমান বলিয়া কাহারও দ্বারা পরাজিত হইবার যোগ্য নহে, সুতরাং অপরাজিত। সেই অপরাজিত নামক রাজমন্দিরে যে দুইজন দ্বারপাল আছেন, তাঁহাদিগের নাম ইন্দ্র ও প্রজাপতি। স্তনয়িত্নু (মেঘ) ও যজ্ঞকে লক্ষ্য করিয়া বায়ু ও আকাশকে ইন্দ্র ও প্রজাপতি নামে কীর্ত্তন করা হইয়াছে। তাঁহার সভাস্থানের নাম বিভুপ্রমিত, অর্থাৎ অতি অধিক অহঙ্কার স্বরূপ, 'অহং' বা 'আমি' ইত্যাকার সামান্যরূপে যে প্রতীত প্রমাণ দ্বারা প্রতীত হয়, সেই নিরবচ্ছিন্ন অত্যন্ত অধিক অহঙ্কার ভাবই তাঁহার সামান্যতঃ সভাস্থানটি। সভাস্থানের নামটি হইতেছে বিভুপ্রমিত তাঁহার আসন্দী, বা সভার মধ্যবেদির নাম বিচক্ষণা। বুদ্ধিতত্ত্ব, বা মহত্তত্ত্ব, ইত্যাদি শব্দ দ্বারা সেই সভার মধ্যবেদির পরিচয় হইয়া থাকে। বিচক্ষণা,—অর্থাৎ বুদ্ধি। সেই মধ্যবেদিতে যে পর্য্যঙ্ক আছে, তাহা অমিতৌজাঃ, অর্থাৎ প্রাণসম্বাদাদিতে প্রসিদ্ধ ও বিজ্ঞাত হওয়া গিয়াছে, অমিত, বা অপরিমিত ওজঃ—বল যাহার, সেই প্রাণই। সেই প্রাণই তাহার মঞ্চক। হিরণ্যগর্ভের আসনকল্প [illegible] রূপী। তাঁহার প্রিয়া হইতেছে মানসী মনের কারণ, [illegible] প্রকৃতি, মনোরূপ আহ্লাদকারিণী ভার্য্যা। তাঁহার মানসী ভার্য্যার অলঙ্কারাদিও মানসী, মনোরূপ আহ্লাদকারিণী॥ তাঁহার প্রতিচ্ছায়া চাক্ষুষী,—অর্থাৎ চক্ষুর প্রকৃতি, [illegible] বা তেজোময়ী। সেই প্রতিচ্ছায়ার অলঙ্কারাদিও চাক্ষুষী, [illegible]

ধাবত মম যশসা বিজরাং বা অয়ং নদীং প্রাপন্ন বা অয়ং জরয়িষ্যতীতি ॥ ৩ ॥

অধয়া নদ্যঃ, অধ্বমধ্বকং লোচনং ব্রহ্মজ্ঞানং যাস্তীত্যধয়া উপাসনাঃ। নদ্যো বাঃ প্রবাহধারিণ্যঃ পুরায়তনাদিবাসিলোকভোগ্যাঃ। তমুক্তং ব্রহ্মলোকমারো দ ইত্যাদিনাঽধয়া নদ্য ইত্যন্তেন। ইথম্বিদুক্তেন বক্ষ্যমাণেন বা প্রকারেণ পর্য্যঙ্কস্থ-হ্মবিৎ। আ গচ্ছতি সমাস্তাৎপ্রাপ্নোতি। তমমানবেন পুরুষেণাঽঽনীয়মান-দিশ্য ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভ আহ রুতে স্বপরি র নিপ্সরসশ্চ। ব্রহ্মোক্তিমাহ-- ভিধাবত পর্য্যঙ্কবিদ্যাবিদমভিতঃ সম্মুখং ধাবত গচ্ছত। মম যশসা মদীয়কীর্ত্যা সাঽং সম্ভাবং স্বীকৃত্য মৎপ্রতিপত্ত্যা পূজা কুরতেত্যর্থঃ। নন্থ ভবানজরোঽয়ং বেত্য বিপরীতঃ কথং ভবতঃ পূজামর্হতীত্যত আহ বিজরাং জরাহানিনীং সার্থ-

তজোময়ী। জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও উদ্ভিজ্জ, এই চতুর্ব্বিধ ভূতকে জগৎ বলা যায়। সেই জগৎ সকল যাঁহার পুষ্প, ও উত্তরীয়, এবং অধরীয় বসন। এই ত সকল লোকসংস্থানের সহিত যাঁহার কুসুম। কুসুম সকল যেমন কলিকা বস্থা হইতে ক্রমে প্রস্ফুটিত হইয়া জনসাধারণের ঘ্রাণতর্পণ করে, সেইরূপ ভূত-গও বাল্যাবস্থা হইতে ক্রমে যৌবনাদিকালে আসিয়া জনসাধারণের মনে আনন্দ প্রদান করিয়া থাকে, এবং কুসুমের ন্যায় কালে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া থাকে। কেবল যে পুষ্প, তাহা নহে ; কিন্তু আর যত, চারিদিকে তন্তুসন্তান দ্বারা নিষ্পাদিত য পট, আচ্ছাদনকারী, ও পরিধান সাধনভূত বসন, তাহার স্বরূপ। প্রাণী কল যেরূপ সঙ্কোচ ও বিকাশ তৎপর, বসনযুগলও সেইরূপ ; সেইজন্য চতুর্ব্বিধ তই তাঁহার পুষ্প ও বসনের কার্য্যকারী হইয়াছে। অম্বা ও অম্বায়বী তথাকার প্সরা সকল। জগতের জননী সকল শ্রুতি, এবং ন্যূনাধিকভাব রহিত বুদ্ধি কল অম্বায়বী। সেই শ্রুতি বুদ্ধি সকল তথাকার অপ্সরা, বা সাধারণ স্ত্রী। সখানকার সাধারণ স্ত্রী শ্রুতি সকলও বটে, এবং বুদ্ধি সকলও বটে। পুর ও তনবাসী লোকের ভোগযোগ্য জল-প্রবাহধারিণী নদী সকল অধয়া। অধ শব্দে লোচন, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান, তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় যদ্দারা তাহাকে অধয়া বলে। অধয়া শব্দে উপাসনা। নদী সকলে প্রবাহ উপাসনার ধারাই।

কথিত প্রকারে, বা বক্ষ্যমাণ প্রকারে যে পর্য্যঙ্কস্থ ব্রহ্মবিৎ, সে কথিতরূপ বক্ষ-লোকে আগমন করে। সে চতুর্দ্দিকে সর্ব্বতোভাবেই সেই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।

তং পঞ্চ শতান্যপ্সরসাং প্রতিধন্তি শতং চূর্ণহস্তাঃ শ
বাসোহস্তাঃ শতং ফলহস্তাঃ শতমাঞ্জনহস্তাঃ শতং মাল্যহস্তাঃ

নামধারিণীং বৈ প্রসিদ্ধামস্মদাদীনাময়ং পর্য্যঙ্কবিদ্যাবিন্নদীং সিন্ধুং প্রাপদপ্রাপ্
ন বৈ নৈব। অয়ং প্রাপ্তবিজরো জরয়িষ্যতি বয়োহানিমবাপ্স্যতি। ইত্যনে
প্রকারেণাহঽহেত্যন্বয়ঃ ॥ ৩ ॥

এবংব্রহ্মণ উক্ত্যনন্তরমনেকব্রহ্মসভাস্থজনৈঃ সমং তং ব্রহ্মলোকমাগতং পর্য্য
বিদ্যাবিদং পঞ্চ শতানি পঞ্চসঙ্খ্যাকানি শতানি। অপ্সরসাং রূপযৌবনসম্পন্ন
মনোরমাণাং স্তনজঘনভারবশীকৃতমধ্যদেশানাং মদনমদমোমুহ্যমানদিগন্তরা
সাধারণস্ত্রীণাং প্রতিধন্তি সম্মুখমাগচ্ছন্তি তদ্দর্শনলালসানাম্। সম্বিভাগেন সঙ্খ্য
নাহ-শতং শতসঙ্খ্যাকাশ্চূর্ণহস্তা হরিদ্রাকেসরকুঙ্কুমচূর্ণকরাঃ। শতং শতসঙ্খ্যাক
বাসোহস্তা বিবিধতকূলকরাঃ।

অমানব পুরুষ তাহাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া গেলে, হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা সেই অগ
উপাসককে উদ্দেশ করিয়া, নিজের পরিচারক, ও অপ্সরাদিগকে বলেন, এ ব্যক্তি
পর্য্যঙ্কবিদ্যাবিৎ, তোমরা উহার সম্মুখে যাও। আমার যশের সহিত,—আমা
কীর্ত্তির সহিত, অর্থাৎ আমার যোগ্য সম্ভার লইয়া আমার প্রতিপত্তি অনুসারে উহা
পূজা কর। এ বাক্যটি ব্রহ্মার। আচ্ছা, আপনি ত অজর, জরারহিত, কি
ও ত আপনার বিপরীত; সুতরাং ও কি করিয়া আপনার পূজা পাইতে পারে
এরূপ আশঙ্কা পরিচারকদিগের হইতে পারে; সেইজন্য হিরণ্যগর্ভ বলিয়াছেন,—
বিজরা—জরাহারিণী—সার্থকনামধারিণী প্রসিদ্ধ অস্মদীয় নদীকে ঐ পর্য্যঙ্কবিদ্যাবি
প্রাপ্ত হইয়াছে; সুতরাং ওব্যক্তির আর বয়োহানি জরাবস্থা হইবে না ॥ ৩ ॥

হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে পর, ব্রহ্মসভাস্থ অনেক জনের সহিত পঞ্চশত
সংখ্যক অপ্সরা ব্রহ্মলোকে সমাগত সেই পর্য্যঙ্কবিদ্যাবিদের সম্মুখে আগমন করিয়া
ছিল। তাহারা রূপযৌবনসম্পন্ন, মনোরম, স্তনজঘনভার বশীকৃতদেশ, মদনমদ
মোমুহ্যমানদিগন্তরাল, সাধারণ স্ত্রী। তাহারা তাহার দর্শন লালসায় সম্মুখে
আসিয়াছিল। তাহার মধ্যে শতসংখ্যক অপ্সরা হরিদ্রাকেশর কুঙ্কুম চূর্ণ হস্তে
করিয়া আসিয়াছিল। শতসংখ্যক অপ্সরা বিবিধ বসন সকল হস্তে করিয়া আসিয়া
ছিল। শতসংখ্যক অপ্সরা কতকগুলি নানাবিধ ফল হস্তে করিয়া আসিয়াছিল।

ব্রহ্মালঙ্কারেণালঙ্কুর্ব্বন্তি স ব্রহ্মালঙ্কারেণালঙ্কৃতো ব্রহ্ম বিদ্বান্ ব্রহ্মাভিপ্রৈতি স আগচ্ছত্যারং হ্রদং তং মনসাঽত্যেতি।

শতং শতসংখ্যাকাঃ ফলহস্তাঃ শতং শতসংখ্যাকা আঞ্জনহস্তা বিবিধাভরণ হস্তাঃ তং শতসংখ্যাকা মাল্যহস্তাস্তমনুত্তীর্ণাবহ্রদং প্রাপ্তব্রহ্মলোকং ব্রহ্মালঙ্কারেণালং- র্বন্তি হিরণ্যগর্ভযোগ্যেন (ণ) মণ্ডনেন মণ্ডয়ন্তি। স পর্য্যঙ্কবিদ্যাবিৎ। অপ্সরো- ব্রহ্মালঙ্কারেণালঙ্কৃতঃ, স্পষ্টম্। ব্রহ্ম বিদ্বান্ হিরণ্যগর্ভজ্ঞানবান্ ব্রহ্মৈবাভিপ্রৈতি রণ্যগর্ভরূপমেব সর্ব্বতঃ প্রাপ্নোতি ন ত্বন্যৎ। ব্রহ্মপ্রাপ্তৌ ক্রমমাহ -স প্রাপ্তব্রহ্ম- াকোঽপ্সরোভির্ব্রহ্মালঙ্কারেণালঙ্কৃতস্তাভিঃ সভাজনৈশ্চাঽঽগচ্ছতি। প্রাপ্নোতি। বং হ্রদমারনামানং হ্রদম্। তমারং হ্রদং মনসা নাবাদ্যনপেক্ষঃ কেবলেনান্তঃ- রণেনাত্যেতি, অতীত্য গচ্ছতি। যুক্তং হ্যেতৎ। ন হ্যারো হ্রদঃ কামক্রোধাদি- ত্তভেদঃ স্বাতিক্রমণে মনোব্যতিরিক্তং সাধনান্তরমপেক্ষতে॥

সংখ্যক অপ্সরা অঞ্জন হস্তে আসিয়াছিল। অঞ্জন শব্দে—বিবিধাভরণ। শত- াক অপ্সরা মাল্য হস্তে আসিয়াছিল। তাহারা সেই আর হ্রদ হইতে উত্তীর্ণ প্ত ব্রহ্মলোক পর্য্যঙ্কবিদ্যাবিৎকে হিরণ্যগর্ভের ভোগযোগ্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত রতে থাকে। সেই পর্য্যঙ্কবিদ্যাবিৎ অপ্সরাদিগদ্বারা ব্রহ্মালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া, ণ্যগর্ভকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়া হিরণ্যগর্ভরূপই সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হয়; আর ন্যরূপ ভিন্ন থাকে না। ব্রহ্মপ্রাপ্তির ক্রম বলিতেছেন, --

সেই পর্য্যঙ্কবিদ্যাবিৎ ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির পর, অপ্সরোগণ দ্বারা ব্রহ্মালঙ্কারে ঙ্কৃত হইয়া, তাহাদিগের ও সভাস্থজনগণের সহিত আর-হ্রদের নিকট আসে : নৌকাদি নিরপেক্ষেই কেবল অন্তঃকরণের সাহায্যে সেই আরনামক হ্রদ ক্রম করিয়া গমন করে। এটা যুক্তিযুক্তও বটে যে, কামক্রোধাদি বৃত্তি- ময়রূপ আর হ্রদ অতিক্রমণ বিষয়ে মনোব্যতিরেকে অন্য সাধনের অপেক্ষা া না।

তমিত্থা সম্প্রতিবিদো মজ্জন্তি স আগচ্ছতি মুহূর্ত্তান্যেষ্টিহাংস্তেঽস্মাদপদ্রবন্তি স আগচ্ছতি বিজরাং নদীং তাং মনসৈবাত্যেতি। তৎসুকৃতদুষ্কৃতে ধুনুতে।

যে হি ব্রহ্মবিদ্যাশূন্যাস্তেষামনর্থমাহ—

তমারং হ্রদমিত্থা কেনচিৎকর্ম্মণা প্রাপ্য সংপ্রতিবিদ আত্মনঃ প্রতিকূলং বৈষয়িকং সুখং তৎসম্যক্তে্বনানুকূলত্বেন জানন্তীতি সংপ্রতিবিদোঽজ্ঞা ইত্যর্থঃ। মজ্জন্তি ভিন্ননৌকা ইব সমুদ্রে পান্থা অপুনরুদ্ধারং মগ্না ভবন্তি। সোঽতিক্রান্তারহ্রদ আগচ্ছতি প্রাপ্নোতি। মুহূর্ত্তান্যেষ্টিহান্যেষ্টিহেতিনামকন্মুহূর্ত্তাংস্তে মুহূর্ত্তাঃ কামক্রোধাদিবৃত্ত্যুৎপাদকা অস্মাদমনসাঽতিক্রান্তারাদপদ্রবন্তি, অপগচ্ছন্তি স্বপ্রাণপরীপ্সবো যথা হিরণ্যকশিপোর্নৃসিংহাদিব বিপ্রচিত্তিপ্রভৃতয়ঃ। স স্বদর্শনেনাপদ্রাবিতমুহূর্ত্ত আগচ্ছতি প্রাপ্নোতি। বিজরাং নদীং বিজরেতিনাম্নীং নদীং তাং বিজরাং নদীং মনসৈব সাধনান্তরনিরপেক্ষেণান্তঃকরণেনৈব। অত্যেত্যতীত্য গচ্ছত্যেব ন ত্বারহ্রদোক্তবন্মুহূর্ত্তাদিদ্রাবণং কিঞ্চিৎকরোতি॥

নন্বু সুকৃতমপ্যস্তি সহায়মস্য বিজরোত্তার ইত্যত আহ—

যাহারা ব্রহ্মবিদ্যারহিত, তাহাদিগের অনর্থপাত হয়, ইহা বলিতেছেন,—

আর যাহারা সম্প্রতিবিৎ আত্মার প্রতিকূল বৈষয়িক সুখকে সম্যক্ ও অনুকূল বলিয়া জানে, সেই অজ্ঞ সকল কোন কর্ম্মপ্রভাবে সেই আর হ্রদ প্রাপ্ত হইয়া নৌকাভঙ্গ হইলে পান্থগণ যেমন সমুদ্রে মগ্ন হয়, পুনরুদ্ধারের আর সম্ভাবনামাত্র থাকে না; সেইরূপ আরহ্রদে মগ্ন হয়। সে আরহ্রদ অতিক্রমণ করিলে পর যেষ্টিহনামক সেই সকল মুহূর্ত্তকে প্রাপ্ত হয়; কিন্তু সেই কামক্রোধাদি বৃত্ত্যুৎপাদক মুহূর্ত্ত সকল, যেমন হিরণ্যকশিপুকে বধ করিলে নৃসিংহকে দেখিয়া বিপ্রচিত্তি প্রভৃতি অসুরগণ নিজ প্রাণ রক্ষা করিবার ইচ্ছায় পলায়ন করিয়াছিল, সেইরূপ সেই ব্রহ্মবিৎকে দেখিয়া পলায়ন করে। তারপর সেই পর্য্যঙ্কবিদ্যাবিৎ নিজদর্শন দ্বারা যেষ্টিহমুহূর্ত্ত সকলকে অপদ্রাবিত করিয়া বিজরানামক নদীতে আগমন করে, তথায় আসিয়া সেই বিজরানদীকে সাধনান্তর নিরপেক্ষে কেবল মনঃ দ্বারাই অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। আরহ্রদ উত্তীর্ণ হইয়া যেমন মুহূর্ত্তের অপদ্রাবন করিয়াছিল, এ স্থানে সেরূপ আর কিছুই অপদ্রাবন করিবার নাই।

আচ্ছা, অন্য সাধন নিরপেক্ষে কেবল মন দ্বারা বিজরা নদী উত্তীর্ণ হয়, এই

তস্য প্রিয়া জ্ঞাতয়ঃ সুকৃতমুপযন্ত্যপ্রিয়া দুষ্কৃতং তদ্‌যথা রথেন ধাবয়ন্‌ রথচক্রে পর্য্যবেক্ষত এবমহোরাত্রে পর্যবেক্ষত এবং সুকৃত-

তত্তত্র শরীরপরিত্যাগাবসর উপাস্যমানব্রহ্মসাক্ষাৎকারাবসরে বা সুকৃতদুষ্কৃতে পুণ্যপাপে ধূনুতেঽশ্ব ইব রোমাণি কম্পনেন সুকৃতদুষ্কৃতয়োঃ পরিপাকজ্ঞানেন পরিত্যজতি।

ননু সুকৃতদুষ্কৃতযোঃ সতোঃ কথং পরিত্যাগ ইত্যাশঙ্ক্য যথাঽগ্নিনা সতাং কাষ্ঠানাং দাহ সুশেতি পরমং পরিহারং পরিত্যজ্য প্রসঙ্গাদব্রহ্ম বিত্তুষি প্রীতিদ্বেষয়োঃ ফলং বিবক্ষুর্ব্রহ্মবিদ্যাং স্তৌতি--

তস্য ব্রহ্ম বিদুষঃ শত্রুমিত্রাদিসমবুদ্ধেঃ প্রিয়াঃ প্রীতিং কুর্ব্বাণা জ্ঞাতয়ো জ্ঞাত্যুপলক্ষিতা মনুষ্যাঃ সুকৃতং পুণ্যমুপযন্তি প্রাপ্নুবন্তি বিষ্ণোরিব প্রিয়াঃ। অপ্রিয়া ব্রহ্ম বিদুষি বিদ্বেষং কুর্ব্বাণা দুষ্কৃতং পাপমুপযন্তীত্যনুবর্ত্ততে। ননিদমতিচিত্রং যো হি যৎকরোতি ন স তৎপ্রাপ্নোতীত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তেন সমাধানমাহ—তত্তত্র কারয়িতুরলেপে যথা দৃষ্টান্তে। অয়ং দৃষ্টান্তঃ--রথেন নিমিত্তভূতেন কারণেন ধাবয়নভূমৌ প্রেরয়ন্‌ রথচক্রে রথাঙ্গে পর্য্যবেক্ষতে ভূমৌ সংযোগবিয়োগফলবতী রথচক্রে সমন্তাদব-

কথা উক্ত হইল; কিন্তু তা কি করিয়া হয় তাহার যে সুকৃত আছে, সেই সুকৃতের সাহায্যেও বিজরা নদী উত্তীর্ণ হইতে ত পারে? হাঁ, পারিত; কিন্তু সে সেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের অবসরে, বা শরীর পরিত্যাগের সময়ে, যেমন অশ্ব গাত্রকম্পন দ্বারা রোম সকল পরিত্যাগ করে; সেইরূপ পুণ্য ও পাপ সকল পরিপাক জ্ঞান দ্বারা পরিত্যাগ করিয়াছেন। অতএব তাহার ত আর পুণ্য পাপ কিছুই নাই।

আচ্ছা, সুকৃত, ও দুষ্কৃত ত সৎপদার্থ; তাহার পরিত্যাগ কি করিয়া হয়? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, যেমন অগ্নি দ্বারা কাষ্ঠ সৎ হইলেও দগ্ধ হয়; সেইরূপ, ইহা ইঙ্গিত দ্বারা বলিয়া প্রসঙ্গক্রমে ব্রহ্মজ্ঞে প্রীতি ও দ্বেষের ফল বলিতে ইচ্ছা করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতি করিতেছেন;—

সেই শত্রুমিত্রাদিতে সমবুদ্ধি সম্পন্ন ব্রহ্মজ্ঞের প্রিয়কারী জ্ঞাতি প্রভৃতি মানবগণ, যেমন বিষ্ণুর প্রিয়কারীরা পুণ্যলাভ করে, সেইরূপ সুকৃত প্রাপ্ত হয়। আর যাহারা ব্রহ্মজ্ঞে বিদ্বেষ করে, তাহারা দুষ্কৃত অংশকে প্রাপ্ত হয়, যেমন বিষ্ণুতে বিদ্বেষী পাপ উৎপাদন করে, সেইরূপ।

দুষ্কৃতে সর্ব্বাণি চ দ্বন্দ্বানি স এষ বিসুকৃতো বিদুষ্কৃতো ব্রহ্ম বিদ্বান্ ব্রহ্মৈবাভিপ্রৈতি ॥ ৪ ॥

লোকয়তে ন তু তৎফলং প্রাপ্নোতি। এবমনেনপ্রকারেণান্তঃকরণশরীরাদিকৃতাদৃষ্টনিমিত্তং প্রবর্ত্তমানে অহোরাত্রে রাত্র্যহনী পর্য্যবেক্ষতে সমন্তাদবলোকয়তি এবং যথা রাত্র্যহনী পর্য্যবেক্ষতে তথা সুকৃতদুষ্কৃতে পুণ্যপাপে ন কেবলং তে এ কিন্তু সর্ব্বাণি চ দ্বন্দ্বানি চ্ছায়াতপশীতোষ্ণসুখদুঃখাদীনি নিখিলান্যপি দ্বন্দ্বানি পর্য্যবেক্ষতে ন তু তৎফলভাগ্‌ভবতি। ন হীক্ষিতুঃ ফলং কলহাদের্দ্রষ্টুর্মধ্যস্থস্য দুঃখস্যাদর্শনাৎ। স উপাসক এষ প্রাপ্তব্রহ্মলোকো ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তেঃ পূর্ব্বমেব বিসুকৃতো বিদুষ্কৃতোঽপগতপুণ্যোঽপগতপাপো ব্রহ্ম বিদ্বান্‌ব্রহ্মৈবাভিপ্রৈতি ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৪ ॥

আচ্ছা, এটা ত অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যে যাহা করে, সে তাহার ফল পায় না ; অন্যে পায় ? এই আশঙ্কায় দৃষ্টান্ত দিয়া সমাধান করিতেছেন ;—

যে করায়, তাহাতে তাহার ফল সম্বন্ধ যে থাকে না, এই তাহার দৃষ্টান্ত। যথা—রথে করিয়া বেগে যে ছুটিয়াছে, যে রথ ছুটাইয়াছে সে দেখিতে পায় রথচক্রের সহিত ভূমির সংযোগ ও বিয়োগ হইতেছে ; কিন্তু তজ্জন্য যে গ্রামান্তর প্রাপ্তি, রূপ ফল, তাহা সেই রথচক্রেরই লভ্য ফল ; রথচক্রের দ্রষ্টার নহে। এই প্রকার অন্তঃকরণ ও শরীরাদিকৃত অদৃষ্ট নিমিত্ত অহোরাত্র প্রবর্ত্তিত হইতেছে দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু অহোরাত্র প্রবৃত্তির ফল তাহার দ্রষ্টায় কি পাইয়া থাকে ? এইরূপ যেমন অহোরাত্র দর্শন করা যায়, সেইরূপ সুকৃত দুষ্কৃত পাপপুণ্য ও দর্শন করা যায়, কেবল তাহাই নহে ; কিন্তু সমস্ত দ্বন্দ্বই ছায়াতপ, শীতোষ্ণ, ও সুখদুঃখাদি, এই সকল নিখিল দ্বন্দ্বই পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকে, কিন্তু কখনই তাহার ফলভাগী হয় না। দর্শনকারীর ফল হয় না ; যেমন ফল দ্রষ্টা মধ্যস্থ থাকায় কলহজনিত দুঃখ তাহার হয় না ; সেইরূপ ঐ পর্য্যঙ্কবিদ্যাবিৎ প্রীতিকারী ও বিদ্বেষকারীর প্রীতিও বিদ্বেষ: পর্য্যবেক্ষণ করে মাত্র ; কিন্তু তজ্জন্য কোনরূপ ফলভাগী হয় না। এই যে সেই উপাসক, এ ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির পূর্ব্বেই সুকৃত বিরহিত, এবং দুষ্কৃত বিহীন অবস্থায় ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

স আগচ্ছতীল্যং বৃক্ষং তং ব্রহ্মগন্ধঃ প্রবিশতি স আগচ্ছতি সালজ্যং সংস্থানং তং ব্রহ্মরসঃ প্রবিশতি স আগচ্ছত্যপরাজিত-মায়তনং তং ব্রহ্মতেজঃ প্রবিশতি স আগচ্ছতি।

স উপাসক উত্তীর্ণবিজর আগচ্ছতি প্রাপ্নোতি। ইল্যং বৃক্ষমিলানামানং বৃক্ষং তং প্রাপ্তেল্যং বৃক্ষং ব্রহ্মগন্ধোঽননুভূতপূর্ব্বঃ সর্ব্বসুরভিগন্ধাতিশয়ী ব্রহ্মগন্ধো যেনাঽঽঘ্রা-তেন ব্রহ্মলোকব্যতিরিক্তলোকেষু সুগন্ধেষ্বপি দুর্গন্ধবুদ্ধির্ভবতি তাদৃশো বিড্‌বরাহা-দিষ্বিব মনুষ্যজন্মন্যাঘ্রাতশ্চম্পকাদিগন্ধো বিড্‌গন্ধে দুর্গন্ধবুদ্ধিজনকঃ প্রবিশতি ঘ্রাণদ্বারেণান্তর্হৃদয়কমলমুকুলমাগচ্ছতি। স আঘ্রাতব্রহ্মগন্ধ আগচ্ছতি প্রাপ্নোতি সালজ্যং সংস্থানং সালজ্যানামকং পত্তনম্। তং প্রাপ্তসালজ্যম্। ব্রহ্মরসোঽনা-স্বাদিতপূর্ব্বোঽন্যরসহেয়তাবুদ্ধিজনকো ব্রহ্মলোক এবাঽঽসক্তিজনকোঽপূর্ব্বো রসো রসনাদ্বারেণ প্রবিশতি ব্যাখ্যাতম্। স আস্বাদিতব্রহ্মরস আগচ্ছতি প্রাপ্নোতি। অপরাজিতমায়তনমপরাজিতনামকং ব্রহ্মগৃহম্। তং প্রাপ্তাপরাজিতং ব্রহ্মতেজো-ঽদৃষ্টপূর্ব্বং সর্ব্বতেজসাং ন্যক্কারকারকং ব্রহ্মলোক এবাঽঽসক্তিকারকং চক্ষুর্দ্বারা প্রবিশতি ব্যাখ্যাতম্। স প্রবিষ্টব্রহ্মতেজা আগচ্ছতি প্রাপ্নোতি।

সেই উপাসক বিজরা নদী উত্তীর্ণ হইয়া ইলানামক বৃক্ষের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। ইল্য বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইলে, অননুভূতপূর্ব্ব, সর্ব্বসুরভি-গন্ধাতিশয়ী, ব্রহ্মগন্ধ, যাহা আঘ্রাণ করিলে ব্রহ্মলোক ভিন্ন অন্য লোকের সুগন্ধে দুর্গন্ধ জ্ঞান হয়, বিড্‌বরাহদিগের মনুষ্য জন্মে আঘ্রাত চম্পকাদি গন্ধ যেমন বিষ্ঠার গন্ধে দুর্গন্ধ জ্ঞান জন্মায়, সেইরূপ ব্রহ্মগন্ধ ঘ্রাণদ্বারা হৃদয়কমল মুকুলের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। সে ব্রহ্মগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া সালজ্যানামক পত্তনে উপস্থিত হয়। সেখানে উপস্থিত হইলে, অননুভূতপূর্ব্ব অন্যরসে হেয়তা জ্ঞানের কারণ, ব্রহ্মলোকে আসক্তিজনক ব্রহ্মরস রসনাদ্বারা হৃদয়কমলের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। সে ব্রহ্মরস আস্বাদন করিলে পর, অপরাজিতনামক আয়তন ব্রহ্মের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হয়। সেখানে উপস্থিত হইলে অদৃষ্টপূর্ব্ব সর্ব্বতেজের ন্যক্কারকারক, এবং ব্রহ্ম-লোকেই আসক্তি উৎপাদক অপূর্ব্ব ব্রহ্মতেজ চক্ষুদ্বারা তাহার হৃদয়কন্দরে প্রবিষ্ট হয়। সেই উপাসকে ব্রহ্মতেজঃ প্রবিষ্ট হইলে পর, সে পর্যাঙ্কনিবাসিনং ব্রহ্মের

ইন্দ্রপ্রজাপতী দ্বারগোপৌ তাবস্মাদপদ্রবতঃ স আগচ্ছতি
বিভুপ্রমিতং তং ব্রহ্মতেজঃ প্রবিশতি স আগচ্ছতি বিচক্ষ-
ণামাসন্দীং বৃহদ্রথন্তরে সামনী পূর্ব্বৌ পাদৌ শ্যৈতনৌধসে
চাপরৌ বৈরূপবৈরাজে অনূচ্যে শাক্বররৈবতে তিরশ্চী সা প্রজ্ঞা

ইন্দ্রপ্রজাপতী দ্বারগোপাবিন্দ্রপ্রজাপতিনামনৌ দ্বাররক্ষাকারকৌ দ্বার
তাবিন্দ্রপ্রজাপতিদ্বারস্থৌ। অস্মাৎপ্রাপ্তব্রহ্মগন্ধরসতেজসো ব্রহ্মণ এব দর্শনমা
বদ্ধাঞ্জলী পরিত্যক্তাসনৌ দ্বারপ্রদেশাৎসরভসং জয় জয়েতি শব্দমুচ্চারয়
অপদ্রবতোঽপসরতঃ। সোঽপদ্রাবিতেন্দ্রপ্রজাপতিরাগচ্ছতি প্রাপ্নোতি। বিভুপ্র
বিভুনামকং প্রমিতং সভাস্থলম্। তং প্রাপ্তবিভুপ্রমিতং ব্রহ্মতেজো ব্রহ্মাস্মি
প্রকৃতেরহঙ্কারো মনসা দ্বারেণ প্রবিশতি, ব্যাখাতম্। স প্রাপ্তব্রহ্মতেজা আগচ্ছ
প্রাপ্নোতি বিচক্ষণামাসন্দীং বিচক্ষণেতিনামিকাম্। তস্যা আসন্দ্যাঃ প্রকারম
বৃহদ্রথন্তরে সামনী অস্যাঃ পূর্ব্বৌ পাদৌ শ্যৈতনৌধসে সামনী অস্যা অপরৌ পা
বৈরূপবৈরাজে সামনী অস্যা অনূচ্যে দক্ষিণোত্তরে অস্রে শাক্বররৈবতে সা
অস্যাস্তিরশ্চী পূর্ব্বপশ্চিমে সা চতুরস্রা বেদী প্রজ্ঞা। সা বিচক্ষণাঽঽসন্দী প্র

দ্বারপালের নিকট উপস্থিত হয়। সেখানে উপস্থিত হইলে, ইন্দ্র ও প্রজা
নামক, দ্বার রক্ষাকারক, দ্বারস্থদ্বয় প্রাপ্ত ব্রহ্মগন্ধরসতেজা বিদ্বানের নিকট হই
যেমন ব্রহ্ম উপস্থিত হইলে ব্রহ্মদর্শন মাত্রেই বদ্ধাঞ্জলিভাবে আসন পরিত্যাগ ক
সসম্ভ্রমে জয়জয় শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে দ্বার প্রদেশ হইতে অপসৃত হ
সেইরূপ সরিয়া যায়। দ্বারপালদ্বয় সরিয়া যাইলে, বিভুনামক প্রমিতস্থলে,
স্থলে যাইয়া উপস্থিত হয়। সেখানে যাইলে, 'ব্রহ্মাহমস্মি' 'ব্রহ্ম আমি' ইত্যাক
প্রকৃতির অহঙ্কার মনোদ্বারা হৃদয়ে প্রবেশ করে। সে উপাসক ব্রহ্মতেজ, প্র
হইয়া, তথা হইতে বিচক্ষণানাম্নী আসন্দীতে যাইয়া উপস্থিত হয়। সেই আসন্দ
কি প্রকার গঠন, তাহা বলিতেছেন ;—সেই আসন্দীর পূর্ব্বপাদদ্বয় বৃহৎ র
সামদ্বয়। শ্যেত ও নৌধস্‌নামক সামদ্বয় তাহার অপর পাদদ্বয়। বৈরূপ
বৈরাজ নামক সামদ্বয় তাহার দক্ষিণ ও উত্তর কোণ। শাক্বর ও রৈবতনা
সামদ্বয় তাহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম কোণ। এই হইল সেই প্রজ্ঞানামক চতুর
বেদী। সেই বিচক্ষণা আসন্দী প্রজ্ঞা, বা মহত্তত্ত্বরূপিণী বুদ্ধিই প্রজ্ঞা। নচে

প্রজ্ঞয়া হি বিপশ্যতি স আগচ্ছত্যমিতৌজসং পর্য্যঙ্কং স প্রাণ-
স্তস্য ভূতং চ ভবিষ্যচ্চ পূর্ব্বৌ পাদৌ শ্রীশ্চেরা চাপরৌ-
বৃহদ্রথংতরে অনূচ্যে ভদ্রযজ্ঞাযজ্ঞীয়ে শীর্ষণ্যে ঋচশ্চ সামানি চ

তত্ত্বরূপিণী বুদ্ধিঃ। তত্রাঽঽগতস্য ফলমাহ—প্রজ্ঞয়া হি বিপশ্যতি হি যস্মাদ্বিচক্ষণাং প্রাপ্তস্তস্মাৎ প্রজ্ঞয়াঽঽত্মবুদ্ধ্যা বিবিধং বিশ্বং পশ্যতি। স প্রাপ্তপ্রজ্ঞঃ। আগচ্ছতি প্রাপ্নোতি। অমিতৌজসং পর্য্যঙ্কম্। অমিতৌজোনামকং পর্য্যঙ্কম্। স প্রাণঃ বৃত্তিঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়েভ্যোঽভ্যধিকঃ ক্রিয়াশক্তিঃ। তস্যামিতৌজসঃ পর্য্যঙ্কস্য ভূতঞ্চ ভবিষ্যচ্চ পূর্ব্বৌ পাদৌ মস্তকাধারগাত্রস্যাধস্তাদ্বর্ত্তমানৌ প্রাচ্যাং দিশি চরণাতীতং ভাবি চ বিশ্বম্। চকারাবেকৈকস্যৈকৈকপাদত্বার্থৌ। শ্রীশ্চেরা চাপরৌ, ইরা ... । পাদগাত্রস্যাধস্তাদ্বর্ত্তমানৌ পশ্চিমায়াং দিশ্যন্যৌ চরণৌ লক্ষ্মীধরণী চ। ... বৌ পূর্ব্ববৎ।

ভদ্রযজ্ঞাযজ্ঞীয়ে শীর্ষণ্যে পূর্ব্বপশ্চিমযোর্হ্রস্বে খট্বাঙ্গে পাদাধারে শীর্ষণ্যে শীর্ষ-

...দী। সে স্থলে আসিলে কি ফল হয়, তাহাই বলিতেছেন ;—যেহেতু বিচক্ষণা ...কে প্রাপ্ত হয়, সেই হেতু প্রজ্ঞা দ্বারা আত্মবুদ্ধি দ্বারা বিবিধ বিশ্বকে জানিতে ...বে। সে উপাসক প্রজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে পর, তদুপরিস্থিত অমিতৌজোনামক ...ঙ্কের পর্য্যঙ্ক পাইতে পাবে। সেই পর্য্যঙ্ক হইতেছে প্রাণ, প্রাণ, অপান, সমান, ...দান ও ব্যাননামক পঞ্চবৃত্তিক ; সর্ব্ববিধ ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্, এবং সেই ইন্দ্রিয় ...কলের ক্রিয়াশক্তিস্বরূপ। সেই অমিতৌজোনামক ব্রহ্মপর্য্যঙ্কের পূর্ব্বপাদদ্বয় ...হা কিছু হইয়া গিয়াছে, যাহা কিছু হইবার আছে, অর্থাৎ ভূত ও ভবিষ্যৎ। ...ঙ্কের মস্তকাধারগাত্রের নিম্নদিকে বর্ত্তমান পূর্ব্বদিকের চরণদ্বয়ের মধ্যে এক-...নি অতীত বিশ্ব, অন্যখানি ভাবিবিশ্ব। আর পাদগাত্রের নিম্নদিকে বর্ত্তমান ...শ্চিমদিকের চরণদ্বয়ের মধ্যে একখানি লক্ষ্মী ও অন্যখানি পৃথিবী। সেই পর্য্যঙ্কের ...ক্ষিণোত্তর দীর্ঘ খট্বাঙ্গদ্বয় হইতেছে, অনূচানামক বৃহৎ ও রথন্তর নামকসামদ্বয়। ...র্ব্ব ও পশ্চিমের হ্রস্ব শীর্ষণা খট্বাঙ্গদ্বয় হইতেছে, ভদ্র ও যজ্ঞাযজ্ঞীয়নামক সামদ্বয়। ...ইরূপ পাদচতুষ্টয় দ্বারা কোষ্ঠ চতুষ্টয় নিষ্পন্ন হইলে, তাহার পটিকা কিরূপ, তাহা ...লিতেছেন ;—পূর্ব্ব, পশ্চিম, উপরি ও অধোভাগে বর্ত্তমান দীর্ঘ পটিকা হইতেছে, ... ঋক্সকল ও সাম সকল। প্রসিদ্ধ যজুঃ সকল দক্ষিণ ও উত্তরদিক্

প্রাচীনাতানানি যজুংষি তিরশ্চীনানি সোমাংশব উপস্তরণ মুদ্গীথ উপশ্রীঃ শ্রীরুপবর্হণং তস্মিন্‌ব্রহ্মাঽঽস্তে তমিত্থংবিৎ পাদেনৈবাগ্র আরোহতি।

তং ব্রহ্মা পৃচ্ছতি কোঽসীতি তং প্রতিব্রূয়াৎ ॥ ৫ ॥

পাদস্থলে ভদ্রযজ্ঞাযজ্ঞীয়সামনী। এবং কোষ্ঠচতুষ্টয়েপাদচতুষ্টয়েন নিষ্পন্নে পট্টিকামাঃ ঋচশ্চ সামানি চ প্রাচীনাতানানি। প্রাক্‌প্রত্যগুপর্য্যাধোভাগেন বর্ত্তমানা দীর্ঘ পট্টিকাঃ প্রাচীনাতানানি তদৃচশ্চ সামানি চ। চকারাদৃক্‌সাময়োরধউর্দ্ধভাগনিয়মাৎঔ যজুংষিতিরশ্চীনানিযজুংষি প্রসিদ্ধানি দক্ষিণোত্তরয়োস্তির্য্যক্‌পট্টিকারূপাণি। সোমাংশ উপস্তরণং সোমকিরণাঃ সুকোমলকশিপুস্বরূপম্‌। উদ্গীথ উপশ্রীঃ, উদ্গীথ সামভক্তিবিশেষঃ। উপস্তরণস্যোপর্য্যাপাদমস্তকং প্রক্ষিপ্যমাণং ক্ষীরগৌরং মৃদুতর বস্ত্রমুপশ্রীস্তদুদ্গীথঃ। শ্রীরুপবর্হণমুচ্ছীর্ষকং লক্ষ্মীঃ। যদ্যপীয়ং পাদত্বেন পূর্ব্বমুক্ত স্তথাঽপি পূর্ব্বা লৌকিক্যাত্তরা তু বৈদিকীতি বিভাগাৎপুনরুক্তির্ন দোষঃ। তস্মিন্‌ প্রাণপর্য্যঙ্কে ভূতং চৈত্যারন্তু শ্রীরুপবর্হণমিত্যন্তেনোক্তে। ব্রহ্মাঽঽস্তে হিরণ্য গর্ভস্বরূপং স্বতাদাত্মোনোপাস্যমানমুপবিষ্টং বর্ত্ততে। তং ব্রহ্মণ আসনভূতং পর্য্যঙ্ক মুক্তমিত্থংবিদুক্তপর্য্যঙ্কস্থেন ব্রহ্মণা তাদাত্ম্যবিৎপাদেনৈব চরণেনৈব নতু পাদাবধ স্তাৎপ্রক্ষিপ্য জঘনকরাদ্যারোপণেনাগ্রে প্রথমত আরোহত্যারোহণং করোতি॥

তং পাদেনৈবোক্তপর্য্যঙ্কমারোহন্তং প্রিয়ং পুত্রমিব পিতা ব্রহ্মা পৃচ্ছতি হিরণ্য গর্ভো ব্রূতে। ব্রহ্মোক্তিমাহ—কঃ প্রশ্নেঽসি ভবসীত্যনেন প্রকারেণ শক্তিঃ শিক্ষ য়তি তং কোঽসীতি ব্রুবাণং ব্রহ্মাণং প্রতিব্রূয়াৎপ্রত্যুত্তরং বদেৎ॥ ৫ ॥

গামী তির্য্যক্ পট্টিকাসকল। সোমের অংশু সকল উপস্তরণ, সুকোমল কশিপু স্বরূপ। সামভক্তিবিশেষ যে উদ্গীথ, তাহা হইতেছে উপস্তরণের উপরি আপাদ মস্তক প্রক্ষিপ্যমান ক্ষীরগৌর (দুগ্ধফেননিভ) মৃদুতর বস্ত্র উপশ্রী। (চাদর)। উপবর্হণ—উচ্ছির্ষক হইতেছে বৈদিকী লক্ষ্মী। পূর্ব্বে যে শ্রীকেপাদরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা লৌকিকী লক্ষ্মী; সুতরাং পুনরুক্তি দোষ নাই। এতাদৃশ প্রাণপর্য্যঙ্কে ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভস্বরূপ স্বতাদাত্মরূপে উপাস্যমান অবস্থায় উপবিষ্ট আছেন। সেই ব্রহ্মের আসন প্রাণপর্য্যঙ্কে, উক্ত পর্য্যঙ্কস্থ ব্রহ্মার সহিত আপনাকে অভিন্নভাবে যে জানিতে পারিয়াছে; সে প্রথমতঃ চরণ দ্বারাই আরোহণ করে।

ঋতুরস্ম্যার্ত্তবোঽস্ম্যাকাশাদ্‌যোনেঃ সংভূতো ভাযা এতৎ-
সম্বৎসরস্য তেজো ভূতস্য ভূতস্য ভূতস্য ভূতস্যাঽঽত্মা

বক্তব্যং প্রত্যুত্তরমাহ—

ঋতুরস্মি বসন্তাদ্যৃতুস্বরূপো ভবামি। কালাত্মকত্ব উপপত্তিমাহ—আর্ত্তবো-
, ঋতুসংবন্ধী ভবামি। কালাত্মকেন ময়া সংবন্ধাৎ। মম কালাত্মনস্তয়া
শেনাভেদপ্রাপ্তির্গতস্ততঃ কালঃ কালসম্বন্ধীচাহং ভবামীত্যর্থঃ। তর্হি কিং
চন্দ্রমসঃ সমাগত ঋতুরার্ত্তবশ্চ তথেত্যাশঙ্ক্য নেত্যাহ—আকাশাদব্যাকৃতাদ্‌যো-
রুপাদানকারণাৎসংভূত উৎপন্নো ভাযাঃ স্বয়ম্প্রকাশাদ্‌ব্রহ্মণঃ। অয়মর্থঃ। ন
বলং জড়মুপাদানকারণং কিন্তু স্বয়ম্প্রকাশং ব্রহ্ম শবলমিতি। এতৎ সম্বৎসরস্য
জো ভূতস্য ভূতস্য ভূতস্য ভূতস্য। ননু কথং ভাযা আকাশাদ্‌যোনেঃ সম্ভূতঃ কথ-

দদ্বারা আরোহণ করে, এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, ভৃত্যাদিগণ প্রভুর
সনে পাদদ্বারা আরোহণ করিতে সাহসী হয় না; সুতরাং যদিই আরোহণ
রিতে হয়, তবে হস্ত ও জানু, বা জঘনদ্বারা প্রথমতঃ আরোহণ করে, এবং অধি
রোহণ অবস্থায় পাদধূলি ঝাড়িয়া লইয়া বিশেষ সন্তর্পণের সহিত পার্শ্বে পার্শ্বে
বিক্ষেপ করিয়া থাকে; ব্রহ্মবিৎ সেরূপ করিয়া আরোহণ করে না; কিন্তু
কবারে প্রভুর ন্যায় নিঃসঙ্কোচে পাদদ্বারাই ব্রাহ্ম আসনে আরোহণ করিয়া
কে। পাদদ্বারা পর্য্যঙ্কে আরোহণ করিতে দেখিয়া, পিতা যেমন পুত্রকে
জ্ঞাসা করেন; সেইরূপ হিরণ্যগর্ভ জিজ্ঞাসা করেন,—'কে হও।' ব্রহ্মা এই-
জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাকে প্রত্যুত্তর দিবে;—আমি বসন্তাদি ঋতুস্বরূপ হই-
ছি। কি করিয়া ঋতুস্বরূপ হওয়া যায়, তাহার উপপত্তি দেখাইতেছেন;—
মি আর্ত্তব—কালস্বরূপ বলিয়া ঋতুসম্বন্ধী হইতেছি। যে হেতু তুমি কালস্বরূপ;
মার সহিত খণ্ডকালের সম্বন্ধ আছে, এবং তোমার সহিত আমি অভিন্ন এক;
ইহেতু আমিও কাল এবং কাল সম্বন্ধী। তবে যেমন চন্দ্র হইতে সমাগত জীব
ও আর্ত্তব স্বরূপ, তুমি সেইরূপ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, না, স্বয়ং প্রকাশ,
প্রপঞ্চের একমাত্র উপাদান কারণ, অব্যাকৃত আকাশ হইতে আমি সম্ভূত।
মার উৎপত্তিতে কেবল জড়ই উপাদান কারণ নহে; কিন্তু মায়াশবল স্বয়ম্প্রকাশ
ই আমার উপাদান কারণ। কি করিয়া তুমি স্বয়ম্প্রকাশ অব্যাকৃতযোনি হইতে

ত্বমাত্মাঽসি যস্ত্বমসি সোঽহমস্মীতি তমাহ কোঽহমস্মীতি সত্যমিতি ব্রূয়াৎ

মৃতুরার্ত্তবশ্চেত্যত আহ—ভূতস্যাতীতস্য ভূতস্য যথার্থস্য কারণরূপস্য ভূতস্য চতুর্বি চেতনাচেতনাত্মকস্য ভূতস্য পঞ্চমহাভূতাত্মকস্য। নহি সম্বৎসরমন্তরেণ চতুর্ব্বিধ ভূতানি পঞ্চ ভূতানিচোৎপদ্যন্তে। সম্বৎসরস্য বসন্তাদ্যনেকর্ত্তুস্বরূপস্যৈতৎসম্বৎ প্রবর্ত্তকমন্তর্ব্বহির্ব্বর্ত্তমানং তেজো দীপ্তিস্বরূপং মদবুদ্ধিপ্রকাশকমাত্মাঽহংস্মেতিপ্রত্য ব্যবহারযোগ্যম্। সম্বৎসরস্যচ তৎকার্য্যস্যচ ময়ি স্বয়ম্প্রকাশস্বরূপেঽধ্যস্তত্বা যদাঽপ্যেতৎসম্বৎসরস্যাস্য তেজোভূতস্য তেজঃস্বরূপস্যাঽহংদিত্যাদিতেজসঃ প্রবর্ত্তমা স্যাদ্ভূতস্য ব্যবহারযোগ্যস্য চেতনাচেতনাত্মকপ্রপঞ্চস্য ভূতস্য কারণস্য ভূতস্য কা স্যাঽহস্মাঽধিষ্ঠানভূত ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। তদাঽপি ঋতুস্ত্বমার্ত্তবস্ত্বঞ্চাবিরুদ্ধং কা স্যাপি কারণস্য সমত্বাৎ॥ নন্বু কোঽয়মাত্মেত্যত আহ—

ত্বং পর্য্যঙ্কস্থো ব্রহ্মাঽহং আঽস্যাত্মশব্দপ্রত্যয়ভাগ্ ভবসি। যদ্যেবং তর্হি তবেত্যত আহ—যঃ প্রসিদ্ধঃ পর্য্যঙ্কস্থস্ত্বমসি ব্রহ্মা মৎপুরতস্থিতোঽসি স যুষ্মচ্ছ প্রত্যয়ালম্বন উক্তোঽহমস্ম্যস্মচ্ছব্দপ্রত্যয়ালম্বনো ভবামি। ইত্যনেন প্রকারে প্রতিব্রূয়াদিত্যন্বয়ঃ। তমেবং বদন্তমুপাসকমাহ ব্রূতে পর্য্যঙ্কস্থো ব্রহ্মা। প্রশ্নে। অহমস্মি যস্ত্বমাত্মাঽসীতি ভবতোক্তঃ স কোঽহং ব্রহ্মা ভবামি ইত্যনেন প্রকারেণ ব্রহ্মণা পুনঃ পৃষ্টউপাসকো ব্রহ্মাণং প্র সত্যং সত্যশব্দাভিধেয়াধিষ্ঠানম্। ইতি ব্রূয়াদনেন প্রকারেণ বদেৎ

উৎপন্ন; কি করিয়াই বা ঋতু ও আর্ত্তব? ইহার উত্তরে বলিতেছেন;—অতীত থার্থ কারণরূপ, চতুর্ব্বিধ চেতনাচেতনাত্মক জায়মান পদার্থ এবং পঞ্চ মহাভূতের সংবৎসর ব্যতীত চতুর্ব্বিধ ভূত ও পঞ্চভূত উৎপন্ন হয় না; সুতরাং বসন্তাদি অনে ঋতুস্বরূপ সম্বৎসরের প্রবর্ত্তক, ও তাহার অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান এই দীপ্তি স্বরূপ মদবুদ্ধিপ্রকাশক 'আমি' বলিয়া যে আত্মার জ্ঞান ও ব্যবহার হয়, আমি সেই আত্মা। স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ 'আমি' বলিয়া যে আত্মার জ্ঞান ও ব্যবহার হয়, সেই আত্মভূত আমাতেই সংবৎসর ও তাহার কার্য্যকলাপ অধ্যস্ত বা আরোপিত বলিয়া আমিই তাহার প্রকৃত আত্মা। অতএব ঋতু ও আর্ত্তব আমিই।

যখন, এই সংবৎসরের তেজঃস্বরূপ, যেহেতু আদিত্যাদি মণ্ডলে তেজঃ উদ্ভ হইতেই প্রবর্ত্তমান হয়, উৎপন্ন ব্যবহারযোগ্য পদার্থনিচয় চেতনাচেতন প্রপঞ্চ,

ক্তং তদ্‌যৎসত্যামতি যদন্যদ্দেবেভ্যশ্চ প্রাণেভ্যশ্চ তৎসদথ
দ্দেবাশ্চ প্রাণাশ্চ তত্ত্যং তদেতয়া বাচাঽভিব্যাহ্রিয়তে সত্য-
ত্যেতাবদিদং সর্ব্বমিদং সর্ব্বমসি।
ত্যৈবেনং তদাহহহ [তদেতদৃক্‌শ্লোকেনাভ্যুক্তম্। যজুদরঃ সামশিরা
সাবৃঙ্‌মূর্ত্তিরব্যয়ঃ। স ব্রহ্মেতি স বিজ্ঞেয় ঋষির্ব্রহ্মময়ো মহানিতি]।

এবমুক্তে পুনর্ব্রহ্মা পৃচ্ছতি—কিং প্রশ্নে।

তদ্ভবতোক্তং যদ্ভবতঃ প্রসিদ্ধং সত্যং সত্যশব্দাভিধেয়ম্। ইত্যনেন প্রকারেণ
ণা পৃষ্টঃ পুনঃ প্রত্যুত্তরং ব্রূয়াৎ। যৎপ্রসিদ্ধম্। অন্যদ্দেবেভ্যশ্চ প্রাণেভ্যশ্চে-
য়াধিষ্ঠাতৃভ্যোঽগ্ন্যাদিভ্য ইন্দ্রিয়েভ্যঃ সপ্রাণেভ্যো ব্যতিরিক্তম্। চকারৌ
কাশাভ্যামপ্যন্যদিত্যেতদর্থৌ। তদুক্তমিন্দ্রিয়প্রাণব্যতিরিক্তং সৎসচ্ছব্দালম্বনম্।
। পক্ষান্তরে যৎপ্রসিদ্ধং দেবাশ্চ প্রাণাশ্চাগ্ন্যাদয় ইন্দ্রিয়াণি সপ্রাণকানি বায়্‌-
শৌচ পূর্ব্ববৎ। তদুক্তং দেবাদিকং ত্যং ত্যচ্ছব্দালম্বনং তদুক্তং সচরাচরং
মেতয়োক্তয়া সত্যরূপয়া বাচা বচনেনাভিব্যাহ্রিয়তে সর্ব্বত উচ্যতে
চ্ছব্দার্থমাহ—সত্যমিতি। সত্যং সত্যশব্দরূপমিত্যনুকরণার্থং। এতাবদ্‌যৎ-
মাণমিদং প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণগম্যং সর্ব্বং নিখিলং জগৎ। ইদানীং শ্রুতিরাহ—
ং সর্ব্বমসি, ইদং প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণগম্যং সর্ব্বং নিখিলং ভূতভৌতিকাত্মকং
দ্‌ব্রহ্ম ত্বং ভবসি।

ইতোবৈনং তদাহহহ তদা তস্মিন্‌ব্রহ্মণো মঞ্চকসমীপাগমনকাল ইত্যেবোক্তেনৈব
কারেণ মন্ত্রেণ। এনং ব্রহ্মাণম্। আহোপাসকঃ সমাগতো ব্রূতে।

রণ কলাপ ও কার্য্যসমূহের আ.. অর্থাৎ অধিষ্ঠান স্বরূপ আমি, এইরূপ ব্যাখ্যা
। যায়, তখনও 'আমি ঋতু ও আর্ত্তব, একথা কারণস্বরূপ কালের উপর বলায়
ুমাত্র বিরোধ হয় না। সেখানেও কালই কারণ। এবং সেই কালই আমি,-
বলা যাইতে পারে।

আচ্ছা, এ আত্মা কে? এইজন্য বলিতেছেন;—তুমিই আত্মা হইতেছ, পর্য্য
িরণ্যগর্ভরূপী তুমিই আত্মশব্দের বাচ্য, লক্ষ্য ও জ্ঞেয়। যদিও এইরূপই
...রে আর তাহাতে তোমার কি? এইজন্য বলিতেছেন,—আমার অগ্রে অব-

তমাহ কেন মে পৌংস্যানি নামান্যাপ্নোষীতি প্রাণেনেতি ব্রূয়া
কেন স্ত্রীনামানীতি বাচেতি কেন নপুংসকানীতি মনসা
কেন গন্ধানিতি প্রাণেনেত্যেব ব্রূয়াৎ।

তমুপাসকং স্বাত্মনঃ সর্ব্বাত্মত্বং ব্রুবাণমাহ ব্রূতে ব্রহ্মা। কেন করণভূতেন রূপে মে মম ব্রহ্মণঃ সর্ব্বাত্মনঃ পৌংস্যানি পুংলিঙ্গসম্বন্ধীনি নামানি নামধেয়ানি। আ প্রাপ্নোতি। ইত্যনেন প্রকারেণ ব্রহ্মণা পৃষ্টে প্রাণেন পঞ্চবৃত্ত্যাত্মকেন সাধি কেন করণেন রূপেণ বা। ইতি ব্রূয়াৎ, অনেন প্রকারেণ প্রত্যুত্তরং বদেদুপাস

পুনর্ব্রহ্মা পৃচ্ছতি—

কেন করণেন রূপেণ বা স্ত্রীনামানি স্ত্রীলিঙ্গনামধেয়ানি। আপ্নোষী বক্ষ্যমাণেষুচানুবর্ত্ততে। ইত্যনেন প্রকারেণ পৃষ্টে। বাচা প্রাণনিষ্পাদয়া ব ব্যক্তিহেতুভূতয়া। ইত্যনেন প্রকারেণ ব্রূয়াদিত্যনুবর্ত্ততেঽত্র বক্ষ্যমাণ পুনঃ পৃচ্ছতি—কেন করণেন রূপেণ বা নপুংসকানি নপুংসকলিঙ্গনাম ইত্যনেন প্রকারেণ। পৃষ্ট উত্তরমাহ—মনসাঽন্তঃকরণেন সাধিদৈবিকেন। ইত্য প্রকারেণ। পুনঃ পৃচ্ছতি—কেন করণেন গন্ধান্পৃথিব্যেকগুণান্। ইত্য প্রকারেণ। উত্তরমাহ—প্রাণেন সাধিদৈবিকেনেত্যেব ব্রূয়াৎ, অনেনৈব প্রক বদেৎ। ব্রূয়াদিত্যনুবর্ত্তত ইত্যেতদর্থং মধ্যেচ গ্রহণমন্তেঽপি গ্রহীষ্যতি। এব প্রাণশব্দস্য দ্বিরভিধানং কথং করণীয়মিতিশঙ্কানিবারণার্থং।

স্থিত যে প্রসিদ্ধ পর্য্যঙ্কস্থ ব্রহ্মা তুমি হও, সেই 'তুমি' শব্দের বাচ্য ও জ্ঞেয় 'আমি' শব্দের বাচ্য, লক্ষ্য ও জ্ঞেয় হইতেছি, অর্থাৎ 'তু আমিই' আমাতে তোমাতে কোনও ভেদ নাই, একই। এইরূপে তত্ত্ব উপাসক প্রত্যুত্তর দান করিবে। উপাসক এইরূপ বলিলে তখন পর্য ব্রহ্মা বলিবেন,—'আমি কে হইতেছি?' তুমি যে আমাকে বলিলে আত্মা হইতেছ', সেইত আমি ব্রহ্মা, 'আমি কে?' এইরূপে ব্রহ্মক উপাসক জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্রহ্মাকে বলিবে, 'যাহা সত্য শব্দের অভিধেয়, ত অধিষ্ঠান তুমি।' ইহার উত্তরে ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিবেন,—'কি সেটি, যেটিকে সত্য বলিলে?' যেটিকে তুমি সত্য, বা সত্যশব্দের অভিধেয় বলিয়া বলিলে, কি? ব্রহ্মা এইরূপ প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তরে উপাসক বলিবে, যাহা ইন্দ্রিয়

কেন রূপাণীতি চক্ষুষেতি কেন শব্দানিতি শ্রোত্রেণেতি কেনান্নরসানিতি জিহ্বয়েতি কেন কর্ম্মাণীতি হস্তাভ্যামিতি কেন

পুনঃ পৃচ্ছতি—

কেন করণেন রূপাণি হেতঃ্বাবয়ংগুণভূতানীত্যনেন প্রকারেণ। উত্তরমাহ চক্ষুষা নেত্রেণ সাধিদৈবিকেন করণেন। ইত্যনেন প্রকারেণ। কেন স্পর্শাংস্ত্বচেতি প্রশ্নোত্তরে বহিয়েবাবগন্তব্যে। পুনঃ পৃচ্ছতি—কেন করণেন শব্দান্ধ্বনিবর্ণপদবাক্যাদিরূপান্। ইত্যনেন প্রকারেণ। উত্তরমাহ-- শ্রোত্রেণ শব্দোপলব্ধিকরণেন সাধিদৈবিকেন। ইত্যনেন প্রকারেণ। পুনঃ পৃচ্ছতি— কেন করণেনান্নরসানন্নস্বাদনীয়স্য লেহ্যপেয়চোষ্যভোজ্যস্য রসান্কটুকাম্ললবণ-তীক্ষ্ণকষায়মধুররসান্। ইত্যনেন প্রকারেণ। উত্তরমাহ—জিহ্বয়া রসনে-ন্দ্রিয়েণ সাধিদৈবিকেন। ইত্যনেন প্রকারেণ। পুনঃ পৃচ্ছতি—কেন করণেন

মূর্ত্ত দেবগণ অগ্নি প্রভৃতি, ও সপ্রাণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন, যাহা বায়ু ও আকাশ হইতেও ভিন্ন, তাহাই সংশব্দের অভিধেয়। আর যে অগ্নিআদি দেবগণ ও সপ্রাণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, এবং বায়ু ও আকাশ, তাহা ত্যৎ শব্দের অভিধেয়। ঐ সৎ, ও ত্য-শব্দের যোগে সিদ্ধ 'সত্য', এই কথা দ্বারা সচরাচর বিশ্বপ্রপঞ্চের ব্যবহার করা হয়। সচরাচর বিশ্বপ্রপঞ্চ বুঝাইতে হইলে ঐ সত্যশব্দের অনুকরণ করা হয়। এই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগম্য নিখিল জগৎই 'সত্য' শব্দের পরিমিত। এখন শ্রুতি স্বয়ং বলিতেছেন ;—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগম্য ভূতভৌতিকাত্মক নিখিল জগতই ব্রহ্ম তুমি। ব্রহ্মের মঞ্চকসমীপে আগমনকালে উপাসক এই প্রকারে ব্রহ্মাকে বলেন।

শ্রুতিতেও এই সর্ব্বাত্মত্ব কথিত হইয়াছে, এই বলিয়া উপাসক শ্রুতি-উদাহরণ করিতেছেন ;—তৎ-শব্দ দ্বারা লক্ষ্য করা যায় যে আত্মা, তাঁহার উদরভাগ যজু-র্ব্বেদোদাহৃত নিখিলজগৎ, সামবেদোদাহৃত নিখিলপ্রপঞ্চ তাঁহার মস্তক, ইনি ঋকের বাচ্য, লক্ষ্য ও জ্ঞেয়বিষয়ের মূর্ত্তিস্বরূপ ; ইহাঁর কোনরূপ স্বরূপতঃ হ্রাস বৃদ্ধি নাই অব্যয় ; তাঁহাকে 'ব্রহ্ম' এইরূপে একই শব্দে লক্ষ্য করা যায় ; তিনিই বেদানের বিজ্ঞেয়পদার্থ ; যে তাঁহাকে প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে পায়, যে ঋষিশব্দ বাচ্য ; সে ব্রহ্মময় হয় ; তাহাকে সকলেই মহান্ বলিয়া পূজা করে।

সুখদুঃখে ইতি শরীরেণেতি কেনাঽঽনন্দং রতিং প্রজাতিমিত্যু-
পস্থেনেতি।

কর্ম্মাণ্যাদাতব্যানি। ইত্যনেন প্রকারেণ। উত্তরমাহ—হস্তাভ্যাং হস্তদ্বয়-
রূপেণ করণেন সাধিদৈবিকেন। ইত্যনেন প্রকারেণ। পৃচ্ছতি—কেন করণেন
সুখদুঃখে অনুকূল প্রতিকূলবেদনীয়ে। ইত্যনেন প্রকারেণ। উত্তরমাহ—শরীরেণ
স্থূলসূক্ষ্মাখ্যেণ পুণ্যাপুণ্যসহকৃতাজ্ঞানহেতুনা দেহেন। ইত্যনেন প্রকারেণ।
পুনঃ পৃচ্ছতি—কেন করণেনাঽঽনন্দং মৈথুনাবসানসমুত্থং সুখং রতিমৈথুন-
রাগজং সুখমামৈথুনাবসানং যোষিদালিঙ্গনমারভ্য। প্রজাতিং প্রজাঃ কন্যা-
সুতাদিরূপাঃ। ইত্যনেন প্রকারেণ। উত্তরমাহ—উপস্থেনোপস্থাখ্যেন
করণেন স্ত্রীপুংসলিঙ্গভেদভিন্নেন সাধিদৈবিকেন। ইত্যনেন প্রকারেণ।

এইরূপে সেই উপাসক আপনার সর্ব্বাত্মতা বলিলে, ব্রহ্মা তাহাকে বলেন;—
আমি ত সর্ব্বাত্মক; সুতরাং কোন্ কারণে, বা কোন্রূপে তুমি আমার পুংলিঙ্গ
সম্বন্ধী নাম সকল প্রাপ্ত হইতেছ? এইরূপে ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রহ্মাকে উপা-
সক প্রত্যুত্তর দিবে,—পঞ্চ বৃত্ত্যাত্মক সাধিদৈবিক প্রাণরূপকরণ, বা রূপদ্বারা
পুংলিঙ্গ সংম্বন্ধী নাম সকল প্রাপ্ত হইতেছি। আবার ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিবেন;—
কোন্ কারণ, বা কোন্রূপে আমি সর্ব্বাত্মক হইলেও স্ত্রীলিঙ্গ সম্বন্ধী নাম সকল
তুমি পাইতেছ? ইহার উত্তরে উপাসক বলিবে,—প্রাণনিষ্পাদ্য, বর্ণাভিব্যক্তির
কারণভূত বাক্দ্বারা স্ত্রীনাম সকল প্রাপ্ত হইতেছি। আবার ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করি-
বেন,—কোন্ কারণ, বা কোন্রূপে তুমি সর্ব্বাত্মক হইলেও নপুংসকলিঙ্গ সম্বন্ধী
নাম সকল প্রাপ্ত হইতেছ? ইহার উত্তরে উপাসক বলিবে;—সাধিদৈবিক অন্তঃ-
করণ দ্বারা ক্লীবলিঙ্গ সম্বন্ধী নাম সকল প্রাপ্ত হইতেছি। আবার ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা
করিবেন;—কোন্ করণ দ্বারা পৃথিবীর অসাধারণ গুণ গন্ধকে প্রাপ্ত হও? ইহার
উত্তরে উপাসক বলিবেন, প্রাণ দ্বারাই। এস্থলে যে এবকার একটি আছে,
তদ্দ্বারা প্রাণশব্দের দুইবার কীর্ত্তন করা কেন হইবে? এই আশঙ্কা নিরস্ত হইল।
এস্থলে প্রাণ শব্দে ঘ্রাণেন্দ্রিয় বুঝিতে হইবে। আবার ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিবেন;—
কোন্ করণ দ্বারা তেজঃ, অপ্, ও অন্নের গুণভূত রূপ সকল প্রাপ্ত হইতেছ?
উত্তরে উপাসক বলিবে,—সাধিদৈবিক নেত্র দ্বারা। 'কোন্ করণ দ্বারা স্পর্শাদির

কেনেত্যা ইতি পাদাভ্যামিতি কেন ধিয়ো বিজ্ঞাতব্যং কামানিতি প্রজ্ঞয়েতি ক্রয়াত্তমাহ।

পুনঃপৃচ্ছতি.—

কেন করণেনেত্যা গতীঃ। ইত্যনেন প্রকারেণ। উত্তরমাহ—পাদাভ্যাং পাদদ্বয়াখ্যেন করণেন সাধিদৈবিকেন। ইত্যনেন প্রকারেণ। পৃচ্ছতি—কেন করণেন ধিয়ো বুদ্ধিবৃত্তীঃ। বিজ্ঞাতব্যং ধিয়াং বিষয়জ্ঞানং কামান্‌বিবিধেচ্ছাপরপর্য্যায়রূপান্‌। ইত্যনেন প্রকারেণ। উত্তরমাহ—প্রজ্ঞয়া স্বয়ম্প্রকাশেনাঽঽত্মবোধেন। যদ্যপি সর্ব্বমিদমনয়ৈবাঽঽপাতে তথাঽপি বাগাদিকং নামাদ্যবাপ্তৌ সাক্ষাৎকরণমস্তি ব্যবধায়কং নত্বেবং বুদ্ধ্যাদৌ কিঞ্চিদস্তি। যদ্যপি সুখদুঃখে অপিপ্রত্যৈকবেদ্যে তথাঽপি মম পাদে সুখং শিরসিচ দুঃখমিত্যাদিপ্রত্যয়ানুসারেণ শরীরেণেত্যুক্তম্‌। যদ্যপি নামমাত্রাপ্তৌ করণং বাক্‌প্রাণশ্চ জীবনমন্তরেণ ন করণম্‌। মনশ্চ সর্ব্বোপলব্ধিসাধারণং করণম্‌। তথাঽপি স্ত্রীপুংসব্যক্তিবজ্‌ঝটিত্যেব নপুংসকব্যক্তের্গ্রাহকরণৈঃ প্রত্যয়ানুদয়াদস্তি নপুংসকাধিগমে মনসোঽভ্যধিকো ব্যাপারো যতস্তত উক্তং মনসা নপুংসকানীতি। প্রাণস্যজীবনমন্তরেণাকরণস্যাপি বাগ্‌ব্যাপারসহকারিত্বাদ্বাক্‌প্রাণৌ নামাপ্তৌ করণং ভবতঃ। স্থিতেচ করণত্বে প্রাণস্য পুরুষত্বাদ্বাচঃ স্ত্রীত্বাচ্চ বাক্‌প্রাণয়োর্ব্বিভাগেন করণত্বমবিরুদ্ধম্‌। প্রতর্দ্দনাগ্নিহোত্রেচ বাক্‌প্রাণয়োর্নামাপ্তৌ করণত্বমর্থাদ্বক্ষ্যতি—যাবদ্বা ইত্যাদিনা। ইতি ব্রুয়াৎ। ব্যাখ্যাতম্‌। ঃ পাদেন পর্য্যঙ্কমারূঢ়মুক্তোত্তরবাদিনমাহ পর্য্যঙ্কস্থো ব্রহ্মা ব্রূতে। ব্রহ্মোক্তিমাহ—

ব? সাধিদৈবিক ত্বক্‌ দ্বারা।' এই প্রশ্নোত্তর শ্রুতিতে নাই; কিন্তু থাকা উচিত ছিল। ব্রহ্মা আবার প্রশ্ন করিবেন;—কোন্‌ করণ দ্বারা ধ্বনি, বর্ণ, পদ, ও ক্যাদিরূপ শব্দ সকল গ্রহণ করিয়া থাক? সাধক উত্তর করিবে,—সাধিদৈবিক শ্রোত্রেন্দ্রিয় দ্বারা। ব্রহ্মা আবার প্রশ্ন করিবেন,—কোন্‌ করণ দ্বারা আস্বাদনীয় র্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় অন্নরসের গ্রহণ করিয়া থাক? উত্তরে উপাসক বলিবে;-সাধিদৈবিক জিহ্বেন্দ্রিয় দ্বারা। ব্রহ্মা আবার প্রশ্ন করিবেন;—কোন্‌ করণ দ্বারা দাতব্য কর্ম্ম সকল করিয়া থাক? সাধিদৈবিক হস্তদ্বয় দ্বারা, উপাসক এইরূপ ত্তর করিবে। ব্রহ্মা আবার জিজ্ঞাসা করিবেন,—কোন্‌ করণ দ্বারা প্রতিকূল বা ও অনুকূল বলিয়া যেটি জানা যায়, সেই সুখ ও দুঃখকে প্রাপ্ত হও?

আপো বৈ খলু মে হ্যসাবয়ং তে লোক ইতি সা যা ব্রহ্মণো

আপোঽপ্‌শব্দাভিধেয়াপ্‌প্রধানানি পঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতানি সভৌতিকানি বৈ প্রসিদ্ধানি লোকবেদয়োঃ খলু নিশ্চিতমনুপচরিতমিত্যর্থঃ। মে মম সর্ব্বস্রষ্টুর্হিরণ্যগর্ভস্য পরব্রহ্মাভিন্নস্য হি যস্মাদাপো মম তস্মাদসাবস্ময়ো মদীয়োঽনেককোটিযোজনবিস্তীর্ণঃ সর্ব্বসুখভূমিরয়ং প্রত্যক্ষো মন্নিবাসস্তে তব মদ্রূপা সকস্য মদভিন্নস্য লোকো ব্রহ্মলোকো যাবন্মদীয়ং তাবত্ত্বদীয়মিত্যর্থঃ। ইত্যনেন প্রকারেণ তমাহেত্যন্বয়ঃ। ইদানীমুক্তোপাসনস্য ফলং সংক্ষেপেণ শ্রুতি

উত্তরে সাধক বলিবে,—স্থূল ও সূক্ষ্ম নামক পাপ ও পুণ্যের সহিত অজ্ঞান কারণবশতঃ যে দেহের উৎপত্তি হয়, তদ্দ্বারা। ব্রহ্মা আবার জিজ্ঞাসা করিবেন;—কোন্ করণ দ্বারা আনন্দকে,—মৈথুনের শেষে উৎপন্ন সুখকে, রতিকে—পুরুষ ও কামিনী কলেবরের প্রথমালিঙ্গন হইতে আরম্ভ করিয়া মৈথুনের শেষ পর্য্যন্ত মৈথুনরাগজসুখকে, প্রজাতিকে—কন্যাপুত্রাদিকে প্রাপ্ত হও? উত্তরে সাধক বলিবে,—সাধিদৈবিক স্ত্রী ও পুরুষের চিহ্নবিশেষ দ্বারা।

ব্রহ্মা আরও প্রশ্ন করিবেন,—কোন্ করণ দ্বারা গতি সকল প্রাপ্ত হও? সাধক উত্তর করিবে,—সাধিদৈবিক পাদদ্বয় দ্বারা। ব্রহ্মা আরও জিজ্ঞাসা করিবেন;—কোন্ করণ দ্বারা বুদ্ধির বৃত্তি সকল, সেই বৃত্তি সকলের বিষয় সকল, এবং বিবিধ ইচ্ছারূপ কাম সকল জানিতে পার? সাধক উত্তর করিবে,—স্বয়ম্প্রকাশ আত্মবোধ দ্বারা। যদিও এই সকলই এই স্বয়ম্প্রকাশ আত্মদ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়, তথাপি নামাদি বিষয় প্রাপ্ত হইতে সাক্ষাৎকরণ বাগাদিস্বয়ংপ্রকাশআত্মার ব্যবধায়ক হয়; কিন্তু বুদ্ধি, বিজ্ঞাতব্য ও কামাদির প্রাপ্তি হইতে আর কোন করণ ব্যবধান থাকে না, সাক্ষাৎ স্বয়ম্প্রকাশ আত্মা দ্বারাই পাওয়া যায়। যদিও সুখ ও দুঃখ স্বয়ংপ্রকাশআত্মারই কেবল বেদ্য, তথাপি 'আমারপাদে সুখ, মস্তকে বেদনা, ইত্যাদি জ্ঞান হয় বলিয়া বলা হইয়াছে, দেহ দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর যদিচ নামমাত্রের প্রাপ্তিতে বাক্ ও প্রাণ করণ, কিন্তু জীবন ব্যতিরেকে বাক্‌করণ হইতে পারে না বলিয়া, প্রাণকেই করণ বলা হইয়াছে। মনঃ হইতে সর্ব্ববিধ উপলব্ধিতে করণ; তথাপি স্ত্রী ও পুরুষ ব্যক্তির ন্যায় ঝটিতিই ক্লীব ব্যক্তির জ্ঞান বাহ্যকরণ দ্বারা হইতে পারে না বলিয়া, ক্লীবব্যক্তির অধিগমে যেহেতু অত্যধিক ব্যাপার আছে; সেইহেতু মনকে তাহার জ্ঞানে করণ বলা হইয়াছে। জীবন ব্যতিরেকে

াতির্যা ব্যষ্টিস্তাং জিতিং জয়তি তাং ব্যষ্টিং ব্যশ্নুতে য এবং
াদ য এবং বেদ ॥ ৬ ॥

ইতি ঋগ্বেদান্তর্গতকৌষীতকিব্রাহ্মণারণ্যকোপনিষদি
প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

কৌষীতকিব্রাহ্মণারণ্যকক্রমেণ ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

াঃ—সা শাস্ত্রৈক.বেদ্যাঽঽপ ইত্যাদিনা প্রকৃতা যা প্রসিদ্ধা ব্রহ্মবিদাং ব্রহ্মণঃ
র্য্যঙ্কস্থস্য হিরণ্যগর্ভস্য জিতির্জয়রূপা সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বমিত্যর্থঃ। যা প্রসিদ্ধা ব্যষ্টি-
্যাপ্তিঃ সর্ব্বাত্মকত্বমিত্যর্থঃ। তামুক্তাং জিতিং জয়রূপাং জয়তি স্বাধীনাং
রোতি। তামুক্তাং ব্যষ্টিং ব্যাপ্তিং ব্যশ্নুতে ব্যাপ্নোতি। ব্যাপ্তারমাহ—যঃ

াণ করণ হইতে পারে না; সুতরাং প্রাণ বাগিন্দ্রিয় ব্যাপারে সহকারী। অত-
বাক্ ও প্রাণ নাম প্রাপ্তিতে করণ হইবে। ঐ উভয় করণ বলিয়া সিদ্ধান্ত
ল, প্রাণপুরুষ ও বাক্ স্ত্রী বলিয়া বাক্ ও প্রাণকে বিভাগ করিয়া করণ বলায়
নরূপ বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে না। পরে প্রতর্দ্দনাগ্নি হোত্রে বাক্ ও
কে নাম প্রাপ্তি বিষয়ে অর্থাৎ করণ বলা হইবে। সাধক এইরূপ উত্তর
য়া পাদদ্বারা সেই পর্য্যঙ্কে আরোহণ করিতে থাকিলে পর্য্যঙ্কস্থ ব্রহ্মা বলিতে
ছেন;—যেহেতু লোকে ও বেদে প্রসিদ্ধ এবং সত্য সত্যই অপ্ শব্দাভিধেয়
া প্রধান, সভৌতিকপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত, সকলের সৃষ্টিকারী, পরব্রহ্মের
হত অভিন্ন যে আমি হিরণ্যগর্ভ, সেই আমার আবাস ভূমি; তুমি আমার সহিত
ভিন্ন, সেই হেতু এই অপ্ময়সভৌতিকপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতময়, অনেক কোটি
াজনবিস্তীর্ণ আমার সর্ব্বসুখভূমি, এই প্রত্যক্ষ আমার নিবাসভূমি তোমার,
ামার উপাসক, আমার সহিত অভিন্ন তুমি, তোমার লোক; অর্থাৎ আমার বলিয়া
তটা, ততটা তোমারই।

এখন উক্তবিধ উপাসনার ফল কি, তাহা শ্রুতি স্বয়ং বলিতেছেন;—সেই শাস্ত্র
দ্বারা কেবলবেদ্য, ব্রহ্মবিৎদিগের প্রসিদ্ধ, পর্য্যঙ্কস্থ হিরণ্যগর্ভের জয়, যা সর্ব্ব
ন্তৃত্ব; আর সেই যে প্রসিদ্ধ ব্যাপ্তি, সর্ব্বব্যাপকতা; সেই জিতি ও ব্যাপ্তিকে
শেষরূপে প্রাপ্ত হয়, যে প্রসিদ্ধ উপাসক উক্ত প্রকারে পর্য্যঙ্কস্থ ব্রহ্মের উপাসনা

প্রসিদ্ধ উপাসক এবং বেদ, উক্তেন প্রকারেণ পর্য্যঙ্কস্থং ব্রহ্মোপাস্তে। য এবং বেদ। ব্যাখ্যাতম্। বাক্যাভ্যাসোঽধ্যায়পরিসমাপ্ত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যানন্দাত্মপূজ্যপাদশিষ্যশঙ্করানন্দ-
ভগবতঃ কৃতৌ কৌষীতকিব্রাহ্মণোপনিষদ্দীপিকায়াং
প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

ক্র · । এস্থলে শেষ বাক্যের দুইবার পাঠ করা হইয়াছে, অধ্যায় সমাপ্তি হইল বুঝাইবার জন্য।

ইতি ঋগ্বেদান্তর্গত কৌষীতাক ব্রাহ্মণারণ্যক উপনিষদে প্রথম অধ্যায় ॥ ১ ॥

কৌষীতকি ব্রাহ্মণারণ্যকক্রমে ষষ্ঠ অধ্যায় ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য আনন্দাত্ম পূজ্যপাদ শিষ্য ভগবান্ শঙ্করা-
কৌষীতকি ব্রাহ্মণোপনিষদ্দীপিকার বঙ্গানুবাদে প্রথম অধ্যায় ॥ ১ ॥

অথ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

—:০:—

প্রথমেঽধ্যায়ে পর্য্যঙ্কবিদ্যোক্তা। তত্রচোক্তং সআগচ্ছত্যমিতৌজসং পর্য্যঙ্কং স প্রাণস্তস্মৈত্যাদিনা প্রাণস্য মহাপ্রভাবত্বম্। উপাসকশ্চ মন্দমধ্যমোত্তমভেদেন ত্রিবিধো ভবতি। তত্রযঃ সকৃদুক্তং সোপপত্তিকং গৃহ্লাতি স উত্তমঃ। যস্ত্বনেকশ উচ্যমানমাত্মানং গুরুংচ সংক্লেশ্য গৃহ্লাতি স মন্দঃ। যস্তু গুরূক্তং গৃহীত্বাপি স্বচিত্তং নিরোদ্ধুমশক্তঃ স তু মধ্যমঃ। স তু গুরুণোক্তস্য বাঽন্যস্য বোপদেশেন চিত্তস্থৈর্য্যং বিবিধৈর্বৈদিকৈরুপায়ৈর্নেতব্য ইতি ন্যায়মাশ্রয়ন্তী ভগবতী শ্রুতিঃ প্রাণোপাসনং চিত্তস্থৈর্য্যকরমনেকফলকল্পদ্রুমরূপং তদ্বিদশ্চ বাহ্যাধ্যাত্মিককর্ম্মাণি বিবিধফলানি বক্তুং দ্বিতীয়াধ্যায়মারভ্যতে—

প্রথম অধ্যায়ে পর্য্যঙ্কবিদ্যা উক্ত হইয়াছে। তাহাতে প্রাণের মহাপ্রভাবের কথা বলা হইয়াছে। যে কোন উপাসনার অধিকারী উপাসক মন্দ, মধ্য, ও উত্তমভেদে ত্রিবিধ। তন্মধ্যে যে উপপত্তির সহিত একবার মাত্র বলিলেই উপপত্তির সহিত তাহা গ্রহণ করিতে পারে, আর বলিবার কোন আবশ্যক থাকে না, সেই উত্তমাধিকারী উপাসক। যে অনেকবার বলিলেও গুরুকে ও আপনাকে অতিমাত্র ক্লেশদিয়া গ্রহণ করিতে পারে, সে মন্দ উপাসক। আর যে গুরুকথিত বিষয় গ্রহণ করিয়াও স্বীয়চিত্তের নিরোধ করিতে অশক্ত, সেই মধ্যম। তাহার চিত্তস্থির করিয়া দিতে হইলে, গুরুকথিত, বা অন্য বিষয়ের উপদেশ এবং বিবিধ বৈদিক উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। সেই জন্য ন্যায় আশ্রয় করিয়া ভগবতী শ্রুতি অনেকফলকল্পদ্রুম স্বরূপ চিত্তস্থৈর্য্যকর প্রাণোপাসন, এবং সেই প্রাণোপাসন জ্ঞানীর বিবিধ ফলপ্রদ বাহ্য ও আধ্যাত্মিক কর্ম্মসকল বলিবার জন্য এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরম্ভ করিতেছেন—

প্রাণো ব্রহ্মেতি হ স্মাহহহ কৌষীতকিস্তস্য হ বা এতস্য প্রাণস্য ব্রহ্মণো মনো দূতং বাক্‌পরিবেষ্ট্রী চক্ষুর্গোপ্তৃ শ্রোত্রং

অত্র প্রাণো ব্রহ্মেত্যুপাসনং বিবক্ষুঃ প্রসিদ্ধস্যর্ষের্মতমাহ—প্রাণো যোহয়মা- স্যেহস্তঃ পঞ্চবৃত্তির্ব্রহ্ম সত্যজ্ঞানানন্দাদিরূপং জগৎকারণমিতি হ স্মাহহহ, হ ঐতিহ্যে স্ম প্রসিদ্ধৌ। ইত্যাহৈবমুক্তবান্‌কৌষীতকিঃ কুৎসিতং নিন্দ্যং হেয়মিত্যর্থঃ। সীতং সীতলং সাংসারিকং সুখং যস্য স কুষীতঃ কুষীত এব কুষীতকস্তস্যাপত্যং কৌষীতকিঃ। নমু ব্রহ্ম মহারাজোপচারার্হং প্রাণস্ত ন তথেত্যাশঙ্ক্য প্রাণেহপি মহারাজচিহ্নানি কানিচিৎসম্পাদয়তি—তস্যোক্তস্য হ প্রসিদ্ধস্য বৈ স্মর্যমাণস্যৈতস্য প্রত্যক্ষস্যৈব মুখবিলে বর্ত্তমানস্য প্রাণস্য পঞ্চবৃত্তের্ব্রহ্মণো ব্রহ্মাভিন্নস্য মনঃ সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকমন্তঃকরণং দূতং মহারাজস্যেব সন্ধিবিগ্রহকারিভৃত্যবদ্বর্ত্তমানম্। বাক্‌তাল্বাদিস্থানস্থমিন্দ্রিয়ং পরিবেষ্ট্রী পরি- বেষণস্য কর্ত্রী মহারাজস্য বিশ্বাসনীয়া যোষিদিব। চক্ষু রূপোপলব্ধিকরণমি-

য়াছে। তাহাতে 'প্রাণই ব্রহ্ম' এই প্রকার উপাসনার কীর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করিয়া প্রসিদ্ধ ঋষির মত উপস্থাপিত করিতেছেন ;—এই যে আস্যের মধ্যে পঞ্চবৃত্তিক প্রাণ, এই সে সত্যজ্ঞানানন্দাদিরূপ জগৎকারণ ব্রহ্মই, কৌষীতকি ঋষি এই কথা বলেন, ইহা আচার্য্যপরম্পরায় প্রসিদ্ধ। কু শব্দের অর্থ কুৎসিত, নিন্দ্য, হেয় ; সীতশব্দের অর্থ সীতল, সাংসারিকসুখ যাহার নিকট ছিল, তিনি কুষীত, বা কুষীতক ; তাঁহার পুত্র কৌষীতকি ॥ আচ্ছা, কোনও মহারাজ যে উপচারের যোগ্য, ব্রহ্মও তাদৃশ উপচার পাইবার যোগ্য, আর প্রাণত তাহার বিপরীত ; তবে কি করিয়া প্রাণকে তিনি ব্রহ্ম বলিলেন? এই আশঙ্কায় প্রাণের কতকগুলি মহারাজচিহ্ন সম্পাদন করিয়া দেখান হই- তেছে।— ব্রহ্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ সেই প্রাণের, যিনি মুখ গহ্বরে বর্ত্তমান আছেন বলিয়া প্রত্যক্ষ হইতেছে, সেই এই প্রাণের পঞ্চবৃত্তিকরূপ হইলেও ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলিয়া, সংকল্প ও বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণ মনঃ হইতেছে, মহা- রাজের সন্ধি বিগ্রহাদিকারী ভৃত্যের ন্যায় দূত বর্ত্তমান। তালু আদি স্থানে স্থিত বাক্ ইন্দ্রিয় হইতেছে, যেমন মহারাজের বিশ্বসনীয় পরিবেষণকারিণী স্ত্রী, সেইরূপ পরিবেষ্ট্রী মহারাজের ভূমিরক্ষক মন্ত্রীর ন্যায় চক্ষু হইতেছে।

সংশ্রাবয়িতৃ তস্মৈ বা এতস্মৈ প্রাণায় ব্রহ্মণে এতাঃ সর্ব্বা দেবতা অযাচমানায় বলিং হরন্তি তথো এবাঽস্মৈ সর্ব্বাণি ভূতান্যযাচমানায়ৈব বলিং হরন্তি য এবং বেদ তস্যোপনিষন্ন যাচেদিতি।

তদ্‌যথা গ্রামং ভিক্ষিত্বাঽলব্ধোপবিশেন্নাহমতো দত্তমশ্নীয়ামিতি।

ন্দ্রিয়ং গোপ্তৃ গোশব্দবাচ্যানামিন্দ্রিয়াণাং রক্ষকং মহারাজস্যেব গোপ্তৃ মে রক্ষকো মন্ত্রী। শ্রোত্রং শব্দোপলব্ধিকরণং সংশ্রাবয়িতৃ, সম্যক্‌শ্রবণকারকং প্রতীহার-রূপম্। তস্মৈ বা এতস্মৈ প্রাণায় ব্রহ্মণে কৃতং ব্যাখ্যানম্। হকারষষ্ঠ্যোর-ভাবো বিশেষঃ। অত্র চতুর্থী তু বলিশব্দযোগার্থা। এতা উক্তা মনআদ্যাঃ সর্ব্বা নিখিলা দেবতা দেবতাশব্দবাচ্যা অযাচমানায়েদং মহ্যমাহরন্ত্বিতি প্রার্থ-নামকুর্ব্বাণায় বলিং গর্ভদাসা ইব রাজ্ঞঃ করমপেক্ষিতমর্থজাতমিত্যর্থঃ। হরন্ত্যাহরন্ত্যপয়ন্তীত্যর্থঃ।

তথো এব উ অপি তথৈব নন্বন্যথাঽস্মৈ প্রাণোপাসকায় সর্ব্বাণি নিখিলানি ভূতানি স্থাবরজঙ্গমানি অযাচমানায়ৈবেদং মে প্রযচ্ছন্ত্বিতি প্রার্থনামকুর্ব্বাণায়ৈব ন তু কুর্ব্বাণায়াপি বলিং হরন্তি। ব্যাখ্যাতম্। অস্যা ইতি যদুক্তং তমাহ—যঃ প্রসিদ্ধ উপাসক এবং বেদোক্তেন প্রকারেণোপাস্তে তস্য প্রাণস্য ব্রহ্মণো মনো-দূতমিত্যাদিনোপাসকস্যোপনিষদ্রহস্যব্রতং ন যাচেৎপ্রাণাত্যয়েঽপি যাচ্ঞাং ন কুর্য্যাৎ। ইত্যুপনিষৎকথনসমাপ্ত্যর্থম্।

অযাচ্ঞায়াং দৃষ্টান্তমাহ—তত্তত্রাযাচ্ঞায়াং দৃষ্টান্তঃ। যথা দৃষ্টান্তে। গ্রামং

ইন্দ্রিয়গণের রক্ষক মন্ত্রী। মহারাজের প্রতীহারের ন্যায়, শ্রোত্র হইতেছে প্রাণের সংশ্রাবয়িতৃ সম্যক্ শ্রবণকারক। এই যে সেই প্রাণ ব্রহ্ম, ইনি প্রার্থনা না করিলেও, ইহা আমাকে আহরণ করিয়া দাও—এইরূপ যাচ্ঞা না করিলেও মহারাজের গর্ভদাসদিগের ন্যায়, বলি, কর, বা অপেক্ষিত বিষয় সকল আনিয়া অর্পণ করে। সেইরূপই এই উপাসক প্রার্থনা না করিলেও নিখিল স্থাবর ও জঙ্গম সকল বলি হরণ করিয়া থাকে, যে প্রসিদ্ধ উপাসক উক্তপ্রকারে উপাসনা করে যে প্রাণব্রহ্মের মনই দূত, ইত্যাদি প্রকারে উপাসনা করে, তাহার রহস্যব্রত এই যে, সে প্রাণ গেলেও যাচ্ঞা করিবে না। ইহার পর যে ইতিশব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা ঐ রহস্যব্রত কথন সমাপ্তি বোধ করিয়া দিবার জন্য।

সে যে যাচ্ঞা করিবে না, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন,—

য এবৈনং পুরস্তাৎপ্রত্যাচক্ষীরংস্ত এবৈনমুপমন্ত্রয়ন্তে দদাম ত ইতি। এষ ধর্ম্মো যাচিতো ভবতি।

ব্রাহ্মণাদিসমাকীর্ণং দেশবিশেষং ভিক্ষিত্বা ভিক্ষার্থং প্রতিগৃহং গত্বাঽলব্ধ্বৈকমপি সিক্থমপ্রাপ্যোপবিশেত্ততো ভিক্ষাপ্রাপ্তৌ নিরাশঃসন্নুপবেশনং কুর্য্যাৎ... প্রাপ্তৌ সঞ্জাতক্রোধ এবং সঙ্কল্পবান্। ভিক্ষুকস্য সঙ্কল্পমাহ—নাহমতো দত্তমশ্নীয়ামতোঽনেন গ্রামেণ মিলিতেনামিলিতেন বা দত্তং সমর্পিতং নাশ্নীয়ামহং ভোজনং ন করবাণ্যহং ভিক্ষুকঃ। ইত্যনেন প্রকারেণ সঙ্কল্পঃ।

য এবাদাতৃত্বেন প্রসিদ্ধা এব নত্বন্যে। এনং স্বস্মাদপ্রাপ্তভিক্ষং স্বেভ্যো বিগতস্পৃহং পুরস্তাৎপূর্ব্বমস্মাৎসঙ্কল্পাৎপ্রত্যাচক্ষীরন্গচ্ছাস্মত্তো ন দাস্যাম ইতি নিরাকরণং কুর্য্যুস্ত এব প্রত্যাখ্যাতার এব ন ত্বন্যে। এনমযাচকং ত্বন্মুখাব-লোকনপরাঙ্মুখমুপমন্ত্রয়ন্ত উপমন্ত্রণং কুর্ব্বন্তি। দদাম দানং করবাম তে তুভ্যং পূর্ব্বমস্মং প্রার্থকায়েদানামপগতাশায়। ইত্যনেন প্রকারেণ। এষ প্রত্যক্ষো দীনবক্তৃত্বাদিলক্ষণো ধর্ম্মো গুণবিশেষঃ। যাচিতো যাচকো যাচকস্য। ভবতি স্পষ্টম্।

অযাচ্ঞাবিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে, ব্রহ্মণাদি সমাকীর্ণ দেশবিশেষ কোনও গ্রামে ভিক্ষার জন্য প্রতিগৃহে যাইয়া একগ্রাসমাত্র ভিক্ষাও না পাইয়া নিরাশ হইয়া উপবেশন করে; কেন করে? না, সঞ্জাতক্রোধ হইয়াই নিরাশভাবে উপবেশন করে ও সঙ্কল্প করে যে, এই গ্রামে ভিক্ষায় যাই, আর নাই যাই, এই গ্রামে যে ভিক্ষা আমাকে সমর্পণ করিবে, তাহা আমি আর কখনই ভোজন করিব না। এই ভিক্ষুক যে ভাবে যাচ্ঞায় পরাঙ্মুখ হয়, সেই ভাবে উক্ত উপাসক যাচ্ঞায় পরাঙ্মুখ হইবে।

তাহা হইলে হইবে কি? না, যে সকল অদাতা পুরুষেরা (যাহাদিগের নিকট হইতে ভিক্ষা না পাইয়া যাহাদিগের উপর বিগতস্পৃহ হইয়াছে) এই উপাসককে এই প্রকার সঙ্কল্প করিবার পূর্ব্বে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল,--চলিয়া যাও আমার নিকট হইতে, আমি ভিক্ষা দিব না, বলিয়া নিরাকরণ করিয়াছিল, তাহারাই, অন্যেরা নহে, নিজেদের মুখ দেখিয়া পরাঙ্মুখ এই উপাসককে উপমন্ত্রিত করে, তুমি পূর্ব্বে আমাদিগের নিকট প্রার্থীত ছিলে, এখন আশা ত্যাগ করিয়াছ, অতএব তোমাকে দিব। সঙ্কল্প পূর্ব্বক এই আশাত্যাগই সাধকের

অন্যতস্ত্বেবৈনমুপমন্ত্রয়ন্তে দদাম ত ইতি। প্রাণো ব্রহ্মেতি হ স্মাহ পৈঙ্গ্যস্তস্য হ বা এতস্য প্রাণস্য ব্রহ্মণো বাক্‌-পরস্তাচ্চক্ষুরারুন্ধে চক্ষুঃ পরস্তাচ্ছ্রোত্রমারুন্ধে শ্রোত্রং পরস্তান্‌ মন আরুন্ধে মনঃ পরস্তাৎপ্রাণ আরুন্ধে তস্মৈ বা এতস্মৈ প্রাণায় ব্রহ্মণ এতাঃ সর্ব্বা দেবতা অযাচমানায় বলিং হরন্তি তথো এবাস্মৈ সর্ব্বাণি ভূতান্যযাচমানায়ৈব বলিং হরন্তি য এবং বেদ তস্যোপ-নিষন্ন যাচেদিতি তদ্‌যথা গ্রামং ভিক্ষিত্বাঽলব্ধ্বোপবিশেন্নাহমতো

অন্যতস্ত্বেব তুশব্দঃ পক্ষান্তরেঽন্যস্মান্নিস্পৃহঃ প্রসন্নবদনোঽন্য এবাযাচ্ঞায়ামেব ন তু যাচ্ঞায়াং যদি বর্ত্ততে তদৈবৈনমুপমন্ত্রয়ন্তে দদাম ত ইতি ব্যাখ্যাতম্। এবং যাচ্ঞাযাচ্ঞয়োর্গুণদোষানপর্য্যালোচ্য ন যাচেদিত্যর্থঃ। যথা কৌষীতকি-বদ্ধং পৈঙ্গ্যনামাঽপ্যৃষিবিত্যাহ—প্রাণো ব্রহ্মেতি হ স্মাহ পৈঙ্গ্যস্তস্য হ বা এতস্য প্রাণস্য ব্রহ্মণঃ পৈঙ্গ্যনামা পৈঙ্গ্যগোত্রো বা ব্যাখ্যাতমন্যৎ। ননু মনোদৃতত্বাদিলক্ষণেন ব্রহ্মত্বং প্রাণস্য যদ্যপি তথাঽপ্যপ্রত্যক্ষত্বাদব্রহ্মত্বমপীত্যত আহ—বাগ্বাগিন্দ্রিয়াৎপরস্তাৎপরতশ্চক্ষুশ্চক্ষুরিন্দ্রিয়মারুন্ধে সমন্তাদাবৃত্য তিষ্ঠতি। বাচশ্চক্ষুর্বান্তরমুক্তিবৃদ্দৃষ্টে প্রায়েণ বিসম্বাদাভাবাৎ। চক্ষুশ্চক্ষুরিন্দ্রিয়াৎপরস্তা-চ্ছ্রোত্রমারুন্ধে শ্রোত্রং শ্রবণেন্দ্রিয়ম্। ব্যাখ্যাতমন্যৎ। চক্ষুষা শুক্তিকাং

যাচক হইয়া থাকে। আবার পক্ষান্তরে এই সাধক পূর্ব্বে যাহাদিগের নিকট ভিক্ষা করিতে যাইয়া হতাশ হয় নাই, ঐ সঙ্কল্পের পর নিস্পৃহ অবস্থায় তাহা-দিগকে দেখিয়া প্রসন্নবদনই থাকে, এবং তাহারা তাহার যাচ্ঞা না থাকিলেও তাহাকে উপমন্ত্রিত করে, তোমাকে আমরা দান দিব। এইত যাচ্ঞা ও অযাচ্ঞার গুণ ও দোষ। ইহা পর্য্যালোচনা করিয়া আর যাচ্ঞা করিবে না। যাচ্ঞার গুণ, হয় ত অভাবগ্রস্ত থাকিতে হয় না। দোষ, যাচ্ঞা নিষ্ফল হইলে যে দৈন্য উপস্থিত হয়, তাহাতে প্রাণের গুরুত্ব অনেক হ্রাস হয়। অতএব যাচ্ঞা করা অপেক্ষা না করাই শ্রেয়ঃ কল্প।

কৌষিতকিঋষি যেমন এই কথা বলিয়াছেন, সেইরূপ পৈঙ্গ্য নামক ঋষিও বলিয়াছেন,—প্রাণ ব্রহ্ম।

দত্তমন্নীয়ামিতি য এবৈনং পুরস্তাৎপ্রত্যাচক্ষীরংস্ত এবৈনমুপমন্ত্রয়ন্তে দদাম ত ইত্যেষ ধর্ম্মো যাচিতো ভবত্যন্যতস্ত্বেবৈনমুপমন্ত্রয়ন্তে দদাম ত ইতি ॥ ১ ॥

রজতবৎপশ্যতি নত্বেবং শ্রোত্রমবিদ্যমানং শৃণোতি। ততো যুক্তং চক্ষুষ আন্তরত্বং শ্রোত্রস্য। শ্রোত্রং শ্রোত্রেন্দ্রিয়াৎপরস্তান্মনঃ সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকমন্তঃকরণম্। আরুন্ধে ব্যাখ্যাতম্। মনসঃ সাবধানত্বে শ্রোত্রেণ শ্রবণং ততো যুক্তং শ্রোত্রাদান্তরত্বং মনসঃ। মনো মনসঃ পরস্তাৎপরত আন্তরঃ প্রাণঃ পঞ্চবৃত্তিঃ। প্রাণবন্ধনং হি মনঃ প্রসিদ্ধম্। আরুন্ধে সমন্তাদাবৃত্য তিষ্ঠতীত্যবগম্যতে পণ্ডিতরূপৈঃ। এবমান্তরত্বেন ব্রহ্মত্বং যুক্তম্। তস্মৈ বা ইত্যাদি ব্যাখ্যাতং পূর্ব্ববৎ ॥ ১ ॥

এই ঋষির নাম পৈঙ্গ্য, অথবা পৈঙ্গগোত্রোদ্ভূত কোন ঋষি পৈঙ্গ্য বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, তিনিও ঐরূপই বলিয়াছেন, ইহা আচার্য্যপরম্পরায় শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। উহার ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায়। আচ্ছা, প্রাণের মনই দূত, ইত্যাদি বর্ণনা দ্বারায় যদিও প্রাণ ব্রহ্ম, ইহা স্থিরীকৃত হইল, তথাপি প্রাণ প্রত্যক্ চৈতন্য স্বরূপ নহে বলিয়া ব্রহ্ম হইতে পারে না। এই আশঙ্কায় পৈঙ্গ্যঋষি বলিতেন.—সেই এই প্রাণব্রহ্মের নিকট চক্ষুরিন্দ্রিয় বাগিন্দ্রিয়ের পশ্চাদ্ভাগ সর্ব্বতোভাবে আবৃত করিয়া অবস্থান করিতেছে। অর্থাৎ যেমন বাগিন্দ্রিয় শব্দের উচ্চারণ করিয়া বিষয়ের উপস্থিতি করে, চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রায়ই সেইরূপ দেখিয়া থাকে; কিন্তু কচিৎ নাও দেখিতে পাও; সুতরাং বাগিন্দ্রিয় অপেক্ষা চক্ষুরিন্দ্রিয় আন্তর, বা সূক্ষ্ম। আবার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের পশ্চাদ্ভাগ সর্ব্বতোভাবে আবৃত করিয়া শ্রোত্রেন্দ্রিয় অবস্থান করে, কারণ, কটত চক্ষুতে এক প্রকার বিষয় অন্য প্রকার করিয়া দেখায়, যেমন শুক্তিকাকে রজত করিয়া, রজতকে শুক্তিকা করিয়া ইত্যাদি; কিন্তু সে স্থলে শ্রোত্র সে আকার শ্রবণ করায় না। অতএব চক্ষু অপেক্ষা শ্রোত্র আন্তর বা সূক্ষ্ম। আবার শ্রোত্রের পরভাগ সর্ব্বতোভাবে আবৃত করিয়া সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণ মনঃ অবস্থান করে; কারণ, মনঃ সাবধান থাকিলেই শ্রোত্র শব্দ গ্রহ করিতে পারে, অন্যথা নহে। অতএব শ্রোত্র অপেক্ষা মনঃ আন্তর, বা সূক্ষ্ম। সেইরূপ মনের পরভাগ সর্ব্বতোভাবে

অথাত একধনাবরোধনং যদেকধনমভিধ্যায়াৎ পৌর্ণমাস্যাং

প্রাণবিদোঽর্থেচ্ছায়াং সত্যাং কর্তব্যতামাহ—

অথ প্রাণব্রহ্মজ্ঞানানন্তরম্। অতো যস্মাদিচ্ছা জাতৈতস্মাৎকারণাদেক-
াববোধনমেকধন ইতি প্রাণস্য নামধেয়ং জগত্যস্মিন্নেক এব ধনরূপ একধনঃ।
ণাংস্ত্র সততং রক্ষেদ্দারৈরপি ধনৈরপীতি ন্যায়েন প্রাণস্য পরমধনত্বাৎ।
স্যাববোধনমেকত্র স্থাপনমেকধনাবরোধনম্। অয়মর্থঃ। সত্যামর্থেচ্ছায়া-
াপ্রাপ্তৌ ব্যাক্ষিপ্তচেতসো ন প্রাণব্রহ্মচিন্তনং বক্ষ্যমাণেনোপায়েনার্থপ্রাপ্তৌ
সন্নচেতসঃ প্রাণচিন্তনস্য সম্ভবাদিদমেকধনাবরোধনং স্যাৎ। যদ্যদ্যেকধনং
ানমভিধ্যায়াংসর্বতো ধ্যানং কুর্য্যাদর্থেপ্সুস্তদাঽর্থাবাপ্ত্যা ইদং কুর্য্যাদিতি
র্থঃ। অথবৈকধনমন্যলভ্যং ধনং তস্যাবরোধনং প্রাপ্ত্যুপায়স্তচ্চ নোচিতম্।

াবৃত করিয়া প্রাণ অবস্থান করিতেছে, কারণ, প্রাণে বৃত্তি পাঁচটি, মনঃ
দই পঞ্চবৃত্তিকে সংযত করিয়া কার্য্যে পরিচালন করিতেছে। অতএব মনঃ
প্রাণের বন্ধন বলিয়া মনঃ অপেক্ষা প্রাণ আন্তর, বা সূক্ষ্ম। সেই এই প্রাণ
হ্ম দেবতাদিগের নিকট যাচমান না হইলেও সকল সাধিদৈবিক ইন্দ্রিয়গণ
প্রাণের বলি হরণ করিয়া থাকে। সেইরূপই এই প্রাণব্রহ্মের উপাসক
কলের নিকট যাচমান না হইলেও সকল ভূতেই বলি হরণ করে, যে উপাসক
াণব্রহ্মের এইরূপ উপাসনা করিয়া থাকে। তাহার রহস্যব্রত এই যে;
চ্ঞা করিবে না। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত যথা, কোন গ্রামে ভিক্ষা করিয়া না
াইয়া উপবেশন করে, আমি আর উহার দত্ত ভক্ষণ করিব না, বলিয়া;
সইরূপ যে উপাসক সেও সঙ্কল্প করিবে আমি আর যাচ্ঞা করিব না। তাহা
ইলে, যাহারা পূর্ব্বে এই উপাসককে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তাহারা তখন
াবার সেই উপাসককে উপমন্ত্রিত করিবে যে, তোমাকে দান দিব। এই
ই তাহার যাচক হয়। পক্ষান্তরে যাহারা প্রত্যাখ্যান করে নাই, তাহারাও
াকে উপমন্ত্রিত করে, তোমাকে দান দিব এই বলিয়া।'

প্রাণবিতের অর্থেচ্ছা হইলে কর্তব্য কি, তাহা বলিতেছেন।—প্রাণব্রহ্ম
নের অনন্তর যেহেতু ইচ্ছা জন্মে এই হেতু একধনাবরোধন কর্তব্য। এক ধন
তেছে প্রাণের নামধেয়; এজগতে প্রাণই একমাত্র ধন, অন্যধন, অপেক্ষা
ট। নীতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, দারা ও ধন দিয়াও সতত প্রাণরক্ষা করিবে।

বাঽমাবাস্যায়াং বা শুদ্ধপক্ষে বা পুণ্যে নক্ষত্রেঽগ্নিমুপসমাধায় পরিসমূ(মু)হ্য পরিস্তীর্য পর্য্যুক্ষ্যোৎপূয় দক্ষিণং জান্বাচ্য স্রুবেণ

এবমপি যদ্যেকধনমভিধ্যায়াৎপ্রাণোপাসকস্তদা পৌর্ণমাস্যাং বাঽমাবাস্যায়াং বা বাশব্দাবিচ্ছাবিকল্পার্থৌ স্পষ্টমন্যৎ। শুদ্ধপক্ষে বা শুক্লপক্ষে। বাশব্দঃ কৃষ্ণপক্ষার্থঃ। তত্রাপি পুণ্যে ধন্য আত্মনোঽনুকূল ইত্যর্থঃ। নক্ষত্রেঽশ্বিন্যাদৌ শাস্ত্রবিহিতে। অগ্নিমুপসমাধায়াগ্নিং শ্রৌতং স্মার্ত্তং বা স্বশাখোক্তক্রমেণ কুণ্ডস্থণ্ডিলাদৌ প্রতিষ্ঠাপ্য পরিসমূ(মু)হ্য সমন্তাত্তৃণাদিকমপনীয় পরিস্তীর্য

এই নীতি অনুসারে প্রাণই পরমধন। তাহার অবরোধন, একত্র স্থাপন। সেই পরমধনের একটি স্থলে স্থাপন করাকে একধনাবরোধন বলে। যদি অর্থের ইচ্ছা হয়, এবং অর্থ যদি না পায়, তবে ত চিত্তের বিক্ষেপ হওয়ায় প্রাণ-ব্রহ্ম চিন্তন হইয়া উঠিবে না, সুতরাং বক্ষ্যমাণ উপায় দ্বারা সেই অর্থ প্রাপ্ত হইলে, মনঃ প্রসন্ন হইয়া প্রাণ চিন্তনের সম্ভাবনা হইবে। অতএব এই এক ধনাবরোধন হইবে। যদি একধনের বা প্রাণের অভিধ্যান সর্ব্বতো ধ্যান করে অবশ্য সে যদি কখন অর্থেপ্সু হয়, তবে সেই অর্থপ্রাপ্তির জন্য এইটি করিবে অথবা, একধন অর্থে অনন্য লভ্য ধন, তাহার অবরোধন,—তাহার প্রাপ্তির উপায়। এই অর্থটা—উচিত নহে। যাহাই হউক. অর্থেপ্সু হইলে, সে যদি একধনের অভিধ্যান করে; তাহা হইলে পৌর্ণমাসীতে বা অমাবস্যাতে, এখানে যে বাশব্দ আছে তাহার অর্থ হইতেছে ইচ্ছাবিকল্প; অর্থাৎ, পৌর্ণমাসী বা অমাবস্যা, এর যে কোন একটা গ্রহণ করিতে পারে। সে গ্রহণে উপাসকের ইচ্ছাই নিযোজক। শুদ্ধ পক্ষে শুক্লপক্ষে, এস্থলে যে বাশব্দ আছে, তাহা কৃষ্ণপক্ষের বিকল্পে গ্রহণার্থ। শুক্লপক্ষে, বা কৃষ্ণপক্ষে, তাহাতে আবার পুণ্য নক্ষত্র হওয়া আবশ্যক। পুণ্য অর্থে ধন্য, যেটি আপনার পক্ষে অনুকূল, বা বিধিশাস্ত্রে যাহাকে শুভনক্ষত্র বলা হইয়াছে, তাহাতে। শ্রৌত বা স্মার্ত্ত অগ্নিকে কুণ্ডে, বা স্থণ্ডিলাদিতে স্বশাখোক্ত বিধানানুসারে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া * পরিসমূহন, বা

* ঋগ্বেদের শাখা নয়টি। প্রত্যেক শাখার এক একখানি গৃহ্য সূত্র আছে। যেমন সাংখ্য শাখার সাংখ্যায়ন গৃহ্য সূত্র আশ্বলায়ন শাখার আশ্বলায়ন গৃহ্য সূত্র কৌষীতকি শাখার কৌষীতকি গৃহ্য সূত্র ইত্যাদি। সেই গৃহ্যসূত্রানুসারে অগ্নি স্থাপন করিতে হইবে।

বা চমসেন বা কংসেন বৈতা আজ্যাহুতীর্জুহোতি বাঙ্নাম দেবতা-ঽবরোধিনী সা মেঽমুষ্মাদিদমবরুন্ধাং তস্যৈ স্বাহা। প্রাণো নাম দেবতাঽবরোধিনী সা মেঽমুষ্মাদিদমবরুন্ধাং তস্যৈ স্বাহা। চক্ষুর্নাম দেবতাঽবরোধিনী সা মেঽমুষ্মাদিদমবরুন্ধাং তস্যৈ স্বাহা।

সমন্তাদ্দর্ভানবকীর্য পর্যুক্ষ্য মন্ত্রপূতেন বারিণা সমন্তাৎপরিষিচ্যোৎপূয়াঽজ্যং স্বগৃহ্যোক্তপ্রকারেণোৎপবনসংস্কারেণ সংস্কৃত্য দক্ষিণং জান্বাচ্য দক্ষিণং জান্বধো নিপাত্য স্রুবেণ বা চমসেন বা কংসেন বা। স্রুবচমসৌ প্রসিদ্ধৌ যাজ্ঞিকা-নাম। কংসং কাংস্যদর্ব্যাদিকং তেন করণেন বা। ত্রয়ং তু প্রাপ্তীচ্ছয়োর-নিয়ত্যর্থম। এতা বক্ষ্যমাণা আজ্যাহুতীরাজ্যবিভাগবিশেষাজ্জুহোতি জুহুয়াৎ।

হোমমন্ত্রানাহ—

বাঙ্নাম দেবতা বাগভিধানা দেবতাঽবরোধিনী, উপাসকাভীষ্টার্থসম্পা-দিকা। সোক্তা দেবতা মে মম প্রাণোপাসকস্যার্থেচ্ছোরমুষ্মান্মদভীষ্টার্থস্বামিনঃ সকাশাদিদং মদভীষ্টমর্থজাতমবরুন্ধামবরোধনং করুতাং সম্পাদয়ত্বিত্যর্থঃ। তস্যা উক্তনাম্ন্যৈ দেবতায়ৈ স্বাহা হোমাহুতিমত্তদর্থপ্রধানাং স্বীকরোতু স্বাহুতং স্বীকরোতু। প্রাণো নাম প্রাণাভিধানা। প্রাণগ্রহণঞ্চ তন্ত্রেণাবগন্তব্যম্। তেন ঘ্রাণাভিধানেতি মন্ত্রান্তরমনুক্তমপি সিদ্ধং ভবতি।

চারিদিকের তৃণাদি অপনয়ন করিয়া, পরিস্তরণ, বা চারিদিকে কুশসকল অবকীরণ করিয়া পর্যুক্ষণ, বা মন্ত্রপূত জল দ্বারা চারিদিক পরিষিক্ত করিয়া, উৎপূয়ন, বা স্বশাখোক্ত বিধানানুসারে হবির উৎপবন সংস্কার করিয়া, দক্ষিণ জানু ভূমিতে নিপাতিত করিয়া, শ্রুব, বা চমস, বা কাংস্য কাংস্য দর্ব্যাদি দ্বারা বক্ষ্যমাণ এই সকল আজ্যাহুতির হোম করিবে। এই তিনটি বাশব্দের অর্থ এই যে, যেমন পাইবে ও যদ্দ্বারা ইচ্ছা করিবে, তদ্দ্বারাই আজ্যাহুতি হোম করিতে পারিবে।

হোমের মন্ত্রসকল বলিতেছেন,—

বাঙ্নাম্নী দেবতা উপাসকের অভীষ্টার্থ সম্পাদিকা। আমি প্রাণোপাসক; কিন্তু অর্থেপ্সু। অতএব সেই দেবতা আমার অভীষ্ট অর্থের যে স্বামী, তাহার নিকট হইতে আমার এই অভীষ্ট অর্থের

শ্রোত্রং নাম দেবতাঽবরোধিনী সা মেঽমুষ্মাদিদমবরুন্ধাং তস্যৈ স্বাহা। মনো নাম দেবতাঽবরোধিনী সা মেঽমুষ্মাদিদমবরুন্ধাং তস্যৈ স্বাহা। প্রজ্ঞা নাম দেবতাঽবরোধিনী সা মেঽমু-

---

শ্রোত্রং নাম শ্রোত্রাভিধানা। প্রাণচক্ষুঃশ্রোত্রমনঃপ্রজ্ঞামন্ত্রা বাঙ্মন্ত্রবদ্ব্যাখ্যেয়াঃ। প্রজ্ঞায়া ব্রহ্মত্বংচোক্তম্। ইতি মন্ত্রপরিসমাপ্ত্যর্থঃ। অথ হোমানন্তরং ধূমগন্ধং হোমধূমগন্ধং প্রজিঘ্রায় প্রতিঘ্রাযাঽঽঘ্রাণং কৃত্বাঽঽজ্যলেপেন হোমাবশিষ্টাজ্যলেপেনাঙ্গান্যনুবিমৃজ্য হোমধূমঘ্রাণমনু সর্ব্বগাত্রা-

---

অবরোধন বা সম্পাদন করুন। এই আজ্যাহুতি তাঁহাকে প্রদান করি, তিনি গ্রহণ করুন। প্রাণ নাম দেবতা উপাসকের অভীষ্টার্থ সম্পাদিকা। আমি প্রাণোপাসক; কিন্তু অর্থেপ্সু। অতএব সেই দেবতা আমার অভীষ্ট অর্থের যে স্বামী, তাহার নিকট হইতে আমার এই অভীষ্ট অর্থের সম্পাদন করুন। এই আজ্যাহুতি তাঁহাকে প্রদান করি, তিনি গ্রহণ করুন। এইক্ষেত্রে যে কেবল প্রাণশব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে, সেটি তন্ত্রতা মূলক, অর্থাৎ প্রাণশব্দে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বুঝায়; সুতরাং ঘ্রাণদেবতারপৃথক অজ্যাহুতি প্রদান না থাকিলেও ঐ প্রাণকে অজ্যাহুতি প্রদান করিলেই তাহা সিদ্ধ হইবে। সেইরূপ, শ্রোত্র নামক দেবতা উপাসকের অভীষ্টার্থ সম্পাদিকা। আমি প্রাণোপাসক, কিন্তু অর্থেপ্সু। অতএব সেই দেবতা আমার অভীষ্ট অর্থের স্বামীর নিকট হইতে আমার সেই অভীষ্টার্থের সম্পাদন করুন। এই অজ্যাহুতি তাঁহাকে প্রদান করি, তিনি গ্রহণ করুন। মনো নামক দেবতা উপাসকের অভীষ্টার্থ সম্পাদিকা। আমি প্রাণোপাসক, কিন্তু অর্থেপ্সু অতএব সেই দেবতা আমার অভীষ্ট অর্থের যে স্বামী, তাহার নিকট আমার সেই অভীষ্ট অর্থের সম্পাদন করুন। এই আজ্যাহুতি তাঁহাকে প্রদান করি; তিনি গ্রহণ করুন। প্রজ্ঞানাম্নী দেবতা উপাসকের অভীষ্টার্থ সম্পাদিকা আমি প্রাণোপাসক, কিন্তু অর্থেপ্সু। অতএব সেই দেবতা আমার অভীষ্টার্থের যে স্বামী, তাহার নিকট হইতে সেই অভীষ্ট অর্থের সম্পাদন করুন। এই অজ্যাহুতি তাঁহাকে প্রদান করি, তিনি গ্রহণ করুন। এই সকল মন্ত্রে আজ্যাহুতি সমাপ্ত করিবে। হোমানন্তর হোমধূমগন্ধের অঘ্রাণ

স্থাদিদমবরুন্ধ্যাং তস্যৈ স্বাহেত্যথ ধূমগন্ধং প্রজিঘ্রায়াঽঽজ্যলেপে-নাঙ্গান্যনুবিমৃজ্য বাচংযমোঽভিপ্রব্রজ্যার্থং ব্রুবীত দূতং বা প্রহিণুয়াল্লভতে হৈব ॥ ২ ॥

অথাতো দৈবঃ স্মরো যস্য প্রিয়ো বুভূষেদ্‌যস্যৈ বা এষাং বৈ তেষামেবৈকস্মিন্ পর্ব্বণ্যগ্নিমুপসমাধায়েতয়েবাঽঽবৃতৈতা আজ্যা-

পলিপ্য বাচংযমো মৌনভিপ্রব্রজ্য হোমপ্রদেশাদ্‌যত্র ক্বাপ্যবস্থিতমর্থস্বামিনং গত্বাঽর্থং স্বাভীষ্টমর্থং ব্রুবীতেদং মে ত্বত্তো ভূয়াদিতি বদেৎ। অর্থস্বামিনো দূরদেশাবস্থানে দূতং বা প্রহিণুয়াৎস্বভৃত্যসুতাদিকং দূতং প্রেরয়েৎ। ভৃত্যাদ্যভাবে বাচং বেতি বহিরেবাবগন্তব্যম্। লভতে হৈব প্রসিদ্ধমর্থং স্বাভীষ্টং স্বাত্ম[জ]দূতবাক্যানামন্ততমেন গতেন প্রাপ্নোত্যেব ন তু ন প্রাপ্নোতি ॥ ২ ॥

এবমর্থোপায়মুক্ত্বা বশ্যোপায়মাহোপাসকস্য--

অথ প্রাণব্রহ্মজ্ঞানানন্তরম্। অতো যস্মাদাত্মনঃ প্রিয়সোচ্ছৈতস্মাৎকারণাৎ। দৈবো দেবৈ র্বাগাদিভিঃ সম্পাদ্যঃ স্মরোঽভিলাষঃ সম্পন্নো ভবতি যথা তথা কথ্যত ইতি শেষঃ। যস্য পুরুষস্য ব্যক্তিবিশেষস্যাঽস্মিন্ননুরাগশূন্যস্য প্রিয়ো বুভূষেৎপ্রাণবিৎপ্রিয়ো ভবিতুমিচ্ছেৎ। যস্যৈ যস্যাঃ স্ত্রিয়া বৈ প্রসিদ্ধায়া রাজাদি-

লইয়া, হোমাবশিষ্ট আজ্য লেপদ্বারা সর্ব্বগাত্রে উপলেপ দিয়া, মৌনীভাবে হোমপ্রদেশ হইতে বহির্গত হইয়া, যে কোন স্থানে অভীষ্টার্থের স্বামী থাকিবে, সেস্থলে যাইয়া নিজের ঈপ্সিত অর্থের কথা বলিবে, তোমা হইতে এইটি আমার হউক। যদি অর্থস্বামী দূরদেশে অবস্থান করে, তবে স্বভৃত্য বা পুত্রাদিকে দূত করিয়া প্রেরণ করিবে, কিংবা কথাটা পাঠাইবে, স্বাভীষ্ট অর্থ নিশ্চয়ই পাইবে ।২।

এইরূপে অর্থোপায় বলিয়া, সম্প্রতি উপাসকের পক্ষে বশ্যোপায় কীর্ত্তন করিতেছেন,—

প্রাণব্রহ্মজ্ঞানের পর, যে হেতু নিজের প্রিয়ের ইচ্ছা হয়, এই কারণে বশ্যোপায় বলা হইবে। সে উপায়ের নাম হইতেছে, দৈবস্মর, অর্থাৎ যে উপায় দ্বারা বাগাদি দেবতারা উপাসকের অভিলাষ সম্পাদন করেন। যে ব্যক্তি

হুতীর্জুহোতি বাচং তে ময়ি জুহোম্যসৌ স্বাহা। প্রাণং তে ময়ি জুহোম্যসৌ স্বাহা। চক্ষুস্তে ময়ি জুহোম্যসৌ স্বাহা। শ্রোত্রং তে ময়ি জুহোম্যসৌ স্বাহা। মনস্তে ময়ি জুহোম্যসৌ স্বাহা। প্রজ্ঞাং তে ময়ি জুহোম্যসৌ স্বাহেত্যথ ধূমগন্ধং প্রজিঘ্রায়াঽঽজ্য-

---

পত্ন্যাঃ। এষাং প্রত্যক্ষাণাং রাজাদীনাং শ্রীমতাং সর্ব্বস্নেহশূন্যানাং বৈ প্রসিদ্ধানাং তেষামেব বাগাদ্যধিষ্ঠাতৃণামগ্ন্যাদীনাং ন ত্বন্যেষাম্। অত্র বাশব্দা-ধ্যাহারেণ যোজনীয়ম্। যস্যৈ বা প্রিয়ো বুভূষেদেষাং বা প্রিয়ো বুভূষেত্তেষামেব প্রিয়ো বুভূষতে। একস্মিন্পর্ব্বণি দর্শপূর্ণমাসয়োরন্যতরস্মিন্শুক্লপক্ষাহ্নকে বা পুণ্যে নক্ষত্রে পর্ব্বদিবসেঽগ্নিমুপসমাধায় ব্যাখ্যাতম্। এতয়ৈবাঽঽবৃতোক্তৈনৈব প্রকারেণ পরিসমূহ্যেত্যাদিনৈতা বক্ষ্যমাণসঙ্খ্যাকা আজ্যাহুতীর্জুহোতি ব্যাখ্যাতম্। বাচং বাগিন্দ্রিয়রূপাং তে তব ময়ি প্রীতিং করিষ্যতো ময়ি

বিশেষের, যাহার আত্মার উপরে অনুরাগ নাই, সেই ব্যক্তির প্রিয় হইতে প্রাণবিৎ ইচ্ছা করিবে, অথবা যে স্ত্রীর প্রিয় হইতে ইচ্ছা করিবে, অবশ্য প্রসিদ্ধ রাজপত্নী আদির প্রিয় হইতে ইচ্ছা করিবে, অথবা এই সর্ব-স্নেহশূন্য বলিয়া প্রসিদ্ধ রাজাদি শ্রীমান্দিগের প্রিয় হইতে ইচ্ছা করিবে, উপাসক অগ্রে বাগাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগের প্রিয় হইতে ইচ্ছা করিবে পরে তাহাদিগের প্রিয় হইতে ইচ্ছা করিবে। প্রাণবিৎ দর্শও পূর্ণমাসের অন্যতর একদিন শুক্লপক্ষে বা পর্ব্ব দিবসে শুভনক্ষত্রে পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অনুসারে অগ্নিস্থাপন করিয়া, বক্ষ্যমান্ সংখ্যাক আজ্য আহু-তির হোম করিবে। হোমের মন্ত্র যথা,--আমার উপর প্রীতিকারী তোমার বাগিইন্দ্রিয়কে তোমার প্রীতির বিষয়ীভূত, এবং আমার উপর তোমার অপ্রীতি ঔদাসীন্যের অন্যতরভাবরূপ ইন্ধন দ্বারা সংদীপ্ত অগ্নিরূপ আমাতে প্রক্ষেপ করি, শ্রীমান অমুক * অমুক আমি, অথবা এই কাম সম্পন্ন হউক। আমার বাক্ এতৎ কামী আমার বাক্ অজ্যাহুতির অনুজ্ঞা প্রদান করুন।

---

* দেখা যায় মন্ত্রান্তে অসৌ শব্দ সম্বোধনান্তনামের বিনিময়ে বসিয়া থাকে। অতএব উল্লেখে যাহাকে বশ্য করা আবশ্যক, তাহারই নাম সম্বোধনান্ত করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

লেপেনাঙ্গান্যনুবিমৃজ্য বাচংযমোঽভিপ্রব্রজ্য সংস্পর্শং জিগমিষে-দপি বাতাদ্বা সম্ভাষমাণস্তিষ্ঠেৎপ্রিয়ো হৈব ভবতি স্মরন্তি হৈবাস্যাৎ ॥ ৩ ॥

প্রীতিবিষয়ে তবাপ্রীত্যৌদাসীন্যয়োরন্যতরেন্ধনসন্দীপ্তেঽগ্নৌ জুহোমি প্রক্ষিপামি। অসাবেতন্নামাঽহময়ং কামো বা মম সম্পন্নো ভবতু। স্বাহা মদীয়া বাঙ্‌ময়ৈতৎ-কামিন আজ্যাহুতেরনুজ্ঞাং প্রযচ্ছতু। প্রাণং তে ময়ি জুহোমীত্যাদিপ্রজ্ঞাং ত ইত্যন্তং প্রাণচক্ষুঃশ্রোত্রমনঃপ্রজ্ঞামন্ত্রা বাঙ্‌মন্ত্রবদ্ব্যাখ্যেয়াঃ। ইত্যথেত্যাদি প্রব্রজ্যেত্যন্তং ব্যাখ্যাতম্।

এবং কৃতে ফলমাহ—

সংস্পর্শং জিগমিষেৎ। স্বসাধ্যস্য সংস্পর্শং গন্তুমিচ্ছেৎ। গচ্ছেদিত্যর্থঃ। অথ স্বসাধ্যস্য মহাবিভূত্যাদিমত্ত্বেন স্পর্শঃ কর্তুমশক্যস্তদা পক্ষান্তরমাহ— অপি বাতাদ্বা সম্ভাষমাণস্তিষ্ঠেৎ। অপিশব্দঃ পক্ষান্তরে। সাধ্যস্য স্পর্শাভাবে তেন সহ বার্তাং কুর্বংস্তিষ্ঠেৎ। সম্ভাষণস্যাপি কর্তুমশক্যত্বে বাশব্দঃ পক্ষন্তর-মাহ। বাতাত্তিষ্ঠেৎস্বশরীরবায়ুসংস্পর্শো যথা ভবতি তথাঽবস্থানং কুর্যাদিত্যর্থঃ। অথবা বাতাৎসম্ভাষমাণস্তিষ্ঠেৎস্বকীয়াঃ শব্দা যথা বায়ুনাঽস্য কর্ণরন্ধ্রেঽবস্থানং কুর্বন্তি তথা কুর্যাদিত্যর্থঃ। প্রিয়ো হৈব ভবতি, হ প্রসিদ্ধঃ সর্বত্র স সাধ্যস্য প্রিয় এব ভবতি ন ত্বপ্রিয়ঃ। ন কেবলং প্রিয়ত্বমাত্রং স্বসন্নিধৌ কিন্তু স্মরন্তি হৈবাস্মিন্‌গ্রামান্তরাদিগতে হ প্রসিদ্ধা রাজাদয়োঽস্য সাধ্যাঃ। অস্য স্মরন্ত্যেব নতু বিস্মরন্তি পিত্রাদেরিব পুত্রাদয়ঃ। অয়ঞ্চ তান্‌সর্বান্‌হৃদ্‌কামানিবাঽঽসক্তি-শৃঙ্খলাৎপ্রক্ষিপেদ্‌যত্র কাপ্যস্য বিধেয়াশ্চ ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

ইদানীং প্রাণোপাসকস্যাগ্নিহোত্রফলং বিবক্ষুরাধ্যাত্মিকমগ্নিহোত্রমাহ—

তোমার প্রাণ আমাতে আহুতি করি, শ্রীমান্ অমুক আমি, বা অমুক অভিলাষ সম্পন্ন হউক। আমার প্রাণ আহুতির অনুজ্ঞা প্রদান করুন। তোমার চক্ষুরিন্দ্রিয় আমাতে আহুতি করি। শ্রীমান্ অমুক আমি, বা অমুক কাম আমার সম্পন্ন হউক। আমার চক্ষুঃ আহুতির অনুজ্ঞা প্রদান করুন। তোমার শ্রোত্র আমাতে আহুতি করি, শ্রীমান্ অমুক আমি, বা আমার অমুক অভিলাষ সম্পন্ন হউক। আমার শ্রোত্র আহুতির অনুজ্ঞা প্রদান করুন। তোমার মনঃ আমাতে প্রক্ষেপ করি, শ্রীমান্ অমুক আমি, বা আমার অমুক অভিলাষ সম্পন্ন হউক। আমার মনঃ আহুতির অনুজ্ঞা প্রদান করুন। তোমার প্রজ্ঞা আমাতে প্রক্ষেপ করি, শ্রীমান্ অমুক আমি, বা অমুক অভিলাষ আমার সম্পন্ন হউক। এই সকল মন্ত্রে আজ্যাহুতি সমাপ্ত করিবে। হোমানন্তর হোমোত্থ ধূমগন্ধের আঘ্রাণ লইয়া হোমাবশিষ্ট আজ্য লেপ দ্বারায় সর্বগাত্রে উপলেপ দিয়া, মৌনভাবে হোম প্রদেশ হইতে বহির্গত হইয়া, যে কোন স্থানে সেই

অথাতঃ সাংযমনং প্রাতর্দ্দনমান্তরমগ্নিহোত্রমিতি চাহচক্ষতে যাবদ্বৈ পুরুষো ভাষতে ন তাবৎপ্রাণিতুং শক্নোতি প্রাণং তদ

অথ প্রাণব্রহ্মোপাসনানন্তরম্। অতো যস্মাদগ্নিহোত্রফলস্যেচ্ছাবানবাহ্যমগ্নিহোত্রমনুষ্ঠাতুমশক্তোঽনিচ্ছুর্বাঽস্মাৎকারণাৎ,সাংযমনং সম্যগ্‌যমনমহিংসাদিকং যৎসম্বন্ধিতৎসাংযমনং, প্রাতর্দ্দনং প্রতর্দ্দনেন দৈবোদাসিনাঽনুষ্ঠিতত্বেন তন্নামাঙ্কিতং প্রাতর্দ্দনমান্তরমগ্নিহোত্রমিতি চাহচক্ষতে। আন্তরং বাহ্যসাধননিরপেক্ষমগ্নিহোত্রনামাঙ্কিতং কর্ম্মেত্যাচক্ষতেঽনেন প্রকারেণ কথয়ন্তি। চকারোঽগ্নিহোত্রান্তরদ্বয়ো প্রত্যেকং মিলিতয়োরপি সংজ্ঞাত্বসমুচ্চয়ার্থঃ। বিদ্বাংসো যদান্তরমিত্যাচক্ষতে তদ্বক্ত্বাক্‌প্রাণয়োরমিতব্যাপারকর্ত্তৃত্বমাহ—যাবদ্‌যৎপরিমাণং বৈ প্রসিদ্ধং। পুরুষঃ পুরুষাকারশরীরধারী জন্তুর্ভাষতে বাগ্ব্যাপারংকরোতি ন তাবৎপ্রাণিতুং শক্নোতি

ব্যক্তি থাকিবে, তথায় যাইয়া তাহার সংস্পর্শ লাভ করিতে ইচ্ছা করিবে। আর যদি স্বসাধ্য ব্যক্তি মহাবিভূত্যাদি বিশিষ্ট বলিয়া স্পর্শ করিবার যোগ্য না হয়, তবে তাহার সহিত কথা বার্ত্তা করিয়া অবস্থান করিবে। যদি সংভাষণ করিয়তেও না পারে, তবে যাহাহইলে স্বীয়শরীরের বায়ু ঐ সাধ্য ব্যক্তির শরীরে লাগে, সেইরূপে অবস্থান করিবে। অথবা, যাহা হইলে নিজের কথাগুলি বায়ু দ্বারা তাহার কর্ণে যাইয়া অবস্থান করে, সেইরূপ করিবে। সকল অবস্থাতে সে সাধ্যের নিশ্চয় প্রিয় হইবে। কেবল যে প্রিয় হইবে তাহা নহে, সাধক গ্রামান্তরাদিতে গমন করিলেও সাধ্য রাজাদিসকল তাহাকে স্মরণ করিবে। পুত্রাদিরা যেমন পিত্রাদিকে কখনই বিস্মৃত হয় না; সেইরূপ সাধ্যগণ সাধককেও বিস্মৃত হইবে না। সাধককে হনন করিতে যাহারা কামনা করে সেই সকল হৃতকাম প্রায় ব্যক্তিকে ঐ সাধ্যব্যক্তির সাহায্যে সাধক বিফল প্রয়াস ও পলায়নপর করিতে সমর্থ হইবে। যে কোন স্থলেই সাধ্যেরা সাধকের কার্য্য করিতে তৎপর থাকিবে ॥ ৩॥

এখন প্রাণোপাসকের অগ্নিহোত্র ফল বলিতে ইচ্ছা করিয়া অধ্যাত্মিক অগ্নিহোত্র বলিতেছেন;—

প্রাণব্রহ্মোপাসনান্তনর যেহেতু অগ্নিহোত্র ফললাভের ইচ্ছা হয়; কিন্তু অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিতে অশক্ত, বা অনিচ্ছু, এই কারণে যাহাতে সম্যক্ অহিংসাদি ভাবের লাভ হয়, এইজন্য যাহাকে সাংযমন নামে, এবং দৈবোদাসি প্রতর্দ্দন

এতে অনন্তে অমৃতাহুতী জাগ্রচ্চ স্বপংশ্চ সন্ততমব্যবচ্ছিন্নং জুহোত্যথ যা অন্যা আহুতয়োঽন্তবত্যস্তাঃ কর্ম্মময্যো হি ভবন্ত্যে-তদ্ধ বৈ পূর্ব্বে বিদ্বাংসোঽগ্নিহোত্রং ন জুহবাঞ্চক্রুঃ।

ইদানীমগ্নিহোত্রমাহ—

এতে বাক্‌প্রাণরূপে উক্তে অনন্তে অসঙ্খ্যাতব্যাপারাধারে পরস্পরাগ্নৌ প্রবিশন্ত্যাবপ্যক্ষীণে বা। অমৃতাহুতী অন্তবদ্ধি ম্রিয়তে যতোঽন্তশূন্যে ততোঽমৃত-রূপে আহুতী অ তত্ত্বফলহেতুত্বাদ্বাঽমৃতাহুতী। জাগ্রচ্চ স্বপংশ্চ জাগ্রতি স্বপ্নেচ। চকারো জাগ্রৎস্বপ্নয়োরিতরেতরযোগার্থো। সন্ততং নিরন্তরমাগর্ভনির্গমনাদোত্তর-শ্বাসমব্যবচ্ছিন্নং ভোজনাচ্ছাদনাদিব্যবধানশূন্যম্। নহি বাক্‌শ্বসনয়োরন্যতরেণ শূন্যঃ কালো জীবতো জুহোতি হোমং করোতি হোমবুদ্ধিং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। এতদগ্নিহোত্রং স্তোতুমন্যং নিন্দতি। অথ পক্ষান্তরে। যাঃ প্রসিদ্ধাঃ পয়োদধ্যাদি-দ্রব্যসাধ্যা অন্যা বাক্‌প্রাণাহুতিভ্যাং ব্যতিরিক্তা আহুতয় আসেচনান্তা দেবতামুদ্দিশ্য দ্রব্যত্যাগা অন্তবত্যঃ স্বরূপেণ ফলতোঽপি নাশবত্যঃ। তত্র হেতুমাহ—তা বাক্‌প্রাণাহুতিভ্যামন্যত্বেন প্রসিদ্ধাঃ কর্ম্মময্যঃ শরীরব্যাপারসাধ্যাঃ কৃতকাঃ ফলতঃ

তখন বাক্‌কে প্রাণে হোম করে। এইটি সর্ব্বজনীন প্রসিদ্ধ যে, বলিতে থাকিলে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতেও লইতে পারে না, আবার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতেও লইতে থাকিলে বলিতে পারে না।

এখন অগ্নিহোত্র বলিতেছেন ;—

এই দুইটি, বাগাহুতি ও প্রাণাহুতি ; অনন্ত,—অসংখ্যাত ব্যাপরের আধার, অগ্নিস্বরূপ পরস্পর পরস্পরে প্রবেশ করিতে থাকিলেও অক্ষীণ অবস্থানই থাকিয়া যায়। যাহা অন্তবৎ, তাহাই মরে ; এদুটি যেহেতু অন্তশূন্য, সেই হেতু অমৃত রূপ আহুতি। অথবা অমৃতত্বফলের কারণ বলিয়া অমৃতরূপ। জাগ্রৎ কালে এবং স্বপ্ন কালে এস্থলে যে চকার আছে, তাহা ইতরেতরযোগার্থ। সতত নিরন্তর, গর্ভনির্গমন হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর শ্বাস পর্য্যন্ত, অব্যবচ্ছিন্ন ভোজন ও আচ্ছাদন আদি ব্যাপার সমুদায়ের ব্যবধান রহিত ; কারণ, বাক্য ও নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ব্যতিরেকে জীবিত ব্যক্তির কাল অতিবাহিত হয় না ; এইজন্য এই আহুতিদ্বয়ের হোম করিবে, অর্থাৎ এইদুইটির একটিকে অগ্নিভাবিয়া অন্যটির আহুতি তাঁহাতে

উক্থং ব্রহ্মেতি হ স্মাহহ শুষ্কভৃঙ্গারস্তদৃগিত্যুপাসীত সর্ব্বাণি হাস্মৈ ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যায়াভ্যর্চন্তে তদ্‌যজুরিত্যুপাসীত সর্ব্বাণি

স্বরূপতশ্চ হি যস্মাত্তস্মাদন্তবত্যো ভবন্তি স্পষ্টম্। অস্যাগ্নিহোত্রস্য জ্ঞানে সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগলক্ষণং সন্ন্যাসমাহ—এতদ্ধ বৈ পূর্ব্বে বিদ্বাংসঃ। হ প্রসিদ্ধাঃ। বৈ স্মর্য্যমাণাঃ পূর্ব্বেঽতীতাঃ। এতদ্বিদ্বাংসো বাচাগ্নৌ ভাষণব্যাপারবত্যাং প্রাণ আজ্যং নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাসব্যাপারশূন্যো জুহ্বতে। প্রাণেচাগ্নৌ নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাসব্যাপারবতি বাগাজ্যং ভাষণব্যাপারশূন্যা জুহ্বত ইত্যেতজ্জ্ঞানবন্তোঽগ্নিহোত্রং ন জুহবাঞ্চক্রুরগ্নিহোত্রহোমং ন কৃতবন্তঃ। সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগলক্ষণং সন্ন্যাসং। কৃতবন্ত ইত্যর্থঃ।

প্রাণো বা উক্থমিতি কাথাদিশাখাসূক্থশব্দস্য প্রাণে প্রসিদ্ধত্বাত্তাং প্রসিদ্ধিমনুরুন্ধানা শ্রুতিঃ প্রাণমুক্থশব্দেন নির্দ্দিশ্য তত্র ঋগাদিদৃষ্টিবিধাতুমস্য ব্রহ্মত্বে কৌষীতকিপৈঙ্গ্যবচ্ছুষ্কভৃঙ্গারসম্মতিমাহ—

উক্থমুক্থশব্দাভিধেয়ঃ প্রাণো ব্রহ্মেতি হ স্মাহেতি ব্যাখ্যাতম্। শুষ্কভৃঙ্গার

করিতেছে, এই প্রকার জ্ঞান করিবে। এই অগ্নিহোত্রকে প্রশংসা করিবার জন্য অন্য অগ্নিহোত্রের নিন্দা করিতেছেন। অথশব্দের অর্থ পক্ষান্তর। অন্য যে প্রসিদ্ধ পয়োদধ্যাদি দ্রব্যসাধ্য, বাক্ প্রাণাহুতি অপেক্ষা বিভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত, আহুতি সকল, অসেচনাগ্নি দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগরূপ, সে সকল স্বরূপত ও ফলতঃ বিনাশশালী, কারণ, সেগুলি কর্ম্মময়, অর্থাৎ শরীর ব্যাপার সাধ্য, স্বরূপত ও ফলতঃ যেহেতু সেগুলি উৎপন্ন হয়, সেই হেতু বিনাশশালী। এই অগ্নিহোত্রের জ্ঞানে সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগরূপ সন্ন্যাস বিশেষ প্রয়োজনার, ইহা বলিতেছেন;—প্রসি এবং স্মর্য্যমাণ পূর্ব্ব বিদ্বান্‌গণ, অতীত বিদ্বান্‌গণ কথন ব্যাপারে বিশিষ্ট বাক্‌রূপ অগ্নিতে প্রাণরূপ আজ্য হোম করিতে হয়, নিঃশ্বাস ও উচ্ছ্বাসরূপব্যাপারের নিরোধ করিতে হয়, এবং নিঃশ্বাস ও উচ্ছ্বাস রূপব্যাপার বিশিষ্টপ্রাণরূপ অগ্নিতে বাক্‌রূপ আজ্যের হোম করিতে হয়, অর্থাৎ কথন ব্যাপারের নিরোধ করিতে হয়। তাঁহারা ইহা জানিতেন বলিয়া অগ্নিহোত্র হোম করেন নাই, অর্থাৎ সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগরূপ সন্ন্যাস করিয়াছিলেন।

কাথ আদি শাখায় উক্ত হইয়াছে, প্রসিদ্ধ [illegible]

হাস্মৈ ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যায় যুজ্যন্তে তৎসামেত্যুপাসীত সর্ব্বাণি হাস্মৈ ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যায় সংনমন্তে তচ্ছ্রীরিত্যুপাসীত তদ্যশ ইত্যুপাসীত

এতন্নামা মুনিঃ। তং প্রাণমৃগিতি ঋগ্বুদ্ধ্যোপাসীত যাবৎ প্রাণ ঋগিতি সাক্ষাৎকারো ভবতি তাবদ্বিজাতীয়প্রত্যয়শূন্যং সজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহং কুর্ব্বীত।

প্রাণ ঋগ্বুদ্ধৌ কৃতায়াং ফলমাহ—

সর্ব্বাণি নিখিলানি হ প্রসিদ্ধানি। অস্মৈ প্রাণ উকথ ঋগ্বুদ্ধিকর্ত্রে ভূতানি স্থিরজঙ্গমানি শ্রৈষ্ঠ্যায় প্রশস্ততমত্বায়াভ্যর্চয়ে সর্ব্বতঃ পূজাং কুর্ব্বন্তি। তদ্যজুরিত্যুপাসীত সর্ব্বাণি হাস্মৈ ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যায় যজ্যন্তে। তৎসামেত্যুপাসীত সর্ব্বাণি হাস্মৈ ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যায় সংনমন্তে। ঋগ্বুদ্ধ্যা সমত্বং যজুঃসামবুদ্ধ্যাঃ। যথা উদ্যুক্তানি ভবন্তি। সংনমন্তে সম্যক্ প্রহ্বীভূতানি ভবন্তি। অন্যৎ কৃতব্যাখ্যানম্। ঋগ্যজুঃসাম্নাঞ্চ পাদবদ্ধাবিবক্ষিতচ্ছন্দস্কপ্রগীতিমন্ত্রাত্মকানাং প্রসিদ্ধত্বাৎ ঋগাদিপদ

আদি শাখায় প্রাণে উক্‌থ শব্দ প্রসিদ্ধ আছে। সেই প্রসিদ্ধির অনুরোধে ঋষি প্রাণকে উক্‌থশব্দে নির্দ্দেশ করিয়া, তাহাতে ঋক্ আদি জ্ঞান করিতে বিধান করিবার জন্য, এই প্রাণ যে ব্রহ্ম, সে বিষয়ে কৌষীতকি ও পৈঙ্গ্যের ন্যায় শুষ্কভৃঙ্গার নামক ঋষির সম্মতি দেখাইতেছেন ;—

উক্‌থশব্দের অভিধেয় প্রাণ ব্রহ্মই, ইহা প্রসিদ্ধ, এই কথা শুষ্কভৃঙ্গারনামক ঋষি বলিয়াছেন। সেই উক্‌থকে ঋগ্‌জ্ঞানে উপাসনা করিবে। যত সময়ে প্রাণ ঋক্‌রূপে সাক্ষাৎকার হয়, ততসময় পর্য্যন্ত অন্যবিধ জ্ঞান দূরীকৃত করিয়া প্রাণ ঋক্' ইত্যাকার একজাতীয় জ্ঞানের প্রবাহ প্রবাহিত করিবে। প্রাণে ঋগ্‌জ্ঞান করিলে যে ফল হয় তাহা বলিতেছেন, প্রসিদ্ধ নিখিল ভূত স্থাবর ও জঙ্গম উক্‌থরূপ প্রাণে ঋক্ জ্ঞানকারী উপাসকের শ্রেষ্ঠতমতার জন্য সর্ব্বথা পূজা করে। ঐ প্রাণরূপ উক্‌থের যজুঃ জ্ঞান করিয়া উপাসনা করিবে। তাহাতে প্রসিদ্ধ নিখিল স্থাবরজঙ্গম প্রাণরূপ উক্‌থ যজুর্জ্ঞানে উপাসনাকারীর প্রশস্ততমতার জন্য উদযোগ করে। ঐ প্রাণরূপ উক্‌থের সামজ্ঞান করিয়া উপাসনা করিবে। তাহাতে প্রসিদ্ধ স্থাবর ও জঙ্গম সকল এই উপাসকের প্রশস্যতমতার জন্য সম্যক্‌রূপে নত হয়। ঋক, যজুঃ ও সামের লক্ষণ প্রসিদ্ধ। যথা, পাদবদ্ধ মন্ত্র ঋক অবিবক্ষিত ছন্দস্ক মন্ত্র যজুঃ, ও গীতাত্মক মন্ত্র সমুদায় সাম। এইরূপ সেই প্রা

মূল। ইত্যুপাসীত তদ্‌যথৈতচ্ছস্ত্রাণাং শ্রীমত্তমং যশস্বিতমং তেজস্বিতমং ভবতি তথৈ এবৈবং বিদ্বান্‌সর্ব্বেষাং ভূতানাং শ্রীমত্তমো যশস্বিতমস্তেজস্বিতমো ভবতি।

ব্যাখ্যা। এবমেবাহহ—তচ্ছ্রীরিত্যুপাসীত তদ্‌যশ ইত্যুপাসীত তত্তেজ ইত্যুপাসীত মনুষ্যাদেবিভূতিঃ শ্রীঃ কীর্ত্তির্যশো ভাস্বরং প্রকাশাদিকারণং জ্যোতিস্তেজঃ। ব্যাখ্যাতমন্যৎ।

শ্রীযশস্তেজোবুদ্ধীনাং সদৃষ্টান্তং ফলমাহ—

তত্র শ্রীযশস্তেজোবুদ্ধিষু ফলে দৃষ্টান্তঃ। যথা দৃষ্টান্তঃ। এতদাকর্ণপূর্ণগুণরুদ্ধপৃষ্ঠং পৃথুতরসুবর্ণপট্টিকাবৃতসর্ব্বগাত্রং পৃথাপত্রসমর্দ্ধিকরস্থং বমদগ্নিমণ্ডলশরবৃষ্টিকরং ধনুঃ শস্ত্রাণাং খড়্গপট্টিশতোমরশক্তিঋষ্টিগদাভিন্দিপালচক্রক্ষুরিকাযমদংষ্ট্রাদীনাং শ্রীমত্তমমতিশয়েন বিভূতিমৎ। ন হ্যন্যচ্ছস্ত্রং ধনুষ্মতঃ সুভটস্য বিভূতিদম্।

"ধন্বী চেত্তুরগারূঢ়ো জয়ত্যেকোঽপি মেদিনীম্"

ইতি প্রসিদ্ধেঃ। যশস্বিতমম্, অতিশয়েন যশঃসম্পন্নম্।

'বিশিখা ইব রাজন্তে ধনুষঃ সগুণাদিব।

নির্গতাঃ শস্ত্রসম্পাতাঃ শূরাণাং লঘুবোধিনাম্" ইতি প্রসিদ্ধেঃ।

তেজস্বিতমম্, অতিশয়েন তেজঃসম্পন্নম্। যদ্যপি লৌহেষু শস্ত্রেষু তেজস্বিতমত্বং

অপি উক্তেথ শ্রী জ্ঞান করিয়া উপাসনা করিবে। মনুষ্যাদির বিভূতিকেই শ্রী বলে। তাহাকে যশঃ জ্ঞানে উপাসনা করিবে। যশ শব্দে কীর্ত্তি বুঝিতে হইবে। তাহাকে তেজঃ জ্ঞানে উপাসনা করিবে। প্রকাশের কারণ ভাস্বর জ্যোতিকে তেজঃ বলে।

উক্ত শ্রী, যশঃ ও তেজোজ্ঞানে উপাসনার ফলকে দৃষ্টান্ত দিয়া প্রদর্শন করিতেছেন ;—

উক্ত শ্রী, যশঃ ও তেজোজ্ঞানে উপাসনার ফল বিষয়ে দৃষ্টান্ত যথা ;—আকর্ণপূর্ণগুণ নিরুদ্ধ পৃষ্ঠ, পৃথুতর সুবর্ণপট্টিকাবৃত সর্ব্বগাত্র, পার্থসমর্দ্ধিকরস্থ, যমদগ্নি মণ্ডলশর সমূহ বৃষ্টিকর ধনুঃ যেমন খড়্গ, পট্টিশ, তোমর শক্তি, ঋষ্টি, গদা ভিন্দিপাল চক্র, ক্ষুরিকা, ও যমদংষ্ট্রাদি শস্ত্রের মধ্যে শ্রীমত্তম অতিশয় বিভূতি-

তমেতমৈষ্টকং কর্ম্মময়মাত্মানমধ্বর্যুঃ সংস্করোতি তস্মিন্‌যজুর্ম্ময়ং প্রবয়তি যজুর্ম্ময়ম্ঋঙ্‌ময়ংহোতা ঋঙ্‌ময়ে সামময়মুদ্গাতা স এষ সর্ব্বস্যৈ

প্রসিদ্ধং তথাঽপি সংপ্রহারাবসরেঽন্যানুপগতসৌবর্ণাদ্যাবরণানি ভবন্তি। ধনুস্তু তস্মিন্নপ্যবসরে সুবর্ণমণিরত্নাদিযুক্তমিতি তেজস্বিতমম্। ধন্বিনশ্চ শ্রীযশস্তেজাংসি প্রসিদ্ধানি পার্থাদেঃ। ভবতি। স্পষ্টম্। তথো এব উ অপি তদ্বদেব নতস্তথা এবং বিদ্বান্‌প্রাণঃ শ্রীযশস্তেজোবুদ্ধীনামালম্বনমিতি জানন্ শ্রীযশস্তেজো বুদ্ধিকস্যাসন ইত্যর্থঃ। সর্ব্বেষাং ভূতানাং নিখিলানাং স্থিরজঙ্গমানাং মধ্যে শ্রীমত্তমো যশস্বিতমস্তেজস্বিতমো ভবতি। স্পষ্টম্।

ইদানীং ত্রয়ীবিদ্যানাং কৃতসংসারফলান্তর্বর্ত্তিনামপি প্রাণবিজ্ঞানং মোক্ষসাধনমিত্যাহ—

তমুক্‌থশব্দাভিধেয়মৃগাদিবুদ্ধ্যালম্বনং প্রাণমেতং মুখবিলান্তর্বর্ত্তমানং এতাক্ষমিষ্টকমিষ্টকাসংবন্ধিরূপমৈষ্টকং কর্ম্মময়ং কর্ম্মস্বরূপমাত্মানমধ্বর্য্যুশব্দস্তু তাবন্নাত্মনম্। অধ্বর্য্যুঋত্বিগ্বিশেষঃ প্রাণবুদ্ধ্যা সংস্করোতি, সংস্কারং করোতি যোষিতমিবাগ্নিবুদ্ধ্যা। অয়মর্থঃ। যোঽয়মিষ্টকাসু চিতোঽগ্নিঃ কর্ম্মসাধনঃ সোঽপি প্রাণাত্মক এব প্রাণস্য ঋগাদ্যাত্মকত্বাৎ। অয়ঞ্চ ঋগাদিসাধ্যকর্ম্মনিষ্পাদকোঽহঞ্চ তত ঋগাদ্যাত্মকঃ সন্নায়ং প্রাণোঽহমস্ম্যয়মগ্নিশ্চ মদাত্মক ইত্যাত্মানং সংস্করোতীতি। তস্মিন্ প্রাণবুদ্ধ্যা সংস্কৃতেঽগ্ন্যভিন্নাত্মনি যজুর্ম্ময়ং যজুঃসাধ্যং কর্ম্মবিতানং কুবিন্দ ইব প্রবয়তি প্রকর্ষেণ কর্ম্মমন্ত্রতন্তুভির্বিস্তারয়তি। যজুর্ম্ময়ে যজুঃসাধ্যে কর্ম্মবিতানে এতস্মিঁ

সম্পন্ন; কারণ, অন্য শস্ত্র ধনুষ্মান্ সুভটের বিভূতিপ্রদ হয় না; উক্তও হইয়াছে, ধন্বী যদি অশ্বারূঢ় হয় তবে একাকীই পৃথিবীকে জয় করিতে পারে। এবং যশস্বিতম, অতিশয় যশঃসম্পন্ন, প্রসিদ্ধিই আছে, যেন সগুণ ধনুঃ হইতে নির্গত বাণ সকলের ন্যায় শীঘ্রাস্ত্র বর্ষী শূরদিগের শস্ত্রসম্পাত সকল বিরাজিত হইতেছে। তেজস্বিতম,—অতিশয় তেজঃ সম্পন্ন; যদিও লৌহজাত শস্ত্রেই অতিশয় তেজঃ প্রভার পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলেও সেই সেই শস্ত্রের সম্প্রহার সময়ে সুবর্ণময় আবরন (থাপ বা কোষ) হইতে বিমুক্ত হয়; কিন্তু ধনুঃ কখনও আবরণ হইতে বিমুক্ত হয় না; সংপ্রহার কালেও সুবর্ণ মণিরত্ন আদি যুক্ত থাকে; এই জন্য ধনুঃ তেজস্বিতম। পার্থাদি মহারথিদিগের শ্রী, যশঃ, ও তেজঃ প্রসিদ্ধই। সেইরূপই

ত্রয়ীবিদ্যায়া আত্মৈষ উ এবাস্যাঽঽত্মা এতদাত্মা ভবতি য এবং বেদ ॥ ৪ ॥

সত্যাধারভূতে বা, ঋঙ্ময়ৃক্সাধ্যং কর্ম্মবিতানং প্রবয়তি হোতা, ঋত্বিগ্বিশেষঃ। ঋঙ্ময ঋক্সাধ্যে কর্ম্মণি প্রবৃত্তে সত্যাধারভূতে বা সামময়ং সামসাধ্যং কর্ম্মবিতানং প্রবয়তি। উদ্গাতা, ঋত্বিগ্বিশেষঃ। সোঽধ্বর্য্যুঃ সংস্কারহেতুঃ প্রাণ এষ মুখবিলান্তস্থঃ সর্ব্বস্যৈ সর্ব্বস্যা নিখিলায়াস্ত্রয়ীবিদ্যায়া ত্রয়ী ঋগ্‌যজুঃসামরূপা সৈব বিদ্যা তস্যা আত্মাঽঽ-ত্মাদেঃ কর্ত্তা শরীরস্যেব জীবঃ। উক্তেন প্রকারেণোক্তমাত্মানং শ্রুতিগ্রাহিকরাঽঽহ-এষ উ এব, উ অপি মুখবিলান্তস্থ এব ন ত্বন্যঃ। অস্যাঽঽত্মা, অস্যা উক্তায়াস্ত্রয্যা বিদ্যায়া আত্মোক্তঃ। ইদানীমেতজ্জ্ঞানে ফলমাহ—এতদাত্মা ভবতি, প্রাণরূপো ভবতি। যঃ প্রসিদ্ধঃ কর্ম্মণ্যৃত্বিগ্‌যজমানাদিরেবং প্রাণবুদ্ধ্যা সংস্কৃতেঽধ্বর্য্যুরূপাগ্নৌ যজুর্ম্ময়মধ্বর্য্যুর্যজুর্ম্ময় ঋঙ্ময়ং হোতা, ঋঙ্ময়ো সামময়মুদ্গাতেতি বেদ জানাতি স এতদাত্মা ভবতীত্যন্বয়ঃ ॥ ৪ ॥

তথা-উ অপিকারার্থ, তথো। প্রাণ, শ্রী, যশঃ ও তেজো বুদ্ধির আলম্বন, ইহা জানিলে নিখিল চরাচর সকলের মধ্যে সে শ্রীমত্তম ও যশস্বিতম, এবং তেজ-স্বিতম হইবে।

এখন ত্রয়ীবিদ্যাকে সংসার ফলের মধ্যে ভুক্ত করিলেও প্রাণবিজ্ঞান মোক্ষসাধন হইবে, ইহা বলা হইতেছে ;—

সেই উক্থশব্দাভিধেয়, ঋগাদিবুদ্ধির আলম্বন, এই প্রাণকে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট পদার্থের ন্যায় ইষ্টকাতে চয়ন করিয়া, কর্ম্মময় ভাবিয়া অধ্বর্য্যু সংস্কার করেন। অধ্বর্য্যু অধ্বরযু যজ্ঞের নেতা ঋত্বিগ্‌বিশেষ ঐ প্রাণকে ঐষ্টক অগ্নি জ্ঞান করিয়া সংস্কার করে। যেমন স্ত্রীকে অগ্নি জ্ঞান করিয়া ছান্দোগ্যাদিরা উপাসনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এস্থলে এইরূপ বুঝিতে হইবে ;—ইষ্টকাতে কর্ম্মের সাধনরূপে যে অগ্নির চয়ন করা হয়, সেও প্রাণাত্মকই ; কারণ, প্রাণ যে ঋক্‌স্বরূপ। ইনি ঋগাদিসাধ্য কর্ম্মের নিষ্পাদক ; আমিও ঋগাদি সাধ্যকর্ম্মের নিষ্পাদক ; সুতরাং ঋগাদ্যাত্মক সর্ব্বাত্মক প্রাণই আমি হইতেছি। এঅগ্নিও সদাত্মক আমার স্বরূপ। এইরূপে আত্মার সংস্কার করে। সেই প্রাণ বুদ্ধিদ্বারা সংস্কৃত অগ্ন্যভিন্ন আত্মাতে যজুর্ম্ময় যজুঃ সাধ্য কর্ম্ম প্রকৃষ্টরূপে কর্ম্মময়তন্ত দ্বারা কুবিন্দ

অথাতঃ সর্ব্বজিতঃ কৌষীতকেস্ত্রীণ্যুপাসানানি ভবন্তি যজ্ঞোপবীতং কৃত্বাহপ আচম্য ত্রিরুদপাত্রং প্রসিচ্যোদ্যন্তমাদি

প্রাণো ব্রহ্মেতি কৌষীতকিপৈঙ্গ্যশুষ্কভৃঙ্গারমতেন সোপপত্তিকৈরুক্তম্। তত্র ঋগাদিদৃষ্টয়ঃ। স হি প্রাণো বাহ্য আধ্যাত্মিকশ্চ। বাহ্য আধিদৈবিকঃ পুত্রাদি রূপশ্চ আধিদৈবিকস্ত্বাদিত্যঃ। স চাগ্নীষোমাত্মকঃ। তত্রাহধিদৈবিকং প্রা মুররীকৃত্য ফলবিশেষসিদ্ধ্যর্থং প্রথমতঃ কানিচিদুপাসনান্যাহ—

অথ প্রাণো ব্রহ্মেতিকথনানন্তরম্। অতো যস্মাৎফলান্তরস্যাপীচ্ছোপাসক স্যাস্মাৎকারণাৎসর্ব্বজিতঃ স্ববর্ণাশ্রমাচারৈর্নিখিলাংস্বৈরনিকাঞ্জয়তীতি সর্ব্বজিতস্ কৌষীতকেঃ কুষীতকস্যাপত্যস্য ত্রীণি ত্রিসন্ধ্যাকালোপাসনানি, আধিদৈবিকস প্রাণস্য জ্ঞানানি ভবন্তি বর্ত্তন্তে। কৌষীতকিদৃষ্টানি কথয়িষ্যামীত্যর্থঃ

(তাঁতি) যেমন বিতানকে তন্তুদ্বারা বিস্তৃত করে, সেইরূপ বিস্তৃত করে। যজু কর্ম্মবিতান প্রবৃত্ত হইলে, তাহাতেই ঋঙ্ময় ঋকসাধ্য কর্ম্মবিতান প্রকৃষ্টরূপে হোতা বিস্তারিত করে। ঋঙ্ময়কর্ম্ম প্রবৃত্ত হইলে, বা সেই ঋঙ্ময় কর্ম্মের আধারে সামময় সামসাধ্য কর্ম্মবিতান উদ্গাতা প্রকৃষ্টরূপে, বিস্তৃত করে যেমন জীবশরীরের প্রাণাদিবিষয়ে কর্ত্তা, সেইরূপ সেই সংস্কারের কারণ অধ্বর্য্যু এ মুখগহ্বরস্থ প্রাণ নিখিল ত্রয়ীবিদ্যার আত্মা ঋক, যজুঃ, সাম, পদ্য,গদ্য ও গীতিক বিদ্যার প্রাপ্ত্যাদি বিষয়ে কর্ত্তা। এই প্রাণই এই ত্রয়ীবিদ্যার আত্মা। এ এই বিজ্ঞানের ফল কি, তাহা বলিতেছেন;—এতদাত্মা হয়, প্রাণরূপ হয়, এইরূপ উপাসনা করে। অর্থাৎ যে ঋদ্বিগাদি কর্ম্মময় আত্মাতে প্রাণবুদ্ধি সংস্কার করে, সেই সংস্কৃত অধ্বর্য্যুরূপ অগ্নিতে যজুর্ম্ময় অধ্বর্য্যু যজুর্ম্ময় অধ্বর্য্যুরূপ অগ্নিতে ঋঙ্ময় হোতা, এবং ঋঙ্ময়ে সামময় উদ্গাতার জ্ঞান করিয়া উপাসনা করে সে এতদাত্মা প্রাণাত্মা হয়। ৪

কৌষীতকি, পৈঙ্গ্য ও শুষ্কভৃঙ্গার ঋষির মতে উপপত্তির সহিত 'প্রাণ ব্রহ্ম' ইহা বলা হইল। আরও বলা হইল, তাহাতে ঋগাদি জ্ঞান করিয়া উপাসনা করিতে হইবে। সেই প্রাণ দ্বিবিধ, বাহ্য ও আধ্যাত্মিক। বাহ্য হইতেছে আধিদৈবিক ও পুত্রাদিরূপ এবং আধিদৈবিক হইতেছে, আদিত্য। তিনি আবার অগ্নীষোমাত্মক। তন্মধ্যে আধিদৈবিক প্রাণকে স্বীকার করিয়া ফলবিশেষ সিদ্ধির জন্য প্রথমে

নমপতিষ্ঠেত বর্গোঽসি পাপ্মানং মে বৃঙ্ধীত্যেতয়েবাঽঽবৃতা

জ্ঞোপবীতং কৃত্বা যজ্ঞোপবীতং বিধায়। যদ্যপি ত্রৈবর্ণিকত্বেনৈব যজ্ঞোপবীতং প্রাপ্তং তথাঽপ্যপসব্যাদিবিকারনিবারণার্থমিদং বচনম্। অপ আচম্য স্পৃষ্ট্বা। পামাচমনমপি যজ্ঞোপবীতবৎপ্রাপ্তং তথাঽপি ত্বরাদিনিমিত্তনিবারণার্থমবগন্তব্যম্। তনোভয়ত্র নিয়মঃ সিদ্ধো ভবতি। ত্রিস্ত্রিবারমুদপাত্রং সৌবর্ণং রাজতং তাম্রং। চমকং প্রসিচ্য শুদ্ধৈঃ স্বচ্ছৈর্জলৈঃ প্রকর্ষেণ সেচনং বিধায়োদ্যন্তমুদয়ং গচ্ছন্ত-দিত্যমদিতিপুত্রং ভাস্করমুপতিষ্ঠেত জানুভ্যামবনিং গত্বা সসম্ভারনীরপূর্ণচষকমুদ্ধৃত্য মুপস্থানং কুর্য্যাৎ। মন্ত্রমাহ—বর্গঃ সর্ব্বমিদং জগদাত্মবোধেন তৃণবদ্বৃণক্তি বিত্যজতীতি বর্গঃ। অসি ভবসি। পাপ্মানং কৃতমাগামি চ পাপং ফলস্বরূপে-ব মে মম সম্যক্কেণার্থেণাঽঽদিত্যমুপস্থাতুর্বৃঙ্ধি বর্জয় বিনাশয়েত্যর্থঃ। ইতি মন্ত্রেণ। এতয়ৈবোক্তয়ৈব যজ্ঞোপবীতমিত্যাদিনা ন অন্যথা, আবৃতা প্রকারেণ

কগুলি উপাসনার কথা বলিতেছেন, প্রাণব্রহ্ম কথনান্তর, যেহেতু সকের অন্যান্য ফলেও ইচ্ছা হয়, সেই হেতু সর্ব্বজিৎ কৌষীতকির নই উপাসনা আছে। যিনি স্ববর্ণাশ্রমাচার দ্বারা নিখিল ত্রৈবর্ণিককে করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বজিৎ। কুষীতকের পুত্র হইতেছেন কৌষীতকী ই কৌষীতকির দুই তিনটি আধিদৈবিক প্রাণের জ্ঞান রূপ উপাসনা বলিব। জ্ঞপবীত ধারণ করিয়া; যদিও ত্রৈবর্ণিক বলিয়া যজ্ঞোপবীত প্রাপ্তি ছিল, পি প্রাচীনাবীতাকারে ধারণ করার ব্যাবৃত্তি করিবার জন্য 'যজ্ঞোপবীত রা করিয়া' বলা হইয়াছে; জলের আচমন করিয়া, শুদ্ধ আচমন নিবে-ই এস্থলে 'জলের আচমন করিয়া' বলা হইল; এবং যজ্ঞোপবীতবৎ জলের মন প্রাপ্তি থাকিলেও যে স্পর্শ করিয়া বলা হইল, তাহার কারণ এই কখনও ত্বরা করিয়া আচমন নাও করিতে পারে, তন্নিবারণাভিপ্রায়ে প বলা হইয়াছে; তদ্দ্বারা উভয় স্থলেই নিয়ম পাওয়া গেল যে, যজ্ঞোপবীত বীতাকারে ধারণ ও জলের আচমন ধীরভাবে করিতেই হইবে। তিনবার র্ণ, রাজত, বা তাম্রপাত্র শুদ্ধজল দ্বারায় প্রাসিক্ত করিয়া প্রকৃষ্টরূপে সেচন করিয়া উদকপাত্র হইতে তিনবার জল ঢালিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিবে। রি প্রণালী বলিতেছেন;—উদয় প্রাপ্ত আদিতপুত্র ভাস্কর দেবের উপস্থান

মধ্যে সন্তমুদ্বর্গোঽসি পাপ্মানং ম উদ্বৃঙ্ধীত্যেতয়ৈবাঽঽবৃতাঽ যন্তং সম্বর্গোঽসি পাপ্মানং মে সংবৃঙ্ধীতি।

যদহোরাত্রাভ্যাং পাপং করোতি সং তদ্বৃঙ্ক্তে। অথ মাস্যমাবাস্যায়াং পশ্চাচ্চন্দ্রমসং দৃশ্যমানমুপতিষ্ঠেতৈতয়ৈবাঽ

মধ্যে সন্তং মধ্যাহ্নে বর্ত্তমানমাদিত্যমুপতিষ্ঠেত। উপস্থানমন্ত্রমাহ—উদ্বর্গো পাপ্মানং ম উদ্বৃঙ্ধীতি। উদ্বৎকর্ষার্থঃ। অতিশয়েন নাশয়েত্যর্থঃ। ব্যাখ্যা মন্যৎ। এতয়ৈবাঽঽবৃতাঽস্তং যন্তং সংবর্গোঽসি পাপ্মানং মে সংবৃঙ্ধীত্যস্তং যন্ত গচ্ছন্তমুপতিষ্ঠেত সমিত্যাদিমন্ত্রেণ। সংসম্যগর্থঃ। ব্যাখ্যাতমন্যৎ।

এবং ত্রিবারমাদিত্যস্যার্ঘ্যং কুর্ব্বতঃ ফলমাহ—

যৎপ্রসিদ্ধং দৃষ্টং দুঃখফলম্। অহোরাত্রাভ্যামহনি রাত্রৌ চ পাপং ক স্পষ্টম্। সং তদ্বৃঙ্ক্তে তদশাস্ত্রীয়ং কর্ম্ম ফলতঃ সংবৃঙ্ক্তে সম্যক্‌পরিত্যজতি ফলং ন প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। একমিদমুপাসনং কর্ম্মাত্মকম্। ইদানীং দ্বিতীয়ম অথ পূর্ব্বস্মাৎকর্ম্মরূপাদুপাসনাৎপরতাদর্থাদগ্নিরূপাদাদিত্যাদনন্তরং কর্ম্মরূপমপ পরমাদিত্যস্য বাহ্যপ্রাণস্য সুষুম্নানাড়ীরূপসোমাত্মকং মাসি মাসি প্রতিমাসমহ বলাদাসম্বৎসরমিতি নিশ্চীয়তে। অমাবাস্যায়ামমাখ্যরশ্মৌ সোমস্য নিবাসা

করিবে,—জানুদ্বয় ভূতলে স্থাপন করিয়া অর্ঘ্যের সম্ভারের সহিত জলপাত্র মৌলি পর্য্যন্ত উদ্ধৃত করিয়া সমন্ত্রক উপস্থান করিবে। মন্ত্র বলিতেছেন,— বর্গ এই সকল জগৎকে আত্মজ্ঞান দ্বারা যিনি তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ কর তিনি বর্গ তুমি তথাবিধ বর্গ হইতেছ; সুতরাং সমন্ত্রক অর্ঘ্যদ্বারা তে আমি উপস্থান করিতেছি, তুমি আমার কৃত এবং কর্ত্তব্য পাপকে ফলের স বিনাশ কর। ইত্যাকার পরিপাটি অবলম্বন করিয়াই মধ্যবিদ্যমান মধ্যাহ্নক আদিত্যদেবের উপস্থাপন করিবে। তাহার মন্ত্র যথা,—তুমি উৎকৃষ্ট বর্গ হইতে তুমি আমার পাপকে অতিশয় বিনাশ কর। ঐরূপ প্রণালী অনুসারেই অস্ত গ কারী আদিত্যদেবের উপস্থান করিবে। মন্ত্র যথা;—তুমি সম্যক্ বর্গ হইতেছ, আমার পাপকে বিনাশ কর।' এইরূপে আদিত্যের অর্ঘ্য করিলে, তাহার কি, তাহা বলিতেছেন;—অহোরাত্র যে পাপ করে, যাহার ফল দুঃখ বলি প্রত্যক্ষ হয়, সে তাহা সম্যক্‌রূপে বিনষ্ট করিতে পারে, তাহার ফল আর তাহা

মুস্ত হরিততৃণাভ্যাং বাক্প্রত্যস্যতি যত্তে সুসীমং হৃদয়মধি চন্দ্র-
মসি শ্রিতং তেনামৃতত্বস্যেশানে মাঽহং পৌত্রমঘং রুদমতি ন

পশ্চাচ্চন্দ্রমসমাদিত্যস্য পশ্চিমে ভাগে সুষুম্নাখ্যে রশ্মৌ বর্ত্তমানং সোমং দৃশ্যমানং
শাস্ত্রতোঽবলোক্যমানমুপতিষ্ঠেত বর্গোদ্বর্গসংবর্গমন্ত্রৈরুদয়ে মধ্যাহ্নেঽস্তময়েচোপস্থানং
কুর্যাৎ। এতয়ৈব যজ্ঞোপবীতমিত্যাদিকয়ৈব ন বৃত্ত্যাঽবৃত্তা প্রকারেণ। তত্র
বিশেষমাহ—হরিততৃণাভ্যামশুষ্কাভ্যাং দ্বাভ্যাং দূর্ব্বাঙ্কুরাভ্যাং সহার্ঘ্যানন্তরং বাগ্বাচং
ত্তে ইত্যাদিমন্ত্ররূপাং প্রত্যস্যতি চন্দ্রমসং প্রতি অভিক্ষিপতি ক্ষিপেদিত্যর্থঃ।
বাচং মন্ত্ররূপামাহ—যৎপ্রসিদ্ধং যোষিতাং স্তনমণ্ডলাধারে তে তব সোমাত্মিকায়াঃ
প্রকৃতেঃ সুসীমং শোভনমর্য্যাদাবদাদিত্যাত্মকপুরুষস্যৈকদেশরূপং হৃদয়ং হৃদয়প-
দ্মাকারং পঞ্চচ্ছিদ্রমধোমুখং মাংসখণ্ডং হৃত্তদয়াত গচ্ছতি যদানন্দাত্মস্বরূপং তদ্ধৃদয়ম্।
অধি চন্দ্রমসি শ্রিতং চন্দ্রমণ্ডলং স্তনাকারমধিকৃত্য শ্রিতং বর্ত্তমানম্।

ভোগ করিতে হয় না। এই কর্ম্মাত্মক উপাসনাটি ত্রিসন্ধ্যায় করণীয় হইলেও
তা একটিই। এখন দ্বিতীয় উপাসনার কথা বলিতেছেন,—পূর্ব্ব প্রবৃত্ত কর্ম্মরূপ
উপাসনা, ও সেই উপাসনার বিষয় যে অগ্নিরূপ আদিত্য, সেই উপাসনা, ও তাহার
বিষয় হইতে কথঞ্চিৎ ভিন্ন কর্ম্মরূপ উপাসনা ও তাহার বিষয় বায়ু প্রাণ আদিত্যের
সুষুম্নানাড়ীরূপ সোমাত্মক। প্রতিমাসে, বাসা থাকায় এক বৎসর পর্য্যন্ত,
অমাবস্যাতে, আমানামক সূর্য্যরশ্মিতে সোমের নিবাসদিনে আদিত্যের পশ্চিম
ভাগে সুষুম্নাখ্য রশ্মিতে বর্ত্তমান সোম শাস্ত্রানুসারে অবলোক্যমান হইলে, তাহার
উপস্থান করিবে, বর্গ, উদ্বর্গ, ও সংবর্গমন্ত্র পাঠ করিয়া উদয়কালে, মধ্যাহ্ন কালে ও
অস্তগমন কালে পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অনুসারেই উপস্থান করিবে। তাহাতে কিছু
বিশেষ আছে, তাহা বলিতেছেন ;

অশুষ্ক দুইটি দূর্ব্বাঙ্কুরের সহিত অর্ঘ্য প্রক্ষেপের অনন্তর, 'যত্তে' ইত্যাদি মন্ত্ররূপ
বাক্যকে চন্দ্রমার উদ্দেশে প্রক্ষেপ করিবে। বাক্যমন্ত্র বলিতেছেন, প্রসিদ্ধ যে
স্ত্রীদিগের স্তনমণ্ডলাধারে, সোমাত্মিকা প্রকৃতি ভূত তোমার শোভন সীমাবিশিষ্ট,
আদিত্যাত্মক পুরুষের একদেশরূপ হৃদয়, যে হৃদয়পদ্মাকার, পঞ্চছিদ্র সমন্বিত,
অধোমুখ মাংসখণ্ড, তাহাকে হৃৎ বলে, তাহাতে আনন্দাত্ম স্বরূপ বাস করেন
বলিয়াই তাহা হৃদয় বলা হয় ; সেই হৃদয় স্তনাকার চন্দ্রমণ্ডলকে অধিকার

হাস্মাৎপূর্ব্বাঃ প্রজাঃ প্রৈতীতি নু জাতপুত্রস্যাথাজাতপুত্রস্যাঽ
প্যায়স্ব সমেতু তে সং তে পয়াংসি সমু যন্তু বাজা যমাদি

তেনেক্তেন চন্দ্রমণ্ডলস্থেন হৃদয়েন হেতুনাঽমৃতত্বস্যাঽঽনন্দরতি প্রজাতি
স্যানিরতিশয়ানন্দাভিব্যক্তিহেতুত্বেন চ নিরপেক্ষস্য মোক্ষস্যেশানে হে
মাঽহং পৌত্রমঘং রুদমহং সোমাত্মিকা স্ত্রী, অগ্ন্যাত্মকঃ পুমানিতিজ্ঞান
পাপং নিরুপমদুঃখকরং পুত্রসম্বন্ধি পুত্রস্য প্রাগভাবপ্রধ্বংসাভ্যাং শারীরবাধা
সন্তত্যভাবেন চ ধৃতং পৌত্রং মা রুদং রোদনং মা কুর্য্যাম্। তবেশান
প্রসাদত ইতি শেষঃ। ইতি মন্ত্রপরিসমাপ্ত্যর্থঃ। ন হাস্মাৎপূর্ব্বাঃ প্রজাঃ
অস্মাদুক্তপ্রকারিণো হ প্রসিদ্ধাদুপাসকাৎপূর্ব্বাঃ প্রথমত এতন্মরণমন্তরেণ
প্রজাঃ পুত্রাদিরূপা ন প্রৈতি ন প্রযন্তি ন ম্রিয়ন্তে। ইতি নু, এবং খল্বয়ং
ইত্যর্থঃ। জাতপুত্রস্যোৎপন্নসুতস্য ন ত্বনুৎপন্নসুতস্য। অথ জাতপুত্রস্যোপ
কথনানন্তরম্। অজাতপুত্রস্যানুৎপন্নতনয়স্যোপাসনপ্রকারঃ কথ্যত ইতি
অজাতপুত্রো জাতপুত্রবৎসর্ব্বং তন্ত্রং সম্পাদ্য হরিততৃণে স্বীকৃত্য যান্মন্ত্রঙ্গে
আপ্যায়স্বাঽঽপ্যায়নং গচ্ছ। সমেতু সম্যগ্‌গচ্ছতু। তে তব ত্বর্থার্থঃ। অ
পাদঃ শ্রুত্যা প্রতীকত্বেন পঠিতঃ। এতাবৃক্‌পাদৌ পরিশিষ্টৌ—বিশ্বতঃ

করিয়া বর্ত্তমান আছে; সেই চন্দ্র মণ্ডলস্থ হৃদয় তোমার আছে বলিয়া,
কারণে, আনন্দ, রতি ও প্রজাতিরূপ, ও নিরতিশয়ানন্দের অভিব্যক্তি
বলিয়া নিরপেক্ষ মোক্ষের হে নিয়মন কারিণি! আমি, সোমাত্মিকা স্ত্রী
আগ্ন্যাত্মক পুরুষ, ইত্যাকার জ্ঞানশালী নিরুপম দুঃখকর, পুত্র হয় নাই
হইয়া মরিয়াগিয়াছে, বা পুত্রের শরীর পীড়াদি দ্বারা বা সন্ততিআদির অ
দ্বারা জাত পুত্রসম্বন্ধী পাপে যেন রোদন না করি। তোমার প্রসাদে
টুকু অবশিষ্ট পূরণ করিতে হইবে। এরূপ করিলে, এই প্রকার
প্রসিদ্ধ উপাসকের অগ্রে, উপাসকের মরণের পূর্ব্বে পুত্রাদি প্রজাসকল ম
না। যাহার পুত্র জন্মিয়াছে, তাহার এই প্রকার উপাসনা। অনন্তর যা
পুত্র হয় নাই, তাহার উপাসনা প্রকার বলা যাইতেছে, অজাত পুত্র জাতপু
ন্যায় সমস্ত বিধান পালন করিয়া দূর্ব্বাঙ্কুর দ্বয়ের সহিত অর্ঘ্য করিয়া যে ম
করিবে, তাহা বলিতেছেন;—"আপ্যায়স্ব সমেতু তে", "সংতে পয়াংসি সম

অংশুমাপ্যায়য়ন্তীত্যেতাস্তিস্র ঋচো জপিত্বা মাঽস্মাকং প্রাণেন

বৃষ্ণ্যং ভবা বাজস্য সঙ্গথে। বিশ্বতঃ সর্ব্বতোঽগ্নিরূপাৎপুরুষগাত্রাৎ। সোম হে সোম স্ত্রীরূপ বৃষ্ণ্যং বৃষ্ণঃ পুরুষস্য হেতুভূতং শুক্রমাগ্নেয়ং তেজো বাজস্যান্নস্য সঙ্গথে সঙ্গতে ভব। অয়মর্থঃ। পুত্রোৎপত্তিদ্বারা পিতৃণাং পিণ্ডান্নদো ভবেতি। প্রজাসম্পত্ত্যা ত্বদীয়ং বৃষ্ণ্যমাপ্যানং বিশ্বতঃ সমেতু মহৎ বিশ্বতো বাজস্য সঙ্গমায় ভবেতি বাঽর্থঃ। ইদানীং মন্ত্রান্তরপ্রতীকভূতং পাদান্তরমাহ—সং তে পয়াংসি সমু যন্তু বাজা ইতি। তে তব সোমাত্মিকায়াঃ প্রকৃতেঃ সম্পয়াংসি সম্যক্ক্ষীরাণি স্তনেন্দুমেঘমণ্ডলস্থানি সমু যন্তু বাজা উ অপি বাজা বাজিনোঽন্নোপ-জীবিনস্তনয়ান্‌সংযন্তু সম্যগ্‌গচ্ছন্তু। ইদমপি পঠিতং শ্রুত্যা। শিষ্টং পাদত্রয়ম্—সংবৃষ্ণ্যান্যভিমাতিষাহঃ। আপ্যায়মানো অমৃতায় সোম দিবি শ্রবাংস্যুত্তমানি ধিষ্ব। সংবৃষ্ণ্যানি সম্যক্‌পুরুষোপকারাণি। অভিমাতিসাহো বৈরিসাহঃ পুত্রপ্রবৃদ্ধ্যা ক্ষীরাণি বৈরিণামভিভবকারাণীত্যর্থঃ। হে সোমামৃতায়ামৃতত্বায় পুত্রোৎপত্ত্যর্থ-মিত্যর্থঃ। আপ্যায়মানঃ স্বেনাঽগ্নেয়েন চ তেজসাঽপ্যায়নমাহ্লাদনং গচ্ছন্দিবি স্বর্গে শ্রবাংস্যুত্তমানি শ্রবণ যোগ্যানি যশাংসি প্রোচ্চানি ধিষ্ব ধৎস্ব।

তৃতীয়মন্ত্রস্য প্রতীকং পাদমাহ—

বাজা", "যমাদিত্যা অংশু মাপ্যায়য়ন্তী" এই তিনটি ঋক্ জপ করিয়া "মাস্মাকং ইত্যাদি পাঠ করিবে। শ্রুতি তিনটি ঋকের তিনটি পাদ মাত্র ধরিয়াছেন; অবশিষ্ট ঋক্ সংহিতায় দ্রষ্টব্য প্রথম ঋকের এইরূপ অর্থ, হে সোম হে স্ত্রীরূপ! তুমি পুরুষের সর্ব্বগাত্র হইতে উৎসিক্ত পুরুষোৎপত্তির কারণ স্বরূপ আগ্নেয় তেজঃ শুক্রকে সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হও। তুমি আপ্যায়িত হও। তুমি অন্নের সঙ্গতির নিমিত্ত হও। অর্থাৎ পুত্রোৎপত্তি দ্বারা পিতৃদিগের পিণ্ডাদি অন্নপ্রদ হও। অথবা প্রজাসম্পত্তি দ্বারা তোমার তেজঃ সর্ব্বথা আপ্যায়িত হউক, তুমি আমার সর্ব্বথা অন্নের সঙ্গমনিমিত্ত হও। দ্বিতীয় ঋকের অর্থ যথা,—হে সোম! তুমি সোমাত্মিকা প্রকৃতি, স্তন, চন্দ্র, ও মেঘমণ্ডলস্থ তোমার উৎকৃষ্ট ক্ষীররাশি অন্নোপ-জীবী পুত্রাদিকে সাধুভাবে প্রাপ্ত হউক।

তোমার ক্ষীররাশি পুরুষের প্রকৃষ্টরূপ উপকারী এবং পুত্রের বৃদ্ধি দ্বারা বৈরীদিগের অভিভবকারী। তুমি পুত্রোৎপত্তির জন্য স্বীয় আগ্নেয় তেজোরূপ

প্রজয়া পশুভিরাপ্যায়য়িষ্ঠা যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যঞ্চ বয়ং দ্বিষ্মস্তস্য প্রাণেন প্রজয়া পশুভিরাপ্যায়য়স্বেতি দৈবামাবৃতমাবর্ত্ত আদিত্যস্যা-ঽঽবৃতমন্বাবর্ত্ত ইতি দক্ষিণং বাহুমন্বাবর্ত্ততে ॥ ৫ ॥

যং তৃতীয়ং প্রসিদ্ধং সর্ব্বোৎপত্তিকারণম্। আদিত্যা অগ্ন্যাত্মকাঃ পুমাংসোঽংশুং সূর্য্যস্য সৌষুম্নং কিরণং সোমং স্ত্রীরূপমাপ্যায়য়ন্ত্যাহ্লাদয়ন্তি। অস্য মন্ত্রস্যা-পঠিতং শ্রুত্যা পাদত্রয়ম্—যমক্ষিতমক্ষিতয়ঃ পিবন্তি। তেন নো রাজা বরুণো বৃহস্পতিরাপ্যায়য়ন্তু ভুবনস্য গোপাঃ। যং সোমং রাজানং সূর্য্যং প্রকৃতিরূপ সুষুম্নানাড়ীরূপেণাক্ষিতমক্ষীণমক্ষিতয়ঃ ক্ষয়শূন্যা আদিত্যাদয়ঃ পুরুষাঃ পতিপুত্র ত্বাদিনা বর্ত্তমানাঃ পিবন্তি লাবণ্যদুগ্ধাদিরূপেণ পানং কুর্ব্বন্তি। তেনাংশুনাঽক্ষিত রূপেণ সুষুম্নানাম্নেত্যর্থঃ। নোঽস্মান্সোমস্যোপাসকান্ভুবনস্য গোপা লোকস্য রক্ষকঃ প্রজাপতির্বৃহস্পতির্বরুণো রাজা চাঽঽপ্যায়য়ন্ত্বানন্দয়ন্ত্বিতি মন্ত্রত্রয়প্রত্যেক পাদত্রয়পরিসমাপ্ত্যর্থঃ। এতা উক্তপাদত্রয়ান্তাস্তিস্রস্ত্রিসংখ্যাকা ঋচঃ পাদবদ্ধান্যয়াঽপ্য পিত্বা বাচনিকং জপং বিধায়। অনেন বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রেণ সোমাভিমুখং দক্ষিণ হস্তং নিঃসারয়েদিত্যাহ—মাঽস্মাকং প্রাণেন প্রজয়া পশুভিরাপ্যায়য়িষ্ঠাঃ, অস্মাক সোমোপাসকানাং মুখবিলান্তঃসংচারিণা বায়ুনা প্রাণেন পুত্রাদিরূপয়া প্রজয়া গবাদিরূপৈঃ পশুভিরস্মৎপ্রাণপ্রজাপশ্বভাবেনেত্যর্থঃ। মাঽঽপ্যায়য়িষ্ঠা অস্মচ্ছত্রূ নানন্দং মা নয়েথাঃ।

কিন্তু যঃ প্রসিদ্ধোঽস্মদ্দ্বেষী, অস্মান্সোমোপাসকান্দ্বেষ্টি দ্বেষং করোতি যঞ্চ কৃতাপকারমকৃতাপকারং বা প্রসিদ্ধং প্রতিকূলম্, চকারোঽস্মাসু দ্বেষিণোঽন্য সমুচ্চয়ার্থঃ। বয়ং সোমোপাসকা দ্বিষ্মো দ্বেষং কুর্ম্মঃ। তস্যাস্মদজ্ঞাতস্য বৈরিণ প্রাণেন প্রজয়া পশুভির্ব্যাখ্যাতম্। আপ্যায়য়স্বাস্মানানন্দয়েতি এবমেতন্মন্ত্রার্থ রূপাং দৈবীং দেবেন ভবতা সংপাদ্যমানাবৃতং সঞ্চরণক্রিয়ামাবর্ত্তে সমন্তাদ্বর্ত্তনং করো

শুক্র দ্বারা আহ্লাদন প্রাপ্ত হইতে হইতে শ্রবণ যোগ্য যশোরাশিকে স্বর্গে প্রবাহি করিয়া ধারণ কর। তৃতীয় মন্ত্রের অর্থ যথা,—সকলের উৎপত্তির কারণ, সুষুম্না নাড়ীর কিরণ স্বরূপ, স্ত্রীরূপ; যে সোমকে আদিত্যরূপ পুরুষ সকল আহ্লাদি করে; সুষুম্নানাড়ীরূপ সূর্য্যপ্রকৃতিক, অক্ষীণ যে সোমকে পতিপুত্রাদিরূপে বর্ত্তমা ক্ষয় রহিত আদিত্যরূপ পুরুষ সকল লাবণ্য ও দুগ্ধাদি রূপে পান করেন সে

অথ পৌর্ণমাস্যাং পুরস্তাচ্চন্দ্রমসং দৃশ্যমানমুপতিষ্ঠেতৈত-
য়ৈবাঽঽবৃতা সোমো রাজাঽসি বিচক্ষণঃ পঞ্চমুখোঽসি প্রজাপতি-

আদিত্যানামগ্নীষোমাত্মকস্যাঽঽবৃতং সঞ্চরণক্রিয়ামাবর্ত্তে ভবতঃ সোমস্য প্রসাদ-মাবর্ত্তনং কুর্ব্বে। ইতি মন্ত্রপরিসমাপ্ত্যর্থঃ। এতিত্রয়ীপরিভাষা। দক্ষিণং বাহুং দক্ষিণং ভুজং পূর্ব্বং সোমাভিমুখং নীতমাবর্ত্ততে মন্ত্রপাঠানন্তু নিঃসারয়তি। ৫।

উপাসনদ্বয়মুক্ত্বা তৃতীয়মুপাসনং পুনঃ সোমস্যাহ—

অথামাবাস্যোপাসনাৎ প্রকৃতাদুপাসনান্তরং কথ্যত ইতি শেষঃ। পৌর্ণমাস্যাং পঞ্চদশ্যাং ষোড়শকলচন্দ্রসহিতায়াং পুরস্তাচ্চন্দ্রমসং দৃশ্যমানং স্বস্থাভিমুখেন প্রত্যহং ষোড়শকলং সোমমুপতিষ্ঠেতৈতয়ৈবাঽঽবৃতা পূর্ব্ববদ্ব্যাখ্যেয়ম্। উপস্থানমন্ত্রমাহ— সোমউময়া বিশ্বপ্রকৃত্যা সহ বর্ত্তমানঃ প্রিয়দর্শনঃ সোমো বা রাজা দীপ্তিমানসি ভবসি। বিচক্ষণঃ সর্ব্বলৌকিকবৈদিককার্য্যকুশলঃ পঞ্চমুখঃ পঞ্চবদনোঽসি ভবসি।

সুষুম্নানামক অক্ষিতরূপ কিরণ দ্বারা ত্রিভুবনের রক্ষক প্রজাপতি, বৃহস্পতি ও বরুণ-রাজ সোমের উপাসক আমাদিগকে আহ্লাদিত করুন। ইতিশব্দ মন্ত্র সমাপ্তির জ্ঞাপক। এই তিনটি পাদবদ্ধ ঋঙ্মন্ত্র জপ করিয়া পাঠ করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে সোমের অভিমুখে দক্ষিণ বাহু নিঃসারিত করিবে মন্ত্রার্থ যথা,—আমরা প্রাণোপাসক। অতএব আমাদিগের প্রাণ, প্রজা ও পশুদ্বারা শত্রুদিগের আহ্লাদ ঘটাইও না। অর্থাৎ প্রাণ, প্রজা ও পশু সকলের অভাব ঘটাইয়া শত্রুদিগের আহ্লাদ বাড়াইও না। কিন্তু যে আমাদিগের দ্বেষী বলিয়া প্রসিদ্ধ, যে আমাদিগের দ্বেষ করে, এবং কৃতাপকারই হউক, আর অকৃতাপকারই হউক, যাহাকে সোমোপাসক আমরা দ্বেষ করিয়া থাকি সেই দ্বেষকারীর প্রাণ প্রজা ও পশুর অভাব ঘটাইয়া আমাদিগকে আহ্লাদিত কর। এই মন্ত্রার্থ রূপ দেবসম্পাদ্য সঞ্চরণক্রিয়ার অনুবর্ত্তন করি, তুমি অগ্নীষোমাত্মক সোম তোমার সঞ্চরণক্রিয়ার অনুবর্ত্তন করি। এই মন্ত্রপাঠ করিয়া সোমের অভিমুখে উত্থিত বাহুকে নিঃসারিত করিবে, নামাইবে। ৫॥

উপাসনাদ্বয় বলিয়া আবার সোমের উপাসনা বলিতেছেন, প্রথমত অমাবস্যার উপাসনা বলিয়া, এখন অন্যবিধ উপাসনার কীর্ত্তন করিতেছেন,—ষোড়শকলা সম্পন্ন চন্দ্রের সহিত বিদ্যমান পৌর্ণমাসীতে পূর্ব্বদিকে প্রত্যহ দৃশ্যমান চন্দ্রের উপস্থান

ব্রাহ্মণস্ত একং মুখং তেন মুখেন রাজ্ঞোঽৎসি তেন মুখেন মামন্নাদং কুরু রাজা ত একং মুখং তেন মুখেন বিশোঽৎসি তেন মুখেন মামন্নাদং কুরু শ্যেনস্ত একং মথং তেন মুখেন পক্ষিণোঽৎসি তেন মুখেন মামন্নাদং কুর্ব্বগ্নিষ্ট একং মুখং তেন মুখেনেমং লোকমৎসি তেন মুখেন মামন্নাদং কুরু ত্বয়ি পঞ্চমং মুখং তেন

প্রজাপতিঃ প্রজানাং স্থিরজঙ্গমানাং পালয়িতা। পঞ্চাপি মুখানি বিভাগেন প্রার্থয়তে। ব্রাহ্মণো দ্বিজোত্তমস্তে তব সোমস্যৈকং মুখমেকং বদনং তেন মুখেনোক্তেন বদনেন রাজ্ঞো রাজজাতীয়ানক্ষক্রিয়ানৎসি ভক্ষয়সি তেন মুখেনোক্তেন বদনেন মাং সোমোপাসকমন্নাদং কুরু, স্পষ্টম্। রাজা ত একং মুখং তেন মুখেন বিশোঽৎসি তেন মুখেন মামন্নাদং কুরুং। রাজা শ্যেনস্তএকং মুখং তেন মুখেন পক্ষিণোঽৎসি তেন মুখেন মামন্নাদং কুরু। অগ্নিষ্ট একং মুখং তেন মুখেনেমং লোক মৎসি তেন মুখেন মামন্নাদং কুরু। ত্বয়িপঞ্চমং মুখং তেন মুখেন সর্ব্বাণি ভূতান্যৎসি তেন মুখেন মামন্নাদং কুরু। মূর্দ্ধাভিষিক্তঃ ক্ষত্রিয়ঃ। বিশো বৈশ্যপ্রধানাঃ প্রজাঃ। শ্যেনঃ পক্ষিমাংসাশী ক্রূরঃ পক্ষী। পক্ষিণঃ কপোতাদীনবিহংগমান্। অগ্নির্দাহপাকপ্রকাশহেতুঃ প্রসিদ্ধঃ কৃশানুঃ। ইমং লোকং প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণগম্যমবায়্বাকাশং বিশ্বম্। ত্বয়ি সোমে রাজনি পঞ্চমং ব্রাহ্মণবাক্য-

করিবে। পরিপাটি পূর্ব্ব পূর্ব্ব উপাসনার যাদৃশ, এ উপাসনেও তাদৃশ পরিপাটি। উপস্থানের মন্ত্র বলিতেছেন;—তুমি বিশ্বপ্রকৃতি যে উমা, তাঁহার সহিত বর্ত্তমান ও প্রিয়দর্শন, তুমি দীপ্তিমান্ রাজা হইতেছ। তুমি সর্ব্ববিধ লৌকিক ও বৈদিক কার্য্যে কুশল, তোমার মুখ পাঁচ খানি। তুমি স্থাবরজঙ্গমাত্মক প্রজাদিগের পালয়িতা। বিভাগ করিয়া পঞ্চমুখের প্রার্থনা করিতেছেন;—দ্বিজোত্তম ব্রাহ্মণ তোমার (সোমের) একখানি মুখ। তুমি সেই মুখ দিয়া ক্ষত্রিয় জাতীয় রাজাদিগকে ভোজন করিয়া থাক। তুমি সেই মুখে সোমোপাসক আমাকে অন্নাদ কর। রাজা তোমার একখানি মুখ। তুমি সেই মুখ দিয়া বৈশ্যদিগকে ভক্ষণ করিয়া থাক। তুমি সেই মুখ দিয়া আমাকে অন্নাদ কর। শ্যেন (বাজপক্ষী) তোমার একখানি মুখ। তুমি সেই মুখ দিয়া পক্ষী সকলকে ভক্ষণ করিয়া থাক। সেই মুখ দিয়া তুমি আমাকে অন্নাদ কর। অগ্নি তোমার একখানি মুখ। তুমি সেই মুখ দিয়া

মুখেন সর্ব্বাণি ভূতান্যৎসি তেন মুখেন মামন্নাদং কুরু মাঽস্মাকং প্রাণেন প্রজয়া পশুভিরবক্ষেষ্ঠা যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যঞ্চ বয়ং দ্বিষ্মস্তস্য প্রাণেন প্রজয়া পশুভিরবক্ষীয়স্বেতি দৈবীমাবৃতমাবর্ত্ত আদিত্যস্যাঽহবৃতমন্বাবর্ত্ত ইতি দক্ষিণং বাহুমন্বাবর্ত্ততে।

অথ সম্বেশুঞ্জায়ায়ৈ হৃদয়মভিমৃশেদ্‌যত্তেসুসীমে হৃদয়ে হিত-

মুখেনাগ্ন্যপেক্ষয়া পঞ্চসংখ্যাপূরণম্। সর্ব্বাণি ভূতানি নিখিলানি স্থিরজঙ্গমানি। যেন ব্রাহ্মণপর্য্যায়বদ্রাজশ্যেনাগ্নিসোমপর্য্যায়েন ব্যাখ্যেয়ম্। মাঽস্মাকং প্রাণেন প্রজয়া পশুভিরবক্ষেষ্ঠা যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যঞ্চ বয়ং দ্বিষ্মস্তস্য প্রাণেন প্রজয়া পশুভিরবক্ষীয়স্বেতি দৈবীমাবৃতমাবর্ত্ত আদিত্যস্যাঽহবৃতমন্বাবর্ত্ত ইতি দক্ষিণং বাহুমন্বাবর্ত্ততে। অবক্ষেষ্ঠা অস্মদ্বন্ধুনামবক্ষয়ং মা কার্ষীঃ। অবক্ষীয়স্বাস্মদ্বৈরিবন্ধুনবক্ষয়ং নয়। অন্যৎপূর্ব্ববদ্ব্যাখ্যেয়ম্। অথবাঽঽপ্যায়নাবক্ষয়ৌ ভাবিশুক্লকৃষ্ণপক্ষাপেক্ষয়া চন্দ্রনিষ্ঠৌ ব্যাখ্যেয়ৌ। তথাচৈকেনৈব পক্ষেণ স্বাত্মনো বৃদ্ধির্বৈরিণো নাশশ্চেতি ফলপ্রাপ্তিরর্থাদুক্তা ভবতি।

প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগম্য বায়ু ও আকাশ পর্য্যন্ত সমস্ত বিশ্বকে ভক্ষণ কর। তুমি সেই মুখ দিয়া আমাকে অন্নাদ কর। আর তোমাতে যে পঞ্চম মুখ আছে, সেই মুখ দিয়া তুমি স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূতকেই ভক্ষণ করিয়া থাক। তুমি সেই মুখ দিয়া আমাকে অন্নাদ কর। আমাদিগের প্রাণ, প্রজা, ও পশুর অবক্ষয় করিও না। যে আমাদিগকে দ্বেষ করে, এবং আমরা যাহাকে দ্বেষ করি, তাহার প্রাণ, প্রজা, ও পশুর অবক্ষয় কর। শত্রুর বন্ধুগণের বিনাশ কর। অথবা আমাদিগের প্রাণ, প্রজা, ও পশু দ্বারা আপ্যায়িত হইও না, এবং শত্রুর প্রাণ, প্রজা, ও পশুদ্বারা অবক্ষয় প্রাপ্ত হও। এই আপ্যায়ন ও অবক্ষয় ভাবি শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষাপেক্ষায় চন্দ্র নিষ্ঠ, এইরূপ ব্যাখ্যা করিবে। তদ্দ্বারা আপনার বৃদ্ধি, ও শত্রুর অবক্ষয় রূপ ফল প্রাপ্তি অর্থাৎ হইয়া যাইবে।

সোমপ্রার্থনানন্তর, ভার্য্যার সহিত সম্প্রয়োগ করিতে করিতে জায়ার স্তনমণ্ডলার হৃদয়ের অভিমর্শন করিবে। অভিমর্শন শব্দে সর্ব্বতোভাবে স্পর্শ করা বুঝায়। তাহার মন্ত্র যথা;—

মন্তঃ প্রজাপতৌ মন্যেঽহং মাং তদ্বিদ্বাংসং তেন মাঽহং পৌত্রমঘ রুদমিতি ন হাস্মাৎপূর্ব্বাঃ প্রজাঃ প্রৈতীতি ॥ ৬ ॥

অথৈবং সোমপ্রার্থনানন্তরম্। সংবেশ্যন্ভার্য্যয়া সহ সম্যগানন্দরতিপ্রজাত্যা বেশ্যন্নুপবেশনং করিষ্যঞ্জায়ায়ৈ জায়ায়া হৃদয়ং স্তনমণ্ডলাধারদেশমভিমৃশেদ্বক্ষ্যা গেন মন্ত্রেণ সর্ব্বতঃ স্পৃশেৎ। মন্ত্রমাহ—যৎপ্রসিদ্ধং শরীরান্তরকারণং সুখং তব সোমরূপায়াঃ স্ত্রিয়াঃ সুসীমে হে শোভনগাত্রে হে সুসীমন্নিতি বা। অথ সপ্তম্যন্তমিদং হৃদয়বিশেষণম্। শোভনা সীমা পুরুষস্য কেদাররূপা যস্য ত সুসীমং তস্মিন্হৃদয়ে হৃদয়পুণ্ডরীকাখ্য আনন্দাত্মনিবাসে হিতং চন্দ্রমণ্ডল ইবা তম্। অন্তর্মধ্যে প্রজাপতৌ প্রজাপালকে। অথবা প্রজাপতৌ প্রজাপতিনা স্র ময়েত্যর্থঃ। মন্যেঽহং মাং তদ্বিদ্বাংসম্। অহং সোমোপাসকস্তব পতিস্তদুক্তং প্রজ পতিনা নিহিতং মাং সোমোপাসকং বিদ্বাংসং সমস্তশাস্ত্রার্থবিদং মন্যেঽবগচ্ছামি। তে সত্যেন মাঽহং পৌত্রমঘং রুদমিতি ন হাস্মাৎপূর্ব্বাঃ প্রজাঃ প্রৈতীতিব্যাখ্যাতম্।

হে শোভনাঙ্গি! তুমি সোমরূপা স্ত্রী, তোমার হৃদয় পুরুষের কেদার স্বরূ সেই হৃদয় পুণ্ডরীকাখ্য আনন্দাত্ম নিবাসের মধ্যে যে চন্দ্রমণ্ডলের অমৃতের ন্য অমৃত আছে, তাহা প্রজাপতির প্রজাপতিত্বের নিমিত্ত। অথবা তোমার হৃদ জগৎস্রষ্টা প্রজাপতি যে হিতকর পদার্থ নিহিত করিয়াছেন, আমি ... আমি তাহা জানি। অথবা, আমি মনে করি, আমি সোমোপাসক সকলশাস্ত্রার্থ বলিয়া, সেই অমৃত আমাকে তোমার পতি বলিয়া জানে। সেই সত্য অনুসা পুত্রের অভাব জনিত পাপে আমি রোদন করিব না। অর্থাৎ আমি জা তুমি সোমরূপিনী স্ত্রী; তোমার হৃদয়ে সোমের অমৃতরাশি নিহিত আছে. সুতরা তোমার গর্ভে যে পুত্র জন্মিয়াছে ও জন্মিবে, তাহারাও সোমোদ্ভূত বলি অমৃতপায়ী অমরের ন্যায় কালযাপন করিবে। আমি সোমের উপাসনা করিতেছি তিনি আমার উপর প্রসন্ন থাকিয়া আমাকে পুত্রাভাব জনিত পাপ দুঃখে দু করিতে পারিবে না। শাস্ত্র সত্য, উপাসনা সত্য, তাহার ফল সত্য এবং সেই ফ যে পুত্র সকল আমার পূর্ব্বে কেহ মরিবে না, জন্মিয়া অমর প্রায় থাকিবে, তা শাস্ত্রার্থ পর্য্যালোচনা করিয়া আমি জানিতেছি। শ্রুতি বলিতেছেন,—উপাসনা ফল এতই প্রসিদ্ধ যে, তাহার পূর্ব্বে তাহার প্রজা সকল মরিবে না। ৬॥

অথ প্রোষ্যাঽঽয়ন্পুত্রস্য মূর্দ্ধানমভিমৃশেৎ। অঙ্গাদঙ্গাৎসংভবসি হৃদয়াদধিজায়সে। আত্মা ত্বং পুত্র মাঽঽবিথ স জীব শরদঃ শতমসাবিতি নামাস্য গৃহ্নাতি। অশ্মা ভব পরশুর্ভব

ইদানীং সপুত্রস্য সোমোপাসকস্য পুনঃ কৃত্যান্তরমাহ—

অথোক্তসোমোপাসনানন্তরং প্রোষ্য গ্রামান্তরং দেশান্তরং বা গত্বাঽঽয়ন্নাগচ্ছন্নাগতঃ সন্নিত্যর্থঃ। পুত্রস্য পিতুর্দুঃখনিবারকস্য বাহুপ্রাণস্য মূর্দ্ধানং মস্তকমভিমৃশেৎ করেণ সংস্পৃশেৎ। সংস্পর্শমন্ত্রমাহ—অঙ্গাদঙ্গাদ্গাত্রাদ্গাত্রাচ্ছিরঃপাণ্যাদিভ্যঃ সর্ব্বেভ্যো গাত্রেভ্য ইত্যর্থঃ। সংভর্বাস নির্গচ্ছসি হৃদয়াদধিজায়সে সর্ব্বেভ্যো গাত্রেভ্যো নির্গতো হৃদয়াদধিকং প্রকটী ভবসি। আত্মা মৎস্বরূপঃ পুত্র হে পুত্র ত্বং পুন্নাম্নো নিরয়ান্মা মামাবিথ মম রক্ষণং কৃতবান্। স মম রক্ষকো জীব প্রাণান্ ধারয় শরদঃ শতং শতসংবৎসরানসাবেতন্নামা, ইত্যনেন মন্ত্রেণ নামাস্য গৃহ্নাতি অস্য পুত্রস্য নামগ্রহণং করোতি পিতা। নামগ্রহণে পুনর্ম্মন্ত্রান্তরমাহ—অশ্মা ভব পাষাণো ভব রোগৈরনুপদ্রুতো বজ্রসারশরীরো ভবেত্যর্থঃ। পরশুর্ভব কুঠার-

এইক্ষণ সোমোপাসক সপুত্র হইলে, তাহার অন্যবিধ কর্ম্মের উপদেশ করিতেছেন ;—

উক্ত সোমোপাসনানন্তর দেশান্তরে, বা গ্রামান্তরে প্রবাস করিয়া বাটিতে ফিরিয়া আসিয়া, পিতৃদুঃখ নিবারক বাহুপ্রাণ পুত্রের মূর্দ্ধা কর দ্বারায় অভিমর্শন করিবে। সংস্পর্শের মন্ত্র বলিতেছেন ;—

তুমি আমার সকল গাত্র হইতে নির্গত হইয়াছ ; কিন্তু তথাপি হৃদয় হইতেই সম্পূর্ণরূপে প্রকটিত হইয়াছ। হে পুত্র ! তুমি আমার স্বরূপ। তুমি পুংনামক নিরয় হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছ। সেই তমোভূত তুমি শতবৎসর বাচিয়া থাক। হে শ্রীমন্ অমুক। এই মন্ত্রে পুত্রের নাম গ্রহণ করিবে। অন্য মন্ত্র পাঠ করিয়াও নাম গ্রহণ করিবে। মন্ত্র যথা ;—পাষাণ হও,—রোগ দ্বারা অনাক্রান্ত হও, বজ্রসার শরীর হও। কুঠার হও, বৈরিবৃক্ষের ছেদকারী হও, সুবর্ণের ন্যায় সর্ব্বপ্রিয় হও। সর্ব্বগাত্রের সার ভূত যে তেজঃ সংসারবৃক্ষের বীজ স্বরূপ, হে পুত্র ! তুমি সেই তেজোনামা হইতেছ। হে শ্রীমন্ অমুক, তুমি শতবর্ষ পর্য্যন্ত বাচিয়া থাক। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পুত্রের নাম গ্রহণ করিবে।

হিরণ্যমস্তৃতং ভব তেজো বৈ পুত্র নামাসি স জীব শরদঃ শত
সাবিতি নামাস্য গৃহ্লাতি যেন প্রজাপতিঃ প্রজাঃ পর্যগৃহ্লাদরিষ্টৈ
তেন ত্বা পরিগৃহ্লাম্যসাবিতি নামাস্য গৃহ্লাত্যথাস্য দক্ষিণে ক
জপত্যস্মৈ প্রয়ন্ধি মঘবন্নৃজীষিন্নিতীন্দ্র শ্রেষ্ঠানি দ্রবিণানি ধেহী
সব্যে মা চ্ছিত্থা মা ব্যাথিষ্ঠাঃ শতং শরদ আয়ুষো জীব পুত্র

বহ্নেরিবৃক্ষচ্ছেদকরো ভব হিরণ্যমস্তৃতং ভবাস্তৃতমাস্তৃতং সর্ব্বতঃ পরিস্তৃতং কনক
সর্ব্বপ্রজাপ্রিয়ো ভব। তেজো বৈ পুত্র নামাসি বৈ প্রসিদ্ধং সর্ব্বগাত্রসারভূ
যত্তেজঃ সংসারবৃক্ষবীজং তন্নাম ত্বমসি ভবসি হে পুত্র। স জীব শরদঃ শতমসা
ন্নামাস্য গৃহ্লাতি। ব্যাখ্যাতম্।

তৃতীয়ংবারনামগ্রহণে তৃতীয়ং মন্ত্রমাহ—

যেন প্রসিদ্ধেন স্বয়ম্প্রকাশেন তেজসা প্রজাপতিঃ প্রজানাং পালকো
প্রজাঃ স্বসন্তানভূতাঃ স্থিরজঙ্গমাখ্যাঃ পর্যগৃহ্লাৎসর্ব্বতঃ স্বীকৃতবান্। অ
প্রজানামবিনাশার্থং তেন প্রজাপতিপ্রজাগ্রহণেন তেজসা ত্বা ত্বাং পুত্রং পরিগৃ
সর্ব্বতঃ স্বীকরোমি। অসাবিতি নামাস্য গৃহ্লাতি ব্যাখ্যাতম্। (অথাস্য দক্ষি
কর্ণে পিতা জপতি। অস্মৈ প্রয়ন্ধি মঘবন্নৃজীষিন্নিতি, ইন্দ্র শ্রেষ্ঠানি দ্রবিণা
ধেহীতি পুত্রস্য সব্যে কর্ণে পিতা জপতি।) ইদানীং মূর্দ্ধ আঘ্রাণে মন্ত্রমাহ-

---

আবার তৃতীয়বার নাম গ্রহণের মন্ত্র বলিতেছেন ;— যে স্বয়ং প্রসিদ্ধ প্রকা
ময় তেজঃ দ্বারা প্রজাপালক প্রজাপতি স্থাবরজঙ্গমাত্মক প্রজাসকলকে প্রা
হইয়াছেন, প্রজাসকলের রিষ্টি বিনাশের জন্য সেই তেজঃ দ্বারা তোমা
পরিগ্রহ করিতেছি। হে! শ্রীমন্ অমুক! অনন্তর পুত্রের দক্ষিণ কর্ণে পি
বক্ষ্যমাণ মন্ত্র জপ করিবে। যথা,—হে মঘবন্! সরল ভাব অবলম্বন করি
এই পুত্রকে রক্ষাকর। হে ইন্দ্র! শ্রেষ্ঠ ধন সকল ইহাকে দাও। এই ম
পিতা পুত্রের দক্ষিণ কর্ণে জপ করিবেন। এখন মূর্দ্ধার আঘ্রাণ করিতে
বলিতেছেন ;—আমার সন্তানচ্ছেদ করিও না ; শরীরেন্দ্রিয় মনঃ দ্বারা ক
পাইও না ; শতবর্ষ আয়ু লইয়া বাঁচিয়া থাক। হে পুত্র! তোমার নামের সহি
তোমার মূর্দ্ধার আঘ্রাণ লইব। (হে শ্রীমন্ অমুক।) আমি তোমার পিতা শ্রীঅমু

নাম্না মূর্দ্ধানমবজিঘ্রেদসাবিতি ত্রির্মূর্দ্ধানমবজিঘ্রেদ্গবাং ত্বা হিংকারেণাভি হিং করোমীতি ত্রির্মূর্দ্ধানমভি হিং কুর্য্যাৎ ॥ ৭ ॥

অথাতো দৈবঃ পরিমর এতদ্বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যদগ্নির্জ্বলত্যথৈত

। ক্ষিপা মৎসন্তানচ্ছেদং মা কার্বীর্মা ব্যথিষ্ঠাঃ শরীরেন্দ্রিয়মনোভির্ব্যথাং মা গাঃ। তং শরদ আয়ুষে জীব শতং সংবৎসরাঞ্জীবেত্যর্থঃ। পুত্র হে পুত্র তে নাম্না তব ত্রসাভিধানেন দেবদত্তাদিলক্ষণেন মূর্দ্ধানং মস্তকমবজিঘ্রাম্যাঘ্রাণং করোমি। সাবেতন্নামাঽহং তব পিতা। ইত্যনেন মন্ত্রেণ ত্রিস্ত্রিবারং মূর্দ্ধানমবজিঘ্রেন্মূর্দ্ধ ঘ্রাণং কুর্য্যাৎ। ইদানীং হিংকারমন্ত্রমাহ—গবাং কামধেন্বাদীনাং সবৎসানাং টোঘ্নীনাং ত্বা ত্বাং পুত্রং হিংকারেণ বৎসাকারণার্থং গোভিঃ ক্রিয়মাণং স্বরো হিংকারস্তেনাভি হিং করোমি সর্ব্বতো হিংকারেণাঽহংকারয়ামি। ইত্যনেন মন্ত্রেণ ত্রিস্ত্রিবারং মূর্দ্ধানমভি হিং কুর্য্যাৎসর্ব্বতো মূর্দ্ধ্নি হিমিতি শব্দং কুর্য্যাৎ। ৭।

এবং কৌষীতকেস্ত্রীণ্যুপাসনান্যুক্ত্বা প্রকৃতং প্রাণস্য ব্রহ্মত্বং সংবর্গবিদ্যারূপেণা-চ্ছিতং বিবক্ষুঃ ফলান্তরায় নামান্তরমাহ—

অথ প্রাণস্য ব্রহ্মত্বকথনানন্তরম্। অতো যস্মাৎস্ববৈরিণো মরণমেচ্ছাঽস্মাৎ-

---

ই মন্ত্রে তিনবার পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করিবে। এখন হিংকারের মন্ত্র বলি-তেছেন ;—ঘটোঘ্নী সবৎসা কামধেন্বাদি গোর হিংকার অনুকরণ করিয়া হে পুত্র তোমাকে আমি হিংকৃত করিতেছি। যেমন বৎসকে স্নেহ জানাইবার জন্য গাভি হিংকার শব্দ করিয়া থাকে, সেইরূপ আমিও স্নেহ ভাবে তোমাকে স্নেহের আকার হিংকার করিয়া জানাইতেছি। এই মন্ত্রে তিনবার পুত্রের মস্তকে হিংকার করিবে। ৭ ॥

এইরূপে কৌষীতকির তিনটি উপাসনা বলিয়া এখন প্রকৃত প্রাণের ব্রহ্মত্ব সংবর্গবিদ্যাদ্বারা আচ্ছাদিত আছে, ইহা বলিতে ইচ্ছা করিয়া অন্য বিধফলের জন্য অন্যান্য নাম বলিতেছেন ;—

প্রাণের ব্রহ্মত্ব কথনানন্তর, যে হেতু উপাসকের নিজবৈরীর মরণে ইচ্ছা হয়, সেই হেতু দৈব পরিমর বলা যাইতেছে ;—অগ্নি ও বায়াদিদেবগণের সর্ব্বতো মরণ যেরূপে হয়, তাহা বলা যাইতেছে ;—প্রাণ ব্রহ্মরূপে পরিমর, ইহাই বলা হইতেছে ;—

ন্ম্রিয়তে যন্ন জ্বলতি তস্যাহহদিত্যমেব তেজো গচ্ছতি বায়ুং প্র
এতদ্বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যদাদিত্যো দৃশ্যতেহথৈতন্ম্রিয়তে
দৃশ্যতে তস্য চন্দ্রমসমেব তেজো গচ্ছতি বায়ুং প্রাণ এত
ব্রহ্ম দীপ্যতে যচ্চন্দ্রমা দৃশ্যতে।

কারণাৎ। দৈবো দেবানামগ্নিবাগাদীনাং সম্বন্ধী দৈবঃ। পরিমরঃ প
পরিতো ম্রিয়ন্তেহগ্ন্যাদ্যাবাগাস্থাশ্চেতি প্রাণো ব্রহ্মরূপঃ পরিমর কথ্যত ইতি শে
এতৎপ্রত্যক্ষং বৈ প্রসিদ্ধং ব্রহ্ম প্রাণোপাধিকং সত্যজ্ঞানাদিরূপং দীপ
প্রকাশতে যদ্যদাহগ্নির্দ্দাহপাকপ্রকাশহেতুঃ কৃশানুঃ। জ্বলতি দীপ্তিমান্ভবা
অথ তদা, এতদুক্তং ব্রহ্ম ম্রিয়তে প্রাণং মুঞ্চতি যন্ন জ্বলতি যদাহগ্নির্দীপ্ত
ভবতি তস্য দীপ্তিশূন্যস্যাগ্নেরাদিত্যমেব ভাস্করমেব ন ত্বন্যং তেজো গচ
দীপ্তিঃ প্রাপ্নোতি বায়ুমাধিদৈবিকং প্রাণং বাতং প্রাণঃ প্রকর্ষেণ চেষ্টাহে
বাতো গচ্ছতি। এতদ্বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যৎপূর্ব্ববদ্ব্যাখ্যেয়ম্। আদি
দৃশ্যতে ভাস্করো নয়নপথমাগচ্ছতি। অথৈতন্ম্রিয়তে যৎ পূর্ব্ববদ্ব্যাখ্যে
ন দৃশ্যতে। নয়নাভ্যাং ন নিরীক্ষ্যতে তস্যাদৃষ্টস্যাহহদিত্যস্য চন্দ্রমসমেব সে
মেব ন ত্বন্যং তেজো গচ্ছতি বায়ুং প্রাণঃ। এতদ্বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যচ্চন্দ্র
দৃশ্যতে।

এইটি প্রসিদ্ধ ও প্রত্যক্ষ যে প্রাণোপাধিক সত্য জ্ঞান ও আনন্দরূপ
প্রকাশিত হন, যখন দাহ পাক প্রকাশের হেতু অগ্নি দীপ্তিমান্ হন। অ
তখন কথিত এই ব্রহ্ম প্রাণ পরিত্যাগ করেন, যখন অগ্নি দীপ্তিমান না হ
তখন সেই দীপ্তিশূন্য অগ্নির তেজঃ আদিত্যেই যাইয়া থাকে, আর অগ্নির
প্রাণ আধিদৈবিক প্রাণ বায়ুকে সে প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ অগ্নির দাহাদিক
প্রবৃত্তির কারণ যে প্রাণরূপ বায়ু, সে তখন বায়ুকে আশ্রয় করিয়া থাকে। এ
প্রসিদ্ধ ও প্রত্যক্ষ যে, প্রাণোপাধিক সত্যজ্ঞান ও আনন্দ রূপ ব্রহ্ম প্রকাশিত
যখন আদিত্য নয়নপথগামী হন। আবার তখন কথিত এই ব্রহ্ম মরিয়া য
যখন ভাস্কর দেব নয়নদ্বয়দ্বারা নিরীক্ষিত না হন। তখন তাঁহার জ্যো
চন্দ্রমাকে প্রাপ্ত হয়, এবং তাঁহার প্রেরণাকার্য্যে প্রবৃত্তির হেতু প্রাণ বায়ু
প্রাপ্ত হয়।

অথৈতন্ম্রিয়তে যন্ন দৃশ্যতে তস্য বিদ্যুতমেব তেজো গচ্ছতি বায়ুং প্রাণ এতদ্বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যদ্বিদ্যুদ্বিদ্যোততেঽথৈতন্ম্রিয়তে যন্ন বিদ্যোততে তস্য বায়ুমেব তেজো গচ্ছতি বায়ুং প্রাণঃ।

তা বা এতাঃ সর্ব্বা দেবতা বায়ুমেব প্রবিশ্য বায়ৌ মৃতা ন মৃচ্ছন্তে তস্মাদেব উ পুনরুদীরত ইত্যধিদৈবতমথাধ্যাত্মমেতদ্বৈব্রহ্ম দীপ্যতে যদ্বাচা বদত্যথৈতন্ম্রিয়তে যন্ন বদতি তস্য চক্ষুরেব

অথৈতন্ম্রিয়তে যন্ন দৃশ্যতে তস্য বিদ্যুতমেব তেজো গচ্ছতি বায়ুং প্রাণঃ। এতদ্বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যৎ। চন্দ্রমাঃ সোমস্তস্য চন্দ্রমসো বিদ্যুতমেব সৌদামিনী-মেব নত্বন্যম্। অন্যৎপূর্ব্ববদ্ব্যাখ্যেয়ম্। বিদ্যুৎসৌদামিনী বিদ্যোততে বিদ্যোতনং কুরুতে দৃশ্যত ইত্যর্থঃ। অথৈতন্ম্রিয়তে যন্ন বিদ্যোততে তস্য বায়ুমেব তেজো গচ্ছতি বায়ুং প্রাণঃ। ন বিদ্যোততে ন দৃশ্যতে তস্য বিদ্যুদ্রূপস্য তেজঃপ্রাণৌ বায়ুমেবাপিগচ্ছতঃ। অন্যৎপূর্ব্ববদ্ব্যাখ্যেয়ম্।

তা উক্তা বৈ প্রসিদ্ধা এতা অগ্ন্যাদিত্যচন্দ্রমোবিদ্যুদ্রূপাঃ সর্ব্বা নিখিলা দেবতা দেবতাশব্দাভিধেয়া বায়ুমেব বাতং প্রাণমেব ন ত্বন্যং প্রবিশ্য প্রবেশনং কৃত্বা বায়াবাধিদৈবিকে প্রাণে মৃতা অস্তং গতা ন মৃচ্ছন্তে ন বিনশ্যন্তি বায়ুতাদাত্ম্যেন। তস্মাদেব উ অপি তত এব বায়োর্নত্বন্যস্মাৎপুনরুদীরতে পুন উদয়মাগচ্ছন্তি। ইত্যনেন প্রকারেণাধিদৈবতং দেবতামধিকৃত্যোক্তমধি-দৈবতম্। অথাধিদৈবতকথনানন্তরম্। অধ্যাত্মমাত্মানমধিকৃত্যোক্তমধ্যাত্মম্।

এইটি প্রসিদ্ধ ও প্রত্যক্ষ যে, ব্রহ্ম দীপ্তি পান, যখন চন্দ্রমা দেখিতে পাওয়া যায়। আবার তখন কথিত এই ব্রহ্ম মরিয়া যান, যখন চন্দ্রমা দেখিতে পাওয়া না যায়। তখন তাঁহার তেজঃ বিদ্যুৎকে প্রাপ্ত হয়, প্রাণ বায়ুকে। এইটি প্রসিদ্ধ ও প্রত্যক্ষ যে, ব্রহ্ম দীপ্তি পান, যখন বিদ্যুৎ বিদ্যোতন করে। আবার তখন কথিত এই ব্রহ্ম মরিয়া যান, যখন বিদ্যুৎ বিদ্যোতন করে। আবার তখন কথিত এই ব্রহ্ম মরিয়া যান, যখন বিদ্যুৎ বিদ্যোতন না করে. তখন তাঁহার তেজ বায়ুকে প্রাপ্ত হয়, প্রাণ ও বায়ুকে প্রাপ্ত হয়। প্রসিদ্ধ এই সকল সেই অগ্নি, আদিত্য, চন্দ্রমা ও বিদ্যুৎ স্বরূপ দেবতাগণ বায়ুরূপ প্রাণে প্রবেশ করিয়া সেই

তেজো গচ্ছতি প্রাণং প্রাণ এতদ্বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যচ্চক্ষুষা পশ্যতি থৈতন্ম্রিয়তে যন্ন পশ্যতি তস্য শ্রোত্রমেব তেজো গচ্ছতি প্রাণং প্রাণ এতদ্বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যচ্ছ্রোত্রেণ শৃণোত্যথৈতন্ম্রিয়তে য

বাচা চক্ষুষা শ্রোত্রেণ মনসাচেন্দ্রিয়েণ বদনমবলোকনং শ্রবণং ধ্যা যথাক্রমেণ কুরুতেচেদ্দীপনং ন চেন্মরণম্। অগ্নের্বাগাদিত্যস্তু চক্ষুশ্চন্দ্রম শ্রোত্রং বিদ্যুতো মনো বায়োঃ প্রাণ ইত্যত্র বিশেষঃ। অন্যৎপূর্ব্ববদ্ব্যাখ্যেয়ম্।

দৈবপরিমরজ্ঞানস্য ফলমাহ—

তত্তস্মিন্দৈবে পরিমরে জ্ঞাতে যদি পর্ব্বতান্তরেঽসম্ভাবিতমিদম্। য কথঞ্চিদিচ্ছা ভবেৎ। হ প্রসিদ্ধা বৈ স্মর্য্যমাণাঃ। এবং বিদ্বাংস উক্ত প্রকারেণ দৈবপরিমরজ্ঞানবন্ত উভৌ দ্বৌ পর্ব্বতৌ গিরী অভিপ্রবর্ত্তেয়াতামা প্রবর্ত্তয়েরন্সর্ব্বতঃ প্রবৃত্তিং দ্বন্দযুদ্ধৈরিবোৎপতনাধোভূমিপ্রবেশাদিকং কারয়ে

আধিদৈবিক প্রাণে অস্ত যাইয়া মরেন না; কিন্তু বায়ুর সহিত অভিন্ন ভাবে অবস্থান করিয়া থাকেন। সেই জন্য বায়ু হইতেই তাঁহারা আবার উদয় প্রা হইয়া থাকেন। এইপ্রকার দেবতাকে অধিকার করিয়া বলা হইল। অন আত্মাকে অধিকার করিয়া বলা যাইতেছে। এইটি প্রসিদ্ধ ও প্রত্যক্ষ যে, ব্র প্রকাশ পান, যখন বাগিন্দ্রিয় দ্বারা কথা বলা হয়। আবার তখন এই ব্র মরিয়া যান, যখন বাগিন্দ্রিয় কথা না বলে। তখন তাহার তেজঃ চক্ষুকে আশ্র করে। প্রাণ প্রাণকে প্রাপ্ত হয়। এইটি প্রসিদ্ধ ও প্রত্যক্ষ যে, ব্রহ্ম প্রকা পান, যখন চক্ষুদ্বারা দেখিতে পায়। আবার তখন কথিত এই ব্রহ্ম মরিয়া যান যখন না দেখে। তখন তাহার তেজ শ্রোত্র প্রাপ্ত হয়, প্রাণ প্রাণকে প্রাপ্ত হয় এইটি প্রসিদ্ধ ও প্রত্যক্ষ যে, ব্রহ্ম দীপ্তি পান, যখন শ্রোত্রদ্বারা শ্রবণ করে আবার যখন কথিত এই ব্রহ্ম শ্রবণ না করে, তখন মরিয়া যায়। তখ তাহার তেজকে মনঃ প্রাপ্ত হয়, প্রাণকে প্রাণ। এইটি প্রসিদ্ধ ও প্রত্যক্ষ যে ব্রহ্ম দীপ্ত হন, যখন মন দ্বারা ধ্যান করে। আবার তখন কথিত এই ব্রহ্ম মরিয়া যান, যখন ধ্যান না করে। তখন তাহার তেজ প্রাণকে প্রাপ্ত হয় প্রাণকে প্রাণবায়ু। সেই সকল এই দেবতাগণ প্রাণে প্রাণে প্রবে

শৃণোতি তস্য মন এব তেজো গচ্ছতি প্রাণং প্রাণ এতদ্বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যন্মনসা ধ্যায়ত্যথৈতন্মিষ্যতে যস্য ধ্যায়তি তস্য প্রাণমেব তেজো গচ্ছতি প্রাণং প্রাণস্তা বা এতাঃ সর্ব্বা দেবতাঃ প্রাণমেব প্রবিশ্য প্রাণে মৃতা ন মৃচ্ছন্তে তস্মাদেব উ পুনরুদীরতে তদ্‌যদি হ বা এবং বিদ্বাংস উভৌ পর্ব্বতাবভিপ্রবর্ত্তেয়াতাং তুস্তূর্ষমাণৌ দক্ষিণশ্চোত্তরশ্চ ন হৈবৈনং স্তৃণ্বীয়াতাম্।

তৌচ পর্ব্বতৌ কিমল্লাবেকদেশস্থৌ চেত্যাশঙ্ক্য নেত্যাহ—তুস্তূর্ষমাণৌ দক্ষিণশ্চোত্তরশ্চাঽঽস্তরণং কুর্ব্বাণৌ। দক্ষিণ একস্তাদৃশশ্চোত্তরঃ চকারৌ দক্ষিণোত্তরয়োস্তুস্তূর্ষমাণপদসম্বন্ধার্থৌ। অয়মর্থঃ। উত্তরকুর্ব্বাদিদেশস্থ একোঽপরশ্চ ভারতখণ্ডাদিস্থঃ। উভাবপি ভাস্করগতিনিরোধকৌ পৃথিবীং পাদপীড়নেন পাতালং নয়ন্তৌ বিশ্বাবকাশং স্বদেহেন গ্রসন্তাবিতি। ন হৈবৈনং স্তৃণ্বীয়াতাম্। এনমেতান্বিদুষঃ। হ প্রসিদ্ধং নৈব স্তৃণ্বীয়াতাং নৈব হিংস্যাতামতিক্রমণং নৈব কুর্ব্বীয়াতাং যদুক্তমেভিস্তদেব কুর্ব্বীয়াতামিত্যর্থঃ।

করিয়া প্রাণে অস্ত যাইয়া প্রাণের সহিত অভিন্ন হইয়া যায়। আবার সেই প্রাণবায়ু হইতেই উদয়কে প্রাপ্ত হয়। এখানে বুঝিতে হইবে, বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ও মনঃরূপ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য বলা, দেখা শোনা ও ধ্যান করা। অগ্নি হইতে বাক্, আদিত্য হইতে চক্ষুঃ চন্দ্রমা হইতে শ্রোত্র, বিদ্যুৎ হইতে মন ও বায়ু হইতে প্রাণ হয়। এখন দৈব পরিমর জ্ঞানের ফলকি, তাহা বলিতেছেন, সেই দৈব পরিমর জ্ঞাত হইলে, যদি কথঞ্চিৎ ইচ্ছা হয়, এইরূপ জ্ঞান শালী দৈবপরিমর জ্ঞানবন্ত যেমন দ্বন্দ্বযুদ্ধে করিয়া থাকে, সেইরূপ একেবারে দক্ষিণদিকে ও একেবারে উত্তরদিকে আস্তরণ করিয়া অবস্থিত উভয় পর্ব্বতকে উৎপতন ছুড়িয়া ফেলাও অধোভূমি প্রবেশনাদি (পুড়িয়া ফেলা) করাইবে, তবে সে পর্ব্বত হিংসা করে না। অর্থাৎ যদি এই প্রকার দৈব পরিমর জ্ঞানশালী বিদ্বান্ কখনও ইচ্ছা করে যে, আমি উত্তর কুরুস্থ ও ভারত বর্ষস্থ উভয় পর্ব্বতকে একই সময়ে আকাশে ছুড়িয়া ফেলিব, বা ভূমিতলে পুড়িয়া ফেলিব, কিংবা পরিণত করিয়া স্থাপন করিব। অথবা কিছু উচ্চ করিয়া দিব, তবে সেই জ্ঞানী

অথ য এনং দ্বিষন্তি যাংশ্চ স্বয়ং দ্বেষ্টি ত এনং সর্ব্বে পরিম্রিয়ন্তে ॥ ৮ ॥

অথাতো নিঃশ্রেয়সাদানং সর্ব্বা হ বৈ দেবতা অহংশ্রেয়সে বিবদমানাঃ।

অথৈবং সকলদৈবপরিমরজ্ঞানানন্তরং যে দৈবপরিজ্ঞানশূন্যা গতভাগ্যা এ দৈবপরিজ্ঞানবন্তং দ্বিষন্তি, অসহিষ্ণবোঽপকারান্‌কুর্ব্বন্তো ন বহু মন্যন্তে যা প্রসিদ্ধানগতভাগ্যান্। চকারঃ পূর্ব্বেষামপি সমুচ্চয়ার্থঃ। স্বয়ং দৈবপরিম জ্ঞানবান্দ্বেষ্টি ন সহতে কুতশ্চিদভাগ্যযোগাত্ত এনং সর্ব্বে পরিম্রিয়ন্তে, এ দৈবপরিমরজ্ঞানবন্তং ত এতস্মিন্দ্বেষিণ এতস্য দ্বেষ্যাশ্চ সর্ব্বে নিখিলাঃ সপুত্র পশুবান্ধবা ইত্যর্থঃ। পরিম্রিয়ন্তে সর্ব্বতো নিধনং গচ্ছন্তি ॥ ৮ ॥

অথ পরিমরগুণোপাসনানন্তরম্। অতো যস্মাৎফলান্তরাপেক্ষাঽস্মাৎকা ণান্নিঃশ্রেয়সাদানং নিঃশ্রেয়সং সর্ব্বস্মাদুৎকর্ষরূপো গুণো মোক্ষবিশেষস্তদ্গু বিশিষ্টস্য প্রাণস্যাঽঽদানং স্বীকারঃ ক্রিয়ত ইতি শেষঃ। তত্র প্রাণে নিঃশ্রেয়সমিতি নাবিচার্য্য স্নেহাদিনা স্বীকৃতং কিন্তু মহতা সংঘর্ষেণ বিচারিতম্ এতদর্থমাখ্যায়িকামাহ—সর্ব্বা নিখিলা হ কিল বৈ প্রসিদ্ধা দেবতা দেবতা

শালী বিদ্বানের ইচ্ছার বিরোধী হইয়া তাহার শক্তিকে অতিক্রম করে না কিন্তু সে যাহা করিবে বা করাইতে চাহিবে, জড় পর্ব্বতও তাহাই করিতে সম্মত হইবে।

সকল দৈব পরিমর জ্ঞানান্তর; যে, সকল দৈব পরিমর জ্ঞানশূন্য হতভাগ্য এই দৈব পরিমর জ্ঞানশালীকে দ্বেষ করে, অসহিষ্ণু হইয়া অপকার করে, সম্মান করেনা; আর এই উপাসক স্বয়ং যে সকল হতভাগ্যকে দ্বেষ করে, এই সকল সেই দ্বেষকারী ও দ্বেষ্যগণ সকলেই পুত্র, পশু ও বান্ধবাদির সহিত সর্ব্বতোভাবে নিধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৮ ॥

পরিমর গুণোপাসনান্তর, যেহেতু ফলান্তরেরও অপেক্ষা থাকিয়া যায়, সেই হেতু নিঃশ্রেয়সাদান নামক উপাসন বলা যাইতেছে। নিঃশ্রেয়স শব্দে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষরূপ গুণ, মোক্ষবিশেষ আর কি, সে গুণ বিশিষ্ট প্রাণের উপাসন বুঝিতে হইবে। প্রাণ যে নিঃশ্রেয়স, তাহা বিচার না করিয়াই স্নেহাদিবশতঃ স্বীকার

অস্মাচ্ছরীরাদুচ্চক্রমুস্তদ্দারুভূতং শিশ্যেঽথৈনদ্বাক্প্রাবিবেশ তদ্বাচা বদচ্ছিশ্য এব।

শব্দবাচ্যা বাগাদ্যাঃ অহংশ্রেয়সেঽহংবাদেনাঽহস্মনঃ শ্রেয় আধিক্যং তদর্থং বিবদমানা মামন্তরেণ কা ভবত্য ইতি স্বব্যতিরিক্তাং পরাংস্তিরস্কুব ত্য ইত্যর্থ।

স্বয়ং নিশ্চয়ং কর্ত্তুমশক্তাঃ প্রজাপতিং পিতরমেত্যোচুর্ভগবন্ কো নঃ শ্রেষ্ঠ ইতি। স হি প্রাণে শ্রৈষ্ঠ্যং জানন্নপি স্বসুতানাং দুঃখং দাতুমশক্তোঽমুমুপায়ং প্রত্যপদ্যত। যস্মিন্ব উৎক্রান্ত ইদং শরীরং পাপিষ্ঠং শব সমানং ভবিষ্যতি স বঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যুক্তে তথৈব স্বশ্রৈষ্ঠ্যনির্দ্ধারণার্থং ক্রমেণোৎক্রমণং কৃতবত্য ইত্যাহ—

অস্মাৎ প্রত্যক্ষাচ্ছরীরান্মনুষ্যাদিদেহাদুচ্চক্রমুর্বাগাদয়ঃ ক্রমেণোৎক্রমণং চক্রুঃ। তৎস্থূলশরীরং বাগাদীনাং প্রত্যেকমুৎক্রমণে বদনাদিব্যাপারমকুর্ব্বৎ-স্থিতং যদা পুনর্মুখ্যপ্রাণ উৎক্রান্তস্তদা দারুভূতং চিতাকাষ্ঠসমানমস্পৃশ্যং সর্ব্ব-ব্যাপারশূন্যং শিশ্যে শয়নং কৃতবৎ। এবং ব্যতিরেকেণ নিশ্চয়ে সম্পন্নেঽপ্যতি-পক্ষাবশাদন্বয় মন্তরেণ নিশ্চয়মনধিগচ্ছন্তোঽন্বয়মপ্যনুষ্ঠিতবন্ত ইত্যাহ—অথ জীবস্য দারুভূতস্য শয়নানন্তরমেতচ্ছরীরং বাগ্বাগিন্দ্রিয়ং প্রবিবেশ প্রবেশং কৃতবৎ। তচ্ছরীরং বাচা বাগিন্দ্রিয়েণ বদদ্বাগ্ব্যাপারং কুর্ব্বচ্ছিশ্য এব শয়নং কৃতবদেব ন তূত্থিতবৎ।

করা হয় নাই; কিন্তু মহান্ সংঘর্ষ করিয়া বিচার করা হইয়াছে, তবে স্বীকার করা হইয়াছে। এই জন্য আখ্যায়িকা একটি বলিতেছেন;—

প্রসিদ্ধ নিখিল বাগাদিদেবগণ, অহংবাদে নিজের শ্রেয় অধিক বলিয়া বিদ্যমান হইয়া আমি ব্যতিরেকে তোমরা কে? এইরূপ উক্তি করিয়া অন্যসকল দেবতাকে তিরস্কার করিতে করিতে এই শরীর হইতে উৎক্রান্ত হইয়াছিল। নিজেরা কে শ্রেষ্ঠ, তাহা নিশ্চয় করিতে না পারিয়া, তাহাদিগের পিতা যে প্রজাপতি, তাঁহার নিকট যাইয়া বলিয়াছিল ভগবন্! আমাদিগের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? তিনি প্রাণকে শ্রেষ্ঠ জানিয়াও পুত্রদিগকে দুঃখ দিতে অক্ষম হইয়া এই উপায় অবলম্বন করিয়া-ছিলেন। প্রজাপতি বলিয়া ছিলেন, দেখ, তোমাদিগের মধ্যে যে এই শরীর হইতে উক্রান্ত হইলে এই শরীর পাপিষ্ঠতম হয়, শবসমান হয়, সেই তোমাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। প্রজাপতি এই কথা বলিলে, সেইরূপ নিজের শ্রেষ্ঠতানির্দ্ধারণ

অথৈনচ্চক্ষুঃ প্রবিবেশ তদ্বাচা বদচ্চক্ষুষা পশ্যচ্ছিশ্য এবা থৈনচ্ছ্রোত্রং প্রবিবেশ তদ্বাচা বদচ্চক্ষুষা পশ্যচ্ছ্রোত্রেণ শৃণ্বচ্ছিশ এবাথৈনম্মনঃ প্রবিবেশ তদ্বাচা বদচ্চক্ষুষা পশ্যচ্ছ্রোত্রেণ শৃণ্বন্ম নসা ধ্যায়চ্ছিশ্য এবাথৈনৎপ্রাণঃ প্রবিবেশ তত্তত এব সমু ত্তস্থৌ তে দেবাঃ প্রাণে নিঃশ্রেয়সং বিদিত্বা প্রাণমেব প্রজ্ঞাত্মা নমভিসংভূয় সহৈতৈঃ সর্ব্বৈরস্মাল্লোকাদুচ্চক্রমুঃ ।

বাক্প্রবেশানন্তরং চক্ষুরিন্দ্রিয়ং প্রবিষ্টং ততশ্চাবলোকনং বদনঞ্চাভূৎ অনন্তরং শ্রোত্রেন্দ্রিয়ং প্রবিষ্টং ততশ্চ শ্রবণাবলোকনবদনান্যভূবন্। অনন্ত মনঃ প্রবিষ্টং ততশ্চ ধ্যানশ্রণাবলোকনবদনান্যাসন্নতু শরীরমুত্থিতবদিত্যেত পর্য্যায়ত্রয়েণাহহহ—

অথৈনচ্চক্ষুঃ প্রবিবেশ তদ্বাচা বদদিতি। স্পষ্টম্। অথ বাক্চক্ষুঃশ্রোত্রমন প্রবেশানন্তরমেতচ্ছরীরং বদৎপশ্যচ্ছৃণ্বদ্ধ্যায়ৎপ্রাণো মুখবিলান্তর্ব্বর্ত্তী পঞ্চবৃত্তি বায়ুবিশেষঃ প্রবিবেশ প্রবেশং কৃতবান্। তচ্ছরীরং তত এব তস্মাৎপ্রা প্রবেশাদেব ন ত্বন্যস্মাৎসমুত্তস্থৌ সম্যগুত্থানং কৃতবৎ। তে বাগাদয়ঃ পরিত্যক্তা মানা দেবা দেবশব্দাভিধেয়াঃ প্রাণে শরীরোত্থাপনহেতৌ প্রকৃষ্টচেষ্টার্থ নিঃশ্রেয়সং সর্ব্বেভ্যো বাগাদিভ্য উৎকর্ষং বিদিত্বা প্রাণমেব প্রকৃষ্টচেষ্টাবত্বং ন কে প্রজ্ঞাত্মানং। প্রজ্ঞাত্মনো ভূম্ন উপাধিভূতং সংপ্রসাদম্। অথবা প্রাণে সতি প্রজ্ঞা দর্শনাদসতি চাদর্শনাৎপ্রাণস্য প্রজ্ঞাত্মত্বমবিরুদ্ধমভিহিতং প্রাণমেব প্রজ্ঞাত্মা মিতি। অভিসম্ভূয় সর্ব্বতঃ সম্ভবনং প্রাপ্তিং কৃত্বা সহৈতৈঃ সর্ব্বৈরেতৈঃ প্রাণ পানব্যানোদানসমানৈর্নিখিলৈঃ সহ যথা প্রাণবৃত্তিভেদা আধ্যাত্মিকপরিচ্ছেদ শূন্যাস্তদ্বদ্বাগাদয়োঽপীত্যর্থঃ। অস্মাৎপ্রত্যক্ষাল্লোকাত্তন্মুরূপাচ্ছরীরাচ্চক্ষুবাদ্যা মানাদিত্যর্থঃ। উচ্চক্রমুরুৎক্রমণং চক্রুঃ।

করিবার জন্য ক্রমে ক্রমে শরীর হইতে দেবগণ উৎক্রমণ করিয়াছিল। এ কথা বলিতেছেন,—এই প্রত্যক্ষ মানবাদি দেহ হইতে ক্রমে উৎক্রমণ করিয়া ছিব। সেই স্থূল শরীর বাগাদিদেবতাগণের প্রত্যেকে উৎক্রান্ত হইলে বদনাদি ব্যাপার না করিয়াও ছিল; কিন্তু যখন মুখ্য প্রাণ উৎক্রান্ত হইলেন, তখ চিতাকাষ্ঠের ন্যায় অস্পৃশ্যভাবে সর্ব্ববিধ ব্যাপারশূন্য হইয়া শয়ন করিয়াছিল

তে বায়ুপ্রতিষ্ঠা আকাশাত্মানঃ স্বরীমুস্তথো এবৈবং বিদ্বান্-
র্বেষাং ভূতানাং প্রাণমেব প্রজ্ঞাত্মানমভিসংভূয় সহৈতৈঃ সর্বৈর-

তে পরিত্যক্তমদভিমানা বাগদয়ো বায়ুপ্রতিষ্ঠা বায়ুর্বাধিদৈবিকে প্রাণে
তিষ্ঠা প্রাণো নিঃশ্রেয়সমিতি জ্ঞানমাশ্রয়ো যেষাং তে বায়ুপ্রতিষ্ঠাঃ। আকা-
াত্মান আকাশবৎসর্ব্বগত আত্মা যেষাং ত আকাশাত্মানঃ। স্বরীয়ুঃ স্বঃ
গমনাদিস্বরূপমীয়ুর্যযুর্গতবন্ত ইত্যর্থঃ। তথো এব, উ অপি, তদ্বদেব যথা দেবা
ন্যথা। এবং বিদ্বানুক্তেন প্রকারেণ প্রাণে নিঃশ্রেয়সং জানন্সর্ব্বেষাং
তানাং নিখিলানাং স্থিরজঙ্গমানাং প্রাণমেব প্রজ্ঞাত্মানমভিসংভূয় সহৈতৈঃ

এইরূপ ব্যতিরেক প্রমাণ দ্বারা প্রাণের মুখ্যতা সম্পন্ন হইলেও আবার অত্যন্ত
স্পর্দ্ধা বশতঃ অন্বয় প্রমাণ ব্যতীত স্থির নিশ্চয় লাভ করিতে না পারায়, অন্বয়েরও
অনুষ্ঠান করিয়াছিল। এই কথা বলিতেছেন;—শরীর কাষ্ঠবৎ শয়ন করিয়া
পড়িয়া থাকার পর, বগিন্দ্রিয় এই শরীরে প্রবেশ করিয়াছিল' কিন্তু বাগিন্দ্রিয় দ্বারা
সে শরীর কথা বার্ত্তা বলিয়াও শয়ন করিয়াই ছিল। অনন্তর চক্ষুরিন্দ্রিয় (
ীরে প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু বাগিন্দ্রিয় দ্বারা কথা ও চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বার
ন করিয়াও শয়ন করিয়াছিল। তারপর শ্রোত্রেন্দ্রিয় প্রবেশ করিয়াছিল;
ন্তু কথা বলিয়া, দর্শন করিয়া ও শ্রবণ করিয়াও শয়ন করিয়াছিল। তৎপরে
ঃ প্রবিষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু কথা বলা, দর্শন করা, শ্রবণ করা, ও ধ্যান করা
ইলেও শয়ন করিয়াছিল। উত্থিত হয় নাই। এই কথা বলা হইতেছে;—
নন্তর বাক্ প্রবিষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু বাগিন্দ্রিয় দ্বারা কথা বলিয়াও শয়ন করিয়া-
ছিল। এইরূপে চক্ষুঃ, শ্রোত্র, ও মনঃপ্রবেশের পর দর্শন, শ্রবণ ও ধ্যান করিয়াও
য়ন করিয়াই ছিল, উত্থিত হয় নাই। অনন্তর সেই শরীরে মুখবিলান্তর চারী
খ্যপ্রাণ পঞ্চবিধ বৃত্তির সহিত শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। তখন সেই প্রাণে
প্রবেশ বশতঃ শরীর সমুত্থিত হইয়াছিল। তখন সেই বাগাদিদেবতারা স্ব স্ব
শ্রেষ্ঠত্বাভিমান পরিত্যাগ করিয়া প্রবৃষ্ট চেষ্টার হেতু সেই প্রাণে নিঃশ্রেয়স-
সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষ জানিয়া, প্রকৃষ্ট চেষ্টাবান্, প্রজ্ঞাত্মার উপাধি স্বরূপ প্রাণকেই,
অথবা প্রাণ থাকিলে, তবে প্রজ্ঞার দর্শন হয়, না থাকিলে দর্শন হয় না এই জন্য
প্রাণকে প্রজ্ঞার আত্মা বলা হইয়াছে; এটা কিছুই বিরুদ্ধ হয় নাই; সেই

স্মাচ্ছরীরাদুৎক্রামতি স বায়ুপ্রতিষ্ঠ আকাশাত্মা স্বরেতি তদ্ভবতি যত্রৈতে দেবাস্তৎপ্রাপ্য তদমৃতো ভবতি যদমৃ দেবাঃ ॥ ৯ ॥

সর্বৈরস্মাৎ। ব্যাখ্যাতম্। শরীরাচ্ছরীরাভিমানাদুৎক্রামত্যুত্তিষ্ঠতি শরীরা মানং পরিত্যজতীত্যর্থঃ। স বায়ু প্রতিষ্ঠ আকাশাত্মা স্বরেতি। ব্যাখ্যাত উপাসকস্যৈকত্বাদেকবচনং বিশেষঃ। স্বঃ স্বর্গং প্রাণং ব্রহ্মজ্ঞানোৎপাদনদ্বার হইনন্দাত্মানং বৈতি গচ্ছতি। স্বরেতীত্যেতদ্ব্যাকরোতি—স উপাসকস্তদ্র যুক্তং প্রাণস্বরূপং ভবতি। তচ্ছব্দার্থমাহ—যত্র যস্মিন্ প্রাণস্বরূপে এতে দে এতে বাগাদয়োঽগ্ন্যাদ্যাত্মকা দেবশব্দাভিধেয়াঃ। নন্বু বাগাদীনামগ্ন্যাদ্যা লক্ষণমমৃতত্বং জাতং তৎপ্রাপ্তাবুপাসকস্য পুনস্তৎপ্রাপ্তৌ কিং স্যাদিত্যত আহ- তৎপ্রাণস্বরূপং প্রাপ্যাবাপ্য তদমৃতস্তৎসর্বপরিচ্ছে শূন্যমমৃতত্বং যস্য সোঽ তদমৃতো ভবতি স্পষ্টম্। যদমৃতা যৎপ্রসিদ্ধং সর্বপরিচ্ছেদশূন্যং মৃতত্বং যেন তে যদমৃতা দেবা বাগাদ্যাঃ। ৯ ॥

প্রজ্ঞাত্মাপ্রাণকেই পরিবেষ্টন করিয়া, এই সকলের সহিত, প্রাণ, অপান, সমান, উদা ও ব্যান নামক নিখিল বৃত্তি বিশেষের সহিত, যে প্রাণ বৃত্তিবিশেষ আধ্যাত্ম পরিচ্ছেদ শূন্য, সেইরূপ বাগাদিইন্দ্রিয়গণও এই প্রত্যক্ষলোক শরীর হইত চক্ষুরাদির অভিমান হইতে উৎক্রমণ করিয়াছিল। পরিত্যক্ত শ্রেষ্ঠত্বাভিমা বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ আধিদৈবিক প্রাণে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইয়া 'প্রাণই নিঃশ্রেয় এইরূপ জ্ঞান আশ্রয় করিয়া, আকাশের ন্যায় সর্বগত স্বরূপে অগ্ন্যা স্বরূপ স্বর্গে গমন করিয়াছিল। সেই রূপই এই প্রকার জ্ঞানশা প্রাণে নিঃশ্রেয়স জানিয়া, স্থাবর জঙ্গমাত্মক নিখিল ভূতের প্রাণাপানা এই সকল বৃত্তির সহিত প্রজ্ঞাত্মা প্রাণকে (পরিবেষ্টন করিয়া) সর্বতো ভাবে আলিঙ্গন করিয়া, এই শরীরের অভিমান হইতে উৎক্রান্ত হ শরীরাভিমান পরিত্যাগ করে। সে আধিদৈবিক প্রাণ বায়ুতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া আকাশবৎ সর্বগতভাবে স্ব স্বরূপ স্বর্গ প্রাপ্ত হয় প্রাণকে পায়, ব ব্রহ্মজ্ঞান উৎপাদন দ্বারা আনন্দ আত্মাকে পায়। সে উপাসক তাহাই (প্রাণ স্বরূপ) হয়, যে প্রাণে এই সকল বাগাদি দেবতা, অগ্ন্যাদ্যাত্মক হইয়া গিয়াছে

অথাতঃ পিতাপুত্রীয়ং সম্প্রদানমিতি চাচক্ষতে। পিতা পুত্রং প্রেষ্যন্নাহ্বয়তি নবৈস্তৃণৈরগারং সংস্তীর্য্যাগ্নিমুপসমাধায়োদকুম্ভং সপাত্রমুপনিধায়াহতেন বাসসা সম্প্রচ্ছন্নঃ স্বয়ং শ্যেত

ইদানীং প্রাণবিদঃ সংপ্রত্তিকর্ম্মাহ—

অথ প্রাণোপাসনানন্তরম্। অতো যস্মান্মরণমবশ্যংভাবি, অস্মাৎকারণাৎ-পিতাপুত্রীয়ং পিত্রা পুত্রায় দীয়মানং পিতাপুত্রীয়ং সম্প্রদানং সম্যক্প্রদীয়ত ইতি সম্প্রদানং সংপ্রত্তিকর্ম্মেত্যর্থঃ। ইতি চাচক্ষতেঽনেনৈব প্রকারেণ কথয়ন্তি। পিতা পুত্রং প্রেষ্যন্কুতশ্চিন্নিমিত্তান্মরিষ্যামীতি নিশ্চিত্যেত্যর্থঃ। পিতা জনকঃ পুত্রমৌরসং তনয়মাহ্বয়তি, আকারয়তি সংপ্রত্তিকর্ম্মার্থম্। আকারণ ইতি কর্ত্তব্যতামাহ—নবৈস্তৃণৈর্নবীনৈঃ কুশাদিভিস্তৃণৈরগারং সংস্তীর্য গৃহমাচ্ছাদ্যাগ্নিমুপসমাধায় তস্মিন্গৃহে শ্রৌতং স্মার্ত্তং বাঽগ্নিং সংস্থাপ্যাগ্নেরুত্তরতঃ পূর্ব্বতো বোদকুম্ভং সপাত্রমুপনিধায় নীরপূর্ণং কলশং ব্রীহিপূর্ণপাত্রসহিতং সমীপে সংস্থাপ্যাহতেন বাসসা সংপ্রচ্ছন্নো নবীনবস্ত্রেণ সংবৃতঃ স্বয়ং শ্যেতঃ শ্বেতং সিতমা-

মাচ্ছা, বাগাদি দেবতাদিগের ত অগ্ন্যাদিস্বরূপ প্রাপ্তি রূপ অমৃতত্ব জন্মিয়াছে, উপাসক যদি তাহাই পায়, তবে তাহার তাহাতে কি হইবে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—তাহা পাইয়া সেই সর্ব্বপরিচ্ছেদ শূন্য অমৃতত্ব লাভ করে, বাগাদি ও অগ্ন্যাদি দেবগণে যে অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন। অর্থাৎ উপাসক দেবগণের ন্যায় অমৃত হইয়া যায়। মৃত্যু আর উপাসককে ভোগ করিতে হয় না। ৯॥

এখন প্রাণবিতের সংপ্রত্তি কর্ম্ম বলিতেছেন, প্রাণোপাসনানন্তর, পিতা-পুত্রীয়, ও সম্প্রদান নামক কর্ম্ম বলা যাইতেছে;—যেহেতু মরণ অবশ্যম্ভাবী সেই কারণে পিতা কর্ত্তৃক পুত্রকে দীয়মান এই অর্থে পিতাপুত্রীয়, এবং সম্যক্ প্রদান করা যায়, এই অর্থে সম্প্রদান সংপ্রত্তিকর্ম্ম এইরূপে এই এই নামে সেই কর্ম্মের আখ্যান করা হয়। এস্থানেও পিতাপুত্রীয়, সম্প্রদান ও সম্প্রত্তি নামে একটি কর্ম্ম বলিব;—কোনও নিমিত্ত বশতঃ 'আমি মরিয়া যাইব" পিতা এইরূপ নিশ্চয় করিয়া স্বজন্য পুত্রকে আহ্বান করিবে। নূতন কুশ আদি তৃণ দ্বারা আগারআস্তীর্ণ করিয়া, পূর্ব্বোক্ত প্রণালীক্রমে স্বগৃহ্যসূত্রোক্ত বিধানা-

এত্য পুত্র উপরিষ্টাদভিনিপদ্যতে, ইন্দ্রিয়ৈরস্যেন্দ্রিয়াণি সংস্প
শ্যাপি বাঽস্যাভিমুখত এবাঽঽসীতাথাস্মৈ সম্প্রযচ্ছতি বাচং
ত্বয়ি দধানীতি পিতা বাচং তে ময়ি দধ ইতি পুত্রঃ প্রাণং মে ত্ব
দধানীতি পিতা প্রাণং তে ময়ি দধ ইতি পুত্রঃ। চক্ষুর্মে ত্ব
দধানীতি পিতা চক্ষুস্তে ময়ি দধ ইতি পুত্রঃ। শ্রোত্রং মে ত্ব

ল্যাম্বরধর ইত্যর্থঃ। এত্যাঽঽগত্যাঽঽস্বরতীত্যন্বয়ঃ। পুত্র আগতে ত
উপরিষ্টাদুপরিভাগেঽভিনিপদ্যতে সর্ব্বতো নিতরাং প্রাপ্নোতি।

অভিনিপদন ইতি কর্ত্তব্যতামাহ—

ইন্দ্রিয়ৈশ্চক্ষুরাদিভিঃ স্বকীয়ৈরস্য পুত্রস্যেন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদীনি সংস্পৃশ্য সমা
স্পর্শনং বিধায়াভিনিপদ্যত ইত্যন্বয়ঃ। পক্ষান্তরমাহ—অপি বাঽথবা। অ
পুত্রস্যাভিমুখত এব সংমুখত এব ন ত্বন্যথোপরিপতনস্য লোকগর্হিতত্বাদিত্যর্থ

আসীতোপবিশেৎ। অথানন্তরমস্মৈ পুত্রায় সংপ্রযচ্ছতি সম্যক্প্রযচ্ছেদ্বক্ষ
মাণেন বিধিনা স্ববাগাদীন্দদ্যাদিত্যর্থঃ। বাচং বাগিন্দ্রিয়ং মে মম পিতুর্মুখে
ত্বয়ি পুত্রে মমাঽঽনুণ্যস্য বিধাতরি দধানি ধারয়াণি। ইত্যনেন প্রকারেণ পি
জনকঃ। আহেতি শেষঃ। এবং পিত্রোক্তে বাচং বাগিন্দ্রিয়ং তে তব পিতুর্ম
পুত্রে দধে ধারয়ে। ইত্যনেন প্রকারেণ পুত্রস্তনয় আহেতি শেষঃ *॥

প্রাণং ঘ্রাণং মুখ্যঞ্চ প্রাণম্। চক্ষুঃশ্রোত্রে স্পষ্টে। অন্নরসানুমধুবাদীং

নুসারে অগ্নিস্থাপন করিয়া অগ্নির উত্তর বা পূর্ব্বদিকে নিকটে ব্রীহিং
পাত্রের সহিত জলপূর্ণ কলসি স্থাপন করিয়া, আহত (নূতন) বস্ত্র দ্বা
সংবৃত হইয়া, স্বয়ং শ্বেত মাল্যাদি ধারণ করিয়া আসিয়া আহ্বান করিবে
পুত্র আগমন করিলে, উপরি ভাগে অভিনিপদন করিবে।

অভিনিপদনের ইতি কর্ত্তব্যতা বলিতেছেন ;—

ইন্দ্রিয় দ্বারা পুত্রের ইন্দ্রিয়াদি সংস্পর্শ করিয়া অভিনিপদন করিবে
অথবা, পুত্রের অভিমুখ উপবেশন করিবে। অনন্তর পুত্রকে সম্প্রদা
করিবে এইমন্ত্র পাঠ করিবে। পিতা বলিবেন, আমার বাগিন্দ্রিয় তোমাতে
ধারণ করি। পুত্র বলিবে, তোমার বাগিন্দ্রিয় আমি ধারণ করি। পিত
বলিবেন, আমার মুখ্য প্রাণ ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় তোমাতে ধারণ করি। পুত্র বলিবে

দধানীতি পিতা শ্রোত্রং তে ময়ি দধ ইতি পুত্রঃ। অন্নরসান্মে ত্বয়ি দধানীতি পিতা, অন্নরসাংস্তে ময়ি দধ ইতি পুত্রঃ। কর্ম্মাণি মে ত্বয়ি দধানীতি পিতা কর্ম্মাণি তে ময়ি দধ ইতি পুত্রঃ। সুখদুঃখে মে ত্বয়ি দধানীতি পিতা সুখদুঃখে তে ময়ি দধ ইতি পুত্রঃ। আনন্দং রতিং প্রজাতিং মে ত্বয়ি দধানীতি পিতা, আনন্দং রতিং প্রজাতিং তে ময়ি দধ ইতি পুত্রঃ। ইত্যা মে ত্বয়ি দধানীতি পিতা, ইত্যাস্তে ময়ি দধ ইতি পুত্রঃ। ধিয়ো বিজ্ঞাতব্যং কামান্মে ত্বয়ি দধানীতি পিতা ধিয়ো বিজ্ঞাতব্যং কামাংস্তে ময়ি দধ ইতি পুত্রঃ।

পূর্ব্বং করণগ্রহণমিত আরভ্য বিষয়গ্রহণম্। উভয়ত্র করণবিষয়য়োঃ সমর্পণার্থং কর্ম্মাণ্যাদর্ত্তব্যানি। সুখদুঃখে শরীরোপভোগ্যে। আনন্দং রতিং প্রজাতিং মৈথুনস্যাবসান আনন্দস্ততঃ প্রাগ্রতিস্ততঃ প্রজাতিঃ পুত্রাদ্যা। ইত্যা-গতীঃ॥

ধিয়োঽন্তঃকরণবৃত্তীঃ। বিজ্ঞাতব্যং তাসাং বিষয়ঃ। কামানিচ্ছাবিশেষান্; অন্যান্যবপি পর্যায়েষু বাক্‌পর্য্যায়বদ্ব্যাখ্যেয়ম্।

তোমার প্রাণ আমাতে ধারণ করি। পিতা বলিবেন,—আমার চক্ষুঃ তোমাতে ধারণ করি। পুত্র বলিবে, তোমার চক্ষুঃ আমাতে ধারণ করি। পিতা বলিবেন,—আমার শ্রোত্র তোমাতে ধারণ করি। পুত্র বলিবে,—তোমার শ্রোত্র আমাতে ধারণ করি। পিতা বলিবেন, আমার মধুরাদি অন্নরস তোমাতে ধারণ করি। পুত্র বলিবে,—তোমার অন্নরস আমাতে ধারণ করি। পিতা বলিবেন,—আমার কর্ম্ম সকল তোমাতে ধারণ করি। পুত্র বলিবে,—তোমার কর্ম্ম সকল আমাতে ধারণ করি। পিতা বলিবেন,—আমার শরীরোপভোগ্য সুখ দুঃখ তোমাতে ধারণ করি। পুত্র বলিবে,—তোমার সুখ দুঃখ আমাতে ধারণ করি পিতা বলিবেন,—আমার আনন্দ রতি ও প্রজাতি তোমাতে ধারণ করি। পুত্র বলিবে,—তোমার আনন্দ, রতি ও প্রজাতি আমাতে ধারণ করি। পিতা বলিবেন,—আমার গতি

অথ দক্ষিণাবৃৎপ্রাঙুপনিষ্ক্রামতি তং পিতাঽনুমন্ত্রয়তে য
ব্রহ্মবর্চসমন্নাদ্যং কীৰ্ত্তিস্ত্বা জুষতামিত্যথেতরঃ সব্যমংসমন্ববেক্ষ
পাণিনাঽন্তৰ্ধায় বসনান্তেন বা প্রচ্ছাদ্য স্বর্গাল্লোঁকান্‌কামা
প্নুহীতি স যদ্যগদঃ স্যাৎপুত্রস্যৈশ্বর্য্যে পিতা বসেৎপরি বা ব্রজে

অথানন্তরম্। দক্ষিণাবৃৎপিতুঃ প্রদক্ষিণপ্রকারেণ প্রাঙ্‌প্রাচ্যাং দিশি উ
নিষ্ক্রামতি পিতুঃ সমীপদেশান্নির্গচ্ছতি। তং পুত্রং পিতা জনকঃ, অনুমন্ত্র
পশ্চাৎসম্বোধ্য ব্রূতে। অনুমন্ত্রণবাক্যমাহ—যশো লৌকিকী বন্ধুজনাদি
কীৰ্ত্তিঃ। ব্রহ্মবর্চসং ব্রহ্মতেজঃ। অন্নাদ্যমন্নঞ্চ তদাদ্যং চান্নাদ্যম্। কী
শাস্ত্রীয়ং যশস্ত্বা ত্বাং পুত্রং জুষতাং সেবতাম্। ইত্যনেন প্রকারেণানুমন্ত্র
ইত্যন্বয়ঃ। অথৈতদনুমন্ত্রণানন্তরম্। ইতরঃ পুত্রঃ সব্যং বামমংসং বাহুমূ
স্বস্যান্ববেক্ষতে পশ্চাদবলোকয়তে॥

অবলোকনপ্রকারমাহ—

পাণিনা করেণান্তৰ্ধায় ব্যবধায় বসনান্তেন বা, বাশব্দঃ পূর্ব্বেণ সহেচ্ছাবি
ল্পার্থঃ। প্রচ্ছাদ্যাঽঽচ্ছাদ্য পিতরং প্রত্যাহ। স্বর্গাল্লোঁকান্নিরতিশয়প্রী
জনকান্দেশবিশেষান্‌কামান্‌কমনীয়াংস্তত্র স্থিতান্‌ভোগান্‌বাঽঽপ্নুহি প্রাপ্নুহি
ইত্যনেন প্রকারেণ ব্রূয়াদিত্যনুষঙ্গঃ। এবং পুত্রেণ কৃতে স পিতা

সকল তোমাতে ধারণ করি। পুত্র বলিবে,—তোমার গতি সকল আমা
ধারণ করি। পিতা বলিবেন,—আমার ধীসকল বিজ্ঞাতব্য, ও কাম সক
তোমাতে ধারণ করি। পুত্র বলিবে,—ধীসকল, বিজ্ঞাতব্য, ও কামসব
তোমার আমাতে ধারণ করি। অনন্তর পুত্র পিতার প্রদক্ষিণ ক্রমে পূর্ব্বদি
পিতার নিকট হইতে উপনিষ্ক্রান্ত হইবে। উপনিষ্ক্রমণকারী পুত্রের পি
অনুমন্ত্রণ করিবেন, পশ্চাৎ সম্বোধন করিয়া বলিবেন;—লৌকিক বন্ধুজনা
হইতে কীৰ্ত্তি, ব্রহ্মতেজঃ, অন্ন আদি, ও শাস্ত্রীয় যশঃ তোমাকে সেবা করুব
এইরূপে অনুমন্ত্রণ করিবেন। অনন্তর ইতর পুত্র বামবাহুমূল অন্ববে
পশ্চাদবলোকন করিবে।

অবলোকন প্রকার বলিতেছেন ;—

পাণি দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া, বসনের অন্তদ্বারা বা প্রচ্ছাদন করিয়া

যদ্যু বৈ প্রেয়াদ্‌যদেবৈনং সমাপয়তি তথা সমাপয়িতব্যো ভবতি তথা সমাপয়িতব্যো ভবতি। ১০ ॥

ইতি ঋগ্বেদান্তর্গত কৌষীতকিব্রাহ্মণারণ্যকোপনিষদি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥২॥

কৌষীতকিব্রাহ্মণারণ্যকক্রমেণ সপ্তমোঽধ্যায়ঃ। ৭ ॥

কথঞ্চিদগদঃ স্থায়ীরোগো ভবেৎ। পুত্রস্য তনয়স্যৈশ্বর্যে বিভূতৌ পিতা জনকো বসেন্নিবাসং কুর্যাৎপ্রবাসিবদ্‌গৃহকার্য্যং কিমপি নানুসংদধ্যাদিত্যর্থঃ। পরি বা ব্রজেৎ। বাশব্দঃ পক্ষান্তরার্থঃ। যদি বৈরাগ্যং তদা পরিব্রজেৎসর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। যদ্যু বা অপি কথঞ্চিৎপ্রসিদ্ধং প্রেয়াৎপরলোকং গচ্ছেৎ। যদেব প্রসিদ্ধমেব বাগাদিকং ন অন্তং। এনং পুত্রং প্রতি সমাপয়তি সম্যক্‌প্রাপয়তি। তথা তদ্বদেব সমাপয়িতব্যো ভবতি সম্যক্‌প্রাপণীয়ো ভবতি। সর্ব্বৈঃ কামৈরিতি শেষঃ। তথা সমাপয়িতব্যো ভবতি। ব্যাখ্যাতম্। বাক্যাভ্যাসোঽধ্যায়পরিসমাপ্ত্যর্থঃ। ১০ ॥

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যানন্দাত্মপূজ্যপাদশিষ্যস্য
শঙ্করানন্দভগবতঃ কৃতৌ কৌষীতকিব্রাহ্মণোপনিষদ্দীপিকায়াম্ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

বা শব্দের ইচ্ছা বিকল্প অর্থ) পুত্র পিতার প্রতি বলিবে,—নিরতিশয় প্রীতিজনক স্বর্গলোক সকলও তত্রত্য কামনীয় ভোগ সকল প্রাপ্ত হও। এই প্রকার বলিবে। পুত্র এরূপ করিলে যদি পিতা কথঞ্চিৎ অরোগ হয়, তবে পিতা পুত্রের ঐশ্বর্য্যে বাস করিবে, প্রবাসীর ন্যায় কোন কর্ম্মের অনুসন্ধান করিবে না। অথবা, প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিবে। বৈরাগ্য জন্মিলে পিতা সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগই বা করিবে। যদি পরলোক গমনই করে, তবে যে রূপে বাগাদি ইন্দ্রিয় সকল পুত্রকে পাওয়াইলে, পুনর্লাভ সমাপিত হয়, সেইরূপে সমাপন করাইবে। এস্থলে বাক্যের দ্বিরুক্তি অধ্যায় সমাপ্তির জন্য করা হইয়াছে। ১০ ॥

ইতি ঋগ্বেদান্তর্গত কৌষীতকি ব্রাহ্মণারণ্যকোপনিষদে দ্বিতীয় অধ্যায়। ২ ॥

অথ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

—:০:—

প্রতর্দ্দনো হ দৈবোদাসিরিন্দ্রস্য প্রিয়ং ধামোপজগাম।

যস্মা হেতোঃ পর্য্যঙ্কোপাসনা প্রাণোপাসনা চ বিবিধগুণোক্তা তাং ব্রহ্মবি
বিবক্ষুস্তস্যামাস্তিক্যং জনয়িতুং প্রতর্দ্দনং কাশ্যং দেবেভ্যোঽপ্যধিক
লক্ষ্ম্যাদিমন্তং ব্রহ্মবিদ্যার্থিনং শিষ্যং দেবরাজঞ্চ সত্যপাশনিবদ্ধং মনুষ্যেভ্যো ব্রহ্মবি
বক্তুমনিচ্ছন্তমপি গুরুং সংপাদ্যাঽঽখ্যায়িকামাহ—

প্রতর্দ্দনঃ প্রকর্ষেণ তর্দ্দয়তি ভংসয়ত্যভিভবতি স্বশত্রূনিতি সাধকো
প্রতর্দ্দনঃ। হ কিল। দৈবোদাসির্দ্দিবোদাসস্য কাশিরাজস্য পুত্রো দৈবোদাসি
ইন্দ্রস্য দেবরাজস্য পরমৈশ্বর্য্যসংপন্নস্য। প্রিয়ং ধাম প্রিয়ং স্থানং স্বর্গমিতি যাব
উপজগাম প্রাপ্তবান্॥

তৎপ্রাপ্তৌ কারণমাহ—

যে জন্য বিবিধগুণ সমন্বিত পর্য্যঙ্কবিদ্যা ও প্রাণোপাসনা কথিত হইয়া
সেই ব্রহ্মবিদ্যা বলিতে ইচ্ছা করিয়া, তাহাতে আস্তিক্য বুদ্ধি জন্মাইবার
ব্রহ্মবিদ্যার্থী, লক্ষ্ম্যাদিমান্ দেবগণ অপেক্ষাও অধিক বল সম্পন্ন, ব
প্রতর্দ্দনকে শিষ্য করিয়া, সত্যপাশ নিবদ্ধ দেবরাজ ইন্দ্র মনুষ্যগণকে ব্রহ্মবিদ
উপদেশ করিতে অনিচ্ছু হইলেও তাঁহাকে গুরু সম্পাদন করিয়া একটি আখ্য
কার অবতারণা করিতেছেন,—

কাশীরাজ দিবোদাসের পুত্র দৈবোদাসি প্রতর্দ্দন পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন দেবর
ইন্দ্রের প্রিয় ধাম স্বর্গে উপগত হইয়াছিলেন। যিনি প্রকৃষ্টরূপে নিজশত্রুদিগ
তর্দ্দন, ভংসন, বা অভিভব করিতে সমর্থ, তিনি প্রতর্দ্দন নামা।

স্বর্গে উপগত হইবার কারণ বলিতেছেন,—

যুদ্ধেন চ পৌরুষেণ চ তং হেন্দ্র উবাচ।
প্রতর্দ্দন বরং তে দদানীতি স হোবাচ প্রতর্দ্দনঃ।
ত্বমেব মে বৃণীষ্ব

যুদ্ধেনচ পৌরুষেণচ সমরযজ্ঞেনানেকভটপশ্বালুতিদীপ্যমানশস্ত্রাগ্নিনা পুরুষসংবন্ধিনোৎসাহেনচ স্বর্গমর্ম্মপরিজ্ঞানেনেত্যর্থঃ। চকারাবুভয়োরপি কারণত্বসমুচ্চয়ার্থৌ। তং সমরশৌণ্ডমুৎসাহিনং স্বর্গমাগতং প্রতর্দ্দনম্। হ কিল। ইন্দ্রো যুদ্ধপৌরুষাভ্যাং পরিতোষং প্রাপ্তো দেবরাজঃ। উবাচোক্ত-বান্॥

ইন্দ্রোক্তিমাহ—

প্রতর্দ্দন হে প্রতর্দ্দন। বরমভিলষিতমর্থম্। তে তুভ্যং প্রতর্দ্দনায় মৎপরিতোষকারিণে। দদানি প্রযচ্ছানীত্যর্থঃ। ইত্যনেন প্রকারেণোবাচেত্যন্বয়ঃ। স ইন্দ্রেণোক্তঃ। হ কিল। উবাচ প্রতর্দ্দনঃ। স্পষ্টম্।

প্রতর্দ্দনোক্তিমাহ—

ত্বমেব মৎপুরতঃ স্থিতো হিতাহিতজ্ঞো দেববাজো ন ত্বন্যঃ। মে মহ্যং প্রতর্দ্দনায় হিতার্থিনে মদর্থমিত্যর্থঃ। বৃণীষ্ব হিতামষ্টমাত্মনে চ প্রার্থয়স্ব॥

অনেক সৈনিকরূপ পশুর আহুতি দ্বারা দীপ্যমান শস্ত্ররূপ অগ্নি যাহার, তাদৃশ সমরযজ্ঞ ও পুরুষসম্বন্ধী স্বর্গমর্ম্মপরিজ্ঞানরূপ উৎসাহ দ্বারা স্বর্গে উপগত হইয়া ছিলেন। সমরশৌণ্ড, উৎসাহী ও স্বর্গে আগত প্রতর্দ্দনকে যুদ্ধ ও পৌরুষ দ্বারা পরিতোষ প্রাপ্ত দেবরাজ ইন্দ্র বলিয়াছিলেন।

ইন্দ্রের উক্তি বলিতেছেন,—

হে প্রতর্দ্দন! তোমার অভিলষিত বিষয়রূপ বর আমার পরিতোষকারী তোমাকে প্রদান করিব। এইরূপ বলিয়াছিলেন। ইন্দ্র এই কথা বলিলে, রাজা প্রতর্দ্দন বলিয়াছিল,—তুমি হিতাহিতজ্ঞ দেবরাজ আমি হিতার্থী। অতএব তুমিই আমার জন্য হিতবর প্রার্থনা কর। যে বর তুমি অজ্ঞানান্তবর্ত্তী, অনেক শুভাশুভ ব্যামিশ্র ফলরূপ দাবাগ্নি দ্বারা সন্তপ্তদেহ মনুষ্য জাতির জন্য অতিশয় হিত বলিয়া মনে কর, নিশ্চয় কর। এইরূপ বলিয়াছিল। ইন্দ্রের প্রতি প্রতর্দ্দন এই কথা বলিলে, দেবরাজ ইন্দ্র দেখিলেন, প্রতর্দ্দন ব্রহ্মবিদ্যা না

যং ত্বং মনুষ্যায় হিততমং মন্যস ইতি তং হেন্দ্র উবাচ।
ন বৈ বরোঽবরস্মৈ বৃণীতে ত্বমেব বৃণীষ্বেত্যেবমবরো বৈ কি
ম ইতি হোবাচ প্রতর্দ্দনোঽথো খল্বিন্দ্রঃ সত্যাদেব নেয়ায়।

প্রার্থ্যমানবরমাহ—

যং প্রসিদ্ধমভীষ্টমর্থং ত্বং সর্ব্বজ্ঞো দেবরাজঃ। মনুষ্যায়াজ্ঞানান্ধবর্ত্তি
ঽনেকশুভাশুভব্যামিশ্রফলদাবগ্নিসন্তপ্তগাত্রায় মনুষ্যজাতিযুজে। হিততমং
শয়েন হিতং নাতঃপরং হিতমিত্যর্থঃ। মন্যসে নিশ্চিনোষি। ইতি, অ
প্রকারেণ। তমিন্দ্রং প্রত্যেবংবাদিনং প্রতর্দ্দনম্। হ কিল। ইন্দ্রো দেবো
ব্রহ্মবিদ্যাজ্ঞানাবৃতদৃষ্টিনাঽযাচিতং পরোক্ত্যা তর্হি কিল নিশ্চিতং দাতুমশক্তঃ
উবাচোক্তবাল্লৌকিকং নয়ম্॥

ইন্দ্রোক্তিমাহ—

ন বৈ বরোঽবরস্মৈ বৃণীতে। বৈ প্রসিদ্ধমবরস্মা অন্যার্থং বরো বরং ন বৃণীতে
ন্যো ন প্রার্থযতে। যত এবমতঃ স্বার্থং বরং ত্বমেব বৃণীষ্বেতি। স্পষ্টম্
এবমিন্দ্রেণোক্তঃ। অবরঃ। বরং দদানীতি প্রতিজ্ঞায় ভবতা নির্দ্দিষ্টোঽর্থোঽদ
স্তাদিতি শেষঃ। বৈ প্রসিদ্ধো মনুষ্যায় মে মহ্যং হিতাহিতজ্ঞানশূন্যায়। ই
হোবাচ প্রতর্দ্দনঃ কিল। এবমুক্তবান্প্রতর্দ্দনো দেবরাজানং স্বার্থো বরোঽয়মিতি
অথো, অথ প্রতর্দ্দনবাক্যানন্তরম্। খলু নিশ্চিতম্। ইন্দ্রঃ সত্যবাদিনামগ্রগণ্য

জ্ঞানায় ব্রহ্মজ্ঞানের প্রার্থনা করিতে পারিতেছে না, কিন্তু এমন কৌশ
অবলম্বন করিয়াছে, যদ্দ্বারা প্রার্থনা না করিলেও আমাকে বাধ্য হইয়া
বলিতে হইবে। যাহাই হউক, তাহা কিন্তু আমি বলিতে বা দিতে অসমর্থ
এইরূপ চিন্তা করিয়া, লৌকিক ন্যায় অবলম্বন করিয়া বলিয়াছিলেন, অন্যে
জন্যবর অন্যে প্রার্থনা করে। অতএব তুমিই বর প্রার্থনা কর। তোমা
বর তোমারই প্রার্থনা করা উচিত। ইন্দ্রের এই কথায় প্রতর্দ্দন বলিয়াছিল
বর প্রদান করি, বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া আমাকে নির্দ্দিষ্ট অর্থ দান করিলে না।
আমিত হিতাহিত জ্ঞানশূন্য মনুষ্য। এ বরটিত আপনার জন্যই নির্দ্দিষ্ট হইয়া
ছিল। প্রতর্দ্দন এই কথা বলিলে, সত্যবাদীদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য দেবরাজ
ইন্দ্র 'তোমায় বর প্রদান করি' বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই সত্য

সত্যং হীন্দ্রঃ স হোবাচ।
মামেব বিজানীহ্যেতদেবাহং মনুষ্যায় হিততমং মন্যে।

দেবরাজঃ। সত্যাদ্বরং তে দদানীতি স্বপ্রতিজ্ঞাতাত্মর্থবচনাৎ। এব নেয়াম্ন নাপজগামৈব। প্রতর্দ্দনার্থং বরদাতাঽপি স্বয়ং স্বস্মৈবরং যাচিতবান্ন তু লৌকিকং ন্যায়মঙ্গীচকারেত্যর্থঃ॥

সত্যাদনপগমনে কারণমাহ—

সত্যং হীন্দ্রঃ সত্যং যথার্থস্বরূপং যৎকিঞ্চিদ্বাগর্থস্বরূপম্। ইন্দ্রো দেবরাজো হি যস্মাত্তস্মান্নৈয়ায়েত্যন্বয়ার্থঃ। স সত্যপাশনিবদ্ধ ইন্দ্রঃ। হ কিল। উবাচোক্তবান্ প্রতর্দ্দনার্থমাত্মানং বরং যাচিতবানিত্যর্থঃ॥

অদ্বৈতোপক্রম ইন্দ্রোক্তিমাহ—

মামেবাস্মৎপ্রত্যয়ে ব্যবহারযোগ্যমানন্দাত্মানমেব ন ত্বন্যম্। বিজানীহ্যবগচ্ছ সাক্ষাৎকুর্ব্বিত্যর্থঃ। এতদেব মজ্‌জ্ঞানমেব ন ত্বন্যৎ। অহং ভবতে বরস্য দাতা যাচিতা চ। মনুষ্যায় হিততমম্। ব্যাখ্যাতম্। মন্যে নিশ্চিন্বে॥

প্রতিজ্ঞা হইতে অপগত হন নাই। অর্থাৎ প্রতর্দ্দনের পক্ষে বর প্রদাতা হইয়াও নিজেই নিজের জন্য বরের যাচ্‌ঞা করিয়াছিলেন; কিন্তু লৌকিক ন্যায় স্বীকার করিতে পারেন নাই।

সত্য হইতে অপগত হইতে পারেন নাই যে কেন, তাহার কারণ বলিতেছেন,—

যাহা কিছু বাক্যার্থ স্বরূপ, সেই যথার্থ স্বরূপ সত্যই হইতেছেন, ইন্দ্র; সুতরাং তিনি তাঁহার স্বরূপ কি করিয়া পরিত্যাগ করিবেন? সেই সত্যপাশ নিবদ্ধ ইন্দ্র বলিয়াছিলেন,—প্রতর্দ্দনের জন্য নিজের নিকট নিজেই বর যাচ্‌ঞা করিয়াছিলেন।

অদ্বৈত পদার্থ বলিবার উপক্রম করিয়া ইন্দ্রের উক্তি কীর্ত্তন করিতেছেন,—

'আমি করিতেছি' 'আমি দেখিতেছি' 'আমি যাইতেছি' ইত্যাদি ব্যবহার স্থলে যে 'আমি' শব্দের ব্যবহার হয়, সেই 'আমি' শব্দের অর্থ হইতেছে, আত্মা। আত্মা আনন্দ স্বরূপ। সেই আনন্দময় আত্মাকেই অবলম্বন করিয়া

যস্মাং বিজানীয়াৎ।

ত্রিশীর্ষাণং ত্বাষ্ট্রমহনমরুন্মুখান্যতীন্সালাবৃকেভ্যঃ প্রাযচ্ছ

এতচ্ছব্দার্থমাহ—

যৎপ্রসিদ্ধং বেদান্তেষু 'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্' ইত্যাদিনা। মমুক্তমানন্দাত্ম বিজানীয়াৎসাক্ষাৎকুর্য্যাদিত্যর্থঃ। যস্মাং বিজানীয়াদেতদেব হিততমং মন্য ই ষ্যয়ঃ॥

নমু কিং ত্বদ্বিজ্ঞানেন তবান্যস্মাদ্যদি কশ্চনাতিশয়ো ভবেত্তর্হি তদ্ধিততম ত্বন্যথেতি শঙ্কায়ামদ্বৈতজ্ঞানং গুরুমাতৃবধপ্রমুখপাপোন্মূলকমিত্যাহ—

ত্রিশীর্ষাণং ত্রিশীর্ষম্। ত্বাষ্ট্রং ত্বষ্টুরপত্যং বিশ্বরূপম্। অহনং নিপাতিতব অরুন্মুখান্, রুচ্ছব্দো বেদাধ্যয়নং তেনোপনিষদর্থবিচারো ব্রহ্মমীমাংসাপবর্গ লক্ষ্যতে স যেষাং মুখে নাস্তি তেঽরুন্মুখাস্তান্। যতীন্প্রযত্নবতশ্চতুর্থাশ্রমি সালাবৃকেভ্যঃ সালাবৃকাণামপত্যানি সালাবৃকাঃ সালাবৃককেয়া ইতি স

'আমি' শব্দে ব্যবহার ও জ্ঞান করা হয়। তুমি সেই 'আমি' শব্দে ও 'আ জ্ঞানে ব্যবহার যোগ্য আনন্দ ময় আত্মা 'আমাকে' অবগত হও সাক্ষাৎ ক এইটিই আমি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য মনুষ্যজাতির পক্ষে অতিশয় হিত বলিয়া ম করি যে, 'আমাকে' বিজ্ঞাত হইবে। 'ব্রহ্মবিৎ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়' ইত্যা মহাবাক্য দ্বারা বেদান্তশাস্ত্রে যে আনন্দময় ব্রহ্ম আত্মা বলিয়া প্রসিদ্ধই আছে সেই আনন্দময় ব্রহ্মাত্মাকে যে মনুষ্যজাতি অবগত হইবে, সাক্ষাৎ করিবে, এ টিই আমি মনুষ্যজাতির পক্ষে অতিশয় হিত বলিয়া মনে করি।

আচ্ছা, 'তোমার' বিজ্ঞানে তোমার কি হইবে? যদি অন্যকোন হইতে কোনরূপ অতিশয় অদৃষ্টাদি জন্মে, তবে তাহাইত হিততম বলিয়া ম কর যায়। অন্য কিছুকেত হিততম বলা যায় না। এই আশঙ্কায় বলি ছেন, দেখ, অদ্বৈতজ্ঞান গুরুবধ ও মাতৃবধ প্রমুখ পাপের উন্মূল যথা,—

আমি ত্রিশীর্ষ ত্বাষ্ট্রকে নিপাতিত করিয়াছি। ত্বষ্টা বিশ্বকর্ম্মা। তাঁহ পুত্র বিশ্বরূপকে ত্বাষ্ট্র বলে। রুৎ শব্দে বেদাধ্যয়ন বুঝায়। তদ্দ্বারা উপনি দের অর্থ বিচার যে ব্রহ্ম মীমাংসা, তাহা পাওয়া যায়। তাহা যে যতিদি

হ্বীঃ সংধা অতিক্রম্য দিবি প্রহ্লাদীয়ানতৃণমহমন্তরিক্ষে পৌলো-
ান্পৃথিব্যাং. কালখাঞ্জান্। তস্য মে তত্র নলোম চ ম্য
ায়তে।

ভা আরণ্যাগভা ইত্যর্থঃ। প্রায়চ্ছং প্রকর্ষেণ বজ্রেণ শতধা বিভজ্য দত্তবান্।
গ্যাপি চ তেষাং মস্তকবিপাকাঃ করীবা দৃশ্যন্তে। বহ্বীভূয়সীঃ স্বরূপতঃ
প্যাতশ্চ। সংধাঃ সন্ধীনিত্যর্থঃ। অতিক্রম্য ত্যক্ত্বা দিবি স্বর্গে। প্রহ্লা-
য়ান্প্রহ্লাদিনঃ প্রহ্লাদেন নিত্যসংবন্ধিনঃ। অনেককোটিসংখ্যাকান্মহামায়া-
নেকচ্ছিদ্রঘাতিনোঽসুরান্প্রহ্লাদপরিচারকানিত্যর্থঃ। অতৃণং হিংসিতবান্।
চমাত্মজ্ঞানীন্দ্রস্তভ্যং বরস্য দাতা। অন্তরিক্ষে ভুবর্লোকে। পৌলোমান্পলোম
বন্ধিনোঽসুরবিশেষান্। বহ্বীঃ সংধা অতিক্রম্যাতৃণমিত্যনুবর্ত্ততে বক্ষ্যমাণে চ।
থিব্যাং ভূলোকে চ কালখাঞ্জান্কালখঞ্জসংবন্ধিনোঽসুরান্ভূয়াংসঃ পরস্পরসংবন্ধ-
াবশ্যংভাবিত্বাৎ। কালখঞ্জা এব কালখাঞ্জাস্তান্॥

নন্থ কিং প্রকৃত ইত্যত আহ—

তস্য গুরুব্রাহ্মণবধস্য কর্ত্তুঃ সন্ন্যাসিনাঞ্চ শ্বভ্যো দাতুর্লোকত্রয়েঽপি যজ্ঞাদি-
পন্নমহামায়াসুরসংঘস্যোপসংহর্ত্তুরাত্মজ্ঞানিনোঽন্যেন মনসাঽপি কর্ত্তুমশক্যং
ষ্কতো মে মমেন্দ্রস্য তবোপদেশকস্য। তত্র তস্মিন্নতিক্রূরে কর্ম্মণি ক্রিয়মাণে

থে নাই, সেই সকল ব্রহ্মবিচারে অপরাঙ্মুখ অরুন্মুখ যতিদিগকে অরণ্য
কুকুর দিয়া খাওয়াইয়াছি। অবশ্য বজ্রদ্বারা শতধা বিভক্ত করিয়া সালবৃক
ব'বোবাব) দিগকে দিয়া খাওয়াইয়াছি। এখনও তাহাদিগের করীররূপে
দেখিতে পাওয়া যায়। করীর শব্দে বাঁশের গোড়া বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম
করিয়া অনেক কোটি সংখ্যক, মহামায়াবী অনেকছিদ্রঘাতী, প্রহ্লাদের
পরিচারক অসুরদিগকে হত করিয়াছি। ভুবর্লোকে পুলোমাসুরের পরিচারক
অনেক অসুরকে বিনষ্ট করিয়াছি। আমি পৃথিবীতে অনেক সংখ্যক বাধাবিঘ্ন
অতিক্রম করিয়া কালখঞ্জ নামক অসুরের পরিচারক দিগকে নিহত
করিয়াছি।

তাহাকে কি? এইজন্য বলিতেছেন :—

সেই গুরুব্রাহ্মণ বধের কর্ত্তা, কুক্কুরদিগের খাইবার জন্য সন্ন্যাসীদিগের

স যো মাং বিজানীয়ান্নাস্য কেন চ কর্ম্মণা লোকো মীয়তে।

ব্রহ্মবধাদিলক্ষণে। নলোম চ মা মীয়তে। নলোমাপি। অল্পোঽপি কে ইত্যর্থঃ। মা মীয়তে ন হিংস্যতে। উক্তেন কেনচিৎকর্ম্মণাঽধিকারিশরীরবানি ত্রৈলোক্যস্থাপনায়েদং কৃতবানহমিতি হৃদয়ম্॥

নন্বেতদ্ভবত এব ন ত্বস্মদাদেরিত্যত আহ—

স মদন্যো মজ্জ্ঞানী প্রসিদ্ধঃ। যো যঃ কশ্চিদ্দেবো মনুষ্যো বা। মামানন্দাত্ম নমিন্দ্রম্। বিজানীয়াদহমিন্দ্রোঽস্মীতি সাক্ষাৎকুর্য্যাৎ। নাস্য কেন চ কর্ম্ম লোকোমীয়তে। অস্যমামানন্দাত্মানং সাক্ষাৎকুর্ব্বতঃ কেনচ বক্ষ্যমাণেন ভ্রূণহত্যা দিনা কর্ম্মণা পাতকেন শাস্ত্রনিষিদ্ধেন ব্যাপারেণ লোকঃ কৃতস্য করিষ্যমাণস্য সুকৃতস্যফলমুদর্কং ন মীয়তে ন হিংস্যতে॥

দাতা, যজ্ঞাদিসম্পন্ন মহামায়াবী অসুরসংঘের উপসংহার কর্ত্তা, আত্মজ্ঞানি অন্যের মনে করিতেও অশক্য কর্ম্মকারী হইলেও আমার সেই ব্রহ্মবধাদির অতিক্রূর কর্ম্ম করাতে একটু লোমও ছিন্ন হয় নাই। ইন্দ্রের হৃদয়ের ভ এই যে, আমি অধিকারি শরীরবান্, এই হেতু ত্রৈলোক্য স্থাপনের জন্য এ সকল কর্ম্ম আমি করিয়াছি। আমি আত্মজ্ঞানী, এসকল কর্ম্মে আমার কো ক্ষতি করিতে পারে না।

হাঁ, এটা তোমার পক্ষে, আমাদিগের পক্ষে নহে। এই আশঙ্কা বলিতেছেন ;—

সে আমা হইতে ভিন্ন, এবং মহাজ্ঞানী 'আমার' জ্ঞানশালী বলিয়া প্রসিদ্ধ যে কেহ দেবই হউক, আর মনুষ্যই হউক, আনন্দাত্মা আমাকে জানি 'আমি ইন্দ্র হইতেছি' বলিয়া সাক্ষাৎ করিবে, তাহার কোনও কর্ম্ম দ্বারা লো বিনষ্ট হয় না। তাহার আমাকে আনন্দাত্মা বলিয়া সাক্ষাৎকারকারীর কোনও কর্ম্মদ্বারা শাস্ত্রনিষিদ্ধ ভ্রূণহত্যাদি পাতকব্যাপার দ্বারা কৃত ও করিষ্যমা সুকৃতের ফল হানি হয় না।

ন মাতৃবধেন ন পিতৃবধেন ন স্তেয়েন ন ভ্রূণহত্যয়া নাস্য পাপঞ্চ ন চক্রুষো মুখান্নীলং বেতীতি। ১॥

হিংসকানি কর্ম্মাণ্যেব দর্শয়ন্নাহ—

ন মাতৃবধেন ন পিতৃবধেন ন স্তেয়েন ন ভ্রূণহত্যয়া। মাতাপিতরৌ প্রসিদ্ধৌ তয়োর্ব্বধো লোকদ্বয়ভ্রংশহেতুঃ প্রত্যেকং প্রসিদ্ধঃ। স্তেযং সুবর্ণপরিমিতসুবর্ণস্য ততোঽপ্যধিকস্য বা স্বামিনঃ পরোক্ষমাদানং তেন। ভ্রূণো বেদস্য বেদয়োর্ব্বেদানাং বাঽধিগমেনাধ্যয়নেনেন সহ বর্ত্তমানো দ্বিজোত্তম ইত্যর্থঃ। তস্য মনসা বাচা কর্ম্মণা বাঽপরাধশূন্যস্য স্বহস্তাদিনা বধো ভ্রূণহত্যা। তথা কর্ম্মসামান্যস্য বিশেষোঽয়মিতি দর্শয়িতুং পর্য্যায়চতুষ্টয়েঽপি নকারচতুষ্টয়ম্। নাস্য পাপঞ্চ ন চক্রুষো মুখান্নীলং বেতীতি। কিং বহুনাঽস্য মদাত্মজ্ঞানিনঃ পাপঞ্চ ন চক্রুষঃ পাপমপি কর্ত্তুমিচ্ছো মুখাদ্বদনান্নীলং মুখকান্তিস্বরূপং নীলং নীলিমাশ্রয়স্বরূপং বা মুখাৎকণ্ঠজিহ্বাবদনাম্ন-বেতি ন ব্যেতি নাপগচ্ছতি। ইতিশব্দঃ প্রকৃতব্রহ্মজ্ঞানস্তুতিপরিসমাপ্ত্যর্থঃ। ১।

হিংসক কর্ম্মসকল দেখাইতেছেন,—

মাতৃবধ দ্বারা নয়, পিতৃবধ দ্বারা নয়, স্তেয়দ্বারা নয়, ভ্রূণ হত্যা দ্বারা নয়, অধিক কি, যে কোনও পাপকার্য্য করিতে ইচ্ছা করিলেও মুখ হইতে নীল বর্ণ বহির্গত হয় না। পিতা মাতা প্রসিদ্ধ। তদুভয়ের বধকার্য্য ইহলোক ও পরলোক হইতে ভ্রংশ করিবার হেতু। সুবর্ণ পরিমিত স্বর্ণের বা ততোধিক স্বর্ণের স্বামীর পরোক্ষে গ্রহণকে স্তেয় বলে। ভ্রূণশব্দে যে দ্বিজোত্তম বেদসকলের অধ্যয়ন ও বেদার্থের অধিগম করিয়াছে, তাহাকে বুঝায়। মনঃ, বাক্য, বা কর্ম্ম দ্বারা অপরাধ শূন্য সেই ব্রাহ্মণের নিজের হস্তে বধ করাকে ভ্রূণহত্যা বলে। এই সকল হইল বিশেষ কর্ম্ম। ইহা বুঝাইবার জন্য প্রত্যেক স্থলেই একএকটি নকার গ্রহণ করা হইয়াছে। মুখ হইতে নীলবর্ণ বহির্গত হয় না—মুখ বিবর্ণ হয় না। অথবা কণ্ঠ, জিহ্বা ও বদন হইতে নীলিমার আশ্রয় স্বরূপ ক্লেশমাত্রও অপগত বা স্ফুরিত হয় না। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানের স্তুতিপরিসমাপ্তাপ্ত্যার্থ ইতিশব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে। ১॥

স হোবাচ প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা তং মামায়ুরমৃতমিত্যুপাস্স্ব আয়ুঃ প্রাণঃ।

এবং ব্রহ্মজ্ঞানং স্তুত্বাঽঽত্মনো ব্রহ্মণঃ স্বরূপং বিবক্ষুঃ স ইন্দ্রঃ। হ কিলো বাচোক্তবান্। প্রাণঃ প্রাণশব্দাভিধেয়ঃ প্রাণোপাধিকো বা। অস্মি ভবামি প্রজ্ঞাত্মা বুদ্ধিবৃত্তিপ্রতিফলিতঃ প্রজ্ঞানৈকস্বভাবঃ। তং প্রাণপ্রজ্ঞাত্মস্বরূপম্ মামানন্দাত্মানমিন্দ্রম্। আয়ুঃ সর্ব্বপ্রাণিনাং জীবনকারণং প্রাণাপানব্যতিরিক্ত প্রাণাপানয়োরাশ্রয়ভূতম্। অমৃতং মরণশূন্যং ষড্‌ভাববিকারশূন্যমিত্যর্থঃ। ইতি প্রাণঃ প্রজ্ঞাত্মেন্দ্র আয়ুরমৃতমস্মীত্যনেন রূপেণ। উপাস্স্ব যাবদাত্মসাক্ষাৎকার বিজাতীয়প্রত্যয়শূন্যসজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহং কুরু।

ননু একস্যৈব ভবত ইন্দ্রস্য প্রাণঃ প্রজ্ঞাত্মাঽঽয়ুরমৃতমিতি গুণাঃ কিমিত্যাশঙ্কনেত্যাহ—

আয়ুরুক্তং যৎ স প্রাণ উক্তঃ॥

নন্বায়ুষঃ প্রাণত্বেঽপি ন প্রাণস্যাঽঽয়ুষ্ট্বং যথা সাস্নায়া গোত্বেঽপি ন গোঃ সাস্নাত্বমিত্যত আহ—

এইরূপে ব্রহ্মজ্ঞানের স্তুতি করিয়া আপনার ব্রহ্ম স্বরূপ বলিতে ইচ্ছা করিয়া সেই ইন্দ্র বলিয়াছিলেন। প্রাণশব্দের অভিধেয়, অথবা প্রাণোপাধিক আমি হইতেছি। আমি বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিফলিত প্রজ্ঞানৈক স্বভাব। সেই প্রাণ প্রজ্ঞাত্মা স্বরূপ আনন্দময় যে আত্মা আমি, সকল প্রাণীর জীবন কারণ, প্রাণাপানাদি পঞ্চ বিধ বৃত্তি হইতে ভিন্ন, প্রাণাপানাদি বৃত্তি বিশেষের আশ্রয়স্বরূপ আয়ুঃ, অমৃত মরণ শূন্য ষড়্‌বিধ ভাববিকার রহিত ভাবিয়া উপাসনা কর। প্রাণ, প্রজ্ঞাত্মা, আয়ুঃ ও অমৃত ইন্দ্রই আমি হইতেছি, এইরূপ ভাবিয়া যতদিনে আত্মসাক্ষাৎকার হয়, ততদিন পর্য্যন্ত বিজাতীয় জ্ঞানধারা রহিত করিয়া সজাতীয় জ্ঞানধারা প্রবাহিত কর।

আচ্ছা, তুমি একমাত্র ইন্দ্র, তোমার কি করিয়া প্রাণ, প্রজ্ঞাত্মা, আয়ুঃ অমৃত, এতগুলি সগুণ নাম হইল? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন এতগুলি আমার সগুণ নাম নয়।

যাহাকে আয়ুঃ বলা হয়, সেই প্রাণ।

আচ্ছা, আয়ুকে প্রাণের ধর্ম্ম বলা যায় বটে, কিন্তু প্রাণ ত আর আয়ু নয়,

প্রাণো বা আয়ুঃ।

প্রাণ এবামৃতম্।

াবদ্ধ্যস্মিন্‌শরীরে প্রাণো বসতি তাবদায়ুঃ।

্রাণেন হ্যেবামুষ্মিল্লোঁকেঽমৃতত্বমাপ্নোতি।

ণো বা আয়ুঃ প্রাণ এবাঽঽয়ুঃ। ন ত্বঙ্গাঙ্গিগুণ গুণ্যাদিভেদঃ।

রতদায়ুষ এব কিন্ত্বমৃতত্বস্যাপীত্যাহ—

ণ এবামৃতং ন জায়তেঽস্তি বর্ধতে বিপরিণমতেঽপক্ষীয়তে নশ্যতি চ।

া প্রাণ এব।

্যায়ুষ্ট্বমমৃতত্বং চোপপাদয়তি—

ৎ, যাবত্তং কালম্। হি যস্মাৎ। অস্মিন্‌প্রত্যক্ষে শরীরে শীর্ণাবয়বে কলে-

প্রাণো বসতি তাবদায়ুঃ, তাবত্তাবন্তং কালম্। স্পষ্টমন্যৎ।

নীমমৃতত্বমুপপাদয়তি—

ণেন হ্যেব হি যস্মাৎপ্রাণেনৈব ন তু শরীরেণাপি। অমুষ্মিন্‌পরোক্ষে লোকে

। অমৃতত্বং সুখম্। আপ্নোতি স্পষ্টম্।

গলকম্বলাদি গোর ধর্ম্ম, কিন্তু গলকম্বলাদি ত আর গো নয়, সেই

ণের সহিত আয়ুর ধর্ম্ম ধর্ম্মিভাব সম্বন্ধ হইতে পারে, অভিন্ন সম্বন্ধ নহে,

শঙ্কায় বলিতেছেন, প্রাণই আয়ু, প্রাণের সহিত আয়ুর ধর্ম্মধর্ম্মিভাব

নহে।

বল যে আয়ুর পক্ষেই এই ব্যবস্থা, তাহা নহে, কিন্তু সেইরূপ অমৃতের

বলিতেছেন,—

ণই অমৃত। যে অমৃত, সে জন্মায় না, জন্মের পর সত্তালাভ করিয়া

হয় না, আহার্য্য বস্তুর উপচয় করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, এক আকার

অন্য আকারে পরিবর্ত্তিত হয় না, তাহার কোন গুণের, অবয়বের, বা

অপচয় হয় না, এবং সে একেবারে মরে না। এইরূপ অমৃতই প্রাণ।

ণই যে আয়ুঃ ও অমৃত, ইহা উপপন্ন করিতেছেন, যেহেতু যতকাল এই

প্রাণ বাস করে, ততকাল আয়ুঃ থাকে।

ণ যে আয়ুঃ, তাহা উপপন্ন করিয়া, এখন প্রাণ যে অমৃত, তাহা উপপন্ন

তেছেন,—

প্রজ্ঞয়া সত্যং সংকল্পম্।

স যো মমাহ২য়রমৃতমিত্যুপাস্তে সর্ব্বমায়ুরস্মিল্লোঁক এ

আপ্নোত্যমৃতত্বমক্ষিতিং স্বর্গে লোকে।

ননু প্রাণস্য ক্রিয়াশক্তের্ভবতু কিং প্রজ্ঞয়েত্যত আহ—

প্রজ্ঞয়া জ্ঞানশক্তিরূপেণ। সত্যং সত্যবচনং নিষ্প্রপঞ্চং ব্রহ্ম বা। স মিদং মে স্যাদিত্যেবংরূপং মনসঃ প্রচারমধিগচ্ছতীতি শেষঃ।

এবং প্রজ্ঞাদীনামুপযোগমুক্ত্বা২২য়ুষ্ট্বামৃতত্বোপাসনয়োঃ ফলমাহ—

স প্রসিদ্ধ উপাসকঃ। যঃ কশ্চিন্মমেন্দ্রস্য। প্রাণাত্মনা প্রত্যগ্ভূতমা মিতি ব্যাখ্যাতম্। উপাস্তে স্পষ্টম্। য উপাস্তে স ইত্যন্বয়ঃ। সর্ব্বমা ল্লোঁক এতি নিখিলং শতসংবৎসরমায়ুরাপ্নোতি।

আয়ুরুপাসনস্য ফলমুক্ত্বা২মৃতোপাসনস্য ফলমাহ—

আপ্নোত্যমৃতত্বমক্ষিতিং স্বর্গে লোকে। ক্ষয়রহিতমমৃতত্বম্। স্পষ্ট প্রতর্দ্দনঃ প্রাণশব্দং শ্রুত্বা প্রাণানামিন্দ্রিয়াণামেকত্বং স্বয়মবগতং প্রসঙ্গাৎপৃচ্ছা

যেহেতু কেবল প্রাণদ্বারাই অন্য শরীর দ্বারা নহে, স্বর্গাদি পরলোকে তত্ব বা সুখ প্রাপ্ত হয়।

ভাল, প্রাণত ক্রিয়াশক্তিস্বরূপ, সুতরাং এতাদৃশ ভাব তাহার পারে; কিন্তু প্রজ্ঞার প্রয়োজন কি? এইহেতু বলিতেছেন,—

জ্ঞানশক্তিরূপ প্রজ্ঞাদ্বারা সত্য বাক্য, বা নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্ম, এবং সঙ্কল্প আমার হউক, ইত্যাকার মনের প্রচার অধিগত হয়।

এইরূপে প্রজ্ঞাদির উপযোগ বলিয়া আয়ুরূপে ও অমৃতরূপে উপাসনা কি, তাহা বলিতেছেন,—

সেই প্রসিদ্ধ উপাসক যে কেহই হউক, ইন্দ্ররূপ আমার প্রাণরূপে প্র ভূত আয়ুঃ ও অমৃতের উপাসনা করে, সে শতবর্ষরূপ সম্পূর্ণ আয়ুঃ প্রাপ্ত

আয়ু উপাসনের ফল বলিয়া অমৃত উপাসনের ফল বলিতেছেন,

ক্ষয় রহিত অমৃতত্ব স্বর্গলোকে প্রাপ্ত হয়।

প্রতর্দ্দন প্রাণশব্দ শুনিয়া প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের একত্ব নিজে অবগত প্রসঙ্গক্রমে জিজ্ঞাসা করিতেছে,—

তদ্ধৈক আহুরেকভূয়ং বৈ প্রাণা গচ্ছন্তীতি।

ন হি কশ্চন শক্নুয়াৎসকৃদ্বাচা নাম প্রজ্ঞাপয়িতুং চক্ষুষা রূপং শ্রোত্রেণ শব্দং মনসা ধ্যাতুমিত্যেকভূয়ং বৈ প্রাণাঃ।

একৈকমেতানি সর্ব্বাণ্যেব প্রজ্ঞাপয়ন্তি।

তত্তত্র প্রাণানামনেকত্বে সতি। হ কিল। একে কেচিদ্বিদ্বাংসঃ। আহুঃ কথয়ন্তি। একভূয়ং বৈ, একভাবমেব। প্রাণা ইন্দ্রিয়াণি। গচ্ছন্তি স্পষ্টম্। অনেন প্রকারেণাহঽহুরিত্যন্বয়ঃ।

প্রাণানামেকভাব উপপত্তিং যাং কথয়ন্তি তামাহ—

ন হি কশ্চন শক্নুয়াৎ। হি যস্মাৎকোঽপি ন শক্নুয়াৎ। সকৃদেকবারং যুগপদিত্যর্থঃ। বাচা নাম প্রজ্ঞাপয়িতুং চক্ষুষা রূপং শ্রোত্রেণ শব্দম্। বাগিন্দ্রিয়েণ নাম বক্তুমিতি শেষঃ। প্রজ্ঞাপয়িতুমবগময়িতুমবগন্তুমিতি যাবৎ। এতচ্চক্ষুঃশ্রোত্রাভ্যাং সংবধ্যতে। স্পষ্টমন্যৎ। মনসা ধ্যাতুং মনসা ধ্যানং কর্ত্তুম্। ইত্যনেন প্রকারেণৈকহেলয়া ব্যাপারাভাবেন। একভূয়ং বৈ প্রাণাঃ। ব্যাখ্যাতম্। পুনরভিধানং নিগমনার্থম্।

উক্তং হেতুং বিবৃণোতি—

একৈকং রূপরসাদিকং সর্ব্বাণ্যেব নিখিলান্যেকৈকমেবেত্যনেন সংবধ্যতে। স্পষ্টমন্যৎ। এতানি বাগাদীনি করণানি। প্রজ্ঞাপয়ন্তি প্রকর্ষেণ নিষ্পাদয়ন্তি।

প্রাণ অনেক হইলে, কোনও পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, ইন্দ্রিয়গণ একভাব প্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রাণগণে একতার যে উপপত্তি তাহারা বলেন; তাহা বলিতেছেন,—

যেহেতু কেহই একেবারে একই সময়ে যুগপৎ বাগিন্দ্রিয় দ্বারা নাম বলিতে, প্রজ্ঞাপিত করিতে, বা প্রজ্ঞাত করাইতে চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা রূপ দেখিতে, শ্রোত্রেন্দ্রিয় দ্বারা শব্দ শুনিতে ও মনঃ দ্বারা ধ্যান করিতে সক্ষম হয় না; একচেষ্টা বা একই সময়ে বহুবিধ ব্যাপার করিতে পারে না, সেই জন্য প্রাণরূপ ইন্দ্রিয়গণ একতা প্রাপ্ত।

উক্ত হেতুর বিবৃতি করিতেতেছেন,—

বাগাদিইন্দ্রিয়গণ প্রত্যেকে একএকটি বিষয়কেই বিজ্ঞাপিত করিয়া

(৭) এস্থলে একেকশব্দটি কাকাক্ষিগোলকন্যায়ে ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সহিত

বাচং বদন্তীং সৰ্ব্বে প্রাণা অনু বদন্তি।

চক্ষুঃ পশ্যৎসর্ব্বে প্রাণা অনু পশ্যন্তি শ্রোত্রং শৃণ্বৎ
প্রাণা অনু শৃণ্বন্তি মনো ধ্যায়ৎসর্ব্বে প্রাণা অনু ধ্যায়ন্তি
প্রাণন্তং সৰ্ব্বে প্রাণা অনু প্রাণন্তীতি।

একৈকমেব প্রজ্ঞাপয়ন্তীত্যুক্তে শৃঙ্গগ্রাহিকয়াহহ—

বাচং বদন্তীং বাগিন্দ্রিয়ং স্বব্যাপারং কুর্ব্বৎসর্ব্বে প্রাণা নিখিলানীন্দ্রিয়াণি ব
মিব বদন্তং সর্ব্বে সভাগতা অনু বদন্তি পশ্চাদ্বদনোপলক্ষিতং স্বং স্বং ব্যাপারং
ন্ত্যনুমোদন্তে বা ন ত্বেকহেলয়া ব্যাপারং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ।

যথা বাচো ব্যাপার ইতরেষাং স্বব্যাপারাদুপরমস্তথা চক্ষুঃশ্রোত্রমনঃপ্রা
ব্যাপারেহপীত্যাহ পর্য্যায়চতুষ্টয়েন—

চক্ষুঃ পশ্যৎসর্ব্বে প্রাণা অনু প্রাণন্তি। স্পষ্টম্। অনেনানেকাবধানা
কালে সূচ্যগ্রেণ শতপত্রসহস্রপত্রবেধনবদস্পষ্টবিভিন্নকালানি ব্যাখ্যেয়ানি।
প্রতর্দনপ্রশ্নপরিসমাপ্ত্যর্থঃ।

অন্বিত হইবে। প্রজ্ঞাপিত করে প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাপিত, বা নিষ্পাদিত করে

সামান্যাকারে বলিয়া শৃঙ্গগ্রাহী ন্যায়ে বিশেষ আকারে বলিতেছেন,-

বাগিন্দ্রিয় বলিতে থাকিলে অন্য সমস্ত প্রাণ নিখিল ইন্দ্রিয় রাজা, ব
থাকিলে যেমন অন্য সভাগত সকলে তাহারই অনুবাদ করিতে থাকে, সেই
অনুবাদ করিতে থাকে, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বদনোপলক্ষিত স্বস্বব্যাপার ক
থাকে, সেই বলারই অনুমোদন করিতে থাকে, কিন্তু অসাধারণ চেষ্টা ক
স্বস্বব্যাপার পৃথক্‌ভাবে করে না। অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়ে কথা বলিতে থাকি
অন্য ইন্দ্রিয়গণ যেন বাগিন্দ্রিয়ের সহিত মিলিয়া একই যোগে কার্য্য ক
থাকে, পৃথগ্‌ভাবে কোন ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সাধিত হয় না যেমন বাগি
ব্যাপার কালে অন্য ইন্দ্রিয়গণের স্বস্বব্যাপার উপরত থাকে, সেইরূপ
শ্রোত্র ও মনইন্দ্রিয়ের ব্যাপার কালেও অন্য ইন্দ্রিয়েরে ব্যাপার উপরত থা
এই কথা বলিতেছেন,—

চক্ষুরিন্দ্রিয় দেখিতে থাকিলে. অন্য ইন্দ্রিয়গণও অনুদর্শন করিতে থা
শ্রবণেন্দ্রিয় শ্রবণ করিতে থাকিলে, অন্য ইন্দ্রিয়গণ অনুশ্রবণ করিতে থা

এবমু হৈর্তাদতি হেন্দ্র উবাচ।
অস্তি ত্বেব প্রাণানাং নিঃশ্রেয়সমিতি। ২ ॥

প্রতর্দ্দনপ্রশ্নস্যেন্দ্রোঽঙ্গীকারেণৈবোত্তরমুক্তবানিত্যাহ—

এবম্, ইত্থমেবৈকহেলয়া ন সর্ব্বে প্রাণাঃ স্বস্বব্যাপারবন্তঃ। হ প্রসিদ্ধং সর্ব্ব-জনীনানুভবেন। এতদেকহেলয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং স্বস্বব্যাপারাকরণম্। ইতি হ, এবং কিল। ইন্দ্র উবাচ। স্পষ্টম্।

নমু সর্ব্বেষাং তবোপাধিত্বেসমানে কঃ পক্ষপাতস্তব প্রাণেঽস্মীত্যভিমান ইত্যত আহ—

অস্তিত্বেব তুশব্দঃ শঙ্কানিরাকরণার্থঃ। প্রাণো হি মম নিঃশ্রেয়সাত্মন উপা-ধির্নিঃশ্রেয়সরূপঃ। প্রসিদ্ধং তস্য নিঃশ্রেয়সং প্রাণসংবাদাদৌ ন চ তদাসীদ্ভবিষ্যতি

মনঃ ধ্যান করিতে থাকিলে ও অন্য ইন্দ্রিয়গণও যেন অনুধ্যান করিতে থাকে। সেইরূপ প্রাণ প্রাণন করিতে থাকিলে, সকল প্রাণ অনুপ্রাণন করিতে থাকে। তবে যে একই কালে অনেকানেক অবধান দেখা যায়, সূচ্যগ্রদ্বারা একই কালে শত পত্র, বা সহস্র পত্র বেধের ন্যায় কালক্রম থাকিলেও এতই অস্পষ্ট যে, তাহা ধরিতে পারা যায় না। এস্থলে যে ইতিশব্দ আছে, তাহার অর্থ হইতেছে যে, প্রতর্দ্দনের প্রশ্ন এই পর্য্যন্ত।

প্রতর্দ্দন কৃত প্রশ্ন ইন্দ্র অঙ্গীকার করিয়াই উত্তর করিয়াছিলেন, এই কথা বলিতেছেন,—

ইন্দ্র বলিয়াছিলেন,—সর্ব্বজনীন অনুভবে এইটিই এইরূপে প্রসিদ্ধ। হাঁ তুমি যে বলিলে, এক এক চেষ্টায় সকল ইন্দ্রিয়ে স্বস্বব্যাপার হয় না, তাহা সত্যই। অর্থাৎ একই কালে চেষ্টায় সকল ইন্দ্রিয়ের পৃথক্ পৃথক্ ব্যাপার হইতে পারে না, বা করেনা এটি সত্যই। এই কথা ইন্দ্র বলিয়া-ছিলেন।

আচ্ছা, সমস্ত প্রাণই ত তোমার সমান উপাধি. তবে প্রাণের উপর তোমার এত পক্ষপাত কেন যে, 'আমি প্রাণই হইতেছি' বলিয়া উপাসনা করিবলিলে?—এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—

এস্থলে তুশব্দটী অশঙ্কানিরাশার্থ।

জীবতি বাগপেতো মূকান্ হি পশ্যামো জীবতি চক্ষুরপেতো হ্ন্ধান্ হি পশ্যামো জীবতি শ্রোত্রাপেতো বধিরান্ হি পশ্যামো জীবতি মনোপেতো বালান্ হি পশ্যামো জীবতি বাহুচ্ছিন্নো জীব ত্যূরুচ্ছিন্ন ইতি।

যা কিঞ্চন্যেব বর্ত্তত এব ন তু কদাচিন্ন বর্ত্ততে। প্রাণানাং প্রাণস্য পঞ্চবৃত্তীনা নিঃশ্রেয়সং শরীরধারণোচ্ছ্বয়নাদিকম্। ইতি নিঃশ্রেয়সবর্ত্তমানত্বপ্রতিজ্ঞাপ সমাপ্ত্যর্থঃ। ২।

নচৈতন্নিঃশ্রেয়সং বাক্চক্ষুঃশ্রোত্রাণামপি ভবতীত্যাহ পর্য্যায়ক্রমেণ সহে কম্—

জীবতি বাগপেতো বালানৃতি পশ্যামঃ। স্পষ্টম্। বাক্চক্ষুঃশ্রোত্রমনোভি পেতো রহিতো জীবতীতি প্রজ্ঞাহত্র হেতুঃ। মূকান্ধবধিরাণাঞ্চ দর্শনম্। অ র্থঃ। ইন্দ্রিয়াণাং কার্য্যৈকগম্যত্বাৎকার্য্যাভাবে তদভাব ইতি চ। জীবতি বাহুচ্ছি জীবত্যূরুচ্ছিন্নঃ॥ স্পষ্টম্। পর্য্যায়দ্বয়েন হস্তপাদরহিতস্য জীবনমুচ্যতে। ই প্র কৃতপর্য্যায়পরিসমাপ্ত্যর্থঃ॥

শরীরধারণার্থ প্রা ের পঞ্চবৃত্তির উচ্ছ্বয়নরূপ নিঃশ্রেয়স আছেই। আ নিঃশ্রেয়সাত্মা, আমার উপাধিও নিঃশ্রেসরূপ। প্রাণসম্বাদাদিতে প্রা নিঃশ্রেয়স প্রসিদ্ধই আছে। অবশ্য তাহা কখন ছিল, কি কখন হইবে তাহা নহে, কিন্তু আছেই, কখন যে নাই, তাহা নহে। এস্থলের ই নিঃশ্রেয়সের বর্ত্তমান ভাববিষয়িনী প্রতিজ্ঞার পরিসমাপ্তিরজন্য॥ ২॥

এই নিঃশ্রেয়স বাক্, চক্ষুঃ ও শ্রোত্রের নাই; এই কথা পর্য্যায়ক্রমে সহে কীর্ত্তন করিতেছেন;—

জীবিত থাকিতে বাগিন্দ্রিয় রহিত হইলে তাহাদিগকে মূক (বোবা) ব দেখিতে পাই; জীবিত থাকিতে চক্ষুরিন্দ্রিয় রহিত হইলে, তাহাদিগকে ... দেখিতে পাই। জীবিত থাকিতে শ্রোত্রহীন হইলে, তাহাদিগকে ব ... দেখিতে পাই। জীবিত থাকিতে মনো রহিত হইলে, তাহাদিগকে বা ... দেখিতে পাই। জীবিত থাকিতে ছিন্নবাহু হইলে, বা জীবিত থাকি ... ক হইলেও তাহাদিগকে বাহুকুণ্ঠ বা খঞ্জ বলিয়াইত দেখিতে পাই।

এবং হি পশ্যাম ইতি।

অথ খলু প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মেদং শরীরং পরিগৃহ্যোত্থাপয়তি।

তস্মাদেতদেবোক্থমুপাসীত।

একহেলয়োভয়ত্র হেতুমাহ—

এবং হি পশ্যামঃ। হি যস্মাদেবং ছিন্নহস্তপাদানাং জীবনং পশ্যামোঽবলোকয়াম। চ দৃষ্টেঽনুপপন্নং নামেত্যর্থঃ। ইত্যনেন প্রকারেণাঙ্গীকৃতা। ইতি হেতু বাচেত্যন্বয়ঃ। অথবাঽন্ত্য ইতিশব্দোঽঙ্গীকারার্থোঽন্যস্ত প্রকারার্থ ইতি॥

এতন্নিঃশ্রেয়সমস্তোবেত্যস্মিন্নর্থ উপপত্তির্ন্যোত্যাহ—

অথ যস্মাৎখলু নিশ্চিতং সর্ব্বপ্রত্যক্ষমিতি যাবৎ। প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা ক্রিয়া শক্ত্যুপাধিক এব জ্ঞানশক্ত্যুপাধিকো ন ত্বন্যঃ। ইদং প্রত্যক্ষং শরীরং দেহং পরিগৃহ্যাহং মমেতি বা স্বীকৃত্যোত্থাপয়তি শয়নাসনাদিভ্য উর্দ্ধং নয়তি॥

ইদানীং প্রসঙ্গাদুপাসনান্তরং শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধং প্রাণে স্মারয়তি।

তই থাকে। ইন্দ্রিয়গণকে কেহই দেখিতে পায় না; তবে কার্য্য দ্বারা দিগের অস্তিত্ব বোধ হয় মাত্র। সেই জন্য যখন তাহাদিগের কার্য্য করিবার তা থাকে না, তখন সুতরাং সে ইন্দ্রিয় নাই বলিয়াই বুঝিতে হইবে। এস্থলে ইতিশব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার অর্থ হইতেছে প্রকৃত পর্য্যায়ের পরি-প্তি।

একচেষ্টায় উভয়স্থলেই হেতু দেওয়া হইতেছে।

যেহেতু এইরূপে ছিন্ন হস্ত পদাদি ব্যক্তির জীবন আছে, দেখিতে পাওয়া যায়, ত্য যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে আর অনুপপত্তি কি হইতে পারে? ই হেতু প্রাণই আমার শ্রেষ্ঠ উপাধি, এবং 'আমি প্রাণই হইতেছি' এইপ্রকার াসনা করিতে বলিতেছি, জানিবে। ইতিশব্দের অর্থ প্রকার। অর্থাৎ ইন্দ্র ই প্রকারে অঙ্গীকার করিয়া উত্তর করিয়া ছিলেন। অথবা প্রথম ইতিশব্দ কারার্থ, দ্বিতীয় ইতিশব্দ প্রকারার্থ জানিবে।

নিঃশ্রেয়স আছেই, এই অর্থে উপপত্তি অনুসন্ধেয় এই কথা বলিতেছেন;—

যেহেতু এটি সর্ব্বপ্রত্যক্ষ যে ক্রিয়াশক্ত্যুপাধিক প্রাণ জ্ঞানশক্ত্যুপাধিক, নহে। সেই প্রাণ এই দেহকে 'আমি, ও আমার' বলিয়া স্বীকার করিয়া

যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা যা বা প্রজ্ঞা স প্রাণঃ।

সহ হ্যেতাবস্মিঞ্ছরীরে বসতঃ সহোৎক্রামতস্তস্যৈ দৃষ্টিঃ।

তস্মাদ্যত ইদং শরীরমুত্থাপয়তি প্রাণ ... এতদেবোত্থাপনহেতুভূতমেব ... উক্থমুক্থশব্দাভিধেয়ম্। উপাসীত। ব্যাখ্যাতম্॥

নন্ন যদি প্রাণ উক্থত্বেনোপাস্যস্তর্হি পঞ্চবৃত্তিমাত্রং বিবক্ষিতং ন পরমাত্মে... আহ—

যো বৈ প্রাণো য এবাত্র প্রাণশব্দাভিধেয়ঃ। সা প্রসিদ্ধা প্রজ্ঞা সর্ব্ব... ক্ষিণী সংবিৎ। যা বা যা বৈ প্রজ্ঞোক্তা। স প্রসিদ্ধঃ। প্রাণঃ প্রাণোপা... পরমাত্মা॥

নন্ন কস্মাদেতদেকমেব তবোপাধিভূতমিত্যত আহ—

সহ মিলিত্বা। হি যস্মাৎ। এতৌ প্রজ্ঞাপ্রাণৌ। অস্মিঞ্ছরীরে।... বসতো নিবাসং কুরুতো জীবেন সহ মিলিত্বোৎক্রামতোঽস্মাচ্ছরীরাদুৎক্রমণং ক... মরণে। পাঠান্তরে যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা যা বা প্রজ্ঞা স প্রাণ ইতি। প্রাণোপাধিকস্য। এষৈবেত্থমেব বক্ষ্যমাণা। দৃষ্টির্দর্শনাপরপর্য্যায়াঽবগতিঃ। ত... বস্থায়াং প্রাণশব্দাভিধেয়োঽবগন্তব্য ইত্যর্থঃ॥

শয্যা ও আসনাদি হইতে উত্থাপিত উর্দ্ধেনয়ন করে, প্রসঙ্গক্রমে এখন ... প্রাণের উপাসনাবিশেষ স্মরিত করিতেছেন ;—

সেই হেতু এই উত্থাপনের হেতুভূত প্রাণকে উক্থ শব্দের অ... বলিয়া উপাসনা করিবে।

আচ্ছা, যদি এই প্রাণই তোমার উক্থরূপে উপাস্য হয়, তবেত পঞ্চবৃত্তি তোমার উপাস্য হইল; পরমাত্মাত আর উপাস্য হইলেন না। ... বলিতেছেন ;—

এস্থলে যে প্রাণশব্দের অভিধেয়, সেই প্রসিদ্ধ প্রজ্ঞা বা সর্ব্ববোধ... সংবিৎ। যাহাকে প্রজ্ঞা বলা হইল, সেই প্রসিদ্ধ প্রাণোপাধিক পরমাত্মা।

আচ্ছা, তুমি এক, এই দুইটি তোমার কি করিয়া একই উপাধি ... এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।

যেহেতু এই প্রজ্ঞা ও প্রাণ একযোগে মিলিয়া এই শরীরে নিবাস...

এতদ্বিজ্ঞানম্।

যত্রৈতৎপুরুষঃ সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যত্যথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি।

এবৈব দৃষ্টিরিতি ব্যাকরোতি—

এতদ্বিজ্ঞানং যদেতৎসুষুপ্তং তদেবাত্মনঃ প্রাণত্ববিজ্ঞপ্তিকারণম্॥

এতচ্ছব্দার্থমাহ—

যত্র যস্যামবস্থায়াম্। এতৎসর্ব্ববিশেষবোধশূন্যং যথা স্যাত্তথা। পুরুষো বস্তুতঃ পরিপূর্ণোঽপি পুরিশয়ঃ। সুপ্তঃ শয়নমধিগতঃ। স্বপ্নং জাগ্রদ্বাসনারূপং পদার্থজাতং ন কঞ্চন পশ্যতি কমপি নাবলোকয়তি। অথ তদা স্বপ্নানবলোকনকালে। অস্মিন্মুখাদিসঞ্চারিণি তিরস্কৃতজ্ঞানশক্তৌ। প্রাণ এব ক্রিয়াশক্তাবেব ন অন্যত্র। একধা ভবতি, একত্বং গচ্ছতি। প্রাণোপাধিকঃ প্রাণশব্দার্হঃ পুরুষো ভবতীত্যর্থঃ॥

নন্ তদা বাগাদীনি করণানি ক যান্তীত্যত আহ -

আবার জীবের সহিত মিলিয়া উভয়েই একযোগে এই শরীব হইতে মরণকালে উৎক্রমণ করে। পাঠান্তর থাকিলে, যেহেতু প্রাণ, সেই প্রজ্ঞা, যে প্রজ্ঞা সেই প্রাণ, সেই প্রাণোপাধিকের এই প্রকারে বক্ষ্যমাণ দৃষ্টি, দর্শন, অবগতি কর্ত্তব্য। এই অবস্থায় প্রাণশব্দের অভিধেয় অবগন্তব্য।

এই প্রকারে দৃষ্টি কর্ত্তব্য, একথার প্রকাশ করিতেছেন ;—

এই সুষুপ্ত, সেই আত্মার প্রাণত্ববিজ্ঞপ্তির কারণ। এই শব্দের অর্থ বলিতেছেন ;—

যে অবস্থায় সর্ব্ববিশেষ বোধ শূন্য হয় যাহা হইলে, সেইরূপে বস্তুতঃ পূর্ণ হইলেও নবদ্বার পুরে শায়ী পুরুষ সুপ্ত শয়ন প্রাপ্ত হইয়া স্বপ্ন জাগ্রদ্বাসনারূপ পদার্থ সমূহের কিছুই অবলোকন করে না ; তখন এই মুখাদিতে সঞ্চরণকারী জ্ঞানশক্তি রহিত প্রাণরূপ ক্রিয়াশক্তিতে, অন্য কিছুতে নহে, একতাকে প্রাপ্ত হয়। তখন পুরুষ প্রাণোপাধিক ও প্রাণশব্দেরযোগ্য হয়।

আচ্ছা, তখন বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ কোথায় যায়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন ;—

তদেদম্।

বাক্‌সর্ব্বৈর্নামভিঃ সহাপ্যেতি চক্ষুঃ সর্ব্বৈ রূপৈঃ সহাপে
শ্রোত্রং সর্ব্বৈঃ শব্দৈঃ সহাপ্যেতি মনঃ সর্ব্বৈর্ধ্যানৈঃ সহাপ্যে
স যদা প্রতিবুধ্যতে।

যথাঽগ্নের্জ্জ্বলতঃ সর্ব্বা দিশো বিস্ফুলিঙ্গা বিপ্রতিষ্ঠেরে

তদা তস্মিন্‌প্রাণ একধাভবনকালে। এনং প্রাণোপাধিকমাত্মানম্॥

বাক্‌চক্ষুঃশ্রোত্রমনাংসি সবিষয়াণি লয়ং গচ্ছন্তীতি পর্য্যায়চতুষ্টয়েনাঽহ--
বাক্‌সর্ব্বৈর্নামভিঃ সহাপ্যেতি। স্পষ্টম্॥

ননু প্রাণে লীনানাং তেষাং সমুদ্র ইব সরিতাং কুতঃ পুনরুৎপত্তিরিত্যত আহ
স প্রাণোপাধিকঃ পুরুষো যদা যস্মিন্‌কালে প্রতিবুধ্যতে জাগরণং গচ্ছতি॥

জাগরণাবসর এতস্মাদুৎপত্তৌ দৃষ্টান্তমাহ—

যথা দৃষ্টান্তে। অগ্নের্জাতবেদসো জ্বলতো জাজ্বল্যমানাৎ। সর্ব্বা দিশো বি
লিঙ্গাঃ ক্ষুদ্রা অগ্নিকণা বিপ্রতিষ্ঠেরন্‌বিবিধাস্তু দিক্ষু নির্গচ্ছন্তি। এবমেবানেন
প্রকারেণ ন ত্বন্যথা। এতস্মাৎ প্রাণোপাধিকাদাত্মন আনন্দাত্মনঃ প্রাণা বাগাদ

পুরুষ যখন প্রাণে একতা প্রাপ্ত হয়, তখন এই প্রাণোপাধিক আত্মাকে প্রা
হইয়া বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ও মনঃ, এই সকল করণ বিষয়ের সহিত লয় পাইয়া যায়
এই কথা পর্য্যায় চতুষ্টয় দ্বারা বলিতেছেন ;—

সর্ব্ববিধ নামের সহিত বাগিন্দ্রিয় লয় প্রাপ্ত হয় ; সর্ব্বপ্রকার রূপের সহি
চক্ষুরিন্দ্রিয় লয় হয় ; সকল শব্দের সহিত শ্রবণেন্দ্রিয় বিলয় পাইয়া থাকে ; নিখি
ধ্যানের সহিত মনঃ বিলীন হয়।

ভাল, যেমন সমুদ্রে নদীসকলের লয় হয়, সেই রূপ প্রাণে ইন্দ্রিয় বিলীন
হইয়া আবার কোথা হইতে উৎপন্ন হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন ;—

সেই প্রাণোপাধিক পুরুষ যখন জাগরণ প্রাপ্ত হয়, প্রতিবোধ প্রাপ্ত হয়,
প্রত্যেক বোধের অনুগমন করে, অর্থাৎ জাগ্রৎ হয়,—

সেই জাগরণ সময়ে পুরুষ হইতে ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তিতে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন
করিতেছেন ;—

যেমন জাজ্বল্যমান অগ্নি হইতে সকলদিকে ক্ষুদ্র অগ্নিকণাসকল বিচ্ছুরিত

ম্নবৈতস্মাদাত্মনঃ প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকাঃ।

তস্যৈষৈব সিদ্ধিঃ।

এতদ্বিজ্ঞানম্।

যত্রৈতৎপুরুষ আর্ত্তো মরিষ্যন্নাবল্যং ন্যেত্য সংমোহং ন্যেতি দাহুঃ।

যায়তনং যস্য যাদৃশং স্থানং জিহ্বাদি তত্তদিশ্য বিপ্রতিষ্ঠন্তে বিবিধং নিগচ্ছন্তি। প্রাণেভ্যো দেবা অগ্ন্যাদয়ঃ। বিপ্রতিষ্ঠন্ত এতদনুবর্ত্ততেঽত্র বক্ষ্যমাণে চ। দেবেভ্যোঽগ্ন্যাদিভ্যো লোকা নামাদয়ো বিষয়াঃ॥

জীবতঃ প্রাণোপাধিকত্বমুক্তং। মরণেঽপি প্রাণোপাধিকত্বমাহ—

তস্য প্রাণোপাধিকস্য। এষৈব মরণাবস্থারূপৈব নত্বন্যা। সিদ্ধিঃ প্রসিদ্ধিঃ যন্তে॥

এষৈব সিদ্ধিরিতি ব্যাকরোতি—

এতন্মরণং সর্ব্বপ্রত্যক্ষম্। বিজ্ঞানং বিজ্ঞায়তেঽনেনেতি বিজ্ঞানং প্রমাণমিতি ২॥

এতচ্ছব্দোক্তং মরণমাহ—

তে থাকে, এই প্রকারে এই প্রাণোপাধিক আত্মা হইতে বাগাদি ইন্দ্রিয় সকল যার যেরূপ আয়তন, জিহ্বাদি, তাহাতে বিচ্ছুরিত হইতে থাকে। প্রাণ সকল তে অগ্নি আদি দেবগণ, এবং অগ্ন্যাদি দেবগণ হইতে নামাদি বিষয় সকলও চ্ছুরিত হইতে থাকে।

এইরূপ জীবিত পুরুষের প্রাণ উপাধি বলিয়া মৃতপুরুষেরও প্রাণই উপাধি, ইহা বলিতেছেন,—

সেই প্রাণোপাধিক পুরুষের মরণাবস্থাও প্রাণস্থে প্রসিদ্ধ।

এই প্রসিদ্ধির প্রমাণ করিতেছেন ;—

এই সর্ব্বপ্রত্যক্ষ মরণ বিশিষ্টজ্ঞানের প্রমাণ।

এই শব্দের লক্ষ্য যে মরণ, সেই মরণটি কি, তাহা বলিতেছেন ;—

উদক্রমীচ্চিত্তম্।

ন শৃণোতি ন পশ্যতি ন বাচা বদতি ন ধ্যায়ত্যথাস্মিন্ এবৈকধা ভবতি তদৈনং বাক্‌সর্ব্বৈর্নামভিঃ সহাপ্যেতি চক্ষুঃ রূপৈঃ সহাপ্যেতি শ্রোত্রং সর্ব্বৈঃ শব্দৈঃ সহাপ্যেতি মনঃ স ধ্যানৈঃ সহাপ্যেতি যদা প্রতিবুধ্যতে যথাঽগ্নের্জ্বলতো বি লিঙ্গা বিপ্রতিষ্ঠেরন্নেবমেবৈতস্মাদাত্মনঃ প্রাণা যথায়তনং ি তিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকাঃ। ৩॥

যত্র যস্যামবস্থায়ামেতৎপুরুষোঽয়ং পুমান্‌প্রত্যক্ষো মনুষ্যত্বাভিমানী। জরাব্যাধ্যাদীনাং বশ্যং প্রাপ্তঃ। মরিষ্যন্মরণং করিষ্যন্নাসন্নমরণ ইত্যর্থঃ। আ মবলস্য দুর্ব্বলস্য ভাব আবল্যং হস্তপাদাদ্যবশ্যত্বমিত্যর্থঃ। নোত্য নিতরামা সংমোহং বন্ধ্বাদ্যপরিজ্ঞানলক্ষণং ন্যেতি নিতরামাগচ্ছতি। তদাহুঃ সমী কথয়ন্তি।

সমীপস্থোক্তিমাহ—

উদক্রমীদুৎক্রমণমকরোৎ। চিত্তং মনঃ॥

চিত্তোৎক্রমণে লিঙ্গান্যাহঃ—

ন শৃণোতি ন পশ্যতি ন বাচা বদতি ন ধ্যায়তি। স্পষ্টম্। ইত্যনেন প্রকা ঽঽহুরিত্যন্বয়ঃ। অথাস্মিন্‌প্রাণ দেবা দেবেভ্যো লোকাঃ। অথ তদাঽস্মিন্নবব

যে অবস্থায় এই মনুষ্যত্বাভিমানী পুরুষ জরা, ও ব্যাধি আদির বশীভূত হ আসন্ন মৃত্যু হয়, তখন অবলের ভাব যে হস্তপদাদির অবশতারূপ আবল্য নি প্রাপ্ত হইয়া, বন্ধনাদির অপরিজ্ঞানরূপ সম্মোহ ও নিতরাং প্রাপ্ত হয়। নিকটস্থ ব্যক্তিরা বলিয়া থাকে;—

সমীপস্থব্যক্তিদিগের কথা বলিতেছেন,—

ইহার চিত্ত, মনঃ উৎক্রমণ করিয়াছে।

চিত্ত উৎক্রান্ত হইবার চিহ্নসকল বলিতেছেন,—

শ্রবণ করিতেছে না, বাগিন্দ্রিয় দ্বারা কথা বলিতেছে না, এবং মন দ্ব ধ্যানও করিতেছে না তখন এই প্রাণে সকলে যাইয়া একতা প্রাপ্ত হয়। ত

স যদাঽস্মাচ্ছরীরাদুৎক্রামতি সহৈবৈতৈঃ সর্বৈরুৎক্রামতি বাগস্মাৎ সর্বাণি নামান্যভিবিসৃজতে।

প্রবুধ্যত উৎপদ্যতে শরীরান্তরগ্রহণং করোতি তস্মিন্নপি শরীরে মোহাদ্বিমুক্তো ইত্যর্থঃ। ব্যাখ্যাতমন্যৎ ॥ ৩ ॥

এবং মরণকালে মূর্চ্ছামিন্দ্রিয়াণাং লয়মভিধায় শরীরাদুৎক্রমণে তস্মিন্নেব লয়ে শেষমাহ—

স মুমূর্ষুর্যদা যস্মিন্কালে। অস্মাৎপ্রত্যক্ষাচ্ছরীরাচ্ছীর্ণবয়বাদেহাদুৎক্রামত্যূর্দ্ধ্বং চ্ছতি সহৈবৈতৈঃ সর্বৈরুৎক্রামতি। বাগাখ্যমিন্দ্রিয়মস্মাৎস্বামিনঃ সর্বাণি নিখিলানি মানি স্ববিষয়ভূতানি। অভিবিসৃজতে সর্বতঃ পরিত্যজতি স্ববিষয়ব্যাপারাৎসর্ব্ব-উপরমং প্রাপ্য পুনর্ভোগং ন প্রযচ্ছতীত্যর্থঃ ॥

ননু যদি বাঙ্নামান্যভিবিসৃজতেঽস্মা তর্হ্যন্যেন তৎপ্রাপ্তিরস্তিত্যত আহ—

ইন্দ্রিয় সর্ব্ববিধ নামের সহিত ইহাকে প্রাপ্ত হয়—ইহা লয় পায়; চক্ষুঃ সর্ব্ববিধ রূপের সহিত ইহাতে লয় প্রাপ্ত হয়; শ্রোত্র সকল শব্দের সহিত ইহাতে লয় হয়; ও সর্ব্ববিধ ধ্যানের সহিত ইহাতে বিলীন হয়। যখন আবার শরীরান্তর গ্রহণ জন্য প্রতিবুদ্ধ হয়,জাগরণ প্রাপ্ত হয়, তখন আবার সেই শরীরে সেই মোহ হইতে মুক্ত হয়। তখন যেমন জাজ্বল্যমান অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গ সকল ইতস্ততো বিচ্ছুরিত হয়, সেইরূপ এই প্রাণোপাধিক আত্মা হইতে প্রাণ সকল যাহার যে আয়তন, তাহাতেই বিশিষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রাণ সকল হইতে দেবগণ এবং দেবগণ হইতে নামাদি বিষয় সকল বিনিঃপ্রাপ্ত হয় ॥ ৩ ॥

এইরূপে মরণকালে ইন্দ্রিয়গণের মূর্চ্ছারূপে লয় বলিয়া, শরীর হইতে উৎক্রমণ কালে সেই লয়ে কিছু বিশেষ আছে, বলিতেছেন,—

সেই মুমূর্ষু যখন এই শরীর হইতে উৎক্রান্ত হয়, তখন এই সকলের সহিতই উৎক্রান্ত হয়। তখন বগিন্দ্রিয় এই স্বামী হইতে স্ববিষয়ীভূত নাম সকল অভি-সৃষ্ট করে,—স্ববিষয় ব্যাপার হইতে সর্ব্বথা উপরত হইয়া আবার ভোগ প্রদান করে না।

ভাল, যদি বাগিন্দ্রিয় এই স্বামী হইতে নাম সকল অভিবিসৃষ্ট করে, তবে অন্যে প্রাপ্ত হউক? এই জন্য বলিতেছেন;—

বাচা সর্ব্বাণি নামান্যাপ্নোতি।

প্রাণোঽস্মাৎসর্ব্বান্‌গন্ধানভিবিসৃজতে প্রাণেন সর্ব্বান্‌[illegible] নাপ্নোতি চক্ষুরস্মাৎসর্ব্বাণি রূপাণ্যভিবিসৃজতে চক্ষুষা স[illegible] রূপাণ্যাপ্নোতি শ্রোত্রমস্মাৎসর্ব্বাঞ্ শব্দানভিবিসৃজতে শ্রো[illegible] সর্ব্বাঞ্ শব্দানাপ্নোতি মনোঽস্মাৎসর্ব্বাণি ধ্যানান্যভিবিসৃ[illegible] মনসা সর্ব্বাণি ধ্যানান্যাপ্নোতি সৈষা প্রাণে সর্ব্বাপ্তিঃ।

বাচা সর্ব্বাণি নামান্যাপ্নোতি। স্পষ্টম্। অথবা নাম্নাং পরিত্যাগং [illegible] করোতি তথাচ স্বয়ং প্রাণে বিলীনা স্ববিষয়রহিতা স্যাদিত্যত আহ—বাচে[illegible] অয়মর্থঃ, ন বাঙ্মাত্রং প্রলীয়তে প্রাণে কিন্তু প্রাণো বাচা সহ সর্ব্বাণি ন[illegible] প্নোতি বাগা ন স্ববিষয়রহিতা প্রাণে প্রলীয়ত ইতি।

যথা বাক্‌তথা ঘ্রা (প্রা) ণচক্ষুঃশ্রোত্রমনাংসীতি পর্য্যায়চতুষ্টয়েনাহ—

প্রাণোঽস্মা ধ্যানান্যাপ্নোতি। বাক্‌পর্য্যায়বৎপ্রাণচক্ষুঃশ্রোত্রমনঃ[illegible] সবিষয়া ব্যাখ্যেয়াঃ। সা প্রসিদ্ধা। এষা স যদেত্যাদিনোক্তা। প্রাণে [illegible] পাধিকআত্মনি। সর্ব্বাপ্তির্বিষয়েন্দ্রিয়াদিলক্ষণস্য সর্ব্বত্র প্রাপ্তিঃ।

বাগিন্দ্রিয়ের সহিত নাম সকলকে প্রাপ্ত হয়।

অথবা, বাগিন্দ্রিয় যদি নামের পরিত্যাগ করে, তবে প্রাণে স্বয়ং বিলীন[illegible] স্ববিষয় রহিত হউক? এই জন্য বলিতেছেন ;—প্রাণে কেবল মাত্র বাগি[illegible] লয় হয় না ; কিন্তু প্রাণ বাগিন্দ্রিয়ের সহিত নামসকলকে প্রাপ্ত হয়, অর্থা[illegible] ও বাগিন্দ্রিয়, এ উভয়ই প্রাণে বিলয় প্রাপ্ত হয়।

যেমন বাগিন্দ্রিয়, সেইরূপ প্রাণ, চক্ষুঃ শ্রোত্র, মনঃও বিষয়ের সহিতই [illegible] হয়, এই কথা পর্য্যায় চতুষ্টয়দ্বারা বলিতেছেন ;—

এই স্বামী হইতে প্রাণ সমস্ত গন্ধকে অভিবিসৃষ্ট করে ; প্রাণের সহিত গন্ধকে প্রাপ্ত হয়। এই স্বামী হইতে চক্ষুঃ সমস্ত রূপের অভিবিসৃষ্ট করে; চক্ষুর[illegible] সমস্তরূপকে প্রাপ্ত হয়। শ্রোত্র এই স্বামী হইতে সর্ব্বপ্রকার শব্দের অভি[illegible] করে, শ্রোত্রের সহিত সমস্ত শব্দকে প্রাপ্ত হয়। মনঃ এই স্বামী হইতে [illegible] ধ্যানকে অভিবিসৃষ্ট করে ; মনের সহিত সকল ধ্যানকে প্রাপ্ত হয়। এই

যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা যা বা প্রজ্ঞা স প্রাণঃ সহহ্যেতাবস্মিঞ্ছরীরে বসতঃ সহোৎক্রামতঃ।

অথ খলু যথাঽস্যৈ প্রজ্ঞায়ৈ সর্ব্বাণি ভূতান্যেকং ভবন্তি তদ্ব্যাখ্যাস্যামঃ। ৪॥

ন চায়ং প্রাণঃ পঞ্চবৃত্তিমাত্রং কিন্তু ক্রিয়াজ্ঞানশক্ত্যুপাধিক আত্মেত্যেতদুক্তং স্মারয়তি—

যো বৈ প্রাণঃ সহোৎক্রামতঃ। ব্যাখ্যাতম্।

নন্বু প্রাণে সর্ব্বেষাং ভূতানামেকাভাব উক্তো নতু প্রজ্ঞায়াং তৎকথং প্রাণপ্রজ্ঞয়োঃ সর্ব্বাত্মনৈক্যমিত্যাশঙ্ক্য প্রজ্ঞায়া অপি প্রাণবৎ সার্ব্বাত্ম্যকথনায়াহ—

অথ প্রাণস্য সার্ব্বাত্ম্যকথনানন্তরম্। খলু নিশ্চিতম্। যথা যেন প্রকারেণ। অস্যৈ প্রজ্ঞায়ৈ, অস্যাং প্রজ্ঞায়াং জ্ঞানশক্তৌ চৈতন্যে সাক্ষিণ্যাম্। সর্ব্বাণি ভূতানি খলানি বাগাদীনি সবিষয়াণি স্থিরজঙ্গমশব্দাভিধেয়ানি। একং ভবন্তি প্রাণেকধা ভবন্তি। তত্তথা। ব্যাখ্যাস্যামো বিস্পষ্টমাসমন্তাৎপ্রকথয়িষ্যামঃ। ৪॥

প্রাণে সর্ব্ব প্রাপ্তি। প্রাণোপাধিক আত্মাতে বিষয় ও ইন্দ্রিয় সকলের প্রাপ্তি প্রকারের।

এই প্রাণ পঞ্চবৃত্তিমাত্র নহে; কিন্তু জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি যাহার উপাধি, আত্মা। এই কথাটী স্মরণ করাইয়া দিতেছেন,—

যে প্রাণ, সেই প্রজ্ঞা; যে প্রজ্ঞা, সেই প্রাণ; এশরীরে একটি পরস্পর বাস করে ও সহ উৎক্রমণ করে।

ভাল, প্রাণে সকল ভূতের একাভাব উক্ত হইয়াছে, কিন্তু প্রজ্ঞাতেত একীভাব হয় নাই। তবে কি করিয়া প্রাণ ও প্রজ্ঞাতে সকলের সর্ব্বথা ঐক্য বলিতেছ? আশঙ্কা করিয়া, প্রাণের ন্যায় প্রজ্ঞারও সর্ব্বাত্মতা কথনের জন্য বলিতেছেন;—

প্রাণের সর্ব্বাত্মতা কথনানন্তর প্রজ্ঞার সর্ব্বাত্মতা কীর্ত্তন করা যাইতেছে;—প্রকারে এই সাক্ষি স্বরূপ জ্ঞানশক্তি চৈতন্যরূপ প্রজ্ঞাতে সমস্ত সবিষয় বাগাদি

বাগেবাস্যা একমঙ্গমদূদুহৎ তস্যৈ নাম পরস্তাৎপ্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা।

একভাবং প্রতিজ্ঞায় প্রথমতঃ প্রজ্ঞায়া বিভাগমাহ—

বাগেব বাগিন্দ্রিয়মেব প্রসিদ্ধং নত্বন্যৎ। অস্যাঃ প্রজ্ঞায়াঃ। একমঙ্গ ভাগং গোরিবৈকস্তনম্। অদূদুহদদুগ্ধবৎ। স্বাধীনং কৃতবতীত্যর্থঃ। তস্যৈ দুগ্ধৈকভাগপ্রজ্ঞায়া বাচো নাম বক্তব্যং শব্দজাতম্। পরস্তাদ্বিষয়ত্বেন পরস্মিন্দেশে। প্রতিবিহিতা বিনির্মিতা ভূতমাত্রা ভূতভাগঃ। যদ্বৎ ইতি তস্যা বিষয়ত্বেন প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা বা নামৈবেত্যন্বয়ঃ।

যথা বাক্প্রজ্ঞায়া একমঙ্গমদূদুহদ্‌যথা চ তস্যাঃ পরস্তাৎপ্রতিবিহিতা ভূ নামৈবং প্রাণচক্ষুঃশ্রোত্ররসনহস্তশরীরোপস্থপাদবুদ্ধিস্থসংবিদ একৈকমঙ্গ আসাং যথাক্রমং পরস্তাৎপ্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা গন্ধরূপশব্দান্নরসকর্ম্মসুখদুঃখ রতিপ্রজাত্যাদিধীবিজ্ঞাতব্যকামা ইতি পর্য্যায়নবকেনাহ—

ইন্দ্রিয় ও স্থির জঙ্গমাদি শব্দাভিধেয় ভূত সকল একত্র প্রাপ্ত হয়, তাহা বিস্পষ্ট সর্ব্বতোভাবে বলিবে ॥ ৪ ॥

একভাব বলিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রথমতঃ প্রজ্ঞার বিভাগ বলিতেছেন:—

যেমন গোর স্তন গোর একটি অঙ্গ; সেইরূপ বাগিন্দ্রিয় এই প্রজ্ঞার অঙ্গ দোহন করিয়াছে। অর্থাৎ স্বায়ত্তাধীন করিয়াছে। সেই বাগী নাম বক্তব্য শব্দ সমূহ বহির্দেশে ভূতভাগকে বিনির্ম্মিত করিয়াছে। অর্থাৎ বিষয় রূপে ভূতমাত্রা বা নাম প্রতিবিহিত হইয়াছে।

এই বাগিন্দ্রিয়ের ন্যায় ঘ্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, রসন, হস্ত, শরীর, উপস্থ, বুদ্ধিস্থসংবিৎ ও এক একটি অঙ্গের দোহন করিয়াছে। নামের ন্যায় বাহ্য যথাক্রমে ভূতমাত্রাকেই গন্ধ, রূপ, শব্দ, অন্নরস, কর্ম্ম, সুখ, দুঃখ, আনন্দ, প্রজাতি, ইত্যাদি ও ধীবিজ্ঞাতব্য, এবং কামও বিনির্ম্মিত হইয়াছে। এই বলিতেছেন:—

প্রাণ এবাস্যা একমঙ্গমদূহ্লং তস্য গন্ধঃ পরস্তাৎপ্রতি-বিহিতা ভূতমাত্রা চক্ষুরেবাস্যা একমঙ্গমদূহ্লং তস্য রূপং পর-স্তাৎপ্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা শ্রোত্রমেবাস্যা একমঙ্গমদূহ্লং তস্য শব্দঃ পরস্তাৎপ্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা জিহ্বৈবাস্যা একমঙ্গমদূহ্লং তস্যা অন্নরসঃ পরস্তাৎপ্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা হস্তাবেবাস্যা এক-মঙ্গমদূহ্লং তয়োঃ কর্ম্ম পরস্তাৎপ্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা শরীর-মেবাস্যা একমঙ্গমদূহ্লং তস্য সুখদুঃখে পরস্তাৎপ্রতিবিহিতা ভূতমাত্রোপস্থ এবাস্যা একমঙ্গমদূহ্লং তস্যাহহনন্দো রতিঃ প্রজাতিঃ পরস্তাৎপ্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা পাদাবেবাস্যা একমঙ্গম-দূহ্লং তয়োরিত্যাঃ পরস্তাৎপ্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা প্রজ্ঞৈবাস্যা একমঙ্গমদূহ্লং তস্যৈ ধিয়ো বিজ্ঞাতব্যং কামাঃ পরস্তাৎপ্রতি-বিহিতা ভূতমাত্রা ॥ ৫ ॥

প্রাণ এবাস্যা ভূতমাত্রা । বাক্‌পর্য্যায়বচ্চক্ষুরাদয়ো নবাপি পর্য্যায়া ব্যাখ্যেয়াঃ । ৫ ॥

প্রাণ ইহার এক অঙ্গ দোহন করিয়াছে । ভূতমাত্রা তাহার বহির্দ্দেশে গন্ধরূপে বিনির্ম্মিত হইয়াছে । চক্ষুঃ ইহার এক অঙ্গ দোহন করিয়াছে । ভূতমাত্রা তাহার বহির্দ্দেশে রূপ স্বরূপে বিনির্ম্মিত হইয়াছে । শ্রোত্র ইহার এক অঙ্গকে দোহন করিয়াছে । তাহার বহির্দ্দেশে ভূতমাত্রাকে শব্দরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছে । জিহ্বা ইহার এক অঙ্গকে দোহন করিয়াছে । তাহার বহির্দ্দেশে ভূতমাত্রাকে অন্নরস রূপে প্রতিবিহিত করিয়াছে । হস্তদ্বয় ইহার এক অঙ্গকে দোহন করিয়াছে । তাহাদিগের বহির্দ্দেশে ভূতমাত্রাকে কর্ম্মসকলরূপে বিধান করিয়াছে । শরীর ইহার এক অঙ্গকে দোহন করিয়াছে । তাহার বহির্দ্দেশে ভূতমাত্রা সুখদুঃখরূপে নির্ম্মিত করিয়াছে উপস্থ (পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ) ইহার এক অঙ্গকে দোহন করিয়াছে তাহার বহির্দ্দেশে আনন্দ, রতি ও প্রজাতিরূপে ভূতমাত্রাকে প্রতিবিহিত করিয়াছে । পাদদ্বয় ইহার এক অঙ্গকে দোহন করিয়াছে । তাহার বহির্দ্দেশে ভূতমাত্রাকে

প্রজ্ঞয়া বাচং সমারুহ্য বাচা সর্ব্বাণি নামান্যাপ্নোতি।

এবং প্রজ্ঞায়া বিভাগমুক্ত্বেদানীমবিভাগমাহ—

প্রজ্ঞয়া বাচা উদ্ধৃতোক্তয়া সংবিদা বাচং বাগিন্দ্রিয়ং সমারুহ্য সম্যক্তাদাত্ম্য লক্ষণেন সংবন্ধেনারোহণং কৃত্বা অহং বাগস্মীত্যভিমানং প্রাপ্যেত্যর্থঃ। বা উক্তপ্রজ্ঞাভিন্নেনোক্তেনেন্দ্রিয়েণ। সর্ব্বাণি নিখিলানি নামানি বক্তব্যান্যাপ্নো বাচাধিরূঢ়া প্রজ্ঞা প্রাপ্নোতি। অয়মর্থঃ। ন প্রজ্ঞামন্তরেণোক্তবিষয়প্রাপ্তিরু যদ্‌যদ্বিনা ন ভবতি নোপলভ্যতে বা তত্তদাত্মক যথা তন্তূন্‌বিনাঽনুপলভ্যমানঃ প সূত্রাত্মকঃ শুক্তিকামন্তরেণ বাঽনুপলভ্যমানং রজতং শুক্ত্যাত্মকং তথা চোক্ত ন্দ্রিয়মন্তরেণাবিদ্যমানোঽনুপলভ্যমানো বিষয় উক্তেন্দ্রিয়াত্মকঃ। উক্তঞ্চ "ইন্দ্রি প্রজ্ঞামন্তরেণানুপলভ্যমানং প্রজ্ঞাত্মকম্" ইতি।

যথা বাঙ্নাম্নী প্রজ্ঞায়া ভেদরহিতে এবং প্রাণগন্ধৌ চক্ষুরূপে শ্রোত্রশব্দে

গতিরূপে প্রতিবিধান করিয়াছে। বুদ্ধিস্থ সংবিৎ প্রজ্ঞা ইহার এক অঙ্গকে দেহ করিয়াছে। তাহার বহির্দ্দেশে ভূতমাত্রাকে ধীবৃত্তি, বিজ্ঞাতব্য, ও কামরূ প্রতিবিধান করিয়াছে।

এইরূপে প্রজ্ঞার বিভাগ বলিয়া, এখন প্রজ্ঞার যে অবিভাগ আছে, তাহা বলিতেছেন ;—

বাগিন্দ্রিয় দ্বারা উদ্ধৃত যে উক্ত সংবিদাখ্য প্রজ্ঞা, যে বাগিন্দ্রিয়ে সমারোহণ করিয় সম্যক্ তাদাত্ম্য লক্ষণ সম্বন্ধ দ্বারা আরোহণ করিয়া, 'আমি বাগিন্দ্রিয় হইয়াছি এইরূপ অভিমান প্রাপ্ত হইয়া, বাগিন্দ্রিয় দ্বারা সকল নামকে প্রাপ্ত হয়। অর্থা প্রজ্ঞা বাগিন্দ্রিয়ের আরূঢ় হইয়া শব্দোচ্চারণ করিয়া থাকে। ইহার অর্থ এই,— যেহেতু প্রজ্ঞাব্যতিরেকে বিষয় প্রাপ্তি হয় না, সেই হেতু বিষয় প্রজ্ঞাত্মক। যদ্ব্যতীত যাহা হয় না, বা উপলব্ধি করা যায় না, তাহা তদাত্মক ; যেমন বস্ত্র তন্তু ব্যতিরেকে হয় না, বা উপলব্ধ হয় না ; সুতরাং বস্ত্র সূত্রাত্মক ; বা শুক্তিকা ব্যতিরেকে রজত হয় না, বা রজত উপলব্ধ হয় না, সুতরাং রজত শুক্তিকাত্মক. সেইরূপ ইন্দ্রিয় ব্যতিরেকে বিষয় হয় না, বা উপলব্ধ হয় না বলিয়া বিষয়ও ইন্দ্রিয়াত্মক বলিতে হইবে। উক্ত হইয়াছে, প্রজ্ঞা ব্যতিরেকে ইন্দ্রিয় আর কিছু বলিয়া উপলভ্যমান নহে বলিয়া ইন্দ্রিয় প্রজ্ঞাত্মক।

প্রজ্ঞয়া প্রাণং সমারুহ্য প্রাণেন সর্ব্বান্‌গন্ধানাপ্নোতি প্রজ্ঞয়া চক্ষুঃ সমারুহ্য চক্ষুষা সর্ব্বাণি রূপাণ্যাপ্নোতি প্রজ্ঞয়া শ্রোত্রং সমারুহ্য শ্রোত্রেণ সর্ব্বাঞ্ছব্দানাপ্নোতি প্রজ্ঞয়া জিহ্বাং সমারুহ্য জিহ্বয়া সর্ব্বানন্নরসানাপ্নোতি প্রজ্ঞয়া হস্তৌ সমারুহ্য হস্তাভ্যাং সর্ব্বাণি কর্ম্মাণ্যাপ্নোতি প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহ্যশরীরেণ সুখদুঃখে আপ্নোতি প্রজ্ঞয়োপস্থং সমারুহ্যোপস্থেনাঽঽনন্দং রতিং প্রজাতিমাপ্নোতি প্রজ্ঞয়া পাদৌ সমারুহ্য পাদাভ্যাং সর্ব্বা ইত্যা আপ্নোতি প্রজ্ঞয়ৈব ধিয়ং সমারুহ্য প্রজ্ঞয়ৈব ধিয়ো বিজ্ঞাতব্যং কামানাপ্নোতি। ৬॥

জিহ্বান্নরসৌ হস্তকর্ম্মাণি শরীরসুখদুঃখাপস্থানন্দরতিপ্রজাতয়ঃ পাদগতয়ঃ প্রজ্ঞাধীবিজ্ঞাতব্যকামাশ্চেত্যাহ---

প্রজ্ঞয়া প্রাণং সমারুহ্য ধিয়ো বিজ্ঞাতব্যং কামানাপ্নোতি। বাক্‌পর্য্যায়বন্নবকাদি ব্যাখ্যেয়ম্। ৬॥

এই বাগিন্দ্রিয় ও নাম যেমন প্রজ্ঞার সহিত ভেদশূন্য, এইরূপ ঘ্রাণগন্ধ, চক্ষুরূপ, শ্রোত্রশব্দ, জিহ্বা অন্নরস, হস্তকর্ম্ম, শরীর সুখদুঃখ, উপস্থ আনন্দ রতি প্রজাতি, পাদগতি ও প্রজ্ঞা এবং ধী, বিজ্ঞাতব্য ও কাম ও পরস্পর প্রজ্ঞাত্মকই বলিতেছেন ;---

প্রজ্ঞা প্রাণে সমারোহণ করিয়া, প্রাণ দ্বারা সমস্তগন্ধের লাভ করে। প্রজ্ঞা চক্ষুতে সমারোহণ করিয়া চক্ষুর্দ্বারা রূপ সকলকে প্রাপ্ত হয়। প্রজ্ঞা শ্রোত্রে সমারোহন করিয়া শ্রোত্রদ্বারা শব্দসকলকে প্রাপ্ত হয়। প্রজ্ঞা জিহ্বাতে সমারোহণ করিয়া জিহ্বাদ্বারা নিখিল অন্নরস প্রাপ্ত হয়। প্রজ্ঞা হস্তে সমারোহণ করিয়া হস্ত দ্বারা সর্ববিধ কর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। প্রজ্ঞা শরীরে সমারোহণ করিয়া সর্ব্ববিধ সুখ ও দুঃখকে প্রাপ্ত হয়। প্রজ্ঞা উপস্থে সমারূঢ় হইয়া উপস্থদ্বারা আনন্দ, রতি ও প্রজাতি প্রাপ্ত হয়। প্রজ্ঞা পাদে সমারোহণ করিয়া পাদ দ্বারা সকল প্রকার গতিকে প্রাপ্ত হয়। প্রজ্ঞা ধীতে সমারূঢ় হইয়া প্রজ্ঞাদ্বারাই ধী, বিজ্ঞাতব্য, ও কামসকলকে প্রাপ্ত হয়। ৬॥

ন হি প্রজ্ঞাপেতা বাঙ্নাম কিঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েৎ।
অন্যত্র মে মনোঽভূদিত্যাহ।

নমু কিং প্রজ্ঞয়া যাবতা বাগাদিভিরেব স্বঃ স্বোঽর্থোঽবগম্যত ইত্যাশঙ্ক্য বা দীনাং প্রজ্ঞয়া রহিতানাং সত্যপি স্বার্থসংবন্ধে ন তদবগমহেতুত্বমিতি সর্ব্বজনীন ভবেনাঽঽহ—

ন হি প্রজ্ঞাপেতা বাঙ্নাম কিঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েৎ। হি যস্মাৎপ্রজ্ঞারহিতং বা ন্দ্রিয়ং কিমপি বক্তব্যং স্বং পরং নাবগময়েৎ। প্রজ্ঞারহিতা বাক্স্বব্যাপারং ন কুর্ব কুর্ব্বত্যপ্যবিবক্ষিতার্থমসংবন্ধার্থং বা কুর্য্যাদিত্যর্থঃ।

নমু প্রজ্ঞারহিতা বাগন প্রজ্ঞাপয়েদিত্যস্মিন্নর্থে কিং প্রমাণমিত্যাশঙ্ক্য সর্ব্বজনী মনুভবমভিনয়েন প্রমাণয়তি—

অন্যত্র বিষয়ান্তরে মে মনেন্দ্রিয়স্বামিনো মনোঽন্তঃকরণধীবৃত্তিজনকং প্র সাক্ষ্যভূদভবদিত্যাহৈবং ব্রূতে।

আচ্ছা, প্রজ্ঞার প্রয়োজন কি? বাগাদি ইন্দ্রিয় দ্বারাইত স্ব স্ব বিষয় ক্ষ হইতে পারা যায়? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, বাগাদি ইন্দ্রিয় সকল যদি প্র রহিত হয়, তবে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলেও তাহা অবগত করাই পারে না ;—

যে হেতু বাগিন্দ্রিয় প্রজ্ঞাহীন হইলে, নিজের কোন বক্তব্য নাম প্রজ্ঞা করিতে পারে না। প্রজ্ঞারহিত হইয়া বাগিন্দ্রিয় নিজের ব্যাপার করিতে পা না। করিতে পারিলেও অবিবক্ষিত, বা অসম্বন্ধ নাম প্রজ্ঞাপিত করিবে।

ভাল, প্রজ্ঞাহীন বাগিন্দ্রিয় যে প্রজ্ঞাপিত করিতে পারে না, এ বিষয়ে প্র কি এই আশঙ্কা করিয়া সর্ব্বজনীন অনুভবের অভিনয় করিয়া প্রমাণ দি ছেন।—

আমার মনঃ অন্য বিষয়ে ছিল। এই কথা বলে। আমার ইন্দ্রিয়স্বামী মনঃ অন্তঃকরণ, ধীবৃত্তিজনক প্রজ্ঞা সাক্ষী।

নাহমেতন্নাম প্রাজ্ঞাসিষমিতি।

ন হি প্রজ্ঞাপেতঃ প্রাণো গন্ধং কঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েদন্যত্র মে মনোঽভূদিত্যাহ নাহমেতং গন্ধং প্রাজ্ঞাসিষমিতি ন হি প্রজ্ঞাপেতং চক্ষু রূপং কিঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েদন্যত্র মে মনোঽভূদিত্যাহ নাহমেত- দ্রূপং প্রাজ্ঞাসিষমিতি ন হি প্রজ্ঞাপেতং শ্রোত্রং শব্দং কঞ্চন প্রজ্ঞা- পয়েদন্যত্র মে মনোঽভূদিত্যাহ নাহমেতং শব্দং প্রাজ্ঞাসিষমিতি ন হি প্রজ্ঞাপেতা জিহ্বাঽন্নরসং কঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েদন্যত্র মে মনোঽ-

---

মনসোঽন্যত্রাবস্থানে কিং স্যাদিত্যত আহ—

নাহমেতন্নাম প্রাজ্ঞাসিষমিতি। অহমিন্দ্রিয়স্বামী। এতত্ত্বয়া কথ্যমানং নাম বক্তব্যমস্যেন্দ্রিয়স্য বিষয় ইত্যর্থঃ। ন প্রাজ্ঞাসিষং ন প্রকর্ষেণ জ্ঞাতবান্। উক্তমপি স্পষ্টবর্ণমস্পষ্টবর্ণং বিক্ষিপ্তার্থং তদ্বিপরীতং বেত্যনেন প্রকারেণাঽহং নৈত্যন্বয়ঃ। অয- মর্থঃ। পরজ্ঞানাজ্ঞানয়োরপ্রত্যক্ষত্বেঽপি পরস্য তদ্বচনেন লিঙ্গেনানুমাতুং শক্য- ত্বাৎ। তথাচ প্রজ্ঞারহিতমুক্তমিন্দ্রিয়ং ন স্বব্যাপারকরমিতি।

যথা বাক্তথা প্রাণচক্ষুঃশ্রোত্রজিহ্বাহস্তশরীরোপস্থপাদপ্রজ্ঞা ইতি পর্য্যায়নব- কমাহ—

মনঃ বিষয়ান্তরে থাকিলে কি হয়? তাহা বলিতেছেন,—

আমি এই কথা ভাল করিয়া জ্ঞাত হই নাই। আমি—ইন্দ্রিয়স্বামী, এই— যাহা বলিলে, বা তোমার বক্তব্য, এই সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয় উক্ত হইলেও স্পষ্ট ও অস্পষ্টাক্ষর করিয়া বলিলেও তাহা বিক্ষিপ্তার্থ বা বিপরীত করিয়া গ্রহণ করি। যদিও পরের জ্ঞান ও অজ্ঞান প্রত্যক্ষ হয় না; অনুমান করিয়া—বক্তার কথা বলার ভঙ্গি প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়া তদ্দ্বারা অনুমান করিয়া বুঝিতে পারা যায়; তথাপি প্রজ্ঞারহিত উক্ত ইন্দ্রিয় নিজের ব্যাপার করিতে পারে না বলিয়া জ্ঞাপক লিঙ্গেরও প্রত্যক্ষ হয় না; সুতরাং কি করিয়া পরের কথিত বিষয়াভি- প্রায় শব্দাদির সুচারু জ্ঞান হইবে?

যেরূপ বাগিন্দ্রিয়; সেইরূপ প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, জিহ্বা, হস্ত, শরীর, উপস্থ, পাদ, ও প্রজ্ঞা। এই কথা নয়টি পর্য্যায় দ্বারা বলিতেছেন;—

ভূদিত্যাহ নাহমেতগন্নরসং প্রাজ্ঞাসিষমিতি ন হি প্রজ্ঞাপেতৌ হস্তৌ কর্ম্ম কিঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েতামন্যত্র মে মনোঽভূদিত্যাহ নাহমেতৎ কর্ম্ম প্রাজ্ঞাসিষমিতি ন হি প্রজ্ঞাপেতং শরীরং সুখং দুঃখং কিঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েদন্যত্র মে মনোঽভূদিত্যাহ নাহমেতৎসুখং দুঃখং প্রাজ্ঞাসিষমিতি ন হি প্রজ্ঞাপেত উপস্থ আনন্দং রতিং প্রজাতিং কাঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েদন্যত্র মে মনোঽভূদিত্যাহ নাহমেতমানন্দং ন রতিং ন প্রজাতিং প্রাজ্ঞাসিষমিতি ন হি প্রজ্ঞাপেতৌ পাদাবিত্যা কাঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েতামন্যত্র মে মনোঽভূদিত্যাহ নাহমেতামিত্যা প্রাজ্ঞাসিষমিতি।

ন হি প্রজ্ঞাপেতঃ প্রাজ্ঞাসিষমিতি। বাক্‌পর্য্যায়বৎপর্য্যায়াষ্টকং ব্যাখ্যেয়ম্।

প্রজ্ঞাহীন প্রাণ কোনও গন্ধকে প্রজ্ঞাপিত করিতে পারে না। অন্য বিষ আমার মন ছিল, এই জন্য বলে, আমি গন্ধকে প্রজ্ঞাত হইতে পারি নাই। প্রজ্ঞা হীন চক্ষু কোনওরূপ প্রজ্ঞাপিত করিতে পারে না। অন্য বিষয়ে আমার মন ছিল, এই জন্য বলে ;- আমি এই রূপটিকে প্রজ্ঞাত হইতে পারি নাই। প্রজ্ঞা রহিত শ্রোত্র কোন শব্দকে প্রজ্ঞাপিত করিতে পারে না। অন্য বিষয়ে আমার মনঃ ছিল, এই জন্য বলে,—আমি এই শব্দকে প্রজ্ঞাত হইতে পারি নাই। প্রজ্ঞাহীন জিহ্বা কোনও অন্নরসকে প্রজ্ঞাপিত করিতে পারে না। আমার মন অন্য বিষয়ে ছিল, এই জন্য বলে ;—আমি এই অন্নরসকে প্রজ্ঞাপিত করি পারি নাই। প্রজ্ঞাপেত হস্তদ্বয় কোন কর্ম্ম করিতে পারে না। অন্য বিষ আমার মনঃ ছিল, এই জন্য বলে,- আমি এই কর্ম্মটির বিষয় জানিতে পা নাই। প্রজ্ঞা বর্জ্জিত শরীর কোনও সুখদুঃখ প্রজ্ঞাপিত করিতে পারে না। অ বিষয়ে আমার মনঃ ছিল, এই জন্য বলে,—আমি এই সুখ দুঃখকে প্রজ্ঞাত করি পারি নাই। প্রজ্ঞাহীন উপস্থ কোনও আনন্দ, রতি ও প্রজাতিকে প্রজ্ঞাপি করিতে পারে না। আমার মনঃ অন্য বিষয়ে ছিল, এই জন্য বলে, -আমি এ আনন্দ, রতি ও প্রজাতিকে জানিতে পারি নাই। প্রজ্ঞাহীন পাদদ্বয় কো

ন হি প্রজ্ঞাপেতা ধীঃ কাচন সিধ্যেৎ।

ন প্রজ্ঞাতব্যং প্রজ্ঞায়েত। ৭॥

ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত।

বিজ্ঞাতব্যকাময়োর্বুদ্ধিমন্তরেণানুপলভ্যত্ব সর্বজনীনমাদ্ধিমেবোপ নীয়ত্যা-হুহ—

ন হি প্রজ্ঞাপেতা ধীঃ কাচন সিধ্যেৎ। কাপি বিজ্ঞাতব্যকামাদিভেদভিন্না ধীরন্তঃকরণবৃত্তিঃ প্রজ্ঞাপেতাসাক্ষিকা ন সিধ্যেন্ন প্রজায়েত নাবগম্যেত ইত্যর্থঃ।

নন্বু মিথোপেক্ষাবতামিন্দ্রিয়তদ্বিষয়মানপ্রজ্ঞানাং তুল্যত্বে কথং প্রাণোপাধিকা প্রজ্ঞৈবোপাস্যেতি নিয়মোঽস্তীত্যাশঙ্ক্য প্রজ্ঞায়ামেবান্যেষাং কল্পিতত্বমাহ—

ন প্রজ্ঞাতব্যং প্রজ্ঞায়েত প্রজ্ঞাতব্যং বিষয়ো বিষয়ো ন প্রজ্ঞায়েত: ন চ গম্যেত যোগ্যানুপলব্ধ্যা বুদ্ধেরভাব ইত্যর্থঃ। ৭॥

ইন্দ্রিয়ৈঃ সহ প্রজ্ঞায়া অভেদশ্চেত্তর্হি তং মামায়ুরমৃতমিত্যুপাসস্বেত্যত্র বাচনিবর্তিতা বাগেবোপাস্যা স্যাদিত্যাহ—

প্রকার গতিকে প্রজ্ঞাপিত করিতে পারে না। আমার অন্য বিষয়ে মনঃ ছিল, এই জন্য বলে,--আমি এই গতিকে প্রজ্ঞাত হইতে পারি নাই।

বিজ্ঞাতব্য ও কাম, এ দুটি বুদ্ধি ব্যতিরেকে যে দেখিতেই পাওয়া যায় না, এটি সর্ব্বজনীন। অতএব ধীকে স্বীকার করিয়া বলিতেছেন ;—

কোনও বিজ্ঞাতব্য ও কামাদি ভেদ ভিন্ন অন্তঃকরণবৃত্তি, অসাক্ষিক হইলে সিদ্ধ হয় না, অর্থাৎ জন্মায় না, বা অবগত হয় না।

আচ্ছা, পরস্পর পরস্পরের অপেক্ষাকারী ইন্দ্রিয় ও তাহার বিষয় পরিমাণ প্রজ্ঞার সাম্য হেতু কি করিয়া কেবলমাত্র প্রাণোপাধিক প্রজ্ঞাই উপাস্য, এইরূপ নিয়ম হইতে পারে? এই আশঙ্কা করিয়া প্রজ্ঞাতে অন্য সকলই কল্পিত, এই কথা বলিতেছেন।

বুদ্ধির অভাবে যোগ্যানুপলব্ধি প্রমাণ দ্বারা অন্তঃকরণ বৃত্তির বিষয় যে সকল প্রজ্ঞাতব্য, তাহা জানা যায় না। ৭॥

ইন্দ্রিয়গণের সহিত প্রজ্ঞার যদি অভেদই হয়, তবে 'সেই আমাকে আয়ু ও অমৃত' বলিয়া উপাসনা কর, এই যে বলা হইয়াছে, তাহাতে এই বুঝিতে পারা

বক্তারং বিদ্যাৎ।

ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বাগিন্দ্রিয়মুপাসস্বেতোবং ন বিজিজ্ঞাসীত ন বিচারয়ে গচ্ছেদিত্যর্থঃ।

তর্হি কিমবগম্যমিত্যত আহ—

বক্তারং বাগিন্দ্রিয়প্রেরকমানন্দাত্মানং সর্ব্বকরণবৃত্তিসাক্ষিণমিত্যর্থঃ। বি প্রাণোঽস্মি প্রাজ্ঞাত্মা বক্তাঽঽয়ুরমৃতমিত্যবগচ্ছেৎ। অথবা প্রাণোঽস্মি প্র বক্তেত্যেবাবগচ্ছেৎ। অত্রৈবাঽঽয়ুরমৃতত্বয়োরন্তর্ভাবাদত এব প্রাণপ্রজ্ঞে প্রাণো মুখ্য ইতি প্রাণে তাবপীত্যঙ্গীকৃত্য সহ হেতাবিত্যাদ্যুক্তম্। অথবা দিভ্যঃ প্রাণো মুখ্য ইতি প্রাণে ব্রহ্মামৃতত্বোপাসনং সমর্পিতম্। অধুনা বক্ত আনি প্রাণস্যাপি প্রাণে ব্রহ্মামৃতত্ববুদ্ধিরুপদিশ্যত ইতি রহস্যম্। পূর্ব্বং ন বিজিজ্ঞাসীতেতি করণনিষেধঃ কৃতোঽন্তে চ ন মনো বিজিজ্ঞাসীতেতি তস্যৈব নি করিষ্যতি তেনাঽঽদ্যন্তাভ্যামিন্দ্রিয়নিষেধঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়োপলক্ষণার্থং মধ্যে পর্য্যায়া বিষয়ং নিষিধ্যতি পূর্ব্বোত্তরয়োঃ করণস্যেবেতরবিষয়নিষেধোপলক্ষণা চাত্রানেকশ ইন্দ্রিয়প্রায়ে শরীরস্য পাঠাচ্ছরীরমপীন্দ্রিয়মিতি মন্তব্যম্। বক্ বিষয়োপলব্ধের্ব্বিবক্ষিতত্বাত্তস্য চ ভোগায়তনেঽপি শরীরে যথাকথঞ্চিৎসম্পাদ সুশক্যত্বাৎ। অথৈবমপি প্রায়পাঠস্যাঽঽগ্রহস্তর্হি শরীরশব্দেন ত্বগিন্দ্রিয়মস্ত। চৈবং সুখদুঃখয়োর্ব্বিষয়ত্বং বিরুধ্যতে তাভ্যামুপলক্ষিতস্য তজ্জনকস্য স্পর্শস্যৈব য়িতুং শক্যত্বাৎ। এবঞ্চ শরীরেঽপি প্রায়োপাঠো ন বাধিতো ভবেৎ।

যাইতেছে যে, বাচনিক রীতি অনুসারে বাগিন্দ্রিয়েরই উপাসনা করিতে হ এই আশঙ্কায় বলিতেছেন ;—

বিচার করিয়া বাগিন্দ্রিয়কে অবগত হইবে না।

তবে অবগম্য পদার্থটি কি ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—

বাগিন্দ্রিয়ের প্রেরক সর্ব্বকরণবৃত্তির সাক্ষী আনন্দ স্বরূপ আত্মাকে জা প্রজ্ঞাস্বরূপ, বক্তা, আয়ু ও অমৃত প্রাণই আমি হইতেছি।' ইত্যাকার অবগত হ অথবা আমি প্রজ্ঞাত্মা ও বক্তা প্রাণই এই প্রকার অবগতি করিবে, আয়ু ও ভাবের অবগত করিতে হইবে না ; কারণ, প্রজ্ঞাত্মা প্রাণেই আয়ু ও অমৃ অন্তর্ভূত। সেইজন্যই প্রাণোপাধিক আত্মাতে উক্ত প্রাণ ও প্রজ্ঞা অন্তর্ভূ য়াছে স্বীকার করিয়া লইয়া বলা হইয়াছে যে, এই প্রজ্ঞা ও প্রাণ এই শ

ন গন্ধং বিজিজ্ঞাসীত ঘ্রাতারং বিদ্যান্ন রূপং বিজিজ্ঞাসীত রূপবিত্তং বিদ্যান্ন শব্দং বিজিজ্ঞাসীত শ্রোতারং বিদ্যান্নান্নরসং বিজিজ্ঞাসীতান্নরসস্য বিজ্ঞাতারং বিদ্যান্ন কর্ম্ম বিজিজ্ঞাসীত কর্ত্তারং বিদ্যান্ন সুখদুঃখে বিজিজ্ঞাসীত সুখদুঃখয়োর্ব্বিজ্ঞাতারং বিদ্যান্নাঽ-ঽনন্দং ন রতিং ন প্রজাতিং বিজিজ্ঞাসীতাঽঽনন্দস্য রতেঃ প্রজা-তের্ব্বিজ্ঞাতারং বিদ্যান্নেত্যাং বিজিজ্ঞাসীতৈতারং বিদ্যাৎ।

পর্য্যায়াষ্টকেন বিষয়ং নিষিধ্য তদ্বিষয়িণ এবাঽঽত্মনো বেদ্যত্বমাহ—

ন গন্ধং বিজিজ্ঞাসীতৈতারং বিদ্যাৎ। রূপবিত্তং রূপবিদম্। এতারং গন্তা-রম্। স্পষ্টমন্যৎ।

জীবের সহিত একভাবে বাস করে, এবং জীবের সহিত একইভাবে এই শরীর হইতে উৎক্রান্ত হয়। আরও বলা হইয়াছে যে, প্রাণ ও প্রজ্ঞাত্মারূপে আত্মার উপাসনা-কারীর পক্ষে নিঃশ্রেয়সগুণসম্পন্ন বলিয়া প্রাণই মুখ্য; অবশ্য সর্ব্বপ্রাণই মুখ্য, ইহা বলিতে হইবে। অথবা, বাগাদি ইন্দ্রিয়বর্গের মধ্যে প্রাণই মুখ্য, এইজন্য প্রাণে ব্রহ্ম-দৃষ্টিভাবের উপাসনা শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। আর এখন প্রাণেরও প্রাণ বক্তৃ-স্বরূপ আত্মাতে ব্রহ্মদৃষ্টিযুক্ত করিয়া উপদেশ দেওয়া হইতেছে, এইটিই গুপ্ত রহস্য।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বাগিন্দ্রিয়ের বিচার করিবে না। আবার অন্তে বলা হইয়াছে, মনের বিচার করিবে না। তাহা হইলে আদি ও অন্তে ইন্দ্রিয়ের নিষেধ করায় সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই বিচার করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। মধ্যে আটটি পর্য্যায়ে বিষয়ের নিষেধ যে করা হইয়াছে, তাহা নিখিল বিষয়ের নিষেধার্থই বলিতে হইবে। করণের ন্যায় বিষয়োপলব্ধিই বিবক্ষিত, সুতরাং ভোগায়তন শরীরেও তাহা কথঞ্চিৎ সম্পাদন করিতে পারা যায়। যদিই বল, এস্থলে যাহা কিছু শুনিতে বা পাঠ করিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহার সকল-টিই প্রায় করণ, এই জন্য এস্থলে শরীর শব্দে ত্বগিন্দ্রিয়, তবে আমরাও বলিব ঠিকই কথা, স্বীকার করি, শরীর শব্দে ত্বগিন্দ্রিয়ই। তাহাতে বলিতে পার, ত্বগিন্দ্রিয়ের বিষয়ত সুখ ও দুঃখ নহে। ইহার উত্তরে বলিব, হাঁ, সুখ দুঃখের

ন মনো বিজিজ্ঞাসীত মন্তারং বিদ্যাৎ।

তা বা এতা দশৈব ভূতমাত্রা অধিপ্রজ্ঞং দশ প্রজ্ঞামাত্রা অ

আদাবিন্দ্রিয়ং নিষিধ্যেন্দ্রিয়স্বামিনো যথা জ্ঞাতব্যত্বমুক্তং তথাঽন্তেঽপ্যাহ—

ন মনো বিজিজ্ঞাসীত মন্তারং বিদ্যাৎ। বাক্‌পর্য্যায়বদ্ব্যাখ্যেয়ম্।

এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিষয়সাক্ষিণো জ্ঞানমভিধায় প্রসঙ্গাৎসর্ব্বানর্থমূলং সংসা মিন্দ্রিয়বিষয়াভ্যামিতরেতরসাপেক্ষাভ্যাং প্রবর্ত্ততেঽন্যতরাভাবে চ ন প্রবর্ত্ত ভিপ্রায়বানাহ—

জন্য যে স্পর্শ সুখ ও স্পর্শ দুঃখ, তাহা ত ত্বগিন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে প এইরূপ হইলে শরীর শব্দের পাঠ আর কোনরূপে বিরুদ্ধ হইবার নহে।

আটটি পর্য্যায় দ্বারা বিষয়ের নিষেধ করিয়া, তদ্বিষয়ী যে আত্মা বেদ্য, এই কথা বলিতেছেন,—

গন্ধকে জানিতে ইচ্ছা করিবে না, কিন্তু আঘ্রাণকারীকে জানিতে করিবে ও জানিবে। রূপ জানিতে ইচ্ছা করিবে না কিন্তু রূ: বে জানিবে। শব্দকে জানিতে ইচ্ছা করিবে না, কিন্তু শ্রোতাকে জা অন্নরসকে জানিতে ইচ্ছা করিবে না, কিন্তু অন্নরসের বিজ্ঞাতাকে জা কর্ম্মকে জানিতে ইচ্ছা করিবে না, কিন্তু কর্ত্তাকে জানিবে। সুখ জানিতে ইচ্ছা করিবে না, সুখ দুঃখ বিজ্ঞাপককে জানিবে। না আ না রতিকে, এবং প্রজাতিকেও জানিতে ইচ্ছা করিবে না, কিন্তু আনন্দ ও প্রজাতির বিজ্ঞাতাকে জানিবে, গতিকে জানিতে ইচ্ছা করিবে না, গন্তাকে জানিবে।

আদিতে যেমন ইন্দ্রিয় জ্ঞান নিষেধ করিয়া ইন্দ্রিয় স্বামী জ্ঞান ব বলিয়াছেন, সেইরূপ অন্তেও বলিতেছেন,—

মনকে জানিতে ইচ্ছা করিবে না, কিন্তু মন্তাকে জানিবে।

এইরূপে সর্ব্বইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সাক্ষীর জ্ঞানের কথা বলিয়া প্রস সকল অনর্থের মূল যে সংসার চক্র, তাহা এই ইতরেতর সাপেক্ষ ই বিষয় দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইতেছে, সুতরাং তদুভয়ের অন্যতরের অভাব আর সংসার চক্র প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। এই অভিপ্রায় হৃদয়ে করিয়া এই কথা সকল বলিতেছেন,—

ভূত° যদ্ধি ভূতমাত্রা ন স্যুর্ন প্রজ্ঞামাত্রাঃ স্যুর্যদ্বা প্রজ্ঞামাত্রা ন স্যুর্ন ভূতমাত্রাঃ স্যুঃ।

ন হ্যন্যতরতো রূপং কিঞ্চন সিধ্যেৎ।

তা এবৈতাঃ সংসারচক্রস্য মূলভূতাঃ। বৈ প্রসিদ্ধাঃ। এতাঃ প্রত্যক্ষা অনুমেয়াশ্চ। দশৈব। দশসংখ্যাকা এব ন ত্বধিকাঃ। শরীরস্য সুখদুঃখয়োঃ স্পর্শস্য চাবান্তরভাবেন মনসশ্চ সর্ব্বেন্দ্রিয়েষু মগ্নত্বেন চ ভূতমাত্রা বক্তব্যাদ্যা বিষয়াঃ। অধিপ্রজ্ঞং প্রজ্ঞানীন্দ্রিয়াণ্যধিকৃত্য বর্ত্তন্ত ইত্যধিপ্রজ্ঞম্। দশ দশসংখ্যাকাঃ প্রজ্ঞামাত্রা বাগাদীনীন্দ্রিয়াণি। অধিভূতম্। স্পষ্টম্। যদ্যদি হি প্রসিদ্ধা ভূতমাত্রা নামাদিরূপা ন স্যুর্ন ভবেয়ুস্তর্হি ন প্রজ্ঞামাত্রাঃ স্যুর্ন নির্ব্বিষয়মিন্দ্রিয়ং ভবতি যদ্বা পক্ষান্তরে প্রজ্ঞামাত্রা উক্তানীন্দ্রিয়াণি ন স্যুর্ন ভবেয়ুঃ। ভূতমাত্রা উক্তা ভূতমাত্রাঃ স্যুর্ন ভবেয়ুঃ।

তত্র হেতুমাহ—

অন্যতরত একস্মাৎ প্রজ্ঞামাত্রাভূতমাত্রয়োর্মধ্যে। হি যস্মাৎ। কিঞ্চন কিমপি রূপং বিষয় ইন্দ্রিয়ং ন সিধ্যেৎ। অয়মর্থঃ। ন হি বিষয়ো বিষয়েণেন্দ্রিয়ং বেন্দ্রিয়েণাবগম্যতে কিংত্বিন্দ্রিয়েণ বিষয়ো বিষয়েণেন্দ্রিয়মিতি।

প্রকৃত সংসার চক্রের মূলস্বরূপ প্রসিদ্ধ এই প্রত্যক্ষ ও অনুমেয় দশটি ভূতমাত্রা, অর্থাৎ বক্তব্য আদি বিষয়। শরীর ও সুখ দুঃখের স্পর্শ একটি অবান্তর ভাব, এবং মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের মধ্যে মগ্ন, সুতরাং উহারা পৃথক্ নহে। সেই ঐ দশটি ভূতমাত্রা দশটি ইন্দ্রিয়কে অধিকার করিয়া বর্ত্তমান আছে এবং দশটি প্রজ্ঞামাত্রা বাগাদি ইন্দ্রিয় দশটি ভূতমাত্রাকে অধিকার করিয়া বর্ত্তমান আছে। যদি প্রসিদ্ধ ঐ ভূতমাত্রা নামাদি বিষয় দশটি না থাকে, তাহা হইলে প্রজ্ঞামাত্রা বাগাদিইন্দ্রিয় দশটিও থাকে না। অথবা, যদি প্রজ্ঞামাত্রা দশটি না থাকে, তবে ভূতমাত্রা দশটিও থাকে না।

কেন থাকে না, তাহার কারণ কি, বলিতেছেন :—

যেহেতু অন্যতর হইতে অন্যতরের কোনইরূপ সিদ্ধ হয় না। অর্থাৎ বিষয় দ্বারা বিষয় সিদ্ধ হয়। আবার পক্ষান্তরে কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারা কেবল ইন্দ্রিয়ও সিদ্ধ হয় না। তবে হয় কি? না,—ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়ের, এবং বিষয় দ্বারা ইন্দ্রিয়ের সিদ্ধ হয়।

নো এতন্নানা।

তদ্‌যথা রথস্যারেষু নেমিরর্পিতো নাভাবরা অর্পিতা এব

বৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাস্বর্পিতাঃ প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণেঽর্পি

স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মাঽঽনন্দোঽজরোঽমৃতঃ।

নন্থ যদি বিষয়েন্দ্রিয়মিতরেতরসাপেক্ষং তর্হ্যস্য পরস্পরং বিভিন্নত্বাৎপ্রজ্ঞায়া

তন্নিমিত্তং বিভেদঃ স্যাত্তথা চ যথা প্রজ্ঞায়াং সর্ব্বাণি ভূতান্যেকং ভবন্তীতি প্রা

ব্যাহতা স্যাদিত্যত আহ—

নো এতন্নানা, এতৎপ্রজ্ঞামাত্রাভূতমাত্রারূপং নানা ভেদবন্নো।

নানাত্বাভাবং প্রতিজ্ঞায় তত্র দৃষ্টান্তমাহ—

তত্তত্র। যথা দৃষ্টান্তে। রথস্য রথচক্রস্যারেষু নাভিপ্রতিষ্ঠিতেষু তীক্ষ্ণ

কাষ্ঠেষু নেমিররেভ্যো বহির্দ্দেশবর্ত্তি বর্ত্তুলং কাষ্ঠম্। অর্পিতোঽরেষু বর্ত্তত ইত্য

নাভাবন্তঃকাষ্ঠেঽক্ষাধারচ্ছিদ্রবতি বর্ত্তুলেন। অরা দীর্ঘাণি তীক্ষ্ণানি কাষ্ঠা

অর্পিতাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। এবমেব তদ্বদেব ন ত্বন্যথা। এতা উপলভ্যমানা ভূত

বিষয়া নেমিস্থানীয়াঃ। প্রজ্ঞামাত্রাসু ইন্দ্রিয়েষ্বরস্থানীয়েষু। অর্পিতাঃ প্রতিষ্ঠি

প্রজ্ঞামাত্রা ইন্দ্রিয়াণ্যরভূতানি প্রাণে মুখনাসিকাসঞ্চারিণি নাভিস্থানীয়েঽ

আচ্ছা, যদি বিষয় ও ইন্দ্রিয় পরস্পর পরস্পরের সাপেক্ষ, তাহা হইলে

বিষয় ও ইন্দ্রিয় পরস্পর ভিন্ন, সুতরাং তন্নিমিত্ত প্রজ্ঞাও পরস্পর বিভিন্ন হই

ভাল, তাহা হইলেত পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হয় না। পূর্ব্বে যে প্রতিজ্ঞা

হইয়াছে, তাহার আকার হইতেছে,—যাহা হইলে প্রজ্ঞাতে সকল

একীভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বলিব। এইজন্য বলিতেছেন,—

এই যে প্রজ্ঞামাত্রা, ও ভূতমাত্রা, ইহা পরস্পর ভিন্ন নহে, নানা হ

পারে না।

এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন,—

যেমন রথচক্রের অর সকলে নেমি অর্পিত হয়, এবং নাভিতে অর

অর্পিত হয়; সেইরূপই এই ভূতমাত্রাসকল প্রজ্ঞামাত্রাতে অর্পিত,

প্রজ্ঞামাত্রাসকল প্রাণে অর্পিত আছে। এই প্রাণই সেই প্রজ্ঞাত্মা, আ

অজর ও অমৃত আর নাভিতে (ধুরোয়) প্রতিষ্ঠিত, তীক্ষ্ণাগ্র কাষ্ঠ সকল (চা

ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্নো এবাসাধুনা কনীয়ান্।

প্রতিষ্ঠিতাঃ। স প্রাণোপাধিক এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা ধীবৃত্তৌ প্রতিফলিতঃ প্রাজ্ঞ উপাধিবিরহে প্রজ্ঞয়া নিত্যয়া স্বয়ম্প্রকাশয়াঽবিযুক্ত আত্মা ব্যাপকো ব্যবহারাবস্থায়া-স্মৎপ্রত্যয়ে ব্যবহারযোগ্যঃ। আনন্দঃ সুখৈকস্বভাবঃ। অজরো জরারহিতঃ। অমৃতো মরণরহিতঃ স্বয়ম্প্রকাশবিজ্ঞানানন্দাত্মস্বরূপঃ সর্ব্ববিক্রিয়াশূন্য ইত্যর্থঃ।

নন্বেবংরূপস্যাপি সাধ্যসাধককর্ম্মভ্যামাধিক্যন্যূনতে স্যাতাং সমুদ্রস্যেবোদয়া-স্তময়াবিত্যত আহ—

ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্। সাধুনা শাস্ত্রবিহিতেন কর্ম্মণা পুণ্যরূপেণ ন ভূয়া-ধিকো ভবতীতি শেষঃ। নো এব নৈব। অসাধুনা শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধেন কর্ম্মণা। নীয়ানকনিষ্ঠো ন্যূন ইত্যর্থঃ। ভবতীতি শেষঃ। অয়মর্থঃ। বিক্রিয়াবত্যে তিশয়ো দৃষ্টঃ সমুদ্রাদের্ন তু বিপরীতস্য গমনেঽদর্শনাদিতি।

শি)। নেমি-অরর বহির্দ্দেশে থাকে যে গোলাকার কাষ্ঠ (চক্রধারা, বা বের প্রান্ত)। নাভি অক্ষাধারচ্ছিদ্র বিশিষ্ট বর্ত্তুল অন্তঃকাষ্ঠ (ধুরো, ধুরো, ঢেঁড়ে)। এইরূপ বিষয় সকল নেমি স্থানীয়, ইন্দ্রিয় সকল অরস্থানীয়। ণ নাভি স্থানীয়। ইহাদ্বারাই সংসার চক্র গঠিত। এই প্রাণ মুখনাসিকা চারী। সেই প্রাণোপাধিক এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, ধীবৃত্তিতে প্রতিফলিত জ্ঞ আর ঐ প্রাণরূপ উপাধির অভাবে স্বয়ম্প্রকাশ নিত্য প্রজ্ঞা স্বরূপ। ন আর প্রজ্ঞা বিশিষ্ট নহেন। আত্মা ব্যাপক। ইনিই ব্যবহারাবস্থায় আমি' বা 'আমার' যে জ্ঞান হয়, সেই অস্মৎ প্রত্যয়ে ব্যবহার যোগ্য। নন্দ সুখৈকস্বভাব অমৃত মরণ রহিত। স্বয়ং প্রকাশ বিজ্ঞানানন্দাত্ম রূপ বিবিক্রিয়াশূন্য।

আচ্ছা, যেমন সমুদ্রের উদয় ও অস্তময় আছে, সেইরূপ এতাদৃশ স্বভাব রও সাধ্য ও সাধক কর্ম্মদ্বারা আধিক্য ও ন্যূনতা হউক? এইজন্য তেছেন,—

শাস্ত্রবিহিত পুণ্যকর্ম্মদ্বারা ইনি অধিক হন না, এবং শাস্ত্র প্রতিষিদ্ধ পাপকর্ম্ম ন্যূনও হন না। অর্থাৎ বিক্রিয়াবিশিষ্ট বস্তুরই অতিশয় দেখা যায়, যেমন আদির, কিন্তু যে তদ্বিপরীত, তাহার আর সেই অতিশয় দেখা যায় না,

এষ হ্যেবৈনং সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লো
উন্নিনীষত এষ উ এবৈনমসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমধো
ষতে।

সাধ্বসাধুকর্ম্মণী আত্মানং ন স্পৃশত ইত্যস্মিন্নর্থে হেতুমাহ—

এষ হ্যেব হি যস্মাদেষ এব প্রাণপ্রজ্ঞোপাধিক এব ন স্বন্যঃ। এনং শরী
আত্মাভিমানিনম্। সাধু কর্ম্ম শাস্ত্রবিহিতং কর্ম্ম ধর্ম্মরূপম্। কারয়ত্যয়স্কান্ত
আবিষ্টঃ স্বয়ং নির্ব্যাপারস্তচ্ছরীরাভিমানিনং বিবিধান্ব্যাপারান্কারয়তি।
প্রকৃতং বক্ষ্যমাণং যং প্রসিদ্ধং স্বর্গার্থিনম্। এভ্যঃ প্রত্যক্ষেভ্যো লোকে
উন্নিনীষত ঊর্ধ্বং নেতুমিচ্ছতীত্যর্থঃ। এষ উ এব যথোক্ত এব ন স্বন্যঃ।
শরীরাদ্যভিমানিনম্। অসাধু শাস্ত্রনিষিদ্ধং কর্ম্ম পাতকং কারয়ত্যনিচ্ছন্তম
পশ্যতি। তং প্রিয়সুখমপানর্থার্থিনং যং প্রসিদ্ধং পাতকিনমেভ্যঃ প্রত্য
লোকেভ্যো মনুষ্যাদিনিবাসেভ্যঃ। অধো নিনীষতেঽধো নেতুমিচ্ছতীত্যর্থঃ।

সাধ্বসাধুকর্ম্মকারয়িতৃত্বং স্বর্গনরকনয়নার্থমিত্যুক্তং তদপ্যন্য শরীরে

যেমন আকাশের। আত্মা সেই আকাশকল্প, সুতরাং আত্মারও আ
নাই।

সাধু ও অসাধু কর্ম্ম আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না, এই বিষয়ে
দেখাইতেছেন,—

যেহেতু এই প্রাণ প্রজ্ঞোপাধিক আত্মা, এই শরীরাদিতে আত্মা
সেই জীবকে শাস্ত্রবিহিত সাধু কর্ম্ম করান, অয়স্কান্ত মণির ন্যায়
আবিষ্ট হইয়া নিজে ব্যাপার রহিত হইলেও সেই শরীরাভিমানী
বিবিধ ব্যাপার করান, যে প্রসিদ্ধ স্বর্গার্থীকে এই প্রত্যক্ষলোক হইতে
লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন। ইনিই আবার তাহাকে অসাধু কর্ম্ম
তাহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাকে শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম করান, যাহাকে যে
অনর্থার্থী, পাতকিকে এই প্রত্যক্ষ মানুষাদি লোক হইতে অধো নিতে
করেন।

সাধু ও অসাধু কর্ম্ম কারয়িতৃত্ব স্বর্গ ও নরকে নয়নার্থ এই কথা বলা

এষ লোকপালঃ।

এষ লোকাধিপতিঃ।

এষ সর্ব্বেশঃ স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ ।৮॥

ইতি ঋগ্বেদান্তর্গতকৌষীতকিব্রাহ্মণারণ্যকোপনিষদি

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ। ৩॥

ব্রাহ্মণারণ্যকক্রমেণ অষ্টমোঽধ্যায়ঃ। ৩॥

হিতস্য চিন্মাত্রস্য নিয়ন্তৃত্বশক্তিমাত্রোপহিতস্যান্তর্যামিণঃ প্রক্রান্তত্বাদুপপন্নমি-
ত্যাহ—

এষ স্বর্গনরকয়োর্নেতা। লোকপালো লোকানাং সাধূনাং সুখেনাসাধূনাং
দুঃখেন চ পালকো রক্ষকো লোকপালঃ।

তথা চ লোকপালত্বং মন্ত্র্যাদিবৎস্যাদিত্যত আহ—

এষ উক্তো লোকপালঃ লোকাধিপতির্লোকানাং রক্ষকঃ। পিত্রাদিবদধিষ্ঠায়
নয়তীতি লোকাধিপতিঃ।

তথাঽপি সঙ্কুচিতমৈশ্বর্য্যমস্য স্যাদ্রাজাদিবদিত্যত আহ—

এষ উক্তো লোকাধিপতিঃ। সর্ব্বেশঃ সর্ব্বস্য নিখিলস্য ভূতভৌতিকস্যেশো

ন্য তাহাও এই শরীরোপাধি রহিত চিন্মাত্রনিয়ন্তৃত্ব শক্তি মাত্রোপহিত
র্যামীর প্রক্রান্তত্বহেতুই উপপন্ন হয়, এই কথা বলিতেছেন,—

এই স্বর্গেও নরকের নেতা লোক সকলের রক্ষক লোকপাল। সাধুকে
খ দ্বারা, অসাধুকে দুঃখদ্বারা রক্ষা করেন।

। তা সে লোকপালত্ব ত মন্ত্রী আদির ন্যায়ও হইতে পারে, এই আশঙ্কায়
তেছেন,—

এই লোকপাল লোকাধিপতি। পিত্রাদি যেমন পুত্রাদি শরীরে অধিষ্ঠিত
য়া পালন করেন, ইনিও সেই রূপ লোকদেহে অধিষ্ঠিত থাকিয়া পালন
রেন।

তথাপি রাজাদির ন্যায় ঐশ্বর্য্য সঙ্কুচিত হইতে পারে, এই আশঙ্কায়
লিতেছেন,—

নিয়ন্তা সর্ব্বেশঃ। স উক্তঃ সর্ব্বেশত্বাদিগুণঃ। মে মমেন্দ্রস্য বক্তুঃ। অ

অস্মৎপ্রত্যয়ে ব্যবহারযোগ্যো মামেব বিজানীহীতি ময়োক্ত আত্মা স্বরূপম।

বিদ্যাদেবং জানীয়াৎ। স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ। ব্যাখ্যাতম্। বাক্যাভ্যা

ঽধ্যায়পরিসমাপ্ত্যর্থঃ। ৮ ॥

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যানন্দাত্মপূজ্যপাদশিষ্যশ্রীশঙ্করানন্দ-

ভগবতঃ কৃতৌ ঋগ্বেদান্তর্গতকৌষীতকিব্রাহ্মারণ্য-

কোপনিষদ্দীপিকায়াং তৃতীয়ো-

ঽধ্যায়ঃ। ৩ ॥

এই লোকাধিপতিই সকলের ভূতভৌতিক নিখিল প্রপঞ্চের ঈশন

নিয়ন্তা। সেই সর্ব্বেশত্বাদিগুণ যুক্ত আত্মাই আমার ইন্দ্রের বক্তার অ

'আমি' বা 'আমার' জ্ঞানে ও শাব্দিক ব্যবহারে ব্যবহারের যোগ্য। আমা

এইরূপে আত্মা বলিয়া বিজ্ঞাত হও। সেই আমার স্বরূপ,ইহা জানিবে। এ

বাক্যের দ্বিরুক্তি অধ্যায় সমাপ্তির জন্য প্রদত্ত হইয়াছে ॥৮॥

ইতি ঋগ্বেদান্তর্গত কৌষীতকি ব্রাহ্মণারণ্যকোপনিষদে

তৃতীয় অধ্যায় ॥৩॥

ব্রাহ্মণারণ্যক ক্রমে অষ্টম অধ্যায়। ৮ ॥

অথ চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ।

অথ গার্গ্যো হ বৈ বালাকিরনূচানঃ সংস্পৃষ্ট আস সোঽবসন্-
শীনরেষু স বসন্মৎস্যেষু কুরুপঞ্চালেষুকাশিবিদেহেম্বিতি স
াজাতশত্রুং কাশ্যমেত্যোবাচ ।

পূর্ব্বাধ্যায়ে পূর্ব্বং প্রায়েণ প্রাণোপাধিক আত্মোক্তস্তত্র চ ভবতি কস্যচিদ্বিভ্রমঃ
াণ এব চৈতন্যবিশিষ্ট আনন্দাদিগুণক আত্মেতি তদ্ভ্রমনিবারণার্থং প্রাণাৎসুষুপ্তা-
্যাদপগতবাহ্যচৈতন্যাৎপরং চেতনমানন্দাদিরূপমাত্মানং বিবক্ষুঃ পূর্ব্বোত্তরপক্ষাভ্যাং
র্ণিতায়া অমানিত্যাদিগুণানন্তরেণাতিদুর্লভত্বং দর্শয়িতুমাখ্যায়িকামাহ--

অথেত্যধিকারার্থঃ । গার্গ্যো গর্গগোত্রায় এতন্নামা । হ বৈ কিল প্রসিদ্ধো
য়েন শ্রুত্যন্তরে । বালাকির্ব্বালাকস্যাপত্যম । অনূচান আচার্য্যং বেদস্যমন্ত্র
ামপাঠ্যোবয়ত্যানূচানোঽধীতবেদ ইত্যর্থঃ । সংস্পৃষ্টঃ সম্যক্ স্পৃষ্টঃ সর্ব্বত্র প্রথিত-
ীর্ত্তিরিত্যর্থঃ । আস বভূব । স প্রকৃতো গার্গ্যঃ । অবসন্নিবাসমকরোৎ । উশী-
রেষ্বশীনরসংজ্ঞকেষু দেশেষু । স বসনসঙ্কবনস্বকীর্ত্তিকামঃ সর্ব্বত্র পর্য্যটন্নিত্যর্থঃ ।
ৎস্যেষু মৎস্যসংজ্ঞকেষু । অবসদিত্যে তদ্বক্ষ্যমাণবাক্যদ্বয়েচানুবর্ত্ততে । কুরুপ-

পূর্ব্বাধ্যায়ে প্রথমতঃ প্রায়ই প্রাণোপাধিক আত্মা কীর্ত্তিত হইয়াছে।
াহাতে কাহারও মতি বিভ্রম ঘটিতে পারে যে, প্রকৃত প্রাণই চৈতন্য বিশিষ্ট
আনন্দাদিগুণ সম্পন্ন আত্মা। সেই ভ্রম নিবারণের জন্য বাহ্য চৈতন্য
হীন সুষুপ্তাবস্থ প্রাণ হইতেও পর চেতন, আনন্দাদিরূপ আত্মাকে বলিতে
চ্ছা করিয়া পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তর পক্ষদ্বারা অমানিত্বাদি গুণ ব্যতিরেকে ব্রহ্ম
বদ্যা যে অতীব দুর্লভ, ইহা দেখাইবার জন্য আখ্যায়িকা বলিতে-
ছেন।

এখন ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার করা যাইতেছে।---গর্গ গোত্রীয় গর্গ বালাকঋষির
ুত্র বেদাধ্যয়ন করিয়া অতিদৃপ্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি সর্ব্বত্র প্রথিত

ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি তং হোবাচাজাতশত্রুঃ।
সহস্রং দদ্মস্ত ইত্যেতস্যাং বাচি জনকো জনক ইতি বা
জনা ধাবন্তীতি। ১॥

ঞ্চালেষু কুরুসংজ্ঞকেষু দেশেষু পঞ্চালসংজ্ঞকেষু। কাশিবিদেহেষু কাশ্যুপলক্ষি
বিদেহসংজ্ঞকেষু। ইত্যেবং প্রকারেষন্যেষপি ত্রৈবর্ণিকনিবাসদেশেষবসদিত্য
স নানাদেশনিবাসী প্রথিতকীর্ত্তির্গর্ব্বাঢ্যো গার্গ্যঃ। হ কিল। অজাতশত্রু
বিদ্যতে জাত উৎপন্নো যদপেক্ষয়া শত্রুঃ শাত্রবঃ স্বস্য স্বেন বা সর্ব্বত্র সমব
সোঽয়ং সার্থকনামধার্য্যজাতশত্রুস্তম্। কাশ্যং কাশিদেশাধিপতিম্।
কদাচিৎসভাগতং প্রাপ্য। উবাচোক্তবান্।

গার্গ্যোক্তিমাহ—

ব্রহ্মানুপচরিতব্রহ্মশব্দাভিধেয়ং তে তুভ্যমজাতশত্রবে। ব্রবাণি যদি ভব
হপেক্ষা তদা বদানীত্যনেন প্রকারেণোবাচেত্যন্বয়ঃ। তমেবং বদন্তং গার্গ্য
কিল। উবাচোক্তবানজাতশত্রুরজাতশত্রুনামা রাজা।

অজাতশত্রূক্তিমাহ—

সহস্রং গবাং সহস্রম্। দদ্মো বয়ং রাজানোঽন্যেঽপি কার্য্যে প্রভূতং প্রযচ্ছ

কীর্ত্তি হইয়াছিলেন। সেই গার্গ্য উশীনরসংজ্ঞক দেশে বাস করিতেন। তি
নিজের কীর্ত্তি কামনা করিয়া মৎস্য নামক দেশে, কুরুনামক দেশে, পাঞ্চ
দেশে, কাশী প্রদেশে, এবং বিদেহ প্রদেশেও সঞ্চরণ করিয়া বাস করি
ছিলেন। তদ্ভিন্ন ত্রৈবর্ণিকের নিবাস যে দেশে আছে, সে সকল দে
তিনি সঞ্চরণ করিয়া বাস করিয়াছিলেন। সেই নানা দেশবাসী প্রথিত কী
গর্বাঢ্য গার্গ্য অজাতশত্রুনামক সভাগত কাশী দেশাধিপতিকে প্রাপ্ত হ
বলিয়াছিলেন;—

গার্গ্যের উক্তি বলিতেছেন,—

যদি তোমার শ্রবণে স্পৃহা থাকে, তবে শ্রবণ কর, আমি তোমার ব্র
যে কি, তাহা বলিতেছি। গার্গ্য এই কথা বলিলে অজাতশত্রু তাঁহা
বলিয়াছিলেন, অজাতশত্রুর উক্তি বলিতেছেন,—

তোমাকে এই কথার জন্যই গোসহস্র দান করিব। আমরা রাজা

[আদিত্যে বৃহচ্চন্দ্রমস্যন্নং বিদ্যুতি সত্যং স্তনয়িত্নৌ শব্দো বায়াবিন্দ্রো বৈকুণ্ঠ আকাশে পূর্ণমগ্নৌ বিষাসহিরিত্যপ্সু তেজ ইত্যধিদৈবতমথাধ্যাত্মমাদর্শে প্রতিরূপশ্ছায়ায়াং দ্বিতীয়ঃ প্রতিশ্রুৎকায়ামসুরিতি শব্দে মৃত্যুঃ স্বপ্নে যমঃ শরীরে প্রজাপতির্দক্ষিণেঽক্ষিণি বাচঃ সব্যেঽক্ষিণি সত্যস্য]। ২ ॥

কিমুত ত্বাদৃশানামিত্যর্থঃ। তে তুভ্যং ব্রাহ্মণায় ব্রহ্মবিদে দানপাত্রায়। নেয়ং ব্রহ্মবিদ্যায়া দক্ষিণা কিংত্বিত্যেতস্যামিদানীমুক্তায়াং বাচি ব্রহ্ম তে ব্রবাণীত্যেবং-রূপবাঙ্মাত্রনিমিত্তম্। জনক এতন্নামা মিথিলেশ্বরো ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ সসাধনায়া দাতা জনকঃ স এব ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ প্রতিগ্রহীতা। ইত্যনেন প্রকারেণ তং জ্ঞাত্বাং তাথং বৈ প্রসিদ্ধাঃ। উ অপি জনাস্ত্রৈবর্ণিকা ধাবন্তি গচ্ছন্তি। অয়মর্থঃ। ব্রহ্মবিদ্যায়া যো দাতা বক্তাঽপি চেত্যেবং বদন্তো জনা মিথিলেশ্বরমেত্য গচ্ছন্তি। অপি মাং তাদৃশং ততোঽপ্যধিকং বা ন জানন্তীত্যনেন প্রকারেণোবাচেত্যন্বয়ঃ। ১ ॥ ২ ॥

অন্নকার্য্যেও প্রভূত দান করিয়া থাকি, আর তুমি ব্রহ্মদান করিবে বলিয়াছ; সুতরাং তোমার ঐ কথায় আমরা তোমায় গোসহস্রদান করিব। তুমি ব্রাহ্মণ, ও ব্রহ্মবিৎ, তুমি ত দানপাত্র। এই দান ব্রহ্মবিদ্যার দক্ষিণা নহে, কিন্তু তুমি যে এখন বলিলে, ব্রহ্ম তোমায় বলিব, এই কথার দক্ষিণা ঐ গোসহস্র। জনক নামক মিথিলেশ্বর সসাধন ব্রহ্মবিদ্যার দাতা, তিনিই ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিগ্রহীতা। এই রূপ জানিয়া ত্রৈবর্ণিক জনগণ তাহার নিকট অত্যন্ত গমন করিয়া থাকে। 'যিনি ব্রহ্মবিদ্যার দাতা ও বক্তাও' ইত্যাকার বলিতে বলিতে জনগণ মিথিলেশ্বরের নিকট গমন করিয়া থাকে, কিন্তু আমি যে তাদৃশ বা ততোধিক ও ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মদ, তাহা জানে না। এইরূপ কথা অজাতশত্রু বলিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় খণ্ডের টীকা নাই সুতরাং এস্থলে তাহার ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইল না ॥ ২ ॥

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ আদিত্যে পুরুষস্তমেবাহমুং ইতি তং হোবাচাজাতশত্রুর্ম্মা মৈতস্মিন্‌সংবাদয়িষ্ঠাঃ।

বৃহন্‌পাণ্ডরবাসা অতিষ্ঠাঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মূর্দ্ধেতি বা অ

স উক্তঃ। হ কিলোবাচোক্তবান্। বালাকির্ব্বালাকস্যাপত্যম্। য প্রসিদ্ধ এব ন ত্বন্যঃ। এষ মাদৃশস্য প্রত্যক্ষঃ। আদিত্যে, আদিত্যমণ্ড পুরুষঃ পুরুষাকারশ্চেতনঃ। তমেবোক্তস্থানস্থমেব ন ত্বন্যম্। অহং গার্গ্যো বিৎ। উপাস্থে বিজাতীয়প্রত্যয়শূন্যেন সজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহেণ ব্রহ্মেতি সাক্ষ কুর্ব্বে। ইত্যনেন প্রকারেণোবাচেত্যন্বয়ঃ। তমেবং ব্রুবাণং গার্গ্যং হ কি বাচোক্তবান্। অজাতশত্রুরেতন্মা হস্তসংজ্ঞয়া নিবারয়ন্। মা মা, আবাধা দ্বির্বচনম্। এতস্মিন্নুক্তপুরুষে। উক্তপুরুষোপদেশনিমিত্তমিত্যর্থঃ। আব জ্ঞানে সমানে সতি সংবাদয়িষ্ঠাঃ, ত্বং গুরুরহং শিষ্য ইতি গুরুশিষ্যোক্তিরূপং সংব মা কারয়। এতস্মিন্‌কার্য্যমাণে বয়ং বাধিতাঃ স্যামঃ।

নন্থ যদ্যপি ত্বং জানীষঃ এনং পুরুষং তথাঽপি তদ্‌গুণোপাসনাং ফলঞ্চ জানীষ ইত্যত আহ—

বৃহন্নত্যধিকঃ পাণ্ডরবাসাঃ শুক্লগুণোজ্জ্বলবস্ত্রশ্চন্দ্রমসঃ সূর্য্যাস্যসুষুম্নানাড়ীরূ

সেই বলাকি বলিয়াছিলেন,—যে প্রসিদ্ধ এই মাদৃশ জনের প্রত্যক্ষ আদি মণ্ডলে পুরুষাকার চেতন আছেন, উক্ত আদিত্যমণ্ডলস্থ সেই পুরুষকে আ ব্রহ্মবিৎ গার্গ্য উপাসনা করিতেছি,—বিজাতীয় প্রত্যয় শূন্য করিয়া সজাতী প্রত্যয় প্রবাহ দ্বারা তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া সাক্ষাৎ করিতেছে। এই প্রকা বলিয়াছিলেন। গার্গ্য এই কথা বলিলে, সেই অজাত শত্রু হস্তসংকেত করি নিষেধ করিয়াছিলেন —উক্তবিধ পুরুষের উপদেশের নিমিত্ত, তুমি গুরু, আ শিষ্য আমাদিগের গুরুশিষ্যোক্তিরূপ সম্বাদও করি না। এরূপ করিলে আমর পীড়িত হইয়া পড়িব।

ভাল, তুমি যদিও এই পুরুষকে জান, তথাপি তাহার গুণও উপাসনা ফল তুমি জান না, এই জন্য বলিতেছেন,—

অত্যন্ত অধিক, শুক্লগুণোজ্জ্বল বসন; কারণ, চন্দ্রমাঃ সূর্য্যস্যসুষুম্নানাড়ীরূপ

চমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তেঽতিষ্ঠাঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং
। ভবতি। ৩॥

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ চন্দ্রমসি পুরুষস্তমেবাহমুপাস
চ তং হোবাচাজাতশত্রুর্ম্মা মৈতস্মিন্‌সংবাদয়িষ্ঠাঃ সোমো
াঽন্নস্যাঽঽত্মেতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেব-
াস্তেঽন্নস্যাঽঽত্মা ভবতি। ৪॥

। এতৌ শাস্ত্রান্তরোক্তৌ গুণৌ সূর্য্যেঽপ্যবিরুদ্ধৌ। অতিষ্ঠাঃ সর্ব্বাণি ভূতা-
ত্য তিষ্ঠতীত্যতিষ্ঠাঃ। সর্ব্বেষাং ভূতানাং নিখিলানাং স্থিরজঙ্গমানাং মূর্দ্ধা
ম্‌। ইত্যনেন প্রকারেণ। বৈ প্রসিদ্ধঃ সর্ব্বেষাং ব্রহ্মবিদ্যাং নিরভিমানি-
। অহমজাতশত্রুঃ। এতং ত্বয়োক্তং পুরুষমুপাস উপসনয়া সাক্ষাৎকুর্ব্বে।
ক্তপুরুষগুণপরিসমাপ্ত্যর্থঃ। স যো হৈতমেবমুপাস্তে। যঃ প্রসিদ্ধ উপা-
। হ কিল। এতমুক্তগুণকং পুরুষম্‌। এবমুপাস্তে, উক্তগুণোপাসনয়া
াৎকুরুতে। সঃ, অতিষ্ঠাঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মূর্দ্ধা। ব্যাখ্যাতম্‌। ভবতি
শং ব্রহ্মোপাস্তে স্বয়মপি তদ্‌গুণো ভবতি। উপাসনস্থানমেতন্ন তু শুদ্ধং নিরু-
। ব্রহ্মেত্যুক্তং ভবতি। ৩॥

চন্দ্রমসি চন্দ্রমণ্ডলে। সোমো রাজা প্রিয়দর্শনো দীপ্তিমান্‌। অন্নস্যাঽঽত্মা।

াস্ত্রোক্ত এই গুণ দুইটি, সূর্য্যেও বিরুদ্ধ নহে। সমস্ত ভূতকে অতিক্রম
যা অবস্থান করিতেছেন বলিয়া অতিষ্ঠা, স্থাবর জঙ্গমাত্মক নিখিল ভূতের
বা মস্তক। এইরূপে বলিয়াছিলেন। নিরভিমান সকল ব্রহ্মবিদের
দ্ধ অজাতশত্রু নামক আমি, তোমার কথিত এই পুরুষের উপাসনা করিয়া
াৎ করিয়াছি। এস্থলে যে ইতিশব্দ আছে, তাহা উক্ত পুরুষের গুণ
সমাপ্ত্যর্থ। যে প্রসিদ্ধ উপাসক এই উক্তগুণক পুরুষের এই প্রকারে
াসনা করিবে, উক্তগুণ উপাসনা দ্বারা সাক্ষাৎ করে, সেব্যক্তি সকল ভূতকে
তক্রম করিয়া অবস্থান করে; অতিষ্ঠ হয়, সকল ভূতের মূর্দ্ধা হয়। যদ্‌গুণ
শ্বর উপাসনা করিবে, সে নিজে তদ্‌গুণ হইবে। এটা উপাসনার স্থান;
তু শুদ্ধ নিরুপাধি ব্রহ্ম নহে, এটুকু জানিতে হইবে॥ ৩॥

সেই বালাকি বলিয়াছিলেন,—যে পুরুষ এই চন্দ্র মণ্ডলে প্রত্যক্ষ হয়,

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ বিদ্যুতি পুরুষস্তমেবাহং
ইতি তং হোবাচাজাতশত্রুর্ম্মা মৈতস্মিন্‌সংবাদয়িষ্ঠাঃ
আত্মেতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তে
আত্মা ভবতি। ৫॥

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ স্তনয়িত্নৌ পুরুষস্তমেবাহং
ইতি তং হোবাচাজাতশত্রুর্ম্মা মৈতস্মিন্‌সংবাদয়িষ্ঠাঃ শব্দস্যা
ত্মেতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তে শব্দ
স্যাত্মা ভবতি। ৬॥

চতুর্ব্বিধস্যাদনীয়স্যাহহস্মা কারণং স্বরূপং বা। ফলে তু তদ্বান্‌ভবতীতি।
য়ম্‌। ৪॥

বিদ্যুতি সৌদামনীমণ্ডলে। তেজস আত্মা তেজস্বীতাস্যভিমানঃ। ৫॥

স্তনয়িত্নৌ মেঘমণ্ডলে। শব্দস্যাহহস্মা ধ্বনিবাভেদভিন্নস্য কারণং স্বরূপং

আমি তাঁহার উপাসনা করিয়াছি। এই কথা শুনিয়া অজাতশত্রু সেই
কিকে বলিয়াছিলেন, না না.—উক্তবিধ পুরুষের উপদেশের নিমিত্ত
সম্বাদ করিও না। এরূপ করিলে আমাদের কোন কার্য্যই সমাহিত
না। প্রিয়দর্শন দীপ্যমান সোম অন্নের আত্মা, চতুর্ব্বিধ অদনীয় দ্রব্যের
স্বরূপ। এইরূপ জানিয়া আমি এই সোমের উপাসনা করিয়াছি।
এইরূপ জানিয়া যে উপাসনা করে, সে চতুর্ব্বিধ অন্নের কারণ স্বরূপ
হয়॥ ৪॥

সেই বালাকি বলিয়াছিলেন .—বিদ্যুন্মণ্ডলে যে প্রত্যক্ষ পুরুষাকার
আছেন, আমি তাঁহার উপাসনা করিয়াছি, এই কথা শুনিয়া অজা
তাঁহাকে বলিয়াছিলেন ;—না, না.—এই পুরুষের উপদেশের নিমিত্ত
গের গুরুশিষ্য সম্বাদ প্রবর্ত্তিত করাইও না। উনি তেজের আত্মা
আমি তেজস্বী, ইত্যাকার অভিমান আছে, এইরূপ ভাবিয়া আমি ইঁহার
সনা করিয়াছি। যে উঁহাকে এইরূপ উপাসনা করে, তেজের আত্মা
হইয়া থাকে॥ ৫॥

সেই বালাকি বলিয়াছিলেন;—এই সোমমণ্ডলে পুরুষাকার চেতন

সহোবাচ বালাকির্য এবৈষ আকাশে পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি তং হোবাচাজাতশত্রুর্ম্মা মৈতস্মিন্‌সংবাদয়িষ্ঠাঃ পূর্ণমপ্রবর্ত্তি ব্রহ্মেতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তে পূর্য্যতে প্রজয়া পশুভিঃ।

নো এব স্বয়ং নাস্য প্রজা পুরা কালাৎপ্রবর্ত্ততে। ৭ ॥

আকাশে গগনেঽব্যাকৃতে বা। পূর্ণমপ্রবর্ত্তি ক্রিয়াশূন্যং ব্রহ্ম বৃহৎসর্ব্বস্মাদপা-কং পূর্য্যতে প্রজয়া পশুভিঃ। পূর্ণ গুণোপাসনফলং পুত্রগবাদিপরিপূর্ত্তিঃ।

অপ্রবর্ত্তিগুণোপাসনফলমাহ—

নো এব স্বয়ং প্রবর্ত্ততে। শতসংবৎসরকালাৎপূর্ব্বং স্বযমুপাসকো নো এব বর্ত্ততে প্রমীয়তে। অস্যোপাসকস্য প্রজা তনযাদিকা। পুরা কালাৎ প্রবর্ত্ত নপ্রবর্ত্ততে। ৭ ॥

ত্যক্ষ হয়, আমিই তাঁহাকে উপাসনা করিয়াছি। এই কথা শুনিয়া অজাত-ক্র হস্ত সঙ্কেত দ্বারা নিষেধ করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, না, না,—এই ষের উপদেশের জন্য আমাদিগের গুরুশিষ্য সম্বাদ প্রবর্ত্তিত করাইওনা। নব বর্ণভেদে ভিন্ন ভিন্ন শব্দের কারণ স্বরূপ আত্মা, এই ভাবিয়া আমি র উপাসনা করিয়াছি। যে ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করে, সে শব্দের ত্মা হয়। ৬ ॥

সেই বালাকি বলিয়াছিলেন,—যিনি এই আকাশে বা অব্যাকৃত প্রদেশে ত্মার চেতন প্রত্যক্ষ হন, তাঁহাকেই আমি উপাসনা করিয়াছি। এই া শুনিয়া অজাতশত্রু হস্ত সঙ্কেত দ্বারা নিষেধ করিয়াছিলেন। বলিয়া লেন,—না, না, আমাদিগের গুরুশিষ্য সম্বাদ এই পুরুষের উপদেশের জন্য র্ত্তিত করাইও না। আমিও ইঁহাকে পূর্ণ ও অপ্রবর্ত্তি ক্রিয়াশূন্য ব্রহ্ম াপেক্ষা বৃহৎ অধিক ভাবিয়া উপাসনা করিয়াছি। যে ইঁহাকে এইরূপ াসনা করে, সে প্রজা ও পশুদ্বারা পরিপূর্ণ হয়। পূর্ণ গুণোপাসনার ফল গবাদি পরিপূর্ত্তি।

অপ্রবর্ত্তিগুণোপাসনার ফল বলিতেছেন,—

সে স্বয়ং নিয়মিত কালের পূর্ব্বে শতসম্বৎসর কালের পূর্ব্বে এসংসার

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ বায়ৌ পুরুষস্তমেবাহমুপাস
তং হোবাচাজাতশত্রুর্ম্মা মৈতস্মিন্‌সংবাদয়িষ্ঠা ইন্দ্রো বৈকু
ঽপরাজিতা সেনেতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈত
মুপাস্তে।

জিষ্ণুর্হ বা।

অপরাজয়িষ্ণুঃ।

বায়ৌ পবনে। ইন্দ্রঃ পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্নঃ। বৈকুণ্ঠো বিগতা কুণ্ঠা পরৈ
রণা যস্মাৎ স বিকুণ্ঠঃ। বিকুণ্ঠ এব বৈকুণ্ঠঃ। অপরাজিতা সেনা ন পরৈ
জিতাঽপরাজিতা সেনা।

ইন্দ্রগুণফলমাহ—

জিষ্ণুর্হ বা জয়নশীলঃ। হ প্রসিদ্ধৌ বাশব্দ এবকারার্থঃ।

বৈকুণ্ঠগুণফলমাহ—

অপরাজয়িষ্ণুঃ পরৈর্জ্জেতুমশক্যশীলঃ।

ত্যাগ করিতে প্রবর্ত্তিত হয় না, বা মরে না। তাহার প্রজা ও শত
কালের পূর্ব্বে মরে না॥ ৭॥

সেই বালাকি বলিয়াছিলেন,—যিনি এই বায়ু মণ্ডলে পুরুষাকার
প্রতীয়মান হন, তাঁহাকেই আমি উপাসনা করিয়াছি। একথা শুনিয়া
শত্রু হস্ত সঙ্কেত দ্বারা নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন,—না, না, এই
উপদেশার্থ আমাদিগের গুরুশিষ্য সম্বাদ প্রবর্ত্তিত করাইও না পর
সম্পন্ন ইন্দ্র, কুণ্ঠাহীন বৈকুণ্ঠ, অপরাজিতা সেনা ভাবিয়া আমি ইহাঁকে উ
করিয়াছি।

ইন্দ্রগুণোপাসনার ফল বলিতেছেন;—

যে ইহাঁকে এরূপ জানিয়া উপাসনা করে, সে জিষ্ণু বা জয়শীল হ
প্রসিদ্ধ।

বৈকুণ্ঠগুণোপাসনার ফল বলিতেছেন;—

অপরাজয়িষ্ণু হয়। শত্রু তাহাকে কখনই পরাজিত করিতে স
না।

অন্যতস্ত্যজায়ী ভবতি। ৮ ॥

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষোঽগ্নৌ পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি তং হোবাচাজাতশত্রুর্ম্মা মৈতস্মিন্‌সংবাদয়িষ্ঠা বিষাসহিরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তে বিষাসহির্হৈবান্বেষ ভবতি। ৯ ॥

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষোঽপ্সু পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি তং হোবাচাজাতশত্রুর্ম্মা মৈতস্মিন্‌সংবাদয়িষ্ঠা নাম্ন আত্মেতি বা

অপরাজিতসেনাগুণফলমাহ—

অন্যতস্ত্যজায়ী, অন্যতস্ত্যোঽন্যতো ভবো বৈরী তজ্জয়লক্ষণং শীলমস্যেত্যন্যতস্ত্যজায়ী। ৮ ॥

অগ্নৌ জাতবেদসি। বিষাসহির্বিবিধসহনশীলো দুঃসহো বাঽন্যৈঃ। হৈবান্বেষ ভবতি। হ প্রসিদ্ধম্। এষ এব ন স্বন্যঃ। অনুপাসনাদেষ উপাসকো ভবতি। ৯ ॥

অপ্সু জলেষু। নাম্নঃ স্বাত্মনাম্নঃ। আত্মা স্বরূপং কারণং বা ভবতি। ন চ শাখান্তরপ্রতিরূপগুণেন বিরোধঃ। অস্তি হি সাদৃশ্যং নাম্নো বস্তুনা। তথা হি।

অপরাজিত সেনাগুণোপাসনার ফল বলিতেছেন,—

সে বৈরিকুলোদ্ভব বৈরিদিগের জয়কারী হয়॥ ৮ ॥

সেই বালাকি বলিয়াছিলেন,—যিনি এই অগ্নিমণ্ডলে পুরুষাকার চেতন প্রতীয়মান হন, তাঁহাকেও আমি উপাসনা করিয়াছি। এই কথা শুনিয়া অজাতশত্রু হস্ত সঙ্কেত দ্বারা নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন,— না,না,- এই পুরুষের উপদেশার্থ আমাদিগের গুরুশিষ্য সম্বাদ প্রবর্ত্তিত করাইও না। ইনি বিধ সহনশীল, বা অন্যের দুঃসহ, এইরূপ ভাবিয়া আমি ইঁহাকে উপাসনা রিয়াছি। যে ইঁহাকে এতাদৃশ জানিয়া উপাসনা করে, সে উপাসনার পর বিধ সহনশীল, বা অন্যের দুঃসহ হয়॥ ৯ ॥

সেই বালাকি বলিয়াছিলেন,—এই যে অপ্‌সমূহের মধ্যে পুরুষাকার চেতন প্রত্যক্ষ হন, তাঁহাকে আমি উপাসনা করিয়াছি। এই কথা শুনিয়া হস্ত সঙ্কেত

অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তে নাম্ন আত্মা ভব
ত্যধিদৈবতমথাধ্যাত্মম্। ১০॥

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ আদর্শে পুরুষস্তমেবাহমুপ
ইতি তং হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্সংবাদয়িষ্ঠাঃ প্রতিরূপ ই
বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তে প্রতিরূ
হৈবাস্য প্রজায়ামাজায়তে নাপ্রতিরূপঃ। ১১॥

ঘট ইতি বস্তু ঘট ইতি নামেতি বাহত্যন্তসাদৃশ্যোপলম্ভাৎ। ইত্যধিদৈবত
প্রকারেণ দৈবতমধিকৃত্যোক্তমধিদৈবতম্। অথাধিদৈবতোপাসনানন্তরম্। অ
ত্মমাত্মানং শরীরমধিকৃত্যোচ্যমানমুপাসনমধ্যাত্মম্। ১০॥

আদর্শে দর্পণে ভাস্বরে দ্রব্য ইত্যর্থঃ। প্রতিরূপঃ সদৃশো রোচিষ্ণুরিত্য
প্রতিরূপো হৈবাস্য, উপাসকস্য সদৃশঃ প্রসিদ্ধ এব প্রজায়াম্। প্রজায়াং স
নিমিত্তম্। আজায়তে পুত্রঃ স্পষ্ট উপপদ্যতে। নাপ্রতিরূপো ন বিলক্ষণঃ। ১

দ্বারা নিষেধ করিয়া অজাতশত্রু বলিয়াছিলেন, না, না, আমাদি
গুরুশিষ্য সম্বাদ প্রবর্ত্তিত করাইও না। আমি ইঁহাকে স্বাত্মনা
আত্মা জানিয়া উপাসনা করিয়াছি। এই হেতু বলিতে পারি,
ইঁহাকে এই ভাবে উপাসনা করে, যে নামের স্বাত্মনামের আত্মা স্ব
কারণ হয়। ইহাদ্বারা শাখান্তরোক্ত প্রতিরূপগুণের সহিত বিরোধ হয়
কারণ, বস্তুর সহিত নামের সাদৃশ্য আছে। যেমন ঘট এই নামের সহিত
বস্তুর অত্যন্ত সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকারে দৈবত অধিকার কি
বলা হইল। এই দৈবতোপাসনান্তর আত্মাকে শরীরকে অধিকার করিয়া উ
সনার কথা বলা যাইতেছে॥ ১০॥

সেই বালাকি বলিয়াছিলেন,—এই যে ভাস্বর দ্রব্য দর্পণে পুরুষাক
চেতন প্রতীয়মান হয়, তাহাকে আমি উপাসনা করিয়াছি। এই কথা শুনি
অজাতশত্রু হস্তসঙ্কেত দ্বারা নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন, না, না, এই পুরু
উপদেশার্থ আমাদিগের গুরুশিষ্য সম্বাদ প্রবর্ত্তিত করাইও না। প্রতি
রোচিষ্ণু ভাবিয়া আমি ইহার উপাসনা করিয়াছি। এই জন্য বলিতেপা

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ প্রতিশ্রুৎকায়াং পুরুষস্তমেবাহমুপাস ইতি তং হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্‌সংবাদয়িষ্ঠা দ্বিতীয়োঽনপগ ইতি বা অহমেতমুপাস ইতি স যো হৈতমেবমুপাস্তে।

বিন্দতে দ্বিতীয়াৎ।

দ্বিতীয়বান্‌ভবতি। ১২ ॥

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ শব্দঃ পুরুষমন্বেতি তমেবাহ-

প্রতিশ্রুৎকায়াং শ্রবণং শ্রবণং প্রত্যধিতিষ্ঠতীতি প্রতিশ্রুৎকা। দ্বিতীয়ো দ্বিসংখ্যাপূরণঃ। অনপগো গমনশূন্যঃ।

দ্বিতীয়গুণস্য ফলমাহ--

বিন্দতে লভতে। দ্বিতীয়াদ্ভার্য্যাশরীরাদ্দ্বিতীয়মিতি শেষঃ।

অনপগগুণস্য ফলমাহ—

দ্বিতীয়বান্‌ভবতি। অনপগতপুত্রপৌত্রাদির্ভবতীত্যর্থঃ। ১২ ॥

শব্দঃ পুরুষমন্বেতি। গচ্ছন্তং পুরুষং যোঽয়ং ধ্বন্যাত্মকঃ শব্দঃ পশ্চাদ্গচ্ছতি।

যে ইহাকে এইরূপ জানিয়া উপাসনা করে, সেই উপাসকের প্রজাতে প্রতিরূপ হয়,---উপাসকের সদৃশ পুত্র জন্মায়, বিসদৃশ পুত্র জন্মায় না॥ ১১ ॥

সেই বালাকি বলিয়াছিলেন,—যিনি এই প্রতিশ্রুৎকার প্রতিধ্বনিতে পুরুষাকার চেতন প্রতীয়মান হন. তাঁহাকে আমি উপাসনা করিয়াছি। এই কথা শুনিয়া হস্তসঙ্কেত দ্বারা অজাতশত্রু নিষেধ করিয়াছিলেন, না. না, এই পুরুষের উপদেশার্থ আমাদিগের গুরুশিষ্য সম্বাদ প্রবর্ত্তিত করাইও না। গমনহীন দ্বিতীয় ইত্যাকার জানিয়া ইহার আমি উপাসনা করিয়াছি। এইজন্য বলিতে পারি, যে ইহাকে এইরূপ জানিয়া উপাসনা করে—

দ্বিতীয়গুণের ফল বলিতেছেন,—

ভার্য্যাশরীর হইতে দ্বিতীয় লাভ করে।

অনপগমগুণের ফল বলিতেছেন,—

দ্বিতীয় বান্ হইবে; অর্থাৎ অপগত পুত্র পৌত্রাদি হইবে॥ ১১ ॥

সেই বালাকি বলিয়াছিলেন,—এই যে ধ্বন্যাত্মক শব্দ পুরুষ গমন করিতে

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ দক্ষিণেহক্ষন্ পুরুষস্তমেবাহ মুপাস ইতি তং হোবাচাজাতশত্রুর্ম্মা মৈতস্মিন্ সংবাদয়িষ্ঠা না আত্মাহগ্নেরাত্মা জ্যোতিষ আত্মেতি বা অহমেতমুপাস ইতি যো হৈতমেবমুপাস্ত এতেষাং সর্ব্বেষামাত্মা ভবতি। ১৭॥

স হোবাচ বালাকির্য এবৈষ সব্যেহক্ষন্পুরুষস্তমেবাহমুপা ইতি তং হোবাচাজাতশত্রুর্ম্মা মৈতস্মিন্সংবাদয়িষ্ঠাঃ সত্যস্যাঃ

দক্ষিণেঽক্ষন্দক্ষিণেঽক্ষি দক্ষিণে চক্ষুষি। নাম্ন আত্মা বর্ণাত্মকশব্দস্য কার স্বরূপম্। জ্যোতিষ আত্মা প্রকাশমাত্রস্য স্বরূপম্। এতেষাং নামাগ্নিজ্যোতি সর্ব্বেষাং নিখিলানামাত্মা ভবতি স্বরূপং ভবতি। ১৭॥

সব্যেঽক্ষন্সব্যেঽক্ষণি বামে চক্ষুষি। সত্যস্য প্রাণরূপস্যাঽত্মা স্বরূপ বিদ্যুত আত্মা সৌদমেন্যাঃ স্বরূপং তেজস আত্মা জ্যোতির্মাত্রস্য স্বরূপম্। এতে

জন্য আমাদিগের গুরুশিষ্য সম্বাদের প্রবৃত্তি করাইও না। দীপ্যমান জানিয়া আমি ইঁহার উপাসনা করিয়াছি। এই জন্য বলিতে পারি, যে ইঁহা এইরূপে উপাসনা করে, তাহার শ্রেষ্ঠতাবজন্য প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ গ্য উপলভ্যমান এই সকল ভূত ভৌতিক পদার্থ নিয়মানুসারে প্রবর্ত্তি হয়॥ ১৬॥

সেই বালাকি বলিয়াছিলেন,—এই যে দক্ষিণ অক্ষিতে পুরুষাকার প্র মান হয়, তাহার উপাসনা আমি করিয়াছি। এই কথা শুনিয়া হস্ত দ্বারা নিষেধ করিয়া অজাতশত্রু বলিয়াছিলেন,—না, না, এই পুরুষের উ শার্থ আমাদিগের গুরুশিষ্যসম্বাদ প্রবর্ত্তিত করাইও না। ইনি বর্ণাত্মক না আত্মা, প্রকাশমাত্রের আত্মা, অগ্নির আত্মা, ইত্যাকার জানিয়া আমি ইঁ উপাসনা করিয়াছি। এই জন্য আমি বলিতে পারি, যে ইঁহাকে এ জানিয়া উপাসনা করে, সে এই নাম, অগ্নি ও তেজঃ সকলের আত্মা, স্বরূ হয়॥ ১৭॥

সেই বালাকি বলিয়াছিলেন,—যিনি এই বাম অক্ষিতে পুরুষাক প্রতীয়মান হন, তাহাকে আমি উপাসনা করিয়াছি এই কথা বলিলে অজ শত্রু হস্ত সঙ্কেত দ্বারা নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন;—না, না, এইপুরু

ত্মা বিদ্যুত আত্মা তেজস আত্মেতি বা অহমেতমুপাস ইতি স
যা হৈতমেবমুপাস্ত এতেষাং সর্ব্বেষামাত্মা ভবতীতি। ১৮॥

তত উ হ বালাকিস্তূষ্ণীমাস তং হোবাচাজাতশত্রুঃ।

এতাবন্নু বালাকা৩ই ইত্যেতাবদ্ধীতি হোবাচ বালাকিস্তং হোবাচাজাতশত্রুর্ম্মৃষা বৈ কিল মা সমবাদয়িষ্ঠা ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি।

ত্যাদিত্যন্তেজসাং সর্ব্বেষামাত্মা ভবতি সর্ব্বেষাং স্বরূপং ভবতি। শেষং পর্য্যায়-
ষোড়শকেঽপি প্রথমপর্য্যায়বদ্ব্যাখ্যেয়ম্। ইতিঃ পুরুষোপদেশপরিসমাপ্ত্যর্থঃ। ১৮॥

ততঃ সব্যে চক্ষুষি পুরুষস্য নিরাকরণানন্তরম্। উ এব তদনন্তরমেব। হ
। বালাকির্ব্বালাকস্যাপত্যং তূষ্ণীমাস মৌনী বভূব। তং তূষ্ণীংভূতং বালা-
। হোবাচাজাতশত্রুঃ। ব্যাখ্যাতম্।

রাজোক্তিমাহ—

এতাবদিয়ৎপ্রমাণম্। নু বিতর্কে। উতান্যদপীত্যর্থঃ। বালাকা৩ই। হে
াকে। প্লুতির্নির্ভৎসনার্থা। যদ্যপ্যযোগ্যং ব্রাহ্মণস্য ভৎসনং তথাঽপি গর্ব্ব-
হারার্থং ক্রিয়মাণং ন বিরুদ্ধম্। গর্ব্বো হ্যস্য মহান্তং পুরুষার্থং নাশয়ন্ কণ্টকঃ

দেশার্থ আমাদিগের গুরুশিষ্য সম্বাদ প্রবর্ত্তিত করাইও না। প্রাণরূপ
নিয়া উপাসনা সত্যের স্বরূপ, বিদ্যুতের আত্মা, তেজের আত্মা, এই প্রকার
নিয়া আমি ইহাঁর উপাসনা করিয়াছি। এই জন্য বলিতে পারি, যে
াকে এইরূপ করে, সে সত্য, বিদ্যুৎ ও জ্যোতিঃ, এই সকলের আত্মা, বা
প হয়। এই স্থলে যে ইতি শব্দ আছে, সেটি পুরুষোপদেশ পরিসমা-
র জন্য গৃহীত হইয়াছে॥ ১৮॥

তারপরেই বালাকি মৌনী হইয়াছিলেন। বালাকিকে তূষ্ণীম্ভূত দেখিয়া
জাতশত্রু বলিয়াছিলেন।

বামচক্ষুতে পুরুষের অস্তিত্ব নিরাকরণের পরই বালাকের পুত্র বালাকি মৌনী
ইয়াছিলেন, ইহা প্রসিদ্ধ আছে।

রাজার উক্তি বলিতেছেন,—

ওহে বালাকে! বলি এই মাত্র, না আরও আছে। এস্থলে যে প্লুতি

স হোবাচ।

যো বৈ বালাক এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা যস্য বৈতৎকর্ম্ম

কণ্টকোদ্ধরণঞ্চরাজ্ঞা করণীয়মিতি ন্যায়াৎ। ইত্যনেন প্রকারেণ রাজোবাচ স্বয়ঃ। এবং রাজ্ঞোক্তেঽপগতগর্ব্বঃ। এতাবদ্ধি, ইয়দেবোক্তং নাতোঽধিকং কিঞ্চিদ্ব্রহ্ম বেদ্মীতি শেষঃ। ইতি গেবাচ বালাকিঃ, এবং কিলোক্তবান্‌বালাকঃ পত্যম্। তমপগতগর্ব্বং বালাকিম্। হোবাচাজাতশত্রুঃ। ব্যাখ্যাতম্। বৈ কিল মা মামজাতশত্রুম্। মৃষা বৈ বিতথমেব কিল নিশ্চিতম্। সম্বাদ ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি। ব্যাখ্যাতম্।

এবমুক্ত্বা পুনর্ব্বালাকেরর্ব্বাগদনস্য লজ্জাজড়স্যাপগতগর্ব্বস্যানুগ্রহার্থং সে জাতশত্রুঃ কিলোবাচোক্তবান্‌বালাকিং প্রতি।

রাজোক্তিমাহ--

যস্ত্বয়া প্রস্তাবিতো ব্রহ্মত্বেন। বৈ প্রসিদ্ধঃ সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণঃ। বালাকে

স্বরের গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা নির্ভৎসনের জন্য, যদিও ব্রাহ্মণকে ভৎর্সনা করা রাজার অনুচিত, তথাপি গর্ব্বপরিহারের জন্য ভৎর্সনা করা বিরুদ্ধ হয় নাই বালাকির মহান্ পুরুষার্থ বিনষ্ট করে, বলিয়া গর্ব্ব তাঁহার পক্ষে কণ্টক স্বরূপ কণ্টকোদ্ধার রাজার অবশ্য করণীয়। অতএব ন্যায়ানুসারেও এটা দোষাবহ নহে। রাজা এই প্রকারে বলিয়াছিলেন,—রাজার এই কথা শুনিয়া বালাকি বলিয়াছিলেন, যাহা বলিয়াছিলেন এই মাত্রই, ইহা অপেক্ষা অধিক কিছুকে আমি ব্রহ্ম বলিয়া জানি না। বালাকের পুত্র এই কথা বলিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। এইরূপে বালাকির গর্ব্ব অপগত হইলে, অজাত শত্রু বলিয়াছিলেন, তোমাকে ব্রহ্ম বলিতেছি বলিয়া তুমি আমাকে নিশ্চয় মিথ্যা মিথ্যাই গুরুশিষ্য সম্বাদে প্রবর্ত্তিত করাইয়াছিলে, এই কথা বলিয়া অপগত গর্ব্ব, লজ্জা জড়, বিনম্রমুখ বালাকির অনুগ্রহের জন্য প্রসিদ্ধি আছে যে, সেই অজাতশত্রু বালাকির প্রতি রাজা বলিয়াছিলেন।

রাজার উক্তি বলিতেছেন,—

হে বালাকে! তুমি যাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া প্রস্তাবিত করিয়াছ, তিনি যত

বৈ বেদিতব্য ইতি তত উ হ বালাকিঃ সমিৎপাণিঃ প্রতিচক্রম উপায়ানীতি তং হোবাচাজাতশত্রুঃ প্রতিলোমরূপমেব তৎস্যাদ্যৎক্ষত্রিয়ো ব্রাহ্মণমুপনয়েৎ।

বালাকে। এতেষামাদিত্যাদীনাং পুরুষাণাং ত্বয়োক্তানাং পুরুষাণাং কর্ত্তোৎপাদকঃ। যস্য বা যস্য প্রসিদ্ধস্য বেদান্তেষু। বাশব্দঃ পূর্ব্বোক্তব্যুদাসার্থঃ। কিমন্যাভিধানেনেত্যর্থঃ। এতদ্ভূতভৌতিকরূপং বিশ্বম্। কর্ম্ম ক্রিয়ত ইতি কর্ম্ম। যেনোৎপাদ্যত ইত্যর্থঃ। স ত্বদুক্তপুরুষৈঃ সহ বিশ্বকর্ত্তা। বৈ প্রসিদ্ধঃ সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণঃ। বেদিতব্যঃ সাক্ষাৎকরণীয়ঃ শ্রবণাদ্যুপায়ৈঃ। ইত্যনেন প্রকারেণ স হোবাচেত্যন্বয়ঃ। তত উ তত এব রাজোক্তেরনন্তরং হ কিল বালাকির্বালাকস্যাপত্যং ব্রহ্ম জিজ্ঞাসুঃ সমিৎপাণিঃ সমিৎকরঃ প্রতিচক্রমে প্রতিচক্রাম রাজানং প্রতি ব্রহ্মোপদেশার্থং গৃহীতোপায়ন আজগামেত্যর্থঃ। বাচা চৈবং ব্যাহৃতবান্। উপায়ানীতি যদি ভবতোঽনুজ্ঞা তদা ভবন্তং গুরুত্বেন সমীপ আগচ্ছামীত্যনেন প্রকারেণ প্রতিচক্রামেত্যন্বয়ঃ। তমপগতগর্ব্বং ব্রাহ্মণং দীনতমামবস্থাং প্রাপ্তং হ কিলোবাচাজাতশত্রুরুক্তবান্ রাজা। প্রতিলোমরূপমেব বিপরীতরূপমেব ন স্বরূপং তৎস্যাদ্ভবেৎ। যৎক্ষত্রিয়ো ন্যূনবর্ণঃ ক্ষতত্রাণকারী ব্রাহ্মণমুত্তমবর্ণং দ্বিজোত্তমমুপনয়েদ্ব্রহ্মবিদ্যায়ৈ দীক্ষয়েৎ।

আদিত্যাদি পুরুষ সকলের কর্ত্তা উৎপাদক। অথবা, বেদান্তে প্রসিদ্ধ যাঁহার কর্ম্ম এই ভূত ভৌতিকরূপ বিশ্ব। যৎ কর্ত্তৃক এই সকল উৎপাদিত হইয়া থাকে, ত্বদুক্ত পুরুষগণের সহিত সেই বিশ্বকর্ত্তা যিনি সত্যজ্ঞানানন্দ লক্ষণ দ্বারা প্রসিদ্ধ, সেই তিনিই শ্রবণাদি উপায় দ্বারা বেদিতব্য সাক্ষাৎ করণীয়। এই প্রকারে বলিয়াছিলেন, এইরূপ অন্বয় করিতে হইবে। রাজার এবম্প্রকার উক্তির পর, বালাকের পুত্র বালাকি ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু হইয়া সমিৎহস্তে ব্রহ্মোপদেশার্থ উপায় পরিগ্রহ করিয়া রাজার নিকট আসিয়াছিলেন। আর বলিয়াছিলেন, যদি আপনার অনুজ্ঞা হয়, তবে আপনাকে গুরু বলিয়া আপনার নিকট আমি আগমন করি। এইরূপ বলিয়া রাজার নিকটে গিয়াছিলেন। সেই ব্রাহ্মণের গর্ব্ব অপগত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ দীনতম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে দেখিয়া রাজা অজাতশত্রু বলিয়াছিলেন, সেটা বিপরীতরূপ হয় যে, ক্ষতত্রাণ

এহি ব্যেব ত্বা জ্ঞপয়িষ্যামীতি তং হ পাণাবভিপদ্য প্রবব্রাজ তৌ হ সুপ্তং পুরুষমাজগ্মতুস্তং হাজাতশত্রুরামন্ত্রয়াঞ্চক্রে।

বৃহন্‌পাণ্ডরবাসঃ সোম রাজন্নিতি।

মা চ তে ভয়ং যদসৌ রাজা ন বক্ষ্যতীত্যেবমাহ—

এহ্যস্মাজ্জনসমাজাদেকান্তমাগচ্ছ। ব্যেব ত্বা জ্ঞপয়িষ্যামি ত্বা ত্বাং গুরুং বিজ্ঞাপয়িষ্যাম্যেব যজ্জানামি তত্তুভ্যং বদন্ন বঞ্চয়িষ্যামীত্যর্থঃ। ইত্যনেন প্রকারেণোক্ত্বাঽনন্তরং তং বালাকিং ব্রহ্মবিদ্যার্থিনং হ কিল পাণাবভিপদ্য করে সস্নেহং গৃহীত্বা প্রবব্রাজ সভাদেশাদ্দেশান্তরং জগাম। তৌ রাজবালাকী। হ কিল সুপ্তং পুরুষমাজগ্মতুরনেককর্ম্মশ্রমাকুলং শয়ানং রাজপুরুষং কঞ্চিদয়িতুঃ প্রাপ্তবন্তৌ। তং সুপ্তং পুরুষং হ কিলাজাতশত্রুরেতন্নামা রাজাঽঽমন্ত্রয়াঞ্চক্রে বক্ষ্যমাণৈর্নামভিঃ সংবোধয়াঞ্চক্রে।

সম্বোধননামান্যাহ—

বৃহন্, হে সর্ব্বস্মাদপ্যধিক প্রাণ। পাণ্ডরবাসঃ পাণ্ডরা আপো বাসসী যস্য

কারী ন্যূনবর্ণ ক্ষত্রিয় উত্তমবর্ণ দ্বিজোত্তম ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মবিদ্যার জন্য দীক্ষিত করিবে।

ইনি রাজা; হয়ত ব্রহ্মতত্ত্ব আমাকে নাও বলিতে পারেন, এই প্রকার ভয় তোমার নাই, এই কথা বলিতেছেন,—

এস, বিশেষ করিয়া নিশ্চিতরূপে তোমাকে জ্ঞাপিত করিব, এস, এই জনসমাজ হইবে একান্তে এস, যাহা জানি, তুমি গুরু বলিয়া তোমাকে বলিব, বঞ্চনা করিব না। এই প্রকারে বলিয়া, পরে সেই ব্রহ্মবিদ্যার্থী বালাকিকে স্নেহ পূর্ব্বক করে ধারণ করিয়া প্রব্রজন সভাগৃহ হইতে দেশান্তরে গমন করিয়াছিলেন। তারপর সেই বালাকি ও রাজা অজাতশত্রু, অনেককর্ম্মশ্রমে আকুল বলিয়া শয়ান কোন রাজপুরুষকে উভয়ে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজা অজাতশত্রু সেই শয়ান পুরুষের বক্ষ্যমাণ নাম ধরিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন;—

সম্বোধনের নামসকল বলিতেছেন;—

হে বৃহন্—হে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রাণ! হে পাণ্ডরবাসঃ—পাণ্ডর—শুভ্র

স উ হ তূষ্ণীমেব শিশ্যে।

তত উ হৈনং যষ্ট্যাঽঽবিচিক্ষেপ স তত এব সমুত্তস্থৌ তং হোবাচাজাতশত্রুঃ।

তে প্রাণস্য তস্য সম্বোধনং হে পাণ্ডরবাস প্রাণ। সোম হে সোমাত্মক প্রাণ। রাজন্ হে দীপ্তিমন্ প্রাণ। ইতিঃ সম্বোধনপরিসমাপ্ত্যর্থঃ।

স বৃহন্নিত্যাদিনা সম্বোধিতঃ প্রাণঃ। উ হাপি প্রসিদ্ধো যো জাগর্ত্তি ততোঽন্যো জীবোঽবস্থান্তরাত্মত্বেন তূষ্ণীমেব মৌনেনৈব শিশ্যে শয়নং চক্রে।

তত উ তদনন্তরমেব। হ কিল। এনং শয়ানং পুরুষং। যষ্ট্যা বেত্রাদি-তরুকাষ্ঠেনাঽঽবিচিক্ষেপাঽঽসমন্তাত্তাড়িতবান্। স শয়ানঃ পুরুষঃ প্রাণাদ্ব্যতি-রিক্তো যষ্টিপাতসংজাতবেদনস্তত এব তদানীমেব ন তু কালান্তরে সমুত্তস্থৌ সম্য-গুত্থানং কৃতবান্। তং হোবাচাজাতশত্রুঃ। তং প্রাণাত্মবাদিনং বালাকিম্। ব্যাখ্যাতমন্যৎ।

সকল হইয়াছে বাসদ্বয় যাহার, হে তাদৃশ প্রাণ। হে সোম—হে সোমাত্ম প্রাণ। হে রাজন্—হে দীপ্তিমান্ প্রাণ। এই সকল নামে সম্বোধন করিয়া-ছিলেন। এস্থলে ইতিশব্দ ঐ সম্বোধন নামের সমাপ্তি বুঝাইবার জন্য গৃহীত হইয়াছে।

সে 'বৃহন্' ইত্যাদি নামে প্রাণরূপে সম্বোধিত হইয়া প্রসিদ্ধ যে জীব জাগ্রৎ থাকে, তদন্য অবস্থান্তর প্রাপ্ত জীব মৌনভাবেই শয়ন করিয়া-ছিল।

তারপর এই শয়ান পুরুষকে যষ্টিদ্বারা বিশেষ ভাবে তাড়িত করিয়াছিলেন। সেই শয়ান পুরুষ প্রাণ অপেক্ষা ভিন্ন বলিয়া যষ্টিপ্রহারের বেদনা প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎই সম্যক্‌রূপে উত্থান করিয়াছিল। তারপরে সেই প্রজ্ঞাত্মবাদী বালা-কিকে রাজা অজাতশত্রু বলিয়াছিলেন,—

কৈষ এতদ্বালকে পুরুষোঽশয়িষ্ট কৈতদভূৎ।
কুত এতদাগাৎদিতি।

তত উ হ বালাকির্ন বিজজ্ঞে তং হোবাচাজাতশত্রুর্যত্রৈষ এতদ্বালাকে পুরুষোঽশয়িষ্ট যত্রৈতদভূদ্যত এতদাগাদিতি।

এবং প্রাণ আত্মা ন ভবতি যো জাগ্রদপি ন বুদ্ধবান্। ক কুত্র। এষ প্রাণ-ব্যতিরিক্তঃ শয়ানঃ। এতৎসর্ব্বচৈতন্যশূন্যং যথা তথা। বালাকে হে বালাকে। পুরুষশ্চেতনঃ প্রাণাদীনাং স্বামী। অশয়িষ্ট শয়নমকুরুত ক কস্মিন্‌প্রদেশ এতদুক্তং শয়নমভূজ্জাতম্।

উক্তঃ প্রশ্নঃ পুরুষবিষয়েঽপরোঽবস্থাবিষয়ে। পুরুষশয়নয়োর্দ্দেশং পৃষ্ট্বা পুরুষস্যাঽঽগমনদেশং পৃচ্ছতি—

কুতঃ কস্মাদ্দেশাৎ। এতজ্জাগরণং প্রত্যোতদাগমনং বা আগাদাগতবান-প্লুতির্ব্বিচারার্থা। বিচার্য্য কথয়েত্যর্থঃ। ইত্যনেন প্রকারেণ প্রশ্নমকরোদিতি শেষঃ।

তত উ অপি রাজ্ঞা পৃষ্টং হ কিল বালাকির্ব্বালাকস্যাপত্যং ন বিজজ্ঞে ন বিজ্ঞাতবান্। তমজ্ঞাতস্বপ্রশ্নং বালাকিম্। হোবাচ এতদাগাদিতি। ব্যাখ্যাতম্।

তুমি যে প্রাণকে আত্মা বলিতেছিলে, সে প্রাণ আত্মা হইতে পারে না, কারণ, সে ত জানিয়া থাকিলেও বুঝিতে পারে না। হে বালাকে। এই যে প্রাণ হইতে ব্যতিরিক্ত শয়ন পুরুষ, এই পুরুষ সর্ব্বচৈতন্য শূন্য ভাবে কোথায় শয়ন করিয়াছিল? এত প্রাণাদির স্বামী ও চেতন। অর্থাৎ এই চেতন পুরুষ চৈতন্য শূন্যভাবে কোথায় শয়ন করিয়াছিল?

পুরুষ বিষয়ে প্রশ্ন করা হইল এখন অবস্থা বিষয়ে প্রশ্ন করা হইতেছে। পুরুষ শয়নের দেশের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া এখন পুরুষের আগমন দেশের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন;—

কোন্ দেশ হইতে এই চৈতন্য জগরণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে? এস্থলে যে প্লুতি স্বরের প্রয়োগ করা হইয়াছে। তাহাতে বুঝাইতেছে যে, তুমি এই বিষয়টি বিচার করিয়া বল। এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

রাজা অজাতশত্রু এইরূপ প্রশ্ন করিলে পর, সেই বালাকের পুত্র সেই প্রশ্নের অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। বালাকিকে প্রশ্নার্থ বিষয়ে অজ্ঞ দেখিয়া রাজা

হিতা নাম হৃদয়স্য নাড্যো হৃদয়াৎপুরীততমভিপ্রতন্বন্তি তদ্‌যথা সহস্রধা কেশো বিপাটিতস্তাবদণ্ব্যঃ পিঙ্গলস্যাণিম্না তিষ্ঠন্তি।

শুক্লস্য কৃষ্ণস্য পীতস্য লোহিতস্যেতি তাসু তদা ভবতি।

স্বয়ং তদ্দেশবিশেষমাহ রাজা—

হিতা নাম প্রাণিনাং হিতকারণাদ্ধিতা ইত্যভিধানম্। হৃদয়স্য হৃদয়পুণ্ডরীক-সম্বন্ধিন্যো হৃদয়পুণ্ডরীকান্নির্গতা ইত্যর্থঃ। নাড্যঃ শিরাঃ। হৃদয়াদ্‌ হৃদয়পুণ্ডরী-কান্নির্গত্য পুরীততমান্ত্রং হৃদয়বেষ্টনমভিপ্রতন্বন্তি সর্ব্বতঃ প্রকর্ষেণ বিস্তারয়ন্তি বেষ্ট-য়ন্তীত্যর্থঃ। তদ্‌যথা যাবৎপরিমাণা ইত্যর্থঃ। সহস্রধা কেশো বিপাটিতঃ। বালঃ সহস্রপ্রকারেণ বিবিধং পাটিতঃ কেশস্য সহস্রাংশ ইত্যর্থঃ। তাবত্তৎপরিমাণা অণ্ব্যঃ সূক্ষ্মাঃ পিঙ্গলস্য চিত্রবর্ণস্যাণিম্নাঽণুতমেন রসেনাতিসূক্ষ্মেণেত্যর্থঃ। তিষ্ঠন্তি পূর্ণা ইত্যর্থঃ।

সামান্যতো বর্ণমুক্ত্বা বিশেষেণ বর্ণানাহ—

শুক্লস্য শ্বেতস্য। অণিম্নেতি সর্ব্বেষু বর্ণেষ্বনুবর্ত্ততে। কৃষ্ণস্য কালস্য পীতস্য পীতবর্ণস্য লোহিতস্য রক্তস্যেত্যেবংপ্রকারস্য বর্ণান্তরস্যাপ্যাণিম্না রসেন পূর্ণাস্তি-ষ্ঠন্তি। তাসু হৃদয়বেষ্টনপুরীতৎপ্রতিষ্ঠিতাসু হৃদয়গমনমার্গভূতাসু সামীপ্যেন

অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন; হে বালাকে! এই পুরুষ যেখানে শয়ন করিয়াছিল, যেখানে যাইয়া অবস্থিত হইয়াছিল, এবং যেখান হইতে এই স্থানে আসিয়াছিল, তাহা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর।

প্রাণীদিগের হিতের কারণ বলিয়া হিতানামে হৃদয় পুণ্ডরীকের নাড়ী সকল আছে। তাহারা হৃদয় প্রদেশ হইতে নির্গত হইয়া পুরীতৎ নামক অন্ত্রকে পরিবেষ্টন করিয়াছে। সেই পরিমাণ তাহাদিগের; যেমন একটি কেশ সহস্র ভাগে বিভক্ত করিয়া চিরিলে যে পরিমাণ হয়, সেইরূপ ততটা পরিমাণ হয়। সে গুলি চিত্রবর্ণের অণুতম রসদ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া বর্ত্তমান রহি-য়াছে।

সামান্যাকারে বর্ণ বলিয়া বিশেষাকারে বর্ণ বলিতেছেন, শ্বেত, কৃষ্ণ, পীত, লোহিত বর্ণের অণুতম রসে পূর্ণ হইয়া তাহারা বর্ত্তমান আছে। সেই

যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যত্যথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি তদৈনং বাক্ সর্ব্বৈর্নামভিঃ সহাপ্যেতি চক্ষুঃ সর্ব্বৈ রূপৈঃ সহাপ্যেতি শ্রোত্রং সর্ব্বৈঃ শব্দৈঃ সহাপ্যেতি মনঃ সর্ব্বৈর্ধ্যানৈঃ সহাপ্যেতি স যদা প্রতিবুধ্যতে যথাঽগ্নের্জ্বলতঃ সর্ব্বা দিশো বিস্ফুলিঙ্গা বিপ্রতিষ্ঠেরন্নেবমেবৈতস্মাদাত্মনঃ প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকাঃ। ১৯॥

তদা ভবতি তস্মিংশ্চ শয়নকালে বর্ত্তে। ন স্বপ্নোঃ নান্যনাড়ীষু বর্ত্তমানস্য ভবতীত্যর্থঃ।

স্বপ্নস্থানমভিধায় বিস্তৃতং সুষুপ্তস্থানং সজাগরণমাহ—

যদা যস্মিন্কালে। সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতীত্যাদি লোকা ইত্যন্তং ব্যাখ্যাতম্। অয়মর্থঃ। নাড়ীদ্বারা পুরীতদ্বেষ্টনেঽনেকনাড়ীকারণে হৃদয়পুণ্ডরীকে স্থিতাকাশান্তর্ব্বর্ত্তিক্রিয়াশক্ত্যুপাধাবানন্দাত্মনি সুষুপ্তিং প্রাপ্য তত এব জাগরণম্ গচ্ছতি স উপগতাধারাধেয়ভেদো বিজ্ঞানানন্দস্বরূপো ব্রহ্মশব্দাভিধেয়ো ন তু তদভিমতঃ প্রাণাদিরধিদৈবতমপাধ্যাত্মঞ্চেতি। ১৯॥

হৃদয় বেষ্টন পুরীতৎ প্রভৃতি হৃদয় গমন মার্গের নিকটেই সেই শয়ন কালে অবস্থান করে। অন্য নাড়ীতে থাকিলে স্বপ্ন হয় না।

স্বপ্নস্থান বলিয়া, জাগরণস্থানের সহিত বিস্তৃতভাবে সুষুপ্তস্থানের বিষয় বলিতেছেন।—

যে কালে শয়ন করিয়া কোনরূপ স্বপ্নদর্শন করে না, সেই কালে ইন্দ্রিয়সকল প্রাণে যাইয়া একীভাব প্রাপ্ত হয়। সেই সময়ে বাগিন্দ্রিয় সকল নামের সহিত প্রাণে যাইয়া একীভাব, বা লয় প্রাপ্ত হয়। চক্ষুঃ সকলরূপের সহিত যাইয়া লয় প্রাপ্ত হয়।

শ্রোত্র সকল প্রকার শব্দের সহিত যাইয়া লয় প্রাপ্ত হয়। মনঃ সকল প্রকার ধ্যানের সহিত যাইয়া লয় প্রাপ্ত হয়। সেই প্রাণ যখন প্রতিবুদ্ধ হয়, তখন যেমন জাজ্বল্যমান অগ্নি হইতে সকলদিকে বিস্ফুলিঙ্গ সকল বিস্ফুরিত হইতে থাকে, সেইরূপ তখন এই প্রাণোপাধিক আত্মা হইতে প্রাণ সকল যাহার যে আয়তন, সে সেই সেই আয়তনে যাইয়া স্ফুরিত হইতে থাকে,

তদ্‌যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানেঽবহিতঃ স্যাৎ।

বিশ্বম্ভরো বা বিশ্বম্ভরকুলায় এবমেবৈষ প্রজ্ঞ আত্মেদংশরীর-মাত্মানমনুপ্রবিষ্টঃ।

কথমসৌ ব্রহ্মশব্দাভিধেয় উপলব্ধুং শক্যত ইতি বালাকের্হৃদয়গতাং শঙ্কাম-পাকরিষ্যন্ দৃষ্টান্তপূর্ব্বঃসরমাহ—

তত্রোপলব্ধৌ দৃষ্টান্তঃ। যথা দৃষ্টান্তে। ক্ষুরস্তীক্ষ্ণাগ্রঃ প্রসিদ্ধঃ ক্ষৌরকর্ম্মণি। ক্ষুরধানে ক্ষুরো ধীয়তে যস্মিন্‌পাত্রে তৎক্ষুরধানং তস্মিন্নবহিতঃ প্রক্ষিপ্তঃ স্যাদ্বেবং। অয়ং হৃদয়পুণ্ডরীকে শরীরৈকদেশ উপলব্ধৌ দৃষ্টান্তঃ।

ইদানীং সর্ব্বশরীরোপলব্ধ্যর্থং দৃষ্টান্তমাহ—

বিশ্বম্ভরো বা বিশ্বম্ভরোঽগ্নিঃ। বাশব্দো দৃষ্টান্তান্তরে। বিশ্বম্ভরকুলায়েঽগ্নি-নীড়েঽরণ্যাদৌ। এবমেবানেনৈব প্রকারেণ। এষ ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি যো

ইন্দ্রিয় সকল হইতে অগ্নি আদি দেবগণ, এবং অগ্নি আদি দেবগণ হইতে বচন আদি লোক সকল স্ফুরিত হয়। এস্থলে এইরূপ অর্থ করিতে হইবে,— পুরীতদ্বেষ্টিত, অনেক নাড়ীর কারণ হৃদয় পুণ্ডরীকে নাড়ীর দ্বারা অবস্থিত আকাশান্তর্ব্বর্ত্তী ক্রিয়াশক্ত্যুপাধিক আনন্দময় আত্মা সুষুপ্তি প্রাপ্ত হইয়া সুষুপ্তি হইতে জাগরণে আগমণ করেন। তিনিই আধার ও আধেয়ভেদ প্রপ্ত হন। তিনি বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়। তাহাকে ব্রহ্মশব্দে অভিহিত করা হয়। তুমি যে বলিয়াছ, প্রাণাদি অধিদৈবত যা অধ্যাত্ম, তাহা নহে॥ ১৯॥

ইনি কিরূপে ব্রহ্মশব্দে অভিহিত হইয়া আমাদিগের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারেন। এইরূপ বালাকির হৃদয়গত আশঙ্কা দূর করিবার জন্য দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছেন;—

উপলব্ধি বিষয়ে দৃষ্টান্ত যথা;—ক্ষৌরকর্ম্মে প্রসিদ্ধ তীক্ষ্ণাস্ত্র ক্ষুর যেমন ক্ষুর-ধানে (ক্ষুরের থাপে) প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ শরীরের এক দেশ যে হৃদয় পুণ্ডরীক, তাহাতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া আছেন। ত্রইরূপে উপলব্ধি করিতে হইবে।

এখন সমস্ত শরীরের উপলব্ধি বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছেন;—যেমন

আ লোমভ্য আ নখেভ্যঃ।
তমেতমাত্মানমেত আত্মানোঽন্ববস্যন্তি।

ভবতা প্রকৃতঃ। প্রজ্ঞো নিত্যস্বয়ম্প্রকাশপ্রজ্ঞাযুক্তঃ। আত্মাঽস্মৎপ্রত্যয়ব্যবহার-যোগ্যঃ। ইদংশরীরমিদংশরীরে ভবমেতচ্ছরীরস্থেন্দ্রিয়মিত্যর্থঃ। আত্মানমাত্ম-শব্দপ্রত্যয়াবলম্বনম্। অনুপ্রবিষ্টঃ সৃষ্টমনু প্রবেশং কৃতবান্।

প্রবেশাবধিমাহ—

আ লোমভ্য আ নখেভ্যঃ। লোমনখপর্য্যন্তং নখাগ্রশরীরবহির্গতকেশানুক্ত্বা সমগ্রে শরীর ইত্যর্থঃ।

স্বপ্নসুষুপ্তিজাগরণেষু প্রাণাদ্ব্যতিরিক্তমাত্মানমভিধায় তস্য চ সর্ব্বস্মিন্ শরীরে হৃদয়ে চ সামান্যবিশেষাভ্যাং ব্যাপ্তিং চেদানীং তস্যৈব স্বামিত্বং বিবক্ষুর্দৃষ্টান্তপূর্ব্বঃ সরমাহ—

তমা লোমভ্য আ নখেভ্যঃ শরীরে সামান্যবিশেষাভ্যাং প্রবিততম্। এতং বুদ্ধিসাক্ষিণম্। আত্মানমস্মৎপ্রত্যয়ব্যবহারযোগ্যং বস্তুত আনন্দাত্মানম্। এতে-

বিশ্বম্ভর অগ্নি বিশ্বম্ভর কুলায়ে অগ্নির নীড় অরণ্যাদিতে সর্ব্বতোভাবে অবস্থিত আছে, এই প্রকারেই 'ব্রহ্ম তোমাকে বলিব' বলিয়া যে তুমি প্রস্তাব করিয়াছিলে, সেই প্রকৃত ব্রহ্ম নিত্য স্বয়ম্প্রকাশ প্রজ্ঞা যুক্ত অস্মৎ প্রত্যয় ব্যবহারযোগ্য আত্মা এই শরীরে অবস্থিত আত্মাশব্দ প্রত্যয়াবলম্বন ইন্দ্রিয়গণকে সৃষ্টি করিয়া পরে তাহাতে প্রবেশ করিয়া আছেন।

প্রবেশের অবধি বলিতেছেন ;—

লোম হইতে নখ পর্য্যন্ত। নখের অগ্র ও শরীর হইতে বহির্গত কেশ পরিত্যাগ করিয়া অন্য সমগ্র শরীরেই অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন।

স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও জাগরণে প্রাণ হইতে ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত আত্মার লক্ষণ বলিয়া এবং সর্ব্বশরীরে ও হৃদয়ে সামান্যাকারে ও বিশেষাকারে তাঁহার ব্যাপ্তির কথা বলিয়া, এই ক্ষণে তাঁহারই স্বামিত্ব বলিবার ইচ্ছায় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিতে-ছেন ;—

নখ হইতে চুল পর্য্যন্ত এই শরীরে সামান্যাকারে ও বিশেষাকারে প্রবিতে সেই এই বুদ্ধির সাক্ষীর আপাততঃ অর্থাৎ প্রত্যয় ব্যবহার যোগ্য, বস্তুতঃ আনন্দ-

যথা শ্রেষ্ঠিনং স্বাঃ।

তদ্যথা শ্রেষ্ঠী স্বৈর্ভুঙ্‌ক্তে যথা বা স্বাঃ শ্রেষ্ঠিনং ভুঞ্জন্ত্যেব-মেবৈষ প্রজ্ঞাত্মৈতৈরাত্মভির্ভুঙ্‌ক্তে।

পগতাধিদৈবভেদা অধ্যাত্মং প্রত্যক্ষা ইব। আত্মানো বাগাদ্যাঃ। অন্ববস্যন্তি, াত্মনো নিশ্চয়মনু পশ্চান্নিশ্চয়ং কুর্ব্বন্তি।

তত্র দৃষ্টান্তমাহ—

যথা দৃষ্টান্তে। শ্রেষ্ঠিনং শ্রেষ্ঠত্বং প্রধানত্বং স গুণো যস্যাস্তি স তু শ্রেষ্ঠী তং াধান্যবন্তং কুটুম্বিনমিত্যর্থঃ। স্বাঃ স্বসম্বন্ধিনো জ্ঞাত্যুপলক্ষিতা উপজীবকাঃ। ্নবস্যন্তীত্যনুবর্ত্ততে।

নিশ্চয়ে প্রাধান্যমুক্ত্বা ভোগেঽপি প্রাধান্যং বক্তুং দৃষ্টান্তমাহ—

তত্তত্র ভোগপ্রাধান্যে। যথা দৃষ্টান্তে। শ্রেষ্ঠী কুটুম্বী স্বৈর্জ্ঞাত্যাদিভিঃ সহ ুঙ্‌ক্তেঽন্নমত্তি। যথা বা যদ্বাশব্দঃ প্রকারান্তরেণ দৃষ্টান্তার্থঃ। শ্রেষ্ঠিনং প্রধানং ুটুম্বিনং স্বা জ্ঞাত্যাদ্যা ভুঞ্জন্ত্যদন্তি। এবমেবানেন প্রকারেণ ন ত্বন্যথা। এষ প্রজ্ঞাত্মা। ব্যাখ্যাতম্। জ্ঞানক্রিয়াশক্ত্যুপাধিরিত্যর্থঃ। এতৈঃ প্রতিপ্রাণি-াবস্থিতৈঃ। আত্মভিরাত্মশব্দপ্রত্যয়ালম্বনৈর্ব্বাগাদিভিঃ সহ। ভুঙ্‌ক্তেঽত্তি। অথ ৷দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োস্তৃতীয়া করণার্থা। ন হি নির্ম্মনুষ্যকুটুম্বিনো দ্রব্যবতোঽপি

আত্মার নিশ্চয়ের পর এই প্রত্যক্ষ বাগাদি ইন্দ্রিয় গণ নিশ্চয় করিয়া কে। অর্থাৎ বুদ্ধি সাক্ষী নিশ্চয় করিলে পর, তবে ইন্দ্রিয় নিশ্চয় হইয়া কে।

সে বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন ;—

যেমন প্রাধান্য গুণশালী কুটুম্বিকে স্বসম্বন্ধীয় জ্ঞাতি প্রভৃতি উপজীবক ল অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণ আত্মার অনুবর্ত্তন করিয়া কে।

নিশ্চয়ে প্রাধান্য বলিয়া ভোগেও প্রাধান্য বলিবার জন্য দৃষ্টান্ত কবিতে-ন ;—

ভোগ প্রাধান্যে দৃষ্টান্ত যথা ;—যেমন শ্রেষ্ঠ জ্ঞাতি প্রভৃতির সহিত ভোগ করে ; বা যেমন জ্ঞাতি প্রভৃতিরা প্রধান কুটুম্বী শ্রেষ্ঠীকে ভোজন করায়, এই রূপই

এবং বৈ তমাত্মানমেত আত্মানো ভুঞ্জন্তি।

ভোগঃ সম্ভবতি পরৈর্দ্রব্যাপহারাদেঃ সম্ভবাৎ। এবমসঙ্গোদাসীনস্য চিতিস্বভাবস্যাঽঽত্মনোঽপি বিনা করণাদিকং ন ভোগঃ। যথা শ্রেষ্ঠী স্বৈর্ব্যাখ্যাতম্। উৎপন্নে কার্য্যে প্রধানকুটুম্বী যেন প্রকারেণ স্বৈর্জ্ঞাতিভিঃ সহ পর্য্যালোচ্যান্বয়ং ত্বেবমেতৈরাত্মভিরয়মাত্মেতি বহিরেবাবগন্তব্যম্।

তমেতমাত্মানমিত্যস্য প্রপঞ্চার্থমাহ—

এবং বা, অনেনৈব যথা শ্রেষ্ঠিনং স্বা ইতি বক্ষ্যমাণেন প্রকারেণ। এতমিন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাতারমাত্মানমেত আত্মানো ভুঞ্জন্তি। যথা শ্রেষ্ঠিনং স্বা ব্যাখ্যাতম্। অত্রাঽঽদ্যন্তপর্য্যায়য়োঃ সামান্যবিশেষাভ্যাং পুনরুক্তিপরিহারঃ। অথবা শ্রেষ্ঠিনং স্বা ইত্যস্য দার্ষ্টান্তিক এবং বা ইত্যাদিঃ। ন স্বাত্মনো নিশ্চয়মন্তরেণোপভোগঃ কর্ত্তুং শক্যঃ। অস্মিন্‌পক্ষে যথা শ্রেষ্ঠী স্বৈর্যথা শ্রেষ্ঠিনং স্বা ইতি বচনদ্বয়ং নিগমনার্থত্বেন ব্যাখ্যেয়ম্। অথবা নিশ্চয়ো দ্ব্যাত্মকো ভবতি। আপৎকালীনোঽনাপৎকালীনশ্চ। তত্রানাপৎকালীনঃ প্রধানবুদ্ধ্যনুসারী নিশ্চয়ো মৃগয়ায়াং মন্ত্রিণা তাদৃশং হৃদি নিধায় তমেবমাত্মানমিতি প্রথমমুক্তম্। আপৎকালীনস্তু বন্ধুভিঃ

এই প্রজ্ঞাত্মা জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্ত্য সহিত আনন্দ ময় ব্রহ্ম প্রতিপ্রাণি বাবহার আত্মশব্দ ও প্রত্যয়ের আলম্বন বাগাদি ইন্দ্রিয় সকলের সহিত ভোগ করে। অথবা, বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ এই আত্মাকে ভোগ করায়। অথবা, এই দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকে যে তৃতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা এই করণ কারকের প্রতীতির জন্য। অবশ্য মনুষ্যহীন কুটুম্বীর ভোগ সম্ভাবনা হয় না, কারণ, অপরে ভোগ্য দ্রব্যের অপহরণাদি করিতে পারে। এই রূপ অসঙ্গোদাসীন চিতিস্বভাব আত্মা ভোগ্য দ্রব্য থাকিলেও, করণ ব্যতিরেকে ভোগ সম্ভাবিত হইতে পারে না। উৎপন্ন কার্য্যে প্রধান কুটুম্বী যে প্রকারে স্বকীয় জ্ঞাতির সহিত পর্য্যালোচনা করিয়া নিশ্চয় করে, সেইরূপ এই ইন্দ্রিয়াত্মাগণের সহিত এই আত্মা পর্য্যালোচনা করিয়া ভোগ করিয়া থাকেন। এই অর্থটি মূলের অনুগত হইল না।

'সেই এই অত্মাকে' এই শব্দের বিস্তারার্থ বলিতেছেন ;—

এই প্রকারে এই ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা আত্মাকে এই ইন্দ্রিয়গণ ভোগ করাইয়া থাকে। এস্থলে আদ্যন্ত পর্য্যায়দ্বয়ের সামান্য বিশেষ ভাবে ব্যা

স যাবদ্ধ বা ইন্দ্র এতমাত্মানং ন বিজজ্ঞে তাবদেনমসুরা অভি-
ভূবুঃ স যদা বিজজ্ঞেঽথ হত্বাঽসুরান্ বিজিত্য সর্ব্বেষাং দেবানাং
শ্রৈষ্ঠ্যং স্বারাজ্যমাধিপত্যং পরীয়ায় তথো এবৈবং বিদ্বান্ সর্ব্বান্-

ঃ কুটুম্বিনঃ কুটুম্বিনা সহ বন্ধূনাঞ্চ বিচার্য্য ভবতি তাদৃশমঙ্গীকৃত্যোক্তং যথা শ্রেষ্ঠী
ঃরেবং বেত্যাদি। অস্মিন্‌পক্ষে যথা বা শ্রেষ্ঠিনং স্বা ভুঞ্জন্তীত্যস্যৈবমাত্মানং প্রাণা
ঞ্জন্ত ইতি। ইদং বহিরেবাবগন্তব্যম্।

অস্যাঽঽত্মনো জ্ঞানেন কস্য কিং ফলং জাতমিতি বালাকিশঙ্কাং ব্যাবর্ত্তয়িতুম-
াতশত্রুরাহ—

স প্রসিদ্ধঃ প্রতর্দ্দনস্য গুরুঃ। যাবদ্যাবন্তং কালং হ কিল এতদস্মাভিঃ পূর্ব্বেভ্য
ত্যর্থঃ। বৈ প্রসিদ্ধঃ প্রজাপতিশিষ্য একাধিকশতবর্ষব্রহ্মচারী ব্রহ্মবিদ্যার্থম্।
ন্দ্রঃ পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্নস্ত্রিলোকীপতিঃ। এতং মদ্বোক্তং সর্ব্বেন্দ্রিয়োপজীব্যম্।

করিয়া পুনরুক্তি পরিহার করিতে হইবে। অথবা, এটা পূর্ব্ব দৃষ্টান্তের দার্ষ্টান্তিক
সবশ্য আত্মার নিশ্চয় ব্যতিরেকে উপভোগ করিতে পারা সম্ভব নয়। এইপক্ষে
উক্ত বাক্যদ্বয় নিগমনের জন্য উক্ত হইয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে।
অথবা, নিশ্চয় দুই প্রকারের। আপৎ কালীন ও অনাপৎ কালীন। তন্মধ্যে
অনাপৎ কালীন নিশ্চয় প্রধানবুদ্ধ্যনুসারী। মৃগয়াকালে দেখা যায়। তখন
কার নিশ্চয় হৃদয়ে ধারণ করিয়া মন্ত্রপ্রণেতা ঋষি প্রথমতঃ বলিয়াছিলেন যে,
দই এই আত্মায় নিশ্চয়ের পর এই ইন্দ্রিয়রূপ আত্মগণ নিশ্চয় করিয়া থাকে।
ার আপৎ কালীন নিশ্চয় এই যে, বন্ধুর সহিত কুটুম্বীর এবং কুটুম্বীর সহিত
ন্ধুদিগের বিচার করিয়া যে নিশ্চয় হইয়া থাকে। তাদৃশ নিশ্চয় অঙ্গীকার
করিয়া শেষে বলা হইয়াছে, যেমন শ্রেষ্ঠী আত্মীয়গণের সহিত ভোগ করে ইত্যাদি।
এই পক্ষে 'যথা বা শ্রেষ্ঠিনং' ইত্যাদি, "এবংবৈ ত মাত্মানমেতে আত্মানো ভুঞ্জন্তি"
এই বাক্যদ্বয় বাহিরে বুঝিতে হইবে।

এই আত্মার জ্ঞানে কাহার কি ফল হইয়াছে? এইরূপ বালাকির আশঙ্কার
বর্ত্তিত করিবার জন্য অজাতশত্রু বলিতেছেন;—

সেই প্রসিদ্ধ প্রতর্দ্দনের গুরু, আমারা পূর্ব্বাচার্য্য দিগের নিকট শুনিয়াছি,
বিদ্যালাভের জন্য একাধিক শতবর্ষ কাল ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারী প্রজাপতি শিষ্য

পাপ্মনোঽপহত্য সর্ব্বেষাং ভূতানাং শ্রৈষ্ঠ্যং স্বারাজ্যমাধিপত্যং পর্য্যেতি য এবং বেদ য এবং বেদ। ২০ ॥

আত্মানমানন্দাত্মানং ন বিজজ্ঞে বিশেষেণায়মসাবিতি ন জ্ঞাতবান্। তাবত্তাবন্তং কালম্। এনমাত্মজ্ঞানশূন্যমিন্দ্রম্। অসুরাঃ শাস্ত্রনিষিদ্ধার্থপ্রবৃত্তা বাগাদয়ো বিরোচনাদয়ো বাঽভিবভূবুরভিভবং পরাভবং চক্রুঃ। সঃ, অসুরৈরভিভূতো যদা যস্মিন্‌কালে "য আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ স সর্ব্বাংল্লোঁকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামাংস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতি" ইতি প্রজাপতিবাক্যং সভায়াং শ্রুত্বাঽনন্তরং বিজজ্ঞে য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যত ইত্যাদেঃ প্রজাপতেরুপদেশাদ্বিশেষেণায়মসাবিতি জ্ঞাতবান্‌সাক্ষাৎকৃতবানিত্যর্থঃ। অথ তদা হত্বা নিপাত্যাসুরান্ বিজিত্য বিজয়ং প্রাপ্য ত্রিলোকীং স্বাধীনাং বিধায়েত্যর্থঃ। সর্ব্বেষাং নিখিলানাং দেবানামগ্ন্যাদীনাং শ্রৈষ্ঠ্যং শ্রেষ্ঠত্বং প্রাধান্যম্। স্বারাজ্যং স্বরাজস্য ভাবোঽপ্রতিহতেচ্ছত্বম্। আধিপত্যং গর্ভদাসানিব সর্ব্বানধিষ্ঠায় পালয়িতৃত্বমাধিপত্যং পর্য্যায় সর্ব্বতো গতবান্। তথো এব তদ্বদেব ন ত্বন্যথা। এবং বিদ্বানবস্থাত্রয়াতীতঃ প্রাণাদিভিন্নাশ্রয়ণীয়োঽসঙ্গোদাসীনস্বভাব আকাশবৎসর্ব্বগতোঽপি শরীরে হৃদয়ে চ সামান্যবিশেষাভ্যামুপলভ্যমানচৈতন্যোঽপগতসর্ব্বধর্ম্ম আনন্দাত্মাঽহমস্মীত্যেবংজ্ঞানবান্। সর্ব্বান্‌পাপ্মনোঽপহত্য সর্ব্বেষাং ভূতানাং শ্রৈষ্ঠ্যং স্বারাজ্যমাধিপত্যম্।

পরমৈশ্বর্য্যশালী ত্রিলোকীপতি ইন্দ্র যতকাল আমাকর্ত্তৃক উক্ত সকল ইন্দ্রিয়ের উপজীব্য আনন্দময় এই আত্মাকে জানিতে না পারিয়াছিলেন, ততকাল এই আত্মজ্ঞান শূন্য ইন্দ্রকে শাস্ত্রনিষিদ্ধার্থ প্রবৃত্ত বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ, বা বিরোচনাদি অসুর সকল পরাভব করিয়া রাখিয়াছিল। সে ইন্দ্র অসুর কর্ত্তৃক অভিভূত থাকিয়া, যে কালে 'যে আত্মা অপহত পাপ্মা জরাহীন, মৃত্যুরহিত, শোকশূন্য, ভোজনেচ্ছাবিধুর, পানেচ্ছা বিরহিত, সত্যকাম, সত্য সঙ্কল্প, তিনিই অন্বেষ্টব্য, তিনিই বিজিজ্ঞাসিতব্য, তিনিই সমস্ত লোককে প্রাপ্ত হন, তিনিই সমস্ত কামকে প্রাপ্ত হন, যে সেই আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া বিশেষরূপে জানিতে পারে' এইরূপ প্রজাপতির বাক্য সভায় বলিয়া শুনিয়া, পরে 'যিনি এই অক্ষিতে পুরুষা-

ঋতং বদি বক্তারম্। মধি ভর্গো মধি মহো বাঙ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতমাবিরাবির্ম্ময়েঽিভূর্ব্বেদসা ংসাঽহণীঋর্তং মা মা হিংসীরনেনাধীতেনাহোরাত্রাৎসংবসাম্যগ্ন ইলা নমঃ ইলা নম ঋষিভ্যো মন্ত্রকৃদ্ভ্যো মন্ত্রপতিভ্যো নমোঽস্তু দেবেভ্যঃ শিবা নঃ শংতমা ভব সুমৃলীকা সরস্বতি মা তে ব্যোম

ত নাং স্থিরজঙ্গমানাম্। ব্যাখ্যাতমন্যৎ। পর্য্যেতি প্রাপ্নোতি। যঃ শমাদি-সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ। এবং বেদ, ইন্দ্রবদুক্তমাত্মানং জানীতে। য এবং বেদ। ব্যাখ্যাতম্। বাক্যাভ্যাস উপনিষৎসমাপ্ত্যর্থঃ। ২০॥

র দই হন' ইত্যাদি প্রজাপতির বাক্যদ্বারা বিশেষরূপে 'ইনি এই' ইত্যা-র সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন, তখন তিনি সেই অসুরগণকে নিপাতিত য়া বিজয়লাভ করিয়া ত্রিলোকীকে স্বাধীনা করিয়া অগ্নি আদি নিখিল তা গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা প্রাধান্য ও স্বারাজ্য অপ্রতিহতেচ্ছত্ব গর্ভদাসের য সকলের উপর অধিষ্ঠান করিয়া পালয়িতৃত্বরূপ আধিপত্য সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত য়াছিলেন। সেই রূপই, অন্য রূপ নহে, যে অবস্থাত্রয়াতীত, প্রাণাদির শ্রয়ণীয়, অসঙ্গোদাসীন স্বভাব, আকাশবৎ সর্ব্বগত হইলেও শরীরে ও যে সমান্য ও বিশেষাকারে উপলভ্যমান চৈতন্য, অপগত সর্ব্বধর্ম্ম, আনন্দময় মি, ইত্যাকার জানিতে সাক্ষাৎ করিতে পারিবে, সে সমস্ত পাপকে অপহত রিয়া, সমস্ত ভূতের শ্রেষ্ঠত্ব, বা প্রাধান্য; স্বারাজ্য ও স্থাবরজঙ্গমাত্মক নিখিল তর আধিপত্য সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হইবে। যে শমাদি সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন ন্য ইন্দ্রের ন্যায় উক্তবিধ আত্মাকে জানিতে, বা সাক্ষাৎ করিতে পারিবে। স্থলে বাক্যের অভ্যাস উপনিষৎ সমাপ্তি হইল, ইহা জানাইবার জন্য গৃহীত ইয়াছে ॥ ২০ ॥

সংদৃশি। অদব্ধং মন ইষিরং চক্ষুঃ সূর্য্যো জ্যোতিষাং শ্রেষ্ঠো দীক্ষে মা মা হিংসীঃ। ১॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

ইতি ঋগ্বেদান্তর্গতকৌষীতকিব্রাহ্মণারণ্যকোপনিষদি
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ২॥

কৌষীতকীব্রাহ্মণারণ্যকক্রমেণ নবমোঽধ্যায়ঃ। ৯॥

কৌষীতকিব্রাহ্মণ আত্মবিদ্যা গুপ্তাঽপি সম্যক্প্রকটীকৃতেয়ম্।
লোকোপকারায় ময়া শ্রুতীনাং পদাবলোকৈকপরেণ নিত্যম্। ১॥
ত্রয্যা অথর্ব্বাঙ্গিরসশ্চ তদ্বদ্যে বা প্রসিদ্ধা ইহ লোকমধ্যে।
অতো ময়াঽকারি পদাবলোকস্তেষাং কৃতেঽস্মিঞ্শিব এতু তুষ্টিম্। ২॥
গঙ্গাদয়ঃ শীতলনীরপূর্ণা নৈবাঽঽশ্রিতাশ্চেৎসরিতোঽল্পভাগৈঃ।
ন্যূনত্বমাসাং কিমিবাত্র ভূয়াদ্মমাপি তদ্বৎকৃতয়ঃ প্রবৃত্তাঃ। ৩॥

---

* শান্তির অনুবাদ প্রথমে দেওয়া হইয়াছে দ্রষ্টব্য।

আমি লোকের উপকারের জন্য শ্রুতির পদ সকল দেখিয়া কৌষীতকি ব্রাহ্মণে যে আত্মবিদ্যা গুপ্তভাবে আছে, তাহা এই সম্যক্ ভাবে প্রকাশ করিলাম॥ ১॥

ঋক, যজুঃ ও সামের, আর অথর্ব্ববেদের, সেইরূপ আরও অন্য কিছু, যাহা এই লোক মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে, আমি এইরূপে যে সকলের পদার্থ প্রকাশ করিয়াছি। আমার এই কৃতকার্য্যে ব্রহ্ম তুষ্টি প্রাপ্ত হউন॥ ২॥

যদি কোনও ভাগ্যহীন ব্যক্তিবর্গ শীতল ও পাত্রবারি পূর্ণ গঙ্গাদি নদী সকলের সেবা না করিয়া থাকে, তবে কি আর সেই নদীসকলের কিছু ন্যূনতা হয়? তা হয় না; সেইরূপ আমারও এই দীপিকারূপ বৃত্তি প্রবর্ত্তিত হইতেছে; যদি কোন অভাগ্য ইহার সেবা না করে, তবে ইহার আর কি ন্যূনতা ঘটিবে? ন্যূনত্ব তাহাদিগেরই প্রকাশিত হইবে॥ ৩॥

॥ ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

ঋগ্বেদীয়-

নাদবিন্দূপনিষৎ।

নারায়ণবিরচিতদীপিকাসমেতা।

অথ প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

প্রণবঃ পঞ্চধাঽকারোকারমৈর্বিন্দুনাদযুক্।
অন্ত্যো নাদস্তত্র বর্ণাস্মিথাণ্ড নাদবিন্দুনি। ১॥

নাদো বিন্দুনা লেশেন বর্ণ্যতে তেন নাদবিন্দুস্তত্রাঽঽস্থমক্ষরত্রয়ং সার্দ্ধমাত্রং সাভিধানপক্ষিরূপকেণ তাবদ্বিবিনক্তি—

অকার; উকার, ও মকারের সহিত নাদ ও বিন্দু যুক্ত হইয়া প্রণব পাঁচ কারে বিভক্ত। তন্মধ্যে বিন্দুর পূর্ব্বে অবস্থিত নাদই এই খণ্ডত্রয়াত্মক নাদবিন্দু মক উপনিষদ্ গ্রন্থে বর্ণনীয়।

এই গ্রন্থের নাম নাদবিন্দু হইল কেন? না, ইহাতে লেশমাত্রায় নাদের না করা হইবে। এই নাদবিন্দু নামক উপনিষদে অর্দ্ধমাত্রবর্ণের সহিত আদা ক্ষরত্রয়, হংস নামক পক্ষী রূপে বিবেচনা করিতেছেন, —

ওঁ অকারো দক্ষিণঃ পক্ষ উকারস্তূত্তরঃ স্মৃতঃ।
মকারস্তস্য পুচ্ছং বা অর্দ্ধমাত্রা শিরস্তথা। ১॥
পাদৌ রজস্তমস্তস্য শরীরং সত্ত্বমুচ্যতে।
ধর্ম্মশ্চ দক্ষিণং চক্ষুরধর্ম্মশ্চোত্তরং স্মৃতম্। ২॥
ভূর্লোকঃ পাদয়োস্তস্য ভুবোলোকস্তু জানুনোঃ।
স্বর্লোকঃ কটিদেশে তু নাভিদেশে মহর্জগৎ। ৩॥

ওঁ অকার ইতি। পক্ষঃ পতত্রং যেন পক্ষীত্যুচ্যতে। পুচ্ছমন্ত্যত্বাৎ। বৈ প্রসিদ্ধৌ। শির উত্তমাঙ্গমূর্দ্ধলোকফলত্বাৎ। ১॥

রজস্তমঃ পাদাবধস্থসামান্যাৎ। সত্ত্বং শরীরং সর্ব্বাধারত্বাৎ। ধর্ম্মাধর্ম্মৌ চ ক্ষুগী গতিহেতুত্বাৎ। ২॥

সপ্তলোকান্ হংসশরীরে বিভজ্য দর্শয়তি—

ভূর্লোক ইত্যাদিনা। উত্তরাধর্যসাম্যাদ্ভূরাদীনাং পাদাদ্যাশ্রয়ত্বম্। ভুবো-

---

অকার দক্ষিণ পক্ষ; পক্ষ অর্থাৎ পতত্র, আকাশমার্গ হইতে পতনরূপ বিপদে যদ্দ্বারা ত্রাণ পাওয়া যায়। যে পক্ষ থাকে বলিয়া পক্ষীনাম, তাহারই মধ্যে দক্ষিণ পক্ষ হইতেছে অকার। উকার উত্তর পক্ষ বলিয়া আচার্য্যেরা স্মরণ করিয়াছেন। তাহার পুচ্ছ হইতেছে মকার। যেমন পুচ্ছটা পক্ষীর অন্ত্যভাগ, সেইরূপ মকারটিও প্রণবের অন্ত্যভাগ; সুতরাং পুচ্ছস্থানীয়। শির উত্তমাঙ্গ হইতেছে অর্দ্ধমাত্রা; কারণ, মস্তক যেমন উর্দ্ধে থাকে, সেইরূপ অর্দ্ধমাত্রা নাদও প্রণবের উপরে থাকে॥ ১॥

রজোগুণ ও তমোগুণ তাহার পাদদ্বয়; কারণ, পদ যেমন, অধোভাগ, সেইরূপ গুণের মধ্যে রজঃ ও তমঃ, এই দুইটিই অধম; সুতরাং অধোভাগ। তাহার শরীর হইতেছে সত্ত্ব গুণঃ; কারণ, যেমন শরীরসর্ব্বাধার, সেইরূ সত্ত্বগুণ ও সর্ব্বাধার। গমন করিতে হইলে চক্ষুঃ আবশ্যক। সুতরাং ধর্ম্ম তাহার দক্ষিণ চক্ষুঃ অধর্ম্ম তাহার উত্তর চক্ষুঃ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে॥ ২॥

বিভাগ করিয়া সপ্তলোককে হংসের শরীরে প্রদর্শন করিতেছেন :—

ভূ আদি অধোভাগস্থ অষ্টলোক তাহার পাদদ্বয়ে; কারণ, পাদদ্বয় যেমন

জনলোকস্তু হৃদয়ে কণ্ঠদেশে তপস্ততঃ।
ভ্রুবোর্ললাটমধ্যে তু সত্যলোকো ব্যবস্থিতঃ। ৪ ॥
সহস্রাহ্ন্যমিতি চাত্র মন্ত্র এষ প্রদর্শিতঃ।
এবমেনং সমারূঢ়ো হংসযোগবিচক্ষণঃ।
ন বধ্যতে কর্ম্মচারী পাপকোটিশতৈরপি। ৫ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ। ১ ॥

ক ইতি। ভুবশ্চ মহাব্যাহৃতেরিতি সকারস্থ রুত্বরেফয়োর্ব্বিধানাদ্রুত্বপক্ষ
গুণে চ রূপম্। মহর্জ্জগন্মহর্লোকঃ। ৩ ॥

ভ্রুবোর্ললাটমধ্যে চ সত্যলোকঃ। তুশ্চার্থে। ৪ ॥

সহস্রাহ্ন্যমিতি। অয়ঞ্চাত্রার্থে মন্ত্রঃ প্রদর্শিতঃ সম্মতিরূপেণ। যথা—"সহস্রা-
বিয়তাবস্থ পক্ষৌ হরেৰ্হংসস্থ পততঃ স্বর্গং স দেবান্সর্ব্বানুরস্যুপদস্থ সংপশ্য-
তি ভুবনানি বিশ্বা" ইতি। স্বশাখায়াং পূর্ব্বকাণ্ডে গতত্বাৎসম্পূর্ণো নোদা-
ঃ। অস্যার্থঃ। সহস্রমহানি কিরণা যস্য স সহস্রাহ্ন্য সূর্য্য একঋষিঃ স চ মূর্ধাধি-

---

ধোভাগস্থ; সেইরূপ উক্ত অষ্টলোকও ক্রমে অধোভাগস্থ; সুতরাং উক্ত অষ্ট-
াক হংসের পাদদ্বয়ে আশ্রিতভাবে আছে। ভুবোলোক জানুদ্বয়ে, স্বর্লোক
টিদেশে, এবং মহর্লোক নাভিদেশে অবস্থিত। মহাব্যাহৃতির ভুবঃ শব্দের
কারস্থানে রেফ ও উকার হইবার নিয়ম আছে; সুতরাং উকার স্থানে গুণ
রিয়া ওকার হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা ভুবোলোক পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। মহর্জগৎ
র্থাৎ মহর্লোক। ভূরাদি অধোভাগস্থ লোক অষ্টক সর্ব্বনিম্নভাগস্থ পাদস্থানীয়
দপেক্ষা উর্দ্ধভাগস্থ ভুবোলোক পাদাপেক্ষা উর্দ্ধভাগস্থ জানুস্থানীয়। তদপেক্ষাও
ভাগস্থ স্বর্লোক জানুঅপেক্ষা উর্দ্ধভাগস্থ কটিদেশস্থানীয়, এবং তদপেক্ষাও
র্লোক উর্দ্ধভাগস্থ বলিয়া কটিদেশাপেক্ষা উর্দ্ধভাগস্থ নাভিদেশস্থানীয়। ৩ ॥

সেই হংসের হৃদয়দেশে জনলোক, কণ্ঠদেশে তপোলোক এবং ভ্রূদ্বয় ও
াটের মধ্যে সত্যলোক ব্যবস্থিত হইয়াছে। ৪ ॥

কথিতার্থে সম্মতি প্রদর্শন পর এই একটি মন্ত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা,—
স্র হইয়াছে কিরণ যাহার, সে সহস্রাহ্ন্য সূর্য্য একর্ষি। তিনি মস্তকে অধিষ্ঠান

অথ দ্বিতীয়খণ্ডঃ।

আগ্নেয়ী প্রথমা মাত্রা বায়ব্যৈষা বশানুগা।

স্থানঃ। তদুক্তং প্রাণাগ্নিহোত্রে—"তত্র সূর্য্যোঽগ্নির্নাম মণ্ডলাকৃতিঃ সহস্ররশ্মিভিঃ পরিবৃত একঋষির্ভূত্বা মূর্দ্ধ্নি তিষ্ঠতি" ইতি। তমর্হতি সহস্রাহ্ন্যন্তং সহস্রাহ্নং স্বর্গং দ্যুলোকং পততো গচ্ছতোঽস্য হরের্ব্বিষ্ণুরূপস্য হংসস্যোঙ্কাররূপস্য বিয়তৌ পূর্ব্বাপরাবাকাশভাগাবকারোকাররূপৌ পক্ষৌ পতত্রে জ্ঞাতব্যৌ। ওঁকারঃ সর্ব্বান্‌দেবান্‌সাত্ত্বিকান্‌উরসি হৃদয়ে সত্ত্বরূপ উপদধ্য নিধায় বিশ্বানি ভুবনানি সাক্ষাৎপশ্যন্যাতি শাশ্বতব্রহ্মলোকপর্য্যন্তং তদারূঢ় উপাসকোঽপি তাবদ্যাতীতি ভাবঃ। ৫॥

ইতি প্রথম খণ্ডঃ। ১॥

ওঁকারস্য হংসরূপেণোপাসনাং ফলঞ্চোক্ত্বা চতসৃণাং মাত্রাণাং দেবতা আহ—আগ্নেয়ীতি। এষা মধ্যমোকারাখ্যা বায়ব্যা বায়ুদেবতাকা মধ্যমবৃত্তিয়াতৃতয়ো-

---

করেন। প্রাণাগ্নিহোত্র উপনিষদে তাহা কথিত হইয়াছে;—সেখানে সূর্য্য অগ্নিনামে মণ্ডলাকারে সহস্ররশ্মি দ্বারা পরিবৃতভাবে একগতি, বা একদৃষ্টি হইয়া মূর্দ্ধায় অধিষ্ঠান করিতেছেন। তাদৃশ সূর্য্যকে পাইবার যোগ্য যে, সে সহস্রহ্ন স্বর্গ, বা দ্যুলোক। সেই দ্যুলোকে গমনকারী এই বিষ্ণুরূপ ওঁঙ্কারশরীর হংসের পূর্ব্বাকাশ পশ্চিমাকাশ অকার ও উকাররূপ পক্ষদ্বয় জ্ঞাতব্য। সেই ওঁঙ্কার রূপী হংস সমস্ত সাত্ত্বিক দেবগণকে সত্ত্বরূপহৃদয় দেশে ধারণ করিয়া নিখিল ভুবনকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতে করিতে শাশ্বতব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করিতেছেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া যে হংসযোগ বিচক্ষণ পুরুষ এই হংসে আরূঢ় হইতে পারে, সে উপাসকও শাশ্বত ব্রহ্ম লোক পর্য্যন্ত যাইতে পরে। সে উপাসক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, যদি সেই কর্ম্ম হইতে কোটিশত পাপ ও জন্মে, তথাপি সে তদ্দ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত হয় না; পরন্তু মুক্ত হইয়াই যায়॥ ৫॥

ইতি প্রথম খণ্ড॥ ১॥

ওঁঙ্কারের হংসরূপে উপাসনাও সেই উপাসনার ফল বলিয়া চারিটি মাত্রার দেবতা বলিতেছেন;—

অকার নামে যে প্রথম মাত্রা, সেটি আগ্নেয়ী, অগ্নিমণ্ডলসদৃশ রূপ মণ্ডলধারিণী

আত্মাববোধায় মদুক্তিবারাং প্রবৃত্তিরেষোপনিষৎসমূহে।
বিবুধা সন্তঃ সততং স্বচিত্তং প্রক্ষালয়ন্তু প্রবিমুক্তিকামাঃ। ৪ ॥
সর্ব্বং ন সর্ব্বস্য হিতং প্রিয়ং বা ব্যবস্থিতং যেন লভামহেঽদঃ।
প্রিয়া হিতাস্তেন বিমুক্তিভাজাং পদাবলোকা বিহিতাস্ততোঽমী। ৫ ॥

শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যানন্দাত্মপূজ্যপাদশিষ্যশ্রীশঙ্করানন্দভগবতঃ কৃতৌ
কৌষীতকিব্রাহ্মণোপনিষদ্দীপিকায়াং চতুর্থোঽধ্যায়ঃ। ২ ॥

সমাপ্তেয়ং সদীপিকা কৌষীতক্যুপনিষৎ।

উপনিষৎ সমূহে আত্মাববোধের জন্য আমার উক্তিরূপ জলের এই প্রবৃত্তি
যাছে। ইহা বুঝিয়া সাধুগণ সর্ব্বদা বিমুক্তিকাম হইয়া নিজচিত্তের প্রক্ষালন
ন ॥ ৪ ॥

সকল সকলের পক্ষে হিতকর ও প্রিয় বলিয়া ব্যবস্থিত হয় না, যাহা হইলে
মরা ইহা লাভ করিতে পারিব, সেই হেতু বিমুক্তি কামীদিগের প্রিয় ও হিতকর
ই পদাবলোক সকল বিধান করিলাম ॥ ৫ ॥

ইতি কৌষীতকি ব্রাহ্মণোপনিষদ্দীকাবঙ্গানুবাদে চতুর্থ অধ্যায় ॥ ৪ ॥
দীপিকার সহিত কৌষীতক্যুপনিষৎ সম্পূর্ণ ॥

॥০॥ ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥০॥

ভানুমণ্ডলসঙ্কাশা ভবেন্মাত্রা তথোত্তরা।
পরমা চার্দ্ধমাত্রা চ বারুণীং তাং বিদুর্বুধাঃ। ১॥
কলাত্রয়াননা বাঽপি তাসাং মাত্রা প্রতিষ্ঠিতা।

বশবর্ত্তিনী বশানুগা। উত্তরা মকারাখ্যা ভানুমণ্ডলসঙ্কাশাঽর্থাদ্ভানুদেবত্যা। অর্দ্ধমাত্রা চতুর্থী। ১॥

ইদানীং চতসৃণামুদাত্তাদিভেদেন প্রত্যেকং ত্রিস্ত্রিস্রো মাত্রা দর্শয়িতুমাহ—

কলাত্রয়াননা বেতি। বাশব্দশ্চার্থে। তাসাং চতসৃণাং মাত্রাণাং মধ্য একৈকা মাত্রা কলাত্রয়াননা চ প্রতিষ্ঠিতা নিশ্চিতা। কলাত্রয়েণ মাত্রাত্রয়েণাননং প্রাণনং

ং তাহার দেবতা ঐ অগ্নি। এই যে উকার নামে মধ্যমা মাত্রা, সেটি বায়ব্য, ুমণ্ডলসদৃশ রূপমণ্ডল ধারিণী, এবং তাহার দেবতা বায়ু। সেই মাত্রাটি উত্তর ত্রার মধ্যবর্ত্তী বলিয়া ঐ উত্তর মাত্রার বশবর্ত্তী ও অনুগত। আর মকার নামে উত্তরা মাত্রা, সেটি সূর্য্যমণ্ডল সদৃশ বর্ণমণ্ডল ধারিণী, এবং তাহার দেবতাও ঐ া। আর চতুর্থী অর্দ্ধমাত্রা, এবং উৎকৃষ্টা পরমা বুধগণ তাহাকে বারুণী নমা জানেন। তাহার দেবতা বরুণ, এবং বরুণ মণ্ডলের বর্ণের ন্যায় স্বচ্ছও উজ্জ্বল। ॥ ১ ॥

দেবতা ও রূপ প্রদর্শন করিয়া, এখন মাত্রাচতুষ্টয়ের উদাত্তাদি ভেদে তিনতিনটি রিয়া মাত্রা প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন,—

সেই চারিটি মাত্রার মধ্যে এক একটি মাত্রা আবার কলাত্রয়াননা—কলাত্রয় াত্রয় ভেদে আনন প্রাণন স্পন্দন বা উচ্চারণ যাহার, সে কলাত্রয়াননা, অর্থাৎ য়া ত্রয় শরীরা। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বর ভেদে সেই অকারাদি মাত্রা ত্যেকে তিন প্রকারে উচ্চারিত হইয়া থাকে। এই জন্য তাহাদিগের মাত্রা ন কলার প্রাণনে প্রতিষ্ঠিতা। ইহাদ্বারা প্রতি মাত্রায় তিন কলা পরিমাণ ণনে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে পাওয়া যায়। অর্থাৎ প্রথমতঃ অকারের তিনকলা মাণ প্রাণনে প্রতিষ্ঠা করিয়া উকারের মাত্রা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। আবার পর মকারের এবং তারপর অর্দ্ধমাত্রার। এই শেষ প্রতিষ্ঠায় ওঙ্কারের উপসংহইবে। উপসংহারশব্দে পূর্ব্ব আকৃতির চ্যুতি মাত্রাত্রয় প্রতিষ্ঠিত হইবে

এষ ওঁঙ্কার আখ্যাতো ধারণাভিনিবোধতঃ। ২ ॥
ঘোষিণী প্রথমা মাত্রা বিদ্যুন্মালী তথাঽপরা।
পতঙ্গী চ তৃতীয়া স্যাচ্চতুর্থী বায়ুবেগিনী। ৩ ॥

যস্যাঃ সা মাত্রাত্রয়শরীরেত্যর্থঃ। এষ ইত্যুপসংহারঃ। ইদানীং দ্বাদশানাং কলানাং মধ্যে স্থানতো নামতশ্চ চিন্তনারূপা ধারণা দর্শয়তি—ধারণাভিরিতি। ২॥

ঘোষ আজ্ঞা তৎফলা ঘোষিণী। বিদ্যুন্মালী যক্ষরাজস্তল্লোকপ্রদা বিদ্যুন্মালী। পতঙ্গী পক্ষিণী। আকাশগতিপ্রদত্বাৎ। বায়ুবেগিনী শীঘ্রগতিপ্রদা। ৩॥

চতুর্থী মাত্রার যে তিন কলাপরিমাণে প্রাণনদ্বারা প্রতিষ্ঠা হইবে, তাহা স্বাধীনভাবে হইতে পারে না; কারণ, চতুর্থী হইতেছে অর্দ্ধমাত্রা; সুতরাং স্বরযোগ ব্যতিরেকে তাহার উদাত্তাদি ভেদ অসম্ভব। এইজন্য প্রণব মাত্রাত্রয় অকৃত সন্ধিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে পর চতুর্থী মাত্রার গ্রহণের পূর্ব্বে অকারোকার মকারের আকৃতি চ্যুতি ঘটাইয়া ওম্ প্রস্তুত করিতে হইবে, এবং তাহার উপরি নাদবিন্দুকে সমারূঢ় করাইয়া ওঁম্ ইত্যাকার চতুর্থী মাত্রার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তদ্দ্বারা এইটি ওঙ্কার রূপে আখ্যাত হইবে। তাই বলিলেন, এইটি ওঙ্কার বলিয়া পূর্ব্বাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক আখ্যাত হইয়াছে। এখন দ্বাদশ কলার মধ্যে স্থানত ও নামতঃ চিন্তনরূপ ধারণা প্রদর্শন করিতেছেন ধারণা করিয়া নিশ্চয়রূপে তোমরা তাহা বুদ্ধ্যারূঢ় কর কোনও দেশের সহিত চিত্তের সম্বন্ধকে ধারণা বলে। কোনও দেশে চিত্তকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা, সে দেশ পরিত্যাগ করিয়া যদি চিত্ত অন্যস্থানে না যায়, তবেই বুঝিতে হইবে চিত্তের ধারণা হইয়াছে। তাদৃশভাবে ধারণা করিয়া প্রণব দ্বারা নিশ্চয়রূপ বোধ কর। ইহা দ্বারা বলা হইল, প্রণবোপসনায় ধারণা ধ্যান ও সমাধির আবশ্যক থাকিলেও ধারণাদ্বারাই প্রণব বোধ উপার্জ্জিত হইবে॥ ২॥

প্রথম মাত্রা ঘোষিণী। ঘোষ শব্দে আজ্ঞা। সেই আজ্ঞা প্রথম মাত্রা ধারণার ফল বলিয়া তাহার নাম ঘোষিণী। বিদ্যুন্মালী যক্ষরাজ। দ্বিতীয়মাত্রার ধারণার যক্ষরাজের লোকপ্রাপ্তি হয়; সুতরাং দ্বিতীয় মাত্রার নাম বিদ্যুন্মালী। তৃতীয়মাত্রার নাম পতঙ্গী। তৃতীয়মাত্রার ধারণা করিলে আকাশগতি প্রদান করে। এই জন্য তাহার পক্ষি নাম। চতুর্থী মাত্রা ধারণার আয়ত্ত হইলে

পঞ্চমী নামধেয়াচ ষষ্ঠী চৈন্দ্রী বিধীয়তে।
সপ্তমী বৈষ্ণবী নাম শাঙ্করীচ তথাষ্টমী। ৪ ॥
নবমী মহতী নাম ধ্রুবেতি দশমী মতা।
একাদশী ভবেন্মৌনী ব্রাহ্মীতি দ্বাদশী মতা। ৫ ॥

নামধেয়া পিতৃলোকপ্রদত্বাৎপিতরো হি নামভিরিজ্যন্তে। "যন্নাম্না পাতয়েৎ-পিণ্ডং তং নয়েদ্ব্রহ্ম শাশ্বতম্" ইত্যাদ্যুক্তেঃ। ঐন্দ্রীন্দ্রসাযুজ্যদত্বাৎ। বৈষ্ণবী বিষ্ণুলোকপ্রদত্বাৎ। শাঙ্করী শিবলোকপ্রদত্বাৎ। ৪ ॥

মহতী মহর্লোকপ্রদত্বাৎ। ধ্রুবা ধ্রুবলোকপ্রদত্বাৎ। মৌনী মুনীনাং লোকং তপোলোকং দদাতি তেন। ব্রাহ্মী ব্রহ্মলোকং দদাতি তেন। ততঃ পরন্তু ফলং নাদান্তে ন লভ্যতে। ৫ ॥

বায়ুর ন্যায় বেগ প্রদান করে। সেই হেতু তাহার নাম বায়ু বেগিনী শীঘ্রগতি প্রদায়িনী ॥ ৩ ॥

পঞ্চমী মাত্রার নাম নামধেয়া। পঞ্চমী মাত্রা ধারণার আয়ত্ত হইলে পিতৃ-লোক প্রদান করে। স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে,—যাহার নাম করিয়া পিণ্ডপাত করিবে তাহাকে শাশ্বত ব্রহ্ম পাওয়াইবে। এই জন্য পিতৃগন নামানুচ্চারণেই পূজিত হইয়া থাকেন। ষষ্ঠী মাত্রা ধারণা দ্বারা স্থিরীকৃত হইলে, ইন্দ্রের সাযুজ্য প্রদান করে বলিয়া ঐন্দ্রী নামে বিহিত হইয়াছে। সপ্তমী মাত্রা ধারণার সুস্থির হইলে, বিষ্ণুলোক প্রদান করে বলিয়া বৈষ্ণবী নামে অভিহিত হইয়াছে। অষ্টমী মাত্রা শিবলোক প্রদান করে বলিয়া তাহার নাম শাঙ্করী। ॥ ৪ ॥

নবমী মাত্রার নাম মহতী; কারণ, নবমীমাত্রা ধারণার স্থিরীকৃত হইলে মহর্লোক প্রদান করে। দশমী মাত্রার নাম ধ্রুবা। দশমী মাত্রা ধারণায় লব্ধপদ হইলে, ধ্রুবলোক প্রদান করে। জনলোককেই ধ্রুবলোক বলা হয়। ইহা আচার্য্যদিগের মত যে উপাসক সেই ধ্রুবলোক প্রাপ্ত হইবে। একাদশী মাত্রার নাম মৌনী। ধারণায় বদ্ধ বৃত্তি ঐ একাদশী মাত্রা মুনিদিগের আশ্রয়ভূত যে তপোলোক তাহাই প্রদান করে। দ্বাদশী মাত্রা ব্রাহ্মী নামে খ্যাত। আচার্য্যগণ বলেন, ব্রাহ্মী মাত্রার ধারণা করিয়া স্থিরপদ লাভ করিলে উক্তমাত্রা ব্রহ্মলোক প্রদান

প্রথমায়াং তু মাত্রায়াং যদি প্রাণৈর্ব্বিযুজ্যতে।
স রাজা ভারতে বর্ষে সার্ব্বভৌমঃ প্রজায়তে। ৬ ॥
দ্বিতীয়ায়াং সমুৎক্রান্তো ভবেদ্যক্ষো মহাত্মবান্।
বিদ্যাধরস্তৃতীয়ায়াং গন্ধর্ব্বস্তু চতুর্থিকাম্। ৭ ॥
পঞ্চম্যামথ মাত্রায়াং যদি প্রাণৈর্ব্বিযুজ্যতে।
ওষিতঃ সহ দেবত্বং সোমলোকে মহীয়তে। ৮ ॥
ষষ্ঠ্যামিন্দ্রস্য সাযুজ্যং সপ্তম্যাং বৈষ্ণবং পদম্।
অষ্টম্যাং ব্রজতে রুদ্রং পশূনাঞ্চ পতিং তথা। ৯ ॥
নবম্যাঞ্চ মহর্লোকং দশম্যাঞ্চ ধ্রুবং ব্রজেৎ।
একাদশ্যাং তপোলোকং দ্বাদশ্যাং ব্রহ্ম শাশ্বতম্। ১০ ॥

ইতি দ্বিতীয়খণ্ডঃ।

ইদানীং তত্তদ্ধারণায়াং স্থিতান্তঃকরণস্য প্রাণবিয়োগে ফলবিশেষং নামতিঃ সূচিতমাহ—

প্রথমায়ামিত্যাদিনা। চতুর্থিকাং প্রাপ্য সমুৎক্রান্ত ইত্যন্বয়ঃ। দেবত্বং প্রাপ্য

করিয়া থাকে ইহাই হিরণ্যগর্ভের নিবাসস্থল। লোকের গতি এই পর্য্যন্ত। তারপর নাদান্তে আর কোনরূপ ফল লাভ করিতে পারা যায় না ॥ ৫ ॥

এইক্ষণে সেই সেই মাত্রার ধারণা করিয়া অন্তঃ করণকে স্থিরতর করিতে পারিলে পর, যদি সাধকের প্রাণ বিয়োগ ঘটে, তবে সে সাধক কি কি ফল পাইবে তাহা নামদ্বারা সূচনা করিয়া বলিতেছেন ;—

প্রথমা মাত্রার ধারণা করিয়া স্থিরপদলাভান্তে যদি প্রাণ সমূহের সহিত সম্বন্ধ বিচ্যুত হয়, তবে সে সাধক ভারতবর্ষে আসিয়া সার্ব্বভৌম রাজারূপে প্রজাত হইবে। দ্বিতীয়মাত্রার ধারণা স্থিরপদ লাভ করিলে সাধকের প্রাণ দেহ হইতে সমুৎক্রান্ত হয়, তবে সাধক মাহাত্ম্যশালী যক্ষরাজের সালোক্য ও স্বারূপ্য লাভ করে। তৃতীয়মাত্রার ধারণার স্থিরতা জন্মিলে যদি সাধক ইহলোক হইতে প্রয়াণ করে, তবে সাধক বিদ্যাধর যোনিতে জন্মলাভ করে। চতুর্থী মাত্রার ধারণার দৃঢ়তা জন্মিলে, সাধক গন্ধর্ব্ব হয়। পঞ্চমী মাত্রার ধারণার দৃঢ়তা জন্মিলে যদি

অথ তৃতীয়খণ্ডঃ।

অতঃ পরতরং শুদ্ধং ব্যাপকং নিষ্কলং শিবম্।

সহ দেবৈরোষিত আ উষিতঃ সন্। ব্রহ্ম ব্রহ্মলোকং শাশ্বতং ব্রাহ্মায়ুঃপরিমিতম্। ৬॥ ৭॥ ৮॥ ৯॥ ১০॥

ইতি দ্বিতীয়খণ্ডঃ।

পঞ্চমাক্ষরস্য নাদনামকস্য ফলমাহ—

অত ইতি। অতঃ পরতরং পরং ব্রহ্মেত্যন্বয়ঃ। জ্ঞেয়মিতি শেষঃ। পূর্ব্বোক্তং ফলং পরং তস্মাদিদমুৎকৃষ্যত ইতি পরতরম্। নিষ্কলং কলা দ্বাদশমাত্রান্তবিষয়াতিগং নিষ্কলম্। যদ্বা কলাঃ ষোড়শ ষষ্ঠপ্রশ্নোক্তাস্তদ্রহিতম্। যতো জ্যোতিষাং

প্রাণ সকল সাধককে পরিত্যাগ করে, তবে দেবত্ব লাভ করিয়া দেবগণের সহিত বাস করিয়া চন্দ্রলোকে মহীয়মান হয়।

ষষ্ঠীমাত্রায় ধারণার স্থৈর্য্য ঘটিলে, ইন্দ্রের সাযুজ্য লাভ করে। সপ্তমী মাত্রার ধারণা স্থিতি পদ লাভ কলিলে সাধক বিষ্ণুপদ লাভ করে। অষ্টমীমাত্রার ধারণার প্রশান্ত রাহিত্য জন্মিলে, পশুদিগের পতি হইয়া রুদ্র পদ প্রাপ্ত হয়। নবমী মাত্রায় ...ণা স্থির হইলে যদি সাধক দেহত্যাগ করে, তবে মহর্লোক প্রাপ্ত হয়। দশমী ...ায় ধারণা স্থির হইলে যদি সাধক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে ধ্রুবলোক প্রাপ্ত ।

একাদশীমাত্রায় ধারণার স্থৈর্য্য জন্মিলে, যদি সাধক বিগত দেহ হয়, তবে তপো...াক প্রাপ্ত হয়। দ্বাদশী মাত্রায় ধারধার স্থিরতা ঘটিলে, যদি সাধকের প্রাণ ...াগ হয়, তবে উপাসক শাশ্বত ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মার আয়ুঃ পরিমিতকাল ...্যন্ত ব্রহ্মরূপে বিরাজিত হয়। ৬—১০॥

ইতি দ্বিতীয়খণ্ডঃ॥ ২॥

এই ক্ষণ পঞ্চমাক্ষর যে নাদ, তাহার ফল কি, তাহা বলিতেছেন ;—

অতঃপর ইহা অপেক্ষাও পরতর পরব্রহ্ম জ্ঞেয়। পূর্ব্বে যে ফল বলা হইয়াছে, ...পেক্ষাও এই ফলটি অতীব উৎকৃষ্ট; এইজন্য তাহা পরতর নিষ্কল কলা দ্বাদশ

সদোদিতং পরং ব্রহ্ম জ্যোতিষামুদয়ো যতঃ। ১॥
অতীন্দ্রিয়ং গুণাতীতং মনো লীনং যদা ভবেৎ।
অনৌপম্যমভাবঞ্চ যোগযুক্তং তদাঽঽদিশেৎ। ২॥

মনআদীনাং চক্ষুরাদীনাং সূর্য্যাদীনাং চোদয়ঃ 'তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" ই শ্রুতেঃ। কথমিদং লভ্যতে যদা নাদে ধারণা ভবতি। কিং নাদধারণায়াঃ ফ মনোলয় এব।

তদুক্তম্—"কাষ্ঠে প্রবর্ত্তিতো বহ্নিঃ কাষ্ঠেন সহ শাম্যতি।
নাদে প্রবর্ত্তিতং চিত্তং নাদেন সহ লীয়তে" ইতি। ১॥

তদেবাঽঽহ—

মনো লীনমিতি। ননু মনোলয়ে মাধ্যমিবচ্ছূন্যমেব তত্ত্বং ফলং স্যাদত আহ-আদিশেদিতি। যদা মনো লীনং ভবেত্তদাঽঽদিশেদ্‌গুরুস্তদৈব হি পরমোপ কারো ন তু মনাগপি বিষয়াভিলাষে সতি মুখ্যোঽধিকারঃ। অথবা তদাঽঽদিশে ব্রহ্মমিতি কথয়েন্মধ্যস্থঃ। মধ্যে মনোবিশেষণানি। উপমৈবৌপম্যং স্বার্থে ষ্যঞ নৌপম্যং যস্য মনসোঽনৌপম্যম্। ন ভাবয়তি চিন্তয়ত্যভাবম্। জীবপরমাত্মনে

মাত্রা, তাহার বিষয়কে অতিক্রম করিয়া এটি আছে, এইজন্য ইহা নিষ্কল অথব ষষ্ঠ প্রশ্নে কথিত কলা ষোড়শটি; তদ্ রহিত। তাহা হইতে মন আদি, চক্ষুরা ও সূর্য্যাদি জ্যোতির উদয় হয়, 'তাঁহার জ্যোতির্দ্বারাই এ সকল বিভাত হয়। এই শ্রুতি প্রমাণ দ্বারা ব্রহ্মের জ্যোতি দ্বারাই সকলের প্রকাশ হইয়া থাকে কি করিয়া এটি লাভ করিতে পারাযায়? যখন নাদে ধারণা জন্মে। না ধারণার ফল কি? মনেরই লয়। তাহা কথিত হইয়াছে;—যেমন কাষ্ঠে বহ্নি প্রবর্ত্তিত হইয়া কাষ্ঠের সহিতই উপশান্ত হয়; সেইরূপ নাদে চিত্ত প্রবর্ত্তিত হইলে নাদের সহিতই লয় পায়॥ ১॥

তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন;—

ইন্দ্রিয়ের অতীত এবংকামক্রোধাদি গুণের অতীত হইয়া যখন মনঃ নাদে লীন হয়, তখন মনঃ জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যলক্ষণ যোগ প্রাপ্ত হয় বলি উপমারহিত ও সর্ব্ববিধচিন্তা বিমুক্ত হয়। আচ্ছা, মনের যদি লয়ই হয়, তবে মাধ্যমিক বৌদ্ধের ন্যায় ফলে শূন্যই তত্ত্ব হইয়া দাঁড়াইল? এইজন্য বলিতেছেন;—

তদ্ভক্তস্তন্মনাসক্তঃ শনৈর্ম্মুঞ্চেৎ কলেবরম্ ।
সুস্থিতো যোগচারেণ সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতঃ । ৩ ॥
ততো বিলীনপাশোঽসৌ বিমলঃ কেবলঃ প্রভুঃ ।

রৈক্যং যোগস্তদ্‌যুক্তম্ । দ্বিতীয়ব্যাখ্যায়াং যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধস্তদ্‌যুক্তম্ । অথবা যোগযুক্তস্য মনসঃ কিং লক্ষণমত আহ—মন ইতি । যদা মনো লীনং ভবেত্তথা-হনৌপম্যমভাবঞ্চ তদা যোগযুক্তং প্রাপ্তযোগমিত্যাদিশেৎকথয়েদিত্যর্থঃ । ২ ॥

তস্মিন্‌ভক্তির্যস্য তদ্ভক্তঃ । ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়েত্যুক্তত্বাৎ । তস্মিন্মনো যস্য স তন্মনাঃ । অসক্তো বিষয়েষু । ছান্দসঃ । সন্ধিঃ । অথবা তন্মনাঃ সক্ত ইতি পঠনীয়ম্ । সক্ত আসক্তস্তত্রৈব । যোগচারেণ যোগমার্গেণ সুস্থিতঃ স্বস্থী-ভূতঃ । ৩ ॥

ইতি তৃতীয়খণ্ডঃ । ৩ ॥

পাশাঃ কর্ম্মাণি । কেবলঃ প্রভুর্জীবভাবরহিতঃ । দ্বিরুক্তিরধ্যায় সমাপ্ত্যর্থা ।

সেই সময়ে গুরু আদেশ করিবেন, তোমারই অধিকার মুখ্য ; কিন্তু ঈষৎ মাত্রও বিষয়াভিলাষ থাকিলে মুখ্য অধিকার হয় না । অথবা, তখনই মধ্যস্থ ব্যক্তি বলিবে, তুমি লাভ করিয়াছ । দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় যোগশব্দের অর্থ চিত্ত বৃত্তি নিরোধ । তদ্ যুক্ত হইয়াছে মনঃ । অথবা, যোগযুক্ত মনের লক্ষণ কি ? এইজন্য বলিতে-ছেন ;—যখন মনঃ লীন হইবে, উপমারহিত ও সর্ব্বথা চিন্তা শূন্য হইবে, তখনই তাহাকে যোগযুক্ত বলিয়া আদেশ করিবে ॥ ২ ॥

তাহাতে যাহার ভক্তি জন্মিয়াছে, সে তদ্ভক্ত ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে, বিষয়ান্তরের সম্পর্ক রহিত যে একভক্তি তাদৃশ একভক্তিদ্বারা সেই পদ লাভ করা যায় । তাহাতে মনঃ আছে যাহার, সে তন্মনাঃ, বিষয়ে আসক্তি শূন্য, তন্মনাঃ অসক্ত তন্মাসক্ত, এস্থলে যে সন্ধি হইল তাহা বৈদিক প্রক্রিয়াদ্বারা, লৌকিক প্রক্রিয়ায় এরূপ স্থলে সন্ধিই হয় না । অথবা, 'তন্মনাঃ সক্ত' ইত্যাকার পাঠই ঠিক । সক্ত অর্থে সাসক্ত,তাহাতেই আসক্ত । সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগ করিয়া যোগমার্গা-বলম্বন পূর্ব্বক সুস্থিত স্বস্থীভূত ॥ ৩ ॥

তারপর, তাহার কর্ম্মপাশ বিলয় প্রাপ্ত হইলে; সেই সাধক বিগত মল, জীবভাব রহিত কেবল প্রভু, হইয়া সেই ব্রহ্মভাবে পরমানন্দ ভোগ করিতে পারে । শ্লোক

তেনৈব ব্রহ্মভাবেন পরমানন্দমশ্নুতে পরমানন্দমশ্নুত ইতি ।৪॥

ইতি ঋগ্বেদান্তর্গত নাদবিন্দূপনিষদি প্রথমোঽধ্যায়ে তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

সমাপ্তোঽয়ং নাদবিন্দূপনিষদি প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥০॥

অত্র প্রণবস্য নাদবিন্দোর্নিরূপণাদকারাদিত্রয়ে সত্যপি প্রাধাণ্যান্নাদবিন্দূপনিষৎ-সংজ্ঞা। ৪ ॥

নমঃ শিবায় গুরবে নাদবিন্দুলয়াত্মনে।
নিরঞ্জনপদং যান্তি নিত্যং বৈ যৎপরায়ণাঃ। ১ ॥
নারায়ণেন রচিতা শ্রুতিমাত্রোপজীবিনা।
অ পষ্টপদবাক্যানাং দীপিকা নাদবিন্দুকে। ২ ॥

ইতি নারায়ণবিরচিতা নাদবিন্দূপনিষদ্দীপিকা সমাপ্তা। ২৩॥

পাদ দুইবার পাঠ করা হইয়াছে তাহার কারণ যে, এই স্থলে অধ্যায় সমাপ্তি হইল। এই উপনিষদে প্রণবের নাদবিন্দু নিরূপিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম নাদবিন্দু। যদিও অকারাদি ত্রয়ও নিরূপিত হইয়াছে, তথাপি উক্ত পঞ্চকের মধ্যে নাদবিন্দুর প্রাধান্য আছে বলিয়াই ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে, নাদবিন্দূপনিষৎ ॥৪॥

ইতি তৃতীয় খণ্ড ॥৩॥

অবিচ্ছিন্নভাবে যাঁহাকে পরম গতি ভাবিয়া সাধুগণ নিরঞ্জন পদ প্রাপ্ত হয়, সেই নাদবিন্দুলয়াত্মা শিবনামক গুরুকে নমস্কার।

নাদবিন্দুনামক উপনিষদে অস্পষ্ট পদ ও বাক্য সকলের দীপিকা শ্রুতিমাত্রোপজীবী নারায়ণ কর্তৃক বিরচিত হইল। ২।

ইতি ঋগ্বেদান্তর্গত নাদবিন্দূপনিষদে প্রথম অধ্যায় ॥১॥

অথ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

ওঁ তৎসৎ। "অহং ব্রহ্মাস্মী"ত্যেবমনুভবাবসানেয়মৃচা নাদবিন্দূপনিষৎ। অথঃ 'প্রথমোঽধ্যায়ে ওঁ বাঙ্মে মনসীতি শান্তিং বিধায় প্রণবস্য হংসরূপকেন ধারণাবোপাসনমুক্তং। সহ মাত্রাবিভাগেন সদৈবতেনচ ফলেনচ। দ্বাদশ্যাং ব্রহ্মাণ্ডং" প্রবিশতীত্যেব মন্তুম্। তত্র চ "ব্রহ্মভাবেন পরমানন্দ মশ্নুত" ইতি কৃতস্তোপসংহারঃ। পরাচেয়ং কর্ম্মগতির্যদ্দৈবণ্যগর্ভাং নিবাসমুপেত্য ব্রহ্মগন্ধং ব্রহ্মরসোপভুঞ্জান একরসং ব্রহ্মৈব ভবতি পরস্থান্তে কৃতাত্মা প্রবিশন্ পরংপদম্। নমক্লিশেচয়ম্। ইহ খলু ভবেং কস্যচিন্মেন্দমতে র্মাতনাতো জীবন্মুক্তি মুপাশ্নু ইতি। "যদি প্রাণৈর্বিযুজ্যতে" "দ্বিতীয়ায়াং সমুৎক্রান্তঃ" "মুঞ্চেং কালেবরম্" আদি বর্ণেভ্যঃ। সৈবেহ পরীক্ষণায়েতি দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ প্রবর্ত্ততে। ত্রিবিধা ধর্ম্মস্য গতিঃ কর্ম্মণঃ প্রাবদ্ধস্য। নদাহঞ্জ্যোতিস্মিদঃ ; —

ওঁ তৎসৎ। এই নাদবিন্দু উপনিষদের শেষে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহার ফল হইতেছে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' আমি ব্রহ্ম ইত্যাকার অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান হইয়া থাকা। প্রথম অধ্যায়ের শেষ যাহা উক্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা সেই ফল লাভিত হয় নাই। প্রথম অধ্যায়ে প্রণবকে হংসপক্ষী স্বরূপে কল্পনা করিয়া তাহার প্রতি অঙ্গে, অর্থাৎ অকার, উকার, ও মকার দ্বারা যে নয়টি মাত্রা নিবিত হয়, আর অর্দ্ধমাত্রার যে তিনটি মাত্রা নিষ্পন্ন হয়, সেই দ্বাদশ মাত্রার ধারণা করিয়া উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। তাহার সহিত প্রতিমাত্রার দেবতা, ও সেই মাত্রার ধারণা করিলে যে ফল হয়, তাহাও বলা হইয়াছে। তাহার শেষ মাত্রার দেবতা হইতেছেন ব্রহ্ম, যাঁ হিরণ্যগর্ভ। উপাসক যদি দ্বাদশীমাত্রার ধারণা করিয়া দেহত্যাগ করে, তবে সে দেহান্তে ব্রহ্মলোকে যাইয়া ব্রহ্মার আয়ুঃ পরিমিত কাল পর্য্যন্ত তথায় বাস করিতে পারিবে, এই কথা বলিয়া সেই প্রথমাধ্যায়ের উপসংহার করা হইয়াছে। অবশ্য কর্ম্মের এই গতিই একবারে সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট যে, হিরণ্যগর্ভের নিবাসে যাইয়া

আত্মানং সততং জ্ঞাত্বা কালং নয় মহামতে।

"আয়ুর্যোগাস্ত্রিধা প্রোক্তাঃ স্বল্প মধ্যচিরায়ুষঃ। দ্বাত্রিংশৎপূর্ব্বমল্পায়ুর্মধ্যমায়ুস্ততো ভবেৎ। সপ্তত্যাঃ প্রাকৃতৎঃ পূর্ণমায়ুরত্র বদন্তি হি।" ইতি

তত্রাস্তি কশ্চিন্মহাভাগঃ শতংসমা অপি ভুনক্তি ভোগং, যদেনং ভোজয়া প্রারব্ধং সহৈবোপাসনয়া। নচাসৌ প্রাণৈর্বিযুজ্যতে কুর্ব্বাণস্তারস্বাভ্যাস মত কতমা হি গতিঃ, কথমপ্যনেন বা তীব্রা খর্বেষা শক্যা সোঢ়ুং কন্দবেদনো বিলপন্ত মাহ :—"আত্মানং সততং জ্ঞাত্বেতি। আত্মা কস্মাৎ? আপ্নোতেঃ আপ্নোতি দ্রষ্টব্যা নাপ্নোতি পালয়িতব্যানাপ্নোতি সংহর্ত্তব্যান্। আপ্নোতি সচ্চিদানন্দময়ং স্বরূপম্। আগমোঽপ্যত্র ভবতি, "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ব্রহ্ম ইতি। "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, আনন্দং ব্রহ্ম" ইতি। "শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে। স আত্মা, স বিজ্ঞেয়ঃ।" ইতি মাণ্ডুক্যানাম্। শান্তমবিক্রিয়ং শিবং যতোঽদ্বৈতং ভেদবিকল্পরহিতং চতুর্থং তুরীয়ং মন্যন্তে, প্রতীয়মান পাদত্রয়রূপ বৈল-

ব্রহ্মগন্ধ ও ব্রহ্মরস, যাহা ভোগকরিলে দিব্যগন্ধ ও দিব্যরসেও অরুচি জন্মে, তাদৃশ ভোগ গ্রহণ করিয়া, হিরণ্যগর্ভের আয়ুঃ শেষে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া পরম পদে প্রবিষ্ট হয়, এবং একরস ব্রহ্মই হইয়া যায়। এটা হইল ক্রমমুক্তি। এই ত বলা হইল। ইহা পাঠ করিয়া হয়ত কোন মন্দবুদ্ধি ব্যক্তির এই প্রকার সিদ্ধান্ত স্থির হইতে পারে যে, ইহার দ্বারা বাঁচিয়া থাকিয়াই মুক্তি লাভ করিতে পারে না। তবে ই', ক্রমমুক্তি সম্ভব বটে, কারণ, 'ধারণা করিয়া যদি প্রাণদ্বারা বিযুক্ত', 'দ্বিতীয় মাত্রার ধারণা করিয়া স্থিরপদ লাভ করিলে পর, যদি এই দেহ হইতে সমুৎক্রান্ত হয়' 'যদি দেহ পরিত্যাগ করে', ইত্যাদি শব্দ রাশীর প্রত্যেক ধারণার স্থলেই বলা হইয়াছে। তদ্দ্বারা এই পাওয়া যায় যে, ধারণায় সিদ্ধিলাভ করিয়া মরিলে তবে সেই সেই ফল পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু বাঁচিয়া থাকিতে সে সকল ফল লাভ করিতে পারে না। এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেই বিপরীত সিদ্ধান্তের পরীক্ষা করা যাইবে। এই জন্যই এই দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রবৃত্তি করা হইয়াছে।

প্রারব্ধ কর্ম্মের গতি তিন প্রকারের জ্যোতিষে উক্ত হইয়াছে,—স্বাস্থায়ু

ক্ষণ্যাৎ। স আত্মা সবিজ্ঞেয় ইতি, প্রতীয়মান সর্প ভূচ্ছিদ্র দণ্ডাদি ব্যতিরিক্তা যথা রজ্জুস্তথা তত্ত্বমসীত্যাদি বাক্যার্থঃ। আত্মাঽদৃষ্টোদ্রষ্টা "নহি দ্রষ্টুর্দৃষ্টেবিপবিলোপো বিদ্যত" ইত্যাদিভিরুক্তো যঃ, স বিজ্ঞেয় ইতি ভূতপূর্ব্বগত্যা জ্ঞাতে দ্বৈতাভাবঃ। অভিধেয় প্রধান ওঁঙ্কার শ্চতুষ্পাদাত্মেতি ব্যাখ্যাতো মাণ্ডুক্যাদিভির্য, স্বমেতমাত্মানং সততং নিরবচ্ছিন্ন মন্যপ্রত্যয়ৈর্গঙ্গাপ্রবাহবদা মূলাদাচাগ্রাদা শৈলাজ্জাদাচ সমুদ্রাৎ সবিস্তরমেকপ্রবাহং যথা ভবতি, তথা জ্ঞাত্বাঽবগত সাক্ষাৎ ত্যাঽহংব্রহ্মাস্মীতি কালং যথাপ্রাপ্তং প্রারব্ধেন কর্ম্মণা ভোগাং বিপাকমায়ূরূপং ভবিষ্যন্তং ভুক্তস্যাতীতত্বাদ্ ভুজ্যমানস্য চ স্বক্ষণাদুপরি নশ্যমানত্বাঽঽরব্ধত্বাৎ সময়ং র্য্যাদিগতি ক্রিয়োপলক্ষিতং মহতো বিশ্বোরূপবিশেষং নয যাপয কর্ম্মণোরাত্মনয়োঃ ক্রিয়য়ো জ্ঞানযাপনয়োরানন্তর্য্যার্থেনচ প্রত্যয়েনৈক কর্তৃকতয়া ক্রিয়াস্য প্রত্যয়ানামপ্যেকত্রাধ্যবসায়ঃ কর্ত্তব্যঃ। নচাত্মনঃ কালো ভিদ্যতে, মিথ্যাত্মাপাধিকল্পনায়াঃ। নাপ্যৌপাধিকস্যাস্তি সত্যতানাম ভেদস্য, দর্পণাভাব আভাসানৌ মুখত্বাৎ পৃথক্ত্বেন বস্তুসিদ্ধেঃ। তস্মান্নিরবচ্ছিন্ন আত্মসাক্ষাৎকার এব পালায় ইত্যুক্তং ভবতি। মহতী মতির্যস্য, স মহামতিঃ; মতের্মহত্বঞ্চ নিরতিশয় বিমাণং সর্ব্বব্যাপিত্বমিতি, সর্ব্বজ্ঞত্বমিতি, সর্ব্বস্রষ্টৃত্বমিতি চ। কথম্? কাষ্ঠাপ্তেঃ সর্ব্বজ্ঞবীজস্য; যদিদমতীতানাগত প্রত্যুৎপন্ন প্রত্যেক সমুচ্চয়াতীন্দ্রিয়

ায়ুঃ, ও চিরায়ুর্ভেদে পুরুষ ত্রিবিধ, সুতরাং তদনুসারে আয়ুর্যোগও ত্রিবিধ লিয়া উক্ত হইয়াছে। যথা,—বত্রিশবৎসরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্বল্পায়ুঃ, সত্তর সরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মধ্যায়ুঃ এবং তারপর শতবর্ষ পর্য্যন্ত পূর্ণায়ুঃ, এই কথা াদি ঋষিগণ বলিয়াছেন। অতএব এমন কোন মহাভাগ্যশালী পুরুষ কিতে পারে যে, উপাসনা করিতে করিতে শতবর্ষ পর্য্যন্ত তাহাই ভোগ রিতে থাকে; ইহাকে প্রারব্ধ কর্ম্মে উপাসনার সহিত যাহা যে ভাবে াগ করায়। অবশ্য এই লোকে প্রণবের উপাসনাও করিতে থাকে, অথচ ণ বিয়োগ আর হয় না, সুতরাং এ ব্যক্তির কিরূপ গতি হইবে, আর এব্যক্তি করিয়াই বা অতিতীব্রকর্ম্মের ফল ভোগ করা সহ্য করিবে? এইরূপে াপকারী ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া এই দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম মন্ত্র প্রবর্ত্তিত য়াছে। 'হে মহামতে! তুমি আত্মাকে সবিস্তর ভাবে জানিয়া কাল যাপন া। প্রারব্ধ কর্ম্মের প্রত্যেকটির ফল ভোগ করিতে করিতে উদ্বেগ করিতে

গ্রহণমল্পং বহ্বিতি সর্ব্বজ্ঞবীজমেতদ্বিবর্দ্ধমানং যত্র নিরতিশয়ং স সর্ব্বজ্ঞঃ। অ
কাষ্ঠাপ্রাপ্তিঃ সর্ব্বজ্ঞ বীজস্য, সাতিশয়ত্বাৎ, পরিমাণবদিতি যত্র কাষ্ঠাপ্রাপ্তির্জ্ঞানস
সর্ব্বজ্ঞঃ। যদ্ধি সাতিশয়ং, তত্তৎ সর্ব্বংনিরতিশয়ং, যথা কুবলামলকবিল্বেষু সা
শয়ং মহত্ত্বং, গগনে নিরতিশয়প্রাপ্তমাত্মনি চ নিরতিশয়মিতি ব্যাপ্তেরাত্ম সাক্ষ
কারমত্যা মতেরপি নিরতিশয় মহত্ত্বং। তাদৃশা হি মতির্যস্যাসৌ ভবত্যপি সব্বা
শয়ী মহান্, সর্ব্বব্যাপকঃ সর্ব্বজ্ঞশ্চ। সর্ব্বজ্ঞো হি উপাদান গোচরা পরোক্ষজ্ঞ
বানপি ভবতি, ততঃ সর্ব্বস্রষ্টা। গুণানামুপাধিভূতানামীশ্বরস্য বিবেকব্যাপ্তি
ধর্ম্ম ইতি স্রষ্টা চেদসৌ, পালয়িতা, সংহর্ত্তাপি রজস্তমোভ্যাং ভবতি। তথা স্বম
মহামতিঃ। অস্তি চ পুরাণং—

পায় না।' আত্মা কি করিয়া হইল? আপ্ ধাতু হইতে আত্মা শব্দটি নিষ্প
হইয়াছে। যিনি স্রষ্টব্য পদার্থ সমূহকে সৃষ্টি করিবার জন্য প্রাপ্ত হন, পাল
তব্য নিখিল পদার্থকে পালনের জন্য প্রাপ্ত হন, যিনি সংহর্ত্তব্য পদার্থচয়
সংহারের জন্য প্রাপ্ত হন। যিনি এইরূপে সমস্তই পান, আবার স্ব স্বরূ
যে সচ্চিদানন্দ, তাহাও যিনিসর্ব্বদাই পাইয়া রহিয়াছেন; তিনিই আত্মা
এবিষয়ে আগমও আছে,—যাহা হইতে এই ভূতসকল জন্মিয়া থাকে
যাহাদ্বারা জন্মপরিগ্রহ করিয়া সেই ভূতসকল জীবিত হইয়া আছে, এবং যাহাতে
প্রয়াণ করে, যাহাতে অভিসম্বিষ্ট হয় তাহাকে বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা কর। আন
হইতে এই ভূতসকল জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে, আনন্দ দ্বারা জন্মিয়া জীবি
থাকে, এবং আনন্দে প্রয়াণ করে, বা আনন্দ অভিসম্বিষ্ট হয়, আনন্দই ব্রহ্ম
প্রশান্ত, মঙ্গলময়, দ্বৈতগন্ধ রহিত অদ্বৈতকে চতুর্থ বলিয়া মনে করেন। তিনি
আত্মা, তিনিই বিজ্ঞেয়। এটি মাণ্ডুক্য দিগের শ্রুতি। শান্ত অবিক্রিয়,
হেতু অদ্বৈত ভেদ বিকল্প শূন্য, সেই হেতু শিব মঙ্গল, তাঁহাকেই চতুর্থ বলিয়া
মনে করেন, চতুর্থ কেন? না, অকার প্রথম পাদ বিরাড়াত্মা, উকার দ্বিতী
পাদ সূত্রাত্মা, মকার তৃতীয় পাদ হিরণ্যগর্ভাত্মা, এই তিনপাদ হইতে পৃথক
এবং এই তিন পাদের সমাহার যথায় হইয়াছে, সেই চতুর্থ। তিনিই আত্মা,
তিনিই বিজ্ঞেয়। কিরূপে বিজ্ঞেয়? না প্রতীয়মান সর্প ভূচ্ছিদ্র, বা দণ্ডাদি
আকার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ যেমন রজ্জু, রজ্জু যেমন কথনই সর্পাকারে
থাকিতে পারে না, কিন্তু কদাচিৎ হয়ত প্রতীয়মান হইতে পারে মাত্র, সেই

বায়বীয়ম্ ;--"সর্ব্বজ্ঞতা তৃপ্তিরনাদিবোধঃ,
স্বতন্ত্রতা নিত্যমলুপ্ত শক্তিঃ।
অনন্ত শক্তিশ্চ বিভোবিধিজ্ঞাঃ
ষড়াহুরঙ্গানি মহেশ্বরস্য॥" ইতি।

তথা ;—"জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং তপঃ সত্যং ক্ষমা ধৃতিঃ।
স্রষ্টৃত্বমাত্ম সংবোধোঽধিষ্ঠাতৃত্বমেবচ॥
অব্যয়ানি দশৈতানি নিত্যং তিষ্ঠতিশঙ্করে।" ইতি

রূপ ব্রহ্ম বা আত্মা কখনই জীবাকারে থাকিতে পারে না, কিন্তু কদাচিৎ তীয়মান হইতে পারে। তাহাতে সে ব্রহ্মবস্তুর কিছুই আসে যায় না, ব ব্রহ্মই, বা ব্রহ্মই জীব। উভযের কিছুমাত্র ভেদ নাই। ইহাই ঐ ত্ত্বমসি' বাক্যের অর্থ বলা হইল। আত্মা দর্শনের বিষয় নহে, কিন্তু ষ্টা, 'দ্রষ্টার দৃষ্টির বিলোপ হয় না' ইত্যাদি শ্রুতিতে যিনি অলুপ্তদৃষ্টি দ্রষ্টা লিয়া উক্ত হইয়াছেন, তিনিই বিজ্ঞেয, যেরূপ বলা গেল, সেইরূপ তাঁহাকে াত হইলে, আর দ্বৈত থাকিতে পারে না। যাহা কিছু অভিধানের যোগ্য ধ্যে প্রধান হইতেছে ওঁঙ্কার। সেই ওঁঙ্কার চতুষ্পাদ সমন্বিত হইয়াই াত্মা শব্দের বাচ্য, বা লক্ষ্য হন, এইরূপে যাহাব ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তনিই আত্মা।

সেই মাণ্ডুক্যাদি উপনিষদ্বর্ণিত এই আত্মাকে, নিরবচ্ছিন্ন ভাবে অন্য াত্যয় দ্বারা অব্যাহত ভাবে, যেমন উদ্ভবস্থান হিমাচল হইতে আরম্ভ কবিয়া মুদ্র পর্য্যন্ত সমান ও বিস্তররূপে গঙ্গার একই প্রবাহ চলিয়াছে, সেইরূপ ান প্রবাহ অন্যবিষয়ে পরিচালিত যাহাতে না হয়, কিন্তু আত্ম বিষয়েই াহাতে কেবল মাত্র পরিচালিত হয়, এইরূপে প্রযত্ন অবলম্বন পূর্ব্বক 'আমিই হ্ম হইতেছি' ইত্যাকারে সাক্ষাৎকার করিয়া প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ্য ায়ুরূপ ভবিষ্যৎকাল যাপন কর। যে আয়ুর ভোগ হইয়াছে, তাহার অতীত াহাব ভোগ বর্ত্তমান চলিয়াছে, তাহাতে অতিশীঘ্র অতীত হইবে; সুতরাং াহা ভবিষ্যতে আয়ুরূপ কাল, তাহাই যাপনীয়। সময় কি? না, সূর্য্যাদির গমনক্রিয়া দ্বারা উপলক্ষিত মহাবিষ্ণুর রূপবিশেষ। অর্থাৎ মহাবিষ্ণুব হাসত্তার মধ্যে সূর্য্যাদির গমনক্রিয়া যতটা হয়, ততটা সত্তাই সূর্য্যাদির গমনকে

প্রারব্ধমখিলং ভুঞ্জন্নোদ্বেগং কর্ত্তুমর্হসি। ১॥

এবমাদিঃ সম্পূর্ণো ধর্ম্ম ঈশ্বর সাক্ষাৎকারবতো ভবতি। স্তুতিরিয়ম্। তথা তদত্রাম্নায়তে;—"স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।" ইতি

লক্ষ্য করিয়া যতটা সত্তার বোধ হইতে পারে, ততটা সত্তাই কাল। যেমন বিশাল প্রান্তরের মধ্যে মানবের বসতি যতটায়, ততটাই গ্রাম, সেইরূপ অনন্তসত্তার সূর্য্যাদির গতি যতটায়, ততটাই কাল. যে স্থানে সূর্য্যাদির গতি নাই. সেখানে কালও নাই। আয়ু পরিমিত কাল ও আত্মা, এই দুইটি হইতেছে জ্ঞানক্রিয়া ও যাপন ক্রিয়ার কর্ম্ম। আর জ্ঞাধাতুর উত্তর যে আনন্তর্য্যার্থে ক্ত্বাপ্রত্যয় হইয়াছে, তদ্দ্বারা জ্ঞান ও যাপন ক্রিয়ার মধ্যে ব্যবধান কিছুই নাই, ইহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। উক্ত জ্ঞানক্রিয়ার কর্ত্তাও যে, যাপন ক্রিয়ার কর্ত্তা ও সেই; সুতরাং একাধিকরণে জ্ঞানও যাপন ক্রিয়া থাকায়, জ্ঞান বিশিষ্ট যাপন, এবং যাপন বিশিষ্ট জ্ঞান, এইরূপ পরস্পর অবচ্ছেদাবচ্ছেদক হইয়া থাকে। এখন একটি নিয়ম এই আছে যে, উপাধিদ্বয় যদি এক দেশস্থ হয়, তবে তাহারা অভিন্ন হইয়া যায়. যেমন গৃহাকাশের মধ্যে ঘটাকাশ আসিলে, উভয়ে একই আকাশ হয়. সেইরূপ জ্ঞান ক্রিয়া ও যাপন ক্রিয়া এই উভয় ক্রিয়া একমাত্র কর্ত্তার উপস্থিত হওয়ায় একই হইয়া যাইবে। কেবল যে জ্ঞান, ও যাপন একস্থানস্থ বলিয়া এক হইবে, তাহাও নহে, জ্ঞানের অধিকরণ অন্তঃকরণ, আত্মারও অধিকরণ অন্তঃকরণ, সুতরাং আত্মার সহিত জ্ঞান ও জ্ঞানের সহিত যাপন পরস্পর অভিন্ন বলিয়া, আত্মা. কাল, জ্ঞানও যাপন, এসকলই অভিন্ন বুঝিতে হইবে। যদিও আত্মার সহিত জ্ঞানের অভেদ, বা জ্ঞানের সহিত আত্মার অভেদ বহুপ্রমাণসিদ্ধ, এবং কাল যাপন এই দুইয়ের ভেদই প্রমাণসিদ্ধ, তথাপি কাল বলিয়া পৃথক্ বস্তু কিছুই না থাকায় সূর্য্যাদি ক্রিয়োপহিত আত্মা ও অন্তঃকরণোপহিত চৈতন্য, এ দুইয়ের কোন প্রভেদ থাকিতে পারে না। অধিকন্তু আত্মার সহিত ব্রহ্মের অভেদ সাক্ষাৎকার হইলে জগতের একমাত্র প্রত্যুপস্থিতির কারণ মায়ার বিলয় হইবে, এবং তজ্জন্য ক্রিয়াকারকাদির ভেদও তিরোহিত হইবে; সুতরাং আত্মা, কাল, ও ক্রিয়ার ভেদ না দেখিয়া জীব, ব্রহ্ম ও জগতের অভেদই দেখিবে। তবে

স্বক্ষাত্মানঃ সাক্ষাৎ করোষি, ত্ব মায়্যসি, ব্রহ্মাসি, তত্ত্বমসি ইত্যেবং সম্বোধয়ামি ত্বাং হে মহামতে ইতি। অতএব অখিলং প্রারব্ধ কর্ম্মণা ফলং যৎ প্রারব্ধং ত্বাং ভোজ-

---

কেহ বলিতে পারেন, কাল হইতেছে মহাবিষ্ণুরই মূর্ত্তি বিশেষ। সুতরাং যতক্ষণ মহাবিষ্ণুর সাক্ষাৎকার না হয়, বা মহাবিষ্ণুর স্বরূপে অবস্থান করা না যায়, ততক্ষণ আর কালকে অভিন্ন বলিতে পারা যায় না। ইহার উত্তরে আমরা বলি, মহাবিষ্ণু ও পরব্রহ্ম একই পদার্থ, সেই মহাবিষ্ণুত অভিন্ন পদার্থ তবে যে সূর্য্যাদি গমনক্রিয়ার সম্বন্ধ তাহাতে ঘটাইয়া ক্ষণ সামার্দ্ধ, অহোরাত্রা-দির কল্পনা করা হয়, তাহা কখনই সত্য হইতে পারে না, কারণ, উপাধি সম্বন্ধ কল্পিত বলিয়া মিথ্যা। যেমন ঘটশরাবাদির জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের সংখ্যা বহু বলিয়া বোধ হইলেও উপাধির বহুত্ব বিধায়, এবং উপাধি সম্বন্ধ মিথ্যা বলিয়া বহু সূর্য্য বলিয়া কেহই স্বীকার করে না। কেন? না, উপাধি সম্বন্ধ কখনই সত্য নহে, এই জন্য, সেইরূপ এখানেও সূর্য্যাদির গতি ক্রিয়ার সম্বন্ধ করিয়া কালকে বহু বলিলেও কাল এক ও উপাধিসম্বন্ধ শূন্য। আরও দেখ, যেমন একখানি দর্পণ লইয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে, তোমার মুখখানি দর্পণের মধ্যে যেন গিয়াছে, তোমার মুখের দিকে যেন তাকাইয়া আছে, ইত্যাদি। বস্তুতঃ ইহাকি সত্য? তাহা হইতে পারে না, কারণ, যদিও এখন তোমার মুখ দুইখানি বলিয়া প্রতীতি হইতেছে, তথাপি দর্পণ খানি তথা হইতে অপসারিত করিলে, আর দুইখানি মুখ থাকিবে কোথায়? এস্থলে যেমন উপাধি সত্ত্বে মুখে দ্বৈতবিভ্রম হইয়াছে, এবং দর্পণের অসদ্ভাব হেতু বিভ্রব থাকিতে পারে না, সুতরাং উপাধিসম্বন্ধে সত্য নহে, সেইরূপ ক্রিয়ারূপ উপাধির সম্বন্ধ মিথ্যা সত্য নহে। আরও যেমন দর্পণের মালিন্যাদি দোষ থাকিলে মুখে মালিন্যাদি বোধ হইয়া থাকে, কিন্তু অন্য স্বচ্ছ দর্পণে দেখিলে সেই মালিন্য আর দেখা যায় না বলিয়া উপাধির কোন গুণ, বা দোষ উপাধেয়ে যাইতে পারে না, সেইরূপ সূর্য্য গতি আদি উপাধির বহুসং-খ্যা থাকিলেও সেই উপাধি দোষে আত্মাও দূষিত হইতে বাধ্য নহেন। এজন্যই কালের বহুত্ব কল্পনাসাপেক্ষ মাত্র, বস্তুতঃ কিছুই নহে। তাহা হইলে অদ্বৈত কাল, বা অদ্বৈত আত্মা একই হইতেছেন এবং ঐ অদ্বৈত কাল, অদ্বৈত আত্মা, ও অদ্বৈত জীবের সামাহার দ্বারা চলিতে থাক। ইহাই ঐ

য়িতুং নিমন্ত্রিতমিবোপ কুর্ব্বন্তং ব্রাহ্মণমুপরতেন, তদ্ ভুঙ্ক্ষ্বশব্দমুদ্বেগং কর্তুং নাহ সীতি কৃতোঽয়মনুবাদঃ। ১ ॥

প্রথম মন্ত্রের অর্থ। উহার বিশুদ্ধ বাঙ্গালা হইতেছে যে, আত্মাকেই কেবল জানিতে থাক, এই মাত্র। হে মহামতে! তুমি কেবল আত্মাকে জানিতে থাক এই মাত্র, কিন্তু, তন্মধ্যে সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে করিতে উদ্বেগ করিতে পার না। তুমি মহা মতি। কেন? না, যাহার বুদ্ধি মহতী হইয়াছে, সেই মহামতি। তোমার বুদ্ধি যখন আত্মাকে জানিতে সমর্থ হইয়াছে, তখন সেত মহতীই হইয়াছে। কি হইলে মহতী হয়? না, নিরতিশয় পরিমাণ হইলেই মহতী হয়। নিরতিশয় পরিমাণ কি? না, সমস্ত পদার্থকে ব্যাপিয়া থাকিতে পারা। যে সমস্ত পদার্থকে ব্যাপিয়া থাকিতে পারে, সে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, বা নিরতিশয় পরিমাণ বিশিষ্ট। যে সকলকে ব্যাপিয়া থাকিতে পারে, সেত সকল বিষয়ের মূল তত্ত্ব কি, তাহাও জানিতে পারে, সুতরাং সেত সর্ব্বজ্ঞ! যে সর্ব্বজ্ঞ, সেত সকলেরই স্রষ্টা। কি করিয়া? না, সর্ব্বজ্ঞতার কারণ যে জ্ঞান, তাহার একটা পরা কষ্ঠা আছে। এই যে অতীত অনাগত, ও বর্ত্তমান বিষয় সকল, ইহার প্রত্যেকটির গ্রহণ এবং সমুচ্চয়ের গ্রহণ, ইহার অতীন্দ্রিয় গ্রহণ, এবং ঐন্দ্রিয়ক গ্রহণ, ইহা অল্প, ও বহুপরিমাণ হইয়া থাকে, এই জ্ঞানই সর্ব্বজ্ঞবীজ। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্ঞান ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে হইতে যে স্থানে যাইয়া নিরতিশয় হইয়াছে, সেই সর্ব্বজ্ঞ। অবশ্য পরিমাণের ন্যায় জ্ঞানের একটা পরাকাষ্ঠা আছে, কারণ, জ্ঞানকে সাতিশয় দেখা যায়। অতএব যে স্থানে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা সেই সর্ব্বজ্ঞ। যাহা কিছু সাতিশয় সে সকলই কখন না, কখন নিরতিশয়, যেমন কুল, আমলকিও বিল্বাদিতে সাতিশয় মহত্ত্ব দেখা যায়, কুল অপেক্ষা, আমলকি বড়, আমলকি অপেক্ষা বিল্ব বড়, এইরূপ পর পর মহত্ত্ব দেখা যায়, এই মহত্ত্বক্রমে আকাশে নিরতিশয় প্রায়, এবং আত্মায় যাইয়া একেবারে নিরতিশয়। সেইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্ঞান করিতে করিতে যখন আত্মাকে জানিয়াছে, তখন বুদ্ধিও নিরতিশয় মহৎপরিমাণশালী হইয়াছে। তাহার তাদৃশ মতি হইয়াছে, সে নিশ্চয় সর্ব্বাতিশয়ী মহান্ ও হইয়াছে। সর্ব্বাতিশয়ী মহান্, বা সর্ব্বব্যাপক বা সর্ব্বজ্ঞ, একই একীয় কথা। সকলকে ব্যাপিয়া থাকিতে গেলে সকল পদার্থের জ্ঞান থাকা

সাদেতদাত্মজ্ঞানং করণীয়ং, আত্মাঞ্চ প্রারব্ধভোগোঽপি সাধকেনাত্মদ্বেগেন সম্পাদনীয়ঃ ; গুণপুরুষ সম্বন্ধস্তুনাণ্‌পি শকা উপেক্ষিতুং দেহবত্ত্ব, প্রতিকূল বেদ-

অবশ্যম্ভাবী। সকল পদার্থের জ্ঞান থাকিলে, তাহাদিগকে কি করিয়া উৎপন্ন করিতে হয়, তাহাও তাহার সুবিদিত থাকে, সুতরাং সর্ব্বজ্ঞই সর্ব্ব স্রষ্টা হয়। ঈশ্বরের উপাধিতে যে গুণত্রয় আছে, সে গুণত্রয় পরস্পরাপেক্ষী, সুতরাং যে স্রষ্টা সেই পালয়িতা, এবং সেই গুণানুসারে সংহর্ত্তা হয়। ঈশ্বরের উপাধিতে যে সত্ত্ব, রজঃ, ও তমোগুণ আছে, সেই গুণানুসারে ঈশ্বর স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা। তোমার বুদ্ধির পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া নিরতিশয় পরিমাণ প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া তুমিও সেই গুণত্রয়ানুসারে স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা। পুরাণে কথিত হইয়াছে ;—সর্ব্বজ্ঞতা, তৃপ্তি অনাদিজ্ঞান, স্বতন্ত্রতা, নিত্যঅলুপ্ত শক্তি, ও অনন্তশক্তি, এই ছয়টি বিভু মহেশ্বরের অঙ্গ, এই কথা বিধিজ্ঞগণ বলেন। আরও উক্ত হইয়াছে ;—জ্ঞান বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, তপঃ, সত্য, ক্ষমা, ধৃতি, স্রষ্টৃতা, আত্মসংবোধ ও অধিষ্ঠাতৃত্ব, এই দশটি অব্যয় শঙ্করে নিত্যই বিদ্যমান আছে। এ সকল হইতেছে ঈশ্বরের ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি এই প্রকারে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার করিতে পারে, তাহারও এই ধর্ম্ম গুলি হইয়া থাকে। ইহা ঐ আত্মজ্ঞানীর স্বরূপাখ্যান, বা স্তুতি সাধক নিত্য কোলাহলময় সংসারে বিরক্ত হইয়া নিরতিশয় কোলাহল ময় ঈশ্বর দেহে বিরাজ করে, একথাটা যেন সাধকের প্রিয় নহে, সুতরাং প্রকৃত কথা এই যে, ঈশ্বরের সহিত ব্রহ্মের কোন ভেদ নাই। সৃষ্টি ব্যাপারের মধ্যে থাকিয়া বিসৃষ্টির কথা বলা অসম্ভব বলিয়া বলা হয়, সর্ব্বস্রষ্টা, সর্ব্বপাতা, সর্ব্বসংহর্ত্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি ব্রহ্মই হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গুণ উপাধি বলিয়া আত্মলোকে ঐ গুণের কোনই সম্পর্ক নাই। সাধক ব্রহ্মই হয়, সে জানিতে পারে যে, সে সকলই। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে ;—যে সেই পরম ব্রহ্মকে জানিতে পারে, সে ব্রহ্মই হয়। তুমিও আত্মাকে সাক্ষাৎ করিতেছ, সুতরাং তুমি আত্মা হইতেছ, সেই তুমি হইতেছ ইহরূপের বোধ জাগরূক করিয়া দিবার জন্য তোমাকে মহামতি বলিয়া সম্বোধন করিলাম। অতএব অখিল প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল, উপকারী ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া যেমন উপকৃত ব্যক্তি ভোজন করায়, এবং সেই উপকারী ব্রাহ্মণ বলিয়া তূষ্ণীম্ভাবে আহার করে, কোন কথাই বলে না, সেইরূপ তুমিও

উৎপন্নে তত্ত্ববিজ্ঞানে প্রারব্ধং নৈব মুঞ্চতি।

নীয় স্বরূপত্বাদ্দুঃখাদেরিত্যত আহ ;—উৎপন্ন ইত্যাদি। উৎপত্ত্যুঃ প্রারম্ভে, নোৎপন্নে বিরোধাৎ ; তত্ত্বস্য তদ্ভাবস্যাত্মনঃ স্বরূপস্য বিজ্ঞানে জ্ঞানস্য বৈশিষ্ট্যে সাক্ষাৎকারে সতি মননোত্তরসীমাদৌ, যত্রৈবমুক্তম্ ;—"নির্ব্বিচারবৈশারদ্যেঽধ্যাত্মপ্রসাদঃ। ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা। শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়া বিশেষার্থত্বাৎ।"

প্রারব্ধের ফল ভোগ করিতে করিতে কোনরূপ উদ্বেগ করিতে পার না। যে আত্মদর্শী হইয়াছে, সে অশঙ্কভাবেই দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। তাহাকে কোনরূপ বিধান, বা নিষেধ দ্বারা সেই দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে উপদেশ দিবার প্রয়োজন নাই। তথাপি যে এই প্রকার বলা হইল, এটী অনুবাদ মাত্র। ইহার ফল এই যে, 'প্রারব্ধবলে যেরূপ ফলভোগ করিতে হয়, সেইরূপ ফল ভোগ হইতে থাকুক, তাহার প্রতিলক্ষ্য করিয়া আবশ্যক নাই, তুমি কেবলই আত্মসাক্ষাৎকার করিতে থাকে।' এইরূপ উপদেশ প্রদত্ত হইবে ॥ ১ ॥

আচ্ছা হউক আত্মজ্ঞান এইরূপে করণীয়, থাক উদ্বেগহীন সাধক প্রারব্ধের ভোগ সম্পাদন করিতে, কিন্তু যতদিন দেহ থাকিবে, ততদিন ত প্রকৃতিপুরুষের সম্বন্ধে উপেক্ষা দেখাইতে পারিবে না। সম্বন্ধ থাকা বশতঃ সুখ দুঃখাদিত ভোগ করিতেই হইবে। অবশ্য ভোগ করিতে গেলেই উদ্বেগ আপনা হইতেই আসিবে। যাহা অনুকূল জ্ঞানের বিষয়, তাই সুখ ; আর যাহা প্রতিকূল জ্ঞানের বিষয়, তাহাই দুঃখ। যদি সুখ দুঃখাদি ভোগ করে, তার ত প্রতিকূল জ্ঞান হইলে উদ্বেগ অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য বলিতেছেন,—উৎপন্ন ইত্যাদি। আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার উদয় হইতে আরম্ভ করিলে, প্রারব্ধ কর্ম্ম ফল প্রসব ত্যাগ করে না বটে, কিন্তু তত্ত্ববিজ্ঞান উদয় হইলে পর, আর প্রারব্ধ কর্ম্মের সত্তা থাকে না।' উৎপন্নে উৎপন্ন হইতে আরম্ভ করিলে উৎপন্ন হইলে নহে, কারণ, তত্ত্ব বিজ্ঞান উৎপন্ন হইলে আর কিছুই থাকে না ; তখন যদি, বলা যায় যে, প্রারব্ধ থাকে ও ফল দেয়, তবে সে কথাটি পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে সুতরাং তত্ত্ববিজ্ঞান উৎপন্ন হইতে আরম্ভ করিলে, এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। তত্ত্বশব্দের অর্থ তাহার ভাব, বা আত্মার স্বরূপ, সেই আত্মস্বরূপের বিজ্ঞান বিশিষ্ট জ্ঞান সাক্ষাৎকার হইতে আরম্ভ করিলে পর, অর্থাৎ মনের শেষসীমা

ইতি। (যোঃ দঃ, সঃ পাঃ, ৪৮—৪০) তথাচোক্তম্ ;—"প্রজ্ঞাপ্রসাদমারুহ্য অশোচ্যঃ শোচতো জনান্।

ভূমিষ্ঠানিব শৈলস্থঃসর্ব্বান্ প্রাজ্ঞোঽনুপশ্যতি।" ইতি

যত্রৈবমুক্তম্ ;—"আগমেনানুমানেন ধ্যানাভ্যাস রসেন চ।

ত্রিধাপ্রকল্পয়ন্ প্রজ্ঞাংলভতে যোগমুত্তমম্॥" ইতি

তস্যামপ্যবস্থায়াং প্রারব্ধং কর্ম্ম নৈব মুঞ্চতি প্রসবম্। যথৈতদত্রোক্তম্ ;—

"না ভুক্ত্বা ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি।

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্॥" ইতি।

দিতে,—যেসময়ে এইরূপে উক্ত হইয়াছে,—প্রকাশস্বভাব বুদ্ধিসত্ত্বের অশুদ্ধি রূপ আবরণ মল অপগত হইলে স্বচ্ছস্থিতি প্রবাহের আর ব্যাঘাত জন্মে না। রজোগুণ ও তমোগুণ ঐ স্বচ্ছস্থিতি প্রবাহের অভিভব, বা ব্যাঘাত করে। কিন্তু নির্ব্বিচারসমাধি দ্বারা উক্ত রজোগুণ ও তমোগুণের অভিভব দৃঢ়পদ করিয়া দিলে, উক্তগুণদ্বয় অভিভূত থাকিয়া যায়, আর আবিভূত হইতে পারে না। যোগের এই অবস্থাকে নির্ব্বিচার বৈশারদ্যাবস্থা বলে। যখন নির্ব্বিচার সমাধির এই বৈশারদ্য জন্মে, তখন যোগীর অধ্যাত্মপ্রসাদ হয়। ভূতার্থ বিষয়ক ক্রমানন্নুরোধী পরিস্ফুট প্রজ্ঞালোককে অধ্যাত্ম প্রসাদ বলা যায়। যদিও এসময়ে আত্মসাক্ষাৎকার পরিস্ফুটভাবে হয় না, তথাপি এই হইতেছে বিজ্ঞানের শেষ সীমা। এ বিষয়ে পরমর্ষির পক্ষেই প্রমাণ আছে। যথা,—প্রাজ্ঞব্যক্তি প্রজ্ঞাপ্রাসাদে আরোহণ করিয়া শোকতাপের অতীত হয়, এবং শৈলস্থ ব্যক্তির ন্যায় আপনাকে অশোচ্য দেখিয়া শোককারী জনগণকে ভূমিষ্ঠ ক্ষুদ্র মানবের ন্যায় দেখিতে থাকে। অর্থাৎ জ্ঞানালোক প্রকর্ষদ্বারা আত্মাকে সকলের উপরে দেখিতে পাইয়া দুঃখত্রয়াভিভূত শোককারী বলিয়া অন্য মানবকে জানিতে পারে। সেই সময়ে সমাহিতচিত্তের যে প্রজ্ঞাজন্মায়, তাহার নাম ঋতম্ভরা। এই নামটি সার্থক, কারণ, সেই প্রজ্ঞা সত্যকে ধারণ করে, তাহাতে মিথ্যার গন্ধমাত্রও থাকে না। এ বিষয়ে পারমর্ষীগাথা একটি আছে। যথা,—আগম দ্বারা, অর্থাৎ বেদবিহিত শ্রবণ দ্বারা, অনুমান দ্বারা, অর্থাৎ মননদ্বারা, এবং ধ্যান হইতেছে চিন্তা তাহার অভ্যাস পৌনঃপুন্যভাবে অনুষ্ঠান, তাহাতে যে রস বা আদর, তদ্দ্বারা, অর্থাৎ নিদিধ্যাসনদ্বারা প্রজ্ঞাকে

তত্ত্বজ্ঞানোদয়াদূর্দ্ধং প্রারব্ধং নৈব বিদ্যতে।

অথান্য সংস্কার প্রতিবন্ধিনি তজ্জনিতে সংস্কারে নিরুদ্ধে, নির্ব্বীজেচ সমাধৌ, তত্ত্বজ্ঞানসোদয়ো ভবতি তমসঃ পরস্তাদাদিত্যস্থেব, তত উর্দ্ধং পরস্তাং প্রারব্ধ:

তিন প্রকারে কল্পনা করিয়া উত্তম যোগ লাভ করিবে। সেই শ্রুতম্ভরা প্রজ্ঞা শ্রবণ প্রজ্ঞা ও মনন প্রজ্ঞা হইতে অন্যবিষয়ক, যেহেতু তাহার বিষয় বিশেষ। ঐ সূত্রোক্ত শ্রুতশব্দে আগম বিজ্ঞান. সে সামান্য বিষয়ক ; কারণ, আগমবাক্য কোনও বিশেষ বিষয়ের অভিধান করিতে পারে না। কেন পারে না? না, শব্দের সহিত যে অর্থের সম্বন্ধ আছে, যে সম্বন্ধ অনুসারে শব্দ অর্থের অভিধান করে, সে সম্বন্ধ বিশেষরূপে নাই; কিন্তু সামান্যাকারে, যেমন গো বলিলে গোসামান্যই বুঝাইবে, গোবিশেষ বুঝাইবে না, কেন গোবিশেষ বুঝাইবে না? না, গো শব্দের সম্বন্ধ গোবিশেষের সহিত নাই, গোসামান্যের সহিত আছে, সুতরাং গো শব্দদ্বারা গোবিশেষ না বুঝাইয়া গোসামান্যই বুঝাইবে। এইরূপ সকল শব্দেরই রীতি। এইজন্য আগম বাক্যের দ্বারা বিশেষ জ্ঞান জন্মায় না, কিন্তু সামান্য জ্ঞান জন্মে। সেইরূপ অনুমান ও সামান্য বিষয়। কেন? না, সামান্যাকারে ব্যাপ্তি স্থির করিয়া তদ্দ্বারা অনুমান করা হয় সেইজন্য উক্ত অনুমান দ্বারা কোনও একটা বিশেষ বিষয়ের জ্ঞান জন্মে না। অতএব আগম ও অনুমানের বা শ্রবণ, ও মনের বিষয় কোন একটা বিশেষ বিষয় নাই তারপর সূক্ষ্ম, ব্যবহিত,বা বিপ্রকৃষ্ট বিষয়ও লৌকিক প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা কখনই গৃহীত হয় না। লোক প্রত্যক্ষের প্রতি বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ কারণ। উক্ত সূক্ষ্মাদি বিষযের গ্রহণ করা ইন্দ্রিয়ের যোগ্যতায় কুলায় না। সেই জন্য ঐ সকল বিষয় লোক প্রত্যেক্ষের বিষয় নহে। আবার, তাই বলিয়া যে নাই তাহাও বলিতে পার না কারণ, প্রমাণ দ্বারা গৃহীত না ইইলেও পদার্থ অভাগ্রস্ত হয় না: যেমন পরমাণ্বাদি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ গ্রাহ্য না হইলেও তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। সেইরূপ লৌকিক প্রত্যক্ষের অগ্রাহ্য বিষয় হইলেও নাই বলা চলিবে না। কথিতরূপ সমাধি প্রজ্ঞার উদয় হইলে সেই সকল বিশেষ বিষয়, সাক্ষাৎকৃত হইয়া পড়ে। ভূত সূক্ষ্মগত বিশেষ বা পুরুষগত বিশেষ, যে কোন বিশেষই সেই প্রজ্ঞার গ্রাহ্য হইয়া থাকে অতএব সে প্রজ্ঞা আগমপ্রজ্ঞা, ও অনুমান প্রজ্ঞা হইবে ভিন্ন বিষয়ক; কারণ

দেহাদীনামসত্ত্বাত্তু যথা স্বপ্নে বিবোধতঃ। ২ ॥

ন্ধ নৈব বিষ্মতে তিষ্ঠতি। কস্মাৎ? দেহাদীনামাত্মন্যস্তানামজ্ঞান প্রভবানাম-
নমূল কতয়াঽধিষ্ঠান সত্তয়ৈব সত্তাবতাং জ্ঞানেনাজ্ঞাননাশে তন্ত্বাদিনাশে পটাদী-
মিবাসত্ত্বাদাশ্রয়াভাবে কুতস্ত্যং প্রারব্ধং, কুতস্ত্যো বা তৎপ্রসবঃ? যথা স্বপ্নকালে

প্রজ্ঞার বিষয় বিশেষ। যদিও এই অবস্থায় জ্ঞানের বিপুল বিস্তার হইয়া
কে, তথাপি সেই অবস্থাতেও প্ররব্ধকর্ম্মফল প্রসব কবিতে প্রযত্ন ছাড়ে
। এবিষয়ে কথিত হইয়াছে, ভোগ না করিয়া কর্ম্ম কোটিশত কল্পেও ক্ষয়
না। শুভই হউক, আর অশুভই হউক, যে কোন কর্ম্ম কবা যাইবে,
হার ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। এই কর্ম্মভোগ ততদিন কবিতে
, যতদিন নিরোধ সমাধি উপস্থিত না হয়। নিবোধ সমাধি কি করিয়া
? না, ঐ যে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার উদয় হয়, উহাদ্বারা যোগীব প্রজ্ঞাকৃত নূতন
ন সংস্কার উৎপন্ন হইতে থাকে। সেই সমাধি প্রজ্ঞাজাত সংস্কার ব্যুত্থান
স্কারাশয়কে বাধিত করে; ব্যুত্থান সংস্কার চক্রের বাধাজন্মিলে পর, আর
ই সংস্কারজাত প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। প্রত্যক্ষাদি
ন যদি নিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে সমাধির আবির্ভাব হয়। সমাধি হইলে,
াধিজ প্রজ্ঞার আবির্ভাব হয়, সমাধিজ প্রজ্ঞা হইতে সমাধিজ প্রজ্ঞার সংস্কার
ন্ম। এইরূপে নূতন নূতন প্রজ্ঞা, ও নূতন নূতন সংস্কার জন্মায়। তাবপর
বাব প্রজ্ঞা, আবার সংস্কার। এইরূপে সংস্কারাতিশয় আবির্ভূত হয়।
ঙ্কা, এই যে সংস্কারাতিশয় জন্মে, এ চিত্তকে তাহার অধিকারের মধ্যে
খে না কেন? রাখে না তাহার কারণ এইযে, উক্ত প্রজ্ঞাকৃত সংস্কার
ধিকার কারণ নহে। অতএব চিত্তের অধিকার বিলোপ ঘটায়। চিত্তের
ধকার তত্ত্ববিজ্ঞান পর্য্যন্ত। কেবল যে এইমাত্র সে প্রজ্ঞাব ফল, তাহা নহে
াবিধ ফল ও আছে,—সেই যে তত্ত্ববিজ্ঞান, তাহা হইতে যে সকল সংস্কার
য়া পিণ্ডীকৃত হইয়াছে,সেই পিণ্ডীকৃত সংস্কার কেবলই যে সমাধি প্রজ্ঞাব প্রতি
ধ কর, তাহা নহে; কিন্তু তাহার সংস্কার সকলেবও প্রতিবন্ধী হয়। সে
কথা? হাঁ, ঐ কালে ঐ তত্ত্ববিজ্ঞানের গুণেও এক প্রকার বৈরাগ্য জন্মে,
ই পরবৈরাগ্য জন্মা সংস্কার দ্বারা উক্ত প্রজ্ঞা সংস্কারের বোধ হয়। কি
য়া জানা যায় যে, উক্ত সময়ে বিজ্ঞান গুণ বৈরাগ্য জন্মা সংস্কার হয়?

জাগরণকালীনানাং দেহাদীনামসত্ত্বাৎ প্রবোধজদাহাদিকং, তৎ ফলং বা যন্ত্রণাদিক
যথা ন তিষ্ঠতি, তথেতি। এতদুক্তং ভবতি, আগমাদ্বাঽনুমানাদ্বা তত্ত্বজ্ঞানং ভ

হাঁ, জানা যায়,—নিরোধস্থিতি কালের ক্রমানুভব দ্বারা নিরোধ চিত্ত ক্র
সংস্কারের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া জানা যায়। ব্যুত্থান নিরোধকালীন সম্প্রজ্ঞা
জাত সংস্কার সমূহ, এবং কৈবল্যভাগীয় নিরোধজ সংস্কার সমূহ চিত্তকে তাহা
প্রকৃতে বিলীন করিয়া ফেলে। অর্থাৎ চিত্তের অধিকার হইতেছে পুরুষ ভো
ও অপবর্গ প্রদান করা। তাহা চিত্ত সুচারূপে সম্পাদন করিয়াছে, সুতরা
সম্প্রজ্ঞাত সমাধি প্রজ্ঞাদ্বারা ব্যুত্থান প্রজ্ঞার নিরোধ হয়, সম্প্রজ্ঞাতসমাধি প্রজ্ঞা
সংস্কার দ্বারা ব্যুত্থান প্রজ্ঞাসংস্কার নিরোধ হয়, নিরোধকালীন পরবৈরাগ্য দ্বার
সম্প্রজ্ঞাত সমাধি প্রজ্ঞার নিরোধ হয়, এবং পরবৈরাগ্যজ সংস্কার দ্বারা সম্প্রজ্ঞা
সমাধি প্রজ্ঞাজ সংস্কারের নিরোধ হয়। সে অবস্থায় চিত্তে আর কিছুই থাকে না,
থাকিবার আর আবশ্যকও হয় না তখন চিত্ত আর চিত্তরূপে থাকে না।
যেমন কাষ্ঠে অগ্নি লাগাইয়াদিলে, সেই অগ্নি কাষ্ঠকে ও ভস্মসাৎ করে এব
আপনিও নির্ব্বাণ পায়, সেইরূপ চিত্তে সমাধি উপস্থিত হইলে চিত্ত মল স্বরূপ
কোথায় পড়িয়া থাকে, তাহার আর সংবাদই থাকে না, এবং সমাধিও চরম
সংস্কার জন্মিয়া দিয়া আপনা আপনি থামিয়া যায়। ঐ চরম সংস্কার
চিত্তের সহিত লয় পায়। তখন আর দ্রষ্টব্যবিষয় নাথাকায় উপাধির স্বরূপতঃ
বিলোপ ঘটায় আত্মা পরিপূর্ণ জ্যোতির্ম্ময় ও আনন্দময়রূপে স্বস্বরূপে অবস্থিত
হয় এই হইল স্বরূপ প্রতিষ্ঠা, এবং এই সময়ে আত্মা শুদ্ধ ও বুদ্ধ। এই সময়ে
অন্ধকারের শেষ সীমা হইতে অন্ধকারকে নাশ করিতে করিতে যেমন আদিত্য
দেবের নির্ম্মল উদয় হয়, সেইরূপ আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারও উদিত হয়। তারপর
আর প্রারব্ধ কর্ম্ম থাকিতে পারে না। কেন? না, মনে কর, একজন এই
বলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এবং বক্‌বকি করিতেছে যে, আমি গলা হইতে
হার খুলিয়া থুইয়া স্নান করিলাম; কিন্তু উঠিয়া আর হারছড়া পাইতেছি
না। এইরূপে অনেক স্থল ঘুরিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, এমন সময়ে হঠাৎ
কেহ আসিয়া বলিল, ঐ যে, হার তোমার গলায় যে। তখন সে যেমন গলায়
হাত দিয়াই বলিয়া উঠে, হাঁ হার পাইয়াছি, সেইরূপ যতক্ষণ আত্ম স্বরূপ সাক্ষাৎ
কার না হয়, ততক্ষণ সংসার মণ্ডলে ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু আত্ম স্বরূপ সাক্ষাৎ

প পরোক্ষ রূপতয়া ন সাক্ষাৎকারবতী মবিদ্যামুচ্ছিনত্তি, দ্বিচন্দ্র দিঙ্মোহালাত-
াদিভ্রমচ্ছেদকত্বাৎ; অবিদ্যামূলত্বাজ্জগতো বিদ্যায়াশ্চ অবিদ্যোচ্ছেদরূপত্বাদ
দ্যোদয়ে অবিদ্যাদিসমুচ্ছেদো বিরোধিত্বাৎ কারণবিনাশাচ্চ। যত্রাত্মলাভোঽশক্য
স্পাদঃ কুতস্তরাং তত্র প্রারব্ধাদীনাং ফলজননমম্বিময়ফলমাদি বীজবদিতি। ২ ॥

াব হইলে, আর সংসার মণ্ডল তাহার থাকে না। যেমন হারের অজ্ঞানে
বিয়া বেড়ান ইত্যাদি ক্রিয়া হয়, সেইরূপ আত্মতত্ত্বের অজ্ঞানে এই সংসার মণ্ডলে
বিয়া বেড়ান ইত্যাদি হয়। তখন প্রকৃত আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ কার হয়, তখন
অজ্ঞান লোপ পায় বলিয়া ঐ অজ্ঞানের কার্য্য যে সংসারমণ্ডল এবং সংসার
ণ্ডলে ব্যবহার কর', তাহাও থাকেনা। যেমন তন্তুরাশির আতান বিতান ভেদে
স্ত্র উৎপন্ন হয় বলিয়া তন্তুরাশির বিনাশে বস্ত্র বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, সেইরূপ অজ্ঞান
ারা জায়মান সংসার মণ্ডল বলিয়া অজ্ঞান নাশে সংসার মণ্ডলের নাশও অবশ্য-
াবী। দেহাদিও সংসার মণ্ডলের অন্তর্গত বলিয়া দেহাদিও থাকিতে পারে।
হ ও চিত্ত প্রভৃতি যদি কিছুই না থাকে, তবে আবার প্রারব্ধ কর্ম্মই বা কোথায়
াকিবে? আর সেই প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলই বা হইবে কোথায়, ভোগই বা করিবে
? যেমন জাগরণ কালে হস্তাদির দাহ হইলে জ্বালা যন্ত্রনাদি হয় সত্য,
ন্তু স্বপ্নাদি কালে জাগ্রদ্দেহ নাথাকায় জ্বালাযন্ত্রনাদি হইতে পারে না, সেই
প অজ্ঞান কালীন জায়মান প্রারব্ধ জ্ঞানকালে দেহ ও চিত্তাদি না থাকায়
কিতে পারে না, বা তাহার ফলও প্রসব করিতে পারে না। ফল কথা
ই যে,—বেদাদিশ্রবণ, বা অনুমানাদি দ্বারা আত্মতত্ত্বজ্ঞান যদিও হয়, তথাপি
হা প্রত্যক্ষাকারের নহে, অপ্রত্যক্ষাত্মক, সুতরাং প্রত্যক্ষাত্মক অবিদ্যার উচ্ছেদ
দ্বারা হইতে পারে না; যেমন দ্বিচন্দ্রদর্শন, দিঙ্মোহ, ও অলাতচক্র (কোন
ট্ রজ্জুর মুখে আগুণ জ্বালাইয়া ঘুরাইলে যেন বোধ হয়, একটা আগুণের
কা ঘুরিতেছে। এই টিকেই অলাত চক্র বলে।। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়
িয়া অনুমান দ্বারা তাহার উচ্ছেদ হইতে দেখা যায় না যাহার দিগ্ভ্রম হয়,
হাকে যদি বলা যায়, ঐ দেখ সূর্য্য উঠিতেছে। যে দিকে সূর্য্য উঠে, সেই
ত পূর্ব্ব, তবে কেন তুমি ঐ দিকটাকে দক্ষিণ বল? সে দিঙ্মোহী কথাটি
নিয়া মনে মনে বলিল এদেশে দক্ষিণ দিক হইতেই সূর্য্য উঠে, কিন্তু মুখে
লল, হাঁ তাইত ওটা পূর্ব্বই বটে। এস্থলে যেমন দিঙ্মোহ প্রত্যক্ষাত্মক

কর্ম্ম জন্মান্তরীয়ং যৎপ্রারব্ধমিতি কীর্ত্তিতম্। তত্তু জন্মান্তরা ভাবাৎ পুংসো নৈবাস্তি কর্হিচিৎ। ৩॥

আহ কিমিদং প্রারব্ধমিতি তৃতীয়ো মন্ত্রঃ প্রবৃত্তেঃ কর্ম্মেত্যাদি। যৎকর্ম জন্মান্তরে ভবং জন্মান্তরীয়ং নচ প্রসূত ফলং, যেনচ ফলং প্রসবিতুমারব্ধং তৎ প্রারব্ধমিতি কীর্ত্তিতং কর্ম্মবিদ্ভিঃ। তত্তু প্রারব্ধং কর্ম্ম জন্মান্তরাভাবাদ্ধেতোঃ পুংসঃ সাক্ষাৎকারবতস্তদানীমদ্বৈতরূপতয়া দ্বৈতপর্য্যায়ং নৈব অস্তি ভবতি সত্ত্বং কর্হিচিৎ কস্মিংশ্চিদপি কালে প্রাগ্বা জ্ঞানোদয়াৎ পরস্তাদ্বাজ্ঞানোদয়স্য, সর্ব্বদৈবাসদিতি। অয়মভিসন্ধিঃ,—জপাকুসুমাদ্যুপাধিবিয়োগে স্বভাবস্বচ্ছইব স্ফটিকমণির্ভ

বলিয়া ঐ উপপত্তিকর বাক্য দ্বারা দিগ্‌নিশ্চয় হয় না, সেইরূপ শাস্ত্রপর্য্যালোচনা করিলে যে আত্মজ্ঞান জন্মে, তদ্দ্বারা, যে অনুমান জনিত আত্মজ্ঞান দ্বারা প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানের নাশ হয় না। অজ্ঞান মূলকই জগৎ, প্রত্যক্ষাত্মবিদ্যা উৎপন্ন হইলে, সে ত ঐ অজ্ঞানের নাশ স্বরূপেই উৎপন্ন হইবে, যেমন অন্ধকারের নিবৃত্তি স্বরূপই আলোক অন্ধকারে নাশ রূপেই উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ঐ আত্মবিদ্যা অজ্ঞান নাশস্বরূপে উৎপন্ন হইলে, অবিদ্যার ব সমূলে উচ্ছেদ হয়, কারণ, পরস্পর বিরোধী, এবং অবিদ্যার কার্য্য জগতেরও বিনাশ হইবে, যেহেতু জগতের কারণ অজ্ঞানের বিনাশ হইয়াছে। এখন দেখা যাইতেছে যে জগৎ বলিতে যাহা কিছু, সে সমস্তই আপন আপন প্রাণ বাঁচাইতে পারিতেছে না, যেমন অগ্নি সমুদ্রে মগ্ন বীজরাশি নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করিতেই অসমর্থ, সে আবার ফল প্রসব করিবে? সুতরাং আত্মতত্ত্বজ্ঞান উদয় হইলে আর প্রারব্ধ কর্ম্মে ফল প্রসব করা সম্ভবপর নহে। লৌকিক দৃষ্টিতে সেরূপ দেখা গেলেও তাহা ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না॥ ১॥

বল, এই প্রারব্ধটি কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে তৃতীয় মন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, কর্ম্মেত্যাদি। যে কর্ম্ম জন্মান্তরে জন্মে, যাহা জন্মান্তরীয়, অবশ্য যাহা ফল প্রসব হইয়াগিয়াছে, তাহা নহে; যে কর্ম্মে ফল প্রসব করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই কর্ম্মই প্রারব্ধ, এই কথা কর্ম্মবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন। সেই প্রারব্ধ কর্ম্ম জন্মান্তরাভাব বশতঃ আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ কারবান্ পুরুষ অদ্বৈতরূপ হইয়াছে বলিয়া দ্বৈতপর্য্যায়ের ওটি কোনও ক্রমে কোনও কালে, জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বেও সৎ ছিলনা, জ্ঞানোদয়ের পরেও সৎ নাই, অসৎই। ইহার অভিপ্রা

স্বপ্নদেহো যথাধ্যস্তস্তথৈবায়ং হি দেহকঃ।

চ্ছেদে নির্ম্মল এবাস্মেতি ক ভবেদস্য প্রসক্তি,যন্ন তে লক্ষণ মাস্থেয়মিতি লৌকিকং যথা কথঞ্চিৎ প্রজ্ঞয়া ব্যবহর্ত্তব্যমিতি। ৩॥

বিবৃণোতি চতুর্থময়েণ,---স্বপ্নদেহ ইতি। স্বপ্নকালীনো দেহঃ স্বপ্নদেহঃ, স যথা স্বাবচ্ছিন্নে বিষয়চৈতন্যেঽধ্যস্তঃ, তদ্ভাব প্রকাবকাবিদ্যয়া স্ফুরিতঃ; ন তু বাস্তবঃ শুক্তিত্বপ্রকারকাবিদ্যয়া স্ফুরিতং রজতমিব সংস্কারাদিসহকৃতয়া, তথৈবায়ং হি যন্নো দেহকঃ শরীরাদিঃ। অয়মর্থঃ, সর্ব্বোহি বিষয়ঃ স্বাবচ্ছিন্নে চৈতন্যে সমারোপেণ স্ববিষয়কাদজ্ঞানাৎ প্রবর্ত্ততে ব্যবহারয়িতুং সংস্কারাদিভিরিতি যাবদজ্ঞানং প্রত্যব তিষ্ঠতে শুক্ত্যাদৌ রজতাদিবৎ। অধিষ্ঠানতত্ত্ব সাক্ষাৎকারে চ সতি স্ফুটতরদিনকর কিরণে তমোজালবদ্বিরোধান্ন শক্যতে সত্তাবত্তামাবেদয়িতুম্; প্রতিভাসস্তু কাদাচিৎ-

---

এইরূপ,—যেমন রক্তবর্ণ জপাকুসুমাদিরূপ উপাধি না থাকিলে, বা সরাইলে স্ফটিক মণি স্বভাবতঃ স্বচ্ছ বলিয়া স্বচ্ছই থাকে, সেইরূপ অবিদ্যার উচ্ছেদ হইলে আত্মাও অত্যন্ত নির্ম্মল বলিয়া অত্যন্ত নির্ম্মল হন, এই জন্য প্রারব্ধের থাকিবার স্থান কোথায়, যে, তাহার আবার লক্ষণ করিতে হইবে? তবে লৌকিক ব্যবহারের জন্য যাহা হয় একটা 'মনগড়া' লক্ষণ করিয়া লইলেই হইল॥৩॥

চতুর্থমন্ত্রে ইহারই বিবরণ করা হইতেছে -- স্বপ্নদেহ ইত্যাদি। যে দেহে অবস্থান করিয়া স্বপ্নদর্শন করা যায়, সেই দেহ স্বপ্নদেহ। সে যেমন স্বরূপ বিষয়ক অজ্ঞান হইতে জাত বলিয়া স্বাবচ্ছিন্ন বিষয় চৈতন্যে অধ্যস্ত এবং জাগরণ কালে অসৎ, বস্তুতঃ সৎ নহে, যেমন শুক্তিত্ব প্রকারক অবিদ্যা হইতে জাত চাকচিক্যাদি সাদৃশ্য সন্দর্শন সমুদ্বোধিত রজত সংস্কার সহকৃত রজত কখনই সৎ নহে, অসৎ সেইরূপ এই জাগরণ কালের দেহাদিও স্বপ্নাদি কালে সৎ নহে, অসৎ, এস্থলের অভিপ্রায় এইরূপ,—চৈতন্য তিন প্রকার, প্রমাতৃ চৈতন্য প্রমাণ চৈতন্য, ও বিষয় চৈতন্য। যে চৈতন্য অন্তঃকরণে, বা অন্তঃকরণবিশিষ্ট বা অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন সেই অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যই প্রমাতৃ চৈতন্য বা জীব। আর ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়াদি সম্বন্ধ হইলে অন্তঃকরণ ঐ পথে বাহির হইয়া সেই বিষয় দেশে যাইয়া উপস্থিত হয়, এবং তড়াগাদি হইতে প্রণালী দিয়া বহিয়া যাইয়া

অধ্যস্তস্য কুতো জন্ম জন্মাভাবে কুতঃ স্থিতিঃ। ৪ ॥

কোঽপি সহনীয় ইতি। অধ্যস্তস্য কুতো জন্ম, দ্বিচন্দ্রালাতচক্রাদেরুপাধিনা সমা- রোপেণৈবোপপত্তেঃ। জন্মনোঽভাবেচ সতি কুতঃ স্থিতি, জন্মনা লব্ধসত্তাক- স্যৈব স্থিতিসম্ভবাদিতি। জায়মানং হি স্বোপাদানেঽবতিষ্ঠতে। আরোপিতস্য অভিমতোপাদানানির্ণয়াৎ কুত্র স্যাদবস্থিতিঃ। অজ্ঞানঞ্চানির্ব্বচনীয়মিতি। ৪ ॥

জল যেমন ত্রিকোণ ক্ষেত্রে পড়িয়া ত্রিকোণ, চতুষ্কোন ক্ষেত্রে পড়িয়া চতুষ্কোন ইত্যাদি আকার ধারণ করে, সেইরূপ অন্তঃকরণ বিষয় প্রদেশে যাইয়া সেই বিষয়াকারে আকারিত হয়, বা বিষয়াকার ধারণ করে, এই আকার ধারণকে বৃত্তি বলে, পরিণাম বলে ও ব্যাপার বলে। এই বৃত্তিবিশিষ্ট, বা বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে প্রমাণ চৈতন্য বলে। আর বিষয় যে চৈতন্যে অধ্যস্ত, সেই চৈতন্যকে বিষয় বিশিষ্ট, বিষয়াবচ্ছিন্ন, বা বিষয়চৈতন্য বলে। সমস্ত বিষয়ই শুদ্ধ ব্রহ্ম চৈতন্যে অধ্যস্ত, বা আরোপিত। ভ্রম স্থলে 'শুক্তি জানি না, ইত্যাকার শুক্তিবিষয়ক অজ্ঞান বা শুক্তিত্ব প্রকারক অজ্ঞান, দূরে চাকচিক্যাদি সাদৃশ্য দর্শন দ্বারা পূর্ব্বে রজত জ্ঞান জন্য এক প্রকার সংস্কার হইয়া আছে, যে সংস্কার বলে আবার রজত জ্ঞান হয়, সেই সংস্কারের উদ্বোধ করিয়া দেয়। তখন ঐ সংস্কারের সহকারিতায় রজতাকারে পরিণত হয় এবং সেই রজতাকারে অজ্ঞানেরই একটা বৃত্তি জন্মে। তখন ঐ স্থলে জ্ঞান হয় যে, হাঁ আমি রজত দেখিতেছি। এস্থলে যেমন শুক্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যে অবস্থিত যে শুক্তি প্রকারক অবিদ্যা, তাহারই কার্য্য ঐ রজত, সুতরাং মিথ্যা, সেইরূপ দেহাব- চ্ছিন্ন চৈতন্যে অবস্থিত যে দেহত্ব প্রকারক অবিদ্যা তাহারই কার্য্য ঐ দেহ সুতরাং মিথ্যা। বেদান্তমতে প্রত্যেক বস্তুই স্বাবচ্ছিন্ন শুদ্ধ চৈতন্যে অধ্যস্ত, বা আরোপিত। কোন বস্তুই অনারোপিত নহে; কেবল একমাত্র আত্মা অনা- রোপিত, বা অনধ্যস্ত স্বরূপ পদার্থ। যখন এই শুক্তি রজত জ্ঞানস্থলে শুক্তির সাক্ষাৎকার হয়, তখন 'শুক্তি জানি না' ইত্যাকার শুক্তি বিষয়ক, বা শুক্তিত্ব প্রকারক অজ্ঞান থাকিতে পারে না; সুতরাং ঐ অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে, ঐ অজ্ঞান হইতে উদ্ভূত রজতও আর থাকিতে পারে না, কারণ ঐ রজত ঐ অজ্ঞান হইতেই উদ্ভূত। যখন ঐ অজ্ঞান থাকিল না, তখন আর

উপাদানং প্রপঞ্চস্য মৃদ্ভাণ্ডস্যেব পশ্যতি।

নচ সন্তমাত্মানমুপাদায় প্রবর্ত্তিতামারোপ্য ইত্যাত্মসত্তয়ৈব সত্তাবত্তামারোপ্যা-ণামাত্মন্যেব স্থিতিঃ শক্যাঽঽপাদয়িতুং, তথাত্বে চাময়মেব জগৎ প্রতীয়েত? ন চৈবম্। তস্মাদাহ,—উপাদানমিতি। উপাদানং কারণমিতি প্রপঞ্চস্য স্থাবর-

---

তজ্জাত রজতই বা থাকিবে কিরূপে? সেইরূপ যে শুদ্ধ চৈতন্যের অজ্ঞান থাকায় সেই অজ্ঞান হইতে ঘটপটাদি নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে, সেই শুদ্ধ চৈতন্যের স্বরূপ জ্ঞান হইলে পর, আর সে অজ্ঞান থাকিতে পারে না, এবং সে অজ্ঞান থাকিতে না পারিলে, তজ্জাত ঘটপটাদি ও দেহাদি কিছুই থাকিতে পারে না। মায়াবী ঐন্দ্রজালিক যে মায়া বিস্তার করিয়া ইন্দ্রজাল দর্শন করাইল, সে সে মায়া নষ্ট করিয়া দিলে কি আর সেরূপ কিছু দেখিতে পাওয়া যায়? না। কেন? না, সে মায়াত আর প্রসারিত হয় নাই। সেইরূপ যে মায়াপ্রভাবে এই জগৎ প্রসারিত, সে মায়া না থাকিলে এজগৎ কোথায় থাকিবে? এই জন্য যতক্ষণ অজ্ঞান, ততক্ষণ দেহাদি জ্ঞান থাকে, কিন্তু অধিষ্ঠানের তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইলে, আর যেমন স্ফুটতর সৌরকর মধ্যে তমোজাল থাকিতে পারে না, সেইরূপ অজ্ঞানও থাকিতে পারে না। তবে যে কখন প্রতিভাস হইতেছে, তাহা সহনীয়। যে বস্তু অধ্যস্ত, তাহার জন্ম কি? একচন্দ্রেই দ্বি চন্দ্রের আরোপ হয়, ঘূর্ণমান বহ্নিপিণ্ডে অগ্নিচক্রের আরোপ হয়। এই মাত্র। যাহার জন্ম নাই, তাহার আবার স্থিতি কোথায়? জন্মিয়া সত্তালাভ করিলেই স্থিতি হইতে পারে, কিন্তু সমারোপিত, দ্বিচন্দ্রাদির জন্মই নাই, তার আবার স্থিতি কি? যে বস্তু জন্মায়, সে নিজের উপাদানে অবস্থিতি করে। যাহা সমারোপিত, তাহার ত উপাদান নিশ্চয় নাই; সুতরাং তাহার অবস্থিতি কোথায় হইবে? অজ্ঞান ত নির্ব্বচনীয়। এই জন্য তজ্জাত বস্তু সকলও নির্ব্বচনীয়। তবে যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ স্বীকার করিতে হয়, হাঁ দেখা যায়। প্রকৃত পক্ষে সে দেখাও প্রকৃত দেখা নয়, মিথ্যা দর্শন মাত্র। এইজন্য সেরূপ প্রারব্ধকে বস্তু বলিয়াই স্বীকার করা যায় না, যাহার অধিষ্ঠান অধ্যস্ত, এবং যে নিজেও অধ্যস্ত ॥৪॥

অজ্ঞানঞ্চেতি বেদান্তৈস্তস্মিন্নষ্টে ক্ব বিশ্বতা। ৫ ॥

জঙ্গমাত্মস্য ভূতভৌতিকরূপস্য বিশ্বস্য মৃদিব পরিনামিনী ঘটকার্য্যস্য পশ্যতি তত্ত্বদর্শী অজ্ঞানমেবেত্যেবং বেদান্তৈঃ সর্ব্বাভিরূপনিষদ্‌ভিরাবেদ্যতে। তথাহ্যোক্তম্;— "যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং ভবতি, বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং, এবং সৌম্য স আদেশো ভবতীতি।" তত্ত্বজ্ঞানেন তস্মিন্নজ্ঞানেঽসদ্রূপে নষ্টে পলায়িতে হাস্যোদরে পুঞ্জীভূততমোবৎ সৌরালোকজন্যে ক্ব কুত্র বিশ্বতা নানাত্বং তিষ্ঠতি? নৈব তিষ্ঠতীতি। তথাচায়ায়তে,—"যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি" "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব" "যত্রত্বস্য সর্ব্ব মাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ।" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" "নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ" ইত্যেবমাদিভিঃ। ৫ ॥

আচ্ছা, আত্মা ত সৎপদার্থ; সেই সৎপদার্থরূপ অধিষ্ঠান ত আরোপ্য বস্তু সকল আরোপিত হইতে পারে। তাহা হইলে সেই অধিষ্ঠান যে আত্মা, তাহার সত্তায় সত্তাবিশিষ্ট হইয়া ঐ আত্মাতেই ত স্থিতিলাভ করিতে পারে? হাঁ পারিত, কিন্তু তাহা হইলে এই জগৎ যে অসৎরূপে প্রতীয়মান হইত, কৈ, সেরূপ ত প্রতীত হয় না। সেইজন্য বলিতেছেন;—উপাদানমিতি সমস্ত উপনিষদেই ঘোষণা করিতেছে যে, যেমন ঘটের উপাদান কাল পরিণামিনী মৃত্তিকা, সেইরূপ স্থাবরজঙ্গমাত্মক এই বিশ্বপ্রপঞ্চের উপাদানও অজ্ঞান। শ্রুতিতেও কথিত হইয়াছে; হে সৌম্য! যেমন, একটি মৃৎপিণ্ড জানিলে সমস্ত মৃৎপিণ্ডেরই বিজ্ঞান হয়, কারণ, বিকার ঘটপটাদি কেবল নাম মাত্রসার, মৃত্তিকাই প্রকৃত সত্য কারণ; সেইরূপে সেই উপদেশ কার হইতে পারে। অতএব নামমাত্রসার সমস্ত বিকারের মূলকারণ যে অজ্ঞান, সে অসৎ পদার্থ বলিয়া, আত্মতত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হইলে, যেমন সৌরালোকের মধ্যে পুঞ্জীভূত অন্ধকাররাশি পলায়ন করে, সেইরূপ আত্মতত্ত্বের মধ্যে সেই অজ্ঞান পলায়ন করিলে, আর এ জগতে নানা বস্তু কোথায় থাকিবে? কুত্রাপি থাকিতে পারে না। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে;—যখন দ্বৈতের ন্যায় হয়, তখনই একজন অন্যজনকে, বা অন্য বস্তুকে দেখে। প্রত্যেকরূপ অবলম্বন করিয়া বহুরূপ হইয়াছে। যখন সাধকের সমস্তই আত্মা হইয়া যায় তখন কে কাহাকে দেখিবে? ইহজগতে নানা বস্তু কিছুই নাই। ব্যাপার

যথা রজ্জুং পরিত্যজ্য সর্পং গৃহ্নাতি বৈ ভ্রমাৎ।

অথাপি স্যাৎ কস্যচিন্মতিঃ প্রকৃতিরজা প্রধানমব্যক্তং শক্তিরবিদ্যা মায়া তমো-জ্ঞানমিত্যনর্থান্তরম্। তথাচ

শ্রূয়তে ;—"অজামেকাং লোহিত শুক্ল কৃষ্ণাং,

বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাঃ।

অজোহ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে,

জহাত্যেকাভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥" ইতি।

রজঃ সত্ত্বতমোগুণময়ী প্রকৃতিরেব মহদাদ্যাকারেণ পরিণমমানা সভূতভৌতিকং কার্য্যকরণসঙ্ঘাতং জগৎ সসর্জ্জ। পুরুষস্তস্যা অধ্যক্ষ ইতি প্রকৃতেঃ সত্ত্বাৎ প্রাকৃতা-নামপি সত্ত্বং ; যদাহ পারমার্থিকে পতঞ্জলিঃ ;—

করিতে পারে, এরূপ কোন পদার্থই ছিল না। ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা দেখান হইয়াছে যে, জগৎ আত্মা হইতে সৃষ্ট হয় নাই। তবে অজ্ঞান দ্বারা প্রতিভাসিত হইয়াছে বটে ; কিন্তু আত্মা অধিষ্ঠানও নহেন। আত্মা সর্ব্বধর্ম্ম বর্জ্জিত ; সুতরাং তাঁহার অধিষ্ঠানত্ব ধর্ম্মও নাই, যাহা হইলে আত্মরূপ অধিষ্ঠানে ঐ সকল আরো-প্যের অবতারণা করিয়া আত্মসত্তায় সত্তাবিশিষ্ট করিতে পারা যাইত। ৫॥

কেহ মনে করিতে পারে, প্রকৃতি, অজা, প্রধান, অব্যক্ত, শক্তি, অবিদ্যা, ।, তমঃ, ও অজ্ঞান, এগুলি প্রকৃতপক্ষে একই বস্তুর নামমাত্র। শ্রুতিতে উক্ত াছে ;—লোহিত শুক্ল কৃষ্ণ রূপশালী গুণত্রয়ই অজা ; কারণ, তাহার জন্ম ।। সে একমাত্র, তাহার দ্বিতীয় নাই ; সে নিজের অনুরূপ ত্রিগুণ বহু ার সৃষ্টি করে। এক অজ, জন্মরহিত এক পুরুষ তাহার সেবা করিয়া তাহা-ই বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, অন্য এক অজ জন্মরহিত এক পুরুষ ভুক্তভোগ সেই কৃতিকে পরিত্যাগ করে। রজঃ সত্ত্ব ও তমোগুণময়ী প্রকৃতিই মহত্তত্ত্বাদি-প পরিণত হইয়া আকাশাদি পঞ্চভূত ও তজ্জাত স্থূলাকাশাদি পঞ্চভূত ও ায়ুজাদি দেহের কিছু কার্য্য, যেমন ঘটপটাদি ও দেহাদি, কিছু কারণ, যেমন ন্দ্রিয় অন্তঃকরণাদির আকারে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে। পুরুষ তাহার ধ্যক্ষ। যেমন কোনও অন্ধ মানুষ অন্য কোন পদশূন্য চক্ষুষ্মানকে স্কন্ধে লইয়া ক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতে পারে, সেইরূপ প্রকৃতি অন্ধ হইলেও অকার্য্য-

তদ্বৎসত্যমবিজ্ঞায় জগৎপশ্যতি মূঢ়ধীঃ। ৬॥

"কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং, তদন্য সাধারণত্বাৎ" ইত্যেবমাদি। যোগি-বচনঞ্চ নানৃতমিত্যত আহ ;—যথেতি। যথা রজ্জুং রজ্জুস্বরূপং পরিত্যজ্য অজ্ঞায় তত্রাধিষ্ঠানে সর্পম্ সত্যমজ্ঞানোত্থং সর্পত্বাদিকং গৃহ্লাতি অজ্ঞানবৃত্ত্যা বিষয়ীকরোতি বৈ প্রসিদ্ধমেতৎ। কস্মাৎ? ভ্রমাদনবধানতায়া মন্দান্ধকারাদি দোষাত্তদ্বৃদ্ধ সংস্কা-রাচ্চ। তদ্বৎ সত্যং সচ্চিদানন্দ স্বরূপ মবিজ্ঞায় অধিষ্ঠানে জগৎ বিবর্ত্তিতমজ্ঞানেন পশ্যতি। কথম্? যতো মূঢ়ধীঃ, অজ্ঞানাদিদোষেণ মোহাচ্ছন্নান্তঃকরণঃ। এত-

কারী পুরুষের সাহায্যে এই জগৎ সৃষ্টি করিতে পারে এবং করিয়াছে; সুতরাং প্রকৃতি ত পরিণামী সৎপদার্থ। প্রকৃতির সত্তায় ত জগৎ সত্তাবৎ হইতে পারে? পারমার্থিক অবস্থায় মহাযোগী পতঞ্জলি বলিয়াছেন; প্রকৃত আত্মদর্শী পুরুষের নিকট জগৎ নষ্ট হইলেও একেবারে নষ্ট হইল না; কারণ, তাহা অন্যের নিকট ত যেমনই ছিল, তেমনই থাকিয়া যায়। যোগীরা ত মিথ্যা কথা বলেন না। তবেই দেখা যাইতেছে, জগৎ মিথ্যা, তাহার কারণ মিথ্যা; সুতরাং কিছুই নাই, কেবল একমাত্র পরম সৎ পরমাত্মাই আছেন, একথা সত্য নহে। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন ;—যথেত্যাদি। যেমন রজ্জুর স্বরূপ বিষয়ক অজ্ঞান থাকিলে, সেই রজ্জুরূপ অধিষ্ঠানে সেই অজ্ঞানজাত সর্পের জ্ঞান করে। কেন করে? না,—তাহার অনবধানতা প্রভৃতি দোষ আছে বলিয়া। আলোকের সহিত অন্ধকার মিশিয়া থাকায় কোনই বস্তু ভাল করিয়া দেখা যাইতেছে না, কতক কতক দেখা যাইতেছে এই মাত্র। তারপর পূর্ব্বে সে বহুবার সর্পের আকৃতিপ্রকৃতি দেখিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, সর্প কিরূপ? যেখানে যে রজ্জুতে সর্প দর্শন করিতেছে, সেখানে রজ্জুগাছিও সেইরূপ 'আঁকাবাঁকা'ভাবে থাকায় পূর্ব্বকাল জাত সর্পজ্ঞান জন্য সঞ্চিত সংস্কারের আবির্ভাব হইয়াছে; তাহার উপর সেত সাবধান নাই; সুতরাং রজ্জুকে রজ্জুরূপে না দেখিয়া সর্পরূপে দেখিয়া ফেলিয়াছে। এস্থলে যেমন অজ্ঞান দ্বারা প্রকৃত রজ্জুরূপ আচ্ছাদিত হইয়া সর্পরূপের উদ্ভব ও জ্ঞান হয়, সেইরূপ সচ্চিদানন্দময় সত্য আত্মার স্বরূপ বিষয়ক অজ্ঞান। ('আমি আত্মাকে জানি না, দেখিতে পাই না' ইত্যাকার অজ্ঞান) থাকায় অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনারূপ দোষে অন্তঃকরণ দুষ্ট হওয়ায় সেই অজ্ঞান দ্বারা সেই অধিষ্ঠানেই বিবর্ত্তিত জগৎকে জানিয়া ফেলে, এ যে জগৎ। ইহা দ্বারা এই

মুক্তং ভবতি, - সৃষ্টিবাক্যানাং তাৎপর্য্যোণাদ্বৈত পর্য্যবসায়িত্বয়া প্রসিদ্ধমতৎ পদার্থ-
বাদৈয়ব যোগস্তোক্তেরব্যাহতত্বাৎ ন প্রায়ত্ত সমিতি। ৬॥

কথিত হইল যে, বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্যার্থ একমাত্র অদ্বৈত ব্রহ্ম। তবে এই জগৎ বহুকাল ধরিয়া এইরূপ দেখা যাইতেছে বলিয়া পাছে জগৎকে লোকে সত্য বলিয়াই ধারণা করিয়া ফেলে, সেইজন্য সেই ব্রহ্ম হইতে জগতের সৃষ্টি যেরূপে হয়, তাহা দেখাইয়া আবার বলা হইয়াছে, যদিও বলা গেল ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি; কিন্তু তাহা হইলেও সে কথা সত্য নহে, ব্রহ্ম নির্ব্বিকার, তাহাতে জগতের কোনই সম্পর্ক নাই। ইহাদ্বারা জগতের মিথ্যাত্ব প্রমাণই করা হইল; কারণ, একবার বলা হইল, ব্রহ্মে জগৎ আছে; আবার বলা হইল, ব্রহ্মে জগৎ নাই; এখন বিচার্য্য এই যে, যেটিকে অধিকরণ বলা হইয়াছে, সেটি প্রকৃত অধি-করণ নহে, এবং অন্য কিছু অধিকরণও নাই, এরূপ বস্তু সত্য, কি মিথ্যা? বিচারে স্থির হয়, সত্য নহে, মিথ্যা। কেন, না, সর্প রজ্জুতে আছে, ইহা এক-বার জ্ঞান হওয়ায় রজ্জুতে সর্প দেখা গিয়াছে, তখন বুঝিতে পারা গিয়াছে, অজ্ঞাত রজ্জুই সর্পের অধিকরণ; কিন্তু আলোক দ্বারা দেখা গেল, সেটা রজ্জু, সর্প নহে। তখন স্থির হইল, পূর্ব্বে যাহাকে অধিকরণ বলা গিয়াছে, এখন দেখা গেল সেটা তাহার অধিকরণ নহে; সুতরাং অধিকরণ বলিয়া জ্ঞায়মান যে কোন পদার্থে যদি আধেয়ের অভাব লক্ষিত হয়, তবে সে আধেয় মিথ্যা ব্যতীত সত্য হইতে পারে না; সেইরূপ এই জগতের অধিকরণ বলিয়া জ্ঞায়মান ব্রহ্মে এ জগতের চিরকালই অভাব আছে; অতএব এজগৎও মিথ্যা ব্যতীত সত্য হইতে পারে না। তবেই সেই অদ্বৈত ব্রহ্মমাত্রই সত্য, আর কিছুই সত্য নহে ইহা প্রতিপাদন করা হইল। ইহা পরমর্ষি পতঞ্জলির জানা থাকিলেও যোগ বলিতে হইলে ত একটা প্রসিদ্ধ বস্তুর অবলম্বন করা উচিত; নচেৎ যোগশাস্ত্র কি করিয়া বলা হয়? এইজন্য লোকপ্রসিদ্ধ পদার্থের আশ্রয় লইয়া পতঞ্জলি যোগশাস্ত্রের উপদেশ করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার প্রতিপাদ্য যোগ-অংশের কোনই ব্যাঘাত হয় নাই। দেখিতে পাওয়া যায়, বিচারস্থলে অতিনিপুণ পণ্ডিত বিপক্ষের মতে প্রবিষ্ট হইয়াও নিজ বক্তব্য বলিতে পারেন, এবং তদ্দ্বারা তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধিও হয়। ইহাকে অভ্যুপগমবাদ বলে। তাহাতে কোনরূপ ক্ষতি হয় না। পতঞ্জলিও সেইরূপ রীতি অবলম্বন করিয়াছেন; সুতরাং তিনি পরিণামবাদ আশ্রয়

রজ্জুখণ্ডে পরিজ্ঞাতে সর্পরূপং ন তিষ্ঠতি। অধিষ্ঠানে তথা জ্ঞাতে প্রপঞ্চে শূন্যতাং গতে। দেহস্যাপি প্রপঞ্চত্বাৎ-প্রারব্ধাবস্থিতিঃ কুতঃ। ৭॥

উপসংহরতি। রজ্জুখণ্ড ইত্যাদি। যথা রজ্জুখণ্ডে রজ্জুত্বেঽধিষ্ঠানে পরিজ্ঞাতে স্ফুটালোকাদিনা পরীক্ষ্য সাক্ষাৎকৃতে রজ্জুরয়ং ন সর্প ইতি-সর্পরূপং বিবর্ত্তীভূতমজ্ঞানবৃত্ত্যারূঢ়মসদ্বস্তু ন তিষ্ঠতি অভিমতেঽধিকরণে অভাব প্রতিযোগী ভবতি, অধিষ্ঠানে তথাত্মনি জ্ঞাতে প্রতিস্বোপাদানাজ্ঞানস্য বাধিতত্বাত্তন্তুদাহে পটইব প্রপঞ্চে শূন্যতাংগতে বাধিতে সতি, দেহস্যাপি প্রারব্ধাদেরপি প্রপঞ্চত্বাৎ প্রপঞ্চান্তর্গতত্বেন প্রপঞ্চত্ব ধর্ম্মানপায়াৎ, প্রারব্ধস্যাবস্থিতিঃ কুতঃ কস্মিন্নধিষ্ঠানে ভবতি? নাস্ত্যস্যাভিমতমধিষ্ঠানমেকং, যত্রাবতিষ্ঠেত ইত্যর্থঃ। ৭।

করিয়াছেন বলিয়া যে জগৎ পারিণামি সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, ইহা বলা নিতান্ত মূর্খতা। অতএব এজগৎ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইলেও যে শাস্ত্রানুসারে সত্য বলিতে যাইবে, সেই শাস্ত্রই বলিতেছেন, এজগৎ সত্য নহে, মিথ্যা। যখন শাস্ত্রীয় প্রমাণ বলে জগতের সত্যাসত্যত্ব নির্ণয় করিতে হইবে, তখন শেষ সিদ্ধান্ত নিশ্চয় স্বীকার্য্য যে, জগৎ প্রকৃতিজাত বলিয়াই মিথ্যা। ৬॥

এই কথার উপসংহার করিতেছেন, রজ্জুখণ্ড ইত্যাদি। যেমন পরিস্ফুট আলোকাদি লইয়া পরীক্ষাদ্বারা এটা রজ্জু, সর্প নয়, ইত্যাকারে, জায়মান সর্পের অধিষ্ঠান ভূত রজ্জুখণ্ডে রজ্জুতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে, অজ্ঞান দ্বারা বিবর্ত্তিত, অজ্ঞান বৃত্তি দ্বারা জাত অসদ্বস্তু সর্পরূপ থাকে না, বা অভিমত অধিকরণে অভাবের প্রতিযোগী হয়, সেইরূপ জগদ্ভ্রমের অধিষ্ঠান আত্মাও যোগালোক দ্বারা উত্তমরূপে সাক্ষাৎকৃত হইলে পর জগতের একমাত্র কারণ অজ্ঞানের বাধ হইয়া যায়, সুতরাং তন্তুরাজীর দাহ দ্বারা যেমন পটের দাহ সিদ্ধ হয়, সেইরূপ মূলকারণ সেই অজ্ঞানে বাধ হওয়ায় তজ্জাত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরও বাধ হইয়া যায়। অতএব কার্য্য করণ সঙ্ঘাত দেহেন্দ্রিয়াদির ও তদাশ্রিত প্রারব্ধাদিরও প্রপঞ্চের অন্তর্গত বলিয়া বাধ হইয়া যায়। সেইজন্য কোন অধিষ্ঠানে, বা কোন অধিকরণে প্রারব্ধের অবস্থান হইবে? উহার অধিকরণ হইতে পারে, এরূপ একটি বস্তু তখন নাথাকায় আর প্রারব্ধের অবস্থান অসম্ভব। এস্থলে জানিতে হইবে, যেমন রজ্জুতত্ত্ব সাক্ষাৎ

অজ্ঞানজনবোধার্থং প্রারব্ধমিতি চোচ্যতে। ৮ ॥

তর্হি কথং প্রারব্ধাদি প্রতিপাদকং শাস্ত্রম্? ইত্যত আহ অজ্ঞানেত্যাদি। অজ্ঞানানাং হি জনানাংবোধার্থং তেঽপি কুর্ব্বন্তি সাধুচরণানি কর্ত্তুং কর্ম্মাণি; ন তু কপূয়চরণানি, তেষাং যত্র কুত্রাপি কষ্টায়াস্তুতায়া অধোগতে র্হেতুত্বাৎ, প্রারব্ধ ক্ষয়েঽপর প্রারব্ধাহরেণ জন্মান্তরস্য দুষ্পরীহার্য্যাদিত্যেবং প্রারব্ধমিতি, জন্মান্তর-মিতি. সাধুচরণানীতি, কপূয়চরণানীতি, স্বর্গতিরিতি, নারকীয়াপিগতিরিত্যেবমাদি চ শাস্ত্রেণোচ্যতে প্রবৃত্ত্যা নিবৃত্তিমানেতুম্। ন হ্যতৎপরমপি শাস্ত্রং তত্র প্রমাণং; গাচ সতি, অর্থবাদবাক্যানামপি স্বার্থে প্রামাণ্য মাপদ্যেত। অত এবাবিচালনীয়-মুক্তং গীতাদিষু;—

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্" ইত্যাদি।

"তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ।" ইতি।

অজ্ঞানসংঘো হি যথাশাস্ত্রমধিকারে প্রবর্ত্ততামিতি। ৮ ॥

[…]রের সঙ্গে সঙ্গেই সর্পজ্ঞান জন্য ভয় কম্পাদির শেষ হয় সেইরূপ আত্মতত্ত্ব [সা]ক্ষাৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই প্রপঞ্চজ্ঞান জন্য নানারূপ ব্যবহারাদিরও শেষ হইয়া [যা]য়॥ ৭ ॥

ভাল, তবে প্রারব্ধাদি প্রতিপাদক শাস্ত্র কেন? ইহার উত্তর করিবার জন্য [ব]লিতেছেন;—অজ্ঞানেত্যাদি অজ্ঞান জনগণের বোধার্থ বলা হয় 'প্রারব্ধ' [আ]ছে। যাহারা অজ্ঞ, আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ করিতে অসমর্থ; তাহাদিগকে আত্ম-[তত্ত্ব]র সাক্ষাৎকার করাইতে হইবে; সুতরাং আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের প্রথম সোপান […] কাম্য নিষিদ্ধ কর্ম্মের পরিহার পূর্ব্বক নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনা [হ]য়, তাহাতে তাহাদিগের প্রবৃত্তি লওয়াইবার জন্য ঐ প্রারব্ধ কর্ম্মের কথা বলা [হ]য়। বলা হয়, জন্মান্তর অবশ্য স্বীকার্য্য। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে সকল কর্ম্ম করা [হ]ইয়াছে, তাহার ফল ভোগ ইহজন্মে কিছু করা হইল। আবার আগামী জন্মে [গি]য়া কিছু ভোগ করিতে হইবে; সুতরাং যে সকল কর্ম্মের ফল মঙ্গলময়, [সে]ই সকল কর্ম্ম করিতে সে অধিকারী। আর যে সকল কর্ম্মের ফল কষ্টময় [অ]ধোগতি, তাহার অনুষ্ঠানে সে অনধিকারী, কারণ, দুষ্কর্ম্ম করিলে জন্মান্তরে [সে]ই কর্ম্ম প্রারব্ধরূপে কষ্টফল দিবে। জন্মান্তর দুষ্পরিহার্য্য। এইরূপে তাহা[দি]গের প্রথমসোপানে উঠাইতে পারিলে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা তাহারা উচ্চাঙ্গে

ততঃ কালবশাদেব প্রারব্ধে তু ক্ষয়ং গতে। ব্রহ্মপ্রণব-সন্ধানং নাদো জ্যোতির্ম্ময়ঃ শিবঃ। স্বয়মাবির্ভবেদাত্মা মেঘাপায়েঽংশুমানিব। ৯॥

ততশ্চ কালবশাদেব যাবদধিকারং সাধিকারইব চিত্তে প্রারব্ধে স্বস্য জন্ম জন্মনঃ ক্ষয়ং গতে বিলীনে সতি, বাচ্যেন ব্রহ্মণাসহ বাচকস্য প্রণবস্য সন্ধানং সন্ধিঃ; কিং তৎ? নাদঃ; কথং সঃ? জ্যোতির্ম্ময়ঃ স্বয়ম্প্রকাশাত্মা তুরীয়ঃ শিবঃ স্বয়মাবির্ভবেৎ, স্বয়ংস্ফুরেৎ; নতু অসন্নুৎপদ্যেতাত্মা, মেঘাপায়ে অংশুমানিবাজ্ঞানাপায়ে গ্রীবাস্থ-গ্রৈবেয়কবৎ স্থিত এবেতি। ৯॥

আরূঢ় হইয়া পরিশেষে আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিতে অধিকারী হইবে। এই জন্য প্রারব্ধ, জন্মান্তর, শুভ কর্ম্ম, অশুভকর্ম্ম, স্বর্গীয় গতি, নারকীয় গতি, ইত্যাদি শাস্ত্র দ্বারা বলা হইয়াছে।' এ বলার উদ্দেশ্য প্রবৃত্তি দ্বারা নিবৃত্তির আনয়ন এ স্থলে বলিতে পার না যে, প্রবৃত্তি মার্গ ঠিক, নিবৃত্তিমার্গ কিছুই না; কারণ রুচি দেখিয়া অস্পষ্ট বিধির সাহায্যে কুপথ্য খাইতে বলিয়া স্পষ্টভাবে নিষেধ করিতে বহু বৃদ্ধ বৈদ্যকে দেখা যায়। সেখানে যেমন কুপথ্য ভোজনের বিধানটা নিবৃত্তির জন্য করা হয়, এখানেও ঠিক সেইরূপ নিবৃত্তি করাইবার জন্য প্রবৃত্তিতে অনুমতি করা হইয়াছে; কিন্তু নিবৃত্তিই প্রকৃত অর্থ, প্রবৃত্তিটা প্রকৃত তাৎপর্য্য নহে। এখন প্রবৃত্তিমার্গে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য না থাকিলেও যদি শাস্ত্রকে সেই মার্গের প্রমাণ বলা হয়, তাহা হইলে অর্থবাদ বাক্যরাজীর ও স্বার্থে প্রামাণ্য থাকার আপত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহা কেহই স্বীকার করে না। এই জন্য ঐ অজ্ঞানজনগণকে বিচলিত করিতে গীতাদিশাস্ত্রে নিষেধ করা হইয়াছে কৃৎস্নবিৎ ব্যক্তি অকৃৎস্নবিদ্ দিগকে বিচলিত করিবে না। তাহা হইলে তাহারা অন্ধবিশ্বাসী হইয়া যেমন অধিকার, ঠিক সেইরূপেই, অবিচলিতভাবে স্বাধিকারে প্রবর্ত্তিত হইবে। এই জন্যই বিচলিত করা নিষিদ্ধ। তাহা হইলে বুঝিলে শাস্ত্রে কেন প্রারব্ধাদির প্রতিপাদন করা হইয়াছে॥ ৮॥

তাহা হইলে, প্রারব্ধের যেমন অধিকার, চিত্তের যেরূপ অধিকার ভোগ অপবর্গ সম্পাদন করা, এবং সেই অধিকার সম্পাদন করা হইলে যেমন আপনা আপনি বিলীন হয়, সেইরূপ এই জন্মের প্রারব্ধ কর্ম্মই বিজ্ঞানোদয়ের পর বিলীন

সিদ্ধাসনে স্থিতো যোগী মুদ্রাং সন্ধায় বৈষ্ণবীম্ । শৃণুয়াদ্দক্ষিণে কর্ণে নাদমন্তর্গতং সদা । ১০ ॥

মাত্রায়াং ধারণা কর্ত্তব্যেত্যুক্তং সফলং, ন তু সপরিকরম্, স ইদানীং বক্তব্যঃ । তত্রাহ সিদ্ধাসনে ইত্যাদি । সিদ্ধাসন নামকে খল্বাসনে স্থিত উপবিষ্টঃ, যদাহ পতঞ্জলিঃ ;—"স্থিরসুখমাসনম্ ।" ইতি । যস্মিন্নাসীনস্য স্থিরং সুখং স্যাৎ, তাদৃশমাসনং কৃত্বোপবিশেৎ । যোগী যোগাঙ্গানাং যমনিয়ম প্রাণায়াম প্রত্যাহারাণামনুষ্ঠাতা মুদ্রামাকারং স্বরূপং, মুদং নিরবচ্ছিন্নমানন্দং রাতি যেতি বা, মুদ্রয়তি সঙ্কোচয়তি অবিদ্যামিয়মিতি বা, সন্ধায় অভিন্নত্বে সন্ধিং কৃত্বা প্রণবেন বাচকত্বাৎ, কস্য ? বিষ্ণোরিমাং ব্যাপ্তিশালিনীং সর্ব্বজ্ঞাং সর্ব্বস্রষ্ট্রীং সর্ব্বশক্তিং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ মুক্তস্বরূপাং চিন্মূর্ত্তিমানন্দময়ীং চিত্তে সন্ধার্য্য শৃণুয়াৎ দক্ষিণ এব কর্ণে, নতু বামে ; কিং ? নাদং প্রণবমাত্রোত্থং ; কথম্ ? অন্তর্গতং প্রবিষ্টং একতানতাথাং সদেতি । ১০ ॥

লইয়া গেলে, বাচ্য প্রণবের সহিত বাচক প্রণবের সম্বন্ধ নাদ স্বয়ম্প্রকাশাত্মা শিবস্বরূপে আপনা আপনিই পরিস্ফুরিত হয় । অবশ্য ছিল না, আবির্ভূত হইল, এরূপ নহে । যেমন মেঘ সরিয়া গেলেই জ্যোৎস্নাময় চন্দ্রের আবির্ভাবের ন্যায় অজ্ঞানরূপ আবরণের অপায়ে গ্রীবাস্থ গ্রৈবেয়কের ন্যায় যথা পূর্ব্বস্বরূপেই স্ফুরিত হয় ॥ ৯ ॥

মাত্রায় ধারণা করিতে হইবে, ইহা ফলের সহিত পূর্ব্বে বলিয়া আসা হইয়াছে কিন্তু তাহার পরিপাটি কিছুই বলা হয় নাই । এখন তাহা বলা হইতেছে ,— সিদ্ধাসন ইত্যাদি । সিদ্ধাসন নামক আসনে উপবিষ্ট হইয়া । মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন ;—যে ভাবে বসিলে স্থিরভাবে সুখে উপবেশন করা হয়, তাহাকে আসন বলে । তাদৃশ আসন করিয়া উপবেশন করিবে । যম, নিয়ম, প্রাণায়াম, ও প্রত্যাহার হইতেছে যোগের অঙ্গ । তাহার অনুষ্ঠানকারী বৈষ্ণবী মুদ্রার সন্ধান করিয়া মুদ্রা আকার স্বরূপ, অথবা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দকে মুদ্ বলে, সেই মুদকে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দকে পোষণ করে যে, সেই আকৃতি, কিংবা মুদ্রিত করে সঙ্কুচিত করে অবিদ্যাকে যে সেই মুদ্রার সন্ধান করিয়া অভিন্নভাবে চিন্তা সম্বন্ধ করিয়া ঈশ্বরের বাচক প্রণব দ্বারা সেই বৈষ্ণবী মূর্ত্তির চিন্তা করিবা 'আমি ব্রহ্ম' ইত্যাকার চিন্তা করিয়া এই প্রণবের অর্থ ব্রহ্মই আমি হইতেছি, ইত্যাকার চিন্তা করিয়া বৈষ্ণবী মূর্ত্তি কিরূপ ? না ব্যাপ্তিশালিনী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত সর্ব্বজ্ঞা সর্ব্বস্রষ্ট্রী সর্ব্ব-

অভ্যস্যমানো নাদোঽয়ং বাহ্যমাবৃণুতে ধ্বনিঃ। পক্ষাদ্বি-
পক্ষমখিলং জিত্বা তুর্যপদং ব্রজেৎ। ১১ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ।

গতো বিধিঃ, সাম্প্রতমতিদেশায় প্রবর্ত্ততোঽয়ং মন্ত্রঃ,—অভ্যস্যমান ইতি। বাহ্যং বহিরুৎপদ্যমানং স্বকৃতাদন্যং নাদমাবৃণুতে মাধুর্য্যাৎ, ধ্বনিরুত্থঃ কণ্ঠাদ্ধৃৎপদ্মোপাধিকঃ। পক্ষাৎ পক্ষং দক্ষিণমকারং জিত্বা পক্ষং বামমপি উকারমবজয়েৎ। অথ বিপক্ষং পক্ষাদ্বিশিষ্টং পুচ্ছং মকারং, ততোঽপ্যখিলমর্দ্ধমাত্রমমাত্রঞ্চ জিত্বাঽস্বরা কৃত্য তুর্য্যপদং তুর্য্যং চতুর্থং পস্তং পদনীয়ন্নাদ্ ব্রজেৎ গচ্ছেৎ প্রবিশেদ্বং বিষ্ণোঃ পরমং পদমিতি। ১১ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ।

শক্তি নিত্য শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত স্বভাবা চিন্ময়ী আনন্দময়ী বিষ্ণুমূর্ত্তি চিত্তে সম্যক্‌রূপে ধারণ করিয়া উচ্চার্য্যমাণ প্রণবোত্থ নাদরাশি দক্ষিণ কর্ণে শ্রবণ করিবে, বামকর্ণে নহে। কিরূপে? দক্ষিণ কর্ণদিয়া অন্তরে প্রবিষ্ট প্রণবোত্থ নাদ রাশির শ্রবণ করিবে; ইহা সর্ব্বদার জন্যই ব্যবস্থেয়॥ ১০ ॥

কিরূপে নাদের সাধনা করিবে। তাহার বিধান করা হইল। এখন অতিদেশের জন্য এই মন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইতেছে, অভ্যস্যমান ইত্যাদি। এইরূপে নাদের অভ্যাস করিতে থাকিলে, সেই নাদ ধ্বনি এই মধুর বলিয়া বোধ হইবে যে বাহিরে অন্যের কৃত নাদকে আবৃত করিয়া ফেলিবে। নিজ কৃত নাদের মাধুর্য্য দ্বারা অন্যকৃত বাহ্যনাদের আর শ্রবণ করিবার স্পৃহা থাকিবে না। এইরূপে দৃঢ়ভাবে অভ্যাস দ্বারা দক্ষিণ পক্ষ অকারের জয় করিয়া, অর্থাৎ অকারের নাদ পূর্ণমাত্রায় অভ্যস্ত হইয়া গেলে, বাম পক্ষ যে উকার, তাহাকেও জয় করিবে, অর্থাৎ উকারের নাদ অভ্যাস করিবে। অনন্তর পুচ্ছস্থানীয় মকারের নাদ অভ্যাস করিবা, অর্দ্ধমাত্র নাদ, ও অমাত্র নাদ সম্পূর্ণ নাদের অভ্যাস করিয়া চৈতন্য চতুষ্টয়ের চতুর্থ ও বাক্‌চতুষ্টয়েরও চতুর্থ যে সেই বিষ্ণুর পরমপদ, তাহা লাভ করিবে। শান্তশিব চতুর্থ অদ্বৈত আত্মায় প্রবেশ করিয়া এক হইয়া যাইবে॥ ১১ ॥

ইতি প্রথম খণ্ড।

অথ দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

শ্রূয়তে প্রথমাভ্যাসে নাদো নানাবিধো মহান্। বর্দ্ধমানে তথাভ্যাসে শ্রূয়তে সূক্ষ্মসূক্ষ্মতঃ। ১॥

আদৌ জলধিজীমূতভেরীনির্ঝরসম্ভবঃ।

প্রথমে খণ্ডে নাদমভ্যাসেদিত্যুক্তম্। অভ্যস্যমানোনাদঃ কতমঃ কিয়াংশ্চ শ্রূয়ত ইতি বিবেক্তুং করুণয়া দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ প্রবর্ত্তে। তত্র বর্তমানভবিষ্যতোস্ত্রিধা কল্পয়ন্নস্তবর্ন আরম্ভ সমাপ্ত্যোরন্তরালং বিভাজ্যাহ,—আদাবিতি। প্রথমাভ্যাসে বর্দ্ধমানরূপে নানাবিধঃ পৃথগ্রূপো মহান্ নাদঃ শ্রূয়তে। বর্দ্ধমানে চ তথা যেন প্রকারেণ, যমুপদিশন্তি দেশিকাঃ, সত্যভ্যাসে শ্রূয়তে সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্ম ইতি। ১॥

আদৌ কথিতং মহান্তমাহ;—আদাবিতি। জলধিঃ সমুদ্রঃ, জীমূতো মেঘঃ,

গত দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমখণ্ডে বলা হইয়াছে, নাদের অভ্যাস করিবে। তাহাতে নাদের স্বরূপ বর্ণনা করা হয় নাই। যে নাদের অভ্যাস করিতে হইবে সে নাদ কিরূপ, ও কত প্রকার শুনিতে পাওয়া যায়, দয়া করিয়া শ্রুতি তাহারই বিবেচনা করিবার জন্য এই দ্বিতীয় খণ্ডের প্রবৃত্তি করিতেছেন। সেই নাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া পৃথক্ পৃথক লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতেছেন। নাদ যখন আরম্ভ করা হইয়াছে, তখন বিশেষ কিছুই শুনিতে পাওয়া যায় না; এবং যখন সমাপ্তি হইয়া যায় তখনও কিছু বিশেষ শুনিতে পাওয়া যায় না। এই উভয় অবস্থার মধ্যবর্ত্তী সমস্ত কালে নানাবিধ আকারে নাদ শ্রবণ গোচর হয়; সুতরাং এই কালকে বিভাগ করিয়া বলা আবশ্যক। এই কালের প্রথমতঃ দুইটি ভাগ;—প্রথম বর্তমান কাল, দ্বিতীয় ভবিষ্যৎকাল। এই দুই কালের আবার তিনটি ভাগ করা হয়; প্রথম অবস্থাকে আদি, দ্বিতীয় অবস্থার মধ্য ও তৃতীয় অবস্থাকে অন্ত বলা হয়। তন্মধ্যে নাদের আদি অবস্থায় যখন নাদের প্রথম অভ্যাসকরা যায়, তখন পৃথক্ পৃথক্ রূপ মহান্ নাদ শুনিতে পাওয়া যায়; তারপর সেই অভ্যাসকে বর্দ্ধমান, করিলে, মহান্ নাদ শুনিবার ও সূক্ষ্মনাদ শুনিবার, যে কোনও রূপ অভ্যাসকে ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি করিলে, যেমন মহান্, মহত্তর ও মহত্তম নাদ শুনিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর এবং সূক্ষ্মতম নাদ পর্য্যন্ত শুনিতে পাওয়া যায়॥ ১॥

মধ্যে মর্দ্দলশব্দাভো ঘণ্টাকাহলজস্তথা। ২ ॥
অন্তে তু কিঙ্কণীবংশবীণাভ্রমরনিস্বনঃ।

ভেরী পটহঃ, সতু প্রগল্‌ভাহতো মেঘমন্দ্রধ্বনিমপি তিরস্করোতি। নির্ঝরো দূরো পর্ব্বতমুৎসৃজ্য ভূমে জলপ্রপাতঃ, তৎসম্ভবঃ। মধ্যে মর্দ্দলশব্দকল্পঃ তথা ঘণ্টা প্রতীতা, কাহলো বৃহৎঢক্কা বা, কাড়েতি প্রসিদ্ধো বাদ্যযন্ত্র বিশেষঃ, যত্রাহন্যতে শরকাষ্ঠিকয়া। তজ্জপ্রায় ইতি অন্যমনস্কোঽপি সাধকো ন ভয়ীত, তদর্থময়মুপদিশ্যতে। ২ ॥

কোমল কঠোরভাভ্যামভিনিবেশমপচ্ছেত্তুং ধ্বনীহবা উক্তা। প্রিয়ধামানং রাগভঙ্গায় প্রোচ্যতেঽন্ত ইতি। অন্তে তু কিঙ্কিনী ক্ষুদ্র ঘন্টিকাযুক্তং কটিভূষণম্। বংশো বেণুঃ যেনুকিল গোপ্যোবনে কৃষ্ণেনাকৃষ্টাঃ, গাবো যমুনাচ, বীনা প্রীতি-

---

নাদের আদি অবস্থায় মহান্ নাদ শুনিতে পাওয়া যায়। যেমন, যেন অদূরে মহাসমুদ্রের ভীষণ গর্জ্জন হইতেছে, যেন নিকটেই মেঘের ভয়ঙ্কর গর্জ্জিতধ্বনি হইতেছে; সন্নিধিতেই যেন প্রকাণ্ড জয়ঢক্কা প্রশস্ততা সহকারে অতি ভীষণ ভাবে আহত হইতেছে, কিংবা অতিদূরে অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে ভীমরবে গভীর গর্জ্জন করিতে করিতে জল প্রপাত ভূমি তলে নিপতিত হইতেছে। মধ্য অবস্থায়ও প্রখর, তীক্ষ্ণ ও কর্ণবিদারী নাদ শুনিতে পাওয়া যায়,—যেন হঠাৎ নিকটেই উত্তমভাবে মাদল বাজিতেছে; যেন সম্মুখের ঘণ্টা সমূহ পাগল হইয়া দ্রুতবেগে খরতরভাবে বাদিত হইতেছে; অথবা যেন অদূরে হঠাৎ কতকগুলি 'ডাগর কাড়া বা জগঝম্প বাজিয়া উঠিয়াছে এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। সাধক নিজকর্ত্তব্য অভ্যাসে মনঃ স্থির করিয়া কার্য্য করিতে থাকিলে, সেই সময়ে হঠাৎ ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর নাদ শুনিতে পায়, তবে হঠাৎ গাছথেকে পড়াবমত' চমকিয়া উঠিতে পারে, এবং ভয়ে হয়ত 'আড়ষ্ট হইয়া হতজ্ঞান হইতেও পারে; কিন্তু যদি পূর্ব্বে জানিতে পারে যে, এ অবস্থাগুলি তাহাকে অবলীলাক্রমে অতিবাহিত করিতে হইবে, এবং এই সকল অবস্থা অভ্যাসের সুচারু অনুষ্ঠান হওয়ার ফল তবে সে সেই সেই শব্দ শ্রবণের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে পারিবে, এবং তদ্দ্বারা উৎসাহিত হইয়া অগ্রসর হইতে সক্ষম হইবে। এই জন্য এই সকল অবস্থার কথা খুলিয়া বলা হইতেছে ॥ ২ ॥

ইতি নানাবিধা নাদাঃশ্রূয়ন্তে সূক্ষ্মসূক্ষ্মতঃ। ৩ ॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

ত্বৈব পরাজিতভোগা সম্ভাবিতা অপি সমুৎসুকা যাং নিত্যমুপাসতে, তথা ভ্রমরশ্চ ভ্রাম্যন্ যো রৌতি যমধিকৃত্যাহ ;—

"মল্লিকামুকুলে ভাতি গুঞ্জন্ মত্ত মধুব্রতঃ।
প্রয়াণে পঞ্চবাণস্য শঙ্খমাপূরয়ন্নিব।" ইতি।

ভয়ঙ্কর কোমলভাব ও কঠোরভাবে সমুত্থিত নাদ শ্রবণ করিয়া সাধক ভয় পাইতে পারে বলিয়া সেই দুইটিকে একত্র করিয়া প্রদর্শন করা হইয়াছে। এখন শেষ অবস্থায় সুমধুর ঝঙ্কারে আসক্তি জন্মিতে পারে। অতএব তাহার আকর্ষণ ব্যর্থ করিবার জন্য বলিতেছেন,—অস্ত ইত্যাদি। অভ্যাসের অন্ত অবস্থায় কিঙ্কিণী শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, ক্ষুদ্র ঘন্টিকাযুক্ত বালকবালিকার কটিভূষণকে কিঙ্কিণী বলে। কিঙ্কিণীধ্বনি শুনিলে পাষাণহৃদয় পুরুষেরও স্নেহ-সমুদ্র উথলিয়া উঠে। বংশধ্বনি, বা বেনুনাদ, যে বংশীধ্বনি করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপযুবতিগণকে কুলে জলাঞ্জলি দেওয়াইয়া বনে আনয়ন করাইয়াছিলেন ; ধেনু সকল যে বংশী-নাদ শ্রবনের জন্য বনে সমুৎসুকভাবে চরিয়া বেড়াইত ; যে বংশীরব শ্রবণ করিতে যমুনাও উজান বহিতেছিল, সেইরূপ জগজ্জনমনোমোহন বংশনাদ যেন অবি-দূরে হইতে থাকে বীণার ধ্বনিও প্রসিদ্ধ। যাহার মধুরঝঙ্কারে ভোগপরিতৃপ্ত সম্ভাবিত ব্যক্তিরাও মুগ্ধ হইয়া প্রত্যহ সেবা করিয়া থাকে। যেন অতি নিকটে বসিয়া বীণাপানি স্বয়ং বীণার মধুর মূর্চ্ছনাসহ যোগে রাগরাগিণীর আলাপ করিতে-ছেন। রাগরাগিণীরা যেন মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়া কখনও নৃত্য করিতেছে, কখনও বিস্ময়ব্যঞ্জকভাবে ধীর-পদবিক্ষেপ করিতেছে, কখনও বা উৎকণ্ঠ সমুদ্দীপকভাবে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতেছে, যেন শ্রোতার চিত্ত কাড়িয়া লইতেছে যেন চারিদিকে আসক্তি, ভালবাসা, উৎকণ্ঠা, গাম্ভীর্য্য ও মধুরভাব বিমিশ্রবৃষ্টি হইতেছে। এ অবস্থায় সাধকের সংযম অতীব আবশ্যক। সাধক যেন চিত্ত টিকে হারাইয়া না ফেলে। আবার কখনও ভ্রমরের কল-গুঞ্জন শুনিতে পাওয়া যায়। যাহাকে অধিকার করিয়া ভাবুক কবিরা বলিতেছেন ;—স্নিগ্ধ মধুর

তেষাং নিস্বনইব নিস্বনঃ শ্রূয়তে। ইতোৎবং নানাবিধাঃ পৃথক্ পৃথক্ নাদ শ্রূয়ন্তে সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মা। ৩॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। ২॥

সৌরভে মত্ত মধুকর গুঞ্জন করিতে করিতে মল্লিকা-মুকুলের উপর শোভা পা তেছে। তদ্দ্বারা বোধ হইতেছে যে সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন স্তম্ভনকর পঞ্চবিধ বাণ ফুলধনুতে সন্ধান করিয়া কামদেব পৃথিবীতলে যাত্রা করি ছেন জানাইবার জন্যই যেন শঙ্খ আপূরিত করিয়া বাজাইতেছে। বস্তুতঃ ভ্র রের গুঞ্জন এতই মধুর ও মোহন যে, যদি কেহ সৌরভামোদিত নিভৃত কান একবার তাবিত-চিত্তে শ্রবণ করে, তবে তাহার যে ভাবের অভাব আছে, তৎ সেইভাব পূরণার্থ স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠিবে। অবসর পাইলে কামদেব বাণ সার্থকতা করিতে ছাড়েন না; সুতরাং সাবধান, সে সময়ে নিজের গন্তব্য ভুলিলে চলিবে না। উহার প্রতি আসক্তি করা হইবে না। যদিও এই সম আসক্তি, অনুরাগ, বা ভালবাসার চিরবদ্ধ অর্গল আপনা হইতেই খুলিয়া য যদিও এই সময়ে প্রেম-সমুদ্রে প্রবল উচ্ছ্বাসের সহিত ঘোরতর তুফান ডাকি থাকে, তথাপি ধীরতাসহকারে সে ভাব সকল অতীত করিতে হইবে। এ একটী পতনের অবিসম্বাদী অবস্থা, ইহা জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। এই সময়ে এ রূপ নানাবিধ আকারের নাদ সকল শ্রুতিগোচর হইতে থাকে। ৩॥

ইতি দ্বিতীয় খণ্ড। ২॥

অথ তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ।

মহতি শ্রূয়মাণে তু মহাভের্য্যাদিকধ্বনৌ। তত্র সূক্ষ্মং সূক্ষ্মতরং নাদমেব পরামৃশেৎ। ১ ॥

এবং ব্রহ্মণ উপাধিং স্থূলং ধ্বনিং নাদরূপমবস্থাভেদাদ্ভিন্নমিব ভাসমানমভিধায়, তস্মিন্ বর্দ্ধমানেঽভ্যাসেন স্থূলস্য সূক্ষ্মক্রমোৎপাদনিয়মাৎ স্থূলে সূক্ষ্মস্য তস্য শ্রবণং ফলমনূদ্য কর্ত্তব্যতাং ব্যধাৎ। ইদানীং "ব্যতিহারং বিশিংষন্তি হীতরবদ্" ইত্যধিকরণং ব্যবহরতি খণ্ডেঽস্মিন্ তৃতীয়ে,—মহতীত্যাদি। মাত্রয়া নাদমভ্যস্যমানো যোগী মহান্তং মহাভের্য্যাদিকধ্বনিং যদি শৃণুয়াৎ, তত্র তর্হি প্রথমতঃ সূক্ষ্মং নাদং শ্রোতুমভ্যসেৎ; তত্র স্থিরপদং লভমানঃ সূক্ষ্মতরমভ্যসেৎ; তত্রাপি স্থিরপদং লব্ধা সূক্ষ্মতমমেব নাদং পরামৃশেৎ। অত্রৈবকারোঽপ্যথোঽভিন্নক্রমঃ সমুচ্চায়কশ্চ। ১।

এইরূপে অবস্থাভেদে যেন ভিন্নের ন্যায় ভাসমান হয়, সে পরব্রহ্মের উপাধি, নাদরূপ স্থূল ধ্বনি, তাহার স্বরূপ ও বিশেষ বিশেষ অবস্থা কীর্ত্তন করিয়া, বহু সূক্ষ্মশব্দ পুঞ্জীকৃত হইয়া স্থূল হয়, এইজন্য অভ্যাস দ্বারা তাহাকে বাড়াইয়া স্থূল করিবে, এবং সেই স্থূলনাদে সেই সূক্ষ্মনাদের শ্রবণ করিতে অভ্যাস করিবে। অনুবাদ করিয়া এইরূপ বিধান করা হইয়াছে। এখন এই তৃতীয় খণ্ডে একটি অধিকরণের ব্যতিহার করা হইতেছে। ব্যতিহার শব্দে বিনিময়, অর্থাৎ স্থূল শ্রবণের মধ্যে সূক্ষ্ম শ্রবণ ও সূক্ষ্ম শ্রবণের মধ্যে স্থূল শ্রবণ করিতে অভ্যাস করিবে, এইরূপ পরস্পরাসক্ত বিনিময়কে ব্যতিহার বলা হয়। যেমন 'যোঽসাবসৌ পুরুষঃ, সোঽহমস্মি' বা অহং ব্রহ্মাস্মি, ব্রহ্মৈবাহমস্মি' অথবা 'তত্ত্বমসি, ত্বং তদসি' 'যে ঐ পুরুষ, সেই আমি', 'আমি ব্রহ্ম ও ব্রহ্মই আমি' বা 'সেই তুমি, ও তুমি সে-ই' ইত্যাদি স্থলে প্রথম অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষরূপ বলিয়া অপ্রত্যক্ষের অপ্রত্যক্ষতার লোপ করা হইল, আবার সগুণ পরিচ্ছিন্নকে নির্গুণ ও অপরিচ্ছিন্ন মুক্ত বলা হইল, এবং তদ্দ্বারা পরস্পরের কথঞ্চিৎ কথঞ্চিৎ কল্পিত দোষ নিরাকৃত করিয়া উভয়কেই নির্দ্দোষ মুক্ত ও এক বলা হইল, সেইরূপ স্থূলকে সূক্ষ্মভাবে শুনিতে বলায় স্থূলের স্থূলত্ব দোষ দূর করা হইতেছে, এবং সূক্ষ্মকে স্থূলভাবে শুনিতে বলায় সূক্ষ্মের অপ্রত্যক্ষতা ও অনস্তিত্ব দোষ খণ্ডন করিয়া, এক নিরতিশয় নিত্য-

ঘনমুৎস্বজ্য বা সূক্ষ্মে সূক্ষ্মমুৎসৃজ্য বা ঘনে। রমমাণমপি ক্ষিপ্তং মনো নান্যত্র চালয়েৎ। ২ ॥

ব্যতিহরতি ঘনমিত্যাদিনা। ঘনং গাঢ়ং, বহুপ্রয়াসেনোচার্য্যমানানাং নাদানামেকরাশীকৃতং মহান্তং.নাদমুৎসৃজ্য—সূক্ষ্মত্বেন পরামৃশ্যমানং মহান্তং নাদং পরিত্যজ্য, পুনরপি তস্মিন্নেব সূক্ষ্মে নাদে ঘনং বিস্তার বহুলং গাঢ়ং পরামৃশেৎ, বিধিরয়মেকো বার্থঃ। অথ তস্মিন্ পুণরন্যথা বিদধাতি, সূক্ষ্মমিতি। ঘনত্বেন পরামৃশ্যমানং তং সূক্ষ্মং সূক্ষ্মাকারং পরিহৃত্য লব্ধপদো যোগী পুনরপি তস্মিন্ ঘনায়িতে ঘনং যাবদায়ামং পরামৃশেদিত্যেব। এবং ঘনতরমুৎসৃজ্য বা সূক্ষ্মতরে, সূক্ষ্মতরমুৎসৃজ্য বা ঘনতরে। তথা ঘনতম মুৎসৃজ্য বা সূক্ষ্মতমে, সূক্ষ্মতম মুৎসৃজ্য বা ঘনতমে। সমুচ্চায়কো ভিন্নক্রমোঽপি, ঘনেঽপীতি দ্রষ্টব্যম্। তত্র রমমাণং ক্ষিপ্তং সদন্য-

---

নাদ প্রত্যক্ষ করিবার জন্য আদেশ করা হইতেছে ;—মহতীত্যাদি। মাত্রানুসারে যোগী নাদের অভ্যাস করিতেছে বলিয়া যদি মহাভেরী প্রভৃতির মহানাদ শুনিতে পায়, তবে তৎক্ষণাৎ সেই মহানাদের মধ্যে মহানাদের নিদান সূক্ষ্মনাদ শুনিতে অভ্যাস করিবে। তাহার অভ্যাস করা ঠিক হইলে, সেই সূক্ষ্মনাদেরও কারণ সূক্ষ্মতর নাদ শুনিতে অভ্যাস করিবে। আবার তাহার অভ্যাস করা ঠিক হইলে. সেই সূক্ষ্মতরনাদের মূলকারণ সূক্ষ্মতম নাদের শ্রবণ করিতে অভ্যাস করিবে। এই মন্ত্রে যে অপিশব্দ আছে. তাহা যেস্থানে আছে, সেই স্থানে আসিয়াই সূক্ষ্মতমনাদের সমুচ্চয়রূপ অর্থ প্রকাশ করিবে। ১ ॥

ঐ ব্যতিহার স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন,—'মনস্' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা। ঘন—গাঢ়, অর্থাৎ বহুপ্রয়াস দ্বারা উচ্চার্য্যমান নাদ সকলের একটা গাদা আর কি। তাহা মহান্নাদ। সেই মহান্নাদকে পরিত্যাগ করিয়া, অর্থাৎ যে মহান্নাদকে সূক্ষ্মরূপে শ্রবণ করিতে অভ্যাস করা হইয়াছে, তাদৃশ ঘননাদ পরিত্যাগ করিয়া, যে সূক্ষ্মরূপের অভ্যাস করা হইয়াছে, সেই সূক্ষ্মনাদে বিস্তার বহুল গাঢ় স্থূলনাদ আবার শুনিবার জন্য অভ্যাস করিবে। এই মন্ত্রে এই হইল এক প্রকার ব্যতিহার করিবার বিধান। বাশব্দ দ্বারা এই একটা প্রকার বলা হইল, আর দ্বিতীয় বাশব্দ দ্বারা অন্য প্রকার বিধান করা হইতেছে ;—সেই সূক্ষ্মনাদকে স্থূলরূপে শুনিতে অভ্যাস করিয়া স্থূলরূপে শুনিতে পাইলে, এবং তাহাতে স্থৈর্য্য

স্মাদাকৃষ্য সুতামিবান্যস্যাশ্চতুষ্পাঠ্যাঃ; নতু ক্ষিপ্তং রজসা দৈত্যদানবাদীনাং যথা। কস্মাৎ? দমোঽভ্যস্ত ইতি যোগ্যতাঽত্রপাদিতা। যোগ্যঃ কৃত ইতি; যথা দান্তো-ঽয়ং বৃষভ যুবা, হলশকটাদি বহনযোগ্যঃ কৃত ইতি। অথ ক্ষিপ্তমেব কস্মান্ন ভবতি? অভবিষ্যৎ, যদ্যপাবয়িষ্যৎ স্বরপাঠ্যপি বেদ মধীতুং। সচ কথম্? অযোগ্যত্বাৎ; নহিতস্য জাতা যোগ্যতা নাম শক্তি সহচরী, যয়া শক্তোঽপারয়িষ্যৎ। তস্মাৎ প্রক্ষিপ্তমর্থঃ। কিং? মনঃ। মনঃ কস্মাৎ? মন্যতেঃ। মননং কুর্ব্বচ্চিত্তং নান্যত্র বিষয় প্রদেশে চালয়েদিচ্ছয়া। জয়েন জনকশ্চান্যত ইতি গর্হা ভবতি। তস্মাত্তত্রৈব বিরাময়েৎ। ২ ॥

জন্মিলে সেই সূক্ষ্মাকার পরিত্যাগ করিয়া সেই স্থলাদিত স্থূলনাদের আবার অভ্যাস করিবে। এইরূপ ঘনতরের ঘনতররূপ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মতররূপের অভ্যাস করিবে। আবার সূক্ষ্মতরের সূক্ষ্মতর রূপ পরিত্যাগ করিয়া লঘুতর রূপের অভ্যাস করিবে। আবার স্থূলতমের স্থূলতমরূপ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মতমরূপ অভ্যাস করিবে, এবং সূক্ষ্মতমের সূক্ষ্মতমরূপ পরিত্যাগ করিয়া স্থূলতমরূপ অভ্যাস করিবে। এই মন্ত্রে যে অপিকার আছে, তাহার অর্থ সমুচ্চয় করা এবং তাহার স্থান 'ঘনে' পদের পর, অর্থাৎ স্থূল শব্দেও ইহা একটু নিবিষ্টচিত্তে দেখিতে হইবে। পরিত্যাজ্য শব্দ হইতে আকর্ষণ করিয়া গ্রাহ্য শব্দে নিক্ষিপ্ত হইয়া চিত্ত রমণ করিতে থাকিলে পর আর ইচ্ছা করিয়া চালিত করিবে না। যেমন পুত্রকে পরিত্যাজ্য পাঠশালা হইতে আনিয়া গ্রাহ্য পাঠশালায় শিক্ষার্থ নিক্ষেপ করা হয়, সেইরূপে নিক্ষেপ করিলে, চিত্ত যদি তথায় রমণ করে। এই ক্ষিপ্ত শব্দে রজোগুণ দ্বারা হিতাহিত ও সুখ দুঃখ বিবেচনা না করিয়া বিরুদ্ধ কৃত্যেও বিক্ষিপ্ত; যেমন দৈত্যদানবাদির চিত্ত হিতাহিত ও ভালমন্দ বিবেচনা না করিয়া, সেটি বিরুদ্ধ হইলেও আপাতপ্রাপ্ত বিষয়েরই সর্ব্বদা বিক্ষিপ্ত, সেরূপ বিক্ষিপ্তাবস্থা বা ক্ষিপ্তাবস্থা প্রাপ্ত চিত্ত, এরূপ অর্থ করিলে চলিবে না। কেন? না ইহার পূর্ব্বে যোগাদি দম ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তকে দান্ত করা হইয়াছে। চিত্তের যোগ্যতা সম্পাদন করা হইয়াছে। চিত্ত যোগ্য হইয়াছে। যেমন এই •জোয়ান বৃষভটিকে দান্ত করা হইয়াছে বলিলে লোক বুঝিয়া থাকে, বৃষভটি লাঙ্গল ও শকটাদি বহন করিবার যোগ্য হইয়াছে, সেইরূপ চিত্তকে পূর্ব্বে দান্ত করা হইয়াছে, চিত্ত এইরূপ অভ্যাস করিবার যোগ্য হইয়াছে।

যত্র কুত্রাপি বা নাদে লগতি প্রথমং মনঃ। তত্র তত্র
স্থিরীভূত্বা তেন সার্দ্ধং বিলীয়তে। ৩॥

এবঞ্চ কিং স্যাদিত্যাহ ;—যত্রেত্যাদিনা তৃতীয় মন্ত্রেণ। লগতি সজ্জতে প্রথমং স্বয়ম্প্রবৃত্তং সৎ। প্রাগস্থিরোঽপি সন্ তত্রকালে তত্র যত্র-কুত্রাপি স্বয়তে বা,

থাক্ সে কথা, ক্ষিপ্ত শব্দে বিক্ষিপ্ত অর্থই বা কেন না হইবে? হাঁ সেরূপ অর্থ করিতে পারা যাইত, সেরূপ অর্থ হইত, যদি দেখা যাইত স্বরবর্ণ মাত্র পাঠকারী শিশু বেদ অধ্যয়ন করিতে পারে ; কেন সে পারে না? না,—তাহার যোগ্যতা নাই, সেই জন্য ; শক্তিকে সাহায্য করে যে যোগ্যত্ব, তাহা তাহার জন্মায় নাই, যাহা হইলে স্বরপাঠী শিশুও বেদাধ্যয়ন করিতে পারিত। সেই জন্য যোগ্যত্ব সম্পাদন করিতে হয়। যোগ্যতা সম্পন্ন হইলে স্বচ্ছন্দে পাঠ করিতে পারে, করিয়াও থাকে। অতএব ক্ষিপ্ত শব্দে নিক্ষিপ্ত অর্থ বুঝিতে হইবে কিন্তু বিক্ষিপ্ত অর্থ বুঝিলে চলিবে না। কে নিক্ষিপ্ত হইয়া রমণ করিল? মনঃ। মনঃ কি করিয়া হইল। না, মননার্থক মন ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইল। তাহার অর্থ মনন করিতে পটু যে চিত্ত। যে চিত্ত ঊহ ও অপোহ করিয়া উপপত্তি ও অনুপপত্তির বিচার দ্বারা বিষয় নির্ব্বাচন করিতে পারে, তাহাকে মনঃ শব্দে কীর্ত্তন করা হয়। সেই মনকে ইচ্ছা করিয়া অন্য বিষয় প্রদেশে পরিচালিত করিবেনা। কেন? না, ইচ্ছা হইতেছে মনের ধর্ম্ম পুত্র স্থানীয়। যদি ইচ্ছাদ্বারা মনঃ চালিত হয়, তবে যেমন পুত্রদ্বারা পিতা চালিত হইলে, পিতার নিন্দা হয় 'ওব্যাটাছেলের মতে চলে', সেইরূপ নিন্দা হইতে পারে, সামান্য ইচ্ছা দ্বারা উহার চিত্ত চালিত হয়, ও যথেচ্ছাচারী। অতএব মনঃ যাহাতে রমণ করিবে, তাহাতেই স্থাপন করিয়া করিবে॥ ২ ॥

এরূপ করিলে কি হইবে? তাহাই এই তৃতীয় মন্ত্রদ্বারা বলা হইতেছে,—'যত্র' ইত্যাদি দ্বারা। মনঃ প্রথমে যে কোনও নাদে আসক্ত হইবে, তাহা হইতে আকর্ষণ করিবে না ; কারণ, মনঃ সেই সেই নাদে স্থাপিত হইলে, তাহাতে স্থৈর্য্য লাভ করিয়া তাহার সহিত লয় পাইতে পারে। অবশ্য স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া যাহাতে যাহাতে মনঃ আসক্ত হয়, মনোভাপ পূর্ব্বে অস্থির থাকিলেও সে সময়ে যে কোনও নাদে, নিজরুতই হউক, আর পররুতই হউক, যে কোন নাদে, বা বাহ্য নাদেই

বিস্মৃত্য সকলং বাহ্যং নাদে দুগ্ধাম্বুবন্মনঃ। একীভূয়াথ সহসা চিদাকাশে বিলীয়তে। ৪ ॥

পবব্রহ্মতে বা নাদে বহির্বাস্তর্ব্বা স্থূলে বা স্থক্ষ্মে বা তত্রৈব স্থাপয়েৎ, তত্রৈব সংস্থাপয়েৎ, নতু চালয়েৎ। তথাচ তত্রৈব স্থিরী ভূত্বা তেন সহ বিলীয়েত তত্রান্তর্বড়শিবজ্জলতলে; তথৈদমর্থো হ্যভ্যাস ইতি। ৩ ॥

কথমেবমভ্যসেৎ? জীবন্তোহি মাধ্যমিকাঃ প্রচরন্তি। তদর্থমাহ চতুর্থং মন্ত্রম্;—বিস্মৃত্যেতি। বিস্মৃত্য সকলং কলয়া সহিতং বাহ্যমাত্মভিন্নং ধর্ম্মিণং পদার্থনিচয়ং, নাদে দুগ্ধাম্বুবৎ মন এব কর্তৃ একীভূয় প্রাক্ পৃথক্ ভূত্বাঽপি; নতু ঘটমঠাকাশয়োরিব অর্থ তস্মাদুপাধেরুত্থায় সহসাঽকস্মাদেব, নতু বিলম্বেন; কস্মাৎ? দর্পণকল্প-

উক, আর অন্তর নাদেই হউক, স্থূল নাদেই হউক, বা সূক্ষ্ম নাদেই হউক, য কোনও নাদে মনোভাগ আসক্ত হয় সেই নাদেই মনোভাগকে সংস্থাপিত রিয়া রাখিবে। তাহা হইলে, মনোভাগ তাহাতে স্থির হইয়া, বড়শি যেমন লের তলে যাইয়া বিলীন হয়, সেইরূপ সেই নাদের মধ্যে চিত্ত বিলীন হয়। ড়শি যেমন আমিষ সংগ্রহ করিবার জন্য জলতলে বিলীন হয়, সেইরূপ ানন্দ কন্দ সংগ্রহের জন্য মনও নাদের মধ্যে বিলয় হয়, নাদে মিলাইয়া যায়। ই মেলনরূপ পুনর্জ্জন্ম লাভ করিবার জন্যই অভ্যাস ॥ ৩ ॥

সে কি কথা, মিলিয়া যায়, মিলিয়াই যায়। জ্ঞান, আমরা এখনও জীবিত ছি। আমরা শূন্যকে তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করি। শ্রুতি যে এই চিত্ত বিলয়ের া বলিলেন, ইহা ঠিকই বলিয়াছেন। যেমন নাদ ক্রমে শূন্যে পরিণত হয়, ইরূপ সেই সঙ্গে সঙ্গে চিত্তও শূন্যে পরিণত হইয়া যায়। এই হইল প্রকৃত ।। বস্তুতঃ এইরূপই মাধ্যমিকগণ ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। সেইরূপ মতি ছে কাহারও হয়, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া প্রকৃত বিলয় পদার্থ কি, তাহা াতেছেন চতুর্থ মন্ত্রদ্বারা 'বিস্মৃত্য' ইত্যাদি। সমস্ত বিশেষণের সহিত আত্ম । বাহ্য ধর্ম্মী পদার্থ নিচয়কে বিস্মৃত হইয়া, পূর্ব্বে পৃথক্ থাকিলেও জল ও দুগ্ধের য় নাদে মনঃ মিলিয়া যাইবে। অবশ্য ঘটাকাশ ও মঠাকাশের ন্যায় মিলিয়া বে না। সূক্ষ্মতম নাদ পর্য্যন্ত যাইয়া পৌছিতে পারিলে, পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ

উদাসীনস্ততো ভূত্বা সদাভ্যাসেন সংযমী। উন্মনীকারক

সদ্যো নাদমেবাবধারয়েৎ। ৫ ॥

বদব্যবধানত্বাদস্যোপাধেঃ। কিম্? চিদাকাশে কেবলে চৈতন্যমণ্ডলে নিত্যশুদ্ধ মুক্ত স্বরূপে স্বস্মিন্নেবাভিন্ন নিমিত্তোপাদান কারণে বিলীয়তে আরোপকার্য্যাব পরিত্যজ্য কারণাবস্থামাতিষ্ঠতে। ৪ ॥

তস্মিন্ সতি সাধক উদাসীন ইতি। ততো মনস স্তাদৃশাবস্থালাভাদনন্ত উদাসীন উদ্‌গম্য বিষয়েভ্যঃ কৃতাসন পরিগ্রহ ইতি নিঃসঙ্গতামুপরতি মাহ। স তিতিক্ষামুপলক্ষয়তি। সংযমীতি "দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা। তত্র প্রত্যয়ৈকতান ধ্যানম্। তদেবার্থমাত্র নির্ভাসং স্বরূপ শূন্যমিব সমাধিঃ। তদেতত্ত্রয়মেকত্র সং উচ্যতে তান্ত্রিকীয়ং পরিভাষেতি। তং নিত্যং যুনক্তি যঃ, স তথা। ভূত্বা স

পাইয়া হঠাৎ নাদরূপ উপাধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিদাকাশে বিলীন হইবে। দ যেমন উপাধি হইলেও বিম্ব ও প্রতিবিম্বের প্রকৃত ভেদ ঘটাইয়া দেখায় না, ে রূপ নাদও ব্রহ্মের ভেদকারী উপাধি নহে; সুতরাং নিত্যশুদ্ধ ও নিত্যবুদ্ধ নিত্যমুক্ত স্বভাব, নিরুপাধিক, সূত্র নির্ম্মাণ বিষয়ে লূতার (মাকড়সা পোকা ন্যায় নিজেই নিমিত্ত এবং নিজেই উপাদান, আকাশবৎ অসঙ্গি ও উদাস চৈতন্য মণ্ডলে যাইয়া সমুদ্রে নদীর ন্যায় নাম ও রূপ ডুবাইয়া ব্রহ্মই হই যায়॥ ৪ ॥

মনঃ সেইরূপে অবস্থান করিলে পর, সাধক সকল প্রকার ভোগ্য বি পরিত্যাগ করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিবে। এই হইল নিঃসঙ্গভাব বা উপরতি অবশ্য এ সময়ে শীত ও উষ্ণ, লাভ ও ক্ষতি, মান ও অপমান, সুখ ও দুঃ ইত্যাদি দ্বন্দ্বসমূহকে একাকারে গ্রহণ করিতে শিক্ষা পাইতে হইবে। অ সংযমী হইতে হইবে। একই সময়ে একই বিষয়ে ধারণা, ধ্যান, ও সমাি অনুষ্ঠান করিলে, তাহাকে সংযম বলা যায়। কোনও একটা দেশে চিত্তের ভাবে সংবদ্ধ স্থাপনকে ধারণা বলা যায়। ধারণার বিষয় স্থির হইলে সেই বিষয়কে অবলম্বন করিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রত্যয়প্রবাহ পরিচাল করাকে ধ্যান বলে। সেই ধ্যান যখন ধ্যানরূপে ভাসমান না হইয়া কে

সর্ব্বচিন্তাং সমুৎসৃজ্য সর্ব্বচেষ্টাবিবর্জ্জিতঃ। নাদমেবানুসংদধ্যান্নাদে চিত্তং বিলীয়তে নাদেচিত্তং বিলীয়তে। ৬ ॥

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। ৩॥

ইতি ঋগ্বেদান্তর্গত নাদবিন্দুপনিষদি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ। ২ ॥

ভ্যাসেন সন্ততাভ্যাসেন। কোঽভ্যাসঃ? তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ। সদা কথয়? স তু দীর্ঘকালাদরনৈরন্তর্য্যসৎকারা সেবিতো দৃঢ়ভূমিরিতি। তেন সদান্তৎক্ষণাং উন্মনীকারকং উৎসুকীকারকম্ ঔৎসুক্যবদ্ধকং নাদং অবধারয়েৎ নাদং মহ্যমং রোচত ইতি। একমবধার্য্যান্যমপি, ততোঽন্যমপি ইত্যেবম্ নাদস্যাস্যায়মনন্তরো নাদ ইতি যোগ এবোপাধ্যায়ঃ। কথম্? এবমুক্তম্;—

"যোগেন যোগো জ্ঞাতব্যো যোগো যোগাৎ প্রবর্ত্ততে।
যোঽপ্রমাত্তস্ত যোগে স যোগে রমতে চিরম্॥" ইতি। ৫ ॥

ততঃ কিং? সর্ব্বচিন্তাং সমুৎসৃজ্যেতি মানসিকীং চেষ্টাং নিরুণদ্ধি। সর্ব্বচেষ্টা

~~বিষয়রূপে ভাসমান না হইয়া~~ কেবল বিষয়রূপে ভাসমান হয়, তখনই তাহার সমাধিনাম দেওয়া হয়। কোনও একটি বিষয়ে এই তিনের অনুষ্ঠানকে সংযম বলা হয়। এটা শাস্ত্রে ব্যবহার করিবার জন্য একটা সংক্ষেপে নাম দেওয়া হইয়াছে। এই তিনটির অনুষ্ঠান নিত্যই যে করে, সে সংযমী। এইরূপে সংযমী হইয়া, সদাভ্যাস নিরন্তরাভ্যাস দ্বা[illegible]। অভ্যাস কি? না, সেই স্বরূপে অবস্থান করিবার জন্য যে যত্ন, বীর্য্য, উৎসাহ বা ত[illegible] কলের বারবার অনুষ্ঠান, তাহাকে অভ্যাস বলা যায়। নিরন্তর অভ্যাস দ্বার কেন? না, সেই অভ্যাস দীর্ঘকাল ধরিয়া নিরন্তরভাবে সৎকারের (ভক্তিশ্রদ্ধা ও আস্তিক্য বুদ্ধির) সহিত সেবা করিলে দৃঢ়াবস্থা প্রাপ্ত হয়। তদ্দ্বারা তখনই তখনই উন্মনীকারক ঔৎসুক্যবর্দ্ধক নাদের অবধারণ করিবে। কোন্ নাদ আমার রুচিকর, তাহা স্থির করিয়া আবার অন্য নাদ স্থির করিতে হইবে। এইরূপে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, ও সূক্ষ্মতম নাদের অভ্যাস করিবে। সূক্ষ্ম নাদের পর যে কোন্টি সূক্ষ্মতর, এবং তাহার পর যে কোন্টি সূক্ষ্মতম নাদ, তাহা বলিয়া দিবা গুরু নাই যদিও অন্য কেহ গুরু নাই, তথাপি সূক্ষ্মনাদ অভ্যস্ত হইলে, সেই গুরুর মহনীয় আসনে বসিয়া দেখাইয়া বা বুঝাইয়া দিবে যে, এইটি সূক্ষ্মতর ও

বিবর্জ্জিতঃ সর্ব্বাভিশ্চেষ্টাভি বিশেষেণ বর্জ্জিতস্ত্যক্ত ইতি চিন্তাত্যাগস্যাপাতফলমভি-হিতং। নাদমনুসন্দধ্যাদ্। ব্রহ্মনাদং অনুসন্ধানং কুর্য্যাৎ চিত্তং যোজয়েৎ। কৃতে চৈতস্মিন্নাদে চিত্তং সবৃত্তিকং বিলীয়তে নিরুদ্ধং ভবতি। চিত্তবিলয়ে হি স্বরূপেঽবস্থানমিতি কৃতকৃত্যতাস্মাকম্। দ্বিরুক্তিরধ্যায় সমাপ্ত্যর্থম্। ইতি॥ ৬।

ইতি নাদবিন্দুপনিষদ্বৃত্তৌ তৃতীয়েখণ্ডে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২॥

তোমার এখন গ্রহণীয়। ইহা উক্ত হইয়াছে ; যোগ দ্বারা যোগ জ্ঞাতব্য। যোগ হইতেই যোগ প্রবর্ত্তিত হয়। যে যোগে অপ্রমত্ত সাবধান, চিরতরে যোগে রমণ করে। ইহা কিরূপে সম্ভবে ? কেন অসম্ভব কিসে ? সামান্য মাত্রায় উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি যখন প্রচুর মাত্রায় উপার্জ্জন করিতে থাকে, তখন যে সে কি প্রকার চালে চলিবে, তাহাকে বলিয়া দেয় ? অবশ্য অবস্থাই বলিয়া দেয়, পূর্ব্ব চালের অবস্থা আর তখন তাহার পক্ষে সুশোভন নহে, তখন বড় চালই তাহার পক্ষে সুশোভন ; সেইরূপ পূর্ব্ব অবস্থার জয় করা হইল, তখন সেই বিজিত অবস্থাই তাহাকে বুঝাইয়া দিবে, অগ্রসর হও, অগ্রের অবস্থায় যাও, সুতরাং ইহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই॥ ৫॥

তারপর কি ? তারপর সর্ব্ববিধ চিন্তা পরিত্যাগ করিবে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার মানসিক চেষ্টার নিরোধ করিতে উপদেশ দেওয়া হইল সকল চেষ্টা পরি-ত্যাগ করিবে। ইহাদ্বারা চিন্তা পরিত্যাগের আপাত ফল বাহ্য চেষ্টা ত্যাগ বলা হইল। এই দুইটি করিয়া ব্রহ্ম নাদের অনুসন্ধান করিবে। যেমন মৃগয়া-শীল শর দ্বারা মৃগের অনুসন্ধান করে, সেইরূপ প্রণব ধনুতে আত্মশর যোজনা করিয়া ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া তন্ময় হইবে। আত্মা, প্রণব, নাদ ও ব্রহ্ম, এই চতুষ্টয়কে এক দৃষ্টিতে দেখিবে। এইরূপ করিলেই বৃত্তির সহিত চিত্তের বিলয় হইবে। চিত্ত নিরোধ হইলেই জীব স্বস্বরূপে অবস্থান করে। সেই ত আমাদিগের কৃত কৃত্যতা। শেষপাদের দ্বিরুক্তি অধ্যায়সমাপ্তির বিজ্ঞাপ-নার্থ॥ ৬॥

ইতি তৃতীয় খণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায়॥ ২॥

অথ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

—:++:—

প্রথমঃ খণ্ডঃ।

মকরন্দং পিবন্‌ভৃঙ্গো গন্ধান্নাপেক্ষতে যথা।

"অন্তরিতো দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ। তত্রচ নষ্টে তমসি সৌরালোকইব প্রারব্ধেতু
ষং গতে" "স্বয়মাবির্ভবেদাত্মা" "অখিলং জিত্বা তুর্য্যপদং ব্রজেৎ।" "তেন সার্দ্ধং
লীয়তে" "চিদাকাশে বিলীয়তে" "নাদ মেবাবধারয়েৎ" "নাদে চিত্তং বিলীয়তে"
তি এবমাদিনা জীবতএব নাদযোগেন চিত্তবৃত্তি নিরোধং দর্শয়িত্বা স্বরূপে ২ব-
ান লক্ষণা জীবন্মুক্তির্দর্শিতা। তত্রাপি নাদস্পর্শেঽন্যান্যপি সাধনানি নাদা-
াসেনৈব মাত্রয়া স্পৃষ্টানীতি ন তেষাগ্রহঃ কার্য্য ইত্যুক্তং তৃতীয়মন্ত্রেণ "যত্র
ত্রাপি বা নাদে লগতি প্রথমং মনঃ।" ইত্যনেন। ইদানীং ফলাবস্থা দর্শ-
িতব্যা। তদর্থং স্তুতিমুখেন মন্ত্রঃ প্রবর্ত্ততে মকরন্দমিতি। মকরন্দং পুষ্পরসং

দ্বিতীয় অধ্যায় গত হইল। তাহাতে বলা হইল, যেমন অন্ধকার রাশিকে
ষ্ট করিয়া সৌরালোক প্রোদ্ভাসিত হয়, সেইরূপ প্রারব্ধ কর্ম্মজালের দাহ
রিয়া আত্মা স্বয়ং আবির্ভূত হন। তদ্দ্বারা জীব সমস্ত নাদের সমস্ত মাত্রা
য় করিয়া তুর্য্যপাদ পায়। তাহার সহিত চিত্ত বিলীন হয়। চিদাকাশে
চত্ত বিলীন হইয়া যায়। নাদের অবধার করিবে। নাদে চিত্তের লয়
ইয়া যায়। ইত্যেব মাদি বাক্য দ্বারা জীবিত ব্যক্তির নাদ যোগদ্বারা চিত্ত
ৃত্তি নিরোধ দেখাইয়া স্ব স্বরূপে অবস্থান লক্ষণা জীবন্মুক্তি দেখান হইয়াছে।
সই নাদ যোগদ্বারা নাদব্রহ্মের সংস্পর্শার্থ যোগশাস্ত্রোক্ত অন্যান্য অঙ্গ সকলের
ামান্য মাত্রার উপযোগ আছে, সুতরাং অন্যান্য যোগাঙ্গের অনুষ্ঠানার্থ বিশেষ
াগ্রহ করিবার আবশ্যক নাই, ইহা তৃতীয়মন্ত্র দ্বারা বলা হইয়াছে যে, মনঃ
থমতঃ যে কোন নাদে আসক্ত হইলে, তাহা হইতে মনকে ইতস্ততঃ চালিত
রিবে না। এখন ফলের অবস্থা বলিতে হইবে। সেই জন্য নাদ যোগের

নাদাসক্তং সদা চিত্তং বিষয়ং ন হি কাঙ্ক্ষতে। ১ ॥
বদ্ধঃ সুনাদগন্ধেন সদ্যঃসংত্যক্তচাপলঃ।

মধুপিবন্ মত্তো ভৃঙ্গো গন্ধাঘ্রাপেক্ষতে যথা এক তৃপ্তিকরান, তথা মাধুর্য্যময়ে নাদে আসক্তং সৎ স্তন্যপানা সক্তঃ শয়ানো মাতৃক্রোড়েংভয়ে সদানন্দময়ে বালইব চিত্তং ; চিত্তংকস্মাৎ ? চেততেঃ, যদ্ধি চেততে মাত্রাভিঃ স্পর্শৈশ্চ, তদন্তঃকরণম্, সদা সর্ব্বস্মিন্নেব কালে স্পর্শাদন্যত্রাপি, বিষয়ং ; বিষয়ঃ কস্মাৎ ? বিষিন্বতেঃ, যে হি বিষিণ্বন্তি নিবধ্নন্তি স্বেন রূপেণ নিরূপণং কুর্ব্বন্তি তে শব্দাদয়ঃ ; তং নৈব কাঙ্ক্ষতে আকাঙ্ক্ষতে ক্রীড়নকাদিবৎ। এবময়ং নাদস্পর্শো যৎ, বিষয়াকর্ষণং ন ভবতীতি কৈব কথা তৎপরিত্যাগস্য। ১ ॥

অন্যদপ্যাহ বদ্ধ ইতি। বদ্ধোগ্রথিতঃ প্রাপ্তাভেদ সংসর্গেঃ, সুনাদগন্ধেন শোভনেন নাদ সম্পর্কেন, সদ্যস্তৎক্ষণাৎ সন্ত্যক্তচাপলঃ রজস উদ্রেকাদ্বিষয়ান্তর

স্তুতি মুখে করিয়া এই তৃতীয় অধ্যায়ের মন্ত্রের প্রবৃত্তি হইয়াছে। 'মকরন্দম্' ইত্যাদি। যেমন সর্ব্ববৃত্তিকর মকরন্দ পান করিয়া মত্তভৃঙ্গ একেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর গন্ধের আঘ্রাণের অপেক্ষা রাখে না, সেইরূপ মাধুর্য্যময় নাদে আসক্ত হইয়া, যেমন সদানন্দময়, সর্ব্বভীতি হর, জননীর ক্রোড়ে শয়ান শিশু স্তন্য পানে আসক্ত হইয়া মনোহর ক্রীডনাদী মায়া একেবারে ভুলিয়া যায়, সেইরূপ চিত্ত ; চিত্ত কি করিয়া ? না, সংজ্ঞানার্থক চিত্ত ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহা বিষয় ও বিষয়যোগজাত ইন্দ্রিয় বৃত্তিদ্বারা চেতয়মান হয় তাহা অন্তঃকরণ বিশেষ। সেই চিত্ত সকল সময়েই, নাদস্পর্শ কালে, এবং অস্পর্শ কালেও বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করে না। বিষয় কি করিয়া হইল ? না, নিবন্ধার্থক বিসি ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহারা নিবদ্ধ করে, স্বীয় স্বীয় রূপদ্বারা জ্ঞানের নিরূপণ করে, এটা ঘটজ্ঞান পটজ্ঞান নহে, এটা পটজ্ঞান ঘটজ্ঞান হইতে পারে না, ইত্যাকার ভেদ পূর্ব্বক জ্ঞানের ও একটা আকার ঘটাইয়া দেয়. তাহারা বিষয়, যেমন শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ইত্যাদি। নাদ স্পর্শ এতই মধুর যে, বিষয়ের আকর্ষণ আর থাকে না। বিষয় পরিত্যাগের কথা আর কি বলিব ॥ ১ ॥

কেবল তাহাই নহে, আরও দেখ ;—বদ্ধ ইত্যাদি। শোভন নাদ সম্পর্ক

নাদগ্রহণতশ্চিত্তমন্তরঙ্গভুজঙ্গমঃ। বিস্মৃত্য বিশ্বমেকাগ্রঃ কুত্রচিন্ন হি ধাবতি। ২ ॥

মনোমত্তগজেন্দ্রস্য বিষয়োদ্যানচারিণঃ।

'সঞ্চার রহিতঃ সন্ নাদ গ্রহণানন্তরং চিত্তং অন্তরঙ্গঃ আত্মীয়ো বন্ধুঃ, সহি অহরং সদৃশং গচ্ছতি, সইব ভুজঙ্গম সর্পং। অয়মর্থঃ, অত্যন্ত ক্রূরোঽপি সর্পো যথা ঝঙ্কার মধুর বীণানিক্কণাদিনা বন্ধশ্চাঞ্চল্যং মুঞ্চতি নাদগ্রহণানন্তরমেবং চিত্তমপি চিরাৎ খলমপি নাদগ্রহণানন্তরং বিষয়া র স্পর্শায় নৈব চঞ্চতি। অপিতু বিরতৌ পুনরুৎসুকী ভবতীতি। ন কেবল মিদমেব, বিস্মৃত্য বিশ্বমেকাগ্রঃ, একস্মিন্ নাদ এব আরমতি ইতি একাগ্রস্তন্ময়ঃ সন্ কুত্রাচিন্নহি ধাবতি বিষয় প্রদেশে, যদাসীদস্য প্রাণেব প্রিয় ইতি এবং খলু নাদগ্রহণস্য ঔদার্য্যং মাধুর্য্যঞ্চ। ২ ॥

অপিচ, মনএব মত্তগজেন্দ্রস্তস্য বিষয়া এব উদ্যানং, তৎ চরিতুং শীলমস্যেতি

দ্বারা বদ্ধ গ্রথিত হইয়া চাঞ্চল্য ত্যাগ করে। চিত্তে রজোগুণের উদ্রেক হওয়ায় সর্ব্বদা বিষয়ে সঞ্চরণ করে; কিন্তু সুমধুর নাদে মিশিয়া চিত্ত এতই মুগ্ধ হইয়া পড়ে যে, অন্যবিধ বিষয়ে আর সঞ্চরণ করে না। নাদ গ্রহণান্তর চিত্ত পোষিত সর্পের ন্যায় একাগ্রভাবে অবস্থান করে। কোনও বিষয় প্রদেশে ধাবিত হয় না। ভাব এই;—যেমন সর্প অত্যন্ত ক্রূর হইলেও ঝঙ্কার মধুর বীনা নিক্কণাদি শ্রবণ করিয়া, সে যে বিষধর, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত চাঞ্চল্য প্রকাশ করে না; কিন্তু সুস্থির ভাবে অবস্থান করিয়া বীণাঝঙ্কার শুনিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ চিত্তও চিরকাল হইতে খলতা প্রকাশ করিয়া আসিলেও নাদের সুমধুর সংস্পর্শ হইবার পর বিষয়ান্তর স্পর্শ করিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করে না; বরং সর্ব্বদাই নাদ স্পর্শের সুখ অনুভব করিবার জন্য উৎকলিত ভাবে অবস্থান করে। নাদের বিরামকালে নিতান্তই উৎকণ্ঠিত হয়। কেবল তাহাই নহে, নিখিল ভোগসাধন এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যে আছে, তাহা ভুলিয়া যায়। একমাত্র নাদেই বিশ্রাম করিতে থাকে। একেবারে তন্ময় হইয়া, যাহা তাহার পূর্ব্বে অত্যন্ত প্রিয় ছিল, সে সকল বিষয়ে আর রমণ করিতে ধাবিত হয় না। নাদের এমনই ঔদার্য্য ও মাধুর্য্য ॥ ২ ॥

নিয়ামনসমর্থোঽয়ং নিনাদো নিশিতাঙ্কুশঃ। ৩ ॥
নাদোঽন্তরঙ্গসারঙ্গবন্ধনে বাগুরায়তে। ৪ ॥

ণিনি, তথা ভূতস্য নিয়ামনে যথেচ্ছ প্রচারেভ্যো বৈমুখ্য সম্পাদনে সমর্থঃ কুশলঃ অয়ং প্রাগ্ দর্শিতো নিনাদ ইতি সাধারণোঽপি শব্দো নাদভূতঃ নিশিতাঙ্কুশ ইতি। অয়মর্থঃ, যঃ কশ্চিদারণ্যো মত্তোঽপি যথা গজরাজোঽঙ্কুশেন নিয়ম্যতে, তথা বিষয়চারি জাঙ্গলিকঃ মনোঽপি অনেন নাদেন নিয়ম্যত ইতি ন সাধনান্তরাপেক্ষা, যয়া খল্বনেক জন্মজন্মান্তরায়াস সম্পাদনীয় সাধনবত্যা চিরাদেব মনোনিয়মঃ সম্পাদ্যতে। এবমসৌ মহীয়ান্নাদঃ॥ ইতি। ৩ ॥

অপিচ, নাদোঽয়ং খল্বন্তরঙ্গ এব শারঙ্গো মৃগঃ, তস্য বন্ধন বিষয়ে বাগুরায়তে বাগুরা জালং, সেব আচরতি। যথা মৃগবন্ধনে বাগুরাপাশঃ সমর্থো মৃগয়ূনাং, তথাচৈবং সাধকানামপি নাদশ্চিত্তস্য বিষয় সঞ্চাররোধে কুশল ইতি। নচায়াস সাধ্যঃস্যাদয়মিতি সুকর উপায়োঽয়মিতি। ৪ ॥

কেবল তাহাই নহে, আরও দেখ;—মন ইত্যাদি। মনোরূপ মত্তগজরাজের বিষয়রূপ উদ্যানে সর্ব্বদা ভ্রমণ করাই যাহার স্বভাব; তাদৃশ চিত্তমত্ত গজেন্দ্রের নিয়ামন বিষয়ে, যথেচ্ছ প্রচার হইতে বৈমুখ্য সম্পাদন বিষয়ে কুশল সমর্থ হইতেছে এই পূর্ব্বোপদর্শিত নাদরূপ নিশিত অঙ্কুশ। ইহার অর্থ এই যে, যে কোন আরণ্য এবং মত্ত ও বটে, যেমন গজরাজ অঙ্কুশ দ্বারা নিয়মাধীন হইয়া পড়ে, সেইরূপ বিষয় বিহারী জঙ্গলী মনও এই নাদদ্বারা নিয়মিত হয়, এইজন্য সাধনান্তরের আর অপেক্ষা করিতে হয় না। যে সকল উপসাধন ও প্রধান সাধনকে আয়ত্ত করিতে হইলে অনেক জন্ম জন্মান্তরে তপস্যা প্রয়োজন হয় এবং যদ্দ্বারা বহুজন্মের পর, তবে বহুকষ্টে মনঃ নিয়মিত হইতে পারে। এই নাদ এতই সুকর ও সুসেব্য যে, অতিঅল্প আয়াসেই ইহা আয়ত্ত হয় এবং অতি অল্প কালের মধ্যেই আশাতীত ফল ইহা হইতে লাভ করা যায়। নাদ এতই মহনীয়॥ ৩॥

কেবল তাহাই নহে; আরও দেখ;—এই নাদ চিত্তরূপে মৃগের বন্ধন বিষয়ে বাগুরা জালের ন্যায় আশ্চর্য্য কার্য্য কারী যেমন মৃগয়াশীল ব্যক্তিদিগের বাগুরা পাশ মৃগবন্ধন করিতে সমর্থ, সেইরূপ বিষয়ান্তরচারী চিত্তের বৃত্তি নিরোধ

অন্তরঙ্গসমুদ্রস্য রোধে বেলায়তেঽপি বা। ৫ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ।

অপিচ, অন্তরঙ্গ সমুদ্রস্য বোধেঽপি বেলেবাচরতি বেলাভূমির্হি সমুদ্র মুচ্ছ্বসিতং নিরুণদ্ধি; নচ ততোঽয়ং ভূভাগঃ সর্ব্বোঽপি প্লাব্যতে; যদীয়ং নাস্থাস্যৎ, সর্ব্বোঽপি তর্হি ন্যমং ক্ষ্যত্তোয়ে। তথাচ সেব বা নাদ ইতি চিত্তসমুদ্রো নিরুধ্যতেঽবলীলয়া সাধকেনেত্যেবং শ্রৈষ্ঠ্যং নাদোপাসনায়া বেদিতব্যম্। ৫ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ।

করিতে এই নাদ একান্ত কুশল। যেমন জাল পাতিয়া মৃগধরিতে সকলেই আনন্দ অনুভব করে, সেইরূপ গান করিতেও সকলে সবিশেষ আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। নাদ সাধনাও সেই সঙ্গীতেরই প্রকারান্তর ব্যতীত আর কিছুই নহে; সুতরাং ইহা সাধারণের পক্ষে সহজ, সরল ও আনন্দপ্রদ উপায় বলিয়া অতীব মনোরম॥ ৪

কেবল তাহাই নহে আরও দেখ,--চিত্তরূপ সমুদ্রের রোধ করিতে এই নাদ বেলার ন্যায় কার্য্য কারী। যেমন বেলা ভূমি সমুদ্রের প্রবল উচ্ছ্বাস হইলে রোধ করিতে সমর্থ হয়; তদ্দ্বারা সমস্ত ভূভাগ জলে প্লাবিত হইতে পারে না, যদি এই বেলা ভূমি না থাকিত, তবে সমস্ত ভূভাগই জলে ডুবিয়া যাইত সেইরূপ এই নাদ বিকার উপস্থিত হইলে, স্বচ্ছন্দে চিত্তভূমি সকলের নিরোধ করিতে পরি পটু। সাধক ইহা দ্বারা অবলীলাক্রমে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে পারে। নাদের উপাসনা এই শ্রেষ্ঠ। ॥ ৫ ॥

ইতি প্রথম খণ্ড॥ ১॥
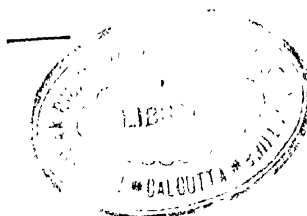
অথ দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

ব্রহ্মপ্রণবসংলগ্ননাদো জ্যোতির্ম্ময়াত্মকঃ। মনস্তত্র লয়ং যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্। ১ ॥

এবং তৃতীয়াধ্যায় গতেন প্রথম খণ্ডেন নাদং, তদুপাসনঞ্চ প্রশস্যাথ নাদ স্বরূপমবধার্য্য সাধন নিরপেক্ষং সর্ব্বরোধং ফলমাম্নাতু মাহ দ্বিতীয় খণ্ডম্। তস্যায় মাদিমোমন্ত্রঃ, ব্রহ্মেতি। ব্যষ্ট্যা ত্রিমাত্রো বা ত্রিপাদ্বা, সমষ্ট্যাতু শান্তঃ শিবোঽদ্বৈত-

এইরূপে তৃতীয়াধ্যায়গত প্রথমখণ্ড দ্বারা নাদ, ও তাহার উপাসনার প্রশংসা করিয়া নাদের স্বরূপাবধারণ পূর্ব্বক সাধনান্তর নিরপেক্ষে সর্ব্বনিরোধরূপ ফল বলিবার জন্য এই দ্বিতীয় খণ্ডের অবতারণা করা হইতেছে। তাহার এই আদিম মন্ত্র;—ব্রহ্ম ইত্যাদি। মাণ্ডুক্য ব্রাহ্মণ গণ বলিয়া থাকেন,—ব্যষ্টি রূপে, বা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিলে প্রণবের মাত্রা তিনটি, বা পাদ তিনটি, কিন্তু সমষ্টিরূপে, বা অভেদ দৃষ্টিতে দেখিলে প্রশান্ত, মঙ্গলময়; সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ রহিত; মাত্রার, বা পাদের হিসাবে চতুর্থ। কে? না, ব্রহ্মই। আত্মাও ব্রহ্ম, একই কথা। প্রণব ত অক্ষরত্রয়ের সমষ্টি বা অ, উ, ম, র পরস্পর মিশ্রণে জাত। কেবল অ, কেবল উ, বা কেবল ম নহে; কিন্তু ঐ বর্ণ ত্রয়ের মিশ্রণে তদ্ব্যতীত অন্য অক্ষর; সে উক্ত অক্ষর ত্রয়ের সমষ্টি বলিয়া উহা অপেক্ষা চতুর্থ; তাহাতে মাত্রা ত্রয় আছে, বা পাদত্রয় আছে। আর আছে, উহার মধ্যে একটি অর্দ্ধমাত্রা। সেই ব্রহ্ম, ও প্রণবে যাহার সম্বন্ধ আছে, সে ব্রহ্ম প্রণব সংলগ্ন ব্রহ্ম প্রণব সম্বন্ধ. কে? না. নাদই। ব্রহ্ম হইতেছেন প্রণবের বাচ্য ও লক্ষ্য অর্থ। প্রণবের সহিত ব্রহ্মের যে বাচ্য বাচক ভাব সম্বন্ধ আছে, তাহা অনাদি সিদ্ধ, এবং স্বাভাবিক সে সম্বন্ধ মানব কল্পিত হইতে পারে না, কারণ, যখন মানব থাকে না, তখনও প্রণবের সহিত ব্রহ্মের বাচ্য বাচক ভাবসম্বন্ধ থাকে। তাহা কি করিয়া জানা যায়? না, আগম দ্বারা জানা যায়। বেদ পুরুষই বলিয়াছেন যাহা কিছু ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, তাহা সমস্তই উক্ত প্রণব। একথা মাণ্ডুক্যাদি ব্রাহ্মণগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। অতএব ব্রহ্ম একমাত্র প্রণব মন্ত্রের সাহায্যেই সুলভ। অন্যত্রও কথিত হইয়াছে,— তৈলধারার

চতুর্থ ইতি মাণ্ডুক্যান্নামান্নানম্। আত্মা চ ব্রহ্ম। প্রণবশ্চাক্ষর সমষ্টি স্তুর্য্য-রূপ এব ত্রিমাত্রো বা, ত্রিপাত্মা। সার্দ্ধমাত্র ইতি। তয়োঃ সংলগ্নঃ সম্বদ্ধঃ, স চাসৌ নাদশ্চেতি ব্রহ্মপ্রণব সংলগ্ননাদঃ। তথৈতদত্রোক্তম্ ;—

"তৈলধারমিবাচ্ছিন্নং দীর্ঘ ঘণ্টা-নিনাদবৎ।
অবাচ্যং প্রণবস্যাগ্রে যস্তং বেদ সবেদবিৎ।" ইতি।

ন্যায় অচ্ছিন্ন প্রবাহ, এবং ঘণ্টার দীর্ঘ নিনাদের ন্যায় ক্রম সূক্ষ্ম প্রণবোচ্চারণের পর যে একতান নাদ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রণবের শব্দোচ্চারণ জন্য নহে, কিন্তু সেটি অলৌকিক। যে সেই একতান শব্দ ব্রহ্মকে জানে, সেই বেদার্থবিৎ। বাক্যের উচ্চারণ করিবার পর যে শব্দটি শুনিতে পাওয়া, অথচ সেটি বাক্য উচ্চারণ জন্য নহে। যেমন নদীতীরাদিতে কোনও রূপ দীর্ঘস্বর করিলে, তাহার প্রতিধ্বনি হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রত্যেক স্থলেই বাক্যের উচ্চারণ করিলে, উচ্চার্য্যমাণ ধ্বনি হইতে এক প্রকার ধ্বনি উত্থিত হইয়া থাকে। নৈয়ায়িকেরা বলিয়া থাকেন যে শব্দ উত্থিত হইয়াই তদনুরূপ দ্বিতীয় ধ্বনি করিয়া থাকে। তবে প্রথম যে স্থলে সেই ধ্বনিটি উত্থিত হয় তাহা-রই গাত্রে সে ধ্বনি উত্থিত হইয়া থাকে। আবার সে ধ্বনি যে স্থলে উত্থিত হয় তাহারই গাত্রে তৃতীয় ধ্বনি উত্থিত করে। সেই তৃতীয় ধ্বনি আবার তাহারই গাত্রে চতুর্থ ধ্বনি উত্থিত করে। এইরূপে তরঙ্গের উৎপত্তির ন্যায় ক্রমে ধ্বনি অগ্রসর হইয়া আমাদিগের কর্ণকুহরে আসিয়া আঘাত করে, এবং আমরা সেই আঘাত দ্বারা বুঝিতে পারি যে, অমুক একটা শব্দ করিয়াছে। এমতে ধ্বনি কেবল পারমাণবিক স্পন্দন দ্বারা সমুত্থিত আকাশের একটা গুণমাত্র। বস্তুতঃ কেবল গুণমাত্রই নহে ; কারণ, ধ্বনি দ্বারা বর্ণের অভিব্যক্তি হয় মাত্র, কিন্তু বর্ণের উৎপত্তি হয় না। যেমন কোনও কৌশলে যদি, যাদৃশ ঘাত প্রতিঘাত দ্বারা বর্ণের প্রকাশ হয়, তাদৃশ ঘাত প্রতিঘাত করিবার পথটা কোন ও পাত্রে লিখিতে পারা যায়, তবে যতবারই সেই পথে ঘাত প্রতিঘাত করা যাইবে, ততবারই সেই ধ্বনি দ্বারা সেই বর্ণের প্রকাশ হইতে পারে, সেইরূপ প্রণবান্তর্গত বর্ণের অভিব্যঞ্জক ধ্বনি করিলে, সেই ধ্বনি দ্বারা যে ত্রিবিধবর্ণের ক্রমিক প্রকাশের সহিত অক্রমিক প্রকাশ হয়, তাহা নিত্য নূতন নহে, চির-সিদ্ধ এবং যখনই করা যাউক না কেন, তখনই তাহাকে এক অভিন্ন বলিয়া

বাচো বিরামে উপলভ্যমাণত্বাদবাগ্‌ভং, তথা প্রণবস্যাগ্রে প্রণবাদূর্দ্ধং প্রতীয়মানং যো বেদ, সবেদবিৎ। ইতি। তথাচ নাদানুবিদ্ধঃ প্রণবঃ, প্রণবানুবিদ্ধঞ্চ ব্রহ্ম; সুতরাং নাদানুবিদ্ধং ব্রহ্মৈব ভবতি। নচৈতেষাং ভেদো গবাশ্ববৎ। তথাহি শব্দার্থ সৃষ্টিদ্বারা প্রণবসৃষ্টিরুচ্যতে;—সচ্চিদানন্দবিভবঃ সকল একঃ পরমেশ্বর আসীৎ। তস্য দ্বৌ বিভাবৌ সগুণনির্গুণ ভেদাৎ। আদৌ সচ্চিদানন্দবিভবা-লীনাশক্তিরুচ্ছূনরূপয়াংভিব্যক্তা পার্থক্যমাসেংষী ব্যবহার্য্যাভূৎ। তস্যাঃ শক্তে-

---

বোধ হইবে। যখন বীণার তন্ত্রীদ্বয় পরপর আহত হইয়া প্রতিঘাত দ্বারা উভয় ধ্বনি উত্থিত করিলেও পরিণামে সেই উভয়ে মিলিয়া একতান কোমল অভিন্ন ধ্বনির প্রকাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ বর্ণত্রয় পরপর ভাবে উত্থিত হইলেও পরিণামে তাহার একটা অভিন্ন নাদ অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, তাহা ধ্বনি, বা ধ্বনিজাত প্রতিধ্বনি নহে। তাহা একটি অলৌকিক পদার্থ। তাহা হইলে, নাদের সহিত প্রনব অভিন্ন, এবং প্রণবের সহিত ব্রহ্ম অভিন্ন, বা অভেদ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ; সুতরাং নাদের সহিত ব্রহ্মও অভিন্ন। এই নাদ, প্রণব, ও ব্রহ্মের ভেদ নাই। যেমন গো অশ্ব হইতে, এবং অশ্ব গো হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ সেইরূপ নাদ, প্রণব, ও ব্রহ্ম, পরস্পর অত্যন্ত বিলক্ষণ নহে। কি করিয়া যে নহে, তাহা বলা যাইতেছে। শব্দ ও শব্দের বিষয় সৃষ্টি দ্বারা প্রণবের সৃষ্টি প্রক্রিয়া দেখান যাইতেছে;—সচ্চিদানন্দ বিভব, সকল, এক, পরমেশ্বর ছিলেন। সগুণ ও নির্গুণ ভেদে তাহার দুইটি বিভাব আছে। প্রথমে সচ্চিদানন্দরূপে শক্তি অবস্থিত (লীন) ছিল; কিন্তু ব্যবহারের জন্য সেই শক্তি উক্ত সৎচিদানন্দ বিভব পরমেশ্বর হইতে পৃথক্ হইয়া মৃতকল্প রূপে আবির্ভূত হইয়াছিল, এবং ক্রমে ক্রমে ব্যবহারে আসিয়াছিল। সেই শক্তির ব্যবহার্য্যাবস্থা নাদ; ইহাকে কেহ কাল বলেন, কেহ মহা বিষ্ণু বলেন কেহ আদিপুরুষ বলেন, কেহ বা ব্রহ্ম বলেন। সেই শক্তি গাঢ় ভাব প্রাপ্ত হইয়া যখন ক্রিয়ায় প্রবর্ত্তিত হয়, তখনই তাহাকে বিন্দু নামে অভিহিত করা হয়। শক্তির ক্রিয়া প্রধান গাঢ়ভাবই বিন্দু। সেই বিন্দু শিব ও শক্তি, এত-দুভয়াত্মক। তাহা হইলে, ক্ষোভ্যরূপ, ক্ষোভকরূপ, এবং উভয়ের সম্বন্ধরূপও বটে তজ্জন্য ত্রিবিধরূপ ধারী ঐ বিন্দু। শিবস্বরূপে বিন্দু, শক্তি-স্বরূপে বীজ এবং সম্বন্ধ স্বরূপে নাদ নামক হয়। এই নাদ ও বিন্দু আদিমনাদ ও বিন্দু

র্নাদস্তস্যা এবোত্তরাবস্থারূপকালপুরুষাদিব্যপদেশান্তঃ। তস্যা এব ঘনীভাবঃ ক্রিয়াপ্রধানো বিন্দুঃ। সচ বিন্দুঃ শিবশক্ত্যুভয়াত্মকঃ ক্ষোভ্য ক্ষোভক সম্বন্ধ রূপশ্চেতি ত্রিবিধঃ। শিবাত্মতয়া বিন্দুসংজ্ঞঃ, শক্ত্যাত্মতয়া বীজসংজ্ঞঃ, সম্বন্ধরূপেণ নাদ সংজ্ঞঃ। এতৌ নাদবিন্দু পূর্ব্বোক্ত নাদবিন্দুভ্যামন্যৌ তৎ কার্য্যরূপৌ। এভ্যাস্ত্রিভ্যস্তিস্রঃ শক্তয়ো জাতাঃ, বিন্দো রৌদ্রী, নাদাজ্জ্যেষ্ঠা, বীজাদ্বামা। ভ্যঃ ক্রমেণ রুদ্র ব্রহ্ম বিষ্ণবো, জাতাস্তে ক্রমেণেচ্ছা শক্তি ক্রিয়া শক্তি জ্ঞান-ক্তি স্বরূপাঃ। বহ্নীন্দ্বর্ক স্বরূপিণো নিরোধিকার্দ্ধেন্দুবিন্দুরূপাঃ শক্তেরেবাবস্থা শেষাঃ। এষামিচ্ছাক্রিয়া জ্ঞানাত্মত্বং শক্তিত উৎপন্নত্বাদাদ্যবিন্দোরখণ্ডো নাদ ত্রং শব্দ ব্রহ্মাত্মা খ উৎপন্ন। স শব্দব্রহ্ম ; নতু শব্দার্থরূপ আন্তরঃ স্ফোটঃ, ব্দরূপো বা বাহ্যস্ফোটঃ শব্দব্রহ্ম, তয়োর্জড়ত্বাদ্ব্রহ্মশব্দানর্হত্বাৎ ; কিন্তু চৈতন্যমেব নত্যসিদ্ধং শব্দব্রহ্ম। তদেতৎ শব্দব্রহ্মৈব পরানাম শব্দাবস্থা। সৈবচ চৈতন্যরূপা

হইতে পৃথক্ ; কিন্তু তাহার কার্য্যরূপ। এই তিন হইতে তিনটিশক্তির অবিভাব হয়। যথা,—বিন্দু হইতে রৌদ্রী শক্তি, নাদ হইতে জেষ্ঠা শক্তি, এবং বীজ হইতে বামাশক্তি হয়। সেই তিন শক্তি হইতেই ক্রমে রুদ্র, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর আবির্ভাব হয়। এই মূর্ত্তি ক্রমে ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি স্বরূপ। ইহাঁরাই বহ্নিস্বরূপ, ইন্দুস্বরূপ ও অর্কস্বরূপ। নিরোধিকাস্বরূপ, অর্দ্ধেন্দুস্বরূপ, বং বিন্দুস্বরূর। এগুলি সমস্তই শক্তির অবস্থাবিশেষ মাত্র। ইঁহাদিগের চ্ছারূপ, ক্রিয়ারূপ ও জ্ঞানরূপ শক্তি হইতেই উৎপন্ন বলিয়া আদ্যবিন্দু হইতে াদ মাত্র শব্দ ব্রহ্মস্বরূপ খ, বা আকাশ উৎপন্ন হয়। সেই আকাশই শব্দব্রহ্ম-পে, কিন্তু শব্দার্থরূপ অন্তরে জাত স্ফোটরূপ নহে, বা শব্দরূপও নহে, যাহাকে াহ্যস্ফোট বলা হয়। সেই আন্তর স্ফোট ও বাহ্য স্ফোট জড় বলিয়া ব্রহ্মশব্দের অভিধান পাইবার অযোগ্য কিন্তু নিত্যসিদ্ধ শব্দ ব্রহ্ম চৈতন্য মাত্রই। এই াদ ব্রহ্মের এক নাম পরা। শব্দব্রহ্মের শব্দাবস্থাই ঐ পরানামে বিদিত। এই পরাবস্থাই চৈতন্যরূপা কুণ্ডলী শক্তি। তাহা হইতে শব্দের ক্র বিকাশ দ্বারা পশ্যন্তী বাক্যের আবির্ভাব এবং পশ্যন্তী হইতে মধ্যমা বাকের উৎপত্তি হয়, বং মধ্যমা হইতেই আমাদিগের শ্রবণ যোগ্য স্থূল বাক্য আবির্ভূত হইয়া ছে। ইহার নাম বৈখরী অতঃপর অর্থসৃষ্টির কথা বলা হইতেছে—শম্ভু, ক্তিভাব প্রাপ্ত হইলে, নাদরূপ কালের সাহায্যে মায়া ঘনবিন্দুরূপ প্রাপ্ত হন,

কুণ্ডলী শক্তিঃ। ততঃ পশ্যন্তী; ততোমধ্যমা, ততো বৈখরীতি। অথাথ সৃষ্টি-রুচ্যতে ;—শম্ভোঃ শক্তিভাবমাপন্নান্নাদরূপকালসহায়ান্মায়া ঘনবিন্দুরূপ মাপন্নাৎ সৃষ্টিস্থিতি ধ্বংস নিগ্রহানুগ্রহ কার্য্য পঞ্চককর্ত্তাৎতএব জগন্নির্ম্মাণ বীজরূপো জগৎ সাক্ষী সদাশিবঃ সম্ভূতঃ। ততঃ ক্রমেণেশরুদ্র বিষ্ণু ব্রহ্মাণ উৎপন্নাঃ। সর্ব্বসৃষ্টি-মূল রূপাদব্যক্তাৎ সৃষ্ট্যুন্মুখাদ্বিন্দোর্মহাং স্ততোহহঙ্কারঃ। স ত্রিধা গুণভেদাৎ। ততো বৈকারিকা দশ দেবা স্তৈজসাদিন্দ্রিয়ানি, ভূতাদেস্তন্মাত্র দ্বারা পঞ্চভূতানি। ততো বিরাট্। ইত্যার্থ সৃষ্টিঃ। তত্র সত্ত্বপ্রতিষ্ঠা চিচ্ছক্তি শব্দ বাচ্যা পরমাকাশা-বস্থা। সৈব সত্ত্বপ্রতিষ্ঠা রজোঽনুবিদ্ধা সতী ধ্বনিশব্দ বাচ্যা ক্ষরাবস্থা। সৈব

বলা হইয়াছে। শম্ভুর এতগুলি বিভাত হইলে, তাহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি সংহার, নিগ্রহ ও অনুগ্রহ, এই পঞ্চবিধ কার্য্যকারী, অতএব জগন্নির্ম্মাণ বিষয়ে আদি বীজরূপ জগৎ সাক্ষী সদাশিব উৎপন্ন হইয়া থাকেন। তাহা হইতে ক্রমে ঈশ, রুদ্র, বিষ্ণু, ও ব্রহ্মা জন্মিয়া থাকেন। সর্ব্বসৃষ্টির মূলরূপ বিন্দুনামক অব্যক্ত সৃষ্টি করিতে উন্মুখ হইয়া প্রথমে মহত্তত্ত্ব, তাহা হইতে অহঙ্কার তত্ত্ব তাহা হইতে সাত্ত্বিকাংশে দেবগণ, রাজসিকাংশে ইন্দ্রিয়গণ এবং তামসিকাংশে তন্মাত্র পঞ্চক সৃষ্টিদ্বারা পঞ্চভূত এবং তাহা হইতে বিরাট্‌কে সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এইরূপে সমস্ত বিষয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। তন্মধ্যে সত্ত্ব প্রতিষ্ঠা চিচ্ছক্তি শব্দ বাচ্য পরমাকাশাবস্থা। তিনি সত্ত্বপ্রতিষ্ঠা হইলেও মায়া রজোঽনুবিদ্ধা হইয়া ধ্বনিশব্দ বাচ্য হয়। সেই সত্ত্বপ্রতিষ্ঠা চিচ্ছক্তি মাত্রা তমো নুবিদ্ধা হইয়া নাদ শব্দ বাচ্য হন। এগুলি সমস্তই অব্যক্তাবস্থা সেই অব্যক্তাবস্থা তমঃ প্রাচুর্য্য নিবন্ধন নিরোধিকাশব্দ বাচ্য হন। সেই অবস্থা সত্ত্বপ্রাচুর্য্য হেতুক অর্দ্ধেন্দুশব্দ বাচ্য হন। শিবশক্তির সম্বন্ধ হইতেই বিন্দু আবির্ভাব। এই বিন্দুই মূলাধারে অভিব্যক্ত হইয়া পরা স্বাধিষ্ঠানে অভি-ব্যক্ত হইয়া পশ্যন্তী, অনাহত হৃদয়স্থানে অভিব্যক্ত হইয়া মধ্যমা, এবং বিশুদ্ধ স্থান জিহ্বকণ্ঠতাল্বাদিতে অভিব্যক্ত হইয়া বৈখরী নাম প্রাপ্ত হন। ইনি পরশক্তিরূপ বলিয়া পরা, জ্ঞানাত্মক বলিয়া পশ্যন্তী, হিরণ্যগর্ভস্থানীয় বলিয়া মধ্যমা, এবং প্রখর বলিয়া বৈখরী বিরাট্ স্থানীয়। নিরোধিকা হইতেছে অগ্নি ও শিবরূপ। অর্দ্ধেন্দু হইতেছে সোম ও শক্তিরূপ। এই উভয় সম্বন্ধ হইতেছে সূর্য্যরূপ। সেই সূর্য্যরূপই হইতেছে বিন্দু নামক শব্দসৃষ্টি

তমোঽনুবিদ্ধা নাদশব্দবাচ্যাঽব্যক্তাবস্থা। সৈব তমঃ প্রাচুর্য্যান্নিরোধিকাশব্দবাচ্যা। সৈব সত্ত্বপ্রাচুর্য্যাদর্দ্ধেন্দুশব্দবাচ্যা। তদুভয়সম্বন্ধাদ্বিন্দুশব্দবাচ্যা। অয়মেব বিন্দু-র্মূলাধারেঽভিব্যক্তঃ পরা, স্বাধিষ্ঠানে পশ্যন্তী, হৃদি নাদরূপা মধ্যমা, জিহ্বায়াং বৈখরীতি। ইয়ঞ্চ পরশক্তিরূপত্বাৎ পরা, জ্ঞানাত্মকত্বাৎ পশ্যন্তী, মধ্যমা হিরণ্য-গর্ভস্থানীয়া। বিশেষেণ খরত্বাদ্বৈখরী বিরাট্‌স্থানীয়া। নিরোধিকা অগ্নিশিব-রূপা; অর্দ্ধেন্দুঃ সোমশক্তিরূপঃ; তদুভয়সংযোগঃ সূর্য্যরূপঃ স বিন্দুঃ। তত্র শব্দ-সৃষ্টৌ প্রণবস্থাকারোকারমকারাঃ ক্রমেণ রুদ্রব্রহ্মরমাধিপাঃ, ইচ্ছাক্রিয়াজ্ঞানশক্ত্যা-ত্মানো বহ্নীন্দ্বর্ক স্বরূপিণো রৌদ্রীজ্যেষ্ঠা বামাশক্তিরূপা, গৌরীব্রাহ্মীবৈষ্ণবীরূপা, বিন্দুনাদবীজরূপা, নিরোধিকার্দ্ধেন্দুবিন্দুসংজ্ঞা; শক্তেরেবাবস্থা বিশেষাঃ। অর্থ সৃষ্টৌ তু ব্রহ্ম বিষ্ণুরুদ্রাঃ, সূর্য্যেন্দুপাবকা ইত্যেবং ক্রমা ইতি বিশেষঃ। মকারাৎ

প্রণবের অকার উকার, ও মকার ক্রমে রুদ্র, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুরূপ, ইচ্ছা শক্তি, ক্রিয়া শক্তি ও জ্ঞানশক্তিস্বরূপ, বহ্নি, ইন্দু ও অর্কস্বরূপ, রৌদ্রী, জ্যেষ্ঠা, ও বামা শক্তি রূপ, গৌরী, ব্রাহ্মী, ও বৈষ্ণবীরূপ, নিরোধিকা, অর্দ্ধেন্দু, ও বিন্দু নামক, শক্তিরই অবস্থা বিশেষ। বিষয় সৃষ্টিতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র, সূর্য্য, ইন্দু ও অগ্নি, ইত্যাদি কিছুমাত্র বিশেষ। অকারের পর উকার, উকারের পর মকার, কিন্তু মকারের পর বিন্দু, নাদ, শক্তি, ও শান্তা নামে চারিটি রূপ আছে। তন্মধ্যে তিনটি শক্তিরই অবস্থা বিশেষ. আর শান্তা নামে যে অবস্থা. তাহাই ব্রহ্মাবস্থা। ঐ ছয়টির দেবতা ছয়টি যথা —ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ঈশ্বর সদাশিব. ও সর্ব্বেশ্বর। এইত দেখা গেল যে, সৃষ্টির জন্য কল্পিত শক্তি রূপেই ব্রহ্ম ঐ ঐ আকারে অভিব্যক্ত হইলেও প্রণবের সহিত, বা সমষ্ট্যাকারে ত্রিমূর্ত্তি হইতে কিছু মাত্রই ভিন্ন নহেন। অকার উকার, মকারের অভেদ মিলনে সবিন্দু প্রণব রূপ বাচকাবস্থায় মিলিত হইয়া মধ্যবর্ত্তী নাদ শক্তিদ্বারা শান্তরূপ বাচ্যাবস্থা ব্রহ্মের অভিধান করিতেছে। অতএব নাদ দ্বারা প্রণবের সহিত শান্তাবস্থার বিশুদ্ধ সম্বন্ধ হইতে পারে; এইজন্য এই নাদ যোগে বিশেষ সৌকর্য্য আছে হৃদয়ে সমুদ্ভূত, বাক্যের মধ্যমাবস্থাপ্রাপ্ত নাদ পশ্যন্তী অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া সূক্ষ্মতম পরাবস্থায় শব্দব্রহ্মে উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হয়। এই শব্দ ব্রহ্মই কুণ্ডলী শক্তি, বা জ্যোতির্ম্ময় চৈতন্যস্বরূপ। এই পর্য্যন্তই জড়চিত্তের আগমন সম্ভবপর, কিন্তু মনঃ এখানে আসিলে আর

পরাণিতু প্রণবস্ত বিন্দুনাদশক্তিশান্তাখ্যানিরূপানি। তত্রত্রীণি শক্তেরবস্থা বিশেষা অন্ত্যা চ শান্তাখ্যা ব্রহ্মাবস্থা। তত্র ষণ্ণাঞ্চ দেবতা ;—ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রেশ্বর সদাশিব সর্ব্বেশ্বরা ইতি। তথাচ ব্রহ্মণালক্ষ্যেণসহ প্রণবস্ত লক্ষণস্ত সম্বন্ধো নাদদ্বারা ভবতীতি সৌকর্য্য মত্রাস্তি। স চ তদুভয়ানুগতো নাদঃ সূক্ষ্মতম এবেতি ব্রহ্মাভিন্ন এব সর্ব্বথা। অত উক্তং জ্যোতির্ম্ময়াত্মক ইতি। ইতি জ্যোতির্ম্ময়ঃ পরমাত্মা। তদাত্মক স্তদভিন্ন আকাশবদ্ঘটকরকাদ্যুপাধিবিয়োগেঽপি। মনস্তত্র লয়ং যাতি, তচ্চাহ বিষ্ণোঃ পরমং পদমিতি। যচ্চ পরমং পরোঽপি হিরণ্যগর্ভোঽপি পরিমীয়তে যত্র পরিচ্ছিন্নতয়া। পদং কস্মাৎ? পদ্যতেঃ। আগমোঽপ্যত্র ভবতি।

"যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মন।" ইতি।

"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি শূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্।" ইতি চ। ১ ॥

জড় স্বরূপে থাকিতে পারে না! যেমন নানাবিধ নদনদী স্বীয় প্রবাহের আধার খাত মধ্যে থাকিলে সেই সেই নামে কার্য্য কারিতায় অবস্থান করিতে সমর্থ হয় বটে; কিন্তু যাই সমুদ্রে যাইয়া পড়ে, অমন নিজের নাম রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রাংশ ভাব প্রাপ্ত হয়; সেইরূপ মনঃ বাহ্য বিষয় ও আন্তর বিষয় প্রদেশে যতক্ষণ বিচরণ করে, ততক্ষণ সে মনঃ শব্দ থাকে বটে, কিন্তু যাইয়া বিষয় সীমা অতিক্রম করিয়া নির্ব্বিষয় শব্দব্রহ্মে যাইয়া উপস্থিত হয়, তখনি নিজের নাম ও রূপে জলাঞ্জলি দিয়া শব্দব্রহ্মাংশ ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইজন্য কথিত হইয়াছে, নাদ যখন প্রণবের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ ঘটাইয়া দেয়, তখন সেও শব্দব্রহ্মে উপস্থিত হইয়া জ্যোতির্ম্ময় স্বরূপ প্রকাশ করে। সেইটিই বিষ্ণুর পরম পদ। মনঃ সেই স্থানেই লয় প্রাপ্ত হয়। পরমাত্মাই জ্যোতির্ম্ময়। নাদও সেই নিজের স্বরূপ অভিব্যক্ত করিয়া পরমাত্মা হয়। যদিও নাদের ও চিত্তের উপাধি আছে, তথাপি ঘট, করকা উপাধি সত্ত্বেও আকাশ কখনই সাবচ্ছিন্ন নয়, বাক্যে সাবচ্ছিন্ন বলিলে সাবচ্ছিন্ন নহে, নিরবচ্ছিন্ন, সেইরূপ চিত্ত ও নাদ পরাস্থানে উপস্থিত হইয়া এক হইয়া যায়। সেই পরম পদ। সে স্থানে হিরণ্যগর্ভ ও রুদ্র বলিয়া প্রতিভাত এ জন্য পরম পদ। সে স্থানে হিরণ্যগর্ভও রুদ্র বলিয়া প্রতিভাত হয়, এইজন্য পরম। কেন? না, প্রাপ্য। আগমে উক্ত হইয়াছে,—সেই পরমস্থান

তাবদাকাশসংকল্পো যাবচ্ছব্দঃ প্রবর্ত্ততে। নিঃশব্দং তৎপরং ব্রহ্ম পরমাত্মা সমীয়তে ॥ ২ ॥

নাদো যাবন্মনস্তাবন্নাদান্তেঽপি মনোন্মনী।

ননুস্ত্যপাধিরস্যাপীতি কথমভেদঃ সম্ভবতীত্যাহ,—তাবদিত্যাদি। তাবৎ কালপর্য্যন্তমাকাশাভিমানঃ প্রবর্ত্ততে, যাবৎকালপর্য্যন্তং শব্দাভিমানঃ প্রবর্ত্ততে; শব্দাভিমান প্রবৃত্তির্হি আকাশাভিমান প্রবৃত্তি কারণম্। শব্দকার্য্যেণৈব আকাশ কারণ মনুমিনোতি নীরূপত্বাদাকাশস্যাস্পর্শত্বা দগন্ধত্বাদরসত্বাচ্চ। তচ্চৈতৎ কার্য্যং শব্দো নাদেন ব্যবর্ত্ত্যেত মধ্যমামূর্ত্তিমাস্থায়, পশ্যন্তীং বা, পরাং বা, ততঃ কারণ-মাকাশোঽপি অকার্য্যাবস্থাঽবাগ্রূপং বিহায় স্বরূপ মেক মদ্বিতীয়ং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ মুক্ত স্বরূপং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি সমন্বিতং ব্রহ্মৈবাস্থাস্যতে। অতএব তদা নিঃশব্দং তৎ পরংব্রহ্ম, পরমাত্মা, নির্বিভাগচিতিরেব সমীয়তে সঙ্গম্যতে সাধকেন। ২ ॥

তদ্বৎ নাদো যাবৎ স্বরূপেণ তিষ্ঠতি, তাবন্মনোঽপি নাদ মনুসন্দ-ধৎস্থিতং, নাদস্য মনোজন্যত্বাৎ; নাদান্তে তু মনোঽপি উন্মনী ভবতি।

মার ধাম নিবাসস্থান। শূরিগণ আকাশ দেখিতে চক্ষুঃ প্রয়োগ করিলে যেমন চক্ষুঃ আর ফিরিয়া আইসেনা; অথচ বিশেষ কিছুই দেখিতেপায়, সেইরূপ বিষ্ণুর সেই পরম পদ; দেখিতে গেলে বিশেষ কিছুই দেখা যায় না, কিন্তু চক্ষুও যেন আর ফিরিয়া আসে না॥ ১ ॥

ভাল, উপাধিত দেহপাত ব্যতীত বিলয় প্রাপ্ত হয় না, তবে কি করিয়া বলিতেছ, যে, অভেদ সম্পাদিত হইবে? এই জন্য বলিতেছেন,—'তাবৎ' ইত্যাদি। ততকাল পর্য্যন্ত আকাশাভিমান প্রবর্ত্তিত হয়, যতকাল পর্য্যন্ত শব্দাভিমান প্রবর্ত্তিত হয়। অতএব শব্দাভিমানই আকাশাভিমান প্রবৃত্তির কারণ। শব্দরূপ কার্য্যের প্রত্যক্ষ করিয়া আকাশরূপ কারণের অস্তিত্ব অনুমান করা হয়, সেই কার্য্য যে শব্দ, তাহা যদি নাদের সহিত ব্যাবর্ত্তিত বা বিলুপ্ত হইয়া যায়, তবে আকাশও আর কার্য্যাবস্থায় থাকিতে পারে না, আকাশও তখন প্রকাশিত অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপ যে এক অদ্বিতীয় নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিসমন্বিত ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মই হইয়া যায়। অতএব

সশব্দশ্চাক্ষরে ক্ষীণে নিঃশব্দং পরমং পদম্ ॥ ৩ ॥

সদা নাদানুসন্ধানাৎসংক্ষীণা বাসনা তু যা। নিরঞ্জনে বিলীয়েতে মনোবায়ূ ন সংশয়ঃ ॥ ৪ ॥

বীণা ঝঙ্কার নিবৃত্তৌ সর্প ইব; আর্ষীয়ং সংহিতেতি। তস্মাৎ সশব্দো নাদোঽভ্যসনীয় আচ সূক্ষ্মতমাৎ। তদাচাক্ষরেঽকারাদৌবর্গোপাধৌ ক্ষীণে স্বরূপেঽবস্থিতে ধ্বনিঃশং পরমং পদং ভবতীতি। ৩ ॥

নাদৈকতানতায়াং শব্দাপায়ে আকাশাপায়াদ্ব্রহ্মভাব ইত্যুক্তং; তন্ন সম্ভবতি, সঞ্চিতানাং বাসনানাং বিদ্যমানত্বাং সঙ্কর্ষঃ স্যাৎ ক্ষিপ্তাদৌ নিরোধবৎ। স্যাদেতৎ, যদ্যয়মপি স্বাভাবিকোঽভবিষ্যৎ; অয়ন্তু প্রযত্ন বাহুল্যানুষ্ঠিত ইতি বৈষম্যম্। তস্মাৎ কর্ত্তব্যমুপদিশন্নাহ,—সদেতি। সদানাদস্যানুসন্ধানাৎ স্থূলে সূক্ষ্মস্য সূক্ষ্মে স্থূলস্য, তথা স্থূলতরে, তথা সূক্ষ্মতরেঽপি স্থূলতরস্য সূক্ষ্মতরস্য চ সম্যক্ ক্ষীণা ভবতি যাতু বাসনা নাম। বাসনা কস্মাৎ? বসতেঃ। কর্ম্মাশয়ো হি চেতসি প্রান্তরে তৃণাদি-

তখন সাধকশব্দহীন, পরব্রহ্মের সঙ্গম লাভ করে। বিভাগহীন চৈতন্য আকারে অবস্থিত হয় ॥ ২ ॥

সেইরূপ যতক্ষণ নাদ বর্ত্তমান থাকে; ততক্ষণ পর্য্যন্ত নাদের অনুসন্ধান করিতে করিতে মনঃ স্থির থাকে, কারণ, নাদ মনের জন্য নাদেব আভোগাবস্থা ক্ষীণ হইলে, মনও উৎকণ্ঠিত হয়। যেমন বিণার ঝঙ্কার নিবৃত্তি হইলে সর্প পুনশ্চ সেই ঝঙ্কাব শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়; সেইরূপ নাদ সূক্ষ্ম অবস্থায় যাইতে থাকিলে স্থূল আভোগ না পাইয়া মনঃ উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়ে। 'মনোন্মনী' এই সন্ধি বৈদিকরীতি অনুসারে সাধিত হয় অতএব সশব্দ নাদের অভ্যাস করিবে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সূক্ষ্মতম নাদে পরাবস্থায় যাইয়া পৌছিতে না পারে। যখন সূক্ষ্মতম পরাবস্থায় নাদ পৌছিবে, তখন অকারাদি বর্ণের ধ্বনিরূপ উপাধি ক্ষীণ হইয়া, তাহার কারণ আকাশের সহিত আত্ম স্বরূপে অবস্থান করিবে, তখন সেই নিঃশব্দ পরম পদ লাভ হইবে ॥ ৩ ॥

নাদের একতানাবস্থা হইলে, শব্দ লোপ পায়; সুতরাং আকাশাবস্থাও লোপ পাইয়া ব্রহ্মভাব প্রকাশিত হয়, ইহা বলা হইল কিন্তু তাহা সম্ভবে না কারণ, যেমন ক্ষিপ্তাদি অবস্থার মধ্যে কদাচিৎ নিরোধাবস্থা উপস্থিত হইলেও

বৎ বসতীতি। সাচ ক্ষীণা ভবতি, যথাযথানাদানুসন্ধানেন ব্রহ্মবাসনা ভবতি। ব্রহ্মবাসনা চ পরভূতাপি তাং সমূলং ঘাতযুপৈতি, রজ্জুসর্পাদৌ তথাত্বস্য দৃষ্টচরত্বাৎ। বাসনাস্বচ ক্ষীণাসু স্তম্ভাভাবে সৌধস্যেব মনসো নিরোধঃ, তথৈব বায়ুরপি মুখ-নাসাবিলচারী। তদাহ, নিরঞ্জনে বিলীয়েতে মনোবায়ূ ইতি। নাত্র সংশয়ঃ প্রত্যক্ষত্বাৎ, আগম সম্পাদিতত্বাচ্চ ॥ ৪ ॥

অল্প মাত্রা বলিয়া সত্বরই সে অবস্থা অন্তর্হিত হয়, সেইরূপ বাসনার প্রাবল্য হেতু পুনশ্চ নাদাবস্থায় নাদের স্থূল আভোগ অবস্থায় নাদ সংস্থাপিত হইতে পারে, বা হওয়া উচিতও। ইহা উচিত এবং হইতেও বটে, কিন্তু নিরোধের সহিত আভ্যাসিক নাদের সাদৃশ্য প্রদর্শন যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ অযত্নসাধ্য স্বাভাবিক অবস্থা ও প্রযত্নসাধ্য বিশেষ অবস্থার পার্থক্য গুরুতর। এইজন্য কর্ত্তব্যের উপদেশ করিয়া বলিতেছেন :—'সদা' ইত্যাদি। সূক্ষ্মনাদে স্থূল নাদের স্থলে সূক্ষ্ম নাদের সূক্ষ্মতর নাদে স্থূলতর নাদের স্থূলতর নাদে সূক্ষ্মতর নাদের, সূক্ষ্মতম নাদে স্থূলতমনাদের, স্থূলতম নাদে সূক্ষ্মতম নাদের সর্ব্বদা অনুসন্ধান করিলে বাসনা নামে যে সূক্ষ্ম কর্ম্ম সকল, তাহার ক্ষয় হইবে। বাসনা কি করিয়া হইল ? না—বাস করে, বা জীবনটাকেই সুবাসিত করে, এইজন্য উহার নাম বাসনা। কর্ম্মাশয় চিত্তে বাস করে বলিয়া কর্ম্মাশয়দিগকে বাসনা বলা হয়, যেমন প্রান্তরে তৃণাদি সকল বাস করে, সেইরূপ বাসনাও চিত্তক্ষেত্রে বাস করিয়া থাকে। যেমন যেমন নাদানুসন্ধান দ্বারা ব্রহ্ম বাসনা হইতে থাকে, তেমন তেমন কর্ম্ম বাসনা ক্ষয় হইতে থাকে। যদিও ব্রহ্মবাসনা কর্ম্ম বাসনার পরে অবিভূত হয়, তথাপি সেই পরজাত ব্রহ্ম বাসনা পূর্ব্বজাত কর্ম্মবাসনার সমূলে বিনাশ সাধন করিতে পারে। দেখা যায়, রজ্জুতে সর্প জ্ঞান পূর্ব্বে হইলেও পরজাত রজ্জু সর্প নিষেধাত্মক জ্ঞান দ্বারা নির্বর্ত্তিত হয়। ঐ বাসনার ক্ষয় হইলে, যেমন সৌধের স্তম্ভ (থাম) পড়িয়া গেলে পতন হয়, সেইরূপ মনেরও নিরোধ হয়, কারণ, বাসনাই কার্য্য কারণ সমুদায়ের সঙ্ঘাত করিয়া দেয়। বাসনা দ্বারা দেহ গৃহের নির্ম্মাণ হইয়া থাকে, বাসনাদ্বারাই দেহগৃহের সৌষ্ঠবসম্পাদন হইতে থাকে। যদি সেই বাস-নাই নিবর্ত্তিত হয়, তবে আর দেহ গৃহের সৌষ্ঠব থাকিবে কি ? সুতরাং মনের সহিত বায়ুও আপনা আপনি নিরঞ্জন ব্রহ্মে যাইয়া বিলয় প্রাপ্ত

নাদকোটিসহস্রাণি বিন্দুকোটিশতানি চ। সর্ব্বে তত্র লয়ং যান্তি ব্রহ্মপ্রণবনাদকে ॥ ৫ ॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

স্যাদেতৎ, তন্তুভ্যঃ পটাদ্যুৎপদ্যন্ত ইতি প্রতিপদ্যন্তে প্রেক্ষাবন্তঃ; তেষুচ তন্তুষেব বিনশ্যৎসু তান্যপ্যনুবিনশ্যন্তি; ন তু ঘটাদয়ঃ কটাদয়োবেতি। তস্মান্মন আদীনাং স্বকরণ এব বিলয়ো বক্তব্যঃ, নতুকারণ ইতি ইতিচেৎ? শৃণু,—সম্বন্ধরূপেণ নাদকোটি সহস্রানি স কার্য্যানি, ক্ষোভ্যশিবায়ুতয়া বিন্দুকোটিশতানি চ সকার্য্যানিযানি সৃজন্তি, পালয়ন্তি, সংহরন্তি চ দেবা ইতি, তে সর্ব্ব এব তত্র নির-

---

হয়। ইহাতে আর সংশয় হইতে পারে না; কারণ, ইহা প্রত্যক্ষ যে, যে কর্ম্ম কখনও করা যায় নাই, সে কর্ম্ম করিতে গেলে সুচারুরূপে করা যায় না; সুতরাং দুই চারিবার চেষ্টা করার পর সে কর্ম্ম করিবার উদ্যম ত্যাগ করা হয়; সেইরূপ যে ইন্দ্রিয়গণ সমান চলিতেছে বলিয়া বায়ুও সমান ভাবে চলিয়া কার্য্য করিতে পারিতেছে, বাসনা না থাকিলে সেই ইন্দ্রিয় গণ সুচারু রূপে না চলিলেই বায়ুরও সমান বৃত্তি হইতে পারিবে না। ক্রমে ক্রমে বায়ুকে অপনা হইতেই অকার্য্যাবস্থায় যাইয়া উপস্থিত হইতে হইবে। এবিষয়ে সকল আগমই সম্বাদ করিতেছে। অতএব ইহাতে সন্দেহ করিবার আবশ্যক নাই ॥ ৪ ॥

আচ্ছা, বাসনার নিবৃত্তি হইলে, মন ও বায়ুর নিরোধ হইয়া থাকে, তাহা নাহয় স্বীকারই করিলাম; কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায়;—তন্তু সকলের আতান বিতান ভেদে বস্ত্র উৎপন্ন হয়, এইরূপই প্রেক্ষবান্ সকলে দেখিতে, শুনিতে ও বুঝিতে পারেন। আবার যখন সেই বস্ত্র বিনষ্ট হয়, তখন সেই তন্তুসকলেই বিনষ্ট হইয়া থাকে, অবশ্য তন্তুর বিনাশ হইলে সেই সঙ্গে বস্ত্রেরও সেই তন্তু সন্তানে বিনাশ হয়; তন্তুর বিনাশ হইলে ঘটাদি, বা কটাদির বিনাশ হইতে দেখা যায় না। অতএব মনঃআদি পদার্থের বিনাশ হইতে হইলে, মন আদির উপাদান কারণ যাহা, তাহাতেই মন আদির বিনাশ হওয়া উচিত; কিন্তু যাহা তাহাদিগের উপাদান কারণ নহে, তাহাতে তাহাদিগের বিনাশ হইতে ও

স্থানে, ব্রহ্মভূতে প্রণবনাদ স্বরূপে লয়ংযান্তি। এতদুক্তং ভবতি ;—সৃষ্টিস্থিতিভঙ্গং হি তস্য স্বরূপাবধারণায় প্রবর্ত্তিতং ; নতু বস্তুতঃ, অবিদ্যয়া প্রত্যুপস্থাপিতঞ্চ সর্ব্বং, তস্যামুচ্ছিদ্যমানায়াং, বাধরূপে ব্রহ্মাত্মতাজ্ঞানে চোৎপন্নে ক্ব নষ্টমিত্যনুসন্ধানং নোপপদ্যতএব, শুক্তিজ্ঞানে রজতজ্ঞানবদিতি ॥ ৫ ॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

দেখা যায় না। যদি এই কথা বল, তবে শ্রবণ কর বলিতেছি,—'নাদ কোটি' ইত্যাদি। নাদ হইল সম্বন্ধ স্বরূপ, সেইকোটি শত সহস্র, এবং জ্যোতিঃ শিবাত্মক হইল বিন্দু. সেই বিন্দুকোটিশত স্ব স্ব কার্য্যের সহিত. যাঁহারা সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিতেছে, সেই আদিম দেবসকল প্রণবনাদ স্বরূপ ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়। কেন লয় পায়, কিরূপে লয় পায়, কোথায় কখন লয় পায়, তাহা অজ্ঞেয় কিন্তু লয় পায়, সত্য নহে বলিয়া বাধিত হয়, এই মাত্র। ইহার ভাব এই যে, বেদাশাস্ত্রে ব্রহ্মের স্বরূপাবধারণের জন্য প্রতীয়মানজগতের সৃষ্টি স্থিতিভঙ্গ কথায় কথায় বলা হইয়াছে। যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার সহিত কখনই দেখা সাক্ষাৎ ছিলনা, নাই, বা থাকিবেও না, সুতরাং অজ্ঞান দ্বারা যে সকলই প্রত্যুপস্থাপিত বলিয়া সেই অবিদ্যার উচ্ছেদ সাধিত হইলে, বাধরূপ ব্রহ্মাত্মতাজ্ঞ উপস্থিত হইলে কোথায় কি করিয়া কবে কেন যে নষ্ট হইল, তাহার অনুসন্ধান করা উপপন্ন হইতে পারে না। শুক্তিতত্ত্ব সাক্ষাৎ কার হইলে রজতের কোথায় কি করিয়া নাশ হয়, তাহা যেমন লোকবুদ্ধির অগম্য সেইরূপ মনঃও বায়ুর যে কোথায় কি করিয়া লয় হয়, তাহাও লোক বুদ্ধির অগম্য। তারপর যাহার মন ও বায়ু বিলয় প্রাপ্ত হয়, সেত আর সমনস্ক থাকে না, সুতরাং কি করিয়া জানিবে ও বলিবে? অন্যেত্ত অন্যের অজ্ঞান, মনঃ, বায়ুর সন্ধানই রাখিতে পারে না, সুতরাং কে কোথায় নষ্ট হইল, কি করিয়া নষ্ট হইল, এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না। অতএব আগম বলিতেছেন, নিরঞ্জনে বিলয় হয় ; সুতরাং তাহাই স্বীকার করিতে হইবে। তাহার উপর আপত্তি করা বৃথা, কোনও ফল নাই ॥ ৫ ॥

ইতি দ্বিতীয় খণ্ড ॥ ২ ॥

অথ তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

সর্ব্বাবস্থাবিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বচিন্তাবিবর্জ্জিতঃ। মৃতবত্তিষ্ঠতে যোগী স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১ ॥

শঙ্খদুন্দুভিনাদঞ্চ ন শৃণোতি কদাচন। কাষ্ঠবজ্জায়তে

ইদানীং জীবন্মুক্তস্যাবস্থাং দর্শয়তি;—সর্ব্বেত্যাদি। জাগরঃ স্বপ্নঃ, সুষুপ্তিশ্চাবস্থাস্তিস্রঃ। তাভিঃ সর্ব্বাভিরবস্থাভি র্বিশেষেণ নির্ম্মুক্তঃ, পুনরুৎপাদাভাবাৎ; সর্ব্বচিন্তাবিবর্জ্জিতো মনোঽভাবাৎ; অতএব মৃতদেহবত্তিষ্ঠতে যোগী বিদ্যমানযোগো লব্ধচিত্তবৃত্তিনিরোধাখ্যসমাধিঃ স মুক্তো গুণত্রয় সম্বন্ধেনৈব নাত্র সংশয়ঃ কার্য্যঃ "স যোঽবৈ তৎপরমং ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি। নাস্য ব্রহ্মবিৎকুলে ভবতি। তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং, গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি।" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ ॥ ১ ॥

সোঽন্তঃ সংজ্ঞোঽপি শঙ্খদুন্দুভিনাদমপি ন শৃণোতি কদাচন, কলাভির সম্বন্ধরূপেণাবস্থানাৎ। কাষ্ঠবদিতি। কাষ্ঠং কস্মাৎ? কাশতেঃ। যথা কাষ্ঠমগ্নিং

এখন এই তৃতীয়াধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ডে নাদযোগের ফলাবস্থা বলা হইবে। তন্মধ্যে জীবন্মুক্তবাস্থা প্রদর্শন করিতেছেন,—'সর্ব্বাবস্থা' ইত্যাদি। জাগরণ, স্বপ্ন, ও সুষুপ্তি, এই তিনটি অবস্থা আর কখনও উৎপন্ন হইবে না, মনঃ না থাকা বশতঃ সর্ব্ববিধ চিন্তাও তাহার থাকিবে না। মৃতদেহের ন্যায় মৌনী হইবে। এবং বহুকাল ধরিয়া যোগের অনুষ্ঠান করায় যে চিত্ত বৃত্তি গুলির নিরোধ সম্পাদিত হইয়াছে, তাহাও বদ্ধমূল ভাবে বর্ত্তমান থাকিবে এক কথায় বাহ্যজ্ঞানের উপসংহার করিয়া অন্তঃসংজ্ঞারই পোষণ করিবে মাত্র. কদাচ বাহ্যজ্ঞানের প্রশ্রয় দিবে না। এইরূপ যাহার হইবে, সে পাপতাপাদির এক মাত্র কারণ গুণত্রয়ের সম্বন্ধ হইতে মুক্ত, ইহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই, যে পরম ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ করে, সে ব্রহ্মই হইয়া যায়। তাহার কুলে আর কখনই অব্রহ্মবিৎ জন্মায় না। সে শোকসমুদ্র জগতের অতীত স্থানে উপনীত হয়। পাপসাগর তরিয়া যায় হৃদয়-গুহার গ্রন্থি হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত হইয়া যায় মৃত্যুর সীমা অতিক্রম করে। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ হয়। ইত্যাদি শ্রুতিও এই প্রকার বলেন ॥ ১ ॥

দেহ উন্মন্যাবস্থয়া ধ্রুবম্ ॥ ২ ॥

ন জানাতি স শীতোষ্ণং ন দুঃখং ন সুখং তথা।

কাশয়তি নীরসমপি সরসয়তি, তদিব স্থাবর প্রায়ো জ্ঞায়তে দেহেঽসৌ তিষ্ঠতীতি। দেহো জ্ঞায়তে কাষ্ঠবদিতি কেচিৎ। সম্বলেপো বিরোধ ইতি। তত্র হেতুরুন্মন্যা অবস্থয়া উপলক্ষিতো ধ্রুবং নিশ্চলং যথা ভবতি, তথেতি ॥ ২ ॥

কিঞ্চ, ন জানাতি স শীতোষ্ণাদিকং দ্বন্দ্বং, ন সুখং বৈষয়িকং, নাপি দুঃখম্।

এই কথাই বিবৃত করিতেছেন,—'শঙ্খেত্যাদি। উপসংহৃত বাহ্যবিজ্ঞান সেই সাধক অন্তঃসংজ্ঞ হইয়াও কখন শঙ্খ ও দুন্দুভি প্রভৃতির স্থূলনাদ আর শ্রবণ করিবে না। কি করিয়া এরূপ হইবে? না, বাহ্যসংজ্ঞার জন্য চক্ষুরাদি পঞ্চদশ কলার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া রাখিতে হয়। সেই সাধক উক্ত পঞ্চদশ কলার সহিত সম্বন্ধ রাখিবে না। যেমন সর্পদষ্ট অঙ্গুলীর সম্বন্ধ মৃত্যুর কারণ বলিয়া জ্ঞানী তৎক্ষণাৎ ছিন্ন করিয়া ফেলে, সেইরূপ যখনই সাধক পরিস্ফুটভাবে দেখিতে পাইবে যে কলা মৃত্যুর কারণ, তখনই তাহার সহিত চির কালের জন্য বিছিন্ন সম্বন্ধ হইবে, আর কখনই সম্বন্ধ হইতে দিবে না। এরূপ করিলে কি হইবে? না, কাষ্ঠের ন্যায় দেহে আছে একটা জানা যাইবে মাত্র। কাষ্ঠ কি করিয়া হয়? না, কাশধাতু হইতে নিষ্পন্ন হয়। যেমন কাষ্ঠ নীরস হইয়াও অগ্নিকে দীপিত করে, সরস করে, সেইরূপ জীব এই জায়মান অস্তিত্বমাত্র পোষণ করিয়া আত্মজ্যোতির দীপ্তি উজ্জ্বল করিবে। সে কিরূপ? না, যেমন অগ্নিতে কাষ্ঠ থাকিলে অগ্নি আছে, এটি জানা যায়, সেইরূপ যোগ অবলম্বন করিয়া আত্মালোক বিকীরণ করিতে থাকিলে, তদ্দ্বারা জানা যাইবে, হাঁ, বহ্নিধানীতে কাষ্ঠ যুক্ত অগ্নির ন্যায় নবদ্বার পুরে জীব যুক্ত ব্রহ্ম বাস করিতেছেন। দেহে তাহাকে কাষ্ঠের ন্যায় জানা যাইবে, এই ব্যাখ্যাও কেহ কেহ করে; কিন্তু সেটা স্থূল ব্যাখ্যা এবং উন্মনী অবস্থা দ্বারা কাষ্ঠবৎ প্রতীত হইতে পারে না বলিয়া বিরোধ ও হয় উন্মনীভাবালম্বী কাষ্ঠের ন্যায় অসাড় হইতে পারে না। অতএব সেরূপ অর্থ করা যায় না। সে উন্মনী অবস্থায় জ্ঞাত হয় যে, সে কাষ্ঠের ন্যায় জীবযুক্ত ব্রহ্ম হইয়া নিবাত নিষ্কম্পদীপবৎ নিশ্চল ভাবেবাস করিতেছ, ॥ ২ ॥

ন মানংনাবমানং চ সংত্যক্ত্বা তু সমাধিনা। অবস্থাত্রয়মন্বেতি ন চিত্তং যোগিনঃ সদা ॥ ৩ ॥

জাগ্রন্নিদ্রাবিনির্ম্মুক্তঃ স্বরূপাবস্থতামিয়াৎ ॥ ৪ ॥

দৃষ্টিঃ স্থিরা যস্য বিনা সদৃশ্যং বায়ুঃ স্থিরো যস্য বিনা প্রয-

---

তথা ন মানং চিত্ত সমুন্নতিং মাময়ং সম্বর্দ্ধয়তীতি; নাপ্যবমানঞ্চ, তথা সম্যক্ ত্যক্ত্বা তু সমাধিনা নাদযোগেন, কিং? অবস্থাত্রয়ং নান্বেতি নানুগতং ভবতি চিত্তং যোগিনঃ সদা সততমেব; নত্ববিদ্যাসংস্কারানুবৃত্ত্যা কচিদপীতি॥ ৩ ॥

স চ তথাভূতো যোগী জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি রহিতঃ স্বরূপাবস্থতাং প্রাপ্নুয়াৎ সম্প্রতীত বিদেহেঽপীতি। ৪ ॥

তদেতৎ পিণ্ডীকৃত্যাপ্রযত্ন লক্ষণমাহ:—দৃষ্টিরিত্যাদি। দৃষ্টিঃ স্থিরা ভবতি বিষয়ান্তর গ্রহণ ব্যাকুলতাং বিহায়, বিনা সদৃশ্যং সহিতং দৃশ্যেন ত্রাটকম্; স্থানং

কেবল তাহাই নহে, সেই সাধক শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, মান, অবমান, ইত্যাদি দ্বন্দ্বসকল পৃথক্ পৃথক্ ভাবে, এবং মিশ্রভাবেও জানিতে পারে না। তদ্ভিন্ন, জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি নামক অবস্থাত্রয়, নাদ যোগের সম্যক্ অবলম্বন করিয়া সম্যক্রূপে পরিত্যাগ করে, এবং যোগীর চিত্ত আর কখনই উক্ত অবস্থাত্রয়ের অনুগত হয় না। ত্যাগ করিয়া আর তাহার অনুগত হয় না বলায় বুঝিতে পারা যাইতেছে, অবিদ্যাসংস্কারের অনুবৃত্তি আর তাহার কখনই হয় না। অবিদ্যাসংস্কারের অনুবৃত্তি স্বীকার কেহ কেহ করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহা যুক্তি যুক্ত হইলেও নাদ যোগীর চরম অবস্থায়, বা উন্মনী অবস্থায় যে অবিদ্যাসংস্কারের বিন্দুমাত্রও অনুবৃত্তি থাকে না, ইহা মন্ত্রে স্বীকার করা হইল। ৩।

সেই সাধক অবিদ্যাসংস্কারের অনুবৃত্তি না হওয়ায় জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি নামক অবস্থাত্রয়ের চিরনির্ম্মোক লাভ করিয়া স্বরূপাবস্থার ভাব প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্মস্বরূপ নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই হয়। ৪ ॥

এই সমস্ত লক্ষণ সংগ্রহ পূর্ব্বক পিণ্ডাকার করিয়া বলিতেছেন; 'দৃষ্টি' ইত্যাদি। যাহাকে আশ্রয় করিলে বিষয়ান্তর গ্রহণে ব্যাকুলতা পরিত্যাগ

ত্বম্। চিত্তং স্থিরং যস্য বিনাবলম্বং স ব্রহ্মতারান্তরনাদরূপ ইত্যুপনিষৎ ॥ ৫ ॥

ওঁ বাঙ্মে মনসীতি শান্তিঃ।

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ৩ ॥

ইতি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥৩॥

ইতি ঋগ্বেদান্তর্গত নাদবিন্দূপনিষৎ সমাপ্তা।

নাসাগ্রাদিকং যস্যোদয়ে, তত্র দর্শনায় হিতং দৃষ্টি স্থৈর্য্যকরমিতি। যস্য চ লাভাৎ বায়ুরপি স্থিরোভবতি, বিনা প্রযত্নং প্রাণায়ামস্য পূরক কুম্ভকরেচকাখ্যস্য, চিত্তমপি স্থিরং ভবতি নিরুদ্ধং যস্য প্রাপ্তৌ বিনাবলম্বং স্থূলমাভোগাদিকম্। সঃ, কঃ? ব্রহ্মতারান্তর নাদরূপঃ ব্রহ্ম প্রণব সংলগ্ননাদ এব ব্রহ্মাভিন্নাত্মরূপ নাদ এবেতি তদুপাসকোঽপি তদা প্রতীয়াদহং ব্রহ্মাস্মীতি। কথম্? নাদেহি স্থূলতরং স্থূলতমং প্রাপ্য তদন্তরেব সূক্ষ্মতমং ব্রহ্মস্বরূপ মনুসন্ধায় প্রতীয়াদহং ব্রহ্মাস্মীতি। তত্ত্বপক্ষ পাতোহি ধিয়াং স্বভাবঃ। সচেদ্বুদ্ধো নিলীনঃ স্যাদহং ব্রহ্মাস্মীত্যনুভবাবসান

রিয়া দৃষ্টি স্থির হয়। যে দৃষ্টি স্থৈর্য্য লাভার্থ দৃষ্টি স্থৈর্য্যকর নাসিকাগ্রাদি স্থানে ত্রাটক করিতে হয়, সেই দৃষ্টিস্থৈর্য্যকর ত্রাটকস্থানের আশ্রয় তীতও স্থিরদৃষ্টি হইয়া থাকে। পূরক, কুম্ভক, রেচক নামক প্রাণা- ম না করিলেও যাহা লাভ হইলে বায়ু আপনা হইতেই আয়ত্ত হয়। স্থূল াভোগাদিরূপ আলম্বন সাধনা ব্যতিরেকেও যাহা পাইলে নিখিল বৃত্তির হিত চিত্ত আপনা হইতেই নিরোধ দশায় চিরতরে উপস্থিত হয়, কখনই ত্যাবর্ত্তন করিতে পারে না। সে কে? না, সে ব্রহ্মতারান্তর নাদরূপ, ব্রহ্ম প্রণব সংলগ্ন নাদ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন আত্মরূপ নাদ সেই হইতেছে ব্রহ্মনাদ যোগ। তাহাতে কি? না, তাহাতে এই যে, সেই ব্রহ্ম নাদের উপাসকও সময় অনুভব করে 'আমি' ব্রহ্ম হইতেছি। কি করিয়া, না, নাদ স্থূলতর স্থূলতম অবস্থার আভোগ লাভ করিয়া তাহার মধ্যে সূক্ষ্মতম ব্রহ্মস্বরূপের নুসন্ধান করিয়া প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে অনুভব করিবে 'আমি ব্রহ্ম হই- তেছি।' ইহা কি করিয়া হয়? না,—বুদ্ধির স্বভাবই এই যে, যাহা প্রকৃত

এব। কপমন্তথা নিলয়ঃ সমাধীয়েত্। তস্মাদহং ব্রহ্মাস্মীত্যনুভবাবসানো নাদযোগ ইতি। বীপ্সোপনিষৎ সমাপ্তি জ্ঞাপিকা। ইতীয়ং উপনিষদ্‌চাং ব্রহ্মবিদ্যেতি বাঙ্মে মনসীতি শান্তিং বিধায় সমাপয়েৎ। ইতি॥ ৫॥

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ॥ ৩॥

সমাপ্তাচ ঋগ্বেদান্তর্গত নাদবিন্দুপনিষদ্‌বৃত্তিরিতি।

তত্ত্ব, তাহাই প্রথমে গ্রহণ করিয়া থাকে; সুতরাং ব্রহ্মাত্মতাই গ্রহণ করিতে অগ্রসর হয়। সেই বুদ্ধির বৃত্তি যদি ব্রহ্মাত্মাকে অবলম্বন করিয়া উত্থিত হয় তবেত তাহা 'অহংব্রহ্মাঽস্মি' ইত্যাকার উদ্বুদ্ধ করিয়াই উত্থিত হইবে, এব স্বয়ং সেই অনুভবে বিলীন হইয়া যাইবে; সুতরাং নাদযোগের 'অহংব্রহ্মাস্মি ইত্যাকার অনুভবই চরম সীমা॥ ৫॥

ইতি তৃতীয় খণ্ড॥ ৩॥

ইতি শ্রীমন্নাদবিন্দু উপনিষদের বঙ্গানুবাদে তৃতীয় অধ্যায়।

সমাপ্ত। নাদবিন্দু উপনিষদও সমাপ্ত॥

ঋগ্বেদীয় তৃতীয় উপনিষৎ॥ ৩॥

॥ ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

ঋগ্বেদীয়-

আত্মপ্রবোধোপনিষৎ।

নারায়ণকৃতদীপিকাসহিতা।

অথ প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ওঁ নমঃ পরমাত্মনে ॥ হরিঃ ওঁ ॥

শ্রীমন্নারায়ণাকারমষ্টাক্ষরমহাশয়ম্। স্বমাত্রানুভবাৎসিদ্ধ-মাত্মবোধং হরিং ভজে। ওঁ বাঙ্মে মনসীতি শান্তিঃ।

ওঁ নমঃ সিদ্ধম্ ॥

সর্ব্বশ্রুত্যর্থসন্দোহ আত্মবোধফলা হ্যসৌ।
আত্মবোধস্যোপনিষদর্থগাথণ্ডবোধিনী ॥

ইয়মষ্টাক্ষরনারায়ণোপনিষদ্ব্যাখ্যানায়াত্মবোধোপনিষদারভ্যতে শ্রুতাপি শ্রুতি-

অথ পুরুষোহবৈ নারায়ণোঽকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়েতি। সর্ব্বাণি নারায়ণা-দেব সমুৎপদ্যন্তে, নারায়ণাৎ প্রবর্ত্তন্তে, নারায়ণে বিলীয়ন্তে। নিত্যো নারায়ণঃ

শ্রুতিমাত্রেই নিজপ্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতিপাদন করিয়া একপ্রকার, না একপ্রকার ফল জন্মাইয়া দেয়; কিন্তু এই উপনিষৎ সেই সকল শ্রুতির ন্যায়

ওঁ নমঃ। প্রত্যগানন্দং ব্রহ্ম পুরুষং প্রণবস্বরূপমকার উকারো মকার ইত্যক্ষরং প্রণবং তমেতদোমিতি। যমিষ্ট্বা মুচ্যতে যোগী জন্মসংসারবন্ধনাৎ।

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যানং ন বিরুদ্ধং মন্ত্রাণামিব ব্রাহ্মণেন। প্রত্যগানন্দমিত্যাদি ইতিশব্দান্তং তত্রত্যগ্রন্থস্য প্রতীকম্। তস্য তাৎপর্য্যং অক্ষরং প্রণবমিতি। যং দৃষ্ট্বেত্যস্যার্থতঃ প্রতীকং যমিষ্ট্বেত্যাদি নারায়ণায়েত্যন্তম্।

শুদ্ধো নারায়ণ একো ন দ্বিতীয়োঽস্তি কশ্চিৎ। তমেতং প্রত্যগানন্দং ব্রহ্ম পুরুষং প্রণবমধীতে। তস্যৈতৎ পদমিত্যুপাসিতব্যম্। ওঁ মিত্যগ্রে ব্যাহরেৎ। নম ইতি পশ্চাৎ। নারায়ণায়েত্যুপরিষ্টাৎ। ওঁ মিত্যেকাক্ষরম্। নম ইতি দ্বে অক্ষরে। নারায়ণায়েতি পঞ্চাক্ষরাণি। এতদ্বৈ নারায়ণস্যাষ্টাক্ষরং পদমিত্যধীয়তে নারায়ণোপনিষদি। তস্যাশ্চত্বারো ভাগাঃ। তেষামাদ্যেন লক্ষণং, দ্বিতীয়েন সমন্বয়ঃ,

---

যে কোন ফল জন্মাইয়া দেয় না। ইহার ফল আত্মবোধ। এই উপনিষৎ অখণ্ডব্রহ্ম মাত্রেরই বোধ জন্মাইয়া দেয়। অখণ্ডব্রহ্ম বোধ জন্মায় বলিয়া নিজেও অখণ্ড উপনিষৎ নামে খ্যাত। সেই জন্য ইহার নাম আত্মবোধোপনিষৎ।*

অষ্টাক্ষর নারায়ণোপনিষদ্ ব্যাখ্যানের জন্য এই আত্মবোধ উপনিষদ আরম্ভ করা হইয়াছে। যেমন মন্ত্র সকলের ব্যাখ্যান করিতে ব্রাহ্মণ গ্রন্থের প্রবৃত্তি দোষাবহ নহে, সেইরূপ আত্মবোধ উপনিষদ্ দ্বারা অষ্টাক্ষর নারায়ণোপনিষদ্ব্যাখ্যাও কোনরূপে বিরোধকর হইতে পারে না।

সৃষ্টির পূর্ব্বে পুরুষরূপে নারায়ণমাত্র ছিলেন। যখন মহাপ্রলয়কালের অবধিকাল পূর্ণ হইয়াছিল, তখন নারায়ণ কামনা করিয়াছিলেন, আমিই বহুরূপে অবস্থান করিয়া প্রজাসকলের সৃষ্টি করিব। অনন্তর নারায়ণ সত্য সঙ্কল্প বলিয়া, যেরূপ কামনা করিয়া ছিলেন, তদনুসারে এই সকল পরিদৃশ্যমান পদার্থ নিচয় নারায়ণের দেহ হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছিল। উৎপন্ন হইয়া নারায়ণের

তৃতীয়েন তৎপদনির্দ্দেশঃ, চতুর্থেনচ ত্রয়ীসংগ্রহঃ কৃতঃ। এবমসৌ কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়া নারায়ণোপনিষদ্। ইমাং ব্যাকুর্ব্বতীয়মাত্মপ্রবোধোপনিষদৃচাং প্রবর্ত্ততে যজুর্ভাগাদভূাদয়াৎ। সৈষা ত্রিধোচ্যতে, ব্রাহ্মণরূপা হ্যাদ্যা, আত্মপ্রবোধরূপা চ দ্বিতীয়া, তৃতীয়াচ ভাবনাতিরোধায়িকা মননরূপেতি ত্রিশিখমিদমৃগ্বেদশিরঃ। পৈঙ্গ্যঃ কল্পঃ প্রায়পাঠাৎ। শান্তিশ্চাস্যা "বাঙ্মে মনসি" ইত্যাদ্যা, বিভাগদর্শনাৎ। সেয়মাত্মপ্রবোধোপনিষৎ প্রবর্ত্ততে প্রত্যগানন্দমিত্যাদি। প্রতীপং অঞ্চতীতি প্রত্যক্ প্রত্যক্ষস্বরূপং অস্মৎপ্রত্যয়গোচরং, স্বরূপতস্ত্বানন্দং ব্রহ্ম ইতি লক্ষণ নির্দ্দেশঃ। লীলয়া তন্মহঃ স্বাবির্ভূতায়াং মায়ায়াং ত্রিগুণায়াং প্রকৃতৌ পুরুষরূপে শয়ানমাচক্ষতে পুরুষমাত্মানমীশ্বরং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতং সর্ব্বকর্ত্তৃ সর্ব্বপাতৃ সর্ব্বসংহর্ত্তৃস্বভাবং প্রণবস্বরূপ মাত্রধ্যায়িনঃ। কর্ত্তব্যানাং বিভাগাদেব ত্রিপাদস্য অকারো বিষ্ণুমূর্ত্তিরিদমিদানীং স্রষ্টব্যমিতি বৃত্তিমান্ প্রথমঃ পাদস্ত্রিমাত্রো বিশ্ব

অনুগ্রহেই জীবিত থাকিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ও হইতেছে। আবার পরিণামে নারায়ণেই যাইয়া বিলীন হইবে। সেই নারায়ণ যদিও এই সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং যদিও তাঁহার সৃষ্টি সমস্তই অনিত্য, তথাপি নারায়ন অনিত্য নহেন, নিত্যই। তাঁহার সৃষ্ট যাহা কিছু, সে সমস্ত যদিও অশুদ্ধ, পাপতাপাদি দোষসিদ্ধ, তথাপি নারায়ণ সেরূপ অশুদ্ধ নহেন, নারায়ণ অপাপবিদ্ধ শুদ্ধ। তাঁহার সৃষ্ট সমস্তই বহু, কিন্তু তিনি বহু নহেন, একই। তাঁহার ন্যায় দ্বিতীয় আর কেহই নাই, বা পরমার্থতঃ সৃষ্টমাত্রেই অলীক বলিয়া নারায়ন অপেক্ষা দ্বিতীয় বস্তু আর কিছুই নাই। আছে যাহা, তাহা এক মাত্র তিনিই। অথর্ব্ববেদের শিরোভাগ সেই নারায়ণকে প্রত্যক্‌রূপে, আনন্দরূপে, ব্রহ্মরূপে, পুরুষরূপে এবং প্রণবরূপে অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। "ওঁ নারায়ণায় নমঃ" এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রে সেই নারায়ণ অবস্থান করিয়া আছেন, সুতরাং ঐ অষ্টাক্ষর মন্ত্র তাঁহার পদ বিবেচনা করিয়া উপাসনা করিবে। নারায়ণের যে পদ, তাহার অগ্রে ওঁকার পাঠ করিবে, তাহার পরে নমঃ শব্দ পাঠ করিবে এবং উপরিভাগে নারায়ণায় পদ পাঠ করিবে। তদ্দারা নারায়ণের পদটি ওঁ নারায়ণায় নমঃ এই রূপ হইবে। ঐ পদের প্রথমে ওঁকার একটি অক্ষর, নমঃ শব্দ দুইটি অক্ষর, আর নারায়ণায় পঞ্চাক্ষর; সাকল্যে নারায়ণের পদটি অষ্টাক্ষর মাত্র। অষ্টাক্ষর নারায়ণোপনিষদে এই

উচ্যতে; উকারো ব্রহ্মমূর্ত্তিরিদমিদানীং পালয়িতব্যমিতি বৃত্তিমান্ দ্বিতীয়ঃ পাদ স্ত্রিমাত্রঃ তৈজস উচ্যতে; মকারো রুদ্রমূর্ত্তিরিদমিদানীং সংহর্ত্তব্যমিতিবৃত্তিমান্ তৃতীয়ঃ পাদ স্ত্রিমাত্রঃ প্রাজ্ঞ উচ্যতে। ইত্যেবং ত্রয়াণামক্ষরাণাং সমাহারস্ত্র্যক্ষরমেকমক্ষরং প্রণবনামানং তমাচক্ষতে; এতদ্ভবতি রূপেণ ওঁমিতি। যদাহ ওঁমিত্যেকাক্ষরমগ্রে ব্যাহরেৎ, নম ইতি দ্বে অক্ষরে পশ্চাৎ; নারায়ণায়েতি পঞ্চাক্ষরাণি উপরিষ্টাৎ ইতি। এতদ্বৈ নারায়ণস্যাষ্টাক্ষরং পদ মুপাসিতব্যম্। যমুক্ত্বা দ্ব্যক্ষরে

প্রকার পাঠ করা হয়। সেই অষ্টাক্ষর নারায়ণ উপনিষদের ভাগ চারিটি তাহার আদ্যভাগ দ্বারা নারায়ণের লক্ষণ করা হইয়াছে; দ্বিতীয় ভাগদ্বারা সেই লক্ষণের সমন্বয় করাহইয়াছে, তৃতীয় ভাগদ্বারা নারায়ণের পদ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; এবং চতুর্থ ভাগদ্বারা বেদত্রয়োক্ত পরমার্থ বিষয়ের সংগ্রহ করিয়া বলা হইয়াছে; সুতরাং চতুর্থভাগের মধ্যে সর্ব্ব বেদার্থই নিগূঢ় আছে। এইরূপে ঐ কৃষ্ণযজুর্ব্বেদান্তর্গত নারায়ণোপনিষৎখানি অধীত হইয়াছে। এই উপনিষদ্‌কে ব্যাখ্যা করিবার জন্য ঋগ্বেদের এই আত্ম প্রবোধোপনিষৎ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যদিও ঋগ্বেদের অপেক্ষা যজুর্ব্বেদ শ্রেষ্ঠ নহে, কিন্তু তথাপি সৃষ্ট্যাদিকালে একমাত্র যজুর্ব্বেদই প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং তাহার বিভাগ করিয়া ঋক্, যজুঃ, সাম, ও অথর্ব্ব নামে চারিটি বেদ পৃথক্ করা হয়, সুতরাং যজুর্ব্বেদীয় উপনিষদের ব্যাখ্যা করায় ঋগ্বেদীয় উপনিষদ কোনরূপ দোষ স্পর্শ করিতে পারে না। সেরূপ যেখানে করা হয়, তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই কীর্ত্তন করা হয়। এই অষ্টাক্ষর নারায়ণোপনিষদের ব্যাখ্যান স্বরূপ এই ঋগ্বেদোক্ত আত্মোপ্রবোধোপনিষদের তিনটি ভাগ আছে;—আদ্যভাগ ব্রাহ্মণরূপ, মধ্যভাগ আত্মপ্রবোধরূপ, এবং উত্তর ভাগ মননরূপ। এই প্রকারে ঋগ্বেদের শিরোভাগ ত্রিশিখ হইয়াছে। এই আত্মপ্রবোধোপনিষৎ খানি পৌঙ্গী শাখার শিরো ভাগ; কারণ, পৈঙ্গি ব্রাহ্মণের শিরোভাগে প্রায় এই প্রকারের পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। এই উপনিষদের আদিতে "ওঁ বাঙ্মে মনসি" ইত্যাদি শান্তি পাঠ করা কর্ত্তব্য, কারণ, শান্তি পাঠ যে স্থলে বিভাগ করা হইয়াছে, সেখানে ঐ শান্তিকেই ঋক বেদের বলিয়া ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এবং সমস্ত ঋক্ উপনিষদ্‌ই ঐ শান্তি মন্ত্রের পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই এই আত্মপ্রবোধোপনিষৎ প্রত্যগানন্দ ব্রহ্মকে অগ্রে পাঠ করিয়া

পঞ্চাক্ষরেচ, যমিষ্ট্বা ওঁ নমো নারায়ণায়েতি এক ভক্তিঃ, যঞ্চ দৃষ্ট্বা একম-
দ্বিতীয়ং, যঞ্চ পরমানন্দ মবধার্য্য, ওঁমায়কায় নারায়ণায়াস্মং প্রত্যয়গোচরমাত্মান

আরব্ধ হইতেছে। নিকটকে লইয়া যিনি থাকেন, তাঁহাকে প্রত্যক্ বলা যায়। যিনি প্রত্যক্ষ স্বরূপ, 'আমি' বলিয়া যে আত্মার প্রত্যক্ষ করা যায়, তিনিই প্রত্যক্। যদিও 'আমি' বলিয়া আত্মা প্রত্যক্ষীকৃত হন, তথাপি স্বরূপতঃ তিনি আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মই। এই হইতেছে নারায়ণের লক্ষণ যে, যিনি 'আমি বলিয়া প্রতিজীবের প্রত্যক্ষীভূত হন, অথচ আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম। অর্থাৎ প্রত্যক্ষাত্মক ভূমানন্দই ব্রহ্ম, বা নারায়ণ সেই প্রত্যক্ষাত্মক ভূমানন্দ নারায়ণ বা ব্রহ্ম লীলাময় বলিয়া নিজের পরিপূর্ণ স্বরূপ হইতে স্বীয় শক্তি যোগমায়ার আবির্ভাব করিয়া, সেই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি দেবীকে বহুরূপে ব্যবস্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হন, এবং পুরুষ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইনিই সেই প্রকৃতির আত্মা রূপে বিরাজ করেন বলিয়া ঈশ্বর হন; ইনিই সেই প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গদর্শী বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ; অন্য সকলেই অপূর্ণ, ইনি পূর্ণ; সুতরাং সমস্ত শক্তি ইহাকেই আশ্রয় করিয়া কার্য্যকরী হয় বলিয়া ইনিই সর্ব্বশক্তি; ইনিই প্রকৃতির সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া জগতের পালন করেন বলিয়া অকার বাচ্য বিষ্ণু সর্ব্বপাতা, রজোগুণ অবলম্বন করিয়া জগতের সৃষ্টি করেন বলিয়া উকারবাচ্য ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, এবং তমোগুণ অবলম্বন করিয়া জগতের সংহার করেন বলিয়া মকার বাচ্য সর্ব্বসংহর্ত্তা মহেশ্বর অতএব উক্তগুণ ত্রয়ের মিলিত ভাবে গ্রহণ করিয়া নারাণই ওঁঙ্কার বা প্রণবরূপী। ধ্যায়ীগণ নারায়ণকে এই প্রকারেরই বলিয়া থাকেন। নারায়ণই পরমেশ্বর। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি তাঁহার দেহ। অতএব নারায়ণ গুণের বিভাগ অনুসারে কর্ত্তব্য সকলের বিভাগ করিয়া ত্রিপাৎ, বা ত্রিশীর্ষ, বা ত্রিমাত্র ও হইয়া থাকেন। যখন নারায়ণ সত্ত্বগুণাবলম্বী হন, তখন সেই গুণের বৃত্তি অনুসারে এখন এই সকলের পালন করিতে হইবে, ইত্যাকার বৃত্তির পোষণ করিয়া, মাত্রাত্রয় সমন্বিত অকার বাচ্য বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রথম পাদে অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বনামে অভিহিত হন। যখন রজোগুণাবলম্বী হন, তখন সেই গুণের বৃত্তি অনুসারে এখন এই সকলের সৃষ্টি করিতে হইবে, ইত্যাকার বৃত্তির পোষণ করিয়া মাত্রাত্রয় সমন্বিত উকার বাচ্য ব্রহ্মমূর্ত্তি দ্বিতীয় পাদে অবতীর্ণ হইয়া তৈজস, বা জীবনামে অভিহিত হন। আবার যখন

মিমং নম ইতি ব্রহ্মাত্মত্বং সম্পাদ্য শালগ্রামশিলায়াং তুলসীদলবৎ, মুচ্যতে যোগী জন্ম সংসার বন্ধনাৎ।

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ॥ ১॥

তমোগুণাবলম্বী হন, তখন সেই গুণের বৃত্তি অনুসারে এখন এই সকলের সংহার কিরিতে হইবে, ইত্যাকার বৃত্তির পোষণ করিয়া মাত্রাত্রয় সমন্বিত মকার বাচ্য রুদ্রমূর্ত্তি তৃতীয় পাদে অবতীর্ণ হইয়া প্রাজ্ঞনামে কথিত হইয়া থাকেন। এইরূপে যে খানে উক্ত গুণত্রয়ের, বৃত্তিত্রয়ের, মূর্ত্তিত্রয়ের, মাত্রা ত্রয়ের, পাদত্রয়ের, ও অক্ষরত্রয়ের সমাহার হইয়াছে, সেইরূপ যেখানে অবস্থা-ত্রয়ের কালত্রয়ের ও দেহত্রয়ের সমাহার হইয়াছে, তিনিই ত্র্যক্ষর, বা একাক্ষর প্রণব নামে উক্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাকেই প্রণব নামে আচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন। এই প্রণবেরই প্রকাশিত রূপ ওঁম্। যে প্রণবকে অবলম্বন করিয়া বলা হইয়াছে, ওঁম্ এই একাক্ষরটি অগ্রে ব্যাহারিত করিবে, নমঃ এই দুই অক্ষর পরে, এবং নারায়ণায় এই পঞ্চাক্ষর উপরিষ্টাৎ পাঠ করিবে, আরও বলা হইয়াছে, এই হইল নারায়ণের অষ্টাক্ষর পদ; এটির উপাসনা করিবে। অতএব যে প্রণবকে দ্ব্যক্ষর ও পঞ্চাক্ষরে দিয়া পাঠ করিয়া একাগ্র ভক্তি সহকারে ওঁ নমো নারায়ণায়, এই মন্ত্রে যাঁহার পূজা করিয়া, বা ভজন করিয়া, যে এক ও অদ্বিতীয় বস্তুকে দেখিয়া 'উনিত আমিই' ইত্যাকার অনুভব করিয়া, যাঁহাকে পরমানন্দরূপে অবধারিত করিয়া ওঁঙ্কারাত্মক নারায়ণের উদ্দেশে 'আমি' এই জ্ঞান, ও এই জ্ঞানের বিষয়ে যে প্রত্যক্ষ স্বরূপ আমার এই আমি আত্মা, সে আমাকে আমি সমর্পণ করি, এইভাবে, যেন শালগ্রাম শিলায় তুলসীদল সমর্পণ করা যায়, সেইরূপ ঐ নারায়ণকে ঐ মন্ত্রে আত্ম সমর্পণ করিয়া যোগানুষ্ঠান কারী সাধক জীব ব্রহ্মের একতা দর্শন পূর্ব্বক জন্ম ও সংসাররূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হয়।

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ॥ ১॥

ওঁ নমো নারায়ণায় শঙ্খচক্রগদাধরায়। তস্মাদোং নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রোপাসকো বৈকুণ্ঠং ভগবল্লোকং গমিষ্যতি।

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ॥ ২॥

নারায়ণায়েত্যুক্তস্য নারায়ণস্য ধ্যানায় স্বরূপকথনং শঙ্খচক্রগদাধরায়েতি। তস্মাদ্‌যৎ ইতি পুরস্কারেণ ওঁ নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রোপাসক ইত্যস্যো-ত্তরেণান্বয়ং দর্শয়তি ওঁ নম ইত্যাদি। বৈকুণ্ঠপদব্যাখ্যানং ভগবল্লোকমিতি। গমিষ্যতীত্যপপাঠ ইত্যাহ গমিষ্যতীতি।

সূচিতং সম্পাত্তে রূপমাহ,—ওঁ নমো নারায়ণায় শঙ্খচক্রগদাধরায় ইতি। যদাহ বিষ্ণুসংহিতায়াং যজ্ঞ বরাহনামা ভগবান বিষ্ণুঃ,—এবং পুরুষধ্যানমারভেত॥ ৮॥ অত্রাপ্যসমর্থঃ স্বহৃদয় পদ্মস্যাবাঙ্মুখস্য মধ্যে দীপবৎ পুরুষং ধ্যায়েৎ॥৯॥ তত্রাপ্যসমর্থো ভগবন্তং বাসুদেবং কিরীটিনং কুণ্ডলিন মঙ্গদিনং শ্রীবৎসাঙ্কং বনমালা-বিভূষিতোরস্কং সৌম্যরূপং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরং চরণমধ্যগতভূবং

এই যে নারায়ণে আত্ম সমর্পণ করিবার কথা বলা হইল, ইহা অবশ্য নিরাকার নারায়ণে নহে, কারণ, নিরাকার নারায়ণ ধ্যেয় হইতে পারেন না। যাঁহার ধ্যান করিতে হইবে, তাঁহার কোনরূপ আকার থাকা আবশ্যক। যাহার আকার নাই, তাহার কোন্ রূপের ধ্যান হইবে? সুতরাং 'যমুক্ত্বা মুচ্যতে' যাঁহাকে উচ্চারণ করিয়া মুক্ত হয় বলায় নারায়ণের ধ্যেয় রূপ আছে, ইহা সূচিত করা হইয়াছে। সেই উপাস্যরূপ কি, তাহা বলিতেছেন "ওঁ নমো নারায়ণায় শঙ্খ চক্র গদাধরায়।" ইতি

পৃথিবী প্রলয় পয়োধিজলে নিমগ্ন হইয়াছিল। ভগবান্ বিষ্ণু যজ্ঞবরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পৃথিবীকে সেই রসাতল তল হইতে উদ্ধার করিয়া যথাকর্ত্তব্য বিভাগ সম্পাদন পূর্ব্বক অন্তর্হিত হন। তখন পৃথিবীর চিন্তা হইল কি করিয়া 'আমি বিস্তৃত হইব।' অনন্তর পৃথিবী ষোড়শী স্ত্রী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কশ্যপের নিকট যান। কশ্যপ ক্ষীরোদসাগরে বিষ্ণুর নিকট পৃথিবীকে পাঠান। পৃথিবী ক্ষীরোদসাগরে যাইয়া মনোগত ভাব ব্যক্ত করিলে, পৃথিবীর বিধারক ধর্ম্মকে

ধ্যায়েৎ॥ ১০॥ যদ্ধ্যায়তি তদাপ্নোতি ধ্যানগুহ্যম্॥ ১১॥ তস্মাৎ সর্ব্বমেব ক্ষরং ত্যক্ত্বা অক্ষরমেবধ্যায়েৎ॥ ১২॥ নচ পুরুষং বিনা কিঞ্চিদপ্যক্ষর মস্তি॥ ১৩। তং প্রাপ্য মুক্তো ভবতি॥ ১৪॥

পুরমাক্রম্য সকলং শেতে যস্মান্মহাপ্রভুঃ।
তস্মাৎ পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে তত্ত্বচিন্তকৈঃ॥
প্রপ্রাত্রাপররাত্রেষু যোগী নিত্য মতন্দ্রিতঃ।

সৃষ্টি করিয়া, ধর্ম্মের আকার পৃথিবীকে শ্রবণ করান এই খানিই বিষ্ণুসংহিতা। ইহার সপ্তনবতিতম অধ্যায়ে ভগবান্ আদেশ করিতেছেন,—

যদি নিরাকারে লক্ষ্যবদ্ধ করিতে না পারে, তবে পৃথিবী, অপ্, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, মনঃ, বুদ্ধি বা মহানাত্মা, অব্যক্ত, বা প্রকৃতি ও পুরুষের পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুলির ধ্যান করিয়া তাহাতে লক্ষ্যস্থির হইলে, সে গুলি পরিত্যাগ করিয়া অপর অপর গুলির ধ্যান করিবে। এইরূপ পুরুষের ধ্যানে উপস্থিত হইয়া কেবল পুরুষধ্যানই আরম্ভ করিবে। এই প্রকার ধ্যান করিতে অসমর্থ হইলে, অধোমুখে লম্বিত নিজের হৃদয় পদ্মের মধ্যে অবস্থিত দীপকলিকার পুরুষের ধ্যান করিবে। তাহাতে অসমর্থ হইলে, ভগবান্ বাসুদেবের ধ্যান করিবে। এই প্রকারে ভগবান্ বাসুদেবকে ধ্যান করিবে,—তিনি কিরীটধারী, মনিকুণ্ডল মণ্ডিত কর্ণযুগল, অঙ্গদধারী, হৃদয়ে শ্রীবৎসপদচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়দেশ বনমালা দ্বারা বিভূষিত সৌম্যরূপ দেখিলেই যেন নয়ন দ্বয় আকর্ষণ করে। চতুর্ভুজে শঙ্খ, চক্র, গদা পদ্ম ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার চরণ মধ্যে পৃথিবী অবস্থিত। এই প্রকার রূপের ধ্যান করিবে। যেরূপ ধ্যান করিবে, সেই রূপেই প্রাপ্ত হইবে, ইহা ধ্যান রহস্য। অতএব সকল ক্ষর পদার্থ ত্যাগ করিয়া অক্ষরেরই ধ্যান করিবে। অবশ্য পুরুষব্যতিরেকে অন্য কিছু অক্ষর নাই। তাঁহাকে পাইয়া মুক্ত হইবে। তিনি পুরুষ কি করিয়া? না, মহাপ্রভু পরমাত্মা পুরুষ, অর্থাৎ বহুরূপধারী সকল পদার্থ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাতে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই জন্য তত্ত্ব চিন্তক গণ তাঁহাকে পুরুষ এই নামে অভিহিত করেন।

ব্রহ্মার প্রাগ্রাত্রি জগতের প্রথম প্রলয়; এরূপ বহু ব্রহ্মার অপর বা শেষ রাত্রি জগতের শেষ প্রলয়; এরূপ বহু ব্রহ্মার বহু প্রাগ্রাত্র ও অপর রাত্রে ও

ধ্যায়তে পুরুষং বিষ্ণুং নির্গুণং পঞ্চবিংশকম্ ॥
তস্মাদ্ধ্যানমগম্যঞ্চ সর্ব্বতত্ত্ববিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৭ ॥
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেবচ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থঞ্চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৮ ॥
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিবচ স্থিতম্।
ভূতভব্যভবদ্রূপং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৯ ॥
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্ ॥ ২০ ॥
ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্তঃ এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ২১ ॥

যিনি নিত্য বর্ত্তমান, যে পুরুষ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের পরস্থিত পঞ্চবিংশক, নির্গুণ ও সর্ব্বব্যাপী, যোগী তন্দ্রামাত্রও পরিত্যাগ করিয়া নিরলসভাবে তাহার ধ্যান করিয়া থাকে। তিনি সাংখ্যপ্রোক্ত তত্ত্বস্বরূপ হইলেও অন্যতত্ত্বের ন্যায় জ্ঞেয় নহেন। তাঁহাতে কোনরূপ তত্ত্বই নাই, তত্ত্বসকল প্রকৃতিরই অন্তর্গত। তিনি নিজে নির্গুণ, অথচ ব্যবহার কালে গুণের ভোক্তা তিনি। তিনি সর্ব্ব-ভূতের বাহ্য ও অভ্যন্তর ভাগে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। তিনিই লীলার্থ স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক এই বিশ্বপ্রবঞ্চরূপে বিবর্ত্তিত। তিনি সূক্ষ্ম বলিয়াই অবিজ্ঞেয় নাই বলিয়া নহে। তিনি অজ্ঞের পক্ষে দূরস্থ; কিন্তু জ্ঞানীর পক্ষে তিনি নিকটে এত নিকটে যে, সে আমিই। তিনি ভূতসকলের সহিত অবিভক্ত ভাবে আবার যেন বিভক্তভাবেই অবস্থিত। যাহা কিছু ভূত অতীত, যাহা কিছু ভবিষ্য, এবং যাহা কিছু বর্ত্তমান, সে সকলরূপে তিনি অবস্থিত। তিনি এই বিশ্বের সংহর্ত্তা বলিয়া গ্রসিষ্ণু এবং ইহার উৎপত্ত্যাদিবিষয়ে প্রভাবশালী বলিয়া প্রভবিষ্ণু। সূর্য্যাদি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের তিনিই জ্যোতিঃ। তমোর পরে তিনিই—অজ্ঞানান্ধকারের অবসানে তিনিই জ্ঞান ভাস্কর। তিনিই জ্ঞান স্বরূপ, তিনিই আবার জ্ঞেয় প্রপঞ্চস্বরূপ, তথাপি তিনি চক্ষুরাদি গম্য নহেন, এক মাত্র জ্ঞানগম্য। তিনিই সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। এইরূপ ক্ষেত্র, জ্ঞান, ও জ্ঞেয় সংক্ষেপে উক্ত হইল। যে মদ্ভক্ত—'আমি' বলিয়া যে আত্মার

উবাচ বসুমতী, "ভগবংস্তৎ সমীপে সততমেবং চত্বারি মহাভূতানি কৃতালয়ানি। আকাশঃ শঙ্খরূপী, বায়ুশ্চক্ররূপী, তেজশ্চ গদারূপী, অম্ভোঽম্ভোরুহরূপি, অহমপ্যনেনৈবরূপেণ ভগবৎপাদমধ্যবর্ত্তিনী ভবিতুমিচ্ছামি। ইত্যেবমুক্তো ভগবাং স্তথেত্যুবাচ। বসুধাপি লব্ধকামা তথা চক্রে;" ইতি। তথাচ ভূতভৌতিকং স্থাবরজঙ্গমাত্মকং জগদেব লীলয়াঽচিন্ত্যশক্ত্যা ধারয়তি য স্তদ্রূপ এব সন্ মায়াবীবেন্দ্রজালক্ষেত্রে, তস্মৈ ওঁমাত্মকায় নারায়ণায়াস্মৎপ্রত্যয়গোচরং স্বমাত্মানমিমং নম ইতি। যো হ্যেবং যজতে ভগবন্তং নারায়ণং, স হ্যেবং যজ্বা যোগী জন্মনঃ সংসারাচ্চ পুনঃ পুনরাবর্ত্তনাদ্বন্ধনাখ্যান্মুচ্যতে, পুনরাবৃত্তিলক্ষণং বন্ধনং মুক্ত্বা নারায়ন এব ভবতী-

---

প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, সে আত্মা আমিই, সুতরাং যে পুরুষভক্তি স্থির করিতে পারিবে, সে মুক্ত হইয়া এই ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় পদার্থচয় বিশেষরূপে জানিয়া আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। মদ্ভাবে উপপন্ন হয়—ঈশ্বর হইয়া যায়।

ইহাতে দ্বিবিধ উপাসনার কথা উক্ত হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া বসুমতী বলিলেন,—হে ভগবান্? আপনার নিকটে মহাভূত চতুষ্টয় সর্ব্বদাই বাস করিতেছে। আকাশ শঙ্খরূপী, বায়ু চক্ররূপী, তেজঃ গদারূপী, এবং অম্ভো বা অপ্ অব্জ বা পদ্মরূপী হইয়া; সুতরাং আমিও এইরূপে আপনার পাদমধ্যবর্ত্তিনী হইতে ইচ্ছা করি। পৃথিবী কর্ত্তৃক ভগবান্ এইরূপে কথিত হইয়া বলিয়াছিলেন তথাস্তু। বসুধাও লব্ধকামা হইয়া ভগবানের পদমধ্যবর্ত্তিনী হইয়াছিল।

তাহা হইলে 'শঙ্খচক্রগদাধরায়' শব্দের অর্থ এই হইতেছে যে, অচিন্ত্য শক্তি সম্পন্ন লীলার জন্য যিনি ভূতগণ, ও তজ্জাত ভৌতিকগণকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। মায়াবী যেন ইন্দ্রজাল প্রদর্শন ক্ষেত্রে মায়া প্রদর্শিত বস্তুনিচয়কে ধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ যিনি নিজ লীলার্থ এই বিশ্বপ্রপঞ্চকে লীলাক্ষেত্রে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, সেই প্রণবাত্মক নারায়ণ পুরুষের উদ্দেশে 'আমি' বলিয়া যে প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান হয়, এবং সেই জ্ঞানে যে প্রত্যক্ষাত্মক আত্মা ভাসমান হন, সেই জ্ঞানও সেই আমার আমাকে সমর্পণ করি। নারায়ণ আমিই। যে এইরূপে ভগবান্ নারায়ণের যজন করে এইরূপ যাগকারী সেই যোগী জন্ম ও সংসার নামক বন্ধন হইতে মুক্ত হয়; সে পুনরাবৃত্তি লক্ষণ

ত্যাহ,—"য এবং বেদ, স বিষ্ণুরেব ভবতী"তি। "অনপব্রুবঃ সর্ব্বমায়ুরেতি। বিন্দতে প্রাজাপত্যং, রায়স্পোষং, গৌপত্যং, ততোঽমৃতত্বমশ্নুতে।" ইতি। তদেব মুপসংহরন্নাহ,—তস্মাদিতি। যস্মাৎ সম্পত্ত্যাঽপি যোগী মুচ্যতে, তস্মাদোঁং নমো নারায়নায়েতি মন্ত্রস্যাষ্টাক্ষরস্যোপাসকো বৈকুণ্ঠ ভুবনং, যত্র কুণ্ঠা সঙ্কোচঃ সর্ব্বথা বিগতা ভবতি, তদ্ধি স্বার্থপ্রত্যয়াদ্—বৈকুণ্ঠঃ ভবনং ভগবল্লোকং গমিষ্যতি।

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া নারায়ণই হয় ইহা উক্ত হইয়াছে,—এইরূপে জানে, সে বিষ্ণুই হয়। যে আত্মার অপহ্নব না করে, আত্মাকে নারায়নই বলে, সে সর্ব্ব আয়ুঃ প্রাপ্ত হয়—অমর হয়। প্রজাপত্য পদ লাভ করে। সর্ব্ববিধ ধনসম্পত্তির অধিকারী হয়। সে ত্রিলোকী পতির পদ পায়। তারপর অমৃতভাব যে ব্রহ্মানন্দ, তাহা লাভকরে। এই উপাসনার উপসংহার করিয়া বলিতেছেন;—তস্মাদিতি। যে হেতু জ্ঞানযোগে নারায়ণে অভিন্ন ভাবে মিলিতে পারিলে নির্ব্বাণমুক্তির অধিকারী হইতে পারে, সেই হেতু যে ওঁনমো নারায়নায় এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রের উপাসনা করে, সে উপাসক বৈকুণ্ঠ নামক ভগবানের নিবাসে গমন করে। যে স্থলে যাইলে সর্ব্বথা সঙ্কোচ ভাব অপগত হয়, তাহাকে বৈকুণ্ঠ বলে। বিকুণ্ঠা শব্দের উত্তর স্বার্থে অন্ প্রত্যয় করিয়া বৈকুণ্ঠপদসিদ্ধ হইয়াছে। তদ্দ্বারা বুঝিতে পারাযাইতেছে,—লৌকিক সুখাদি কাহাকেও অপেক্ষা করিয়া উৎপন্ন হয়; কিন্তু তথায় যে নিত্যানন্দ ভোগ করা যায়, তাহা অহৈতুক স্বতঃসিদ্ধ অক্ষর।

ইতি দ্বিতীয় খণ্ড ॥ ২ ॥

অথ যদিদং পুরং ব্রহ্মপুরমিদং পুণ্ডরীকং বেশ্ম। তস্য য আত্মা হেমপুণ্ডরীকমধ্যে তস্মাৎকারণরূপং বোধস্বরূপং বিজ্ঞানঘনম্। তস্মাত্তড়িদাভমাত্রং দীপবৎপ্রকাশঃ।

তদিদমিত্যাদের্ব্যাখ্যানং অথ যদিদমিতি। পুরং নাম ব্রহ্মপুরং পুণ্ডরীকং নাম বেশ্ম। বিজ্ঞানঘনমিত্যস্য ব্যাখ্যানং তস্য য ইত্যাদি। তস্মাদাত্মনো যৎকারণরূপং কারণাবস্থা কারণতাপত্তিঃ স বিজ্ঞানঘনং নামেত্যর্থঃ।তস্মাত্তড়িদাভমাত্রমিতি প্রতীকঃ তস্য ব্যাখ্যানং দীপবৎপ্রকাশ ইতি।

তত্ত্বং জ্ঞা,মসমর্থস্য সূক্ষ্মোপায় উচ্যতে;—অথেত্যাদি। উপাসনান্তরমধিকৃতং বেদিতব্যম। আম্নায়তে চ;—

"দহ্রং বিপাপং পরমেশ্মভূতং যৎপুণ্ডরীকং পুরমধ্য সংস্থম্।
তত্রাপি দহ্রং গগনং বিশোক স্তস্মিন্ যদন্তস্তদুপাসিতব্যম্।" ইতি
(নাঃ উঃ—১০ প্রং, ১২ অনুবাং।)

অতো বিজ্ঞায়তে,—যদিদং পুণ্ডরীক মষ্ঠদলমস্তি, দহ্রং দহরমল্পং বিপাপং

ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানে অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে সূক্ষ্ম উপায় বলা যাইতেছে,—অথেত্যাদি। অথশব্দের অর্থ অধিকার। এখন অন্যবিধ উপাসনার অধিকার করা যাইতেছে, এই অথশব্দের অর্থ। অথশব্দের অর্থ আনন্তর্য্য বলা যায় না। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত উপাসনা করিয়া পরে এই প্রকারে উপাসনা করিবে; সুতরাং অষ্টাক্ষরোপসনান্তর পুণ্ডরীক পুরুষোপাসনা বলা যাইতেছে, এই প্রকার অর্থ হইতে পারে না; কারণ, অষ্টাক্ষর নারায়ণোপাসনার সহিত পুণ্ডরীক পুরুষোপাসনার কোনই আনন্তর্য্যভাব নাই ভগবান্ বিষ্ণুও পুণ্ডরীক পুরুষোপাসনায় অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষেই অষ্টাক্ষর নারায়ণোপাসনার কথা বলিয়া সে সন্দেহ ভঞ্জন করিয়াছেন। তদ্দ্বারা উপনিষদে যদিও উপাসনার পৌর্ব্বাপর্য্য উল্লিখিত হয় নাই, তথাপি উক্ত বিষ্ণুবাক্য দ্বারা তথাবিধ পৌর্ব্বাপর্য্য স্বীকার করিতে হইবে। অতএব অথশব্দের আনন্তর্য্য অর্থ করা বিধিবিগর্হিত; কিন্তু উপাসনান্তরের অধিকারার্থ অথশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা বলাই ন্যায় ও যুক্তি সঙ্গত।

বিশুদ্ধং শরীর সম্বন্ধি দোষৈরপরামৃষ্টং, পরস্যাঽঽত্মনো বেশ্মভূতং ছান্দসং বেশ্ম-ভূতং গৃহভূতং, সর্ব্বদা তত্রোপলভ্যত্বাৎ; পুরস্য শরীরস্য মধ্যে সংস্থিতং রাজ্ঞইব পুরমধ্যে প্রাসাদঃ; তথাপি দহরে পুণ্ডরীকে দহ্রং দহরং সূক্ষ্মং গগনমাকাশবদ-মূর্ত্তং ব্রহ্মরূপ মস্তি। ব্রহ্মণঃ সর্ব্বগতত্বেঽপি ঘটাকাশবৎ পুণ্ডরীক স্থানাপেক্ষয়া দহ্রত্ব মুপচর্য্যতে। তথাহুক্তম্ বিজিজ্ঞাসিতব্যম্।" ইতি অস্য চ দহরাকাশস্য ব্রহ্মত্বং দহরাধিকরণে মীমাংসিতম্। অতএব বিশোকঃ শোকরহিতং গগনশব্দ-বাচ্যং ব্রহ্ম। এবং সতি তস্মিন্ পুণ্ডরীকে হস্তর্মধ্যে যদ্ ব্রহ্মতত্ত্বমস্তি, তদুপাসিত-

ভগবান্ বিষ্ণু বলিয়াছেন,—তাহাতেও অসমর্থ হইলে অধোমুখে লম্বমান নিজ হৃদয় পদ্মের মধ্যে দীপকলিকাবৎ পুরুষের ধ্যান করিবে। তদ্ভিন্ন তৈত্তি-রীয়ারণ্যকের দশম প্রপাঠকে দ্বাদশানুবাকে যাহা উক্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারাও জানা যায়,—এই যে অষ্টদল পুণ্ডরীক আছে, এই অল্প ছোট; বিশুদ্ধ, শরীর সম্বন্ধি দোষে লিপ্ত নহে, এটি পর আত্মার বেশ্মভূত গৃহভূত, কারণ, তথায় সর্ব্বদা পরাত্মাকে উপলব্ধি করা যাইতে পারে। সেটি পুরের মধ্যে শরীরের মধ্যে সংস্থিত, যেমন রাজার প্রাসাদ পুরের মধ্যে থাকে, সেইরূপ দেহপুরের মধ্যে হৃদয় পুণ্ডরীক, তন্মধ্যে আত্মার নিবাস। সেই ক্ষুদ্র (দহর) পুণ্ডরীককে (দহর) সূক্ষ্ম গগন আকাশবৎ অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মরূপ আছে। যদিও ব্রহ্ম সর্ব্বগত, তথাপি ঘটাদি উপাধি অপেক্ষায় যেমন আকাশের ক্ষুদ্রত্বাদি ব্যবহার করা হয়, সেইরূপ ঐ পুণ্ডরীকস্থানাপেক্ষায় ব্রহ্মকেও দহর, বা ক্ষুদ্ররূপে কল্পনা করিয়া বলা যায়। অন্য শাখায়ও উক্ত হইয়াছে;—এই ব্রহ্মপুরে এই যে দহর (ক্ষুদ্র) পুণ্ডরীক নামে গৃহ আছে, ইহার মধ্যে দহর (ক্ষুদ্র) আকাশ আছে। সেই দহর পুণ্ডরীকের মধ্যে যাহা আছে, তাহারই অন্বেষণ করা উচিত, জিজ্ঞাসা করিতে হইলে তাহাই জিজ্ঞাসা করিতে হয়। এই দহরাকাশ, বা এই সূক্ষ্মাকাশই ব্রহ্ম, ইহা উত্তর মীমাংসারদহরাধিকরণে মীমাংসিত হইয়াছে। অতএব সেই গগনশব্দ বাচ্য ব্রহ্ম বিশোক শোক-রহিত। এই উক্তি দ্বারা বস্তু নির্দ্দিষ্ট হইলে সেই পুণ্ডরীকের মধ্যে যে ব্রহ্মতত্ত্ব আছে, তাহার উপাসনা করা কর্ত্তব্য। এই কথাই এই তৃতীয় খণ্ডে সংক্ষেপে বলা হইতেছে। অষ্টাক্ষর নারায়ণোপনিষদে আম্নাত হইয়াছে,—"তদিদং পুরং পুণ্ডরীকম্।" তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন,—

ব্যম্। তদেতদাহ,—'তদিদং পুরং পুণ্ডরীকমিতি। তদ্ব্যাচষ্টে,—যদিদং পুরমিতি। পুরং ব্রহ্মপুরং, ইদং পুণ্ডরীকং বেশ্মভূতং গৃহভূতং ব্রহ্মণ ইতি। তস্য ব্রহ্মপুরস্য য আত্মা প্রভুশক্ত্যা ব্যাপকঃ, স উপাসনীয়ঃ। তস্মিন্ যদন্তস্তদুপাসিতব্যমিত্যুক্তেঃ; আত্মা কস্মাৎ? আপ্নোতেঃ। আগমোঽপ্যত্র ভবতি;—

"পদ্মকোশপ্রতীকাশং হৃদয়ঞ্চাপ্যধোমুখম্।
অধোনিষ্ট্যা বিতস্ত্যান্তে নাভ্যামুপরি তিষ্ঠতি।
জ্বালামালাকুলং ভাতী বিশ্বস্যায়তনং মহৎ॥
সন্ততং শিলাভিস্তু লম্বত্যাকোশ সন্নিভম্।
তস্যান্তে সুষিরং সূক্ষ্মং তস্মিন্ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥" ইতি।

তৈঃ আরণ্যকম্
(১০ প্রঃ, ১৩ অনুবাং)

যথা অষ্টদলকমলস্য কোশোমধ্যচ্ছিদ্রং, তৎ সদৃশং; তচ্চ হৃদয়শব্দবাচ্যম্। লৌকিকং পদ্মমূর্দ্ধমুখং, হৃদয় পদ্মং ত্বধোমুখমিতি বিশেষঃ। নিষ্টিগ্রীবাবন্ধঃ, তস্যা অধস্তাদ্বর্ত্ততে। তত্রাপি নাভ্যামুপরি নাভিদেশস্য ঊর্দ্ধভাগে বিতস্ত্যান্তে দ্বাদশাঙ্গুলপরিমিতা বিতস্তিঃ। তস্যা অন্তে ঽবসানভূতে এবংবিধ প্রদেশে পূর্ব্বোক্তং যদ্ হৃদয় পুণ্ডরীকং তিষ্ঠতি, তত্র মহৎ ভাতী ভাতি, দীর্ঘশ্চান্দসঃ,

---

'যদিদং পুরমিতি। পুরশব্দে ব্রহ্মপুর. এই পুণ্ডরীক বেশ্ম, বেশ্মভূত, ব্রহ্মের গৃহভূত। সেই ব্রহ্মপুরের যে আত্মা প্রভুশক্তি দ্বারা ব্যাপিয়া আছেন, তিনি উপাসনীয়। অন্যশ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে যাহা, তাহা উপাসিতব্য। তাহা আত্মা। আত্মা কি করিয়া? না, তিনি যে তাহা প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, সেই জন্য তিনি সেই পুরের প্রভু আত্মা। এবিষয়ে আগম বাক্যই প্রমাণ আগমে অম্নাত হইয়াছে,—যেমন অষ্টদল কমলের কোশ মধ্যে ছিদ্রবিশিষ্ট, সেইরূপ হৃদয়ের মধ্যেও ছিদ্র আছে। সেটি হৃদয় শব্দ বাচ্য। লৌকিক পদ্ম ঊর্দ্ধমুখ কিন্তু হৃদয় পদ্ম অধোমুখ, এই বিশেষ। নির্দ্দিষ্ট শব্দে গ্রীবাবদ্ধ। তাহার অধোভাগে ঐ হৃদয় পদ্ম আছে। গ্রীবাবদ্ধের নিম্নভাগে হইলেও নাভির ঊর্দ্ধভাগে দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত স্থানের শেষভাগে এবং বিধ প্রদেশে পূর্ব্বোক্ত যে হৃদয় পুণ্ডরীক আছে, তাহাতে মহৎ ব্রহ্ম দীপ্তি পাইতেছেন। এই ভাতীপদের ঈকার বৈদিক নিয়মানুসারে হইয়াছে।

তৎ বিশ্বস্যায়তনমাধার ভূতম্। জ্বালামালাভিঃ প্রকাশ পরম্পরাভিস্তদেবাকুলং যুক্তম্। আকোশঃ পদ্মমুকুলং, তৎসন্নিভম্, হৃদয়কমলং লম্বাতি শরীর মধ্যেঽধো-মুখত্বেন লম্বতে। তচ্চ শিরাভিঃ নাড়ীভিঃ সন্ততঃ ব্যাপ্তম্। "শতঞ্চৈকা হৃদয়স্য নাড্যঃ" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। তস্য জ্বালামালাকুলস্যাতএব হেমপুণ্ডরীকস্য মধ্যে যৎ সূক্ষ্মং সুধিরং ছিদ্রং সুষুম্নানাড়ীনালং তিষ্ঠতি, তস্মিন্ সুধিরে সর্ব্বমিদং জগৎ প্রতিষ্ঠিত মাশ্রিতম্। তত্র মনসি প্রবিষ্টে সতি সর্ব্বজগদাধারস্য ব্রহ্মণোঽভিব্যজ্যমানত্বাৎ। যস্মাত্তৎ সর্ব্বজগৎ প্রতিষ্ঠা, তস্মাত্তং কারণরূপং সর্ব্বজগদুৎপত্তিহেতু ভূতম্। তটস্থমিদং তস্য লক্ষণম্। বোধস্বরূপমিতি স্বরূপ লক্ষণম্। এতেন ব্যাকৃতং বিজ্ঞানঘনম্। যথা হি সৈন্ধবঘনমন্তর্বাহিশ্চ লবণরস মেকরসং, তদিব বিজ্ঞানঘনং বিজ্ঞানৈকরস মিত্যর্থঃ। তস্যাপি সুষুম্না নালস্য মধ্যে মহানগ্নির্যস্য বহ্ময়স্তির্য্যগূর্দ্ধমধশ্চ সন্ততাঃ, যশ্চাপাদতলমস্তকঃ স্বং দেহং সন্তাপয়তি, তস্য মধ্যে

সেই মহৎই বিশ্বের আয়তন প্রপঞ্চের আধারস্বরূপ। তাহা জ্বালা মালা দ্বারা আকুল, প্রকাশ পরম্পরাদ্বারা যুক্ত। শরীরের মধ্যে পদ্ম মুকুলের ন্যায় হৃদয় কমল অধোমুখ ভাবে বিলম্বিত হইয়া রহিয়াছে। সেই হৃদয় কমল শিরাসকল দ্বারা পরিব্যাপ্ত, হৃদয়ের নাড়ী একশত একটি, এইরূপ অন্যত্র কথিত হইয়াছে। জ্বালামালাকুল, অতএব দেখিতে হেমপুণ্ডরীক সদৃশ সেই হৃদয় পুণ্ডরীকের মধ্যে যে সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে, সেটি সুষুম্নানাড়ীর নাল। সেই সুষুম্নানাড়ীর নালের মধ্যে দহরাকাশে এই জগৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। মন সেই স্থানে প্রবিষ্ট হইলে সর্ব্বজগদাধার ব্রহ্মের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। যেহেতু সেই পুরের আত্মা সর্ব্বজগতের প্রতিষ্ঠাস্থান, সেই হেতু তিনি কারণরূপ সর্ব্বজগতের উৎপত্তি হেতু স্বরূপ। এটি হইল ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ, কারণ, যখন জগৎ নাই, তখন ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব লক্ষণও থাকে না, সুতরাং ওরূপে ব্রহ্ম জ্ঞেয় হইতে পারে না, জ্ঞেয় হইলেও সাধকের পক্ষে অবিকৃত ফলপ্রদ হইতে পারে না। ফলোপভোগার্থ ক্রম মুক্তির সাহায্য লইতে হয়। অতএব স্বরূপ লক্ষণ কি, তাহা দেখাইতেছেন,—তিনিই বোধস্বরূপ। জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞান ও যা, তিনিও তা; তাঁহাতে ও জ্ঞানেতে কোনই ভেদ নাই; তিনি নিরবচ্ছিন্ন বোধ, কেবল জ্ঞান আরকি। ইহাদ্বারা বিজ্ঞান ঘন পদের ব্যাখ্যা করা হইল। যেমন সৈন্ধবঘন মধ্যে ও বাহিরে সর্ব্বত্রই লবণৈকরস, সেইরূপ তিনিও অন্তরে ও

বহ্নিশিখা অণীয়োর্দ্ধা ব্যবস্থিতা নীল তোয়দ মধ্যস্থা বিদ্যুল্লেখেব ভাস্বরা নীবার-শূকবত্তন্বীপীতা ভাস্বত্যণূপমা। তস্যাঃ শিখায়া মধ্যে পরংব্রহ্ম ব্যবস্থিতম্। তস্মাত্তড়িদাভ মাত্রং দীপবৎ প্রকাশ এব স্বয়ং জ্যোতিঃ স্বরূপমিত্যর্থঃ। তদেতৎ শাখান্তরে পঠ্যতে

"তস্যাঃ শিখায়া মধ্যে পরমাত্মা ব্যবস্থিতঃ।
সব্রহ্ম স শিবঃ স হরিঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্॥" ইতি।

শাখান্তরেচ পঠ্যতে ;—

"ব্রহ্মণ্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষো ব্রহ্মণ্যো বিষ্ণুরচ্যুতঃ।" ইতি।

অন্যাঞ্চ পঠ্যতে ;—

ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্রো ব্রহ্মণ্যো মধুসূদনঃ।
ব্রহ্মণ্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষো ব্রহ্মণ্যো বিষ্ণুরচ্যুতঃ॥" ইতি।

বাহিরে সর্ব্বত্রই বিজ্ঞানৈকরস বিজ্ঞান ঘন আত্মা। সেই সুষুম্নানাডীর নাল মধ্যে মহান্ অগ্নিপ্রজ্বলিত ভাবে রহিয়াছে। যাহার রশ্মিরাজী চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত ভাবে হইয়া আপাদতল মস্তক সমস্ত দেহকে তাপ প্রদান করিতেছে, তাহারই মধ্যভাগে উর্দ্ধাভিমুখী একটি বহ্নিশিখা অতিসূক্ষ্মভাবে প্রজ্বলিত হইতেছে। সেটি বারি ভারাবনত সুনীল মেঘ মধ্যে বিদ্যোতমান বিদ্যুল্লেখার ন্যায় ভাস্বর, নীবার ধান্যের শূকের (শোঁয়া) ন্যায় তন্বীও পীতবর্ণাকারে অতি সূক্ষ্ম প্রোজ্জ্বল ভাবে দীপ্তি পাইতেছে। সেই শিখার মধ্যেই পরব্রহ্ম। এই জন্য কথিত হইয়াছে, তাহা হইতে ও অতি সূক্ষ্মভাবে তাহার মধ্যে বিভাঃ তড়িদাভ মাত্র দীপবৎ প্রকাশ স্বয়ং জ্যোতিঃ স্বরূপ। এটা শাখান্তরেও আম্নাত হইয়াছে ;—সেই শিখার মধ্যে পরমাত্মা অবস্থান করিতেছেন। তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই শিব, তিনিই হরি, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই অক্ষর, পরম ও স্বরাট্। অন্যশাখায় পঠিত হয় ;—পুণ্ডরীক নিবাসী পুণ্ডরীকাক্ষই ব্রহ্ম হইতে অবতীর্ণ, পুণ্ডরীকাক্ষই ব্রহ্ম পুণ্ডরীকাক্ষই বিষ্ণু, পুণ্ডরীকাক্ষই অচ্যুত।

এই পৈপ্পলী শাখায় পঠিত হইয়াছে ;—দেবকী পুত্র ব্রহ্ম হইতেই অবতীর্ণ, মধুসূদন ও ব্রহ্ম হইতে অবতীর্ণ; পুণ্ডরীকাক্ষ ব্রহ্মই, ব্রহ্মই বিষ্ণু ও অচ্যুত।

ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্রো ব্রহ্মণ্যো গরুড়ধ্বজঃ।
ব্রহ্মণ্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষো ব্রহ্মণ্যো মধুসূদনঃ॥

ব্রহ্মণ্য ইতি মন্ত্রে পাদদ্বয়ং পূরয়তি ব্রহ্মণ্য ইত্যাদিনা।

অন্যত্রাপি পঠ্যতে ;—

"ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্রো ব্রহ্মণ্যো গরুড়ধ্বজঃ।
ব্রহ্মণ্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষো ব্রহ্মণ্যো মধুসূদনঃ॥" ইতি।

দেবক্যাঃ পুত্রঃ কৃষ্ণো বাসুদেব ইতি বসুদেবস্যাপত্যং পুমান্। এতৌ হি পৃশ্নিসুতপসৌ, অদিতিকশ্যপৌ চ, মানুষে তু দেবকী বসুদেবৌ ব্রহ্মণঃ শাপাদ্বভূবতুঃ। ঘোর আঙ্গিরসশ্চ দেবকীপুত্রোঽপরঃ কৃষ্ণোঽপি। অয়মেব ব্রহ্মণো ভগবান্ স্বয়মবততারেতি। পৌরাণিকাঃ। যোহি সৃষ্ট্যাদৌ মধুনামানমসুরমসূদয়ৎ, সোঽপ্যয়মেব ব্রহ্মণোঽবতরন্নেবেতি। যোহি পুণ্ডরীকস্য বেশ্মন আত্মা ভবত্যক্ষঃ, সোঽপি ব্রহ্মণোঽবতরন্নেবেতি ব্রহ্মণ্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ স উচ্যতে। স্বরূপতস্তু ব্রহ্মৈব ব্রহ্মণ্যঃ, স্বার্থপ্রত্যয়ঃ, বিষ্ণুর্ব্যাপকঃ স হ্যচ্যুতঃ সদ্ব্যাপিত্বাদানন্দভাবাচ্চ। অতএব পরমঃ স্বরাট্ পরমাত্মেতি।

অন্য শাখায় পঠিত হইয়াছে,—দেবকীপুত্র ব্রহ্মণ্য গরুড়ধ্বজ বিষ্ণু ব্রহ্মণ্য, পুণ্ডরীকাক্ষ ব্রহ্মণ্য, এবং মধুসূদনও ব্রহ্মণ্য দেব।

দেবকীর পুত্র কৃষ্ণ বাসুদেব। বসুদেবের পুত্র বলিয়া বাসুদেব। এই দেবকী বাসুদেব পূর্ব্বে পৃশ্নি ও সুতপা নামে বিখ্যাত ছিলেন। পরে বামন দেবের উৎপত্তির জন্য অদিতি ও কশ্যপ নামে পরিচিত হন। তারপর কৃষ্ণাবতারের জন্য ব্রহ্মার শাপে মানুষ কুলে দেবকী ও বসুদেব নামে জন্ম পরিগ্রহ করেন। আঙ্গিরস গোত্রজাত ঘোর নামক দেবকী পুত্র কৃষ্ণ অপর ব্যক্তি। পূর্ব্বোক্ত বসুদেব সুত দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গো ব্রাহ্মণ হিতের জন্য স্বয়ং অবতীর্ণ হন। ইনি পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন। পুরাণেও বলিয়াছে "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।" যিনি সৃষ্টির আদিতে মধু নামক অসুরের সূদন বধ করিয়াছিলেন, তিনি নামতঃ মধুসূদন হইলেও সেই পরব্রহ্মই। আবার যিনি হৃদয় পুণ্ডরীক নামক পুরের অধীশ্বর, তিনি নামতঃ পুণ্ডরীকাক্ষ হইলেও সেই পর ব্রহ্ম হইতেই অংশতঃ অবতীর্ণ। স্বরূপতঃ ব্রহ্মই ব্যাপক বলিয়া বিষ্ণু

সর্ব্বভূতস্থমেকং নারায়ণং কারণরূপমকারং পরং ব্রহ্ম শোকমোহবিনির্ম্মুক্তং বিষ্ণুং ধ্যায়ন্ন সাদতি। দ্বৈতাদদ্বৈতমভয়ং

সর্ব্বেত্যাদি ব্রহ্মেত্যন্তং প্রতীকং তস্য ব্যাখ্যানং শোকেত্যাদি ধ্যায়ন্ন সীদতীত্যধ্যাহারেণ ব্যাখ্যা। একমিত্যুক্তং একত্বস্যাভয়হেতুতামাহ দ্বৈতাদিতি।

তস্যোপায়মুক্তং মানবে;—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্য মধিগচ্ছতি॥" ইতি।

স এষ প্রদর্শ্যতে, সর্ব্বভূতেষু চ সর্ব্বভৌতিকেষুচ তিষ্ঠন্তং নারায়ণমেকং কারণপুরুষম্ জগদভিন্ননিমিত্তোপাদান কারণপুরুষং স্বরূপতত্ত্বকারণমেব; সর্ব্বং হি জগত্তমভিসংবিশৎ সদেব পরংব্রহ্ম ভবতীতিতম্ ওঁমাত্মকং বিষ্ণুং নারায়ণমেব তথা

চ্যুতিরহিত বলিয়া অচ্যুত। তিনি সমস্তদৃশ্যমান অসৎপদার্থকে অতিক্রম করিয়া নিত্য স্থিত বলিয়া সদ্রূপ, সমস্ত অপ্রকাশাত্মক অজ্ঞান জালকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া স্বয়ম্প্রকাশিতরূপে বিরাজিত বলিয়া চিদ্রূপ, এবং সমস্ত শোক মোহ দুঃখ দারিদ্র আদি নিরানন্দ সমূহের বহির্ভাগে স্ফুরিত বলিয়া আনন্দরূপ। নিত্যাবিদ্ধ স্বয়ম্প্রকাশিত পরমানন্দ স্বরূপ। অতএব হিরণ্যগর্ভও তাঁহার নিকট ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ। তিনি স্বমহিমায় বিরাজিত স্বরাট্ এবং অংশরূপে বিকীর্ণ সকল জীবের মৌলিক স্বরূপ বলিয়া পরমাত্মা।

এই স্বরাট্ পরমাত্মার স্বারাজ্য লাভ করিবার এক প্রকার অবান্তর উপায় মহর্ষি মনু কীর্ত্তন করিয়াছেন। মনুই আদিম বেদব্যাস, কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদেয় এক তম আচার্য্য ও শাখা প্রবর্ত্তক ঋষি বলিয়া তাঁহার মত এস্থলে প্রদর্শয়িতব্য। আরও একটি কারণ এই যে, দহরোপাসনার প্রথম উৎপত্তি তৈত্তিরীয়ারণ্যকে এবং সেই তৈত্তিরীয়ারণ্যকেই তাহার পরমোৎকর্ষ সংসাধিত হইয়াছে বলিয়া অন্যান্যস্থলে তাহার তাদৃশ প্রাঞ্জল কীর্ত্তন করিতে দেখা যায় না, সুতরাং দহরোপসনার বিশেষ কিছু জানিতে হইলে কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের ও তদীয় আচার্য্যাদির আদেশ সকল বিশেষ নিপুণতার সহিত সমালোচনা করা আবশ্যক। সেই জন্য দহরোপাসনার উপাস্য আত্মার স্বরূপ কীর্ত্তন কালে যে একটি স্বরাট্ পদ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, তাহার কিছু না কিছু প্রয়োজন অবশ্য আছে।

ভবতি। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি। হৃৎ-পদ্মমধ্যে সর্ব্বং তৎপ্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানেত্রে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞা-

দ্বৈতাপেক্ষয়া অদ্বৈতমৈক্যমভয়ং ভবতি। নানাদর্শনে শাতপথং বাক্যং বাধকমাহ মৃত্যোরিতি। নমু হৃৎস্থমাত্মরূপং কথমনুভূয়তেঽত আহ হৃৎপদ্মমধ্য ইত্যাদি! সর্ব্বং তদুক্তগুণমাত্মরূপং প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞৈব নেত্রং দর্শনোপায়ো যস্য। প্রজ্ঞারূপে

ধ্যায়ন্ শোকমোহ বিনির্ম্মুক্তো ন সীদতি জন্মসংসার বন্ধনবদ্ধঃ স্বারাজ্যঞ্চাধিগচ্ছতি। দ্বৈতাদ্বৈতভাবং পরিত্যজ্য অদ্বৈতং সৎ অভয়ং ভবতি। বৈপরীত্যে ভয়মাহ;—মৃত্যোরিত্যাদি। নৈতৎ শাতপথবাক্যং, স্ববাক্যং হ্যেতৎ—মৃত্যো-র্মৃত্যুং পরিত্যজ্য জায়মানোঽনেবংবিৎ স মৃত্যুমাপ্নোতি পুনঃ পুনর্জায়তে পুনঃ পুনর্ম্রিয়তে চ, যইহ নারায়ণে সত্যৈক স্বরূপে নানা পৃথগিব পশ্যতি। তস্মান্নারায়ণ এবৈকো দর্শনায় ইতি তমুপাসীতেতি। কথম্? তদুচ্যতে;—হৃৎপদ্ম মধ্যে সর্ব্বং

সে প্রয়োজন কি? মনুক্ত সমদর্শনরূপ অঙ্গের সাহায্য লওয়া ব্যতীত স্বারাজ্য পদকামীর আর কি প্রয়োজন থাকিতে পারে? অতএব স্বারাজ্য কামীর পক্ষে পুণ্ডরীকাক্ষোপাসনায় ব্যতিহার করিয়া সমদর্শন করা একটা অঙ্গ মনু বলিয়াছেন,—আত্মা সর্ব্ব ভূতে অবস্থিত, সর্ব্বভূত আত্মায় অবস্থিত, সুতরাং সর্ব্বভূত ও আত্মা পৃথক্ বস্তু নহে, আত্মারই বিকাশ সর্ব্বভূত, আবার লীলাবসানে সর্ব্বভূত আত্মাই হইয়া যাইতেছে, আত্মযাজী এবং বিব আত্মসাম্য দর্শন করিলে পর স্বারাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারে। ভগবান্ বিষ্ণুও বলিয়াছেন,—

"তত্ত্বাত্মান মগম্যঞ্চ সর্ব্বতত্ত্ববিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণ ভোক্তৃ চ॥
বহিরন্তশ্চ ভূতানা মচরং চর মেবচ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থঞ্চান্তিকেচ তৎ॥
অবিভক্তঞ্চ ভূতানাং বিভক্তমিবচ স্থিরম্।
ভূতভর্ত্তৃচ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণুচ॥
জ্যোতিষা মপি তজ্জ্যোতি স্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্॥" ইতি।

নেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম। স এতেন

নেত্রে চ প্রতিষ্ঠিতং তদেকপ্রমাণং "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যমি" তি শ্রুতেঃ (বৃহ ৪, ৪, ১৯)। কিঞ্চ বাহ্যদর্শনমপি প্রজ্ঞয়ৈবেত্যাহ প্রজ্ঞানেত্রো লোক ইতি। চক্ষুরা-

---

তত্ত্বগুণং আত্মরূপং নারায়ণরূপং প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞৈব নেত্রং প্রাপকং দর্শনোপায়ো যস্য, তত্তথাভূতম্। প্রজ্ঞায়াং নেত্রে পথি চ প্রতিষ্ঠিতং রূপবৎ, যথাহি রূপং নেত্রৈকপ্রমাণং, তথাত্মরূপমপি প্রজ্ঞৈকপ্রমাণম্। যদাহ ;—

"দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥" ইতি।

"মনসৈবেদমাপ্তব্যমি"তি। "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যমি"তি চ॥

তথাচোক্তম্ ;—

"আগমেনানুমানেন ধ্যানাভ্যাসরসেন চ।

ত্রিধাপ্রকল্পয়ন্ প্রজ্ঞাং লভতে যোগমুত্তমম্॥" ইতি।

স্থূলেঽপি প্রজ্ঞৈব প্রমাণম্। নহ্যপ্রজ্ঞস্য লোকোঽস্তীতি শবে চাদর্শনাদিত্যাহ

তিনি ক্ষিত্যাদি প্রকৃত্যন্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্বস্বরূপে অবস্থিত ; কিন্তু ক্ষিত্যাদির ন্যায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গম্য নহে, কারণ, তত্ত্বসকল তাঁহাতে অবস্থিত হইয়া তাঁহার স্বরূপেই পর্য্যবসন্ন সুতরাং তিনি কোনও তত্ত্বের বিশিষ্ট সম্বন্ধশালী নহেন, সর্ব্বতত্ত্ববিবর্জিত। তিনি সঙ্গরহিত ; কিন্তু সর্ব্বভৃৎ। তিনি নির্গুণ, কিন্তু গুণের ভোক্তা। তিনিই ভূতসকলের বাহ্য প্রত্যক্ষাত্মক ভাব ও আন্তর অপ্রত্যক্ষভাবে অবস্থিত। তিনি অচর হইলেও চর। তবে সূক্ষ্ম বলিয়া অবিজ্ঞেয়। তিনি দূরস্থ এবং তিনিই নিকটস্থ। ভূতসকল যখন তাঁহা হইতে উৎপন্ন হয়, তখন তিনি ভূতসকলের সহিত অবিভক্ত ভাবে বিরাজ করেন, কিন্তু তিনি যেন বিভক্ত ভাবেই অবস্থান করিয়া আছেন। অতীত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমান সকল বস্তুর তিনিই আত্মা। তিনিই গ্রাস করিতে পটু এবং প্রভাবশালী বলিয়া সৃষ্টি করিতেও সমর্থ। জ্যোতির্ময় সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর জ্যোতিঃ প্রদান তিনিই করিয়া থাকেন। তিনিই অন্ধকারের পরে অবস্থিত। তিনি জ্ঞান, তিনি জ্ঞেয় ঘটপটাদি, এবং তিনি সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিয়া আছেন বলিয়া একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই তাঁহাকে জানিতে পারা যায়। ইহা দ্বারা মহর্ষি বিষ্ণু ঐ সর্ব্বভূতে আত্মা অবস্থিত ইহা বিশদ করিয়া বলিয়া-

প্রজ্ঞেনাত্মনাস্মাল্লোকাদুৎক্রম্যামুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্ব্বান্ কামানাপ্ত্বামৃতঃ সমভবৎসমভবৎ।

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ॥ ৩॥

দীনি তু ভৌতিকত্বাজ্জড়ান্যত এব প্রজ্ঞৈব প্রতিষ্ঠা সর্ব্বস্যাশ্রয়ঃ। তচ্চ প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টে" তি শ্রুতেঃ (বৃহ ৩, ৭, ২৩)। উৎক্রমোঽপি

প্রজ্ঞানেত্রো লোক ইতি। যো হি লোক্যতে ফলমুপভোক্তুং কর্ম্মণো লোকৈ-র্ভূরাদিঃ। সোঽপি প্রজ্ঞেকপ্রমাণঃ। তথাত্বিদং হি প্রজ্ঞয়ৈব প্রমীয়তে, চক্ষু-রাদীনাং ভৌতিকতয়া জড়ত্বাৎ। অতএব প্রজ্ঞৈব প্রতিষ্ঠা সর্ব্বস্য লোকস্যাশ্রয়

ছেন। এই বিষ্ণু ও কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের বারাহীনামক শাখার প্রবর্ত্তক আচার্য্য ও ঋষি, সুতরাং মনুর ন্যায় কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে এই মহাত্মারও অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠা আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। সেই হেতু কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয়ারণ্যকস্থ নারায়ণোপাসনায় এমহাত্মার মতও গ্রাহ্য।

সেই উপায় দেখান হইতেছে:—'সর্ব্বভূতস্থম্। ইতি।

সকল ভূতে ও ভৌতিকে অবস্থিত নারায়ণই একমাত্র কারণ পুরুষ। লূতা যেমন তন্তুজাল উৎপত্তির প্রতি দেহ দ্বারা উপাদান কারণ, এবং চৈতন্য দ্বারা নিমিত্ত কারণ, সেই সৃষ্টির প্রতি নারায়ণ নিজের অচিন্ত্য যোগমায়া শক্তি দ্বারা উপাদান কারণ, এবং স্বরূপচৈতন্য দ্বারা নিমিত্ত কারণ ও হইতে পারেন, অথচ লূতার ন্যায় অভিন্ন বা এক বলিয়া প্রতীতও হইতে পারেন। যখন সৃষ্টির কথা ধরা যায়, তখন এইরূপ বলা যায়, কিন্তু স্বরূপত নারায়ণ যাহা ছিলেন, তাহাই আছেন ও থাকিবেন, কখনই তিনি সৃষ্টি করেন নাই। তবে যে বেদ সৃষ্টি প্রতিপাদক বাক্য রাশি আছে, তাহা কেবল নারা-য়ণের সত্যতা ও সৃষ্টির মিথ্যাত্ব জানাইবার জন্য প্রথম সৃষ্টি করেন সৃষ্ট সকল নারায়ণে থাকে ও আছে. এই কথা বলিয়া তারপর বলিতেছেন, না না নারায়ণে কিছুই ছিলনা বা নাই ও থাকিবে না।, একথা দ্বারা ইহাই বলা হইল, সৃষ্টিটা মিথ্যা, ভ্রমকল্পিত মাত্র। যাহাতে যাহা নাইতাহাতে তাহাই দেখা ত ভ্রম, যেমন শুক্তিকায় রজত নাই, অথচ শুক্তিকায় রজত দেখা

প্রজ্ঞানে বিলীয় প্রজ্ঞানাদেব দেশান্তর আবির্ভাবো ন মূর্ত্তস্যেব গতিরস্তীত্যাহ স এতেনেতি। অমৃতো মুক্তঃ।

স্থানং, তস্যাং সত্যাং সর্ব্বেষাং ভাবাং, তস্যামসত্যামভাবাৎ। যা চৈক দ্বিত্রাদিকা স্বল্পা বহ্বী চ প্রজ্ঞা, ক্বচিদসৌ বৃহতী চ গগনোপমা ভবতি। তচ্চ প্রজ্ঞানং

ভ্রম, যেমন রজ্জুতে সর্প নাই, অথচ রজ্জুতে সর্প দেখা ভ্রম, সেইরূপ নারায়ণে জগৎ নাই অথচ নারায়ণে জগৎ দেখাও ভ্রম ছাড়া আর কি হইতে পারে? অতএব নারায়ণ সর্ব্বভূতে অবস্থিত, সকলের একমাত্র কারণ পুরুষ বলিয়া ব্যবহার কালে জানা থাকিলেও বস্তুতঃ তিনি সর্ব্বভূতস্থও নহেন এবং কারণ পুরুষও নহেন; কিন্তু অকারণ স্বরূপ। যেমন সৃষ্টি মানিলেও মহাপ্রলয়কালে সমস্তই সেই নারায়ণে যাইয়া মিলিত হয়, সেইরূপ পারদে অন্য ধাতুর ন্যায় সমস্ত জগৎ তাহাতে অভিসংবিষ্ট হইলে সৎই হইয়া যায়। পরব্রহ্মে মিলিয়া পরব্রহ্মভাবই প্রাপ্ত হয় সেই ওঁকারাত্মক সর্ব্বব্যাপী নারায়ণকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ধ্যান করিয়া শোক মোহ বিনির্মুক্ত হয়, আর কখন জন্মসংসার বন্ধনে বদ্ধ হইয়া অবসন্ন হয় না। স্বারাজ্য লাভ করে। দ্বৈত ভাব পরিত্যাগ করিয়া অদ্বৈত ভাব প্রাপ্ত হয়, তখন আর তাহার ভয়ের কারণ কি? অতএব অভয় প্রাপ্ত হয়। যদি এরূপ ধ্যান করিতে না পারে, তবে বটে ভয় আছে, ইহা বলিতেছেন।—মৃত্যোঃ ইতি। এ বাক্যটি শতপথ শ্রুতির নহে এটি এ শাখার নিজস্ব। যে দ্বৈতদর্শী, সে একবার মৃত্যুর মুখ দেখিয়া জন্ম গ্রহণ করে. আবার মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হয়। নারায়ণ এক সত্যরূপ, তাহাতে দ্বৈতপদার্থ কিছুই নাই, দ্বৈত অজ্ঞান কল্পিত; সুতরাং দ্বৈত দর্শন ভয় ও মৃত্যুর কারণ। অতএব দ্বৈত দর্শন পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র নারায়ণকে দর্শন করিবে, নারায়ণের উপসনা করিবে।

কি করিয়া সেই দর্শন নিষ্পন্ন হয়, তাহা বলা যাইতেছে, হৃৎপদ্ম মধ্যে ইত্যাদি। কথিত গুণ সম্পন্ন নারায়ণের সেইরূপ হৃদয় পদ্মের মধ্যে প্রজ্ঞা দ্বারা দেখিতে পারা যায়। যেমন রূপ দর্শনের এক মাত্র উপায় চক্ষুরিন্দ্রিয়, সেই রূপ হৃৎপুণ্ডরীক নিবাস নারায়ণ রূপ দর্শনের একমাত্র উপায় প্রজ্ঞা যেমন নয়নপথে রূপ প্রতিষ্ঠিত, সেইরূপ প্রজ্ঞাপথেও নারায়ণ প্রতিষ্ঠিত। রূপ যেমন নয়নৈকপ্রমাণগম্য, সেই রূপ নারায়ণও প্রজ্ঞৈকপ্রমাণ গম্য অন্যত্র উক্ত হই-

।হ্মেতি। য এবং বেদ, স এতস্মিন্ প্রজ্ঞানে একীভূয় এতেন প্রজ্ঞেনাত্মনা ।হাস্মাদ্দেহাল্লোকাদবলোক্যনানাদুৎক্রম্য তৎসবন্ধং প্রবিলাপ্যামুষ্মিন্ লোকস্থাজ্ঞস্য প্রত্যক্ষে জ্ঞস্যচ প্রত্যক্ষভূতে স্ব রূপে স্বর্গে লোকে সর্ব্বান্ কামানাপ্ত্বা অমৃতঃ ।মভবৎ মুক্তঃ সন্বৃত্তঃ। অভ্যাসঃ সমাপ্ত্যর্থঃ। নারায়ণোপাসকস্য ভোগশ্চাপ- ।র্গশ্চ ভবতি। ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ॥ ৩॥

।াছে,—সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিসকল আগমপূত ধ্যান পরিশুদ্ধ সূক্ষ্ম অগ্র্য বুদ্ধি দ্বারা তাহা দেখিয়া থাকেন। ইহা মন দ্বারাই প্রাপ্তব্য। তাহা মনদ্বারাই অনুদর্শ-নীয়। আরও উক্ত হইয়াছে, আগম বিচার দ্বারা শ্রবণ প্রজ্ঞা অনুমানোন্নয়ন মননপ্রজ্ঞা, এবং ধ্যানের পৌনঃ পুণ্যানুষ্ঠান দ্বারা নিদিধ্যাসন প্রজ্ঞাব এই তিন প্রকারে প্রজ্ঞার কাল্পনা করিয়া জীবব্রহ্মের অভেদ লক্ষণ উত্তমযোগ লাভ করে। এই সকল প্রমাণ দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, বিশুদ্ধজ্ঞান দ্বারা আত্মার দর্শন হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ জ্ঞান ব্যতীত আত্মার দর্শনে আর উপায়ান্তর নাই। কেবল যে সূক্ষ্ম বস্তু দর্শনের উপায় একমাত্র জ্ঞান, তাহা নহে, স্থূল বস্তু দর্শনের ও উপায় একমাত্র জ্ঞান; কারণ, যাহার প্রজ্ঞা নাই, তাহার পক্ষে কিছুই নাই, যেমন জীব মরিলে যে শব পড়িয়া থাকে, তাহার আর কিছু জ্ঞাতব্য, শ্রোতব্য মন্তব্য, বা দ্রষ্টব্য না থাকায় সকলেই তাহাকে দাহ প্রভৃতি দ্বারা নষ্ট করিয়া ফেলে। অতএব প্রজ্ঞাই একমাত্র দর্শনোপায়। এই কথাই বলিতেছেন,—প্রজ্ঞানেত্রো লোক ইতি। লোক সকল কর্ম্মসকলের ফলোপ ভোগ করিবে যে ভূরাদি লোক অবলোকন করিয়া থাকে, সেও ঐ প্রজ্ঞাদ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে। সেই জন্য লোকও প্রজ্ঞৈক প্রমাণ বলিতে যইবে। অবশ্য পৃথিব্যাদি লোক যে আছে, তাহার প্রমাণ কি? না, আমরা সেই সকল লোক চক্ষুরাদির সাহায্যে দেখিতে পাইতেছি। অবশ্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ গোলক মাত্র জড়; ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি ভূতসার সাত্ত্বিকাংশ হইতে, সুতরাং জ্ঞান যদি নাই নাথাকে, তবে যে পৃথিবী আছে, তাহা কে প্রমাণ করিবে? সেই জন্য স্থূলই হউক, আর সূক্ষ্মই হউক; যাই কেন হউক না, সে সকলই প্রজ্ঞার জ্ঞেয়, প্রজ্ঞৈকপ্রমাণ, প্রজ্ঞা মাত্র প্রকাশ। যখন প্রজ্ঞাব্যতীত কোন বস্তুরই অস্তিত্ব পর্য্যন্ত সিদ্ধ হয় না তখন বলিতে হয় যে, সকল বস্তুরই আশ্রয় স্থান ঐ প্রজ্ঞাই ঐ সকল বস্তুকে অজ্ঞানের সাহায্যে উৎপন্ন করিয়াছে। সেই

যত্র জ্যোতিরজস্রং যস্মিঁল্লোকে স্বর্হিতং তস্মিন্মাং ধেহি

হরিং ধ্যায়তো ভোগাপবর্গসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। বৈকুণ্ঠলোকপ্রার্থনামন্ত্রমাহ যত্রেতি। অজস্রং নিত্যম্। স্বঃ সুখং হিতং নিহিতম্। পবমান হে প্রাণ।

হেতু প্রজ্ঞাই প্রতিষ্ঠা। প্রজ্ঞা যদি থাকে, তবে লোক সকল আছে, প্রজ্ঞা যদি নাই। লোক সকলও থাকিতে পারে না, কারণ, প্রমাণ কিছুই থাকিবে না। কোন প্রকার প্রমাণ না থাকিলে যে কোন প্রকার পদার্থ থাকিবে, তাহা সিদ্ধ করিবেই বা কে, আর সিদ্ধ হইবেই বা কাহা দ্বারা। অতএব সেই প্রজ্ঞাই সকলের প্রতিষ্ঠা, ইহা স্বীকার হইতেছে। তারপর এই প্রজ্ঞাই আবার ব্রহ্ম কি করিয়া? না,—এই যে এক, দুই, তিন, চারি করিয়া ছোট বড়, হ্রস্ব দীর্ঘ প্রজ্ঞা দেখা যায়, যেমন গোঘটাদি বিষয়ক শিশুর জ্ঞান, যুবকের জ্ঞান, বৃদ্ধের জ্ঞান, অশিক্ষিতের জ্ঞান' অর্দ্ধশিক্ষিতের জ্ঞান ও শিক্ষিতের জ্ঞান, কবির জ্ঞান, বক্তার জ্ঞান, ও দার্শনিকের জ্ঞান, কর্ম্মীর জ্ঞান, সাধকের জ্ঞান, এবং যোগীর জ্ঞান, এসকল জ্ঞান একই বিষয়কে অবলম্বন করিয়া অল্পমাত্রায়, ততোঽধিক মাত্রায় এবং ততোঽপ্যধিক মাত্রায় হইতে দেখা যায়, সেইরূপ এই জ্ঞান ক্বচিৎ কোনও এক পুরুষে নিশ্চয় আকাশের ন্যায় অনন্ত ও অসীম ভাবে সর্ব্বদা উদিত হইয়া আছে, যেমন পরিমাণ যবানী তিল, সর্ষপ, মুগ, মাষকলায়, মটর, কুল, আমলকি।, আমড়া বেল, তাল, তরমুজাদিক্রমে ক্রমবর্দ্ধিত ভাবে আকাশে যাইয়া নিরতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে, বৃদ্ধির পরাকাষ্ঠা আকাশেই স্থির হইয়াছে, সেইরূপ ক্ষুদ্রতম, ক্ষুদ্রতর, ক্ষুদ্র ইত্যাদিক্রমে জ্ঞানে বৃদ্ধি যে স্থানে, জ্ঞানের বৃদ্ধির পরাকাষ্ঠা স্থির হইয়াছে, সেই নিরতিশয় প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম বা পুণ্ডরীকাক্ষ নারায়ণ পুরুষ যে ইঁহাকে এই ভাবে উপাসনা করে, সেএই প্রজ্ঞানে মিলিয়া যাইয়া এই প্রজ্ঞান আত্মার সহিত এই পরিদৃশ্যমান দেহ হইতে উৎক্রান্ত হইয়া, দেহের সহিত স্বসম্বন্ধ চির কালের জন্য প্রবিলীন করিয়া, অজ্ঞে অপ্রত্যক্ষ, এবং জ্ঞানীর প্রত্যক্ষ ঐ স্বর্গ লোকে সমস্ত কামনার পূরণ করিয়া স্বস্বরূপে পর্য্যবসন্ন হয়, অমৃত হয়, মুক্ত হয়। এস্থলে যে দুইবার পাঠ করা হইয়াছে, তাহা প্রারব্ধ উপাসনার সমাপ্তি বুঝাইবার জন্য। ইহা দ্বারা বলা হইল, নারায়ণের উপাসক ভোগ ও অপবর্গ, এ উভয়ই প্রাপ্ত হয়॥ ইতি তৃতীয় খণ্ড॥ ৩॥

পবমানামৃতে লোকেঽক্ষিতেঽমৃতে লোকেঽক্ষিতে। অমৃত-

পুনরুক্তিঃ কাতর্য্যদ্যোতিকা। নারায়ণোপাসনে মোক্ষোঽবশ্যম্ভাবীত্যাহ অমৃতত্বং চেতি। ত্রিরুক্তিস্ত্রিসত্যা হি দেবাঃ। যদ্বা দ্বিরুক্ত্যাস্তং প্রতীকং তৃতীয়োক্তি-

বৈকুণ্ঠলোক প্রার্থনায়াং মন্ত্রমাহ ;—যত্রেতি। যত্র জ্যোতি বজস্রং ত্যাগ-শীলং ন ভবতি, নিত্যসিদ্ধঞ্চ তৎ। যস্মিংশ্চ লোকে স্বঃ সুখমানন্দরূপং দুঃখাসম্ভিন্নং হিতং নিহিতং নিত্যবদেব। হে পবমান প্রাণ! তস্মিন্ অমৃতে মৃত্যুরহিতে অক্ষিতে অহিংসিতে অক্ষয়ে চ লোকে মাং তবোপাসকং ধেহি নিধেহি স্থাপয়। তথা কুরু, যথাচাহং স্বরাট্ স্যামিতি দ্বিরুচ্যতে। অভ্যাসে হি ভূয়স্ত্বং ভবতীতি। যশ্চৈবং বিদং নিদধাসি, স সর্ব্বান্ কামানাপ্ত্বা অমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি। ত্রিবভ্যাসো-ঽধ্যায় সমাপ্ত্যর্থঃ। ওঁ নমঃ ইতি। প্রণবাত্মকায়াত্মনে নারায়ণায় নমঃ সর্ব্বং

স্বারাজ্য কাম পুণ্ডরীকাক্ষ পুরুষোপাসক যখন অবসর পাইবে, তখন অন্য চিন্তা না করিয়া বৈকুণ্ঠ লোক পাইবার জন্য প্রার্থনা করিবে। সেই প্রার্থনা মন্ত্র বলিতেছেন ;— যত্রেতি। হে জগৎপ্রাণ! যে স্থানের আলোক জ্যোতিঃ কখনই নিবিয়া যায় না, চিরকাল সমান প্রোজ্জ্বল ভাবেই জ্বলিতেছে, যে লোকে দুঃখ সম্পর্কশূন্য ব্রহ্মানন্দ নিহিত হইয়াছে, একবার নিহিত হইয়াছে, আর কখনই নিহিত করিতে হইবে না, এবং পূর্ব্বে যে ছিল না, তাহাও নহে, মৃত্যুরহিত, হিংসা বিবর্জ্জিত সেই লোকে আবার বলি মৃত্যুরহিত ও হিংসা শূন্য সেই অমৃত অক্ষিত লোকে আমাকে স্থাপন কর। আমি তোমার উপাসক, তুমি আমার প্রতিপন্ন হও, এবং তাহার ফলে আমার অজ্ঞানজাল দূর করিয়া জ্ঞান ভাস্করের উদয় করিয়া দাও। আমি আমার অমৃতস্বরূপ আনন্দ দেহে বিরাজিত হই। মায়ায় হিংসা, মৃত্যুর দুঃখ আর সহিতে পারি না। তুমি আমার প্রাণ, তাই তোমাকেই বলি, আমার লোকে আমাকে লইয়া যাও। এই যে দ্বিরুক্তি করা হইল, ইহা দ্বারা সাধকের উদ্বেগ প্রবণতা ও মুমুক্ষার দৃঢ়তা প্রকাশ করা হইয়া-ছে। সাধক ব্যকুল ভাবে প্রার্থনা করিবে। হে প্রাণ! তুমি দয়া করিয়া এবং-বিং যে কোন লোককে কথিত লোকে সে সমস্ত কামনার ফল ভোগ করিয়া অমৃতত্বও লাভ করে। তোমার দয়ায় সে যে কেবল অমৃতত্ব লাভই করে, তাহা নহে, সে নারায়ণরূপে সমস্ত কামনার পূরণ করিয়া পূর্ণকাম হয়,এবং অমৃতত্ব

ত্বং চ গচ্ছত্যমৃতত্বং চ গচ্ছত্যমৃতত্বং চ গচ্ছত্যোং নমঃ। আত্মপ্রবোধোপনিষদং মুহূর্ত্তমুপসিত্বা ন স পুনরাবর্ত্ততে ন স পুনরাবর্ত্ততে।

ইতি চতুর্থঃ খণ্ডঃ।

ইত্যাত্মপ্রবোধোপনিষদি প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

র্ব্যাখ্যানম্। ও নম ইতি মন্ত্রপ্রতীকমষ্টাক্ষরোপাসক ইত্যর্থঃ। অধ্যয়নে ফলমাহেতি।

নারায়ণেন রচিতা শ্রুতিমাত্রোপজীবিনা।
অস্পষ্টপদবাক্যানামাত্মবোধপ্রদীপিকা ॥

ইত্যাত্মবোধোপনিষদ্দীপিকা সমাপ্তা।

মদীয়ামিতি স্বানুভবোপোদ্বলনায় গৃহীতঃ মন্ত্রস্যৈব প্রতীকমিতি। যদ্যপ্যেতমন্ত্র প্রতীকং ত্রিরভ্যস্তমেব, তথাপি প্রার্থনায়াং নৈবং পঠনায়মিতি যুক্তমধ্যায়সমাপ্তি

ও লাভ করে। যেমন রাজা প্রসন্ন হইয়া কোন ব্যক্তি নিজের আলয়ে লইয়া যান, রাজ ভোগ সকল ভোগ করিতে দেন, এবং সে উত্তম লোক হইলে তাহাকে দ্বিতীয় রাজা করিয়া রাখেন, সেইরূপ হে প্রাণ! তুমি প্রসন্ন হইয়া, তোমার লোকে যাহাকে তুমি লইয়া যাও, তাহাকে দিব্য ভোগ ভোগ করিতে দিয়া তোমার স্বরূপে নিত্য সম্পন্ন করিয়া লও। সেই ব্যক্তি স্বরাট্ হইয়া যায়। এই বাক্যটির যে তিনবার পাঠ করা হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, অতি উৎকৃষ্ট স্থানে আসিয়া অধ্যায় সমাপ্তি করা হইয়াছে কি না? তাই ঐ প্রগল্ভতাসহকারে চাপল্য প্রকাশ করা হইয়াছে। সাধারণ রীতি দুইবার পাঠ; কিন্তু এস্থানে আরও একবার উচ্ছ্বাস ফুটাইবার জন্য পাঠ করা হইয়াছে ঐ মন্ত্রের শেষে যে ওঁনমঃ শব্দ আছে, তাহার অর্থ হইতেছে, ওঁমাত্মককে সমর্পণ করি, অর্থাৎ প্রণবাত্ম আমি স্বরূপে নারায়ণের উদ্দেশে আমার আমাকে সমর্পণ করি। ইত্যাকার স্বানুভবের উপোদ্বলনার্থ অষ্টাক্ষর নারায়ণ মন্ত্রের আদি ও শেষ প্রতীক গ্রহণ হইয়াছে। ওঁট এ প্রার্থনা মন্ত্রেরই উদ্গীচ্যাঙ্গ বিশেষ।

চনার্থত্বাত্তস্য। কশ্চিদাহ ওঁ নম ইতি মন্ত্রপ্রতীকমিঙ্গিতেন দর্শিত মিতাষ্টাক্ষরো-
াসক এবামৃতত্বঞ্চ গচ্ছতীতি। স তথৈব বিদাং কুর্ব্বতু। স এবাত্রোপনিষদ-
পি সমাপয়তি, ন চাতোঽনুভবমুপোদ্বলয়তীতি কাণমপি সুতং পদ্মলোচন নাম্নাঽ-
হুবয়তি, নমস্তস্মৈ কুর্ম্মো বিত্তকামা বয়মিতি।

ইতি আত্মপ্রবোধোপনিষদ্‌বৃত্তৌ চতুর্থ খণ্ডে ব্রাহ্মণরূপো
নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

দিও প্রার্থনা মন্ত্রের শেষ প্রতীক তিনবার পঠিত হইয়াছে, তথাপি প্রার্থ-
ায় তাহার অভ্যাস করিয়া পাঠ করিতে হইবে না। প্রার্থনায় মাত্র এক-
াবই পাঠ করিতে হইবে। অভ্যাসটাত অধ্যায় সমাপ্তি সূচনার্থ' পাঠার্থ ত
াহে।

কেহ বলে, এই ওঁনমঃ শব্দটা পাঠ করিয়া ইঙ্গিতে বলা হইল যে, অষ্টাক্ষ-
রোপাসক ঐ অমৃতত্ব লাভ করে, এইরূপ অন্বয় করিতে হইবে। তা ইহাতে
আর বলিব কি? তিনি সেই রূপই জানিয়া রাখুন। তিনি আবার এই খানেই
উপনিষদের পরিসমাপ্তি করেন, এই উপাসনার ফল স্বরূপ আত্মপ্রবোধের
উত্তেজনা তাঁহার প্রয়োজন হয় না, অথচ উপনিষদের নাম আত্মপ্রবোধ বলেন।
ওটা ঠিক কাণা ছেলেকে পদ্ম লোচন বলা আরকি? আমরা তাহাদিগকে নমস্কার
করি, আমরা ধন কাম। নিরর্থক পল মাড়িতে পারি না; সুতরাং এবং প্রকার
উপাসনা কারী সাধকের কিরূপে আত্মপ্রবোধ হয়, আত্মা কোন্‌রূপে জাগিয়া
উঠেন, সাধক সেই প্রবুদ্ধ আত্মার কিরূপে অনুভব করিয়া থাকে, ইত্যাদি বিষয়ের
জন্য অবতারিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনাও করিব।

ইতি আত্ম প্রবোধোপনিষদের বঙ্গানুবাদে চতুর্থ খণ্ডে
ব্রাহ্মণরূপাখ্য প্রথম অধ্যায়॥ ১॥

অথ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

—:++:—

অতীতাঽঽত্মপ্রবোধোপনিষদাং ব্রাহ্মণরূপা হ্যাদ্যাকৃতিরাত্মপ্রবোধরূপাকৃতি দ্বিতীয়েদানীং প্রবর্ত্ততে। তস্যাইদমাদিমং মন্ত্রম্,—প্রগলিত নিজমায়োঽহমিতি। যথাহৈন্দ্রজালিকঃ স্বকীয়াং মায়ামুপসংহৃত্য যথাপূর্ব্বমবস্থিতোঽস্মীত্যনুভবতি, তথৈবা-হমপি স্বস্বরূপ জ্ঞানেন নিজাং মায়ামুপসংহৃত্যাবস্থিতোঽস্মীত্যনুভবামি প্রগলিত নিজমায়োঽহমিতি। নিস্তলঃ নিরুপমং। অস্তমিতা স্বগৃহংগতা কারণনিষ্ঠা বিলীনা অহন্তা অহম্ভাবঃ অহং কর্ত্তাঽহং গন্তাঽহং ভোক্তেত্যঽমভিমানঃ। প্রগ-লিত জগদীশজীবভেদ ইতি। তথাহুক্তম্;—

'জীব ঈশো বিশুদ্ধা চিৎ তথা জীবেশয়োর্ভিদা।
অবিদ্যা তচ্চিতোর্যোগঃ যড়স্মাকমনাদয়ঃ॥' ইতি।

আত্ম প্রবোধপনিষদের ব্রাহ্মণরূপ প্রথমভাগ অতিক্রম করা হইল। এ দ্বিতীয় ভাগে আসিয়া উপস্থিত হওয়া গেল। এই দ্বিতীয় ভাগের নাম আ প্রবোধ। আত্ম প্রবোধ নামেই দ্বিতীয় অধ্যায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তাহ এই আদিম মন্ত্র;—প্রগলিৎ নিজমায়োঽহমিতি। আমি নিজের মায়ার নি মুগ্ধ ছিলাম, সে আমার জ্ঞান সূর্য্যোদয়ে প্রাভাতিক নীহারের গলিয়া কো গিয়াছে! আমি নির্ম্মায় হইয়াছি; যেমন ঐন্দ্রজালিক পুরুষ স্বকীয় মায়ায় উপ হার করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় অমায়িকভাবে অবস্থান করে, এবং সেই অবস্থায় অনু করে যে, আমি এখন পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থিত হইয়াছি, সেইরূপ আমিও স্ব স্বরূ জ্ঞান দ্বারায় নিজ মায়ার উপসংহার করিয়া যেমন পূর্ব্বে অমায়িক ছিলাম এ ঠিক সেইরূপই আছি। এই জন্য অনুভব করিতেছি আমি প্রগলিত নিজমা যেহেতু মায়ামেঘ কাটিয়া গিয়াছে, সেই হেতু আমি নিরুপম দর্শনরূপ বস্তুমা যেমন স্বর্ণের খাদ অপনীত হইলে তাহা নিরুপম স্বর্ণ হয়, সেইরূপ আমার মা রূপ মল অতীত হইয়াছে; সুতরাং এখন আমি নিরুপম জ্ঞান স্বরূপ। আম অহম্ভাব বাড়ী চলিয়া গিয়াছে; অহঙ্কারের কারণ অজ্ঞান; সেই অজ্ঞা

প্রগলিতনিজমায়োঽহং নিস্তুলদৃশিরূপবস্তুমাত্রোঽহম্।
অস্তমিতাহংতোঽহং প্রগলিতজগদীশজীবভেদোঽহম্ ॥ ১ ॥

প্রত্যগভিন্নপরোঽহং বিধ্বস্তাশেষবিধিনিষেধোঽহম্। সমু-
দাস্তাশ্রমিতোঽহং প্রবিততসুখপূর্ণসংবিদেবাহম্ ॥ ২ ॥

জগদীশজীবভেদোহি পূর্ব্বমনাদিরাপ্যধুনা প্রগলিত এবেতি অভিন্ন এক এবাস্মি ॥ ১ ॥

তদাহ,—প্রত্যভিন্নপরোঽহমিতি। প্রত্যক্ জীবঃ, পর ঈশ্বরঃ। তয়োর ভিন্ন এক ইতি। অতএব বিধ্বস্তাশেষ বিধিনিষেধোঽহম্। তস্মাদেব সমুদাস্তাশ্রমিতোঽহমিতি সমুদাস্তা সমুৎক্ষিপ্তা আশ্রমিতা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমাদির্যস্যাসৌ। অতশ্চ প্রবিতত সুখপূর্ন সম্বিৎ স্বরূপঃ ॥ ২ ॥

সহিত সেই 'আমিকর্ত্তা' 'আমি গন্তা' 'আমি ভোক্তা' ইত্যাদি অহমভিমান বিলীন হইয়াছে। অতএব জগদীশ্বরের সহিত যে জীবের অনাদি ভেদ একটা পূর্ব্বে কথিত হইত, তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে। ভেদ যে অনাদিসিদ্ধ তাহা উক্ত হইয়াছে। যথা,—জীব, ঈশ্বর, বিশুদ্ধ চৈতন্য, জীব ও ঈশ্বরের ভেদ, অবিদ্যা, এবং সেই অবিদ্যা ও চৈতন্যের সম্বন্ধ, এই ছয়টি আমাদিগের মতে অনাদি।

এই জীবেশ্বরভেদ পূর্ব্বে অনাদি বলিয়া জানা থাকিলেও এখন দেখিতেছি, তাহা অনাদি হইলেও সান্ত, অনন্ত নহে। অতএব আমি ঈশ্বরভিন্ন, আমি ও ঈশ্বর একই পদার্থ হইতেছি ॥ ১ ॥

তাহাই কথিত হইতেছে ;—প্রত্যক্ষাভিন্ন পরোঽহম্ ইতি। পূর্ব্বে আমি বলিয়া প্রত্যক্ষ হইত যে আত্মার, সেই প্রত্যক্ষাত্মক জীবাত্মার সহিত পরমাত্মা অভিন্ন; আমি সেই জীব ভিন্ন ব্রহ্ম হইতেছি। যখন প্রত্যক্ ও পরাক্ তত্ত্ব এক হইয়া গিয়াছে, তখন কার বিধি নিষেধ কাহার উপর কার্য্য করিবে? এই জন্য বলিতেছেন,—বিধ্বস্তাশেষ বিধি নিষেধোঽহম্ ইতি। আমার পক্ষে বিধিও নিষেধ সকল বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে; সুতরাং আমি বিধ্বস্ত সকল বিধি নিষেধ স্বরূপ। যখন কোন বিধিও নিষেধের বিষয় নাই, তখন আর আমার ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম থাকিবে কি করিয়া?

সাক্ষ্যমনপেক্ষোঽহং নিজমহিম্নি সংস্থিতোঽহমচলোঽহম্।
অজরোঽহমব্যয়োঽহং পক্ষবিপক্ষাদিভেদবিধুরোঽহম্ ॥ ৩ ॥

"মোদঃ পূর্ব্বঃ পক্ষঃ, প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ, ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠাঃ॥" ইত্যাদি র্ভেদঃ।

"পক্ষাদ্বিপক্ষমখিলং জিত্বা তূর্য্যপদং ব্রজেৎ।" ইত্যাদি র্ভেদো বা। তদ্বি ধুরোঽহম্ ॥ ৩ ॥

সুতরাং আমার আশ্রমিতা দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। আমি সমুদান্তাশ্রমি হইয়াছে। এই হেতু আমি নিরতিশয়ব্যাপ্তিমৎ সুখপূর্ণ জ্ঞান স্বরূপ হই য়াছি ॥২॥

আমি যে স্বরূপে আছি, ইহার সাক্ষ্য আমি অপেক্ষা করিতেছি না, তাই বলিয়া স্বরূপে স্থিতি অসাক্ষিকও নহে আমিই আমার স্বরূপে স্থিতি বিষয়ে সাক্ষী হইতে পারি। তবে লৌকিক প্রতিপাদনে যে প্রকার সাক্ষ্যের অপেক্ষা করে, অদ্বৈত কালেও আর সেরূপ সাক্ষ্যের আবশ্যক হয় না। সেই জন্য আমি সাক্ষ্যের,অনপেক্ষ বা সাক্ষ্য নিরপেক্ষ আমি আমার নিজমহিমায় সংস্থিত, সুতরাং অমি অবল। আমার আর জরা নাই, জরা, বা বার্দ্ধক্যাদিভাব বিকারী মায়িক পদার্থের; আমি অমায়িক; সুতরাং আমি অজর, আমার স্বরূপতঃ, গুণতঃ, বা অবয়বতঃ কিছুমাত্র ব্যয় নাই বলিয়া আমি অব্যয়। সেই রূপ মোদ হইতে পূর্ব্বপক্ষ, প্রমোদ হইবে, উত্তর পক্ষ ব্রহ্ম তাহার পুচ্ছস্থান সেই পুচ্ছই প্রতিষ্ঠা, বা সেই ব্রহ্মই প্রতিষ্ঠা। ইত্যাদি প্রকারে কোথাও বর্ণিত হইয়াছে। কোথাও বর্ণিত হইয়াছে, অকার তাহার পূর্ব্বপক্ষ, উকার তাহার উত্তর পক্ষ,' মকার তাহার পুচ্ছ। সেই পক্ষের জয় করিয়া বি' পুচ্ছ স্থানীয় মকারের কলাত্রয় জয় করিয়া, শেষে তূর্য্যপাদে যাইয়া উপস্থি হইবে। ইত্যাদি পক্ষ বিপক্ষাদি ভেদ রহিত হইয়াছি ॥ ৩ ॥

অববোধৈকরসোঽহ মোক্ষানন্দৈকসিন্ধুরেবাহম্। সূক্ষ্মো-
ঽহমক্ষরোঽহং বিগলিতগুণজালকেবলাত্মাহম্॥ ৪॥

নিস্ত্রৈগুণ্যপদোঽহং কুক্ষিস্থানেকলোককলনোঽহম্। কূট-
স্থচেতনোঽহং নিষ্ক্রিয়ধামাহমপ্রতর্ক্যোঽহম্॥ ৫॥

একোঽহমবিকলোঽহং নির্ম্মলনির্ব্বাণমূর্ত্তিরেবাহম্। নির-
বয়বোঽহমজোঽহং কেবলসন্মাত্রসারভূতোঽহম্॥ ৬॥

নিরবধিনিজবোধোঽহং শুভতরভাবোঽহমপ্রভেদ্যোঽহম্।
বিভুরহমনবদ্যোঽহং নিরবধিনিঃসামসত্ত্বমাত্রোঽহম্॥ ৭॥

তৎ কথমিত্যাহ ;—অবরোধৈকরসোঽহমিতি॥ ৪॥ ৫॥ ৬॥ ৭॥

তাহা কি করিয়া হয়? না,—আমি অববোধৈকরস, আমি মোক্ষানন্দৈক
াণর, আমি সূক্ষ্ম, আমি অক্ষর, আমার উপর যে গুণজাল বিতানিত হইয়া-
ছিল, জ্ঞানের উদয়ে সেই গুণ-জাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে, সুতরাং আমি যেরূপ
ছিলাম, সেইরূপ কেবলই আছি॥ ৪॥

আমার পদ ত্রিগুণ ভাব রহিত. আমি নিস্ত্রৈগুণ্যপদ, আমি আমার কুক্ষিস্থ
অনেক লোকের আবিভাব তিরোভাব করিয়া থাকি কূটস্থ চেতন, যেন লৌহ-
কারে কূট (লি) একই প্রকারের থাকে, কিন্তু তাহার উপর নানা প্রকার
অশেষবিধ আকারের পদার্থ উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ আমার
কুক্ষিতে অনেক লোক উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া থাকে বটে; কিন্তু আমি কূটের
ন্যায় যে চেতন, সেই চেতন ভাবেই অবস্থান করিয়া থাকি, আমি নিষ্ক্রিয়-
ধামে অবস্থিত, সক্রিয়ভাব আমার নাই, আমি অপ্রতর্ক্য, আমার ভাব লইয়া
উৎকৃষ্ট তর্ক করিবে, তাহার উপযোগী ভাব আমার নাই, আমি অপ্রতর্ক্য॥ ৫॥

আমি এক স্বরূপ, আমি অবিকল, আমি নির্ম্মল নির্ব্বাণ মূর্তি, আমার
কোনই অবয়ব নাই; সুতরাং আমার জন্ম নাই, আমি অজ, আমি কেবল
সন্মাত্র সারভূত॥ ৬॥

আমার নিজবোধ সীমাহীন, অতএব আমি নিরবধি নিজবোধ; আমি
শুভতর ভাব মঙ্গল স্বরূপ; আমি প্রভেদের বিষয় নহি; সুতরাং আমি অপ্র-

বেদ্যোঽহমাগমান্তৈরারাধ্যোঽহং সকলভুবনহৃদ্যোঽহম্। পরমানন্দঘনোঽহং পরমানন্দৈকভূমরূপোঽহম্ ॥ ৮ ॥

শুদ্ধোঽহমদ্বয়োঽহং সংততভাবোঽহমাদিশূন্যোঽহম্। শমিতান্তত্রিতয়োঽহং বুদ্ধো মুক্তোঽহমদ্ভুতাত্মাহম্ ॥ ৯ ॥

শুদ্ধোঽহমান্তরোঽহং শাশ্বতবিজ্ঞানসমরসাত্মাহম্। শোধিতপরতত্ত্বোঽহং বোধানন্দৈকমূর্ত্তিরেবাহম্ ॥ ১০ ॥

ইতি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

আসমান্তা উপনিষদঃ ॥ ৮ ॥

শুদ্ধোঽহমুপাধি রহিতঃ ॥ কালদেশবস্তুকৃত পরিচ্ছেদত্রয় রাহিত্যমাহ শমিতান্তত্রিতয়োঽহমিতি ॥ ৯ ॥

শুদ্ধোঽহমপাপবিদ্ধোঽহমিতি ॥ ১০ ॥

ইতি আত্মপ্রবোধোপনিষদ্বৃত্তৌ আত্মপ্রবোধো নাম
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

ভেদ্য; আমি বিভু, আমি নির্দ্দোষ, নিরবদ্য; আমি নিরবধিনিঃসীম সত্তা মাত্র ॥ ৭ ॥

আমি আগমের শিরোভাগ দ্বারা বেদ্য; আমিই এক মাত্র আরাধ্য, আমি সকল ভুবনের হৃদয়প্রিয় হৃদ্য বস্তু; আমি পরমানন্দ ঘন স্বরূপ; আমি একমাত্র পরমানন্দ ভূম স্বরূপ, অর্থাৎ একমাত্র ভূমা পরমানন্দ স্বরূপ ॥ ৮ ॥

আমি উপাধি রহিত, দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধি সকল আমার কিছুই ছিলও না, নাইও; সুতরাং শুদ্ধস্বরূপ, আমি অদ্বৈত স্বরূপ; আমার ভাব পরিব্যাপ্ত, আমি সন্ততভাব; আমি আদি শূন্য; কাল, দেশ ও বস্তুকৃত পরিচ্ছেদ ত্রয় আমার নিবৃত্ত হইয়াছে; আমি বুদ্ধ স্বরূপ; আমি মুক্ত স্বরূপ আমি কিঞ্চিৎ নূতন স্বরূপ ॥ ৯ ॥

আমি শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ স্বরূপ; আমি অন্তরের প্রিয় পদার্থ স্বরূপ; আমি সনাতন বিজ্ঞান সমরস স্বরূপ; শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশ দ্বারা শোধিত যে পর তত্ত্ব, সেইরূপ, আমি বোধনন্দৈক মূর্ত্তি ॥ ১০ ॥ ইতি

আত্মপ্রবোধোপনিষদের বঙ্গানুবাদে দ্বিতীয় অধ্যায় ॥ ২ ॥

অথ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

বিবেকযুক্তিবুদ্ধ্যাহং জানাম্যাত্মানমদ্বয়ম্। তথাপি বন্ধমোক্ষাদিব্যবহারঃ প্রতীয়তে। নিবৃত্তোঽপি প্রপঞ্চো মে সত্যবদ্ভাতি সর্ব্বদা ॥ ১ ॥

অন্তরিতাকৃতি দ্বিতীয়াত্মপ্রবোধোপনিষদাত্মপ্রবোধরূপা নাম। ন চ তোঽপি বস্তু স্বহস্তায়িতম্। তদর্থমসৌ মননরূপা কৃতিস্তৃতীয়া নাম প্রবর্ত্ততে। স্যাশ্চায়মাদিমো মন্ত্রঃ,—বিবেক যুক্তি বুদ্ধ্যাঽহমিতি। বিবেকযুক্তিবুদ্ধ্যা জানামি; তু প্রত্যক্ষতঃ। তৎ ফলম্—বন্ধ মোক্ষাদি ব্যবহারঃ প্রতীয়তে ইতি পরমার্থতো নিবৃত্তোঽপি প্রপঞ্চো মে সর্ব্বদা ভুজঙ্গবৎ সত্যবদ্ভাতি ॥ ১ ॥

আত্মপ্রবোধোপনিষদের আত্মপ্রবোধাখ্য দ্বিতীয় অধ্যায় পরিসমাপ্ত হইল। তদ্দ্বারাও জ্ঞেয় ও ধ্যেয় বস্তু নিজের হস্তগত হয় নাই, সুতরাং অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনার তিরোধায়ক মননরূপ তৃতীয় অধ্যায়ে প্রবর্ত্তিত হইতেছি। তাহার এইটি আদিম মন্ত্র,—'বিবেক যুক্তীত্যাদি। সতের সহিত অসতের, চৈতন্যের সহিত জড়ের, আতপের সহিত ছায়ার যে পার্থক্য, সেই পার্থক্য বিষয়ে যত প্রকার যুক্তি ও বোধ থাকিতে পারে, সে সমস্তই প্রয়োগ করিয়া জানিতেছি বটে যে মায়িক জগতের এক মাত্র সত্তা সেই পরমাত্মারই। পরমাত্মাই এই জগদাকারে বিবর্ত্তিত হইয়া নানারূপ হইয়াছেন। নানারূপ মায়াকল্পিত; সুতরাং ইহা মিথ্যা, পরমাত্মাব এই মায়া কার্য্যের এক মাত্র অধিষ্ঠান। ইহা কিন্তু প্রত্যক্ষাকারে জানিতে পরিতেছি না। যেমন প্রত্যক্ষাকারে নানা পদার্থের জ্ঞান হইতেছে, সেইরূপ প্রত্যক্ষাকারে অমায়িক পরমাত্মা নারায়ণের প্রত্যক্ষ হইতেছে না। অবশ্য এই নানা পদার্থের জ্ঞান প্রত্যক্ষাত্মক বলিয়া, ইহার নিবর্ত্তক জ্ঞানটিও প্রত্যক্ষাত্মক হওয়া আবশ্যক কিন্তু সেই অদ্বয় আত্মতত্ত্ব জ্ঞান ত প্রত্যক্ষাত্মক হইতেছেন। যেমন দিঙ্মূঢ় ব্যক্তির দিগ্‌ভ্রম প্রত্যক্ষাত্মক বলিয়া বিবেক ও যুক্তি প্রভৃতি দ্বারা দিক্ জ্ঞান

সর্পাদৌ রজ্জুসত্তেব ব্রহ্মসত্তৈব কেবলম্। প্রপঞ্চাধার-রূপেণ বর্ত্ততেঽতো জগন্নহি ॥ ২ ॥

দ্বৈতাদ্বৈতবিবেকো, দ্বৈতো দ্বৈতেন বিভাজ্যঃ ফলীভূতস্ত্বদ্বৈত ইতি যুক্তি, স্তাভ্যাং সহানুভবরূপা বুদ্ধিশ্চ ক্রিয়মাণাপ্যপ্রত্যক্ষাত্মকতয়া নচ ততো দ্বৈত ভ্রম-নিবৃত্তিরিত্যাদিতস্তর্কিতম্। ইদানীং ভ্রমে বিবেকযুক্তিবুদ্ধ্যা মননং প্রসারয়তি সর্পাদাবিত্যাদিনা দ্বিতীয় মন্ত্রেণ। যথা ভুজঙ্গভ্রান্তৌ রজ্জুসত্ত্বেবাধাররূপেণ বর্ত্তত ইত্যস্তি প্রতীতি, তথা প্রপঞ্চভ্রান্তৌ প্রপঞ্চাধিষ্ঠানতয়া ব্রহ্মসত্তৈব কেবলং বর্ত্ততে ন প্রপঞ্চ সত্তা। তস্মাজ্জগন্নাস্তীতি দ্বিতীয়স্তর্ক্যতে ॥ ২ ॥

হইলেও সে জ্ঞান প্রত্যক্ষাত্মক হয় না বলিয়া সে জ্ঞান দ্বারা দিগ্‌ভ্রম যায়ও না; সেই এই অদ্বয় আত্মতত্ত্বজ্ঞান প্রত্যক্ষাত্মক না হওয়ায়, ইহাদ্বারা প্রত্যক্ষা-ত্মক নানাজ্ঞানরূপ জগদ্ভ্রমেরও নিবৃত্তি হইতেছে না; সেইজন্য বন্ধমোক্ষাদি ব্যবহারের প্রতীতি হইতেছে। আমি মনে করিতেছি, আমার বন্ধন নিবৃত্তি হওয়ার আবশ্যক, এবং মোক্ষও প্রয়োজন। তদ্ভিন্ন আরও মনে করিতেছি, আমি পরমাত্মা নারায়ণের স্বরূপ জানিতে পারিলে মুক্তি লাভ করিব। আমার যে সকল দ্বৈত প্রতীতি হইতেছে, সে সকল ঐ পরমাত্ম জ্ঞান দ্বারা নিবর্ত্তিত হইবে ইত্যাদি। সেই জন্য এই বিশ্ব প্রপঞ্চ পরমার্থতঃ সত্যবং না থাকিলেও বস্তুতঃ নিবৃত্ত্যাত্ম হইলেও আমার নিকট সর্ব্বদাই সত্যবং ভাতি প্রাপ্ত হইতেছে। আমি প্রকৃত নাথাকা বস্তুকে আছে বলিয়া জানি-তেছি ॥ ১ ॥

প্রথমতঃ মন্ত্রে বলা হইল, জগৎ দ্বৈত, আত্মা অদ্বৈত; দ্বৈতে দ্বৈত ও অদ্বৈত, উভয়ের আসন আছে; কিন্তু অদ্বৈতে দ্বৈতের আসন নাই; সুতরাং ভাজ্য দুইকে ভাজক দুই দ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল একমাত্র অবশিষ্ট থাকে। অর্থাৎ দ্বৈত যুক্তি আদির সাহায্যে দ্বৈতপ্রপঞ্চের, বিবেচনা করিয়া দেখিলে দ্বৈত অদ্বৈতেই পর্য্যবসন্ন হয়, যেমন দুইকে দুইদিয়া ভাগ করিলে এক হয় ভাগফল, সেইরূপ দ্বৈতবাদমূলক যুক্ত্যাদির সাহায্যে দ্বৈতের বিবেক সাধিত হইলে অদ্বৈত পরমাত্মা নারায়ণই সেই সেই বিবেকের ফলভূত হইয়া দাঁড়ান। যে বিবেক জ্ঞানে নারায়ণকে অদ্বয় বলিয়া জানিতে পারা যায়, সে বিবেক

যথেক্ষুরসসংব্যাপ্তা শর্করা বর্ত্ততে তথা। অদ্বয়ব্রহ্মরূপেণ ব্যাপ্তোঽহং বৈ জগত্রয়ম্ ॥ ৩ ॥

যথেক্ষুরসসংব্যাপ্তেত্যাদিনা ব্রহ্মব্যাপ্তিস্তর্ক্যতে ॥ ৩ ॥

জ্ঞানও অনুমানাত্মক। যদিও অনুমান প্রত্যক্ষ মূলক বলিয়া উক্ত ফল জ্ঞান একেবারে প্রত্যক্ষ শব্দ শূন্য নহে, তথাপি তাদৃশ প্রত্যক্ষ মূলক অনুমান জ্ঞান দ্বারা আমূল প্রত্যক্ষাত্মক দ্বৈত ভ্রমের নিবৃত্তি হইতে পারে না। নিবৃত্তি না হইলেও বাস্তবিক ত সে ভ্রম সত্য নহে, বা সে ভ্রমের বিষয় যে প্রপঞ্চ, সেও ত সত্য নহে, এরূপ অনুভব হয়, ও তদ্দ্বারা অনেক সময় বোধ হয় যেন বিশ্ব-প্রপঞ্চ সত্যবৎ ভাতিবিশিষ্ট, প্রকৃত সত্য নহে। ইহাই প্রথম মন্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। এখন ভ্রমে বিবেক, যুক্তি, ও তত্ত্বভয়বুদ্ধির প্রবোগ করিয়া মনের প্রসার বৃদ্ধি করিতেছেন?—সর্পাদাবিত্যাদি দ্বিতীয় মন্ত্র দ্বারা। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি হইলে, সে স্থলে দেখা যায়, সর্পাকার অজ্ঞান বিজৃম্ভিত হইলেও পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট নহে, কিন্তু রজ্জুর সত্তাই তাহাতে বর্ত্তে, সেইরূপ জগদাকার মায়াকল্পিত হইলেও পৃথক সত্তা তাহার নাই, ব্রহ্মসত্তাই তাহাতে প্রতিভাসিত হয় মাত্র। ভ্রমমাত্রেই পৃথক্ সত্তাবিহীন, কারণ, যাহাতে যাহার ভ্রম হয়, সেই তদাকারে ভাসিত হয়, যেমন রজ্জুতে সর্পের ভ্রম হয়, রজ্জুই সর্পাকারে ভাসিত হয়। যখন রজ্জুই সর্পাকারে ভাসিত হয়, তখন আর সর্পের অস্তিত্ব কেন স্বীকৃত হইবে? রজ্জুর অস্তিত্বই সর্পে প্রতিভাসিত হয় স্বীকার করিলেই হইল। আবার যখন রজ্জুকে রজ্জুরূপে জানা যায়, তখন রজ্জুর অস্তিত্ব রজ্জুতেই প্রত্যক্ষীকৃত হইল বলিয়া সর্পের একেবারেই তখন অস্তিত্ব প্রতিভাসিত হইতে পারে না, হয়ও না, সেইরূপ পরমাত্মার অজ্ঞান বশতঃ পরমাত্মাকে পরমাত্মারূপে না জানিয়া ভ্রমাৎ জগদাকারে জানা যায়, তখন পরমাত্মার নিত্যঅস্তিত্বই নানাভাগে বিভক্তপ্রায় হইয়া জগতের উপর প্রতিভাসিত হইতে থাকে,—ঘট আছে, বাটীর অস্তিত্ব আছে, ইত্যাদি। আবার যখন পরমাত্মা নারায়ণকে পরমাত্মারূপে প্রত্যক্ষ করা যাইবে, তখন আর জগতের উপর সে অস্তিত্ব প্রতিভাসিত হইতে পারে না, তখন জগৎ প্রাভাতিক নীহারে কোথায় উড়িয়া যায়, তাহার কোন সন্ধানই পাওয়

ব্রহ্মাদিকীটপর্য্যন্তাঃ প্রাণিনো ময়ি কল্পিতাঃ। বুদ্বুদাদি-বিকারান্তস্তরঙ্গঃ সাগরে যথা ॥ ৪ ॥

তরঙ্গস্থং দ্রবং সিন্ধুর্ন বাঞ্ছতি যথা তথা। বিষয়ানন্দবাঞ্ছা মে মাভূদানন্দরূপতঃ ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মাদিকীট পর্য্যন্তা ইত্যনেন সাগর তরঙ্গন্যায়ো দর্শিতঃ ॥ ৪ ॥

সাগরতরঙ্গন্যায়গতমন্যদপি ফলমাহ তরঙ্গস্থমিতি। এতেন ক্ষুদ্রাশা নিরাকৃতা ॥৫॥

যায় না। যেমন সর্প ভ্রমের আধাররূপে রজ্জুসত্তা প্রতীত হয়, সেইরূপ প্রপঞ্চ ভ্রমের আধাররূপে ব্রহ্মসত্তাই নির্ণীত হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। অতএব জগৎ বলিয়া একটা বস্তু সৎ নাই। এই মন্ত্র দ্বারা ভ্রমের অধিষ্ঠান সত্য, অধিষ্ঠেয় মিথ্যা, ইহা রজ্জুসর্প ভ্রমস্থলে প্রত্যক্ষ হয়; সুতরাং জগদ্ভ্রমের অধিষ্ঠান অদ্বয় পরমাত্মা সত্য, এবং সেই সত্যে অধিষ্ঠেয় জগৎ মিথ্যা, এইরূপ বিবেক যুক্তি ও অনুভবের কথা বলা হইল ॥ ২ ॥

এইক্ষণ ব্রহ্মব্যাপ্তি লইয়া তর্ক করা হইতেছে, যথেত্যাদি। যেমন ইক্ষুর রসে সম্যক্‌রূপে ব্যাপ্ত হইয়া শর্করা বিদ্যমান আছে, সেই রূপ অদ্বয় ব্রহ্মরূপে আমি এই জগত্রয়কে ব্যাপিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছি ॥ ৩ ॥

এইক্ষণে সাগর তরঙ্গন্যায় অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মাদীত্যাদি যেমন বুদ্বুদাদি নানা বিকার বিশিষ্ট তরঙ্গ সাগরে কল্পিত হইলেও সে সমস্তই সাগরের সহিত অভিন্ন ও এক সেইরূপ ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত স্থাবর জঙ্গমাত্মক প্রাণধারী বিশ্বপ্রপঞ্চ ব্রহ্মে কল্পিত হইলেও ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন; আমিও ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন সুতরাং আমাতে কল্পিত হইলেও আমাতে ব্রহ্মতে অভেদ, ব্রহ্মতে জগতে অভেদ; কাজেই আমাতে জগতে অভেদ; অর্থাৎ জগদভিন্ন ব্রহ্মাভিন্ন জীব, জীবাভিন্ন ব্রহ্মাভিন্ন জগৎ; সুতরাং জীবাভিন্ন জগৎ, এবং জগদভিন্ন জীব। অতএব সাগরতরঙ্গ ন্যায় বিবেক, যুক্তি ও অনুভবদ্বারা এই সর্ব্বাত্মকত্ব নিরূপিত হইল ॥ ৪ ॥

সাগররতরঙ্গ ন্যায় গত অন্যবিধ ফল কীর্ত্তন করিতেছেন, তরঙ্গস্থমিত্যাদি। যেমন সমুদ্র তরঙ্গস্থজলের বাঞ্ছা করে না, সেইরূপ আমি আনন্দ সমুদ্র বলিয়া

দারিদ্র্যাশা যথা নাস্তি সম্পন্নস্য তথা মম। ব্রহ্মানন্দে নিমগ্নস্য বিষয়াশা ন তদ্ভবেৎ ॥ ৬ ॥

বিষং দৃষ্ট্বামৃতং দৃষ্ট্বা বিষং ত্যজতি বুদ্ধিমান। আত্মানমপি ধৃষ্ট্বাহমনাত্মানং ত্যজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

ঘটাবভাসকো ভানুর্ঘটনাশে ন নশ্যতি। দেহাবভাসকঃ সাক্ষী দেহনাশে ন নশ্যতি ॥ ৮ ॥

ন মে বন্ধো ন মে মুক্তির্ন মে শাস্ত্রং ন মে গুরুঃ। মায়ামাত্রবিকাসত্বান্মায়াতীতোঽহমদ্বয়ঃ ॥ ৯ ॥

বিধাপি ক্ষুদ্রাশা নিরস্যতে দারিদ্র্যাশেতি ॥ ৬ ॥

তত্ত্বপক্ষপাতোহি ধিয়াং স্বভাব ইতি ॥ ৭ ॥

নম্বনাত্মনঃ পরিত্যাগোহেয়ত্বাং কৃতশ্চেৎ, দেহিনোঽপি তথাত্বাপত্তিঃ। কিঞ্চ দেহনাশেঽপ্যাত্মনোঽদর্শনান্নাশ ইতি হেয়তয়া পরিত্যক্তুং শক্য ইত্যত

বিষয়ানন্দ বাঞ্ছা আমার হইতে পারে না। ইহা দ্বারা তুচ্ছ আশায় জলাঞ্জলি দেওয়া হইল ॥ ৫ ॥

অন্য প্রকারেও তুচ্ছ আশার নিবাশ করা হইতেছে, দারিদ্র্যাশেত্যাদি। যেমন সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে দারিদ্রের জায়মান আশা থাকিতে পারে না, সেইরূপ ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন ব্যক্তির বিষয়াশা হইতে পারে না ॥ ৬ ॥

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিষকে বিষ বলিয়া জানিয়া এবং অমৃতকে অমৃত বলিয়া জানিয়া বিষকে ত্যাগ করে; সেইরূপ আমি আত্মাকে দেখিয়া আত্মাকে আমার আত্মারূপে দেখিয়া আমি অনাত্মাকে, যাহা আত্মাহইতে অন্য পদার্থ, সে সমস্ত বস্তুকেই ত্যাগ করি; এরূপ কেন করা যায়? না,—বুদ্ধির স্বভাবই এই যে, যেটি প্রকৃত, যেটি সত্য, বুদ্ধি সেইটিকেই নিজের বলিতে বাধ্য করায় ॥ ৭ ॥

আচ্ছা, অনাত্মার পরিত্যাগ করিবে কেন? হেয় বলিয়া ত? তাহা হইলে দেহীরও পরিত্যাগ করিতে হইবে। কেন? না, আত্মাতেও ত দেহাদির সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে। তারপর এক কথা, যতদিন দেহ থাকে, ততদিনিই আত্মার

প্রাণাশ্চলন্তু তদ্ধর্ম্মৈঃ কামৈর্ব্বা হন্যতাং মনঃ। আনন্দ-বুদ্ধিপূর্ণস্য মম দুঃখং কথং ভবেৎ ॥ ১০ ॥

আহ,—ঘটাবভাসক ইত্যাদি দ্বাভ্যাম্। শাস্ত্রামপ্যবিদ্যাবদ্বিষয়ত্বং নাতিবক্তত ইতি ন মে শাস্ত্রামিত্যাহ। তথাচ স্বরূপমাত্রমুক্তং ভবতি ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

তদেতদ্বিভজ্যাক্ষিপ্যাহ প্রাণা ইতি। আনন্দ পূর্ণস্য বুদ্ধিপূর্ণস্য পূর্ণস্য চেতি লক্ষণত্রয়ং দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১০ ॥

অস্তিত্ব অনুভব করা যায়; কিন্তু যখন দেহ নাশ হয়, তখন ত আর আত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধিতে আসে না; সুতরাং, যাহার নাশ হয়, সে ত হেয়। হেয় বলিয়াই তাহা হইলে আত্মাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন, ঘটাবভাসক ইত্যাদি। দুইটি মন্ত্রের দ্বারা যেমন ঘটের অবভাসক সূর্য্য ঘটনাশে বিনষ্ট হয় না, সেইরূপ দেহের অবভাসক সাক্ষী আত্মাও দেহের নাশে বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। দেহাদি উপাধি মায়ায় কল্পনা মাত্র; সুতরাং জন্ম বিনাশাদি ধর্ম্ম সকল মায়ার, আমার নহে, আমি সাক্ষী স্বরূপ ॥ ৮ ॥

বন্ধন আমার নহে; মুক্তি আমার নহে; অবিদ্যাকল্পিত বুদ্ধিরই ভাব একটা বন্ধন, তাহার বিপরীত ভাব মুক্তি ও সেই অবিদ্যাকল্পিত বুদ্ধিরই ধর্ম্ম। শাস্ত্রেও যাহা কিছু উক্ত হইয়াছে, তাহাতে অবিদ্যাবিশিষ্ট জীবকেই লক্ষ্য করিয়া; সুতরাং অবিদ্যামুক্ত সাক্ষীস্বরূপ আমি। আমার পক্ষে শাস্ত্রও নাই। মূর্খের লঘুতা নিবারণার্থ গুরুর আবশ্যক হয়; আমি আমার কিছুই মূর্খতাও লঘুতাও দেখিতেছি না; সুতরাং গুরুত্ব আমার নাই, আমি পরমগুরু ঈশ্বর। ও সকল মায়ামাত্রের বিকাশ; কিন্তু আমি মায়াতীত অদ্বয় স্বরূপ ॥ ৯ ॥

মায়ার বিকাশ হইলেও কোন্ ধর্ম্ম কাহার, তাহার বিভাগ করিয়া সংক্ষেপে আক্ষেপের সহিত বলিতেছেন, প্রাণা ইত্যাদি। প্রাণ সকল পবমান বলিয়া চলিতে থাকুক; সেই প্রাণের ধর্ম্ম পিপাসাদি দ্বারা, বা কাম দ্বারা মনঃ হন্যমান হইতে থাকে, হউক। আমি আনন্দ পূর্ণ, বুদ্ধিপূর্ণ ও পূর্ণ স্বরূপ; আমার দুঃখ কি করিয়া, হইবে? এস্থলে আনন্দরূপতা, জ্ঞানস্বরূপতা এবং পরিপূর্ণ-স্বভাবতা তিনটি ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বলা হইয়াছে, জানিতে হইবে ॥ ১০ ॥

আত্মানমঞ্জসা বেদ্মি ক্বাপ্যজ্ঞানং পলায়িতম্। কর্ত্তৃত্বমস্য মে নষ্টং কর্ত্তব্যং বাপি ন ক্বচিৎ ॥ ১১ ॥

ব্রাহ্মণ্যং কুলগোত্রে চ নামসৌন্দর্য্যজাতয়ঃ। স্থূলদেহগতা এতে স্থূলাদ্ভিন্নস্য মে ন হি ॥ ১২ ॥

আত্মজ্ঞানাদজ্ঞান নিবৃত্তিস্ততঃ কর্তৃত্বাদ্যভিমান নাশস্ততঃ কর্ত্তব্যনিরোধোঽসঙ্গত্ব ভবতীত্যাহ,—আত্মানমিতি ॥১১॥

স্থূলদেহগত ধর্ম্মান্ প্রদর্শ্য় নি তান্নিরস্যতি, —ব্রাহ্মণ্যমিতি। ব্রাহ্মণ্যং ব্রহ্মবর্চ্চঃ, কুলং বংশঃ, গোত্রং লোভ প্রবর্ত্তকস্য শাণ্ডিল্যাদি ঋষেঃ সন্তান পরম্পরা। যদ্যপি কুলগোত্রয়োরভেদ এব প্রতীয়তে তথাপি কুলং ব্যাপ্যং, গোত্রঞ্চ ব্যাপকমিতি। তদ্‌যথাহ বৈয়াঘ্র্যাহগোত্রে কুরুকুলমিতি পাণ্ডবকুলমিতি। নাম যজ্ঞ দত্তাদি। সৌন্দর্য্যং সুন্দরভাবঃ কদর্য্যমপি। জাতির্ব্রাহ্মণত্বাদি। তদেতৎ স্থূলাভিন্নস্য মে নহি ভবিতুমর্হতি ॥ ১২ ॥

আত্মজ্ঞান হইলে, আত্মবিষয়ক অজ্ঞান লোপ পায়। বিনষ্ট হইলে তজ্জন্য কর্তৃত্বাদ্যাভিমানচয় বিনষ্ট হয়। অহঙ্কার লোপ হইলে কর্ত্তব্য সকল থামিয়া যায়; সুতরাং তখন আত্মার অনাদি ভাব আবির্ভূত হয়, এই কথাই বলা হইতেছে, 'আত্মানম্' ইত্যাদি। আমি যথার্থ আত্মাকে জানিতেছি; সুতরাং আমার সেই আত্মাবিষয়ক অজ্ঞান কোথায় পলাইয়াছে। আমার কর্তৃত্বও আর নষ্ট হইয়াছে; আমার কর্ত্তব্যও কোনস্থলে কিছু নাই ॥ ১১ ॥

কতকগুলি ধর্ম্মকে দেখাইয়া তাহা স্থূলদেহের ও সকল আত্মার নহে, ইহা প্রতিপাদন করিতেছেন, 'ব্রহ্মণ্যম্' ইত্যাদি। ব্রহ্মতেজঃ, বংশ, গোত্র, নাম, সৌন্দর্য্য; এসকল স্থূল দেহগত ধর্ম্ম; আমি স্থূল দেহ হইতে পৃথক্, সুতরাং এসকল ধর্ম্ম আমার নাই। যদিও কুল ও গোত্র শব্দ প্রায় একার্থক তথাপি কিছু ভেদ আছে বলিয়া সে ভেদ দেখান যাইতেছে;—কুল হইতেছে বংশ, আর গোত্র হইতেছে, গোত্র প্রবর্ত্তক শাণ্ডিল্য আদি ঋষির সন্তান পরম্পরা। কুল হইল ব্যাপ্য পদার্থ। যেমন গোত্র হইল ব্যাপ্যক পদার্থ। যেমন বৈয়াঘ্রপদ্ গোত্রে কুরুকুল ও পাণ্ডবকুল, নাম যজ্ঞদত্ত আদি; সৌন্দর্য্য সুন্দরভাব, কদর্য্য কদাকারভাব; জাতি ব্রাহ্মণত্ব আদি। এ সকল স্থূলদেহের ধর্ম্ম, স্থূলদেহেই

ক্ষুৎপিপাসান্ধ্যবাধির্য্যকামক্রোধাদয়োঽখিলাঃ। লিঙ্গদেহ-গতা এতে হ্যলিঙ্গস্য ন বিদ্যতে ॥ ১৩ ॥

জড়ত্বপ্রিয়মোদত্বধর্ম্মাঃ কারণদেহগাঃ। ন সন্তি মম নিত্যস্য নির্ব্বিকারস্বরূপিণঃ ॥ ১৪ ॥

এবং লিঙ্গগতান্ কারণগতানপি নিরস্যতি ক্ষুতিত্যাদি দ্বাভ্যাম্ ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

এ সকল প্রতিভাসিত হয়; কিন্তু আমি আত্মা, আমিত স্থূলদেহ হইতে ভিন্ন; সুতরাং এ সকল ধর্ম্ম আমার নাই, থাকিতে পারে না ॥ ১২ ॥

এইরূপ লিপিশরীরগত ও কারণ-শরীরগত ধর্ম্ম সকল আত্মার নাই, ইহা দেখান হইতেছে, ক্ষুৎপিপাসা ইত্যাদি দুইটি মন্ত্রদ্বারা। ক্ষুধা, জঠরগত পাক্য বস্তুর অভাব জনিত অগ্নিরূপ পিত্তের দাহ; পিপাসা, পান করিবার ইচ্ছা; আন্ধ্য অন্ধভাবরূপ গ্রহণ প্রতিবন্ধক দোষ; বাবির্য্য বধিরভাব শব্দ শ্রবণ প্রতিবন্ধক দোষ; মান্দ্য মন্দভাব বিষয় গ্রহণে অপাটব দোষ; কাম—অভিলাষ, ক্রোধ স্বার্থব্যাঘাত প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া রজোগুণের প্রবল ক্ষোভজনিত, জিঘাংসা—হননেচ্ছা, লোভ ইন্দ্রিয়লৌল্য ইত্যাদি ধর্ম্ম সকল লিঙ্গদেহের। আমি অলিঙ্গ; সুতরাং এগুলি আমাতে নাই। যে দেহ লয়কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী, তাহাকে লিপিদেহ বলা হয়। লিঙ্গদেহের অবয়ব এইগুলি,—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত, পঞ্চপ্রাণ, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এইগুলিয়া মিলিয়া একটী সূক্ষ্ম দেহ বিরচিত হয়। সেটি যতদিন আত্মজ্ঞান না হয়, বা যতদিন মহাপ্রলয় না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত ইহলোক হইতে পরলোকে, এবং পরলোক হইতে ইহলোকে যাতায়াত করিতে থাকে। এই সূক্ষ্মদেহে যে প্রাণপঞ্চক আছে, তাহার ধর্ম্ম পিপাসা ক্ষুধা ইত্যাদি; যে ইন্দ্রিয়পঞ্চক আছে, তাহাদের ধর্ম্ম আন্ধ্য, মান্দ্য ও বাধির্য্য কাম ক্রোধাদি হইতেছে মনের ধর্ম্ম। মনঃ ও বুদ্ধি একই পদার্থ ॥ ১৩ ॥

তারপর আরও একটী দেহ স্বীকার করা হয়; সেটির নাম কারণ দেহ কারণদেহ পদার্থ এই যে, যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ হইতে পঞ্চভূতের সৃষ্টি হইয়া এই বিশাল বিশ্ব-প্রপঞ্চ বিরাজিত, সেই গুণত্রয় হইতে ক্ষুদ্র একটী দেহেরও সৃষ্টি হয়; কারণ, মাতৃজঠরে যাইয়া কিরূপে ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত দেহের সৃষ্টি করিবে? সুতরাং ভগবান্ মাতৃশোণিত ও পিতৃশুক্রে গুণত্রয়ের এমনভাবে স্থাপন করিয়া

উলুকস্য যথা ভানুরন্ধকারঃ প্রতীয়তে। স্বপ্রকাশে পরানন্দে তমো মূঢ়স্য জায়তে ॥ ১৫ ॥

চক্ষুর্দৃষ্টিনিরোধেঽভ্রৈঃ সূর্য্যো নাস্তীতি মন্যতে। তথাজ্ঞানাবৃতো দেহী ব্রহ্ম নাস্তীতি মন্যতে ॥ ১৬ ॥

এবম্ভূতাত্ম দর্শনে অজ্ঞানমেব প্রতিবন্ধকমিতি। সদৃষ্টান্তমাহ,—উলুকস্যেতি ॥ ১৫ ॥

অন্যথাঽপ্যাহ ;—চক্ষুরিত্যাদি। তথা ব্রহ্ম নাস্তীতি মন্যতে ভ্রমাৎ; নতু তদ্বাস্তবম্। আত্মা চ ব্রহ্মেতি ॥ ১৬ ॥

ছেন যে, তদুভয় মিলিয়া উক্ত গুণত্রয়ের পৃথক্ ভাবে আবির্ভাব করায়। তদ্দ্বারা উক্ত গুণত্রয় পৃথক্ হইয়া ক্রমে ক্রমে দেহরচনায় উপযোগী বস্তু সকল সংগ্রহ ঐ গুণত্রয়েই দেহসংঘাত রচিতে থাকে। অতএব প্রথমতঃ যে গুণত্রয় মিলিয়া একটী কোষাকার গৃহ প্রস্তুত করে, এবং যে কোষাকার গৃহকে মধ্যে করিয়া হৃদয়পুণ্ডরীক অধোভাবে ঝুলিতেছে, সেই কোষাকার গৃহের মধ্যস্থ গুণত্রয়কেই কারণশরীর বলা যায়। উক্ত কারণশরীরের ধর্ম্ম হইতেছে জড়তা, প্রিয়, মোদ, প্রমোদ, ইত্যাদি। জড়তা চৈতন্যের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম; প্রিয়, ভালবাসার লোককে যে ভাব দ্বারা ভালবাসা যায়; মোদ আনন্দ, বিষয়াদি ভোগ করিলে যে আনন্দ লাভ করা যায়; প্রমোদ সাধারণ উপভোগ্য আনন্দ বিশেষ। এগুলি সমস্তই সেই কারণদেহগত ধর্ম্ম। আমি নিত্য নির্ব্বিকার অকারণ স্বরূপ; সুতরাং এ সকল ধর্ম্ম আমার থাকিতে পারে না ॥ ১৪ ॥

এইত হইল আত্মার বিবেক যুক্তি দ্বারা অনুভব। এই প্রকার আত্মার প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান হয় না, তাহার কারণ অজ্ঞানরূপ প্রতিবন্ধক দোষ। তাহাই দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছেন;—উলুকস্য ইত্যাদি। যেমন পেচকের পক্ষে জগৎ প্রকাশক সূর্য্য অন্ধকার ময় বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ অজ্ঞান মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তির পক্ষে স্বয়ম্প্রকাশ স্বরূপ পরমানন্দে ও অজ্ঞানই ঐ অন্ধকাররূপে জ্ঞানদৃষ্টির আবরক হয় ॥ ১৫ ॥

অন্য প্রকারে ঐ কথাই বলিতেছেন;—চক্ষুরিত্যাদি অভ্র মেঘ। মেঘদ্বারা দ্রষ্টার চক্ষুর দৃষ্টি নিরোধ করিলে যেমন দ্রষ্টা মনে করে, সূর্য্য নাই, সেই রূপ

যথামৃতং বিষাদ্ভিন্নং বিষদোষৈর্ন লিপ্যতে। ন স্পৃশামি জড়াদ্ভিন্নো জড়দোষাপ্রকাশতঃ ॥ ১৭ ॥

স্বল্পাপি দীপকণিকা বহুলং নাশয়েত্তমঃ। স্বল্পোঽপি বোধো মহতীবহুলং নাশয়েত্তমঃ ॥ ১৮ ॥

কালত্রয়ে যথা সর্পো রজ্জৌ নাস্তি তথা ময়ি। অহঙ্কারাদি-দেহান্তং জগন্নাস্ত্যহমদ্বয়ঃ ॥ ১৯ ॥

জড়সম্বন্ধাভাবে তৎপ্রত্যক্ষচেতি প্রতিজানীতে যথাঽমৃতমিতি ॥ ১৭ ॥

যদ্যপি শাস্ত্রাচার্য্য গুরুপদেশ লব্ধজ্ঞানস্যাংশতঃ প্রত্যক্ষতা, অজ্ঞানস্য চ বহুলং বাহুল্যং, তথাপি ততো নাশইত্যাহ; স্বল্পাপীতি। মহতীবহুলং মহদ্বহুলং অত্যন্ত মধিকমিতি ছান্দস ঈঃ ॥ ১৮ ॥

তদেতৎ সর্ব্বকালত্রয়বৃত্তি মন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাব প্রতিযোগীত্বাৎ মিথ্যা, অহমদ্বয়ঃ সত্যমিতি ॥ ১৯ ॥

দেহী অজ্ঞান দ্বারা আবৃতজ্ঞান হইয়া মনে করে, ব্রহ্ম নাই; কিন্তু বাস্তবিক নহে; কারণ, আত্মাই যদি নাই, তবে মনে করে কে? অতএব ইহা নিশ্চয়ই ভ্রমবশতঃ হয়; ইহা জানিয়া ত্যাগ করাই বিধেয় ॥ ১৬ ॥

জড়সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে পারি নাই তাহার প্রত্যক্ষ হয়, এই কথা বলিতেছেন; 'যথাঽমৃতম্' ইত্যাদি যেমন অমৃত বিষ হইতে ভিন্ন, অথচ বিষদোষে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ জড়ের দোষ অপ্রকাশ হইতে ও জড় হইতে আমি ভিন্ন; সুতরাং আমি জড়ের দোষ অপ্রকাশকে কখনও স্পর্শ করি না ॥ ১৭।

যদিও শাস্ত্র, আচার্য্য, ও গুরুর উপদেশ দ্বারা জ্ঞান লাভ করিলে আত্মার অংশতঃ প্রত্যক্ষ হয়, তথাপি সেই অংশতঃ প্রত্যক্ষ অজ্ঞান অত্যন্ত প্রবল হইলেও তাহাকে অংশতঃ প্রত্যক্ষ নাশ করিতে পারে, এই কথা বলিতেছেন;—স্বল্পাপী-ত্যাদি। দীপশিখা স্বল্প হইলেও বহুল অন্ধকারকে নাশ করে; সেইরূপ আত্ম বোধ স্বল্পমাত্রায় হইলেও মহাবিস্তায় অজ্ঞান অন্ধকারকে নাশ করিতে পারে ॥ ১৮ ॥

রজ্জুতে সর্প যেমন কালত্রয়েই নাই, সেইরূপ অহঙ্কারাদি দেহান্ত

চিদ্রূপত্বান্ন মে জাড্যং সত্যত্বান্নানৃতং মম। আনন্দত্বান্ন মে দুঃখমজ্ঞানাদ্ভাতি সত্যবৎ ॥ ২০ ॥

আত্মপ্রবোধোপনিষদমুহূর্ত্তমুপাসিত্বা ন স পুনরাবর্ত্ততে ন স পুনরাবর্ত্তত ইত্যুপনিষৎ ॥ ২১ ॥

ওঁ বাঙ্মে মনসীতি শান্তিঃ ॥

ইতি তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

ইতি ঋগ্বেদান্তর্গত আত্মপ্রবোধোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

তল্লক্ষণ মুন্নয়তি ;—চিদ্রূপত্বাদিতি। সচ্চিদানন্দরূপ এবাহমস্মি। মিথ্যাদুঃখজাড্যানাং ভাতিরপি মিথ্যা। অতো যৎ সত্যবদ্ভাতি, তস্মাৎ সম্বন্ধাদিতি ময়ি সচ্চিদানন্দরূপে অজ্ঞানাভাবান্ন সত্যবদ্ভাত্যেব সচ্চিদানন্দরূপোঽহমিতি ॥ ২০ ॥

এবং খল্বাত্মপ্রবোধ উপনিষৎ। অনয়া হ্যুপনিষদা আত্মৈব প্রবুধ্যতে জাগ্রদেব ভবতি তব আত্মপ্রবোধোপনিষদিতি। তামেতাং মুহূর্ত্তমুপাসিত্বা যঃস্থিত এব ভবতি, ন স পুনরাবর্ত্ততে, ন সংসরতি, বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যত ইতি। দ্বিরুক্তিরূপ-

---

সমস্ত জগৎই আমাতে নাই। আমি সর্ব্বজগদ ভাবোপলক্ষিত অদ্বয় স্বরূপ ॥ ১৯ ॥

আম চিদ্রূপ বলিয়া আমার জাড্য দোষ নাই ; আমি সত্যস্বরূপ ; সুতরাং মিথ্যা কিছুই আমাতে নাই ; আমি আনন্দ স্বরূপ ; অতএব আমাতে দুঃখ কিছুই নাই। তবে যে সত্যের ন্যায় প্রতিভাসিত হইতেছে, তাহা অজ্ঞানতঃ হইতেছে মিথ্যা, দুঃখ, জাড্য সকলের ভাবিও মিথ্যা। তবে যে সত্যের ন্যায় ভাত প্রাপ্ত হইতেছে ; তাহাও আমার সহিত সম্বন্ধ হয় বলিয়া। যদি আমার সহিত তাহার কখন সম্বন্ধ না হয়, তবে সে সকল কখনই সতের ন্যায় ভাতি প্রাপ্ত হইতে পারে না। আমি সচ্চিদানন্দরূপ। আমাতে অজ্ঞান নাই ; অতএব জাড্যাদিসকল কখনই সত্যের ন্যায় প্রতিভাসিত নহে। আমি সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ ও আনন্দ স্বরূপ। আমি নিত্য প্রকাশিত আনন্দ স্বরূপ ॥ ২০ ॥

এই হইল আত্মপ্রবোধের গুপ্ত ব্রহ্মবিদ্যা। এই গুপ্ত ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে পারিলে আত্মা এই নবদ্বারপুরে শায়িত ও নিদ্রিত আত্মস্বরূপ জ্ঞানে সুখসুপ্ত

নিষৎ সমাপ্ত্যর্থা। আত্মোপনিষদমধীত্যৈব ওঁ বাঙ্মে মনসীতি শান্তিঃ কর্ত্তব্যা। তদুক্ত মন্ত্রেতি॥ ২১॥

ইতি আত্মপ্রবোধোপনিষদ্বৃত্তৌ মননরূপোনাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩॥

সমাপ্তাচেয়মুপনিষৎবৃত্তিশ্চেতি॥

জীবাত্মার প্রবোধ হয়, সেই স্বরূপজ্ঞানে জাগরণ হয়, আত্মা স্বস্বরূপ জানিতে পারিয়া জাগিয়া উঠেন আমি সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ এক অদ্বয় নারায়ণপুরুষ, আমি সেই প্রত্যক্ষাত্মক আনন্দময় ব্রহ্মপুরুষ, আমি ব্রহ্ম, ব্রহ্মই আমি। ইত্যাকার জ্ঞান পাইয়া চিরজাগ্রদ্ভাব লাভ করে। এইজন্য ইহার নাম আত্মপ্রবোধোপনিষদ্। এই উপনিষদ্‌কে মুহূর্ত্তের জন্য উপাসনা করিয়া যে অবস্থিত হইতে পারিয়াছে সে আর পুনরাবৃত্তি লাভ করে না, সে আর পুনর্জ্জন্ম লাভ করে না, সে সংসার ত্যাগ করিয়া মুক্তিলাভ করে। এখানে দ্বিরুক্তি উপনিষৎ সমাপ্তি জানাইবার জন্য করা হইয়াছে। অন্য স্থানে বলা হইয়াছে, ঋগ্বেদের উপনিষৎ পাঠ করিয়া "ওঁ বাঙ্মে মনসি" ইত্যাদি শান্তি পাঠ করিবে। অতএব উপনিষদের অন্তে শান্তি, শান্তি, শান্তি তিনবার শান্তিপাঠের অন্তে শান্তি বলিয়া বিধান করিবে॥২১॥

ইতি আত্মপ্রবোধোপনিষদের বঙ্গানুবাদে মননরূপ নামক তৃতীয়োঽধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩॥

উপনিষদও সমাপ্ত হইল॥

ঋগ্বেদীয় চতুর্থ উপনিষৎ॥

॥ * ॥ ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥ * ॥

॥ ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

ঋগ্বেদীয়-

নির্ব্বাণোপনিষৎ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

—:++:—

ও নমঃ পরমাত্মনে ॥ হরিঃ ওঁ ॥

ওঁ বাঙ্মে মনসীতি শান্তিঃ।

নির্ব্বাণোপনিদ্বেদ্যংনির্ব্বাণানন্দতুন্দিলম্। ত্রৈপদানন্দসাম্রাজ্যং স্বমাত্রমিতিচিন্তয়েৎ ॥

অথাসৌ স্বপুত্রমিত্রকলত্র বন্ধ্বাদীন্ শিখাযজ্ঞোপবীতে স্বাধ্যায়ঞ্চ সর্ব্বকর্ম্মাণি সন্ন্যস্যায়ং ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ হিত্বা কৌপীনং দণ্ডমাচ্ছাদনঞ্চ স্বশরীরোপভোগার্থায় চ লোক-

---

স্বস্তিমুখে অবস্থিত ব্রহ্মা বেদাদি সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্তি হইলে যাদৃশ মঙ্গলের বিকাশ হইয়াছিল, আমার এই প্রবৃত্তিতেও তাদৃশ মঙ্গলের বিকাশ হউক। আমি উৎপন্নজ্ঞান বিদ্বান্ পরমহংস, তুরীয়াতিত, ও অবধূতদিগের নির্ব্বাণ বিস্তার প্রতিপাদক উপনিষদের ভাষ্যরূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই পরমহংস উপনিষদে আম্নাত হইয়াছে ;—এই পরমহংস নিজের পুত্র, মিত্র কলত্র, বন্ধু

স্যোপকারার্থায় চ পরিগ্রহেৎ। তচ্চ ন মুখ্যোঽস্তি। কোঽয়ং মুখ্য ইতি চেদয়ং মুখ্যঃ। ন দণ্ডং ন শিখাং ন যজ্ঞোপবীতং নাচ্ছাদনং চরতি পরমহংস ইত্যাম্নাতম্। তস্য স্বরূপং সোপায়ং ভেদং সকলঞ্চ বিবক্ষুর্ব্বেদ পুরুষ ঋচাং ইমাং স্তৌতি,—অথেত্যাদি। ত্রিখণ্ডী খল্বিয়ং মাণ্ডুকায়ন্নানাং নির্ব্বানোপনিষৎ সূত্ররূপা। যদাহ ;—

আদি, শিখা, যজ্ঞোপবীত বেদাধ্যয়ন, এবং সন্ধ্যাবন্দনাগ্নিহোত্রাদি নিখিল কর্ম্মশাস্ত্রানুসারে পুনর্গ্রহণ রাহিত্যরূপে সন্ন্যাস করিয়া ব্রহ্মাণ্ড ও তদন্তর্গত নিয়মাদি সকল সংকল্প পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া, যদি আত্মবিবিদিষু হয়, তবে কৌপীন, দণ্ড, ও আচ্ছদনার্থ কন্থা, নিজ শরীরের উপভোগার্থ এবং অন্যলোকে দেখিবা মাত্র বুঝিতে পারিবে ইনি সন্ন্যাসি, এই উপকারের জন্যও বটে ঐ সকল গ্রহণ করিবে; কিন্তু গ্রহণ করিয়া মনে করিতে পারিবে না, যে এটি আমি গ্রহণ করিলাম; তাহাতে ঐ সকল বস্তুর উপর মমতার অধ্যাস বা আরোপ ভাব আসিয়া যাইবে; সুতরাং তাদৃশ ভাবের পোষণ না করিয়া কেবল গ্রহণ করিতে হয় বলিয়া গ্রহণ মাত্রই করিবে। ইহা হইল যে আত্ম জ্ঞানেরইচ্ছা করে, সেই প্রথম সন্ন্যাসীর পক্ষে ব্যবস্থা; কিন্তু সেটি উৎপন্নজ্ঞান পরমহংসের পক্ষে মুখ্যবিধান নহে; কারণ, সে সন্ন্যাসীও জ্ঞানের উৎপত্তি হইলে ঐ সকল পরিত্যাগ করিবে। যাহার জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সন্ন্যাসীর কৌপীনাদি পরিত্যাগ আপনা হইতে হইবে। অতএব সেটা মুখ্য কল্প নহে। মুখ্যকল্পে পরমহংসাশ্রম কিরূপ, যদি এই কথা প্রশ্ন কর, তবে বলিব ;—ইতঃপর যাহা কথিত হইবে, সংবর্ত্তক প্রকৃতি পরমহংস, তুরীয়াতীত, ও অবধূতেরা যাহা অনুষ্ঠান করিয়াছেন, সেইটিই অনুপচরিত পরমহংস। শ্রমের মুখ্যচার সেটি কি? না; দণ্ড গ্রহণ করিবে না; শিখা রাখিবে না, যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবে না, এবং আচ্ছাদনার্থ কন্থাও গ্রহণ করিবে না; কেবল মাত্র আমাতেই ভেদ শূন্য হইয়া অবস্থিত হয় সেইজন্য নিসর্গ সুন্দর আনন্দাত্মা সর্ব্বপ্রিয়তম আমিও সেই নিত্যপূতস্থ বেদপুরুষ স্বরূপ পরমহংসে অবস্থান করি—"পরমহংসোঽহমস্মি" ইত্যাকার অনুভবে ভেদশূন্যরূপে অবস্থিত হই। এই বেদপুরুষস্বরূপ নিত্যপূতস্থ পরমহংসের স্বরূপ ভেদ, উপায় ও ফল বলিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়া বেদাঙ্গসহ বিদ্যাস্থানবুক্ত ঋগাদি বেদ প্রতিপাদ্য ব্রহ্মই এক শাখায় এই উপনিষদের প্রস্তাব করিয়াছেন। মাণ্ডুকায়নের শাখায় সূত্ররূপে

অথ নির্ব্বাণোপনিষদং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১ ॥

"স্বল্পাক্ষর মসন্দিগ্ধং সারবদ্বিশ্বতোমুখম্।
অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ॥" ইতি

কাহোলীয়েত্যন্যেবদন্তি। সাচাপৃষ্টচরী। শান্তিশ্চৈবাত্র "বাঙ্মে মনসী"-ত্যাদিনা কার্য্যাতান্যেতানি ষণ্ণবতি সংখ্যানিসেকানি সূত্রানি ভবন্তি। কেষাং স্বল্পাক্ষরেয়ং বৃত্তিরারভ্যতে। ব্যাচিখ্যাদিতস্য নির্ব্বাণসূত্রস্য তস্যেদমাদিমং সূত্রম্—'অথ নির্ব্বাণোপনিষদং ব্যাখ্যাস্যাম' ইতি। অথেত্যয়মধিকারার্থঃ। স

এই ত্রিখণ্ডাত্মক নির্ব্বানোপনিষৎ পরিপঠিত হইয়া থাকে। ইহাকে সূত্ররূপ বলা হইল তাহার কারণ, ইহাতে একএকটি বিষয়ে প্রতিপাদনার্থ সংক্ষেপে ও বহ্বর্থ গঠিতরূপে একএকটি বাক্যের বিভাগ করিয়া বলা হইয়াছে। সূত্র লক্ষণে সেই কথাই উক্ত হইয়াছে। যথা,—নিতান্ত অল্প অক্ষর দ্বারা রচিত, সন্দেহ গন্ধহীন সার পদার্থ প্রতিপাদনপর সর্ব্বতঃ প্রকারসম্পন্ন নিরর্থক শব্দ বর্জ্জিত নিন্দা যোগ্য দোষস্পর্শহীন বাক্যকেই সূত্রশব্দার্থবিৎ পণ্ডিতেরা সূত্র বলিয়া জানেন। আচার্য্যও সেইরূপ বাক্য গ্রহণ করিয়া প্রতিপিপাদয়িষিত বিষয়ের সম্যক্ প্রতিপাদন করিয়াছেন বলিয়া এই ঔপনিষদ বাক্যরাজীকে সূত্ররূপ বলা হইল কেহ এই উপনিষৎ খানিকে কাহোল শাখার অন্তর্গত বলিয়া থাকেন; কিন্তু কাহোল শাখার প্রচার নাথাকায় আমরা সে বিষয়ে কোন কথাই বলিতে পারিলাম না। যদিও কাহোল শাখায় এখানি পঠিত হইয়া থাকে, তথাপি মাণ্ডুকায়ন শাখায় যে তাদৃশ পাঠ করা নিষিদ্ধ হইবে, বা পাঠ করিলে মহাপাপের কার্য্য হইবে, ইহা বোধ হয় কেহই বলিতে সাহসী হইবেন না; সুতরাং কাহোল শাখায় এতাদৃশ পাঠ থাকিলেও এখানি মাণ্ডুকায়ন শাখার নিজস্ব বলিতে পশ্চাৎপদ হইব না। ইহার প্রথমে যে শান্তি পাঠ করিতে হইবে, তাহাতে "বাঙ্মে মনসি" ইত্যাদি মন্ত্রই পাঠ করিতে হইবে। তাহার পর একাদিক্রমে শেষোক্ত দ্বিরাবৃত্ত একটি সূত্রের সহিত সাকল্যে সন্নবতি সূত্রের পাঠকার্য্য সমাহিত করিতে হইবে। পাঠ করিতে হইলে অবশ্যই অর্থজ্ঞানের প্রয়োজন হয়; সুতরাং সেই সকল সূত্রের স্বল্পাক্ষর বৃত্তির আরম্ভ করা যাইতেছে। ব্যাখ্যা করিতে ঈপ্সিত সেই নির্ব্বাণ সূত্রের আদিম সূত্র এই,—"অথ নির্ব্বাণোপনিষদং ব্যাখ্যাস্যামঃ।" ইতি এই সূত্রে যে অথ

হস্তার্থনীয়মানোদকুম্ভদর্শনবত্রুচ্চার্য্যমাণো মঙ্গল প্রয়োজন এব ভবতি শিক্ষার্থম্। নচাস্যানন্তর্য্যমর্থঃ, তুরীয় তুরীয়স্য তথাত্বাৎ। নির্ব্বাণো নিবৃত্তির্মোক্ষস্তথাহাম্নাতং ব্রহ্মোপনিষাদ ;—

"একমেব তৎ পরংব্রহ্ম বিভাতি নির্ব্বাণম্॥" ইতি।

স চ নির্ব্বাণস্তস্য উপনিষৎ, তাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। যদাহ ;—

"বিহায় সর্ব্ব সংকল্পান্ বুদ্ধ্যা শরীরমানসান্।
শনৈ নির্ব্বাণ মাপ্নোতি নিরিন্ধন ইবানলঃ॥" ইতি।

শব্দের গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার অর্থ হইতেছে অধিকার। অর্থাৎ নির্ব্বাণ ভূমিকে অধিকার করিয়া পরমহংসের নির্ব্বাণ বিদ্যা ব্যাখ্যা করিব। কেন? জ্ঞানোদয়ের পর নির্ব্বাণ হয় বলিয়া ঐ অথ শব্দের আনন্তর্য্য অর্থই কর না কেন? না, তাহা হইতে পারে না ; কারণ, জ্ঞানোদয়ের পর আর কিছুই বক্তব্য থাকে না। তুরীয় তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত পরমহংসের আত্ম জ্ঞান উৎপন্ন হইতেই ত সমস্ত ফুরাইয়া যায়। তখন আর তৎসম্বন্ধে বক্তব্যই বা কি, আর তাহার কর্ত্তব্যই বা কি? সুতরাং বিদ্যোদয়ান্তর অথশব্দের এরূপ অর্থ করা যাইতে পারে না। তবে শিক্ষার্থ, শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য, যে কোনও কিছু করিতে হইবে, তাহার নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্তি হউক এই প্রকার কামনা করিয়া গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ করা কর্ত্তব্য, এই বৈদিক সত্যের উপদেশার্থ নির্ব্বাণ উপনিষদের প্রথমেই যে অথশব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা দ্বারা মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে, এরূপ বলা যাইতে পারে। যেমন অন্য কোন প্রয়োজন নিষ্পত্তির জন্য কেহ কলসি পূরিয়া জল লইয়া গিয়া থাকে ; কিন্তু যাত্রাকালে যদি সেটি দেখিতে পাওয়া যায়, তবে তদ্দ্বারা অনুমান করা হয় যে, যাত্রায় মঙ্গল হইবে, সেইরূপ যদি ঐ অথশব্দটি নির্ব্বাণাধিকার করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে, তথাপি ঐ অথশব্দের উচ্চারণধ্বনি শ্রবণই মঙ্গল প্রয়োজন হইবে। স্মৃতিতে কথিত হইয়াছে ;—

"ওঁঙ্কারশ্চাথশব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা।
কণ্ঠং ভিত্বা বিনির্যাতৌ তস্মামাঙ্গলিকাবুভৌ॥" ইতি।

ওঁঙ্কার ও অথশব্দ, এই দুইটি শব্দ পূর্ব্বে ব্রহ্মার কণ্ঠভেদ করিয়া বিনির্গত হইয়াছিল। সেইজন্য ঐ দুইটি মাঙ্গলিক শব্দ। নির্ব্বাণশব্দের অথ নির্ব্বৃত্তি, মোক্ষ। ব্রহ্মোপনিষদে অম্নাত হইয়াছে ;—যিনি এক, যাঁহার স্বজাতীয় ও বিং

ভেদাসমানাধিকরণোঽভেদাখ্যঃ সম্বন্ধঃ। অন্যাভ্যো বিশিষ্য আখ্যানং ব্যাখ্যা। ।থাচ বিদ্যোদয়ে অবিদ্যায়াং সকার্য্যায়াং সসংস্কারায়াং বিনিবৃত্তায়াং যথাচ জীবো ্যক্তিমপহায় স্বরূপে নির্ব্বৃত্তো ভবেৎ, অন্যাভ্যোদশাভ্যস্তথা বিশিষ্য কথয়িষ্যাম ্তি॥ ১॥

ীয় স্বগত কোনপ্রকার ভেদ নাই, সেই পরব্রহ্মই নির্ব্বাণশব্দের বাচ্য হইয়া বিভাত ্ন। তাহার উপনিষৎ বিদ্যা, অর্থাৎ নির্ব্বাণরূপ বিদ্যার ব্যাখ্যা করিব। এ বিষয়ে কথিত হইয়াছে :—যেমন কাষ্ঠহীন অগ্নি খাদ্যাভাবে সমস্ত আহার্য্য পদার্থ শেষ করিয়া স্বয়ং উপশান্ত হয়, সেইরূপ জীব আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া শারীরিক ও মানসিক সর্ব্ববিধ সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। অগ্নি যেমন ব্যক্তরূপ পরিত্যাগ করিয়া অব্যক্ত কারণরূপে যাইয়া বিশ্রাম করিলে, লোকে বলিয়া থাকে, অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়াছে, সেইরূপ জীবের ব্যক্তরূপ যে কাম সংকল্পাদি তাহা পরিত্যাগ করিয়া স্বকীয় কারণরূপ যে অব্যক্ত পরব্রহ্ম, সেইরূপে যাইয়া বিশ্রাম করিলে, বা ব্রহ্ম হইয়া যাইলে বুঝিতে ও বলিতে পারা যায় যে জীবের নির্ব্বাণ হইয়াছে। অতএব নির্ব্বাণ শব্দের অর্থ অব্যক্ত কারণরূপ পরব্রহ্মই সেই অব্যক্ত পরব্রহ্ম জ্ঞানের ব্যাখ্যা করিব। নির্ব্বাণের উপনিষৎ নির্ব্বাণো-পনিষৎ (ষষ্ঠিতৎ পুরুষ সমাস)। এই ষষ্ঠীবিভক্তির অর্থ সম্বন্ধ। যেমন দেবদত্তের কম্বল' বলিলে দেবদত্তের সহিত কম্বলের স্বত্ব স্বামিত্বাখ্য সম্বন্ধ বুঝা যায়, এখানে 'নির্ব্বাণের উপনিষৎ বলিলে সেরূপ বুঝিতে হইবে না; কিন্তু এই নির্ব্বাণের সহিত উপনিষদের ভেদগন্ধহীন অভেদাখ্য সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে; অর্থাৎ নির্ব্বাণ স্বরূপ যে বিদ্যা তাহার ব্যাখ্যা করিব। যাহাকে বিশেষ করিয়া আখ্যান করা যায়, তাহাকে ব্যাখ্যান বলে। বিদ্যা নানা প্রকার আছে। সেই সমস্ত বিদ্যা অপেক্ষা নির্ব্বাণ বিদ্যার যে কোনরূপ বিশেষ আছে, তাহা প্রদর্শন করিয়া নির্ব্বাণ বিদ্যার কীর্ত্তন করাই ব্যাখ্যান করা করা। যদিও কোন কোন স্থলে ব্যাখ্যান করিতে হইলে, পদচ্ছেদ, পদার্থোক্তি, বিগ্রহ বাক্য যোজন আক্ষেপোক্তি ও সমাধানকে অবলম্বন করিতে হয় বলিয়া ব্যাখ্যানের ছয় প্রকার অঙ্গ বলা হইয়াছে ;—

"পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তি বিগ্রহো বাক্য যোজনা।
আক্ষেপোক্তিঃ সমধানং ব্যাখ্যানং ষড়্বিধং স্মৃতম্॥" ইতি।

যে বাক্যের ব্যাখ্যা করিতে হইবে, প্রথমতঃ তাহার ভিতর যতগুলি পদ

পরমহংসসোঽহম্ ॥ ২ ॥

তুরীয়াশ্রমে চরন্, তত্রাপি তুরীয়াবস্থাং গতঃ পরমহংসো যথোক্তঃ সোঽহং ইত্যাত্মানং প্রত্যভিজানীত। তথাচ শ্রুয়তে;—"তং স্বয়মেবাবস্থিতিস্তং শান্ত-মচলমদ্বয়ানন্দ বিজ্ঞানঘন এবাস্মি।" ইতি। স চ তল্লিঙ্গং জ্ঞানদণ্ডং বিভৃয়াৎ, ন কাষ্ঠদণ্ডং। তথৈতদত্রোক্তম্,—

"সর্ব্বান্ কামান্ পরিত্যজ্য অদ্বৈতে পরমাস্থিতিঃ।
জ্ঞানদণ্ডো ধৃতো যেন একদণ্ডী সউচ্যতে॥

আছে, সে সমস্ত গুলিকে ছিন্ন করিয়া দেখাইতে হইবে। তারপর প্রতি পদের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কি অর্থ হইতে পারে, তাহা বলিতে হইবে। তারপরে সেই পদগুলি কি করিয়া নিষ্পন্ন হইবে বা পরস্পরের সহিত কি ভাবে মিলিত হইবে, তাহা বলিতে হইবে। তারপর সেইপদ গুলিকে মিলাইয়া একটি বাক্যে পর্য্য-বসন্ন করিতে হইবে। তারপরে পূর্ব্ব পক্ষ উত্থাপন করিয়া সেই বাক্যার্থকে পরীক্ষা-রজ্জু দলিত করিতে হইবে। তারপর আবার সেই পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিয়া সিদ্ধান্তিত বিষয়ের কীর্ত্তন করিতে হইবে। তদ্দ্বারাই একটি বাক্যের ব্যাখ্যান করা কার্য্য সমাহিত হইবে; সুতরাং ব্যাখ্যান বলিলে এই রীতি নিশ্চয় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, তথাপি এই সকল সূত্রে যে বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা সাধারণের বাক্যের অতীত বলিয়া সে প্রণালী কিছুতেই অবলম্বিত হইবে না। এখানে বিশেষ করিয়া আখ্যান করা মাত্রই হইবে। তাহা হইলে, উক্ত সূত্রদ্বারা এই পাওয়া যাইতেছে যে, বিদ্যোদয় হইলে সংস্কার ও কার্য্য বর্গের সহিত অবিদ্যার বিনিবৃত্তি সাধিত হইয়া থাকে, বা ঐ বিনিবৃত্তি স্বরূপেই বিদ্যার আবির্ভাব হইয়া থাকে, তথন জীব যে ভাবে নিজের জীবরূপে অভিব্যক্তি পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্বরূপে অবস্থিতি করে, অন্য সমস্ত দশা হইতে পৃথক্ করণপূর্ব্বক সেই দশাটিকে বিশেষ করিয়া বলিত ॥ ১ ॥

যেরূপ আম্নাত হইয়াছে, সেইরূপে চতুর্থাশ্রমে বিচরণ করিবে। কেবল তাহাই নহে, অবস্থাত্রয় পরিত্যাগ করিয়া চতুর্থ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, এবং গুরূপদিষ্ট প্রণালী অনুসারে নিজেকে সেই ব্রহ্মরূপে প্রত্যভিজ্ঞান করিবে। সেই ব্রহ্মই আমি বলিয়া সাক্ষাৎ করিবে। শ্রুতি উক্ত হইয়াছে;—অদ্বৈত বোধ দ্বারা অবিদ্যা ও তৎকার্য্যের সম্বন্ধ নিবর্ত্তিত হয়, দ্বৈত থামিয়া যায়; আনন্দরূপেও অবস্থিত হয়।

কাষ্ঠদণ্ডোধৃতো যেন সর্ব্বাশী জ্ঞানবর্জ্জিতঃ।
স যাতি নরকান্ ঘোরান্ মহারৌরব সংজ্ঞকান্॥
ইদমন্তরং জ্ঞাত্বা স পরমহংসঃ॥" ইতি।

তস্যচ সোঽহমিতি প্রত্যভিজ্ঞায়াং শব্দার্থৌ পরিত্যজ্য যল্লক্ষ্যমাত্রং বিভাতি, তন্নির্ব্বাণ মেকমেব তৎ পরংব্রহ্মেতি নির্ব্বাণ লক্ষণমুক্তং ভবতি। পরমহংস লক্ষণন্তু পরম্‌অহং স ইতি নিষ্কেবল জ্ঞানশীলনমিতি। তথাচ নির্ব্বাণস্য পরং অহং স ইতি শীলনমেবোপনিষদিতি ব্যাখ্যাতম্। পরম্ ব্যক্তাৎ, অহং প্রত্যক্, স

বিক্ষেপোবরণাত্মক মিথ্যাজ্ঞান সম্বন্ধ নিবৃত্তি হইলে. অপনা আপনই প্রকাশমান আনন্দাত্মাই পর্য্যবসন্ন হয়। যেমন কতকরজোদ্বারা (নির্ম্মল ফলের চূর্ণদ্বারা) জলের মল নিবৃত্তি হইলে, অন্যকারণের নিরপেক্ষ জল স্বকীয় স্বচ্ছ স্বভাবে অবস্থান করে, পুনর্ব্বার প্রচ্যুতি আর হইতে না পারে, এরূপভাবে স্বভাবে অবস্থান করে, সেই রূপ কোনও কদাচিৎক কারণ দ্বারা বা অন্য কোন কারণ দ্বারা মিথ্যা জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ না হইতে পারে, এভাবে স্বস্বরূপে অবস্থান করে। স্বয়ংপ্রকাশমান স্বচ্ছ স্বভাব, সর্ব্বকালেই অবিদ্যা ও তৎসম্বন্ধ দ্বারা অস্পৃষ্ট, কূটস্থ সর্ব্বদা এক স্বভাব, সদসদাদিরূপ দ্বৈতরহিত অদ্বয় সুখস্বভাব, স্বয়ম্প্রকাশ স্বরূপই আমি হইতেছি।—এইরূপে প্রত্যভিজ্ঞান করিবে। যেমন কোনও পুরুষকে পূর্ব্বে একবার দেখার পর অন্য স্থানে দেখিয়া প্রত্যভিজ্ঞান করা যায়, এ সেই ব্যক্তি, সেইরূপ আপনাকে ব্রহ্মরূপে দেখিয়া প্রত্যভিজ্ঞান করিবে—সেই ব্রহ্মই আমি। যখন এতাদৃশ প্রত্যভিজ্ঞান জন্মিবে, তখন তাহার আশ্রম চিহ্নস্বরূপ আর কাষ্ঠদণ্ড ধারণ করিবার আবশ্যক নাই, তখন সে কাষ্ঠদণ্ডাদি পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানকেই দণ্ডরূপে ধারণ করিবে। ইহা উক্ত হইয়াছে;—ঐহিক ও পারলৌকিক সর্ব্ববিধ ভোগ্য বিষয়ের ভোগকামনা পরিত্যাগ করিয়া যাহার অদ্বৈতে উত্থানশূন্য স্থিতি হইয়াছে, "অহং ব্রহ্মাস্মি" "পরমহংসঃ সোঽহম্" ইত্যাকার জ্ঞানকে ভেদজরাগদ্বেষাদিরূপ গো সর্পাদির দমন হেতু বলিয়া দণ্ডরূপে যে স্বীকার করিয়াছে, সেই হইল মুখ্যভাবে দণ্ডী। আর যে চিত্তবিক্ষেপ দ্বারা বিস্মৃতি না হয়, ইহার জন্য—জ্ঞানের স্মারক বলিয়া কাষ্ঠদণ্ড ধারণ করা হয়, ইহা না জানিয়া বেত্রমাত্র ধারণ করিলেই পুরুষার্থসিদ্ধি হয় মনে করিয়া যে পরমহংস কাষ্ঠদণ্ড ধারণ করিয়াছে; পরমহংসাশ্রমীর পক্ষে নিষিদ্ধ ও বিহিত সর্ব্বপ্রকার খাদ্য সে আহার করিয়া থাকে; যাহার

পরিব্রাজকাঃ পশ্চিমলিঙ্গাঃ ॥ ৩ ॥

পরাক্ সচ্চিদানন্দং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। প্রত্যভিজ্ঞানাচ্চ প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষত্বেঽপাস্তে ইতি সোঽহমনুভবে ব্রহ্মাত্মৈকত্ব গোচরঃ ॥ ২ ॥

তৎ সাধনং প্রব্রজনম্। তথৈতদাম্নাতম্ কৈবল্যোপনিষদি ন কর্ম্মসানপ্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ ॥” ইতি। “ন্যাসমেবাত্যরেচয়ৎ।” ইতি। “মোক্ষমানৈক সাধনো ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ। গৃহাদ্বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ।

“অহং ব্রহ্মাস্মি” জ্ঞান নাই; সে মহারৌরবনামক ঘোরতর নরকে গমন করিয়া থাকে। জ্ঞানদণ্ড ও কাষ্ঠদণ্ডের ভেদ এইরূপ, ইহা জানিয়া যে জ্ঞানদণ্ডধারী, সেই পরমহংস শব্দবাচ্য। সেই পরমহংসের ‘সেই আমি’ ইত্যাকার প্রত্যভিজ্ঞেয় শব্দ ও অর্থ পরিত্যাগ করিয়া যে একাকারের লক্ষ্যবস্তু মাত্র বিভাত হয়, সে হইতেছে নির্ব্বাণাখ্য এক অদ্বৈত পরমব্রহ্ম। ইহাই সেই নির্ব্বাণপদার্থের লক্ষ বলা হইল। পরমহংসের লক্ষণ হইতেছে ‘পরম্ অহং সঃ’ অব্যক্তাতীত আ সেই ইত্যাকার নিষ্কেবল জ্ঞানশীল নই। তাহা হইলে, ‘পরম্ অহং সঃ’ অব্যক্ত তীত আমি সেই’ ইত্যাকার জ্ঞানশীলনই নির্ব্বাণের উপনিষৎ বা বিদ্যা, ইহ ব্যাখ্যা করা হইল। পরং শব্দের অর্থ অব্যক্ত হইতে পরং অহং শব্দের অ প্রত্যক্ষাত্মক জীবচৈতন্য; স শব্দের অর্থ হইতেছে অপ্রত্যক্ষাত্মক সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ইহার প্রত্যভিজ্ঞেয় প্রত্যক্ষভাব ও অপ্রত্যক্ষভাব দূরীকৃত হয়; ‘সোঽহম্’ অনুভ ব্রহ্ম ও আত্মার একতা বিষয়ক। যেমন ‘ইনি সেই’ বলিয়া যে প্রত্যভিজ্ঞান হয় তাহাতে ইহাঁতে ও তাঁহাতে কোনও ভেদের উল্লেখ দেখা যায় না; সেইরূ ‘সেই আমি’ এই প্রত্যভিজ্ঞাতেও কোনরূপ ভেদের উল্লেখ থাকিতে পারে না আমাতে ও তাঁহাতে এক বলিয়া জ্ঞান হয় ॥ ২ ॥

“পরমহংসঃ সোঽহম্” ইত্যাকার জ্ঞানলাভ করিতে হইলে যে সাধন কলাপে আবশ্যক হয়’ তন্মধ্যে মুখ্য হইতেছে প্রব্রজন, বা সন্ন্যাস; কারণ, ব্রহ্ম নিজে সন্ন্যাসী যেহেতু তিনি কেবলমাত্র বিশুদ্ধ জ্ঞান; সুতরাং তাঁহাকে পাইতে হইলে, তাঁহার ভাবে বিভোর হইবে। অতএব ব্রহ্মজ্ঞ হইতে হইলে প্রব্রজন বা সন্ন্যাস একান্তই অপরিহার্য্য। কৈবল্য উপনিষদে তাহা কথিত হইয়াছে;—শ্রৌত, বা কর্ম্মদ্বারা নহে, পুত্রাদি দ্বারা নহে, দৈববিত্ত দ্বারাও নহে, কিন্তু নিখিল শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম্ম সমূহের পরিত্যাগরূপ পরমহংসাশ্রম দ্বারা সম্প্রদায়বেত্তা কোন কে

যদি বেতরথ ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেদ্‌গৃহা দ্বা বনাদ্বা। অথপুনরব্রতী বা ব্রতী বা, স্নাতকো বাঽস্নাতকো বা, উৎসন্নাগ্নিরনগ্নিকো বা যদহরেব বিরজেৎ, তদহরেব প্রব্রজেৎ।" ইতি। এবং হি পরিব্রজন্তঃ পরিব্রাজকাঃ পূর্ব্বং লিঙ্গং "কটিসূত্রং কৌপীনং দণ্ডংকমণ্ডলুং সর্ব্বমপ্সু বিসৃজ্যাথ জাতরূপধরশ্চরেৎ।" ইত্যুক্তং পরিত্যজ্য পশ্চিমানি লিঙ্গানি গ্রামে একরাত্রমিত্যাদ্যুক্তানি যেষাং, তে পশ্চিমলিঙ্গা অব্যক্তলিঙ্গা অব্যক্তাচারাশ্চ ভবন্তি। তে হ্যবহিতাঃ সন্ন্যাসেন দেহত্যাগং কুর্ব্ব-

---

মহাত্মা অমৃতভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অন্যস্থলে উক্ত হইয়াছে;—সকল সাধন অপেক্ষা সন্ন্যাসকেই অতিরিক্ত করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তির মোক্ষমার্গের মুখ্যসাধন কামনা করিবে, সে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কর্ত্তব্য সমাপিত করিয়া গৃহী হইবে। গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থাশ্রমী হইবে। তথা হইতে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে। যদি সে গৃহস্থাশ্রমী হইতে ইচ্ছা নাই করে, তবে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে, অথবা গৃহী হইয়া বানপ্রস্থাশ্রমী হইতে ইচ্ছা নাথাকিলে গার্হস্থ্যাশ্রম হইতেই একেবারে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে; কিংবা বানপ্রস্থ আশ্রম হইতেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে। সে অব্রতীই হউক, আর ব্রতীই, স্নাতকই হউক আর অস্নাতকই হউক। উৎসন্নাগ্নিই হউক, আর অনাগ্নিই হউক, যেদিনেই বৈরাগ্য লাভ করিবে, সেইদিনেই প্রব্রাজ্যাগ্রহণ করিবে। ইহাদ্বারা বলা হইল, যে কোনও দিনে যখনই বৈরাগ্য উদয় হইবে, তখনই প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিবে; কারণ, সর্ব্ববিধ সাধনের মধ্যে মুখ্যসাধন হইতেছে প্রব্রজ্যা। আবার প্রব্রজ্যাশ্রমের গ্রহণ করিবার প্রতি কারণ হইতেছে বৈরাগ্য; সুতরাং বৈরাগ্যোদয় হইলে সর্ব্ব-সন্ন্যাস করিয়া অমৃতভাব লাভ করিতে হইবে। এইরূপে যাহারা পরিব্রজন করে, তাহারা পরিব্রাজক। পরিব্রাজকের পূর্ব্বচিহ্ন যে কটি সূত্র, কৌপীন, দণ্ড, ও কমণ্ডলু, সে সকল জলে পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানে দেহ পাত করিয়া, নূতন দেহ ধারণ করিয়া বিচরণ করিবে। এই শ্রুতিতে যে পূর্ব্বচিহ্ন পরিত্যাগের কথা বলা হইয়াছে, সেইসকল পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমলিঙ্গ তাহার পরে যে সকল গ্রহণ করিতে বলা হইয়াছে, সেই সকল চিহ্ন ধারণ করিবে। পরে বলা হইয়াছে, গ্রামে একরাত্র বাস করিবে, ইত্যাদি। যাহাদিগের এই সকল পশ্চিম লিঙ্গ আছে, তাহারা পশ্চিম লিঙ্গক। সেই সকল পশ্চিম লিঙ্গ বা শেষ চিহ্নধারী পুরুষেরা অব্যক্তলিঙ্গ ও অব্যক্তাচার হইবে। তাহাদিগের কোনও চিহ্ন যেন ব্যক্ত না হয়,

মন্মথক্ষেত্রপালাঃ ॥ ৪ ॥

স্মৃতি তে পরমহংস পরিব্রাজকা উচ্যন্তে, যথা চাস্মাকমাচার্য্যাঃ শঙ্করভগবৎপাদা ইতি ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মৈবাহমস্মীত্যনবরতং ব্রহ্মপ্রণবানুসন্ধানেন যঃ কৃতকৃত্যো ভবতি, সহ পরমহংস পরিব্রাড়িত্যুক্তেঃ,—মন্মথক্ষেত্রং যোনিস্তৎপালা আত্মপালা ভবন্তি। কথম্? যোন্যাংহি ব্রহ্মানন্দরূপেণাবতিষ্ঠতে উক্তঞ্চ কৈবল্যোপনিষদি,—"অচিন্ত্যমব্যক্ত মনন্তরূপং শিবং প্রশান্তমমৃতং ব্রহ্মযোনিন্।" ইতি। জগদ্যোনির্হ্যথা শাস্ত্রযোনিশ্চেতি। মন্মথশ্চ কামঃ, তস্যক্ষেত্রং কামক্ষেত্রমাত্মৈব "সোঽকাময়তেতি— তস্যৈব কামক্ষেত্রতাশ্রুতেঃ। তৎপালাঃ; নষ্টাত্মহন ইতি। তথা চাম্নাতং পরমহংসোপনিষদি;—

এবং আচারও যেন অব্যক্ত থাকে। অর্থাৎ তাহাদিগের ব্রহ্মচিহ্নই ধার্য্য, এবং ব্রহ্মাচারই গ্রাহ্য। তাঁহারা সমাধিতে অবস্থিত হইয়া উক্ত সন্ন্যাসি ভাবেই ব্রহ্মভাবেই দেহত্যাগ করেন স্বীয় দেহ ব্রহ্ম বলিয়া ঐকান্তিক ও আত্যন্তিকভাবে পরিজ্ঞাত হন, মৃত্যুর নাম জানেন না, ব্রহ্মে মিলিয়া যান; এই জন্য তাঁহারা পরমহংস পরিব্রাজক বলিয়া অভিহিত হন। সংবর্ত্তক, ও আরুণিপ্রভৃতির ন্যায় এই আমাদিগের আচার্য্য শঙ্করভগবৎ পাদ যেমন ॥ ৩ ॥

"ব্রহ্মৈবাহমস্মি"—ব্রহ্মই আমি ইত্যাকার জ্ঞানের সহিত অনবরত ব্রহ্ম প্রণবের অনুসন্ধান করিয়া যে কৃতকৃত্য হয় সেই ব্যক্তিই পরমহংস পরিব্রাজক, বা পরমহংস পরিব্রাট্,—পরমহংসপরিব্রাজকোপনিষদে এইরূপ আম্নাত হইয়াছে; সুতরাং পরমহংসপরিব্রাজকগণ মন্মথক্ষেত্র পাল হইবেন। মন্মথক্ষেত্র শব্দে যোনি তাহার পালনকারী যে, সে মন্মথক্ষেত্র পাল। যাহারা মন্মথক্ষেত্র পাল, তাহারা আত্ম পালন কারী। কি করিয়া? না, যোনিতে ব্রহ্ম আনন্দরূপে অবস্থান করিতেছেন। কৈবল্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে;—ব্রহ্ম হইতেছেন সকলের যোনি, কারণ; সুতরাং জন্যদিগের চিন্তার অতীত; জন্যদিগের নিকট ব্যক্ত হইবার অযোগ্য; যোনি বলিয়াই ব্রহ্ম অনন্তরূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছেন; তিনি মঙ্গলরূপ এবং সর্ব্বোপাধিরহিত প্রশান্ত অমৃত স্বরূপ। অতএব সেই পরমাত্মা জগতের যোনি, এবং শাস্ত্রযোনিও তিনিই। মন্মথশব্দে কাম, তাহার ক্ষেত্র মন্মথক্ষেত্র, কাম ক্ষেত্র আত্মাই; কারণ, শ্রুতিতে দেখা যায়, সেই পরমাত্মা কামনা করিয়া-

"ভিক্ষুঃ সৌবর্ণাদীনাং নৈব পরিগ্রহেন্ন লোকং নাবলোকঞ্চ। আবরিকং ক ইতি চেদ্বাধকোঽস্ত্যেব। যস্মাদ্ভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন দৃষ্টং চ সব্রহ্মহাভবেৎ। যস্মাদ্ভিক্ষুর্হিরণ্যংরসেন স্পৃষ্টঞ্চ স পৌল্কসো ভবেৎ। যস্মাদ্ভিক্ষুর্হিরণ্যংরসেন গ্রাহ্যং চ স আত্মহা ভবেৎ। তস্মাদ্ভিক্ষুর্হিরণ্যংরসেন ন দৃষ্টং চ ন স্পৃষ্টঞ্চ ন গ্রাহ্যঞ্চ। সর্ব্বে কামা মনোগতা ব্যাবর্ত্তেত।" ইতি।

স্মৃতয়শ্চাত্র ভবন্তি ;—

"ব্রহ্ম নাস্তীতি যো ব্রূয়াদ্দ্বেষ্টি ব্রহ্মবিদঞ্চ যঃ।
অভূত ব্রহ্মবাদী চ এয়স্তে ব্রহ্মঘাতকাঃ।" ইতি।

তথা,—

ছিলেন ;—তদ্দ্বারা আত্মাকেই কামক্ষেত্র বলিয়া স্থির করা যায়। তৎপাল বলায় বলা হইল আত্মপালন পরায়ণ হইবে ; কিন্তু কথনই আত্মহা হইবে না। পরমহংসোপনিষদে উক্ত হইয়াছে ভিক্ষুশব্দবাচ্য পরমহংস স্বুবর্ণ ও রজতাদি নির্ম্মিত পাত্রকে জলপাত্রাদি করিবার জন্য পরিগ্রহ করিবে না। মহাসঙ্কটকালে গ্রহণ করিলেও তাহাতে স্বত্বজ্ঞান নিবৃত্তি করিতে হইবে। ফলতঃ তৈজসপাত্র ব্যতিরেকে অলাবু পাত্রাদির ব্যবহারে কোনও দোষ হইবে না সর্ব্বালোকন যোগ্য মণি কুণ্ডলাদি ধারণ করিবে না। অবলোকনার্হ গ্রাম, ক্ষেত্র ও আরামাদিও স্বীকার করিবে না। তাহা হইলে, যাহা ব্যতিরেকে শরীর ধারণ হইতে পারে না, তাবৎ পরিমাণে ভোজ্যের স্বীকার করিবে। সৌবর্ণাদি পরিগ্রহে ভিক্ষুর বাধাজনক দোষ কি, যদি এইরূপ জিজ্ঞাসা কর, তবে বলিব, হাঁ বাধাজনক দোষ আছে, শাস্ত্রে সৌবর্ণাদি গ্রহণে পীড়াকর প্রত্যবায় আছে বলা হইয়াছে। সে দোষ কি ? না, যেহেতু ভিক্ষুপদবাচ্যপরমহংস এইটি আমার হউক ইত্যাকার অভিলাষ বশে হিরণ্যকে দেখিয়া লাভ করিলে ব্রহ্মহা হইবে। যেহেতু ভিক্ষু হিরণ্যকে তাদৃশ অভিলাষ বশে স্পর্শ করিয়া থাকিলে বা গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলে, সে পৌল্কস হইবে। যেহেতু ভিক্ষু হিরণ্যকে অভিলাষবশে গ্রহণ করিলে, সে আত্মহা হইবে ; অবশ্য আত্মহনন অপেক্ষা প্রবল পাপ আর কি হইতে পারে ? স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব প্রপঞ্চই আত্মাতে অন্তর্ভূত। যে আত্মহা, সে ত বিশ্ববাসী সকল জীবের হত্যাকারী হইবেই ; তদপেক্ষাও গুরুতর পাপে পাপী হইবে। অতএব ভিক্ষু হিরণ্যকে অভিলাষ পূর্ব্বক দেখিবে না, স্পর্শ করিবে না, এবং গ্রহণও করিবে না। তদ্দ্বারা

"পতত্যসৌ ধ্রুবং ভিক্ষুর্যস্য ভিক্ষোর্দ্বয়ং ভবেৎ।
ধীপূর্ব্বং রেত উৎসর্গো দ্রব্যসংগ্রহ এব চ॥" ইতি।

তথা,—

"যোঽন্যথা সন্তমাত্মানং অন্যথা প্রতিপদ্যতে।
কিং ন তেন কৃতং পাপং চৌরেণাত্মাপহারিণা॥" ইতি।

মন্মথঃ কস্মাৎ? মনোমন্থনাৎ। যদাহঃ;—

"যস্মাৎ প্রমথ্য চেতস্ত্বং জাতোঽস্মাকং তথাবিধেঃ।
তস্মান্মন্মথনাম্নাত্বং লোকে গেয়ো ভবিষ্যতি॥" ইতি।

তস্য ক্ষেত্রং পালয়ন্তিঃ কৃত্যকৃত্যা ভবন্তি অনয়োশ্চার্থ আম্নাতো মন্ত্রার্দ্ধেন বাজসনেয় সংহিতোপনিষদি;—

"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথামাগৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥" ইতি।

অত্যাগে চাপাননং তত্রৈবাম্নাতম্,—

মনোগত সর্ব্ববিধ কাম ব্যাবর্ত্তিত হইবে। স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে;—যে বলে ব্রহ্ম নাই, যে ব্রহ্মবিদের দ্বেষ করে, এবং যে 'আমিই ব্রহ্ম' বলিয়া নিজের কীর্ত্তন না করে, সেই তিন ব্যক্তিই ব্রহ্মহত্যাকারী অন্যত্র কথিত হইয়াছে;—

জ্ঞান পূর্ব্বক রেত উৎসর্গ, এবং দ্রব্যসংগ্রহ, যে ভিক্ষুর এই দুইটি আছে, সেই ভিক্ষু নিশ্চয় পতিত হয়।

অন্যত্র কথিত হইয়াছে;—

যে ব্যক্তি অন্যরূপে অবস্থিত আত্মাকে অন্যরূপে গ্রহণ করে--আত্মা অসঙ্গ, আত্মা ভোক্তা নহেন; কিন্তু হিরণ্যগ্রহণ করিয়া যে ভোগ করে, সে ত অসঙ্গ স্বরূপ আত্মাকে হিরণ্য সঙ্গী করিল, এবং অভোক্তৃ স্বরূপ আত্মাকে হিরণ্য ভোক্তারূপে গ্রহণ করিল; সুতরাং সেই আত্মোপহারী চোর কি পাপই না করিল।

মন্মথ কি করিয়া হইল? না, মনের মন্থন করিয়া জন্মলাভ করে, এইজন্য মন্মথ। কথিত হইয়াছে;—যেহেতু তুমি আমাদিগের ও বিধাতার চিত্ত প্রমথিত করিয়া জন্মিয়াছ, সেই হেতু মন্মথনামে লোকে গেয় হইবে। সেই মন্মথের ক্ষেত্র পালন করিয়া পরিব্রাজকগণ কৃতকৃত্য হইবে।

এই সূত্রদ্বয়ের অর্থ বাজসনেয়সংহিতায় মন্ত্রার্দ্ধদ্বারা আম্নাত হইয়াছে। যথা

গননসিদ্ধান্তঃ ॥ ৫ ॥

"অসূর্য্যানামে তে লোকা অন্ধেন তমসা বৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভি গচ্ছন্তি কে কেচাত্মহনো জনাঃ॥" ইতি।

তদেবমবিদ্বন্নিন্দয়া সন্ন্যাস পূর্ব্বকস্য আত্মপালনস্য স্তুতিঃ কৃতা বেদিতব্যা ॥ ৪ ॥

তেষাং চরিতমাহ ;—গগনসিদ্ধান্ত ইতি। গগনমানন্দাকাশস্তস্য সিদ্ধান্তো মীমাংসা ভবতি। অয়মেবহি সিদ্ধান্তাচার উচ্যতে। যদাহ ;—

"আত্মানং দেবতাং মত্বা যজেদ্দেবীঞ্চ মানসৈঃ।
সদাশুদ্ধঃ সদা শান্তঃ সিদ্ধান্তাচার উচ্যতে॥" ইতি।

সেই ত্যাগ দ্বারা সেই পরিব্রজন সেই সন্ন্যাস দ্বারা আত্মাকে পালন কর। কাহারও ধন গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিও না।

আবার সেই বাজসনেয়সংহিতাতেই সন্ন্যাস না করিলে আত্মার পালন হয় না বলা হইয়াছে। যথা,—সূর্য্য প্রচার হীন, দেবগণের অগম্য, অসূর্য্যনামক কতকগুলি অন্ধ তমসাবৃত লোক আছে যে কেহ আত্মাহননকারী নিত্যপ্রকাশিত আত্মাকে নিত্যপ্রকাশিতভাবে দেখিতে নাপায়, অবিদ্যারূপ আবরণে তিরস্কৃতরূপেই দেখিয়া থাকে, তাহারা প্রেত্য হইয়া সেই লোকে গমন করে। এইস্থলে সন্ন্যাস না করার নিন্দা করিয়া, এবং আত্মাকে না জানার ফল ভীষণ ক্লেশকর বলিয়া, সন্ন্যাস পূর্ব্বক আত্মপালন কর্ত্তব্য ; ইহাই ব্যবস্থা করা হইয়াছে॥ ৪॥

এইক্ষণে সেই পরমহংস পরিব্রাজকের চরিত কীর্ত্তন করিতেছেন,—"গগনসিদ্ধান্ত" ইতি। গগন শব্দে আনন্দাকাশ। তাহার সিদ্ধান্ত, অর্থাৎ মীমাংসা হইবে পরমহংস পরিব্রাজকের আচরিতব্য বিষয়। ইহাকেই সিদ্ধান্তাচার বলিয়া তন্ত্রশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। যথা ;—সকল সময়ের জন্য উপাধি সম্বন্ধ পরিত্যক্ত হইয়া, এবং সকল সময়ের জন্য বিক্ষেপাদির তীব্র তাড়না শূন্য হইয়া নিত্যশুদ্ধ ও নিত্যমুক্তভাবে সাধক আত্মাকে দেবতা মনে করিয়া মানস উপচারে দেবীর পূজা করিবে। এই পূজাই সিদ্ধান্তাচার নামে কথিত হয়। আত্মাই সমস্ত দেবযোনি, সমস্ত দেব আত্মার অংশও আত্মা হইতেছেন সমস্ত দেবাংশের অংশী, বা আধার ; যেমন যাবতীয় নদনদী খাতবিলাদির আশ্রয় একমাত্র সাগর সেইরূপ সমস্ত দেব-

অমৃতকল্লোলনদী ॥ ৬ ॥

অক্ষরংনিরঞ্জনম্ ॥ ৭ ॥

তথাচ সর্ব্বান্ মনোগতান্ কামান্ পরিত্যজ্য সদা শুদ্ধাঃ সদাশান্তাশ্চ। নন্দাকাশে বিহরন্তি ॥ ৫ ॥

চিত্তনদী চামৃতস্যৈব কল্লোলং বহত ইতি অমৃত কল্লোলা নদী তেষামিতি। অমৃতশ্চ কল্লোল আনন্দো যস্যা অসৌ অমৃত কল্লোলা অমৃতানন্দা চিত্তনদী। অমর ভাব এবানন্দঃ স্ফুটং নিত্যঞ্চ ভবতীতি ॥ ৬ ॥

তস্যাশ্চ নদ্যা অক্ষর মুদকং নিরঞ্জনং নির্ম্মলম বিদ্যাদিদোষস্পৃষ্টং ব্রহ্মৈব ॥ ৭ ॥

দেবীর আশ্রয় আত্মাই। এক কথায় "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাকার ধ্যান করিয়া দেবীর পূজা করিবে "অহং ব্রহ্মাস্মি" "ব্রহ্মৈবাহমস্মি" "পরমহংসঃ সোঽহম্" ইত্যাকারে অভিন্নভাব অবলম্বন করিবে। ইহাই সিদ্ধান্তাচার, বা ইহাই গগন সিদ্ধান্ত। তাহা হইলে এই হইতেছে যে, মনোগত সর্ব্ববিধ কাম পরিত্যাগ করিয়া নিত্যশুদ্ধ ও নিত্যমুক্তভাবে আনন্দাকাশে বিহার করিবে ॥ ৫ ॥

চিত্তনদী উভয়তোবাহিনী,—কল্যাণের জন্য মুক্তিপথে বিবেক প্রণালী দিয়া বহিয়া যায়, এবং পাপের জন্য বন্ধপথে রাগপ্রণালী দিয়াও বহিয়া যায়। যখন চিত্তনদী বিবেক-প্রভাবে মুক্তিপথবাহী বিবেক প্রণালী দিয়া বহিয়া যায়, তখন তাহাতে জ্ঞানবায়ু দ্বারা অমৃতের কল্লোল উঠিয়া থাকে। তখন চিত্তনদী অমৃতেই কল্লোল বহিতে থাকে; সুতরাং পরমহংস পরিব্রাজকদিগের চিত্তনদী অমৃত কল্লোলবহা। অমৃত শব্দে মৃত্যুরহিত—চিরকালের জন্য আবরণ শূন্য; কল্লোল শব্দে আনন্দ। তাহা হইলে, যে চিত্তনদীর আনন্দতরঙ্গ চিরকালের জন্য আবরণহীন হয়; সেই অমৃত কল্লোলনদী। পরমহংস পরিব্রাজকদিগের চিত্তে চিরকালের জন্য পরিস্ফুটভাবে নিত্যানন্দ বিরাজিত হয় ॥ ৬ ॥

সেই চিত্তনদীর জলও নির্ম্মল। অক্ষর শব্দে ক্ষরণহীন চিরস্থায়ী জল। নিরঞ্জন শব্দে অবিদ্যাদি দোষ স্পর্শশূন্য ব্রহ্ম। তাহা হইলে এই হইতেছে যে, তখন পরমহংস পরিব্রাজকদিগের চিত্তনদীর জল চিরকালের জন্য অশুদ্ধ অবস্থায় থাকিয়া যায়। অর্থাৎ আত্মজ্ঞান দ্বারা নিবর্ত্তিত অবিদ্যাদি দোষ আর কখনই অনুবর্ত্তিত হয় না; কিন্তু অক্ষর নিরঞ্জন ব্রহ্ম আনন্দমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া সত্যভাবে বিরাজ করেন ॥ ৭ ॥

নিঃসংশয় ঋষিঃ ॥ ৮ ॥

তস্যাস্তীরোপান্তে চাস্তি নিঃসংশয় ঋষিঃ। সংশয়বিরোধী হ্যেকাত্মভাবশ্চ নিঃসংশয়ঃ। ঋষিঃ কস্মাৎ? স চাত্মানং প্রত্যক্ষেতীতি। তথাচাম্নায়তে ;—

"অজান্ হবৈ প্রশ্নীংস্তপস্যমান্ ব্রহ্ম স্বয়ম্ভ্বভ্যানর্ষৎ, তদৃষীণামৃষিত্বমিতি।"

স্তথাচ প্রত্যক্ষদর্শনং সংশয়াস্পৃষ্টঞ্চেত্যুক্তং ভবতীতি। তথাহ্যুক্তম্ ;—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥" ইতি ॥ ৮ ॥

সেই নদীর তীরোপান্ত প্রদেশে একটী ঋষি বাস করিয়া আছেন। তাঁহার নাম নিঃসংশয়। নিঃসংশয় কি? না, সংশয়বিরোধী, যাহার উদয়ে সংশয় থাকিতে পারে না, যে সংশয়রাশিকে উপমর্দ্দিত করিয়া উদিত হয়, সংশয়োপমর্দ্দনই যাহার স্বরূপ, সেই একাত্মভাবই নিঃসংশয়। ঋষি কি করিয়া? না, সেই একাত্মভাব আপনাকে প্রত্যক্ষ করে, এইজন্য ঋষি। অর্থাৎ যখন একাত্মভাব পরিস্ফুটভাবে প্রতিভাসিত হয়, তখন সে নিজেই নিজেকে প্রকাশিত করিয়া প্রতিভাসিত হয়; যেমন অন্ধতমসাচ্ছন্ন গৃহ মধ্যে যখনই দীপ উপস্থিত হয়, তখনই সে অন্যকে, এবং নিজেকেও প্রকাশিত করিয়াই উপস্থিত হয়; অবশ্য গৃহে উপস্থিত দীপ দেখিতে অন্য দীপের আবশ্যক হয় না; সেইরূপ যখন একাত্মভাব উপস্থিত হয়, তখনই সেই একাত্মভাব আত্মার স্বরূপ প্রভাবে পরিস্ফুটভাবে আলোকিত এবং পরিজ্ঞাত করিয়াই উপস্থিত হয়। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে নিমিত্ত করিয়াই ঋষিশব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে উক্ত হইয়াছে,—জন্মহীন তপস্যাকারী প্রশ্নিগণকে ব্রহ্ম স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া প্রত্যক্ষ করিতেছেন ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানই অদ্য ঋষিদিগের ঋষিনাম প্রয়োগের নিমিত্ত হইয়াছিল। অর্থাৎ যাহারা ব্রহ্মপদার্থকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহারাই ঋষিনাম পায়। ঋষি শব্দের অর্থ প্রত্যক্ষ জ্ঞানকারী। যে ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করে সেই ঋষি। তাহা হইলে বলা হইল, পরমহংস পরিব্রাজকদিগের যে একাত্মভাব পরিস্ফুটভাবে প্রতিভাসিত হয়, তাহার অদূরেই সর্ব্বসংশয়োপমর্দ্দী ঋষিভাব বর্ত্তমান আছে। ঐ একাত্মজ্ঞান প্রশান্তবাহী ও অচল প্রতিষ্ঠ হইলে পরমহংস পরিব্রাজক ঋষিপদবীতে আরূঢ় হইতে পারে। তাহাতে আরোহন করা কর্ত্তব্য। এই

নির্ব্বাণো দেবতা ॥ ৯ ॥

অত্রৈবান্তে নির্ব্বাণো নামৈকমেব পরং তদ্ব্রহ্মৈব দেবানাং সমষ্ট্যুপলক্ষিতং স্বয়ম্প্রকাশ স্বরূপ মজরমমরমভয়মানন্দমিতি। তদেতদুক্তং ব্রহ্মোপনিষদি "পরাপরং ব্রহ্ম আত্মাদেবতা বেদয়ীতি" ॥ ৯ ॥

ঋষিপদ লাভ করিলে আর কখনই সংশয়াদি হইতে পারে না। ইহা কথিত হইয়াছে ;—পর হিরণ্যগর্ভও যথায় অবর শ্রেষ্ঠ নহে, ক্ষুদ্র, যা তুচ্ছ, সেই পরব্রহ্ম প্রত্যক্ষ হইলে, হৃদয়ের গ্রন্থি ভিন্ন হইয়া যায় ; সর্ব্ব সংশয় ছিন্ন হইয়া যায় ; কর্ম্ম সকল ক্ষয় হইয়া যায়। অর্থাৎ প্রকৃত আত্মজ্ঞান স্থিরপদ হইলে, আর দ্বৈত-গন্ধও থাকিতে পারে না বলিয়া, তখন পরমহংস পরিব্রাজক ঋষিপদে আরূঢ় হয় ॥ ৮ ॥

ঐ নিঃসংশয় ঋষির আশ্রম পদ সমীপে নির্ব্বাণ দেবতার দর্শন পাওয়া যায়। নির্ব্বাণ শব্দে একই সেই পরব্রহ্ম। তিনিই হইতেছেন দেবতা, দেবগণের সমষ্ট্যুপলক্ষিত ; যেমন বহুবৃক্ষ সমষ্টিকে একটি বন বলা যায়, সেইরূপ বহুদেবের সমষ্টিকে এক পরব্রহ্ম বলা যায়। দেবতা কি করিয়া হয় ? না, দিব্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হয়। তাহার অর্থ দীপ্তিশালী। তাহা হইলে দীপ্তিশালি দেবগণের সমষ্টি নিশ্চয় জ্যোতীরাশি সদৃশ নিরুপম দীপ্তিশালী হইবে। জ্যোতিঃ কখনই পরপ্রকাশ্য নহে, স্বয়ম্প্রকাশই হইয়া থাকে। তাহার সমষ্টিও স্বয়ম্প্রকাশ স্বরূপ হইবে। দেবগণ যেমন অজর, অমর, অভয়, সেইরূপ দেবগণ সমষ্টিও নিশ্চয় অজর অমর, অভয়। জরাহীন, মৃত্যুহীন ও ভয় রহিত। তদ্দ্বারা সেই নির্ব্বাণ দেবতার কোনরূপ বিশেষ ভাব হয় না। যেমন নীল উৎপল নীলবর্ণ বিশিষ্ট, সেইরূপ জরামরণ ভয়াদির অভাব সেই নির্ব্বাণ দেবতার নাই ; কিন্তু যেমন কাকোপলক্ষিত গৃহ বলিলে কখন যে গৃহে কাকের সম্বন্ধ হইয়াছিল, তারপর আর কাকের সম্বন্ধ নাই, অথচ কাক শব্দ দ্বারা অন্য গৃহ হইতে সেগৃহের ভেদ বোধ করান হইল, সেইরূপ, কখন (সৃষ্টিক্ষেত্রে বা ব্যবহার ক্ষেত্রে) জরামরণাদির অভাব নির্ব্বাণ দেবতায় ছিল ; তারপর আর সে অভাবের (পারমার্থিক ভাবে) কোনই সম্পর্ক নাই ; অথচ সেই অভাবদ্বারা বলা হইতেছে সেই নির্ব্বাণ দেবতা জরামরণাদির অভাবোপলক্ষিত, অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ আনন্দ মাত্র। পর-ব্রহ্ম নির্ব্বাণরূপে দেবতা, ইহা ব্রহ্মোপনিষদে আম্নাত হইয়াছে ;—হিরণ্যগর্ভ

নিষ্ক (ষ্ক) লপ্রবৃত্তিঃ ॥ ১০ ॥

নিষ্কেবলজ্ঞানম্ ॥ ১১ ॥

ঊর্দ্ধাম্নায়ঃ ॥ ১২ ॥

নিষ্কলা চ নিরবয়বা প্রবৃত্তি ভবতি তেষাং দেবতা দর্শনায় তত্তীরোপান্তে। যথাচ সমুদ্রসঙ্গমায় যাত্রাং কুর্ব্বতীনদী নিষ্কুলং প্রবর্ত্ততে যাবৎ সান্নিধ্যং ভবতি, তথৈবেষামপি দেবতাসঙ্গমায় যতরৎসান্নিধ্যং ভবতি, ততরচ্চ নিষ্কলা প্রবৃত্তির্ভবতি ॥ ১০ ॥

প্রবৃত্তিরিতি ন কৃতিরপিতু নিষ্কেবলজ্ঞানম্। নিষ্কেবলঞ্চ নিরপেক্ষং জ্ঞানঞ্চ তত্ত্বমেব। বৈষয়িকং বিষয়সাপেক্ষং জ্ঞানমিদন্তু ন কিঞ্চিদপ্যপেক্ষত ইতি নিষ্কেবল মেব নির্ব্বাণদেবতা দর্শনমিতি ॥ ১১ ॥

নৈতেষাং প্রচার আম্নায়ৈর্বিধাতুং নিষেদ্ধুঞ্চ শক্যঃ, যস্মাদূর্দ্ধমাম্নায়েভ্য ইত্যূর্দ্ধাম্নায়ঃ। তথাহ্যুক্তম্,—

। তজ্জাত বিশ্বপ্রপঞ্চের সমাহার যথায়, সেই ব্রহ্মই আত্মা এবং তিনিই সমস্ত ।ানাইয়া থাকেন বলিয়া দেবতা ॥ ৯ ॥

সেই নদীর তীরোপান্তে সেই ঋষির আশ্রম পদের সমীপে সেই দেবতা র্শনার্থ পরমহংস পরিব্রাজকদিগের প্রবৃত্তি হইয়া থাক, তাহা নিষ্কলা হয়, অর্থাৎ নিরবয়বা হয়। যেমন সমুদ্র সঙ্গমার্থ যাত্রাকারিণী নদী, সমুদ্রের যতই ান্নিহিত হয়, ততই কূল ঘুচাইয়া প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে, অকূল হইয়া অকূল াগরে যাইয়া মিলিত হয়, সেইরূপ পরমহংস পরিব্রাজকদিগের দেবতাসঙ্গমার্থ প্রবৃত্তি যতই সন্নিহিত হইতে থাকে, ততই কূল ঘুচাইয়া অকূল ভাবে অকূল জ্ঞান সমুদ্রে যাইয়া মিলিত হয়। নির্ব্বাণ দেবতাই অকূল জ্ঞান সমুদ্র। ১০।

সেই অকূল প্রবৃত্তি কৃতি, বা যত্ন নহে; কিন্তু নিষ্কেবল জ্ঞান নিরপেক্ষ জ্ঞানই, বৈষয়িক জ্ঞান বিষয় স্যাপেক্ষ; বিষয়ব্যতিরেকে বৈষয়িক জ্ঞান হয় না, কিন্তু কিছুই অপেক্ষা করে না, কেবলই জ্ঞান। এই জন্ত এই নির্ব্বানদেবতা-দর্শন নিষ্কেবল ॥ ১১ ॥

এইরূপে দেবতাদর্শনকারীদিগের প্রচার, বা আচার আম্নায়গণ বিধান করিতে, বা নিষেধ করিতে সমর্থ নহে যে হেতু ইহাদিগের আচার প্রচার

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন ॥" ইতি।

তথা চাভিযোক্তারঃ প্রাহুঃ,—

"নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরণং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ ॥" ইতি।

আম্নায়স্তু ক্রিয়ার্থত্বাদেতেষাঞ্চাক্রিয়ত্বাৎ। তত্রৈতদাম্নায়তে—"যদালং বুদ্ধির্ভবেৎ, তদা কুটীচকো বা, বহূদকো বা, হংসো বা, পরমহংসো বা, তত্তন্মন্ত্রপূর্ব্বকং কটিসূত্রং কৌপীনং দণ্ডং কমণ্ডলুং সর্ব্বমপি বিসৃজ্যাথজ্ঞানরূপ ধরশ্চরেৎ।" ইতি। নৈতানি চোদকানি; বিধীচ্ছাপন্নানি তু কথঞ্চিদিত্যুপপাদিতম্। তস্মাদূর্দ্ধাম্নায়ঃ প্রচার এতেষাং ভবতি ॥ ১২ ॥

আম্নায়েরও উপরে। অম্নায় যে সকল আচার প্রচারের বিধি নিষেধ করিয়াছে, ইহাদিগের আচার প্রচার তাহার মধ্যে নহে, তদূর্দ্ধে। গীতায় অর্জ্জুনকে ভগবান্ বলিয়াছেন,—হে অর্জ্জুন! বেদসকল ত্রিগুণজাত অবিদ্যা সম্বন্ধ পুরুষের উদ্দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও ত্রিগুণাতীত হও, অবিদ্যাসম্বন্ধ ছেদ করিয়া বিদ্বান্ হও। বেদান্তবিৎ অভিযোক্তা পুরুষেরাও বলিয়া থাকেন,—যাহারা নিস্ত্রৈগুণ্য পথে বিচরণ করে, তাহাদিগের পক্ষে বিধিই বা কি করিবে, আর নিষেধই বা কি করিতে পারে? ফলতঃ বেদের প্রবৃত্তি কেবল অনুষ্ঠানের ক্রিয়ার বিধান মাত্র করিবে। যাহারা কর্ত্তা, যাহাদিগের কর্ত্তৃত্বতাভিমান আছে, বেদ তাহাদিগের পক্ষেই ক্রিয়ার ব্যবস্থা করিয়াছে; কিন্তু পরমহংসপরিব্রাজকেরা অক্রিয়াত্মদর্শন করিয়া কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিয়াছে; সুতরাং বেদ ইহাদিগের পক্ষে কোনই বিধি, বা নিষেধ করিতে পারে না। বেদ পাদও বলিতেছেন, যখন অলংবুদ্ধি হইবে, যখন মনে হইবে, এ সকলের প্রয়োজন নাই, এগুলি ব্যর্থ বহন করিতেছি। তখন কুটীচকই হউক বহূদকই হউক, হংসই হউক আর পরমহংসই হউক, যেই কেন হউক না, সে সেই সেই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক কটি সূত্র, কৌপীন, দণ্ড, কমণ্ডলু, সমস্তই জলে বিসর্জ্জন করিয়া পূর্ব্বাশ্রম সম্বন্ধ দেহ জ্ঞানদ্বারা পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান দেহ ধারণপূর্ব্বক বিচরণ করিবে। এই সকল বাক্য ক্রিয়াপ্রবর্ত্তক হইতে পারে না; কিন্তু বিধির ন্যায়; কারণ, জ্ঞানের উপর বিধির কার্য্যকারিতা খাটে না। ইহা ভাষ্যাদিতে উপপাদিতকরা হইয়াছে। অতএব এই সকল পরমহংস পরিব্রাজকদিগের পক্ষে কর্ত্তব্য আচার প্রচার উর্দ্ধাম্নায়, বা বেদে প্রবর্ত্তিত মার্গের অতীত ॥ ১২ ॥

নিরালম্বপীঠঃ ॥ ১৩ ॥

যঃ পুনরেষাং পীঠ আসনং, সোঽপি নিরালম্ব এব আলম্বনমাশ্রয়স্তদ্রহিতঃ পরমাত্মা, পরমাত্ম পীঠ ইত্যর্থঃ।
যদেবং অস্তি চাত্র পীঠঃ পূজায়ৈ। অথৈতদথাম্নায়তে গোপাল পূর্ব্বতাপনীয়োপনিষদি,—"তে হচুরুপাসনমেতস্য পরমাত্মনো গোবিন্দস্যাখিলাধারিণো ব্রূহীতি। তানুবাচ ব্রহ্মা হত্তস্য পীঠং হৈরণ্যমষ্টপলাশমম্বুজ মি"ত্যাদি। তদ্বদেব স্যাৎ? নস্যাদেব, "পরমহংসঃ সোঽহমিত্যু"পক্রমণাৎ, ক্রিয়াগন্ধ নিষে-

ইহাদিগের যে পীঠ আসন, সেও সেই নিরালম্বই। অবলম্বন শব্দে আশ্রয়, তদ্রহিত নিরালম্ব। নিরালম্ব শব্দে নিরাশ্রয় পরমাত্মা। তাহা হইলে, পরমহংস পরিব্রাজকদিগের পীঠস্থান সেই পরমাত্মাই হইতেছেন।

অচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, পীঠবর্ণনা এভাবে করা হইল কেন? পূজার জন্যও ত পীঠকল্পনা করা হইয়া থাকে। গোপাল পূর্ব্বতাপনীয়োপনিষদে আম্নাত হইয়াছে,—তাহারা বলিয়াছিল, এই অখিলাধার পরমাত্মা গোবিন্দের উপাসনা কি করিয়া করিতে হইবে, বল। এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন,—হিরণ্যবর্ণসদৃশ প্রোজ্জ্বল অষ্টপত্র সমন্বিত হৃদয়পদ্ম নামে যে তাহার পীঠস্থান ইত্যাদি। এখানেও সেইরূপই হইতে পারে। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, পরব্রহ্মের জপনীয়মন্ত্র ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম। ধ্যানও একটী বলা হইয়াছে। মানসপূজা ও বাহ্যপূজাও বিহিত করা হইয়াছে। স্তোত্র ও কবচ বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে ন্যাসাদি বিধানও করা হইয়াছে। অবশ্য তৎপ্রসঙ্গে পীঠন্যাসও কর্ত্তব্য; সুতরাং পরব্রহ্মের পীঠ একটা থাকাই উচিত, এবং সেই পীঠের কথা এখানে এইভাবে বলা হইল। যদিও নির্ব্বাণ-তন্ত্রে একপ কিছু বলা হয় নাই, তথাপি দশার্ণমন্ত্র তথায় উদ্ধার করা হইয়াছে, এবং সেই মন্ত্রদ্বারা সন্ন্যাসীকে সংস্কৃত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অতএব সেই পরব্রহ্মের পূজায় পীঠ একটা থাকা বিধেয়। হয়ত এরূপ আশঙ্কা কেহ করিতে পারে, আমরা এস্থলে সে সকল আশঙ্কার কোনই কারণ দেখিতে পাইতেছি না; কারণ, নির্ব্বাণোপনিষদের প্রারম্ভে বলা হইয়াছে "পরমহংসঃ সোঽহম্"। যাহার প্রারম্ভে অভেদজ্ঞানের আশ্রয় করা হইয়াছে, তাহার মধ্যভাগে যাইয়া যে আবার কোনরূপ দ্বৈতভাববোধক প্রাণায়ীর আশ্রয় করা

স্বনির্ম্মিত গৃহব্যাতিরিক্তং শূন্যাগার দেবায়তনাদিকং হংসোপেসিষদুক্তে হৃদয়েঽষ্টদনে অষ্টধা বৃত্তির্ব্বা স্থানমিতি॥ ১৩॥

হইবে তাহা কোন রূপেই যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে না। তুমি উহার উপপত্তি না করিতে পারিয়া বা 'তা' অর্থ করিলে হইবে কেন? উহার উপক্রম ও উপসংহার যখন বিদ্বৎসন্ন্যাসকে অবলম্বন করিয়া করা হইয়াছে, তখন মধ্যে অকস্মাৎ অবিদ্বৎসন্ন্যাস, বা, বিবিদিষাসন্ন্যাসের কথা উঠিবে কোথা হইতে? এইজন্য ঐ অনিকেত স্থিতি শব্দের অর্থ উপসংহারে অনুরূপই করিতে হইবে। উহার উপসংহারে কথিত হইয়াছে, "য আত্মন্যেবাবস্থীয়তে" যে আত্মাতেই অবস্থান করে, উপক্রমেও "তৎ স্বয়মেবাবস্থিতিঃ" "অদ্বৈতে পরমস্থিতি সেই বিক্ষেপাবরণশূন্য আনন্দস্বরূপে আপনা আপনিই অবস্থান হয়, নিখিলদ্বৈত জালশূন্য আনন্দস্বরূপে উত্থানরহিত ভাবে যাহার অবস্থিতি হয়, ইত্যাদি বাক্য ঐ অনিকেত স্থিতি শব্দটাকে আর অন্যার্থে লইতে ইচ্ছা করে না, সুতরাং নিরাশ্রয় আশ্রয়গন্ধহীন অনন্যোদাসীন পরব্রহ্মেই অবস্থান কর্ত্তব্য, এইরূপ অর্থই সমীচীন। সেইজন্য আমরা নিরালম্ব ব্রহ্মকেই পীঠ বলি; কিন্তু এরূপ বলি না যে, স্বকৃত গৃহব্যতিরেকে শূন্যাগার দেবায়তনাদি অথবা হংসোপনিষৎ বর্ণিত অষ্টদল পদ্মের অষ্টবৃত্তি সমুচ্চয় বা অষ্টবৃত্তি সমন্বিত অষ্টদল পদ্মই ব্রহ্মের পীঠ বলিয়া পরহংস পরিব্রাজকেরও সেই পীঠ নিশ্চেতব্য। তথায় হংস ঋষি, অব্যক্ত গায়ত্রী ছন্দঃ, পরমহংস দেবতা, এবং অকথিত বীজশক্তিও বিনিয়োগ বলিয়া হৃদয়ে অষ্টদলে পরমহংস আত্মাকে ধ্যান করিবে এইরূপ বলা হইয়াছে; সুতরাং তাহার ন্যায় এস্থলে সেই প্রকার হৃদয়স্থ অষ্টদল পৃথক পীঠ কল্পনা করিতে পারা যায় না; কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সুতরাং এই নির্ব্বাণ উপনিষদে সেই আভাসময়ী বিষয় গুলির (১) উদ্ধার মাত্র করিয়া দেখান হইল যে, নির্ব্বাণকালে যে অখণ্ডাকার ব্রহ্ম জ্ঞান হয়, তাহাতে লক্ষিত ও অলক্ষিত ভাবে সমস্তই অভিন্ন হইয়া থাকে। সেইজন্য কল্পনা আশ্রয় আর চলিতে পারিবে না॥ ১৩॥

---

(১) হংসোপনিষদাদিতে যে ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা, বীজ, শক্তি কীলক ও বিনিয়োগাদির কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অনুপযুক্ত হয় নাই; কিন্তু সে কল্পনা নির্ব্বাণোপনিষদে হইতে পারে না, কারণ নির্ব্বাণকালের অখণ্ডজ্ঞানে সমস্তই পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হইয়া যায়।

সংযোগদীক্ষা ॥ ১৪ ॥

অথ ব্রহ্মণা সংযোগ এব দীক্ষা ব্রতম্। নান্যাচ দীক্ষৈতেবাং ভবতি। সন্ন্যাসোপনিষদ্যুক্তা—"দীক্ষামুপেয়াৎ কাষায়বাসাঃ কক্ষোপস্থলোমানি বর্জ্জয়েদি"-ত্যেব মাদিকা। দীক্ষা ব্রতবিশেষঃ। তথাহি;—জ্ঞানং দিব্যং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপক্ষয়ং যতঃ॥ তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্ববেদিভিঃ॥" ইতি। কস্মাৎ বর্জ্জনীয়ত্বেন বক্ষ্যমানত্বাৎ। অথাসকৌ দীক্ষেতি? উচ্যতে;—আধ্যাসিকো হি বিদ্যায়া মনসি সংযোগ আম্নাত "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মন" ইত্যেবমাদি কৈবল্যোপনিষচ্ছ্রুত্যা। কথম্? ব্রহ্ম প্রপত্ত্যর্থম্। কথমসৌ প্রপত্তিঃ? তদাম্নাতং সাম্নাং সন্ন্যাসোপনিষদি;—"বিদ্যায়া মনসি সংযোগো মনসাকাশশ্চাকাশাদ্বায়ুর্বায়োর্জ্যোতির্জ্যোতিষ আপোঽদ্ভ্যঃ পৃথিবী পৃথিব্যা ইত্যেষাং ভূতানাং ব্রহ্ম প্রপদ্যতে। অজরমমরমক্ষরমব্যয়ং প্রপদ্যতে তদভ্যাসেন প্রাণাপানৌ সংযম্য" ইতি। অত্র তৃতীয়া পঞ্চমীভ্যাং প্রতিযোগী, প্রথমা ষষ্ঠীভ্যাঞ্চানু-

---

অহমভিমানাস্পদ জীবের ব্রহ্মের সহিত সংযোগই হইতেছে দীক্ষা, বা ব্রত বিশেষ। অবশ্য সন্ন্যাস উপনিষদে দীক্ষা গ্রহণ করিবে; কাষায়বাসঃ ধারণ করিবে, কক্ষ ও উপস্থলোম সকল বর্জ্জন করিবে, ইত্যাদি নানা প্রকার দীক্ষার কথা আম্নাত হইয়াছে; কিন্তু সে দীক্ষা এখানে গ্রহণ করা যাইবে না। কেন? না, পরে এসমস্তই নিষেধ করা যাইবে। দীক্ষা শব্দে ব্রত বিশেষ, বা নিয়ম বিশেষ। স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে;—যেহেতু পাপের ক্ষয় করে এবং যেহেতু দিব্যজ্ঞান দান করে, সেইজন্য তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতগণ নিয়মবিশেষকে দীক্ষা, এইশব্দে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। এই দীক্ষা কি? বলিতেছি, মনে বিদ্যার সংযোগ অধ্যাস দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, এইআত্মা হইতে প্রাণ, মনঃ ইত্যাদি জন্মিয়া থাকে, ইন্দ্রিয় সকল, আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ, আপ্ ও পৃথিবী এই বিশ্বের ধারিণী হইয়া জন্মে, এইরূপ বহুবিধ শ্রুতি দ্বারা আম্নাত হইয়াছে। কেন? না, ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইবে এইজন্য। এই ব্রহ্ম প্রাপ্তি কি করিয়া হয়, তাহা সামবেদের সন্ন্যাসোপনিষদে আম্নাত হইয়াছে বিদ্যার মনে সংযোগ, মনের আকাশে, আকাশের বায়ুতে, বায়ুর জ্যোতিতে, জ্যোতির আপ্ সমুদায়ে, আপ্ সমুদায়ের পৃথিবীতে, পৃথিবীর এই সকল প্রকার জাত পদার্থে-সংযোগ হইয়াছে; সুতরাং ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইবে, অজর, অমর, অক্ষর ও অব্যয় প্রাপ্তি হইবে, তাহার অভ্যাস দ্বারা, প্রাণাপানের সংযম করিয়া। এই

যোগ্যাম্নাতৌ সৃষ্টি ক্রমেণ; বিসৃষ্টি ক্রমাত্তু বিদ্যায়াং মনসঃ সংযোগো দ্রষ্টব্যঃ। তদভ্যাসেন প্রাণাপানৌ প্রাক্ সংযম্য ব্রহ্মপ্রপদ্যতে, অজরমমরমক্ষরমব্যয়ং প্রপদ্যতে। কথম্? মনসঃ সংযোগো হি লয়ঃ; তদভ্যাসেন তৎ কার্য্যং সর্ব্বং লীনং ভবতীতি সৈব দীক্ষা সন্ধ্যাপরনাম্নী ব্রহ্মোপনিষদ্যুক্তা তেনোপেতব্যেতি॥ ১৪॥

শ্রুতিতে মনস্শব্দে তৃতীয় ও অন্য যে সমস্ত শব্দে পঞ্চমী বিভক্তি আছে, সৃষ্টিক্রমে সেগুলি ঐ অধ্যাসিক সম্বন্ধের প্রতিযোগী। প্রতিযোগী সেই হয়, যাহার সম্বন্ধ গ্রহণ করা যায়; আর সেই প্রতিযোগীর সম্বন্ধ যাহাতে গ্রহণ করা হয়, সেই হইতেছে অনুযোগী। এখানে প্রথমা ও ষষ্ঠী বিভক্তি যেসকল পদে আছে, তাহারাই অনুযোগী। আবার বিসৃষ্টিক্রমানুসারে নিম্ন হইতে ক্রমে ঊর্দ্ধে সংযোগ করিতে করিতে বিদ্যাতে মনের সংযোগ দর্শন করিতে হইবে। সেই বিদ্যাতে মনের সংযোগ অভ্যাস করিলে, অবশ্য প্রথমে প্রাণ ও অপান বায়ুর সংযম করিয়া সেই বিদ্যাতে মনের সংযোগ অভ্যাস করিতে থাকিলে ক্রমে ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইবে, অজর, অমর, অক্ষর, ও অব্যয় ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইবে। পৃথিবীতে মনের সংযোগাভ্যাস দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় না; কারণ, তাহার নানারূপে ব্যয় বা বিনাশ হয়; সেইরূপ আপের ক্ষরণরূপ বিনাশ হয়; জ্যোতির মরণ আছে; বায়ুর জরা, বা মরণাহ্বানকারিণী বার্দ্ধক্যাবস্থা আছে; আকাশ বৃহত্তর হইলেও ব্রহ্ম নহে; সুতরাং এসকল অভ্যাস করিয়া পরিশেষে আনন্দস্বরূপ পরম ব্রহ্মে মনের সংযোগাভ্যাস করিবে। তদ্দ্বারাই ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইবে। কি করিয়া? না, ব্রহ্মে মনের সংযোগই মনের লয়। তাহার অভ্যাস দ্বারা মনের কার্য্য সমস্তই লয় প্রাপ্ত হইবে। এইজন্য সেই সংযোগাভ্যাস, বা লয়াভ্যাসরূপ দীক্ষাই পরমহংস পরিব্রাজকের উপেতব্য। এই দীক্ষাই ব্রহ্মোপনিষদে সন্ধ্যানামে অভিহিত হইয়াছে। তথায় উক্ত হইয়াছে, যে ভাবে জীবে প্রজ্ঞাদ্বারা পরমাত্মাতে আত্মার সন্ধান করে, সেই ভাবের সেই সন্ধ্যাকে ধ্যান বলা যায়, এবং তাহা হইতেই তাহার সন্ধ্যাভিবন্দন কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। এ সন্ধ্যার জলের কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই, ইহাতে বাক্য উচ্চারণের ও দেহ স্থৈর্য্যাদি করণের ক্লেশ ও নাই; কারণ; এটি ধ্যান সন্ধ্যা। সন্ধ্যা কেন? না, সমস্ত ভূতের সন্ধিনী একত্ববোধিকা। এই জন্য এই সন্ধ্যাই একদণ্ডীদিগের কর্ত্তব্য অতএব ঈদৃশ সন্ধ্যা, বা ঈদৃশরূপ দীক্ষাই পরমহংস পরিব্রাজকদিগের গৃহীতব্য॥ ১৪॥

বিয়োগোপদেশঃ ॥ ১৫ ॥

দীক্ষাসন্তোষপানং চ ॥ ১৬ ॥

এবমেব বিয়োগোপদেশো ভবতি। বিয়োগো বিযোজনং নিবর্ত্তনমিত্যনর্থা-ন্তরং, তেন সহ উপদেশঃ, স যথা ;—

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।

আনন্দ মেতজ্জীবস্ত যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে বুধঃ ॥" ইতি।

ব্রহ্মোপনিষদি তদেবং মনোলয়ঃ কষ্টঃ ॥ ১৫ ॥

তেন দীক্ষাসন্তোষপানং কর্ত্তব্যম্। দীক্ষায়াঃ সন্তোষঃ ব্রহ্মস্পর্শসুখং, তস্য পানসুখোপভোগঃ, তদেকপরঃ স্যাৎ। যচ্চোক্তম্ ;—

এইরূপই বিয়োগোপদেশ আছে। বিয়োগ শব্দে বিয়োজন, ও নিবর্ত্তন, একার্থক। তাহার সহিত উপদেশ। যথা ;—ব্রহ্মোপনিষদে উক্ত হইয়াছে ;—যাহার নিকটে পৌছিতে না পারিয়া মনের সহিত বাক্য নিবর্ত্তিত হয়, যেমন অদৃষ্টপূর্ব্বক মহারাজকে দেখিব বলিব ও স্পর্শ করিব সঙ্কল্প করিয়া বেশ্যানুবর্ত্তীর ন্যায় সোৎকণ্ঠভাবে শ্রুতিবধূসকল প্রবৃত্ত হইয়া অবসরাভাববশতঃ নিবর্ত্তিত হয়, যেমনে আসে, তেমনি যায়, অমনিই কি যায়? তা, নয়, দেখিতে না পাইয়া বলিতে না পারিয়া, এবং স্পর্শ করিতেও না পারিয়া, সর্ব্ব প্রকারেই উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ফিরিয়া যায়। আচ্ছা, চম্পক কেতকা আদি পুষ্পের গন্ধ বিশেষ বাক্যের অপ্রাপ্য হইলেও যেমন মনোদ্বারা উপলব্ধি করিতে পারা যায়, সেইরূপ বাক্যের অগম্য হইলেও মন দ্বারা ব্রহ্ম উপলব্ধব্য ত হইতে পারে না? না, যেমন বাক্যের অগম্য, সেইরূপ মনেরও দৃশ্য নহেন। এই মনঃ শব্দে অন্তঃকরণ। এইমনসাখ্য তুরীয় নিরতিশয় আনন্দ প্রাণধারী জীবের স্বরূপ। যে প্রসিদ্ধ স্বয়ম্প্রকাশ স্বরূপ সাক্ষাৎকার করিয়া বিদ্বান্ অধিকারী, অবিদ্যা ও তৎকার্য্য-বর্গ হইতে বিমুক্ত হয়। ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, মনোলয় ব্যতি-রেকে আর ব্রহ্মসাৎকারের উপায় নাই ; সুতরাং মনোলয়াভ্যাস অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ১৫ ॥

সেইরূপ অভ্যাস দ্বারা মনোলয়। সুসম্পন্ন হইলে, দীক্ষা সন্তোষ পান করিবে। দীক্ষার সন্তোষ হইতেছে ব্রহ্ম স্পর্শ সুখ ; তাহার পান উপভোগ,

দ্বাদশাদিত্যাবলোকনম্ ॥ ১৭ ॥

বিবেকরক্ষা ॥ ১৮ ॥

"যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভির্যা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতাম্।
তাং তৃষ্ণাং সন্ত্যজন্ প্রাজ্ঞঃ সুখেনৈবাভিপূর্য্যতে ॥" ইতি।
"যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয় সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্ ॥" ইতি।

এতেন ব্রহ্মাত্মৈকত্বরতিঃ কর্ত্তব্যেত্যুক্তম্ ॥ ১৬ ॥

দ্বাদশানামাদিত্যানাং সমাহারঃ দ্বাদশাদিত্যং বর্ষম্। বিজ্ঞায়তে চ শতপথে দ্বাদশমাসানামধিপতয়ো দ্বাদশসংখ্যকা ভবন্তীতি। তস্যাবলোকনং দর্শনং দীক্ষা-সন্তোষ পানেন কর্ত্তব্যম্। এতেন নৈরন্তর্য্যমুপাদিষ্টং বেদিতব্যম্ ॥ ১৭ ॥

ততোঽপি বিবেকস্য বিবেচনস্য বর্ষঃ ব্যাপ্যাচরিত্যস্য জ্ঞানস্য রক্ষা বিরোধি প্রত্যয়তিরস্কারেণ কর্ত্তব্যা। "ব্রহ্মৈবাহমস্মীত্যনবরতং ব্রহ্মপ্রণবানুসন্ধানেন যঃ কৃতকৃত্যো ভবতী"তি ॥ ১৮ ॥

অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দে মিলিয়া যাইবে। কথিত হইয়াছে;—দুর্ম্মতি দিগের পক্ষে যাহা দুস্ত্যজ, নিজে জরাজীর্ণ হইলেও যাহা জরাজীর্ণ হয় না; সেই তৃষ্ণাকে প্রাজ্ঞব্যক্তি সম্যক্‌রূপে ত্যাগ করিয়া সর্ব্বতোভাবে সুখে পূর্ণ হয়। লোকে যাহা মহৎ সুখ্য, যে সকল সুখ ও তৃষ্ণাক্ষয় সুখের ষোল কলার এক কলাও নহে। ইহাদ্বারা বলা হইল ব্রহ্মাত্মৈকত্ব জ্ঞানেরই রমণ করা কর্ত্তব্য ॥ ১৬ ॥

দ্বাদশটি আদিত্যের যথায় সমাহার হইয়াছে, দ্বাদশাদিত্য শব্দে বর্ষ। শতপথ ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায়, দ্বাদশমাসের দ্বাদশনামক দ্বাদশটি সূর্য্য অধিপতি আছে বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে। দীক্ষাসন্তোষপান করিবার সঙ্গে সঙ্গে সেই দ্বাদশটি আদিত্যের অবলোকন করিবে। ইহাদ্বারা দীক্ষাসন্তোষ পান নিরন্তর ভাবে করিতে হইবে, অন্যথা দৃঢ়ভূমি হইবে না, ইহা একটু মনোঽভিনিবেশসহকারে চিন্তয়িতব্য ॥ ১৭ ॥

একবর্ষ মাত্র অবলোকন করিলেই ইষ্টসিদ্ধি হইবে না; তারপরও বিবেক রক্ষা করিতে হইবে। যদ্দ্বারা এই সংসার তাব আত্মা হইতে বিবিক্ত হইয়াছে, সেই বর্ষব্যাপিয়া আচরিত বিবেচন জ্ঞানের ও আত্মজ্ঞানের রক্ষণ করিতে হইবে,

করুণৈব কেলিঃ ১৯ ॥

আনন্দমালা ॥ ২০ ॥

একান্ত (একাসন) গুহায়া মুক্তাসনসুখগোষ্ঠী ॥ ২১ ॥

যোঽপ্যস্য কাদাচিৎকঃ কেলিঃ কর্ত্তব্যঃ করুণৈব পরদুঃখ প্রহানেচ্ছা সফলা কর্ত্তব্যা ॥ ১৯ ॥

তত্রাপ্যানন্দমালা সন্ধার্য্যা। ন তু গর্ব্বাদিঃ, পুনরনিষ্টপাতপ্রসঙ্গাৎ ॥ ২০ ॥

একএব অন্তঃশেষো যত্র, সা একান্তা, সাচাসৌ গুহা চেতি একান্তগুহা বিশুদ্ধা চিতিঃ; তস্যাশ্চ মুক্তং ত্যক্তং আসনং ক্ষেপো, যস্য সুখস্য, তৎ মুক্তাসনং সুখং বিক্ষেপরহিতস্য চ সুখস্য গোষ্ঠী প্রবর্ত্তয়িতব্যা। গোষ্ঠী সংলাপঃ। তথাচ কশ্চি-

---

বিরোধি জ্ঞানের নিবৃত্তি করিয়া কেবল ব্রহ্মাদ্বৈকত্বজ্ঞানের প্রশান্ত প্রবাহ চালাইয়া াইতে হইবে। পরমহংস পারিব্রাজকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে; যে ব্রহ্ম প্রণবের নুসন্ধান দ্বারা ব্রহ্মই আমি হইতেছি, ইত্যাকার জ্ঞান অনবরত পোষণ করে, স কৃতকৃত্য হয়, মুক্ত হয় ॥ ১৮ ॥

মনের প্রসন্নভাব রক্ষার্থ মধ্যে মধ্যে পরিকম্ম নামক ক্রিয়ার আশ্রয়ও গ্রহণ করিতে পারে। যদিও কখন তাদৃশ কেলি কর্ত্তব্য হয়, তবে কখনও করুণা কেলি করিবে। করুণাতিরিক্ত অন্যবিধ কেলির আশ্রয় গ্রহণ করিবে না; কারণ, তদ্দারা তাহাদের জ্ঞানের নৈরন্তর্য্যভাব নষ্ট হইতে পারে। করুণা শব্দে পরদুঃখ দূর করিবার ইচ্ছা। তাহা কখন কখন সকলকে করিবে। দুঃখিত জনকে আশী-র্ব্বাদ করিয়া তাহার দুঃখনিবৃত্তি করিয়া দিবে ॥ ১৯ ॥

যখন এরূপ করিবে, তখনও আনন্দ মালার জপ করিয়া আনন্দ স্বরূপ সন্ধান রাখিয়াই করুণা করিবে। তাহাতে পাছে গর্ব্বাদি আসিয়া আক্রমণ করে, তাহাদ্বারা আবার অনিষ্টপাত হইবার আশঙ্কা আছে; সুতরাং আনন্দ মালার সন্ধান রাখিবে ॥ ২০ ॥

একই যেখানে আদিও শেষ, সে একান্ত। একান্ত শব্দে "একমেবাদ্বিতয়ম্।" সেই একান্ত যে গুহা, সে একান্তগুহা। তাহার বিশুদ্ধা চিতি। মুক্ত হইয়াছে আসন বিক্ষেপ যাহার, সে মুক্তাসন, অর্থাৎ ত্যক্ত বিক্ষেপ। মুক্তাসন যে সুখ, সে মুক্তাসন সুখ; তাহার গোষ্ঠী সমাজ সংলাপ (ভাল থাকা মন্দথাকার কথা

অকল্পিতভিক্ষাশী ॥ ২২ ॥

হংসাচারঃ ॥ ২৩ ॥

সর্ব্বভূতান্তর্ব্বর্ত্তী হংস ইতি প্রতিপাদনম্ ॥ ২৪ ॥

দয়মানো আনন্দমালাং সন্দধ্যাৎ, ব্রহ্মণশ্চ স্থিরসুখঃ সংলাপোঽপি প্রবর্ত্তয়িতব্যঃ স্যাৎ ॥ ২১ ॥

কল্পিতাং ভিক্ষাং নাশাসেত, অকল্পিত ভিক্ষাশী স্যাৎ। অকল্পিতাং ভিক্ষা মশ্নীয়াদিতি ॥ ২২ ॥

নিত্যানিত্যয়োঃ সুখদুঃখয়োর্জড়াজড়য়োশ্চ হংসাচারঃ স্যাৎ, ত্যাজ্যং পরিত্যাজ্যাদেয়মাদদ্যাৎ। স যথা ক্ষীরমম্বুমিশ্রম্ ॥ ২৩ ॥

নাসৌ তেনাব্যাপকত্বং; কস্মাৎ? সর্ব্বভূতান্তর্ব্বর্ত্তী হংস ইতি প্রতিপাদয়েৎ। অহং স ইতি হংস্মি গচ্ছামি সর্ব্বং, তেন হংসোঽস্মি সর্ব্বভূতান্তর্ব্বর্ত্তী। তথৈব দত্রা-

---

বার্ত্তা) প্রবর্ত্তিত করিবে। অর্থাৎ বিশুদ্ধা চিতির সহিত বিক্ষেপরহিত সুখের কথা বার্ত্তা বলিবে। পূর্ব্বসূত্রে আনন্দমালা ধারণের কথা বলা হইয়াছে। তদ্দ্বারা বিচ্ছিন্নভাবে আনন্দ মালার ধারণ কথাও সিদ্ধান্ত হইতে পারে; কিন্তু তাহা এই সূত্র দ্বারা নিবর্ত্তিত হইতেছে। তাহা হইলে এই হইতেছে যে, কাহাকেও দয়া করিয়া যে আনন্দ মালা ধারণ করাইবে, তাহা বিচ্ছিন্ন ভাবে নহে; কিন্তু পরব্রহ্মের স্থিরসুখ প্রবর্ত্তিত করিবে। নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মানন্দ ভোগই করিবে ॥২১॥

কল্পিত ভিক্ষার আশা করিবে না, অকল্পিত ভাবে ভিক্ষাশী হইবে। যে ভিক্ষা কল্পিত হয় নাই,—আমি এই ভিক্ষা করিতেছি বলিয়া যে ভিক্ষা নিজের কল্পিত নহে, সেই ভিক্ষা লব্ধ বস্তু আহার করিবে। ইহা দ্বারা ভিক্ষার্থ প্রবৃত্তি করণের ও নিষেধ হইল বুঝিতে হইবে। কোন কোন শাখায় ভিক্ষা বিষয়ে যে নিয়ম করা হইয়াছে, তাহাও ব্যবর্ত্তিত হইল ॥ ২২ ॥

হংস যেমন জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে জল পরিত্যাগ করিয়া দুগ্ধ মাত্র পান করে সেইরূপ নিত্যানিত্য দুঃখসুখ, ও জড়াজড় বর্গের মধ্য হইতে নিত্য সুখ চৈতন্য মাত্রই গ্রহণ করিবে। দুঃখবহুল অনিত্যজড়বর্গের পরিত্যাগ করিবে ॥ ২৩ ॥

তদ্দ্বারা সে অব্যাপকরূপে অবস্থিত হইবে না; কেন? না, হংস সর্ব্বভূতান্ত-

াতং হংসোপনিষদি ;—"হংস হংসেতি সদায়ং সর্ব্বেষু দেহেষু ব্যাপ্তো বর্ত্ততে। থা হ্যগ্নিঃ কাষ্ঠেষু, তিলেষু তৈলমিব তং বিদিত্বা ন মৃত্যুমেতি। গুদমবষ্টভ্যাহং- ারাদ্বায়ু মুথাপ্য স্বাধিষ্ঠানং ত্রিঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য মণিপূরকং গত্বাঽনাহতমতিক্রম্য ়শুদ্ধৌ প্রাণান্ নিরুধ্যাঽজ্ঞামনুধ্যায়ন্ ব্রহ্মরন্ধ্রং ধ্যায়ন্ ত্রিমাত্রোঽহমিত্যেবং র্ব্বদাধ্যায়ন্নথগুদমাধারাদ্ব্রহ্মরন্ধ্র্ পর্য্যন্তং শুদ্ধ স্ফটিক সঙ্কাশঃ সবৈ ব্রহ্ম পরমাত্মে-

---

র্ত্তী, ইহা প্রতিপাদিত করিবে ; সেই আমিই সর্ব্বভূতের মধ্যে বিচরণ করিতেছি ন্দ্বারা আমি হংস হইতেছি। আমিইত সর্ব্বভূতান্তর্ব্বর্ত্তী। হংসোপনিষদে সেইরূপই ক্ত হইয়াছে। যথা,—এই বুদ্ধি প্রাণোপাধিক জীবই সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গম রীরে আকাশের ন্যায় ব্যাপিয়া হংস হংস এই দ্ব্যক্ষর মন্ত্র জপ করিতে করিতে সর্ব্ব- াই বর্ত্তমান রহিয়াছে। যেমন সমস্ত কাষ্ঠেই অগ্নি ব্যাপিয়া রহিয়াছে, যেমন তিলে তল ব্যাপিয়া রহিয়াছে,সেইরূপ জীবও সমস্ত দেহকে ব্যাপিয়া সর্ব্বদা বর্ত্তমান রহি- াছে সেই প্রাণ বুদ্ধিও দেহের অতীত এবং সর্ব্বদেহব্যাপ্ত হংসকে সাক্ষাৎ করিয়া রণের কারণ সংসার প্রাপ্ত হয় না। এখন সেই হংসের প্রতিপত্তির জন্য যোগ বশেষ বলা যাইতেছে; কারণ,পরমহংস পরিব্রাজক অন্যকে দয়া করিতে যাইয়া যদি াদচ্যুত হয়, তবে পুনশ্চ তাহাকে ক্রমানুসারে প্রতিষ্ঠাতব্য স্থানে যাইয়া প্রতিষ্ঠিত ইতে হইবে। নিজের পাঞ্চির্দ্বয় দ্বারা শিশ্নদ্বার ও পায়ুদ্বারকে নিরুদ্ধ করিয়া গুরূপদিষ্ট উপায়ে পাদাঙ্গুষ্ঠ হইতে বায়ুকে আকর্ষণ করিয়া আধারচক্রে আনিয়া নরোধ করিতে হইবে। পায়ু ও লিঙ্গ, এতদুভয়ের মধ্যে আধার চক্র অবস্থিত সেই আধারচক্র হইতে শরীরস্থিত সমস্ত বায়ুর স্তম্ভ ও প্রতিষ্ঠার স্থান। সেটি চতুর্দ্দল ও ছিদ্রাকার। গুরূপদিষ্ট মার্গদ্বারা সেই আধার চক্র হইতে প্রাণবায়ুকে উর্দ্ধাভিমুখে উঠাইয়া নাভির সমীপে অবস্থিত চিত্রবর্ণ ষড়্দল চক্রকে তিনবার প্রদক্ষিণ ভাবে ঘুরাইয়া লইয়া, গুরূপদিষ্টমার্গদ্বারা নাভির উপরিদেশস্থ মণিপূরক নামক দশদলচক্রে যাইয়া তথা হইতে গুরূপদিষ্টমার্গের সাহায্যে অনাহত চক্রে যাইবে। তারপর অনাহত নামক হৃদয় পদ্ম সমীপস্থ দ্বাদশদল চক্রকে গুরূপদিষ্ট মার্গদ্বারা অতিক্রম করিয়া,বিশুদ্ধনামক কণ্ঠস্থ চিত্রবর্ণ ষোড়শদল চক্রে গুরূপদেশানু- সারে সুশিক্ষিত প্রণব মাত্রার সহিত আধার চক্র হইতে আগত প্রাণবায়ুর নিরোধ করিবে। তারপর তথা হইতে ভ্রূসন্ধিস্থ দ্বিদল আজ্ঞানামক চক্রের পরে যাইয়া গুরূপদিষ্ট মূর্দ্ধাস্থ চিত্রবর্ণ সহস্রদলচক্রে গমন করিবে সে স্থানে যাইয়া

ধৈর্য্যকন্থা ॥ ২৫ ॥

ত্যুচ্যতে।" ইতি বিক্ষেপে হি ক্রিয়োচ্যতে, নান্যথেতি। তস্মাদ্বিবেক রক্ষা চ ভবতীতি ॥ ২৪ ॥

ধৈর্য্যমেব কন্থা, সৈব ধার্য্যা; ন স্বন্যা। তদুক্তম্,—"তচ্চ ন মুখ্যোঽস্তি। কোঽয়ং মুখ্য ইতি চেদয়ং মুখ্যঃ ন দণ্ডং, ন শিখাং ন যজ্ঞোপবীতং নাচ্ছাদনং চরতি পরমহংসঃ।" ইতি পরমহংসোপনিষদি। তস্মাদ্ধৈর্য্যকন্থা ধার্য্যা ॥ ২৫ ॥

তারপর কপাল পুটত্রয়ের সন্ধিরূপ সহস্রদল কর্ণিকামধ্যবর্ত্তী গুরূপদিষ্ট সুষুম্নাগ্র রূপ ব্রহ্মরন্ধ্রের ধ্যান করিবে। কিরূপে ধ্যান করিবে? না তিনটি অকার উকার মকারাখ্য বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞরূপ আত্মসাক্ষাৎ কারের উপায়রূপে পরিমিত হয় মাত্রা যাহার, সেই যে আমি, সেই ওঁকার হইতে অভিন্ন আমি, আমারই ঐ বিশ্বতৈজস প্রাজ্ঞরূপ অকার উকার মকার মাত্রাত্রয়। সেই ত্রিমাত্র আমি, আমি সেই, ইত্যাকার সর্ব্বদাধ্যান করিয়া স্থিরভাবে অবস্থান করিবে এখন ধ্যেয়রূপ বলিতেছেন আধার চক্র হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত নাদাকারে (হং ও স, এই উভয় বর্ণ উচ্চারণ করিয়া চলিতেছে যে আকারে, সেই নাদাকার) পরিব্যাপ্ত। সে নাদ শুদ্ধস্ফটিক সদৃশ অতিস্বচ্ছ ধবল। সেই নাদই দেশকাল বস্তুকৃত পরিচ্ছেদত্রয় রহিত হইয়া ব্রহ্ম স্বরূপ জগজ্জন্ম স্থিতি লয়ের কারণ, সকলের অহংজ্ঞানের দ্রষ্টা পরমাত্মা, ইত্যাকার ধ্যান করিবে। বিদ্বান্‌গণ এইরূপ বলেন। যখন স্বস্থানে অবস্থানার্থ পরমহংস পরিব্রাজকদিগের উপায় গ্রহন করিতে হইবে, তখন পূর্ব্বোক্ত বিবেক রক্ষাও সেই সঙ্গে অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ব্রহ্মাত্মৈকত্ব জ্ঞান নিশ্চ হইয়া আসিবে; এবং পুনশ্চ যথাস্থানে বিরাজ করিতে সমর্থ হইবে ॥ ২৪ ॥

ইত্যাদ্যাকার সময়ে ধৈর্য্য রূপ কন্থার ধারণ করিবে। অন্যপ্রকার কন্থা ধা করিবে না। কেবল যে ইত্যাদ্যাকার সময়েই ধৈর্য্যকন্থা ধারণ করিতে হই তাহা নহে; ধৈর্য্যকন্থাই পরম হংসের ধার্য্য, অন্যকন্থা নহে, তাহা পরমহংসো নিষদে কথিত হইয়াছে। যথা—পূর্ব্বে যাহা যাহা করিবার কথা বলা হই তাহা মুখ্য নহে। যদি জিজ্ঞাসা কর কোন্ বিধানটি তার মুখ্য? তাহা হইলে উত্ত করিব, এইবার যাহা বলিব তাহাই মুখ্য। দণ্ডপরিত্যাগ করিবে, শিখা মোচ করিবে, যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিবে; অচ্ছাদন কন্থা ও পরিত্যাগ করিবে। প

উদাসীনকৌপীনম্ ॥ ২৬ ॥

বিচারদণ্ডঃ ॥ ২৭ ॥

ব্রহ্মাবলোকযোগপট্টঃ ॥ ২৮ ॥

তথা ঔদাসীন্যমেব কৌপীনম্। উদাসীনমুদাসঃ কৌপীনং, কুৎসিতং লোক-লজ্জাকরং মেঢ্রাদিকং পীনং পীবর মাংসং কুপীনং তদাচ্ছাদকং কৌপীনং লোক-লজ্জাকর নিবারকং বস্ত্রম্। তচ্চোদাস ভাব এব ॥ ২৬ ॥

তথা তত্ত্বমস্যাদি বাক্যেন যাথার্থ্য নির্ণয়ো ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানং বিচার এব দণ্ডো ধার্য্য স্তেনাবিদ্যাবিলাসৌ তাড়িতৌ ভবতঃ। তদেতদুক্তম্ ॥ ২৭ ॥

তথা যোগপট্টোঽপি ব্রহ্মাবলোক এবাদাতব্যঃ; ন ত্বন্যঃ কশ্চিৎ ॥ ২৮ ॥

হংসের ইহাই মুখ্য। অতএব পরমহংস পরিব্রাজকের পক্ষে ধৈর্য্য কন্থাই ধারণ যোগ্য, তাহাই ধারণ করিবে। তাহার ফলে এই হইবে যে বিবেকরক্ষা অনায়াস সাধ্যব্যাপার হইয়া উঠিবে ॥ ২৫ ॥

সেইরূপ ঔদাসীন্যই কৌপীন করিবে। উদাসীন শব্দে উদাসভাব, তাহাই কৌপীন। কু শব্দের অর্থ কুৎসিত, লোকলজ্জাকর বলিয়া কুৎসিৎ; পীন শব্দে পীবর মাংস মোটা মাংসখণ্ড; সুতরাং লোকলজ্জাকর কুৎসিত স্থূল মাংসখণ্ডকে কুপীন বা মেঢ্রাদি বলে। তাহার আচ্ছাদক কৌপীন লোকলজ্জা নিবারক বস্ত্র-বিশেষ। অথবা কূপশব্দে স্ত্রীযোনি কূপ, তদীয়, অর্থাৎ সেই স্ত্রীযোনি কূপের জন্যই যাহা জাত, তাহা কূপীন, তাহার আবরক বস্ত্রবিশেষ কৌপীন। সেই কৌপীন হইতে উদাসভাবই। এমন উদাসভাব পোষণ করিতে হইবে, যাহা হইলে আর মোটেই বাহ্যজ্ঞান থাকিবে না, তদ্দ্বারা পৃথক্ কৌপীন ধারণের আবশ্যক হইবে না; সেই উদাসভাবই কৌপীনের কার্য্য করিবে ॥ ২৬ ॥

সেইরূপ বিচাররূপ দণ্ড ধারণ করিতে হইবে। তদ্দ্বারা অবিদ্যা ও অবিদ্যা-জাত সমস্তই বিতাড়িত হইবে। তত্ত্বমস্যাদিবাক্যের সাহায্যে যাথার্থ্য নির্ণয় বা ব্রহ্মাত্মৈকত্ব নিশ্চয়ই বিচার, এবং তাহাই দণ্ডরূপে ধারণীয়, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ॥ ২৭ ॥

যোগীরা যোগপট্ট ধারণ করিয়া থাকেন; কিন্তু পরমহংস পরিব্রাজকের পক্ষে

শ্রিয়াং পাদুকা ॥ ২৯ ॥

পরেচ্ছাচরণম্ ॥ ৩০ ॥

কুণ্ডলিনীবন্ধঃ ॥ ৩১ ॥

তথা শ্রিয়াং ত্রিবর্গ সম্পদাম্? তথাচ ব্যাড়িঃ;—"লক্ষ্মী সরস্বতী ধাত্রী ত্রিবর্গ সম্পদ্বিভূতি শোভোপকরণবেশ রচনা গুণেষ্বপি শ্রীঃ প্রথিতে"তি। আতান বিতানাভ্যাং নির্দ্দিষ্টা পাদুকাঽপিধার্য্যা; ন ত্বন্যা তথাচ ত্রিবর্গ সম্পদো ধর্ম্মার্থ-কামান্ পদে কৃত্বা পাদুকাবদ্ বিবেক রক্ষাং কুর্য্যাৎ ॥ ২৯ ॥

এবং পরস্যাত্মন ইচ্ছায়াশ্চরণমনুষ্ঠানম্; এবমস্যা ব্যক্তাচারো ভবেৎ ॥ ৩০ ॥

এবমপি কুণ্ডলিন্যাঃ পরায়াঃ সম্বন্ধ এব বন্ধোঽনুষ্ঠাতব্যঃ। যত্রৈবমুক্তম্;—

পূর্য্যাং তুরীয় বিশ্বঃ, মধ্যমায়াং তুরীয় তৈজসঃ।

পশ্যন্ত্যাং তুরীয় প্রাজ্ঞঃ, পরায়াং তুরীয়তুরীয়ঃ।" ইতি।

ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ যোগপট্ট গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, অন্য প্রকার বস্ত্রাদিনির্ম্মিত যোগ-পট্ট ধারণ করিবে না ॥ ২৮ ॥

সেইরূপ শ্রীর—ত্রিবর্গ সম্পদের;—মহর্ষি ব্যাড়ি বলিয়াছেন লক্ষ্মী, সরস্বতী, ধাত্রী, ত্রিবর্গসম্পৎ, বিভূতি, শোভার উপকরণ, বেশরচনা, ও গুণেতে শ্রীশব্দ প্রসিদ্ধ। অতএব সেই সেই ত্রিবর্গসম্পদের আতানবিতান ভেদে বিরচিত পাদু-কাই ধারণীয়; অন্য কোন প্রকার পাদুকা ধারণ করিবে না। তাহা হইলে, জৈমিনি কথিত লক্ষণ দ্বারা লক্ষিত কর্ম্মনামক ধর্ম্ম, অর্থ ও কামকে পাদুকার ন্যায় পদে ধারণ করিয়া বিবেক রক্ষা করিবে ॥ ২৯ ॥

এইরূপ পরমাত্মার ইচ্ছার অনুষ্ঠান করিবে। পরের ইচ্ছায়, বা নিজের ইচ্ছায় কিছুই করিবে না। আত্মারাম বা আত্মক্রীড় হইবে। ইহা দ্বারা সাধ-কের আচার অব্যক্তই হইবে, ব্যক্ত আচার আর থাকিবে না। তদ্দ্বারা পরমহংস আবার স্বস্থানে স্থাপিত হইতে সক্ষম হইবে। অতএব ইহা কর্ত্তব্য ॥ ৩০ ॥

এই সময়েই পরাশব্দের বাচ্য যে কুণ্ডলিনী ব্যক্তি, তাহার সহিত সম্বন্ধই বন্ধ, তাহার অনুষ্ঠান করিবে, যাহা করিলে কুণ্ডলিনীর সহিত সম্বন্ধ পরিস্ফুট হয়। ইহা কি করিয়া করিতে হয়, তাহা পরমহংস পরিব্রাজকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, পুরীতে তুরীয় বিশ্ব, মধ্যমায় তুরীয়তৈজস, পশ্যন্তীতে তুরীয় প্রাজ্ঞ, এবং পরায়

পরাপবাদমুক্তো জীবন্মুক্তঃ ॥ ৩২ ॥

শিবযোগনিদ্রা চ ॥ ৩৩ ॥

"তুরীয় মাত্রাচতুষ্টয় মর্দ্ধমাত্রাং শম্।" ইতি পরমহংস পরিব্রাজকোপনিষদি ॥ ৩১ ॥

তস্যাশ্চ পরায়া অপবাদেন অপহ্নবেন মুক্তো রহিতঃ সন্ জীবন্মুক্তো ভবতীতি বক্রোক্ত্যা যদাস্য পরালোকোঽচলাকৃতি একত্র এব চিরায় তিষ্ঠেৎ, তদৈব ভবেদয়ং জীবন্মুক্ত ইতি নাম্না বিখ্যাতঃ ॥ ৩২ ॥

ইয়মেবহি শিবস্য যোগনিদ্রা তামসী মূর্ত্তিশ্চ কথ্যতে, "যাং তুষ্টাবাম্বুজাসনঃ।" ইতি মূর্ত্তিরহস্যে। মহাকালীতি প্রাধানিক রহস্যে। যোগমায়াঽপিকাপি ॥ ৩৩ ॥

তুরীয় তুরীয়। এই তুরীয়মাত্রা চতুষ্টয় অর্দ্ধমাত্রারই অংশ বিশেষ। এটি ব্রহ্ম-প্রণবের অংশবিশেষ। নাদের সাহায্যে মাত্রার সাহায্যে এই ব্রহ্মপ্রণবের অনুসন্ধান করিতে হইবে। ইহার চরম অংশ পরাস্থানে সাধিত হয়। তদ্দ্বারা কুণ্ডলী শক্তি জাগ্রৎ হয়, এবং তাহার জাগরণেই সাধকমাত্রে বিষয়দেশে নিদ্রিত হয় এবং ব্রহ্মে জাগরণ করিয়া থাকে অতএব মহান্ প্রযত্নে ইহা কর্ত্তব্য ॥ ৩১ ॥

সেইরূপ পরানাম্নী শক্তির অপবাদ, বা অপহ্নব 'চিনি না, জানি না, নাই, থাকিতে পারে না' ইত্যাদি আকারে উঠাইয়া দেওয়াই অপবাদ করা; তাহা রহিত হইলেই 'চিনি, জানি, আছে, এইত আমিই' ইত্যাদি আকারে সাক্ষাৎকৃত ইলেই সাধক জীবন্মুক্ত হইল। জীবিত থাকিয়াই মুক্ত হইয়া গেল। এরূপ ক্রোক্তি দ্বারা বলার উদ্দেশ্য এই যে, এই পরার সাক্ষাৎকার যখন নিশ্চয় হয়, এবং অচলাকারে স্থির ও ধীরভাবে চিরকালের জন্য অবস্থান করে, তখনই জীবক্তি লাভ করা যায়, এবং তখনই সেই সাধক জীবন্মুক্ত, এই নামে বিখ্যাত য় ॥ ৩২ ॥

এই পরাই শিবের যোগনিদ্রা, বা তামসী মূর্ত্তিশব্দে কথিত হয়। তখন শিব মস্ত বাহ্য ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া পরমশিবে মিলিত হন। এই যোগনিদ্রার হইলে সৃষ্টির আরম্ভ হয়। ব্রহ্মা সৃষ্টির জন্য এই যোগনিদ্রাকে স্তব করিয়াছিলেন, ইহা মূর্ত্তিরহস্যে কথিত হইয়াছে। প্রাধানিক রহস্যে ইহাকে মহাকালী মে অভিহিত করা হইয়াছে। কোন কোন স্থলে ইহাকে যোগমায়া নামেও

খেচরীমুদ্রা চ ॥ ৩৪ ॥

পরমানন্দা ॥ ৩৫ ॥

ইতি ঋগ্বেদান্তর্গত নির্ব্বাণোপনিষদি প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

ইয়মেবহি খেচরী মুদ্রেতি তান্ত্রিকানামপি বান্ ভবতি। তথোপনিষদামপি ॥ ৩৪ ॥

য এবং বেদ, স আনন্দী ভবতি। দ্বিরুক্তিরধ্যায়স্য সমাপ্তয়ে বক্তব্যেতি ॥ ৩৫ ॥

ইতি নির্ব্বাণোপনিষদ্‌বৃত্তৌ প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

অভিহিত করা হয়। যাহা হউক, এই শিবযোগনিদ্রাই চিরকালের জন্য অবস্থিতি করিলে, জীবের জীবন্মুক্তি নামে পরিকীর্ত্তিত হয় ॥ ৩৩ ॥

ইহাই তান্ত্রিকদিগের খেচরী মুদ্রা। উপনিষদেও ইহাকেই খেচরীমুদ্রা বলিয়া কীর্ত্তন করা হয়; কারণ, এই আকার নিরবচ্ছিন্ন চিদাকাশেই বিচরণ করে ॥ ৩৪ ॥

যে এই এইরূপে প্রত্যক্ষ করে, সে আনন্দময় হইয়া যায়। এই স্থলে দ্বিরুক্তি অধ্যায় সমাপ্ত্যর্থ করা হইয়াছে ॥ ৩৫ ॥

ইতি মাণ্ডুকায়নশাখীয় ঋগ্বেদের নির্ব্বাণোপনিষদের বৃত্তির বঙ্গানুবাদে প্রথমোঽধ্যায় ॥ ১ ॥

অথ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

—:⁂:—

নির্গতগুণত্রয়ম্ ॥ ১ ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে ফলীভূত আনন্দীভাব উক্তঃ। আনন্দশ্চ বিষয়সংসর্গজো দৃষ্টঃ, সোঽপি গুণত্রয় সম্বন্ধাৎ। যদাহ ;—

প্রথম অধ্যায়ের শেষে আনন্দীভাবকে ফল বলিয়া উপসংহার করা হইয়াছে। লোকে দেখিতে পাওয়া যায়, অভিলাষত বিষয়ের প্রাপ্তি হইলে আনন্দ জন্মিয়া থাকে। আবার ত্রিগুণের সম্বন্ধ থাকিলেই তবে বিষয়ের প্রাপ্তি ঘটে, ইহা বুঝিতে পারা যায়, এবং গীতাশাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে। যথা,—পুরুষ প্রকৃতিতে অবস্থান করিয়া প্রকৃতিজাত গুণসকলের ভোগ করে। এই ভোগের কারণ হইতেছে গুণসাঙ্গ বা প্রকৃতি সম্বন্ধ। তাহা হইলে, প্রকৃত আনন্দের লাভ যদি তোমার ফল হয়, তবে বন্ধনের উপর আবার বন্ধন দিবার জন্য কে প্রবর্ত্তিত হইবে? অতএব তুমি যে বলিয়াছ, পরমহংস পরিব্রাজকগণ জীবন্মুক্ত হইয়া দেহপাতানন্তর পরমানন্দময় হয়, তাহা উপপন্ন হয় না, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, প্রথমাধ্যায়ের অন্তে প্রাপ্ত যে আনন্দস্বরূপ তত্ত্ব, তাহা কি প্রকারে গ্রহীতব্য, ইহার ব্যবস্থা করিতেছেন ;—"নির্গতগুণত্রয়মি"তি। নিঃশেষরূপে গত অতীত সর্ব্বদার জন্যই তিনসংখ্যা বিশিষ্ট সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ যাহা হইতে, সেই নির্গতগুণত্রয়। অর্থাৎ গুণত্রয়ের অত্যন্তাভাব বিশিষ্ট, যদি একথা বল, তবে বলিব অত্যন্তাভাব একটি পদার্থ ; সে পদার্থ অন্যপদার্থে থাকিতে গেলে একটি সম্বন্ধ আবশ্যক। যদিও সে সম্বন্ধটি আধার পদার্থের স্বরূপ, অর্থাৎ অত্যন্তাভাব স্বরূপ সম্বন্ধেই থাকে। তথাপি সেই অভাবকে স্পর্শ করিয়াই থাকে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। তাহাহইলে বলিতে হইবে, গুণত্রয়ের অত্যন্তাভাব একটি পদার্থ, স্বরূপ সম্বন্ধ একটি পদার্থ, এবং তাহাতে অত্যন্তাভাব থাকে, সেই আধারটি একটি পদার্থ ; সাকল্যে পদার্থত্রয় হইতেছে।

"পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোহি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্। কারণং গুণসঙ্গোঽস্য ইতি। তথাচ প্রাকৃতানন্দলাভশ্চেৎ তে ফলং স্যাৎ, কস্তর্হি প্রবর্ত্তেত বন্ধনোপা বন্ধনদানায় ? যদুক্তং পরমহংস পরিব্রাজকা জীবন্মুক্তাঃ সন্তো দেহপাতানন্তর পরমানন্দী ভবতীতি তন্নোপপদ্যত ইত্যাশঙ্ক্য প্রাপ্তং তত্ত্বং ব্যবস্থাপয়তি নির্গতগুণ ত্রয়মিতি। নিঃশেষেণ গতমতীতং সর্ব্বদৈব গুণানাং সত্ত্বরজস্তমসাং ত্রয়ং যস্মাদিতি নির্গতগুণত্রয়ম্। গুণত্রয়াত্যন্তাভাববিশিষ্টমিতিচেৎ, তদপি বৈশিষ্টং গুণত্রয়কার্য্য মিতি তদবস্থাপিতঃ। তস্মাদ্‌গুণত্রয়াত্যন্তাভাবোপলক্ষিত স্বরূপমিতি বক্তব্যম্ উপলক্ষণঞ্চ কার্য্যানন্বয়ি ব্যাবর্ত্তকং বিশেষণমেব। তথাচ নাভাবস্তদ্বাক্, ব্যাবর্ত্ত কঞ্চ ভবতি। যশ্চ সংসর্গজঃ প্রোক্তঃ, সোঽপি নোপপদ্যতে, পুত্রস্য পিতরাবুং

তন্মধ্যে স্বরূপ সম্বন্ধ ও অত্যন্তাভাব আনন্দ তত্ত্ব হইতে পৃথক্ বস্তু বলিয়া ত্রিগুণেরই কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ; সুতরাং গুণত্রয়ের সম্বন্ধ সাক্ষাৎ ভাবে না থাকিলেও গুণত্রয়ের কার্য্যের সাক্ষাৎভাবে সম্বন্ধ নিশ্চয় আছে। অতএব কথিত নির্গতগুণত্রয় শব্দের প্রকৃতার্থ রক্ষিত হয় না। সেই জন্য গুণত্রয়ের অত্যন্ত ভাবকে বিশেষণ বা উপাধি না বলিয়া উপলক্ষণ বলিতে হইবে। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে বিশেষণ তাহাকে বলে, যে কার্য্যে অন্বিত হয়, অন্যের ব্যাবৃত্তি করে, এবং বর্ত্তমান থাকে। যেমন নীল উৎপলের নীলগুণটি বিশেষণ। দর্শনকালে কেবল উৎপলের দর্শন হয় না ; কিন্তু নীলগুণযুক্ত উৎপলেরই দর্শন হয় ; সুতরাং কার্য্যে অন্বয় আছে। আবার দর্শনকালে শ্বেত উৎপল দর্শনের ব্যাবৃত্তি করে বলিয়া অন্যের ব্যাবর্ত্তকও হইয়াছে। তদ্ভিন্ন দর্শন কালেও নীলগুণ বর্ত্তমানই থাকে। উপাধি তাহাকে বলে, যে কার্য্যে অন্বিত হয় না, অন্যের ব্যাবৃত্তি করে, এবং বর্ত্তমান থাকে। যেমন কর্ণচ্ছিদ্রের আকাশকে শ্রোত্র বলে। এস্থলে কর্ণচ্ছিদ্র আকাশের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত নহে ; কিন্তু ঘটচ্ছিদ্রাদিকে ব্যাবর্ত্তিত করিয়া কেবল কর্ণচ্ছিদ্রের আকাশকে শ্রোত্র বলিয়া প্রতিপাদন করে এবং যতদিন শ্রোত্র থাকে, ততদিনই কর্ণচ্ছিদ্র বর্ত্তমান থাকে ; সুতরাং এস্থলে কর্ণচ্ছিদ্র উপাধি। আর কখনও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, কোনও একটা গৃহে বহুকাক বসিয়া আছে, এবং সে সময় হয়ত' পরস্পর বলা বলি করাও হইয়াছে যে, কাক সকলে এই বাড়ীতে বসিয়া সভাসমিতি করিয়া থাকে, তারপর বহুদিন পরে আবার সেই বাটীর কথা তুলিয়া বলা গেল, সেই কাকের সভা যুক্ত বাড়ীতেই দেখা গিয়াছে। এই যে

পাদয়িতুমশক্ততায়া উপলভ্যমানত্বাৎ, "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুত-শ্চন।" "আনন্দাৎ খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।" "আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।" ইত্যেবেমানিশ্রুতিভ্যঃ,

---

'কাকের সভাযুক্ত বাটী' বলা হইল, এইস্থলে ঐ কাকসভাটী উপলক্ষণ, না বিশেষণ না উপাধি; কারণ, যখন বলা যাইতেছে, তখন তথায় কাকসভা নাই; সুতরাং কার্য্যে অনন্বিত হইয়াছে। 'কাকের সভার বাটী' বলায় অন্যবাটীর ব্যাবৃত্তিও সাধিত হইয়াছে। সুতরাং ব্যাবর্ত্তক হইয়াছে; আবার সেই কাকের সভাবাটীতে অবর্ত্তমানও বটে; সুতরাং ঐ কাকের সভাটি উপলক্ষণ। এখানেও সেইরূপ গুণত্রয়ের অত্যন্তাভাবটি আনন্দ তত্ত্বে অন্বিত নহে; কিন্তু সৃষ্টিমধ্যস্থ গুণসম্বন্ধ আনন্দতত্ত্ব হইতে এই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দতত্ত্বের পার্থক্য বুঝাইতেছে এবং ঐ গুণত্রয়ের অত্যন্তাভাব আনন্দতত্ত্বে কদাচিৎ সংঘটিত হইয়াছিল; তখন কিন্তু অবর্ত্তমান; সুতরাং গুণত্রয়ের অত্যন্তাভাবটি আনন্দতত্ত্বের উপলক্ষণ, না বিশেষণ, না উপাধী অতএব আনন্দ তত্ত্ব গুণসম্বন্ধে জন্মায়, এবং গুণসম্বন্ধেই তাহার ভোগ হয়; একথা স্বীকার করিতে পারা যায় না। তার পর বলিয়াছে যে, বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইলে তবে আনন্দের উৎপত্তি হয়। আনন্দ গুণত্রয়ের কার্য্য বুদ্ধি সত্ত্বের পরিণাম বিশেষ। আনন্দ ও সুখ একই কথা। তাহা উপপন্নই হয় না; কারণ, পুত্র কখনও পিতামাতাকে উৎপাদন করিতে পারে না। কেন পারে না? না, তাদৃশ শক্তি কখনই পুত্র পাইতে সক্ষম নহে। সেইরূপ আনন্দ হইতে জাত শব্দ স্পর্শাদিগুণসম্পন্ন আকাশবায়ু আদির ধর্ম্মস্বরূপ শব্দস্পর্শাদি বিষয় আনন্দের উৎপাদন করিতে শক্তি পাইবার অযোগ্য, সুতরাং আনন্দকে উৎপন্ন করিতে পারে না।

আনন্দ হইতেই যে আকাশাদি জন্মে, তাহা শ্রুতি দ্বারা অবগত হওয়া যাইতেছে, ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপ জানিয়া আর কোথা হইতেও ভয় পায় না। আনন্দ হইতে এই সকল ভূত জন্মগ্রহণ করে জন্মগহণ করিয়া পালিত হয়, এবং অন্তে আনন্দেই প্রবেশ করে, বা আনন্দেই অভিসন্বিষ্ট হয়। ব্রহ্মকে আনন্দ স্বরূপেই জানিয়াছিল। ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মকে আনন্দরূপ বলা হইয়াছে, এবং সেই আনন্দ স্বরূপ হইতেই এই সমস্ত দৃশ্যমান্ পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে, এই কথা কথিত হইয়াছে। দেখিতেও পাওয়া যায়, জীবজগতে স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পর

বিষয়গ্রহণে হ্যানন্দান্বয়ব্যাতিরেকয়োরনুভব সিদ্ধত্বাচ্চ। তস্মাৎপরমহংসপরি
ব্রাজকা জীবন্মুক্তাঃ সন্তো দেহপাতমনন্তরং পরমানন্দীভবন্তীত্যুপপদ্যত এব
কথম্? অবিদ্যোত্থাপিতো হি গুণসম্বন্ধ আত্মজ্ঞানোদয়েন হতহেতুরাত্মা

প্রেমানন্দে অভিন্ন হইয়াই পুত্রাদির উৎপাদন করে। তারপর ইহাও প্রত্য
অনুভব দ্বারা সিদ্ধ যে, আনন্দই বিষয়গ্রহণের কারণ। যথায় আনন্দ নাই, তথা
সে বিষয়ের গ্রহণও নাই। যেমন মৃত্যুতে আনন্দ নাই, কেবল ভয়েরই অস্তি
আছে, সুতরাং মৃত্যুকে কেহই গ্রহণ করিতে চাহে না। আবার ইহাও দেখ
যায়, যখন সেই মৃত্যুও ইচ্ছা করিয়া গ্রহণ করে, তখন প্রথমেই একটি আনন্দে
অনুভব করে, যাহা মৃত্যু যন্ত্রণা অপেক্ষাও সহস্রগুণেই শ্রেষ্ঠ; সেটি কি? না
বিরুদ্ধ তাৎকালিক দুঃখের সম্বন্ধ রহিত নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, বা অসম্বন্ধ আদি আনন
সেই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভের জন্যই ইচ্ছা করিয়া মৃত্যুকেও আলিঙ্গন করে
সেই রূপ আনন্দটি বড়ই প্রিয়, কিন্তু আনন্দ প্রকাশের ব্যাঘাতকারী কতকগুলি
আবরণ থাকে, সেই আবরণ উন্মোচনের জন্যই বিষয়গ্রহণ করে। বিষয়গ্রহণ
করিলে, চিত্তবৃত্তিদ্বারা সেই ব্যাঘাতকারী আবরণ উন্মুক্ত হইয়া যায়; সুতরাং
মনে হয়, এই বিষয় গ্রহণ করায় আনন্দ উৎপন্ন হইল। প্রকৃত প্রস্তাবে আনন্দ
উৎপন্ন হয় না; কিন্তু মেঘরূপ আবরণ দ্বারা যেমন চন্দ্রসূর্য্যাদি সকল আবৃত
থাকে, এবং মেঘাবরণ সরিয়া গেলে যে নিত্যোদিত চন্দ্রসূর্য্য, সেই নিত্যোদয়
প্রাপ্তই দৃষ্ট হয়, সেইরূপ স্বতঃ সিদ্ধ আনন্দ অবিদ্যাবিজৃম্ভিত বিষয়ের ব্যবধানে
পড়ায় আপাততঃ মনে হয় যেন আনন্দ নাই; কিন্তু যখন বৃত্তি জন্মিয়া সেই বৃত্তি
প্রতিফলিত চৈতন্যালোকে সেই আবিদিক বিষয়ের ব্যবধান তিরোহিত হয়, তখন
মনে হয় যেন আনন্দ উৎপন্ন হইল; কিন্তু তাহা নহে, নিত্যসিদ্ধ আনন্দই
স্বরূপতঃ আবরণমুক্ত হইল মাত্র। ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আনন্দের
উৎপত্তি নাই, আবরণের তিরোধান হইলে যে উৎপত্তি বোধ হয়, তাহা ভ্রম মাত্র।
এই নিত্যসিদ্ধ আনন্দের কণামাত্র লাভ করিবার জন্য—আনন্দের আবরণ উন্মোচন
করিবার জন্যই বিষয় গ্রহণ করার আবশ্যক হয়। আনন্দ পদার্থের জ্ঞান থাকিলে
তবে বিষয়ের গ্রহণ করা হয়, আনন্দ পদার্থের জ্ঞান না থাকিলে বিষয়ের গ্রহণ
করা হয় না। অবশ্য যাহার জ্ঞান হইবে, সে পদার্থটি বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন
হয়; সুতরাং বিষয়গ্রহণের পূর্ব্বে আনন্দ থাকা আবশ্যক; এবং সেই আনন্দের

বিবেকলভ্যম্ ॥ ২ ॥

হস্তীতি যথাপূর্ব্বমানন্দস্বরূপং ব্রহ্মৈবাবশিষ্যত ইতি নির্গতগুণত্রয়মানন্দতত্ত্বং সিদ্ধ্যতীতি ॥ ১ ॥

তথাবিধং হি স্বরূপমস্য বিবেকেন গুণাগুণয়োর্লভ্যম্। স্বগ্রীবাস্থগ্রৈবেয়কবদ্ ভ্রমাদপ্রাপ্তমিবাসীৎ, প্রাপ্তমিব ভবতি। তস্মিন্নেব ফলত্বোপচারঃ সম্ভবতি, দৃষ্টৈবং। অমুখ্যমপি তৎপ্রতি মুখ্যঞ্চ ॥ ২ ॥

জ্ঞান থাকাও প্রয়োজন; তবেই বিষয়ের গ্রহণ হইতে পারে। ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বিষয় আনন্দকে উৎপন্ন করে না, বা বিষয়ের সম্বন্ধও আনন্দকে উৎপন্ন করে না; কিন্তু নিত্যসিদ্ধ আনন্দের স্বরূপ লাভার্থে বিষয়ের, বা বিষয় সম্বন্ধের গ্রহণ করা হয়। সেইরূপ নিত্যসিদ্ধ আনন্দের স্বরূপ লাভার্থ আত্মজ্ঞানের গ্রহণ করা হয়, তদ্দ্বারা সেই নিত্যসিদ্ধ আনন্দ তত্ত্বের আবরণ অবিদ্যারও তৎকার্য্য বর্গের নিবৃত্তি সাধিত হইলে নিত্যসিদ্ধ আনন্দ তত্ত্ব চিরপ্রকাশরূপে অবস্থিতি হয়; সুতরাং পরমহংসপরিব্রাজক জীবন্মুক্ত হইয়া দেহ পাত কালেই পরমানন্দ স্বরূপ হইয়া যায়। তখন পরমানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন, অন্য আর কিছু থাকে না। অতএব আনন্দতত্ত্ব নির্গত গুণত্রয়রূপে সিদ্ধ হইতেছে ॥ ১ ॥

ইহাই হইতেছে পরমহংসপরিব্রাজকের স্বরূপ। সংস্কারের সহিত সকার্য্যগুণত্রয়ের ও গুণাতীত আনন্দতত্ত্বের পরস্পর পার্থক্য সাক্ষাৎকার হইলে যে জীবব্রহ্মের অভেদাত্মক জ্ঞান সমুদিত হয়, তদ্দ্বারা এই আনন্দতত্ত্বের স্বরূপতঃ লাভ হইয়া থাকে। যদিও এই আনন্দস্বরূপ জীবের নিত্যসিদ্ধ, তথাপি অজ্ঞানদ্বারা যেমন নিজের গ্রীবাস্থ গ্রৈবেয়ক অলঙ্কার হারাইয়াছি বলিয়া যেন অপ্রাপ্ত হইয়াছে বোধ হয়, সেইরূপ আত্মস্বরূপ অজ্ঞাত থাকায় সেই আনন্দতত্ত্ব যেন অপ্রাপ্তই বোধ হয়; কিন্তু আবার জ্ঞান হইলে যেমন বোধ হয় তাঁ গ্রৈবেয়ক প্রাপ্ত হইয়াছি; সেইরূপ আত্মজ্ঞান হইলেও আনন্দস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি বলিয়া বোধ হয়। এইরূপে সেই আনন্দলাভকে ফল বলিয়া উপচার করা হয়। প্রকৃতপক্ষে আনন্দস্বরূপ নিত্যপ্রাপ্ত, তাহার আবার লাভ কি? তথাপি দেখা যায়, গ্রৈবেয়ক গলায় থাকিলেও ভ্রমক্রমে অপ্রাপ্তের ন্যায় হইয়াছিল; পুরুষান্তরের উপদেশের

মনোবাগগোচরম্ ॥ ৩ ॥

কস্মাদিত্যাহ,—'মনোবাগগোচরমি'তি। যদিদং দৃশ্যমান মতীতমনাগতং সচ্চ ত্যৎ সর্ব্বং মনসা বাচাচ গোচরী কর্ত্তুং শক্যং বিষয়ত্বাদিকঞ্চাশব্দতত্ত্বং তন্ন ভবতীতি মনোবাগগোচরম্,—"যন্মনসান মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।" ইতি "যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" ইত্যাদি বাক্যেভ্যঃ। সংস্কৃতমনসো বচসশ্চো-

---

পর বোধ হয় পাইয়াছি। এখানে তেমন গ্রৈবেয়ক প্রাপ্ত থাকিলেও ভ্রমনিবৃত্তির পর গ্রৈবেয়ক ফলেরন্যায় বোধ হয়, এবং বলাও যায় 'বলিলেন বলিয়া হঠাৎ পাই-লাম; নতুবা কতই ঘুরিতে হইত; সেইরূপ আত্মবিষয়ক অজ্ঞাননিবৃত্তি হইলে যে প্রাপ্তি হয়, সেই প্রাপ্তি ফলের ন্যায়; প্রকৃতপক্ষে তাহা ফল হইতে পারে না। এই যে প্রাপ্তি, ইহা প্রকৃতপক্ষে প্রাপ্তি নহে; কারণ, অসম্বন্ধ বস্তুর সম্বন্ধকে প্রাপ্তি বলে। এখানে যখন আনন্দতত্ত্ব জীবের স্বরূপ, তখন ত তাহা নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ; সুতরাং তাহার সহিত আবার নূতন করিয়া সম্বন্ধ কি? তথাপি যাহার হঠাৎ অজ্ঞান নিবৃত্তি হওয়ায় অদৃষ্টপূর্ব্ব আনন্দস্বরূপ দৃষ্ট হয়, তাহার পক্ষে সেটি তখনই প্রাপ্তস্বরূপ; এইজন্য তাহার পক্ষে ঐ আনন্দতত্ত্ব মুখ্যফলই বটে। তবে শাস্ত্রীয় বিচার দ্বারা এই আনন্দতত্ত্বলাভ মুখ্যফল হয় না, বা হইতে পারে না॥ ২॥

ত্রিগুণ ও নির্গুণের পরস্পর পার্থক্য জ্ঞান দ্বারা এই আনন্দতত্ত্ব লাভ করিতে পারা যায় বলা হইল। কেন এরূপ বলা হইল? উত্তর করিতেছেন;—'মনো-বাগগোচরম্" ইতি। যাহা কিছু এই সকল পরিদৃশ্যমান অতীত, অনাগত, এবং বর্ত্তমান পদার্থজাত, এসকলই মনঃ ও বাক্যদ্বারা গ্রহণ করিতে ও বলিতে পারা যায়; কারণ, এ সমস্তই বিষয়, ইহারা নিজ নিজ রূপদ্বারা জ্ঞানকে নিরূপিত করিয়া থাকে; কিন্তু এই আনন্দতত্ত্ব তাদৃশ নহে, নিজরূপ দ্বারা জ্ঞানকে নিরূপিত করে না। এইজন্য মনের ও বাক্যের গোচর নহে, অগোচর। শ্রুতি বলিয়াছেন;—মনঃ যাহার মনন করিতে পারে না; পূর্ব্বাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন, যিনি মনেরও মনন করিয়া থাকেন, তুমি তাঁহাকেই আত্মা বলিয়া জানিও। বাক্য সকল মনের সহিত যাঁহাকে না পাইয়া নিবর্ত্তিত হয়। ইত্যাদি। ইহা দ্বারা আত্মার আনন্দস্বরূপকে অবাঙ্মনসগোচর বলা হইল বটে; কিন্তু যদি এই

পনিষদাং বিষয়স্থ ভবেৎ,—"দৃশ্যতে ত্বগ্রয়াবুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।" ইতি। "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি" ইতি, "তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামী"ত্যেবমাদি-বাক্যেভশ্চ বাঙ্‌মনসবিষয়ভেদোপলক্ষিতং তৎস্বরূপং মনসীতি ভেদপ্রাপ্তস্বরূপ-ত্বেনাম্নাতত্বাদজ্ঞান প্রত্যুপস্থাপিত ভেদ প্রত্যস্তময়ো ধ্রুবং ফলমিব ভবতীনি॥ ৬॥

আনন্দতত্ত্ব কোনরূপেই মনের ও বাক্যের গোচর নাই হয়, তবে কিরূপে এই আনন্দতত্ত্বের লাভ সম্পাদিত হইবে? অতএব সর্ব্বথা মন ও বাক্যের অগোচর বলা যাইতে পারে না; কিন্তু—সাধারণতঃ বিষয়জাত যেমন মন ও বাক্যের গোচর, আনন্দতত্ত্ব সেরূপ সাধারণভাবে মন ও বাক্যের গোচর নহে। কেন গোচর নহে? না, এই সকল বিষয়ের প্রত্যেক পরিনিষ্ঠ এক একটী এমনরূপ আছে, যদ্দ্বারা তাহারা সাধারণভাবে বিষয় হয়। যেমন শ্রোত্রেন্দ্রিয় শব্দগ্রাহী বলিয়া শব্দগুণসম্পন্ন আকাশ শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের সাহায্যে মনে যাইয়া উপস্থিত হয়; ত্বগেন্দ্রিয় স্পর্শগুণগ্রাহী স্পর্শগুণসম্পন্ন বায়ু ত্বগেন্দ্রিয়ের সাহায্যে মনে যাইয়া উপস্থিত হয়, চক্ষুরিন্দ্রিয় রূপগুণগ্রাহী বলিয়া রূপগুণসম্পন্ন তেজঃ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে মনে যাইয়া উপস্থিত হয়; ঘ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধগুণগ্রাহী বলিয়া গন্ধগুণসম্পন্ন ক্ষিতি ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে মনে যাইয়া উপস্থিত হয়, এবং রসনেন্দ্রিয় রসগুণগ্রাহী বলিয়া রসগুণসম্পন্ন জল রসনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে মনে যাইয়া উপস্থিত হয়। বাক্য সকলও সাক্ষাৎ ও পরম্পরা সম্বন্ধে সকল প্রকার বিষয়ের নাম গ্রহণ করিয়া বলিতে পারে; কিন্তু আনন্দতত্ত্বে তাদৃশ কোন গুণই নাই। শ্রুতি বলেন;—অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অরস, নিত্য ও অগন্ধ হইতেছে আত্মার স্বরূপ; সুতরাং কোন ইন্দ্রিয়ই আত্মাকে গ্রহণ করিতে পারে না। কোন ইন্দ্রিয়ই আত্মাকে গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া অনুমান করাও চলে না। আবার কোন প্রকার গুণ না থাকায় বাক্যপ্রমাণ দ্বারাও আত্মাকে গ্রহণ করিতে পারা যায় না, সুতরাং আত্মতত্ত্ব, বা আনন্দতত্ত্ব বাক্য ও মনের অগোচর। যদিও সাধারণভাবে এই আনন্দতত্ত্ব অবাঙ্মনসগোচর, তথাপি বিশেষভাবে অবাঙ্মনসগোচর নহে: কারণ, শ্রুতিই আবার বলিয়াছেন,' শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা মনের সূক্ষ্মদর্শন শক্তির উৎপাদন করিয়া সেই পবিত্র সূক্ষ্মমনের সাহায্যে সূক্ষ্মদর্শী ঋষিরা দেখিয়া থাকেন। সকল বেদ যে পদের আমনন করিয়া থাকে। সেই উপনিষদ্‌মাত্র-বেদ্য পুরুষকে আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি। ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বলা হইয়াছে,

তান্যেতানি যথাসংস্থানং জায়মানানি "নেহ নানাদস্তিকিঞ্চনে"ত্যাদি বাক্যেন তত্রৈব নিষেধাৎ স্বাশ্রয়ত্বেনাভিমত যাবন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাব প্রতিযোগিত্বান্মিথ্যাভূতানি

কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ সমস্তই আনন্দতত্ত্বে আছে ; আবার বলা হইতেছে, আনন্দতত্ত্বে কিছুই নাই। তাহা হইলে, এই বলা হইল যে, যাহার আশ্রয় বলিয়া যাহাকে মনে করিতেছ, তাহাতে তাহার অত্যন্ত অভাব। জগতের আশ্রয় বলিয়া আনন্দতত্ত্বকে মনে করিতেছ ; কিন্তু আনন্দ তত্ত্বে জগতের অত্যন্ত অভাব। যেমন স্বপ্নকালে রথগজাদির অস্তিত্ব জ্ঞান হয়, জাগরণে আসিয়া বোধ হয় স্বপ্নকালে রথগজাদির অত্যন্ত অভাব ; সুতরাং স্বপ্নকালীয় রথগজাদি কল্পিত ভিন্ন সত্য নহে, সেইরূপ আনন্দতত্ত্বেও দৃশ্যমান প্রপঞ্চের কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। আরও একটি দৃষ্টান্ত এই যে, শুক্তিকায় রজতের জ্ঞান হয় ; কিন্তু পরক্ষণেই জানা যায় শুক্তিকায় রজত নাই ; সেইরূপ আনন্দতত্ত্বে জগতের অস্তিত্ব শ্রুতি আদি প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয়, কিন্তু জ্ঞান জন্মিলে দেখা যায়, আনন্দ তত্ত্বে কিছুতেই নাই ; সুতরাং শুক্তিরজত অভ্রগজ ও স্বাপ্নিকরথাদির ন্যায় বিশ্ব প্রপঞ্চ সেই আনন্দ তত্ত্বে ভ্রান্তি কল্পিত মাত্র, কখনই সত্য হইতে পারে না। সত্য হয় নাই বলিয়াই সেই আনন্দতত্ত্বের সমান ও অসমান কিছুই নাই। সেই আনন্দ তত্ত্ব এক ও অদ্বিতীয়। যাহা দেখা যাইতেছে, তাহা সমস্তই অসৎ; কারণ, কোন পদার্থকেই কেহ চিরকালের জন্য অবস্থান করিতে দেখে না ; কিন্তু সেই আনন্দতত্ত্ব চিরকালই একাকারে দেখা যায়, এবং বাল্যাদি অবস্থার ভেদেও আত্মতত্ত্বের অভেদ বা একাকারতা প্রতিপন্ন করিতে পারা যায়। এইজন্য সেই আনন্দতত্ত্বকে সৎ বলা যায়। আবার যাহা কিছু দেখা যায়, যদিও সে সকল আলোকের সাহায্যেই দেখা যায় তথাপি সেই আলোকও স্বয়ংত আর আপনাকে দেখাইতে সমর্থ হয় না ; তাহাকে দেখিতে, এবং তাহার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে একজন আত্মার সাহায্য লইতে হয় ; সুতরাং দৃশ্যমান পদার্থমাত্রেই পর প্রকাশ্য জড় মাত্র। চৈতন্য তাহাদিগের নিজস্ব নহে ; চৈতন্য একমাত্র আত্মারই নিজস্ব,ইহা যে কোন প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ হইতে পারে ; সুতরাং আত্মা, বা আনন্দতত্ত্ব চৈতন্য মাত্র চিৎপদার্থ। তারপর সেই নিত্য প্রকাশের স্বরূপ আনন্দতত্ত্বই ; কারণ, সকলই অনুভব করে যে, যেখানে প্রকাশ নাই, সেখানে আনন্দও নাই, বা আনন্দের অনুভব করা যায় না; কিন্তু আনন্দটি যেন প্রকাশের অব্যভিচারী, যেখানে প্রকাশ

তথা দেহাদিসঙ্ঘাতংমোহগুণজালকলিতং তদ্রজ্জুসর্পবৎ-কল্পিতম্ ॥ ৫ ॥

স্বপ্নদৃষ্টবিষয়বদভ্রগজাদিবচ্চ। তস্মাদেকমেবাদ্বিতীয়ং সচ্চিদানন্দঘনং ব্রহ্মৈব পরিশিষ্টম্ ॥ ৪ ॥

যথাচ বাহ্যানামিয়ং গতি, তথা দেহাদি সঙ্ঘাতমপি মোহগুণজাল কলিতমেব; নচ গুণজাল কলিতমিত্যস্তি সত্তাগন্ধ, কিন্তু রজ্জুসর্পবৎ পরমানন্দ এব মায়য়া কল্পিতমিতি ভবেদেক মেবাদ্বিতীয়ং সচ্চিদানন্দঘনং ব্রহ্মৈব পরিশিষ্টম্ ॥ ৫ ॥

সেইখানে আনন্দ, যেমন কোনও একটি গভীর বিষয়ের চিন্তায় মনের অভিনিবেশ করা গেল। যতক্ষণ সেই বিষয়ের প্রকাশ না হয়, ততক্ষণ চিন্তাশীল ব্যক্তি কোনরূপে কালাতিপাত করে মাত্র, কিন্তু যখন সেই বিষয়ের প্রকাশ হয় তখন আর সেই চিন্তাশীলের হৃদয়ে আনন্দ ধরে না। কেন?, না যেমন বিশাল বিশিষ্ট প্রকাশ হৃদয়ে হইয়াছেও সেইরূপ আনন্দও হৃদয়ে ততমাত্রায় আবির্ভূত হইয়াছে। এইজন্য প্রাচীন মনীষারা আনন্দের লক্ষণ করিতে যাইয়া বলিতেছেন, অনাবৃত চৈতন্যই আনন্দ, অর্থাৎ আবরণ রহিত প্রকাশই আনন্দ স্বরূপ। বস্তুতঃ ভাবিয়া দেখিলে, এই প্রকার লক্ষণ ব্যতিরেকে আনন্দের আর পৃথক্ লক্ষণ করাও যায়। অতএব দেখা যাইতেছে, এই বিশ্বমণ্ডলের কোনও পদার্থের নিত্যপ্রকাশ না থাকায়, পক্ষান্তরে সেই মূলতত্ত্ব নিত্যপ্রকাশ স্বরূপ বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ায়, সেই মূল তত্ত্বই আনন্দস্বরূপ। তাহা হইলে স্থির হইতেছে যে সেই এক, অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মই পরিশিষ্ট পদার্থ ॥ ৪ ॥

কেবল বাহ্যপদার্থেরই যে এই প্রকার গতি, তাহা নহে, আত্মাদিকাদের পদার্থ দেহাদিসঙ্ঘাত ও মোহগুণজাল কলিতই। হইলই, মোহগুণজাল প্রদর্শিত, ক্ষতিই বা কি? দেহাদিসঙ্ঘাত ত সৎপদার্থ। একথাও বলা যায় না; কারণ, তাহাও রজ্জুসর্পের ন্যায়, শুক্তিরজতের ন্যায় পরমানন্দ ব্রহ্মেই মায়াদ্বারা কল্পিত; সুতরাং তাহারও সত্তা নাই। দেহসঙ্ঘাতও অসৎ পদার্থ। অতএব সেই আনন্দতত্ত্বই এক ও অদ্বিতীয়, এবং সচ্চিদানন্দঘনব্রহ্ম পদার্থই পরিশেষে থাকিয়া যায় ॥ ৫ ॥

বিষ্ণুবিধ্যাদি শতাভিধানলক্ষ্যম্ ॥ ৬ ॥

যচ্চাপি বিষ্ণুরিতি, বিধিরিতি, বিরিঞ্চিরিতি, শতান্যনন্তানি দৈবিকানি অভিধানানি নামানি, তথান্যান্যপি, তেষামেব নাম্নামিদমেব লক্ষ্যং ব্রহ্মৈবেতি। তথৈ-তদত্রোক্তম্;—

"হৃদিস্থা দেবতা সর্ব্বা হৃদি প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
হৃদি প্রাণশ্চ জ্যোতিশ্চ ত্রিবৃৎ সূত্রঞ্চ যন্মহৎ॥" ইতি।

ব্রহ্মোপনিষদি। হৃদিস্থা পদস্যার্থমাহ তত্রৈব,—

"হৃদি চৈতন্যে তিষ্ঠতী"তি।

তথাচ সর্ব্বদেবময়ং ব্রহ্মৈবাবশিষ্যত ইতি ন বহিঃ পূজা প্রবর্ত্তয়িতব্যা। সাধকশ্চ বিদিত বেদিতব্যঃ॥ ৬॥

আরও যে বিষ্ণুবিধিবিরিঞ্চ্যাদি দেবতাদিগের অসংখ্য নাম আছে; তদ্দ্বারা পৃথক্ বস্তু প্রমানিত হইতে পারে না; সেই সকল নামের লক্ষ্যার্থ এই ব্রহ্মই। ব্রহ্ম ব্যতিরেকে অন্য পদার্থ না থাকায়, সেই সকল নামদ্বারা অন্য পদার্থ বুঝাইতে না পারায় কেবল এই ব্রহ্মই সেই সকল নামের লক্ষ্য। ব্রহ্মই বিষ্ণুনামে বিধি-নামে, বিরিঞ্চিনামে ও অন্যবিধ নামেও অভিহিত হন। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য দেবতা নাই; ব্রহ্মই সর্ব্ববিধ দেবতা আকারে বিবর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মোপনিষদে উক্ত হইয়াছে; দেবতাসকলহৃদয়ে অবস্থিত; প্রাণ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত; হৃদয়েই প্রাণ, জ্যোতিঃ ও যাহা মহৎ সেই ত্রিবৃৎসূত্রও প্রতিষ্ঠিত। হৃদিস্থশব্দের অর্থ কি, তাহাও সেই স্থলেই উক্ত হইয়াছে। যথা,—হৃৎ শব্দে চৈতন্য; তাহাতে থাকে বলিয়া হৃদিস্থ বলা হয়। তাহা হইলে ইহা দ্বারা কথিত হইতেছে যে, সর্ব্ব-দেবময় ব্রহ্মইমাত্র অবশিষ্ট থাকিতেছেন বলিয়া বাহ্যপূজা প্রবর্ত্তিত করিবার কিছু-মাত্র প্রয়োজন নাই। কেন প্রয়োজন নাই? না, সাধক ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে, ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য থাকে, তাহা সমস্তই জ্ঞাত হইয়া যায়॥ ৬॥

অঙ্কুশো ॥৭॥

মার্গঃ ॥৮॥

শূন্যং ন সঙ্কেতঃ ॥৯॥

তচ্চাঙ্কুশো দেবানাং কল্পকালে ভবতি,—

"ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।

ভীষাদিন্দ্রশ্চ বহ্নিশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥" ইতি।

ইত্যেবমাদিবাক্যেভ্যঃ, তস্মাৎ কল্পকালেঽন্যৈরপিতস্যৈব সমাশ্রয়ঃ করণীয়ঃ, সুরানামপি হস্তিপকবৎ পরিচালকত্বস্তস্যেতি ॥৭॥

তদেব হি মার্গো বেদিতব্যম্। "সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।" ইত্যাদি শ্রুতিঃ ॥৮॥

নন্বেতৎ শূন্যমেব শ্রূয়তে ছান্দোগ্যে খল্বিদমামনন্তি,—"অস্য লোকস্য কা

যখন বিধির কাল আইসে, যখন বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি হয়, তখন এক একটি কর্ম্মের অধিকারে একএক দেবতা স্থাপিত হয়। যেমন সমস্ত কর্ম্মের প্রবৃত্তির জন্য সূর্য্যের, সমস্তরস দানের জন্য চন্দ্রের, বৃষ্টির জন্য ইন্দ্রের, প্রাণের জন্য বায়ুর, এবং জলদিবার জন্য বরুণের স্থাপন করা হইয়াছে। সেই সমস্ত কার্য্য অব্যাহত ভাবে চালাইবার জন্য এই ব্রহ্মই অঙ্কুশের ন্যায় সংযম স্বরূপে অবস্থিত। সকল দেবতাই এই অঙ্কুশের ভয়ে সংযত হইয়া স্ব স্ব কর্ম্মপরিচালন করিতেছেন। শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে,—ইহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, ইহার ভয়েই সূর্য্য উদিত হয়; ইহার ভয়েই ইন্দ্র, বহ্নি ও পঞ্চম মৃত্যুও স্ব স্ব কার্য্যে বেগে চলিতেছে অতএব কল্পকালে সকলেরই সেই পরব্রহ্মের আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, কারণ, তিনিই দেবগণের ও হস্তীরপক্ষে হস্তিপকের ন্যায় পরিচালক ও সংযত কারী ॥ ৭ ॥

এই দেবগণের পরিচালক আনন্দ তত্ত্ব ব্রহ্মই একমাত্র গতি, শ্রুতিই বলিয়াছেন;—অন্বেষণ তাঁহারই কর্ত্তব্য, জিজ্ঞাসা তাঁহাকেই করিতে হয়। এই শ্রুতিতে যে অন্বেষণ করিবার কথা উক্ত হইয়াছে. তাহার লক্ষ্য সেই ব্রহ্মই, সুতরাং এই দৃশ্যমান জগতের একমাত্র গমনীয় মার্গ সেই ব্রহ্মই ॥ ৮ ॥

ইহা গমনীয় মার্গ বলিলে কি করিয়া? ইহা যে শূন্য বলিয়াই শুনিতে

গতিরিতি, আকাশ ইতি হোবাচ, সর্ব্বানি হবা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে, আকাশং প্রত্যস্তং যান্তি; আকাশো হেবৈভ্যোজ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণম্।" ইতি অত্রাঙ্গি যুক্তং ভূতাকাশগ্রহণম্। কুতঃ? তদ্ধি প্রসিদ্ধ-তরেণ প্রয়োগেন শীঘ্রং বুদ্ধিমারোহতীতি। তৎ কথং মার্গয়িতব্য মুক্তম্? ইতিতেচেৎ, নৈতদ্বক্তব্যম্। কস্মাৎ? সঙ্কেতো হি কৃতঃ স ইতি। দৃষ্টাঞ্চান্তবল্প-দোষেন শালাবত্যস্য পক্ষং নিন্দিত্বানন্তং কিঞ্চিদ্বক্তুংকামেন জৈবলিনাকাশঃ পরিগৃহীতঃ। তঞ্চাকাশমুদ্গীথে সম্পাদ্যোপসংহরতি,—"সএষপরোঽবরীয়ানুদ-

---

পাওয়া যায়, ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত হইয়াছে,—এই লোকের গতি কি? ইত্যাকার প্রশ্ন করিলে উত্তর করিয়াছিলেন, আকাশ। কারণ, এই সকল ভূতগণ আকাশ হইতেই উৎপন্ন হয়, আকাশের প্রতিই এই সকল ভূত মরিয়া অস্ত পায়; এই সকল অপেক্ষা আকাশই বৃহত্তম, আকাশই পরম অয়ন বা গতি। এই শ্রুতিবাক্য যে আকাশ শব্দ আছে, তদ্দ্বারা ভূতাকাশের বোধ হওয়াই উচিত; কারণ, আকাশ শব্দটি লোকে ভূতাকাশেই সর্ব্বদা প্রয়োগ হইতে দেখা যায়; সুতরাং আকাশ শব্দ শ্রবণ করিলেই সেই ভূতাকাশের উপস্থিতিই শীঘ্রতর হয়। অবশ্য যাহা প্রসিদ্ধিক্রমে উপস্থিত হয়, তাহার পরি-ত্যাগ করা ত যুক্তি সঙ্গত নহে। আছে বটে ক্বচিৎ ব্রহ্মকে বুঝাইবার জন্য আকাশ শব্দেরও প্রয়োগ যেমন, "যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ" যদি এই আকাশ আনন্দ স্বরূপে বিরাজিত না থাকে। ইত্যাদি তথাপি সেটি অপ্রসিদ্ধ অর্থ, সুতরাং প্রসিদ্ধ অপ্রসিদ্ধের মধ্যে প্রসিদ্ধই শীঘ্রতর উপস্থিত হয়। অত-এব এস্থলে ব্রহ্মরূপ অর্থ গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু ভূতাকাশরূপ অর্থই গ্রহণীয়। সেইজন্য কি করিয়া বল যে, সেই ব্রহ্মই মার্গায়িতব্য? যদি এইরূপ আপত্তি কর, তবে বলিব, ইহা আপত্তি করিতে পার না। কেন পার না? না, সেই যে আকাশ শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা সঙ্কেত করা হইয়াছে মাত্র; কোন-রূপ বিশেষ ভাব বুঝাইবার জন্য ঐ আকাশ শব্দের সঙ্কেত করাই হইয়াছে। উহাদ্বারা বস্তুর শূন্যতত্ত্ব প্রতিপাদন করা হয় নাই। কেন করা হয় নাই, যখন বলা হইয়াছে, আকাশ হইতেই সৃষ্টি স্থিতি লয়, আকাশই পরায়ণ, ব্রহ্ম হইতেই সৃষ্টিস্থিতিলয়, ব্রহ্মই জিজ্ঞাস্য, তখন নিশ্চয় ব্রহ্মকে শূন্যতত্ত্বই বলা হইয়াছে, ইহা বলিতে পারা যায়। অতএব ঐ বাক্য দ্বারা বস্তুর শূন্যতত্ত্ব প্রতিপাদন

গীথঃ স এষোঽনন্তঃ। ইতি তচ্চানন্তং ব্রহ্মলিঙ্গম্। যথাহি শূন্য মনন্তং নিরবয়বং নির্লেপঞ্চ দৃশ্যতে, এবমেব তদিতি প্রসিদ্ধিরপি "যদেষ আকাশ আন-

করা কেন হইবে না? না, তা হইতে পারে না। দেখা যায়,—একদা দালভ্য ঋষি, শালাবত্য ঋষি, ও জৈবলিরাজা উদ্গীথ বিদ্যার (উদ্গীথ নামক উপাসনার) পরায়ণ (উৎকৃষ্ট প্রাপ্য) কি, ইহা বিচার করিতে আরম্ভ করেন। দালভ্য বলিলেন, স্বর্গই উহার পরায়ণ। শালাবত্য বলিলেন, স্বর্গ নশ্বর; সুতরাং তাহা পরায়ণ হইতে পারে না। তবে স্বর্গপ্রাপক অপূর্ব্ব বিশেষ, যাহাকে পুণ্য বলে, তাহাই উদ্গীথ উপাসনার পরায়ণ। তাহাতে জৈবলি বলিলেন, কর্ম্মের অপূর্ব্বও নশ্বর, তজ্জন্য তাহাও পরায়ণ নহে, কিন্তু উদগীথের পরায়ণ আকাশ। এই জৈবলি কথিত আকাশ শব্দের অর্থ ব্রহ্মই, এই আকাশ শব্দের অর্থ ভূতাকাশ হইলে আশঙ্কিত নশ্বরত্ব দোষ নিবারিত হয় না। অতএব জৈবলির অনশ্বরত্ব প্রতিপাদক উপাসক উপদেশ, আকাশ শব্দের ব্রহ্মরূপ অর্থই প্রতিপাদন করিতেছে। ব্রহ্মই অনন্ত। শ্রুতিও বলিয়াছেন,—"সত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম" সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত ব্রহ্মই। তদ্দ্বারা ঐ আকাশ শব্দ দ্বারা ব্রহ্মের কিছু সঙ্কেত করা হইল। যেমন শূন্যময় আকাশ অনন্ত, নিরবয়ব, এবং নির্লেপ বলিয়া দেখিতে ও বুঝিতে পারা যায়, ব্রহ্মও সেইরূপ অনন্ত নিরবয়ব, ও নির্লেপ বলিয়া দেখিতে ও জানিতে পারা উচিত। তবে যে একটা আপত্তি করিয়াছ, ভূতাকাশ আকাশ শব্দে প্রসিদ্ধ অর্থ। এইজন্য প্রসিদ্ধ অর্থ ছাড়িয়া অপ্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করা যায় না; কারণ, তাহার উপস্থিতি বিলম্বে হয়,—একথা বলা যায় না; কারণ, সাধারণ ব্যবহার স্থলে হইতে পারে, যাহা প্রসিদ্ধ, তাহাই গ্রাহ্য, তাহাও আবার বণিকের ব্যবহার স্থলে খাটে না। তাহারা আবশ্যক অনুসারে নানা প্রকার সাঙ্কেতিক কথা ব্যবহার করিয়া থাকে; সুতরাং সে স্থলে যেমন বিশেষ কিছু বুঝাইবার জন্য তাহারা সাঙ্কেতিক ভাষার, বা সাঙ্কেতিক শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকে, সেইরূপ শ্রুতিও বিশেষ কিছু বুঝাইবার জন্যই ঐ আকাশ সঙ্কেত করিয়াছেন। সেই আকাশ শব্দদ্বারা কোন্ অর্থের গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা সেই বাক্যের পর্য্যালোচনা করিলেই অসন্দিগ্ধ হইতে পারা যাইবে। বাক্যের শেষে কথিত হইয়াছে যে, যদি এই আকাশ আনন্দরূপে বিভাত না হইতেন। এই

পরমেশ্বরসত্তা ॥১০॥

সত্যসিদ্ধযোগো মঠ (ত) ॥১১॥

ব্দেন স্যাদিতি বাক্যশেষাৎ ব্রহ্মাণুগ্রহণান্নিরস্তা। তস্মাচ্ছূন্যং তথাভূতং পরায়ণম্ মার্গয়িতব্যম্ ॥৯॥

যস্মাদেতৎ পরমেশ্বরস্যাপি সগুণ ব্রহ্মণঃ সত্তামাত্রং ভবতি। ইদং হি তত্ত্বং মায়য়া বিকৃত্য সগুণং জগৎকারণং পরমেশ্বরঃ সমষ্টি স্ত্রিমূর্ত্তীনাম্। তস্মান্নৈতৎ শূন্যং তত্ত্বং বস্তুত ইতি ॥১০॥

আচার্য্যা হি মন্যন্তে, অস্যৈব যৎসত্যংরূপং, যচ্চ সিদ্ধমেব স্বতঃ স্বরূপ মেকত্বং যোগস্তদিতি। তেন যোগমহিম্না সর্ব্বং সৃজত্যবতি সংহরতীত্যেতদেব সাধকস্য যোগঃ ॥১১॥

বাক্যশেষ হইতেই বেশ অনুভব হইতেছে যে, ঐ আকাশ শব্দে শূন্যমাত্র গ্রহণ করা যাইবে না; কিন্তু আনন্দতত্ত্ব ব্রহ্মইগ্রহণ করিতে হইবে। সেই আকাশ শব্দবাচ্য শূন্যরূপ আনন্দতত্ত্ব ব্রহ্মই পরম গমনীয় মার্গ, সকলেরই তাহা অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। পরমহংস পরিব্রাজকও এই শূন্যরূপ আনন্দতত্ত্বে মিলিয়া শূন্যরূপ আনন্দতত্ত্ব হইয়া যায় ॥ ৯ ॥

আরও এক কথা, যেহেতু এই শূন্যরূপ আনন্দতত্ত্ব সগুণ ব্রহ্ম পরমেশ্বরেরও সত্তামাত্র, অর্থাৎ সেই সগুণ ব্রহ্ম পরমেশ্বরেও কদাচিৎ জগতের সৃষ্টিস্থিতি লয় কারী বলিয়া সর্ব্বদাই প্রায় সেই শূন্যরূপ আনন্দতত্ত্বে বিরাজিত হন, তাহার সত্তায় সত্তাবান্ হইয়া আবার কদাচিৎ সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করেন। এই শূন্যতত্ত্ব মায়াদ্বারা বিকৃতি হইয়া সগুণ জগৎ কারণ, পরমেশ্বর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, এই ত্রিমূর্ত্তির সমষ্টিরূপে প্রতিভাসিত হন, সেই জন্য এই তত্ত্ব বস্তুগত্যা শূন্য নহে; কিন্তু শূন্যরূপ ॥ ১০ ॥

আচার্য্যগণ মনে করেন, ইহাঁরই যেটি সত্যরূপ, যেটি সিদ্ধ, যেটি স্বতঃ সিদ্ধ স্বরূপ জীবব্রহ্মের একতা, তাহাই যোগ। সেই যোগ মহিমায় ইনি এই সকলের সৃষ্টি করেন, পালন করেন, আবার সংহারও করিয়া থাকেন। তাহা সাধারণের জ্ঞানের অগোচর বলিয়া অজ্ঞান, কোনও বিদ্যাদ্বারা তাহা লাভ করিয়া পরিক্ষা করিতে পারা যায় না বলিয়া অবিদ্যা, এবং সেই যোগপ্রভাবে

অমরপদং ত (ন) তস্বরূপম্ ॥১২॥

আদিব্রহ্মস্বসংবিৎ ॥১৩॥

তথাপি পদনীয়ং তৎস্বরূপং ন ম্রিয়তে ভাববিকারৈ রহিতমেবেতি ভবতা-মরপদং তৎস্বরূপম্। অমরৈরপি মহেন্দ্রাদিভিঃ পদ্যতে, কস্মাৎ? পদনীয়ত্বা-দেব। কথং হি পদনীয়ম্? তদ্ধি স্বরূপমিতি ॥১২॥

তদেতৎ—আদীয়তইত্যাদি, বৃংহতীতি ব্রহ্ম, স্বস্যাত্মনঃ সংবিত্তিরিতি স্বসং-বিৎ কথ্যতে ॥১৩॥

ইনি জগৎ লক্ষণীয় প্রাপ্ত হন বলিয়া মায়া শব্দে ব্যবহার করা হয়। তাঁহাকে শীঘ্র শীঘ্র বুঝাইবার জন্য যোগমায়া শব্দের ব্যবহার করা হয়। সেই যোগই সাধকের যোগ। সাধক সেই যোগ প্রভাবেই শূন্যরূপ আনন্দতত্ত্বে যাইয়া মিলিয়া যায়, আনন্দই হয় ॥ ১১ ॥

যদিও তিনি সেই সত্যসিদ্ধ যোগ প্রভাবে জগৎ সৃষ্টি স্থিতি সংহার করেন, তথাপি তাহা বাঙ্মাত্র সার বলিয়া তাহার সেই আনন্দস্বরূপ পদনীয় গমনীয় কারণ, তাহার আর মৃত্যু নাই, ভাবে যে ষড়্‌বিধ বিকার পরিদৃষ্ট হয়, অস্তি জায়তে, বর্দ্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে, নশ্যতি, আছে, জন্মাইতেছে, বিপরিণত হইতেছে, অপক্ষীণ হইতেছে এবং মরিতেছে বলিয়া জানিতে পারা যায়, সেই ষট্‌ প্রকার বিকার তাঁহাতে নাই। এইজন্য সেই পদ সেই আনন্দ স্বরূপ অমরপদ। ইন্দ্রাদি অমরগণ কর্ত্তৃকও সেই আনন্দ স্বরূপ গৃহীত হইয়া থাকে। কেন? না সেই যে গমনীয়। সেই যে পরায়ণ কেন পরায়ণ, কেন গমনীয়? না, সেইত সকলে স্বরূপ, সেইত প্রাণের প্রাণ, মনের মন, এবং আত্মার আত্মা। তাহাকে ছাড়িয়া কাহাকে গ্রহণ করিতে যাইবে? তাঁহাকে ছাড়িয়া কাহাকে গ্রহণ করিলে পাপতাপ জুড়াইবে ॥ ১২ ॥

সেই আনন্দস্বরূপ সাধকেরা আদান করিয়া থাকে, গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হয়, এইজন্য আদি সেই আনন্দতত্ত্ব। জগৎ তাঁহাকেই আদান করিয়া সংরূপে, প্রকাশিতরূপে, এবং প্রিয়রূপে বিভাত হয় বলিয়া তিনিই আদি। তিনিই দেহাদি সংঘাতের বৃংহণ পরিনমন বৃদ্ধি আদি বিকার সম্পাদন করেন বলিয়া ব্রহ্ম, নিজের আত্মার সম্বিত্তি বা জ্ঞান বলিয়া স্বসম্বিত নামেও পরিকীর্ত্তিত ॥১৩॥

অজপা গায়ত্রী ॥১৪॥

বিকারদণ্ডোধ্যেয়ঃ (ধার্য্যঃ) ॥১৫॥

অন্য চ গায়ত্রী, যা ভবত্যরূপা নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসরূপা নৈব জপেন সিদ্ধা স্বয়ং সিদ্ধা সর্ব্বৈনিত্যমুপাস্যতে যাং গায়ন্তং সা ত্রাতি রক্ষতি স্বরূপনিষ্ঠাং বিধায় ॥১৪॥

অজপাং গায়ত্রীমেবোপাসীত। ততশ্চেৎ বিকারঃ স্খলনং স্বরূপাৎ কেনচিৎ কারণেন, তর্হি তস্য দণ্ডোদমনং তদেকত্বজ্ঞানং ধার্য্যঃ, নতু বৈণবাদিস্তস্যত্যাগাদেবাত্রাগমনাৎ। অতএব "সর্ব্বান্ কামান্ পরিত্যজ্য অদ্বৈতে পরমা স্থিতিঃ। জ্ঞানদণ্ডোধৃতো যেন একদণ্ডী সউচ্যতে॥" ইতি।

ইঁহার গায়ত্রী অজপা। অজপাশব্দে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস রূপ, প্রযত্নসাধ্যজপ দ্বারা সিদ্ধ নহে, স্বয়ং সিদ্ধরূপ, সকলেই ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায়, উভয়থাই উপাসনা করিয়া থাকে। যাহার গান করিলে যে পরিত্রাণ করে, রক্ষা করে আনন্দ স্বরূপনিষ্ঠার আবির্ভাব করিয়া দিয়া কল্পিত মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা করে। সেই স্বয়ংসিদ্ধ অজপাই ইঁহার গায়ত্রী। ইহা কেন বলা হইল? না, কেহ কেহ পরব্রহ্মের আবার গায়ত্রী কল্পনা করিয়াছে, যেমন মহা নির্ব্বাণ তন্ত্রে, সুতরাং আমাদিগের এই মাণ্ডুকারণ উপনিষৎ তাহা সাধু বলিয়া মনে করেন না। এইজন্য গায়ত্রীর উপদেশ করিলেন। ইহাদ্বারা অজপার উপাসনাও প্রতিপাদিত হইতেছে। তদ্দ্বারা আনন্দ স্বরূপ নিষ্ঠার লাভ হইতে পারে, তবে তাহা উচ্চাধিকারে নহে, ইহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে॥১৪॥

যে বিবেক রক্ষা করিয়া চলিতে পারিয়াছে, তাহার পক্ষে অজপাগায়ত্রীর উপাসনা আবশ্যক নাই, বলা হইয়াছে; কিন্তু মনঃ প্রমাথি ও চঞ্চল, সুতরাং কচিৎ কচিৎ অবলম্বন গ্রহণার্থ ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া থাকে, সুতরাং তাহার পক্ষে বিকার দণ্ড ধারণীয়। বিকার শব্দের অর্থ স্বরূপ হইতে স্খলন। তাহা অবশ্য যে কোনও কারণে ঘটিতে পারে। পরের দুঃখ প্রহাণ করিতে, ইচ্ছা করিয়া যাহার স্বরূপস্খলন হয়, তাহার পক্ষে পূর্ব্বে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যাহার অন্যবিধ কারণে স্খলন হয়; যেমন কোন দুষ্টের অত্যাচারে বিকার উপস্থিত হইতে অনেক সময় দেখা

ধার্য্য ইতি ন বিধিরনুবাদোহেষ ইতি ॥১৫॥

গিয়াছে *, সেরূপ স্থলে কর্ত্তব্য কি? অবশ্যই তাহার পক্ষে ব্যবস্থা একটা করা প্রয়োজন। করুণাময়ী শ্রুতি সেইসকল মন্দভাগ্য পরমহংস পরিব্রাজকের পক্ষে ব্যবস্থা করিবার জন্য বলিতেছেন,-বিকারের দমনকর ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানের পালন কর্ত্তব্য। তাহার পথও ঐ অজপা গায়ত্রীর উপাসনা মাত্র। অবশ্যই দণ্ডশব্দে বেণুদণ্ড আদি নহে; কারণ,তাহার পরিত্যাগ করিয়াই পরমহংসাশ্রমে আগমন করা হইয়াছে এই জন্যই পরমহংসোপনিষদে কথিত হইয়াছে, সকল কাম পরিত্যাগ করিয়া যে অদ্বৈত আনন্দতত্ত্বে উত্তান বঠিত অবস্থান করিয়াছে, যে জ্ঞান রূপ দণ্ড ধারণ করিয়াছে, সেই একদণ্ডী, বা দণ্ডীদিগের মধ্যে সেই মুখ্যদণ্ডী উক্ত হইয়াছে। সূত্রে যে ধার্য্যশব্দ বলা হইয়াছে, যদিও তাহা বিধির প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে তথাপি উহাদ্বারা দণ্ডধারণের বিধান হইবে না, কারণ, জ্ঞানের উপর বিধির কোনই কার্য্য কারিতা খাটে না, সুতরাং স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের ও-টি অনুবাদ মাত্র। বিধি না হইলে, প্রবৃত্তির উৎপাদন করাইবে কে? এরূপ আপত্তি হইতে পারে না, কারণ 'নদীর তীরে ফল আছে' একথা দ্বারা কোনরূপ বিধান না হইলেও যাহার প্রয়োজন বোধ আছে, সেই প্রয়োজন দ্বারাই স্বয়ংপ্রবর্ত্তিত হয়, বাক্যের প্রবৃত্তি উৎপাদন করিবার ক্ষমতা না থাকিলেও নিজের প্রয়োজনের সেরূপ ক্ষমতা আছে. এইজন্য সিদ্ধের অনুবাদ শুনিয়া প্রয়োজনের প্রবর্ত্তনায় অধিকারী আপনা হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়া ফল লাভ করিয়া থাকে। অতএব ঐ প্রত্যয়টি অন্যস্থলে বিধির কার্য্য করিলেও এস্থলে বিধির কার্য্য করিতে সক্ষম নহে, সিদ্ধ বিষয়ের অনুবাদ মাত্র করিয়াই চরিতার্থ হইবে ॥ ১৫ ॥

* দেখা যায়, কোন ব্যক্তি কোনও গুহায়, কি গহন অরণ্যে কোনও সমাহিত যোগীকে দেখিয়া কৌতুক করিবার জন্য যাহাতে তাহার সমাধি ভঙ্গ হয়, তাহা করে। আবার দেবগণের প্রতিকূলাচরণেও অনেক সময়ে বিলাসিনীরা সমাহিত যোগীর সমাধি ভঙ্গ করিয়া থাকে. বেতালপঞ্চবিংশতি গ্রন্থের দেখা যায়, একটি বেশ্যা কোনও একটি যোগীর সমাধি ভঙ্গ করিয়া একেবারে সংসার কূপের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছিল। ইত্যাদি বহুবিধ বিঘ্নে পড়িয়া যোগীর সমাধি স্থির রাখা কঠিন হইয়া উঠে. ইহা ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেই জানিতে পারা যায়।

মনো নিরোধিনী কন্থা ॥১৬॥

যোগেন সদানন্দস্বরূপদর্শনম্ ॥১৭॥

আনন্দভিক্ষাশী ॥১৮॥

যাচাদ্বৈতে পরমাস্থিতির্মনোনিরোধিনী হ্যেষা কন্থা ভবতি। সাধার্য্যেতি ॥ ১৬ ॥

যোগেন পরমাত্মাত্মনোরেকত্বজ্ঞানেন সদানন্দ স্বরূপসাক্ষাৎকারএব কর্ত্তব্যঃ ॥ ১৭ ॥

অতএব আনন্দভিক্ষামেবাশ্নীয়াৎ। যচ্চান্যত্র—"অথ পরিব্রাড্‌ বিবর্ণবাসা

কোনও কারণ বশতঃ স্বরূপ স্খলন হইয়াছে বলিয়া যেমন দণ্ডের মুখ্যতঃ কোনই প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ কন্থারও কোন প্রয়োজন নাই? কেন প্রয়োজন নাই না, যে যোগী চিত্তের অশেষ বিধ বৃত্তির নিরোধ করিয়া শীতাদি প্রত্যয়ের নিরোধ করিতে পারিয়াছিল, সে যে আবার স্বস্থান হইতে সামান্য কারণে স্খলিত হইয়াছে বলিয়া যাবতীয় বিরুদ্ধ প্রত্যয়ভাগী হইবে, ইহা সম্ভবপর হইতে পারে না। যেমন লীলাসক্ত বালকের শীতাদি কিছুই করিতে পারে না, সেইরূপ একত্বজ্ঞানে আসক্ত যোগীরও কিছুই করিতে পারে না। তাহার সেই অদ্বৈত পরমস্থিতি, তাহাই তাহার মনোবৃত্তির সমূলে উন্মূলনকারিণী হইয়া কন্থার কার্য্য করিয়া থাকে; সুতরাং সেই মনোনিরোধিনী পরমস্থিতিই যোগীর কন্থারূপে ধারণীয়,—পালনীয় ॥ ১৬ ॥

ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানের প্রথম প্রয়োগ দ্বারা স্খলনের দমন, দ্বিতীয় প্রয়োগ দ্বারা দ্বন্দ্বনিবর্ত্তন, আর তৃতীয় প্রয়োগদ্বারা আত্মস্বরূপ আনন্দতত্ত্বের সাক্ষাৎকার করিতে হয়। তন্মধ্যে পরিশিষ্ট আনন্দতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের কথা এই সমস্ত সূত্র দ্বারা বলা হইতেছে,—"যোগেন" ইত্যাদি। পরমাত্মা ও জীবাত্মা, এই উভয়ের একতা জ্ঞানরূপ যোগ দ্বারা নিত্যসিদ্ধ স্বয়ম্প্রকাশ আনন্দ স্বরূপ দর্শন করিবে। যদিও ইহার উপদেশ না করিলেও পারিতেন, তথাপি মধ্যে মধ্যে আনন্দ-তত্ত্বের সাক্ষাৎকার করিতেও পারিত। তাহার নিবৃত্তি করিয়া নিরন্তরভাবে সাক্ষাৎকার করিবার জন্য এই সূত্রের প্রবৃত্তি করিতে হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

এ সময়ে পরমহংস পরিব্রাজক আনন্দরূপ ভিক্ষার ভোজনই করিবে।

মহা (শ্ম) শ্মশানেঽপ্যানন্দবনে বাসঃ ॥১৯॥

মুণ্ডোঽপরিগ্রহঃ শুচিরদ্রোহী ভৈক্ষানো ব্রহ্মভূয়ায় ভবতী"তি জাবালানাং দর্শনং ভবতি ;—যচ্চ সন্ন্যাসোপনিষদি,—

"দীক্ষামুপেয়াৎ ; কাষায়বাসা, কক্ষোপাস্থ লোমানি বর্জ্জয়েৎ, ঊর্দ্ধলোপায়ু বি'মুক্তমার্গো ভবতানযৈবচেৎ। ভিক্ষাশনং দধ্যাৎ, পবিত্রং ধারয়েৎ জন্তুসংরক্ষণার্থমি"তি। তদেতন্নির্ব্বাণকল্প বহির্ভূতামিতি বেদিতব্যম্ ॥১৮॥

অনিকেতপদং ব্যাচষ্টে,—'মহাশ্মশানে' ইতি। শবানাং হি স্থানং যৎ মহদ্ভবতি পরমেশ্বরশবস্যাপি স্থানং ব্রহ্ম সদনং শববাহনা চামুণ্ডা অবিমুক্তং

অন্যত্র কথিত হইয়াছে,—বিধিপূর্ব্বক চতুর্থাশ্রম স্বীকারের পর পরমহংস পরিব্রাজক কাষায় রস সিক্ত বিবর্ণ বসন পরিধান করিবে, মুণ্ডন করিবে, পরিগ্রহ পরাঙ্মুখ হইবে ; শৌচ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া শুচি হইয়া থাকিবে, সর্ব্বদা অদ্রোহ ভাবের পোষণ করিবে। ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। এই রূপ করিলেই ব্রহ্ম ভাবে উপস্থিত হইবে। জাবালগণ এইরূপ দর্শন করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসোপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—দীক্ষা গ্রহণ করিবে ;—বস্ত্র কাষায়রস সিক্ত করিবে ; কক্ষ ও উপস্থের লোম ছাড়িয়া অন্য সকল লোম বপন করাইবে ; দণ্ড ঊর্দ্ধাভিমুখে করিয়া ধারণ করিবে, যদি এই বৃত্তিদ্বারা পরিচালিত হয়, তবে সন্ন্যাসী বিমুক্ত মার্গ হইবে, তাহার কোনও স্থলে কোনও রূপ প্রতিবন্ধ থাকিবে না। যাহাতে করিয়া ভিক্ষান্ন ভোজন করিবে, সেই ভিক্ষাশন পাত্র ধারণ করিবে, এবং দংশমশকাদি নিবারণার্থ চামরাদিপিচ্ছ অথবা জলজন্তু বারণার্থ জলপবন বস্ত্রখণ্ড ধারণ করিবে। তা এসকল নির্ব্বাণকল্পবহির্ভূত ; এই নির্ব্বাণকল্প পরমহংস পরিব্রাজক, তুরীয় তুরীয়, এবং তুরীয়াতীত ও অবধূতগণই অধিকারী যদিও, তথাপি যাহারা নির্ব্বাণ কল্পের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হইয়াছে, তাহাদিগের পক্ষেও সকল উপদেশ কোনই কার্য্যকারী নহে ও সকল প্রথমাধিকারীর পক্ষেই ব্যবস্থিত জানিতে হইবে ॥ ১৮ ॥

পূর্ব্বোপদর্শিত অনিকেত পদার্থের ব্যাখ্যা করিতে এই সূত্র বলিতেছেন,—"মহাশ্মশানে" ইত্যাদি। শবের স্থানকে শ্মশান বলে। সেই শ্মশানের মধ্যে আবার যেটি অত্যন্ত মহৎ, তাহাকে মহাশ্মশান বলে। এ জগতে ক্ষুদ্র বৃহৎ

স্তচ্চানন্দানামুচ্চারণানাং শ্মশমিব বনং, তত্র বাসঃ কার্য্যঃ; ন তু শূন্যাগারাদিকা-মিতি। জাবালা হ্যেবং পশ্যন্তি,—"বৃহস্পতিরুবাচ যাজ্ঞবল্ক্যং, যদনু কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেব যজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনং? অবিমুক্তং বৈ কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্। তস্মাদ্ যৎকচন গচ্ছতি, তদেব মন্যেতেতীদং বৈ কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্ম-সদনমত্র হি জন্তোঃ প্রাণেষূৎক্রমমানেষু রুদ্রস্তারকং ব্রহ্ম ব্যাচষ্টে, যেনাসাব-

---

বাই শ্মশান দেখা যায়, তাহার মধ্যে একটিও মহাশ্মশান হইতে পাবে না। কেন? না, এমন একটীও শ্মশান নাই, যেথানে সকল প্রকার শবের স্থান হয়। অবশ্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও এক সময়ে মরিয়া থাকেন, এবং মৃত-ব্যক্তির দেহও শব বলিয়া কীর্ত্তন করা হয়। জাগতিক কোনও শ্মশানে ব্রহ্মার শবের স্থান হইতে কোনও পুরাণাদিতে দেখা যায় না; কিন্তু আছে --একটি স্থান আছে, যেথানে ঐ পরমেশ্বরের শব থাকিবার উপযুক্ত স্থল আছে। সেটি অবিমুক্ত, যাহা অপেক্ষা বিশেষরূপে অবিদ্যাকাম ক্রোধাদি দোষমুক্ত স্থল আর নাই. সেটি ব্রহ্মসদন, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, দেশকাল বস্তুকৃত পরিচ্ছেদত্রয় রহিত ব্রহ্মের নিবাসস্থল ব্রহ্মের অপূর্ব্ব মহিমা, যে অপূর্ব্ব মহি-মায় স্বয়ং রাজসনে বসিয়া স্বরাট্, যিনি ক্ষুদ্রবৃহৎ আনন্দরূপ বৃক্ষের বনের ন্যায় বন, সেই স্থান মহাশ্মশান হইলেও ভয়ের কোনই কারণ নাই, কিন্তু নিরব-চ্ছিন্ন আনন্দেরই প্রচুরতর কারণ বিদ্যমান আছে; সুতরাং সেই সাধারণ নিবাসের বিরুদ্ধ অনিকেত মহাশ্মশান আনন্দবনে বাস করিবে। এই মহা-শ্মশানকে অন্যান্য আচার্য্যগণ শববাহনা চামুণ্ডা নামে কীর্ত্তন করিয়াছেন (দেবী উপনিষৎ।) জাবালগণ এই মহাশ্মশানকে ভিন্ন চক্ষে দেখিয়া থাকেন তাঁহারা বলেন,—এক সময়ে মিথিলার উপবনে প্রশ্নকারী ঋষিসঙ্ঘ সমাধিকারী যাজ্ঞবল্ক্য, এবং জনক সভা। বৃহদারণ্যকে গল্পবিচার হইয়াছিল; কিন্তু এখানে বাদবিচার মাত্র হইয়াছিল, এই বিশেষ। তন্মধ্যে বৃহস্পতি ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইন্দ্রিয়গণের আত্মপূজার অধিকরণ, সকল ভূতের পক্ষেই ব্রহ্মের নিবাস স্থল সেই প্রসিদ্ধ কুরুক্ষেত্র কি? অবিদ্যাদশায় অবিদ্যা কামকর্ম্মাদি দোষ মুক্ত নহে বলিয়া সোপাধিক ঐশ্বর রূপই অবিমুক্ত, প্রাণক্ষেত্র (কুরুক্ষেত্র), ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ের উপহার দিয়া পরমাত্মার পূজা করে বলিয়া

একান্তস্থানম্ ॥ ২০ ॥

মৃতীভূত্বা মোক্ষী ভবতি। তস্মাদবিমুক্তমেব নিষেবতাবিমুক্তং ন বিমুঞ্চেদেব-মেবতদ্ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। ইতি ॥১৯॥

তত্রাপ্যুচ্চারণ ভাবরহিত মে কস্যাপি, কিং দ্বয়োর্বহূনাকান্তঃ শেষোভাবো যত্র, তথাভূতং স্থানমেব, ন দ্বৈতেনাবর্জ্জিতং গ্রহণীয়ম্ ॥ ২০ ॥

দেবযজন, সকল ভূতের পক্ষেই ব্রহ্মের নিবাস স্থল বলিয়া ব্রহ্মসদন, অতএব যে কোন স্থলেই যাক, মনে করিবে—এই স্থূল দেহই আমার সেই অবিমুক্ত কুরু-ক্ষেত্র, দেবযজন ও ব্রহ্মসদন। এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে প্রাণীমাত্রেরই প্রাণগণ উৎক্রমণ করিলে, রুদ্র সদাশিব, বা বামনদেব তাহার নিকট সংসার-সমুদ্র-তরঙ্গের কারণস্বরূপ সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণ ব্রহ্মকে তত্ত্বমস্যাদি বাক্য দ্বারা উক্ত হইলেও তখন স্মরণ করাইয়া দেন, যে ব্যাখ্যা করার ফলে সে জন্তু 'অহং-ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাকার অভিমান দ্বারা অমৃতীভূত হইয়া, পূর্ব্বে "অহং কর্ত্তা, অহং ভোক্তা" ইত্যাদি জ্ঞানদ্বারা মৃত থাকিলেও অবিদ্যাদশায় অমোক্ষ থাকিলেও মোক্ষী হয়, মুক্ত হইয়া যায়। অতএব অবিমুক্তের সেবা করিবে। যতদিন সাক্ষাৎকার না হয়, ততদিন অবিমুক্তের পরিত্যাগ করিবে না। যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ বলিয়াছিলেন। ইহার পর অত্রি জিজ্ঞাসা করেন, সেই তারকব্রহ্মকে কি করিয়া জানিব? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করেন, অবিমুক্তে তিনি প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং অবিমুক্তের উপদেশ কর। আবার প্রশ্ন করেন, অবিমুক্ত কোথায় প্রতিষ্ঠিত? আবার উত্তর করেন,—বরণা ও নাসীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। বরণা ও নাসীর স্থান কোন্‌টা? ভ্রূ ও ঘ্রাণের সন্ধি, ইহাই মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর। অতএব এই দেহই কাশীক্ষেত্র বা অবিমুক্ত বারাণসীক্ষেত্র, বা কুরুক্ষেত্র। যাহাই হউক, জাবালদিগের মতে এই দেহই বারাণসী, আনন্দবন মহাশ্মশান। এই দেহেই অবিদ্যাদি মহাশবের দাহকার্য্য সমাহিত হয়; সুতরাং স্থূলে এই দেহ মহাশ্মশান; সূক্ষ্মে সোপাধিক ঈশ্বর অবিমুক্তক্ষেত্রে, আনন্দবন, মহা-শ্মশান। সেই মহাশ্মশানে আনন্দবনে বাস করিবে, অন্য কোন শূন্যাগারাদিতে বাস করিবে না ॥ ১৯ ॥

সেই মহাশ্মশানে বাস করিয়াও একান্তে অবস্থান করিবে উচ্চারণ ভাব

আনন্দমঠম্ ॥ ২১ ॥

উন্মন্যবস্থা ॥ ২২ ॥

তত্রাহি স্বকীয়মানন্দ মঠং প্রতিষ্ঠাপয়েৎ ॥ ২১ ॥

প্রতিষ্ঠিতে চানন্দমঠে উন্মন্যবস্থাঽঽবর্ত্তয়িতব্যা। অবস্থীয়ত ইত্যবস্থা স্থিতিঃ, সাচ উন্মনী কর্ত্তব্যা। মকারাংশস্য সুষুপ্তিমাত্রাচতুষ্টয়স্যার্দ্ধার্দ্ধম্ "উন্মন্যাং সুষুপ্ত প্রাজ্ঞ" ইতি পরমহংস পরিব্রাজকোপনিষদ্বাক্যাৎ। সুষুপ্তিকালীন প্রাজ্ঞভাবঃ সম্পাদয়িতব্য আবর্ত্তয়িতব্যোঽপি ব্রহ্মপ্রণবস্যাংশ স্তব এব ॥ ২২ ॥

রহিত দুই বা বহুর কথা কি বলিব, যথায় একের ও অভাব, তাদৃশ দ্বৈত রহিত স্থানেই অবস্থান করিবে। যেমন প্রাণী মাত্রেই একটা একটা গ্রামের কোন ও একটা বাটিতে বাস করে, সেইরূপ পরমহংস পরিব্রাজক অবিমুক্ত সোপাধিক ঈশ্বর ক্ষেত্রে অদ্বৈত স্বরূপ স্থানে অবস্থান করিবে ॥ ২০ ॥

সেই অদ্বৈতেই নিজের একটি মঠ স্থাপন করিবে। সেই মঠের যাবতীয় উপাদান আনন্দ ভিন্ন আর কিছুই হইবে না; অর্থাৎ অদ্বৈত স্থানে আনন্দস্বরূপ মঠে অবস্থান করিবে ॥ ২১ ॥

আনন্দমঠ প্রতিষ্টিত হইলে, তথায় অবস্থান করিয়া উন্মনী অবস্থার আবর্ত্তন করিবে। অবস্থা শব্দের অর্থ স্থিতি। সেই স্থিতি উন্মনীই হইবে। পরমহংস পরিব্রাজক উপনিষদে দেখা যায়, মকার অংশের সুষুপ্তি মাত্রা চারিটী তন্মধ্যে সুষুপ্ত প্রাজ্ঞ অবস্থাই উন্মনী অর্থাৎ উন্মনী অবস্থায় সুষুপ্ত প্রাজ্ঞের ভাব গ্রহণ করিতে হইবে। সুষুপ্তিকালে যেরূপ প্রাজ্ঞ সৎসম্পন্ন হইয়া যায়; বাহ্য বা আভ্যন্তর কোন প্রকার দ্বৈত জ্ঞানাঙ্কই থাকে না; তাদৃশ অবস্থার আনয়ন করিবে। একেবারে সেই মঠে সুখসুষুপ্তির আশ্রয় গ্রহণ করিবে। জ্ঞানধারা নির্ম্মল গঙ্গা স্রোতের ন্যায় ছাড়িয়া দিয়া অপ্রতিহতভাবে নিবাত নিষ্কম্পদীপ শিখার ন্যায় চির প্রশান্ত রূপে অবস্থান করিবে॥ আবশ্যক হইলে ব্রহ্মপ্রণবের মকারাংশচতুষ্টয়ের সুষুপ্ত প্রাজ্ঞ, বা উন্মনী অবস্থান আনায়ন করিবে। অধোভাগে নামিতে চেষ্টা না করিয়া উন্মনী হইতেই ব্রহ্ম প্রণবের আলোচনা করিবে। ইহাদ্বারা পরমহংস পরিব্রাজক মুক্ত হইবে ॥২২॥

শারদাচেষ্টা ॥ ২৩ ॥

উন্মনী গতিঃ ॥ ২৪ ॥

তদাহ,—'শারদা চেষ্টে'তি। শারদা বাগ্‌দেবী, তস্যা শ্চেষ্টাইব চেষ্টা কর্ত্তব্যা। বাগ্দেবী যথা পরাতঃ স্ফুরদ্রূপা, পশ্যন্ত্যাঃ স্ফুটদ্রূপা, মধ্যমায়াঃ পুষ্যদ্রূপা, বৈখর্য্যাঃ কেবলমর্থং প্রকাশয়তি নান্যৎ, এবং পুর্য্যাং তুরীয়বিশ্বং প্রকাশ্য, মধ্যমায়াং তুরীয়তৈজসং পুষ্যদ্রূপং বিভাব্য, পশ্যন্ত্যাং তুরীয় প্রাজ্ঞং স্ফুটদ্রূপং সন্ধার্য্য, পরায়াং তুরীয় তুরীয়ং স্ফুরদ্রূপং পরিপশ্যেৎ, নান্যৎ। এবং হি শারদা চেষ্টা ভবতি ॥ ২৩ ॥

পরিত্যক্তা মনোন্মনীতি সংগৃহ্যাতি বিলোমগতয়ে উন্মনীগতিরি"তি। উন্ম-নীতো গতির্ভবতীতি ॥ ২৪ ॥

ঐটি পরিষ্কার করিয়া বলিতেছেন; "শারদা" ইত্যাদি শারদা শব্দে বাগ্দেবী। তাহার চেষ্টার ন্যায় চেষ্টা করিবে। যেমন বাগ্দেবী পরাস্থানে স্ফুরদ্রূপা। পশ্যন্তী স্থানে স্ফুটদ্রূপা মধ্যমাস্থানে পুষ্যদ্রূপা। বৈখরী স্থানে স্থুল ভাবে কেবল অর্থই প্রকাশ করে, আর কিছুই করে না, সেইরূপে পুরীতে (কণ্ঠতাবাদি স্থানে) তুরীয় বিশ্বের প্রকাশ করিয়া; মধ্যমায় তুরীয় তৈজসের কিঞ্চিৎ পুষ্টরূপ বিভাবিত করিবে, তথা হইতে পশ্যন্তী স্থানে যাইয়া তুরীয় প্রাজ্ঞের পরি স্ফুটিতরূপের সন্ধান করিবে। তার পর পরাস্থানে যাইয়া তুরীয় তুরীয়ের পরিস্ফুরিতরূপের পরিদর্শন করিবে, অন্য কিছুই দেখিবে না। এইরূপ করিলেই শারদা চেষ্টা করা হইবে ॥২৩॥

উন্মনী অবস্থার আবর্ত্তন করিতে উপদেশ করা হইয়াছে। তাহার পরে শারদা চেষ্টার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ও আদেশ করা হইয়াছে তদ্দারায় মনোন্মনী অবস্থার পরিত্যাগ করা হইয়াছে; সুতরাং বিলোম গতি অনুসারে যাইতে হইবে, ইহা দ্বারা সেই মনোন্মনী অবস্থার সংগ্রহ হইয়া যাইবে, ইহা বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন; উন্মনীগতিঃ "ইতি। উন্মনী অবস্থা হইতেই গতি করিতে হইবে। তাহা হইলে হইতেছে, উন্মনী মনোন্মনী, পুরী মধ্যমা, পশ্যন্তী, ও পরা, ছয়টি অবস্থার আবর্ত্তন করিবে ॥ ২৪ ॥

নির্ম্মলগাত্রম্ ॥ ২৫ ॥

নিরালম্বপীঠম্ ॥ ২৬ ॥

অমৃতকল্লোলানন্দক্রিয়া ॥ ২৭ ॥

এবঞ্চ সতি নির্ম্মলং ভবতিগাত্রং বিগত দেহাহংকারত্বাৎ। তেনৈব ব্রহ্ম প্রকাশতে। তেন বিদেহমুক্তিরিতি ॥ ২৫ ॥

কিঞ্চ নিরালম্বপীঠং তত এব সিদ্ধং ভবতি ॥ ২৬ ॥

তদাচ আনন্দভাতিরমৃত কল্লোল একান্ততোংত্যন্তশ্চ তরঙ্গভঙ্গ রহিতা প্রকাশতে ॥ ২৭ ॥

উক্তরূপে ব্রহ্ম প্রণবের সন্ধান করিলে গাত্র নির্ম্মল হয় * দেহে যে অহং বুদ্ধি রূঢ়ভাবে থাকে, তাহার বিলোপ হয়। তাহার বিলোপেই ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ইহাকেই বিদেহ মুক্তি বলে ॥ ২৫ ॥

বসিতে হইলে একটি আসন কিছু থাকা আবশ্যক। নিরাসনে বসিতে নাই, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অনুসারে যে আনন্দতত্ত্ব উপস্থিত, সেই আনন্দতত্ত্ব সর্ব্বথা আশ্রয় রহিত বলিয়া নিরালম্বশব্দবাচ্য। সেই নিরালম্বই পীঠের ন্যায়—আসনের ন্যায় পরমহংস পরিব্রাজক গ্রহণ করিবে। যদিই উপবেশন করিবার প্রয়োজন হয়, তবে সেইআনন্দতত্ত্বেই উপবেশন করিবে ॥ ২৬ ॥

সেই সময়ে যে আনন্দ তত্ত্বের প্রভাতি হয়, তাহার আর কোন রূপ কল্লোল, তরঙ্গভঙ্গ থাকে না; তাহা অমৃত কল্লোলময় হইয়া যায়,—অর্থাৎ সেই আনন্দ ভাবিই চিরস্থায়ী অক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

---

* দেহে অহং জ্ঞান থাকায়, আমি স্থূল, আমি সূক্ষ্ম কৃশ, আমি অন্ধ, কাল, বধির, খঞ্জ, বোকা ইত্যাদি ধর্ম্ম সকল আত্মনিষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়। শাস্ত্র বিচার দ্বারা যে সকল তিরোহিত হইলেও সমূলে উন্মূলিত হইবে দেখা যায় না। তবে আত্মার সাক্ষাৎ করা হইলে, এবং সেই আত্ম সাক্ষাৎকার প্ররূঢ় থাকিলে, ঐ বোধ একবারে হয় না। তখন নির্ম্মল গাত্র হয়।

পাণ্ডরগগনম্ ॥ ২৮ ॥

মহাসিদ্ধান্তঃ ॥ ২৯ ॥

শমদমাদিদিব্যশক্ত্যাচরণে ক্ষেত্রপাত্রপটুতা ॥ ৩০ ॥

যথা পাণ্ডরংগগনং মেঘবিহগমলীমসবায়্বাদিহীনং শুক্লং স্তিমিতঞ্চ দৃশ্যতে, তদ্বৎ যথাবৎস্থিরম্ ॥ ২৮ ॥

অয়মেব মহাসিদ্ধান্তঃ কেনচিচ্চ স্খলতা পুনরাগন্তব্য এব সাধনমনুষ্ঠায় যত্নত ইতি বিবেক্তব্যম্ ॥ ২৯ ॥

যতো ভবত্যস্মাদপি স্খলনং ক্বচিৎ প্রমত্তস্য, ততঃ প্রাগনুষ্ঠিতানামিহোপসংহারঃ করণীয়ঃ। "শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ শ্রদ্ধান্বিতো ভূত্বাঽঽত্মন্যেবাত্মানং

যেমন পাণ্ডর আকাশ, মেঘ, বিহগ ও মলীমস বায়ু-আদি রহিত হইয়া নির্ম্মল শুক্ল এবং সর্ব্ববিধ উপদ্রব রহিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ ॥ ২৮ ॥

ইহাই সমস্ত সিদ্ধান্তের শেষ সিদ্ধান্ত, সুতরাং মহা সিদ্ধান্ত এ-ই যদি কোন কারণে পরমহংস পরিব্রাজক স্বরূপ হইতে দূরে স্খলিত হয়, তবে যত্ন পূর্ব্বক সাধনের অনুষ্ঠান করিয়া আবার এত দূরে আসিতে চেষ্টা করিবে। ইহার পরে আর জ্ঞাতব্য, বা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই, ইহা বিবেচনা করিতে হইবে ॥ ২৯ ॥

যে হেতু অনবধান সাধকের এ স্থান হইতে ও ক্বচিৎ স্খলন হয়, সেই হেতু পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত কতকগুলি সাধনের এখানে উপসংহার করিতে হইবে। শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও শ্রদ্ধ, যুক্ত হইয়া নিজের আত্মাতেই আত্মার সাক্ষাৎ কার করিবে। এই শ্রুতিতে কথিত শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি ও সমাধির অনুষ্ঠান দ্বারা দিব্যশক্তির আচরণ—সঞ্চয় করিবার জন্য দেহ ক্ষেত্র ও চিত্তরূপ পাত্রের পটুতা কার্য্য কুশলতা আধান করিবে। যদিও তাহার দেহ ও মনঃ পূর্ব্বেই তাদৃশ ভাবে প্রস্তুত করিয়া লওয়া হইয়াছিল, তথাপি সেই সকল ক্রিয়ার দ্বারায় যে সংস্কার উৎপাদন করিয়া তাদৃশভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছিল, স্খলনের প্রচুরতর কারণ দ্বারা সেই সংস্কারগুলির ব্যাঘাত ঘটান হইয়াছে; সুতরাং সাধক স্খলিত হইয়াছে। অতএব পুনশ্চ সেই সংস্কার উৎপাদন করিয়া দেহে ও মনে তাহার আধান (স্থাপন) করিতে হইবে। তাহা

পরাবরসংযোগঃ ॥ ৩১ ॥

তারকোপদেশঃ ॥ ৩২ ॥

পশ্যেদি"ত্যুক্ত শমদমাদিভিঃ সাধনৈ দিব্যায়াঃ শক্তের্বিস্থায়া আচরণে সঞ্চয়ার্থং ক্ষেত্রস্থ দেহস্থ পাত্রস্থ চ চেতসঃ পটুতাংহধাতব্যা ॥ ৩০ ॥

তৈশ্চ সমাধিপর্যন্তৈঃ পরেণ ব্রহ্মণাহবরস্থ জীবস্থ জগতশ্চ সংযোগঃ পুনঃ সম্পাদয়িতব্যঃ ॥ ৩১ ॥

তীর্থাদেব পুনরপি তারকস্থ প্রণবস্থ যথোদ্দেশ মুপদেশো গ্রাহ্যঃ ; নতু স্বয়মেব ॥ ৩২ ॥

হইলে যেমন সত্বরই অগ্রসর হওয়া যাইবে, আবার তেমনই স্থায়ীভাবে সমাধির আবির্ভাব করা সম্ভবপর হইবে। দেহে ক্লেশে মনের বিক্ষেপ হয়, আবার মনের বিক্ষেপ হইলে দেহের অস্বাস্থ্য ঘটিয়া থাকে.-এই জন্য দেহ ও মনকে একাকারের করিয়া গঠিত করিতে হইবে। সেই জন্যই পটুতার আধান করিতে আদেশ করা হইল ॥ ৩০ ॥

সেই সকল সাধনের অনুষ্ঠান দ্বারা ব্রহ্মের সহিত জগতের, ব্রহ্মের সহিত জীবের এবং জীবের সহিত জগতের সংযোগ আবার সম্পাদিত করিতে হইবে। তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যে বিশিষ্টার্থ ও অখণ্ডার্থ পর্য্যালোচনা করিতে হইবে ॥ ৩১ ॥

এবং গুরুর নিকটেই সংসার সাগরের তারক, ব্রহ্ম স্বরূপের বাচক প্রণবের যেরূপ উচ্চারণাদি কথিত হইয়াছে, সেইরূপ উপদেশ গ্রহণ করিবে। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, স্বয়ং উপদেশ লইলে হইবে না। গুরুমুখে শুনিয়া তবে অনুষ্ঠান করিতে হইবে ॥ ৩২ ॥ *

---

* শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রনিধানকে মহর্ষি পতঞ্জলি ক্রিয়াযোগ বলিতেছেন ; কিন্তু তন্মধ্যে স্বাধ্যায়ের কথা এই সূত্রে কথিত হইল। শৌচ, সন্তোষ, ও তপঃ কথা বলা হয় নাই। অতএব ঐ তিনটির উপসংহার করার প্রয়োজন নাই, উচ্চাধিকারে ওগুলির কিছুই প্রয়োজন হয় না।

অদ্বৈতসদানন্দোদেবতা ॥ ৩৩ ॥

নিয়মস্ত্বান্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ ॥ ৩৪ ॥

তস্য চ দেবত্ব পুনরাস্থেয়া অদ্বৈত সদানন্দ এব। চিতোদগুরূপেণ গ্রাহ্যত্বাৎ ॥ ৩৩ ॥

সতি চ যস্যনিগ্রহে পতনমাসীৎ, তস্যৈবান্তরিন্দ্রিয়স্য মনসো নিশ্চয়েন গ্রহঃ করায়ত্তী করণমেব নিয়মঃ কর্ত্তব্যঃ; প্রত্যহং করিষ্যামিতি, তথাচ পুনঃ পুনরিতি ॥ ৩৪ ॥

সেই ব্রহ্ম প্রণবের অনুসন্ধান কালে তাহার বাচ্য দেবতা অদ্বৈত সদানন্দ পদাঙ্কেকেই গ্রহণ করিবে। দ্বৈতগন্ধহীন নিত্যসিদ্ধ আনন্দতত্ত্বই দেবতা। দেবত্ব বলা হইল কেন? না, নিত্যসিদ্ধ আনন্দতত্ত্বই যে নিত্যসিদ্ধ স্বয়ম্প্রকাশ পদার্থ; সেই জন্য দেবতা বলা হইল। দেবতা হইলেই একটু পূর্ণ পদার্থ হইতে ন্যূনতা থাকা আবশ্যক। তাই অদ্বৈত, সৎ, আনন্দ, এই তিনটি শব্দের বাচ্যার্থ গ্রহণ করিতে আদেশ করা হইল; বিদ্রূপের কথা বলা হইল না, পরে বলা হইবে, সেই বিদ্রূপই তাহার দণ্ড হইবে। তদ্দ্বারা বিভাগক্রমে পূর্ণতা সম্পাদন হইবে ॥ ৩৩ ॥

যাহার অনিগ্রহ বশতঃ পতন হইয়াছে, সেই অন্তরিন্দ্রিয় মনের নিগ্রহ নিশ্চয় রূপে গ্রহ—করায়ত্তীকরণরূপ নিয়ম করিবে। আমি প্রত্যহই করিব, এইরূপ নিয়মের অধীন হইবে। আবার তাহার বারবার অনুষ্ঠানও করিবে। তদ্দ্বারা তাহার বাহ্যেন্দ্রিয় সকল ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় আপনা আপনি প্রশান্ত হইবে। বিষয় গ্রহণার্থ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে আর সমর্থ হইবে না ॥ ৩৪ ॥ *

---

* যদিও অন্যত্র সাটোপভাবে অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ করিবার উপদেশ আছে, তথাপি এই সূত্র দ্বারা কেবল অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ করিবার আদেশ মাত্র পাওয়া যাইতেছে। স্বান্ত শব্দ অকারান্ত ক্লীবলিঙ্গে পঠিত হয়; সুতরাং স্বান্তরিন্দ্রিয়শব্দ সিদ্ধ হয় না বৈদিক শব্দ গিয়া যদিও কোনরূপে রক্ষা করিতে পারা যায়, তথাপি যুক্তি দ্বারা মনের নিগ্রহ ব্যতিরেকে বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহ করা অসম্ভব বলিয়া সেই অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ করিবার কথাই উক্ত হইয়াছে মাত্র।

ভয়মোহশোকক্রোধত্যাগস্ত্যাগঃ ॥ ৩৫ ॥

ভয়মোহশোক ক্রোধানামনিষ্টকারিণামপিত্যাগ এব ত্যাগাখ্যঃ সাধনবিশেষঃ সম্পাদয়িতব্যঃ। তথৈতদত্রোক্তম্ ;—

"অথ পুরুষস্য কামক্রোধ লোভাখ্যং রিপুত্রয়ং সুঘোরং ভবতি। পরিগ্রহ প্রসঙ্গাদ্ বিশেষেণ গৃহাশ্রমিনঃ। তেনায়মাক্রান্তোঽতিপাতক মহাপাতকানুপাতকোপপাতকেষু প্রবর্ত্ততে। জাতিভ্রংশকরেষু সঙ্করীকরণেষপাত্রীকরণেষু। মলাবহেষু প্রকীর্ণকেষু চ।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ॥" ইতি।

তথা গীতায়ামপি ;—

"কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহবৈরিণম্॥" ইতি।

অয়মত্র বিশেষো বেদিতব্যঃ ॥ ৩৫ ॥

অনিষ্টকারী ভয়, মোহ, শোক, ও ক্রোধের ত্যাগই ত্যাগনামক সাধনা বিশেষ সম্পাদন করিবে। এই স্থলে ব্রাহ্মণ [illegible] বলিয়াছেন ;—পুরুষের পক্ষে কাম, ক্রোধ, ও লোভ নামে সুঘোর রিপুত্রয় আছে। বিশেষতঃ গৃহাশ্রমীর পক্ষে পরিগ্রহ প্রসঙ্গ আছে বলিয়া আরও সুঘোর। পরিগ্রহ প্রসঙ্গ আছে বলিয়া এই গৃহী ও অন্যাশ্রমী কাম, ক্রোধ, ও লোভ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অতিপাতক, মহাপাতক, অনুপাতক, ও উপপাতকে প্রবর্ত্তিত হয়। জাতি ভ্রংশকর পাতকেও সঙ্করীকরণ পাতকে, অপাত্রীকরণ পাতকে, মলাবহপাতকে, এবং প্রকীর্ণক পাতকে ও প্রবর্ত্তিত হয়। এই কাম, ক্রোধ, ও লোভ, এ তিন প্রকার ভাব আত্মার নাশ কারক পাপ রাজ্যে প্রবেশ করিবার, এবং নরক প্রবেশের দ্বার স্বরূপ। অতএব এই তিনটির ত্যাগ করিবে। গীতাতেও উক্ত হইয়াছে,—এই কাম, আর এই ক্রোধ, এই দুইটি রজোগুণ হইতেই সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। ইহাদিগের ভোজন অপরিসীম. ভোজ্য পাইলে বাড়িয়াই চলে, এবং পাপকর উপায়ের প্রধানতম উপায়; অতএব তুমি ইহাকে বৈরী বলিয়া জান। যদিও গীতায় ইহাকে শত্রুজ্ঞানে পরিত্যাগ করিবার উপদেশ দিয়াছেন, তথাপি কোন ভাষ্যকার, বা টীকাকার সর্বা-

পরাবরৈক্যরসাস্বাদনম্ ॥ ৩৬ ॥

অনিয়ামকত্বনির্ম্মলশক্তিঃ ॥ ৩৭ ॥

স্বপ্রকাশব্রহ্মতত্ত্বেশিনশক্তিসম্পুটিতপ্রপঞ্চচ্ছে (ভে) দনম্ ॥ ৩৮ ॥

ন কেবল মেতেনৈব কালোঽতিপাত্যঃ, করণীয়ঞ্চ পরাবরয়ো রৈক্যরসস্যা স্বাদন মুপভোগঃ ॥ ৩৬ ॥

এথ মনুষ্ঠিতে চাপ্রমাদং বিদ্যায়া অনিয়ামকত্বাত্মিকা শান্তস্বচ্ছপ্রবাহা শক্তিরাবির্ভবতি ॥ ৩৭ ॥

সম্বন্ধমাত্রেণৈব যা ভবতি স্বপ্রকাশ ব্রহ্মস্বরূপে তত্ত্বে প্রপঞ্চজালস্য ভেদনং ভেদো, যস্যচোর্দ্ধং মূলং সহস্রারে শিবঃ, অধশ্চ মূলাধারে পরাবিদ্যা কুণ্ডলী শক্তি র্মধ্যে চ প্রপন্নপঞ্চসংখ্যকস্য পদ্মস্য সংস্থানম্। তেন চ প্রপঞ্চ সংস্থানং সম্পুটিতমিব ভবতি ॥ ৩৮ ॥

পেক্ষা এত্যাগকে একটি প্রধানতম সাধন বলিয়া মনেই করিতে পারেন নাই; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার ত্যাগে সিদ্ধি লাভ করিলে, মানবের পতন হইবার আশঙ্কা আর থাকে না। এইজন্যই করুণাময়ী শ্রুতি ঐ সকল ভাবের ত্যাগ যে প্রধানতম সাধন, তাহা স্পষ্ট ভাষায় সূত্রে স্থান দিয়াছেন; সুতরাং পরমহংস পরিব্রাজকের সর্ব্বাগ্রে এদিকে লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য ॥ ৩৫ ॥

কেবল যে এই সকল করিলেই হইবে, তাহা নহে, উহার সহিত ব্রহ্মাত্মৈক ত্বরসের আস্বাদন উপভোগও কর্ত্তব্য ॥ ৩৬ ॥

এইরূপ অনুষ্ঠান করিতে থাকিলেই যদি ইহার মধ্যে অনবধানতা না থাকে, তবে ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিদ্যার অনিয়ামকত্বাত্মক প্রশান্ত স্বচ্ছ প্রবাহশালিনী বিশেষ শক্তির আবির্ভাব হইবে। ব্রহ্ম বিদ্যার সেই লোকোত্তর শক্তি স্বয়ং আবির্ভূত হইবে ॥ ৩৭ ॥

যেশক্তি আবির্ভূত হইবা মাত্র স্বপ্রকাশ স্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্বে প্রপঞ্চজালের ভেদ সাধিত হয়, যাহারা উর্দ্ধভাগে সহস্রদল কমলে পরমশিব মূল, অধোভাগে মূলাধারে পরাবিদ্যা কুণ্ডলী শক্তি, এবং মধ্যে পঞ্চসংখ্যক পদ্মের সংস্থান আছে। সেই

পত্রাক্ষাক্ষিকমণ্ডলভাবাভাবদহনম্ ॥ ৩৯ ॥

বিভূত্যাকাশাধারম্ ॥ ৪০ ॥

ইতি ঋগ্বেদান্তর্গত নির্ব্বাণোপনিষদি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তথা পত্রাক্ষাণাং দলাত্মনাং ককারাদিবীজাক্ষরাণাং, আক্ষিকমণ্ডলস্য চ ইন্দ্রিয়ানামধিষ্ঠাতুঃ সূর্য্যাদের্ভাবানাং শব্দাদীনামভাবানামজ্ঞানাদীনাং দহনং দাহশ্চ ভবতি শক্তিহীনত্বেনাবস্থানাৎ ॥ ৩৯ ॥

এব মসৌ বিদ্যা বিভূত্যা পালনেন আকাশং ব্রহ্ম আধারত্বেনাধারং প্রাপ্নোতি প্রাপয়তি চাভিন্নম্। অভ্যাসোঽধ্যায় সমাপ্তয়ে বেদিতব্য ॥ ৪০ ॥

ইতি ঋগ্বেদান্তর্গত নির্ব্বাণোপনিষদ্বৃত্তৌ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

পরাশক্তি ও পরমশিবদ্বারা প্রপঞ্চসংস্থান যে সম্পুটিত ভাবেই আছে। ইহা গুরুগম্য ষট্‌চক্র ভেদ ॥ ৩৮ ॥

সেইরূপ পত্রাক্ষ দল স্বরূপ ককারাদি বীজাক্ষরসমূহের, আক্ষিকমণ্ডল ইন্দ্রিয় গণের অধিষ্ঠাতা সূর্য্যাদিদেবের, ভাব শব্দাদির, ভাব বিরুদ্ধ ভাব অজ্ঞানাদির, দাহ হয়, শক্তি লোপ পায়, কার্য্য করিবার যোগ্যতা নষ্ট হয় ॥ ৩৯ ॥

উক্তবিদ্যা এইরূপে পালন করিয়া আকাশের ন্যায় নির্লেপ অসঙ্গোদাসীন পরব্রহ্মকে নিজে পায় এবং সাধককেও অভিন্ন ভাবে পাওয়াইয়া দেয়। সূত্রের দ্বিরুক্তি অধ্যায় সমাপ্তির জন্য ॥ ৪০ ॥

ইতি নির্ব্বাণোপনিষদ্বৃত্তির বঙ্গানুবাদে দ্বিতীয় অধ্যায় ॥ ২ ॥

অথ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

—:++:—

শিবং তুরীয়ং যজ্ঞোপবীতম্ ॥ ১ ॥

এবং দ্বিতীয়েনাধ্যায়েন লভ্যাদ্বৈত পরব্রহ্ম স্বরূপং লাভস্তদপহানে প্রাপ্ত্যপায়শ্চ বর্ণয়তা সমতীতম্। অথ "অযজ্ঞোপবীতী কথং ব্রাহ্মণঃ" ইত্যাদ্যখিল প্রশ্ন সমাধানায় তৃতীয়াধ্যায়ঃ প্রবর্ত্ততে। তস্যেদমাদিমং সূত্রম্ 'শিবং তুরীয়ং যজ্ঞোপবীতমি'তি। "শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে" ইত্যুক্তং পূর্ব্বাচার্য্য মতং তুরীয়মেব শিবং যজ্ঞোপবীতং কুর্ব্বীত। তদাহ ব্রহ্মোপনিষৎ ;—

"সশিখং বসনং কৃত্বা বহিঃ সূত্রং ত্যজেদ্বুধঃ।
যদক্ষরং পরং ব্রহ্ম তৎসূত্রমিতি ধারয়েৎ ॥

এইরূপে লভ্য অদ্বৈত পরব্রহ্মের স্বরূপ, তাহার লাভ, এবং লাভ হইলেও তাহাতে অপ্রতিষ্ঠায় পুনঃ প্রাপ্তির উপায় বর্ণনা করিয়া দ্বিতীয় অধ্যায় পরি সমাপ্ত হইয়াছে। এখন 'সে যদি যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করে, তবে সে ব্রাহ্মণ থাকে কি প্রকারে? ইত্যাদি বহুবিধ প্রশ্নের সমাধান করিবার জন্য এই তৃতীয় অধ্যায় প্রবর্ত্তিত হইতেছে। সেই তৃতীয় অধ্যায়ের সূত্র হইতেছে এই,—"শিবং তুরীয়ম" ত্যাদি। যাঁহাকে আচার্য্যেরা চতুর্থ বলিয়া মনে করেন, সেই পরব্রহ্মই তাহার যজ্ঞোপবীতের কার্য্যকারী বলিয়া যজ্ঞোপবীতের সমান। অতএব তাহাকেই যজ্ঞোপবীত বোধে ধারণ করিবে। যদিও এই ধারণের উপদেশ জ্ঞানীর পক্ষে সম্ভবে না, তথাপি লৌকিক আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য বাগ্র্ পাশ্রুতি এই কথা বলিতেছেন। অন্যে বলিয়াছে বিবিদিষাসন্ন্যাসীর পক্ষে এই ব্যবস্থা; নারায়ণ বলিয়াছেন, এই যজ্ঞোপবীত কর্ম্মের, অঙ্গীভূত। ইহা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসযোগ গ্রহণ করিবে; তাহা উপপন্ন হয় না; কারণ, ব্রহ্মোপনিষদে আম্নাত হইয়াছে, "স বিদ্বান্ যজ্ঞোপবীতী স্যাৎ" সেই 'ইদমহমস্মী'ত্যাকার জ্ঞানশালী বিদ্বান্ যজ্ঞোপবীতীই হইবে, তাহার যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করা হইবে না। ইহাদ্বারা বিদ্বানের পক্ষেই এই যজ্ঞোপবীতের কথা বলা হইয়াছে, অজ্ঞানের পক্ষে নহে। অতএব

সূচনাৎ সূত্রমিত্যাহুঃ সূত্রংনাম পরংপদম্।
তৎসূত্রং বিদিতং যেন সবিপ্রো বেদপারগঃ॥
যেন সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব।
তৎসূত্রং ধারয়েদ্‌যোগী যোগবিত্তত্ত্ব দর্শিবান্॥
বহিঃ সূত্রং ত্যজেদ্বিদ্বান্ যোগমুক্তমমাস্থিতঃ।
ব্রহ্মভাবমিদং সূত্রং ধারয়েস্তঃ সচেতনঃ॥

এটি সিদ্ধানুবাদ মাত্র, বিধির নহে, বা বিবিদিষা সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্যোপদেশেও নহে। ব্রহ্মোপনিষদের পরমহংসাশ্রমের উপদেশ স্থলে কথিত হইয়াছে, শিখার সহিত কেশশ্মশ্রুর মুণ্ডন করিয়া কণ্ঠে বিধার্য্যমান কার্পাস সূত্র নির্ম্মিত বহিঃসূত্র ত্যাগ করিবে। ত্যাগ করিবে কে? না, যে বুধ, বুধ কে? না, যে নিত্যানিত্য বস্তুর বিবেকাদিশালী; সে কি করিবে? না যাহাঅক্ষর ও উৎকৃষ্ট ব্রহ্মতত্ত্ব, তাহাকেই সেই সূত্র, এই জ্ঞান ধারণ করিবে। সূত্রশব্দের অর্থ হইতেছে, উৎকৃষ্ট পদ,— 'অহং তদস্মি' আমি সেই হইতেছি, ইত্যাকার পদ। সেইব্রহ্মপদ এই জগতের সূচনা করেন বলিয়া আচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন তাঁহাকে সূত্র এই নামে। এই বিষয়টি জ্ঞেয়! সেই পরম পদকে যে জানিয়াছে, 'অহমস্মী'ত্যাকারে সাক্ষাৎ কার করিতে পারিয়াছে' সেই বিপ্র বেদপারগ শব্দরাশিতে উক্ত সকলবিষয়ে অভিজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ আর কি? সূত্রে যেমন মণিগণ প্রোত হয়, সেইরূপ যে সূত্রকর্ত্তৃক এই সকল ভূত ভৌতিক প্রপঞ্চ প্রকৃষ্টরূপে অনুবদ্ধ হইয়া বর্ত্তমান আছে। যোগবিৎ যোগের ষড়ঙ্গ,বা অষ্টাঙ্গ কি,তাহা জানে,তত্ত্বদর্শিবান্ নিত্যানিত্য বস্তুতে বিবেকবান্ বিদ্বান্ ব্যক্তি উত্তম যোগ লাভ করিয়া বহিঃসূত্র ত্যাগ করিবে। যোগশব্দে জীব ব্রহ্মের তাদাত্ম্যসম্বন্ধ (অবশ্য ভেদাসমাধি করণ অভেদাখ্য তাদাত্ম্যই এস্থলে সম্বন্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।) *

---

*অভেদ ও ঐক্য একই কথা। সেই ঐক্য দ্বিবিধরূপ দেখা যায়। প্রথম 'মৃৎ ঘট' এইস্থলে মৃত্তিকার ও ঘটে কোনই ভেদ নাই; সুতরাং ঐক্য আছে; কিন্তু কেবলমৃত্তিকারূপে, ও কেবল ঘটরূপে পরস্পর ভেদ আছে। সে ভেদ ঐ ঐক্যের মধ্যেই অন্তর্ভূত হইয়া আছে। ঐক্য ছাপাইয়া সে ভেদ স্ফুরিত হয় না। এইজন্য এই ঐক্য ভেদসমাধিকরণ। আর 'তিনিই এই' 'আমিই সেই' 'সেই আমি' 'ব্রহ্মই জীব' 'জীবই ব্রহ্ম' ইত্যাদি জ্ঞান স্থলে যে ঐক্য প্রতীতি হয়, তাহাতে আর ভেদগন্ধ কিছুই নাই, কারণ, বস্তুর ভেদ হয় না; বস্তু একই থাকে। আর

ধারণাত্তস্য সূত্রস্য নোচ্ছিষ্টো নাশুচির্ভবেৎ।
সূত্রমন্তর্গতং যেষাং জ্ঞান যজ্ঞোপবীতিনাম্॥

ব্রহ্মের সত্তা যাহাতে আছে, সেই ব্রহ্মদ্রষ্টা এই সূত্র যে সচেতন পুরুষ ধারণ করে, সে সেই সূত্রের ধারণফলে উচ্ছিষ্ট হয় না, এবং অশুচিও হয় না। যজ্ঞোপবীত না থাকিলে আচমন করিয়াও অশুচি থাকে, ইহা আচার্য্য শঙ্খ ১০ অধ্যায়ের ১৪ শ শ্লোকে কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা বিনা যজ্ঞোপবীতেন তথা মুক্তশিখোঽপিবা। অপ্রক্ষালিত পাদস্তু আচান্তোঽপ্যশুচির্ভবেৎ॥" যজ্ঞোপবীত ব্যতিরেকে, মুক্তশিখা হইয়া, অপ্রক্ষালিতপদে আচমন করিয়াও অশুচি হয়। তাহার শৌচ হয় না, সে অশুচিই থাকিয়া যায়। সম্বর্ত্ত ও এই কথা বলিয়াছেন। আরও গোভিল গৃহ্যসূত্রে সূত্রাকারে গৃহীত একটি ব্রাহ্মণ বাক্যে বলা হইয়াছে;—"উচ্ছিষ্টো হৈবাতোঽন্যথা ভবতীতি।" ইতি (১০ প্রঃ, ২ কাঃ, ৩০ সূত্রঃ) ইহা বৈদিক সম্প্রদায়ের অত্যন্ত প্রসিদ্ধ যে, কথিত বিধির অন্যথাচরণ করিলে, উচ্ছিষ্টই

মৃদ্‌ঘটাদি স্থলে মৃত্তিকারই ঘট হয়, সুতরাং কিছু ভেদ থাকেই। ইহা এইরূপে বুঝিতে পারা যায়,—'রাহোঃ শির' রাহুর মস্তক' এরূপ প্রয়োগ ত করা হয়। এই প্রয়োগ কি করিয়া উপপন্ন হয়? মস্তকটিকেই ত রাহু বলা হয়। অতএব মস্তকে ও রাহুতে কোনই ভেদ নাই; এস্থলে ভেদ না থাকিলেও যে 'রাহুর' বলা হয়, তদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, 'রাহুর' পদটী ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত আছে। এ ষষ্ঠী নিশ্চয় সম্বন্ধে ষষ্ঠী। তাহাহইলে, এখানে কীদৃশ সম্বন্ধ স্বীকার করা হইবে? সম্বন্ধ কখনও একনিষ্ঠ হয় না সম্বন্ধ যোজক পদার্থ; সুতরাং এখানকার সম্বন্ধ কীদৃশ হইবে? না, সেই অভেদাখ্য তাদাত্ম্য সম্বন্ধই হইবে। কেন? না, ভেদওত কিছুই নাই অথচ অভেদই আছে; অতএব ভেদাসমানাধিকরণ অভেদ হইল। রাহুতে ও মস্তকে অভেদ আছে, সে অভেদ যথায় আছে, তথায় ভেদ গন্ধ নাই কোনরূপে ভেদ সম্পর্ক নাই; এইজন্য অভেদটি ভেদসমানাধিকরণ হইল। এইরূপ 'সেই তুমিই এই আমি' 'সেই তুমিই এই তুমি' 'তৎ ত্বম্' 'ত্বং তৎ' 'অহং ব্রহ্ম' 'ব্রহ্ম অহম্' ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্মে ও আমাতে ভেদ নাই, অভেদই, যেমন নট রাজার পোষাক পরিয়া রাজা, আবার চাকরাণীর পোষাক পরিয়া চাকরাণী হইলেও সে যা' তাই থাকে, ভিন্ন হয় না, সেইরূপ আমি ব্রহ্মই দেহাদি-পোষাক পরিয়া কচিৎ পুরুষ, কচিৎ অশ্বাদি নাম লইতেছি মাত্র, তদ্দ্বারা আমার ব্রহ্মত্বে কোনই ভেদ পৌছায় না। এই জন্যই জীব ব্রহ্মে অভেদাখ্য তাদাত্ম্যই সম্বন্ধ, তাহাতে ভেদের লেশ মাত্র নাই। মনন করিয়া ইহা বোদ্ধব্য।

তে বৈ সূত্রবিদো লোকে তে চ যজ্ঞোপবীতিনঃ।
জ্ঞানশিখিনো জ্ঞাননিষ্ঠা জ্ঞানযজ্ঞোপবীতিনঃ॥" ইতি।

তথা জাবালানাং ;—"ইদমেবাস্য তদ্ যজ্ঞোপবীতম্ য আত্মেতি। তথা পরমহংস পরিব্রাজকানাং ;—যস্যাস্ত্যদ্বৈত মাত্মজ্ঞানং, তদেব যজ্ঞোপবীতম্।" ইত্যেবমাদি। যচ্চ সন্ন্যাসোপনিষদি ;—

হইবে। সাম বেদের এই প্রদর্শিত দোষ অবশ্য যাহার যজ্ঞোপবীত না থাকিবে, তাহারই নিশ্চয় হইবে। সেই দোষ নিরাস করিবার জন্য এই কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় ব্রহ্মোপনিষদের আম্নায় বলিতেছেন,—

"ধারণাত্তস্য সূত্রস্য নোচ্ছিষ্টো নাশুচির্ভবেৎ। " সেই ব্রহ্ম সূত্রের ধারণ বশতঃ না উচ্ছিষ্ট, না অশুচি, কোনই দোষ প্রাপ্ত হইবে না। অতএব যে নারায়ণ বলিয়াছেন,' নোচ্ছিষ্টইতি এতন্মূলাং নান্ন দোষেণ মস্করী "ইতি স্মৃতিঃ।" উচ্ছিষ্ট হয় না ও অশুচি হয় না,—শ্রুতি অবলম্বন করিয়া একটি স্মৃতির উৎপত্তি হইয়াছে যে, অন্নদোষে ভিক্ষু দোষী হয় না। শঙ্করানন্দ বলিয়াছেন, উচ্ছিষ্ট শরীর দ্বারায় অন্ন প্রবেশনির্গমনাভ্যাম্। অশুচি মনোবাক্কায়পাপাৎ। অন্নের প্রবেশ ও নির্গমন এই শরীর দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে ; সুতরাং তদ্দ্বারা উচ্ছিষ্ট দোষ পাইতে পারিত, তাহা এই জ্ঞানসূত্র ধারণ বলে নিরাকৃত হইবে, উচ্ছিষ্ট হইবে না। আর মনঃ, বাক্, ও কায় দ্বারা পাপ করিলে অশুচি হইতে পারিত ; কিন্তু তাহাও ইহাদ্বারা নিরাস করা হইল ; ভিক্ষু অশুচি হইবে না।— নারায়ণ ও শঙ্করানন্দের এইরূপ ব্যাখ্যা আমরা স্বীকার করিতে পারিলাম না ; কারণ, যজ্ঞোপবীত না থাকায় যে দোষ হইতে পারে, ব্রহ্মকে সূত্ররূপে উপবীত কল্পনা করিয়া সেইদোষ নিরাস করাই শ্রুতির অভিপ্রায়। আর যজ্ঞোপবীত না থাকিলে যে, সে উচ্ছিষ্ট হয়, এবং অশুচিও হয়, তাহাও আমরা প্রমাণ উদ্ধার করিয়া পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। বাস্তবিক শ্রুতির অভিপ্রায়ও তাই। পরমহংস পরিব্রাজক উপনিষদে স্পষ্টই প্রশ্ন করা হইয়াছে 'অযজ্ঞোপবীতী কথং ব্রাহ্মণঃ? অযজ্ঞোপবীতীই যদি সন্ন্যাসী হয়, তবে সে ব্রাহ্মণ থাকিল কি করিয়া ? জাবালোপনিষদেও আম্নাত হইয়াছে ;—

"অথহৈনমত্রিঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যং পৃচ্ছামি ত্বা যাজ্ঞবল্ক্য। যজ্ঞোপবীতী কথং ব্রাহ্মণ ইতি।"

"কুণ্ডিকাং চমসং শিক্যং ত্রিবিষ্টপমুপানহম্।
শীতোপঘাতিনীং কন্থাং কৌপীনাচ্ছাদনং তথা।
পবিত্রং স্নানশাটীঞ্চোত্তরাসঙ্গ স্ত্রিদণ্ডঃ॥" ইত্যাদি।

তদপ্যাপবদতি শিবমিত্যাদিনা। তেষাং সন্ন্যাসমাত্রবিষয়তয়া পরমহংস পরিব্রাজকাদীনামনাগ্রহঃ, সর্ব্বেষামেবোপনিষদ্বাক্যানামৈকমত্যাৎ॥ ১॥

অনন্তর এই যাজ্ঞবল্ক্যকে অত্রি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য! তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, অযজ্ঞোপবীতী যে যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়াছে, সে কি করিয়া ব্রাহ্মণ হইবে? ইহার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—

"স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য ইদমেব তদ্ যজ্ঞোপবীতং য আত্মা।" ইতি, ইহাইত সেই যজ্ঞোপবীত, যাহা আত্মা বলিয়া লোকে ও বেদে প্রসিদ্ধ। অতএব যখন সে এই আত্মার ধ্যান করিয়া রহিল, তখন সে ত যজ্ঞোপবীতীই রহিল, সে ত অযজ্ঞোপবীতী নহে, বহিঃসূত্র ত্যাগ করিলেও ব্রহ্ম সূত্র ত সে ত্যাগ করে নাই; সুতরাং সে যজ্ঞোপবীতীই। যখন যজ্ঞোপবীতীই রহিল, তখন যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়া আচমন করিলেও যে উচ্ছিষ্টতা ও অশুচিতা দোষ হয়, তাহাও হইতে পারে না। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাকার জ্ঞান রূপ যজ্ঞোপবীতই যাহাদিগের সেই ব্রহ্ম সূত্র জ্ঞির সাহায্যে অধিগত হইয়াছে, তাহারাই সূত্রবিৎ, এবং লোকে তাহারাই যজ্ঞোপবীতী বলিয়া প্রসিদ্ধ। আর তাহারাই শিখী। জ্ঞানরূপ শিখাধারী, জ্ঞাননিষ্ঠ, এবং জ্ঞানরূপ যজ্ঞোপবীতধারীই তাহারা। পরমহংস পরিব্রাজকেরা উপনিষদে বলিয়াছেন;—অদ্বৈত আত্মজ্ঞান যাহার আছে, তাহার সেইত যজ্ঞোপবীত রহিয়াছে। অতএব পরমহংস পরিব্রাজকের আচার্য্যাভিমত চতুর্থ শান্ত শিব অদ্বৈত আত্মাই যজ্ঞোপবীত। আচ্ছা, সন্ন্যাসোপনিষদে ত কুণ্ডিকা, চমস, শিক্য ত্রিবিষ্টপ, উপানহ, শীতোপঘাতিনী কন্থা কৌপীনরূপ আচ্ছাদন বস্ত্র, পবিত্র বস্ত্র, স্নানশাটী, উত্তরাসঙ্গ (উড়ানি) এবং ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিবে। ইহা বলা হইয়াছে। হাঁ বলা হইয়াছে; তাহা প্রথমতঃ অজ্ঞান সন্ন্যাসী বা বিবিদিষাসন্ন্যাসীর পক্ষে; বিদ্বান্ সন্ন্যাসীর পক্ষে যাহা কর্ত্তব্য তাহা বলিবার জন্য এই তৃতীয়াধ্যায়ের প্রবৃত্তি। ইহা দ্বারা বলা হইতেছে যে, পরমহংস পরিব্রাজকদিগের পক্ষে এই সকল ব্যবস্থাই করা হইল। সকল উপনিষদেই, বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলে, প্রায়শঃ একতাৎপর্য্যার্থ প্রযত্নের উপলব্ধি করা যায়। প্রায় একই বিষয় একটু আধটু ইতর বিশেষ-

তন্ময়াশিখা ॥ ২ ॥

চিন্ময়ং চোৎসৃষ্টিদণ্ডম্ ॥ ৩ ॥

সন্তুতাক্ষিকমণ্ডলম্ ॥ ৪ ॥

তন্ময়া শিবময়া ধ্যাননিষ্ঠৈব শিখা ভবতি ॥ ২ ॥

চিন্ময়ঃ জ্ঞানময়শ্চ উৎসৃষ্টিঃ প্রতিষ্ঠা পরম স্থিতিরেব দণ্ডং বিভৃয়াৎ ॥ ৩ ॥

যচ্চ কমণ্ডলং কমণ্ডলুঃ, তদাপি সন্তুতাক্ষি, সম্পূর্ণং ততং বিস্তীর্ণমক্ষ্যেব। বিস্তৃত বিজ্ঞানমেব রসাধারকত্বাৎ কমণ্ডলুরিব ভবতি সোঽযঞ্চমসোঽপোদিতো বেদি-তব্যঃ ॥ ৪ ॥

করিয়াই স্ব স্ব শাখায় ঋষিগণ দর্শন করিয়াছেন এই ভেদই শাখা ভেদ ও বেদ ভেদের একটা কারণ বলিয়া "কৃত্যকল্পদ্রুমে"র কর্ম্মকাণ্ডে বেদ ভেদ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, দ্রষ্টব্য ॥ ১ ॥

তন্ময়, অর্থাৎ শিবময় ধ্যাননিষ্ঠরূপ শিখাও তাহার হইবে; সুতরাং উচ্ছিষ্টতা এবং অশুচিতা দোষ তাহার আর হইবে না ॥ ২ ॥

চিন্ময় জ্ঞানময়, উৎসৃষ্টি প্রতিষ্ঠা পরম স্থিতি, তাহাই দণ্ডের ন্যায় দণ্ড। সেই চিন্ময়দণ্ড ধারণ করিবে, এবং সে দণ্ডকে পৃথিবী স্পর্শ পরিত্যাগ করাইয়া ধারণ করিবে। সন্ন্যাসরূপ দণ্ড হইবে। অর্থাৎ সর্ব্ববিষয় সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া যে জ্ঞান নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানরূপে বিধৃত করা হইয়াছে, তাহার চিহ্নস্বরূপ প্রথমতঃ দণ্ড ধারণ করিতে হয়; কিন্তু চরমাশ্রমে সে দণ্ড পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত জ্ঞানকেই দণ্ডের স্থানে গ্রহণ করিবে ॥ ৩ ॥

আর যে কমণ্ডল বা কমনণ্ডলু, তাহাও সেই সন্তুত অক্ষিই, বিস্তৃত বিজ্ঞানই আনন্দরসের আধার বলিয়া কমণ্ডলু স্থানীয় হইবে। অনিমেষ নয়নে আকাশকে দর্শন করার ন্যায়, সেই সর্ব্বব্যাপী প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানই তাহার কমণ্ডলুর স্থানীয় হইবে। ইহা দ্বারা চমসের অপবাদ করিয়া দেওয়া হইল। পরমহংস পরিব্রাজক চমস ধারণ করিবে না; কিন্তু অনিমেষ লোচনে আনন্দতত্ত্বের সাক্ষাৎকার করিবে। সর্বব্যাপী প্রত্যক্ষজ্ঞান ধারণ করিবে ॥ ৪ ॥

কর্ম্মনির্ম্মূলনং কন্থা ॥ ৫ ॥

মায়ামমতাহঙ্কারদহনম্ ॥ ৬ ॥

শ্মশানে অনাহতাঙ্গী ॥ ৭ ॥

আধিদৈবিকানামাধিভৌতিকানামাধ্যাত্মিকানামপি সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং শীতোষ্ণ সুখদুঃখমানাপমানাদীনাং নির্ম্মূলনমেব কন্থা শীতাদ্যুৎপাতনিরোধিনী ॥ ৫ ॥

ন কেবলমিদমেব ; অপিতু মায়ামমতাঽহঙ্কার দহনমেব শীতে দহনং ভবেৎ ॥ ৬॥

গ্রীষ্মে তু শ্মশানে ব্রহ্মণি অনাহতাঙ্গী অনাবৃতাঙ্গী ভূত্বা তিষ্ঠেৎ। তথাচ। বিস্তাকামকর্ম্মাদি পরিহার পূর্ব্বক মাত্মস্বরূপাবধারণং কর্ত্তব্যম্। যে চ স্পর্শাঃ স্পৃশন্তি, তানাত্মানুসন্ধানেনাপজহ্যাৎ ॥ ৭ ॥

আর শীতোপঘাতিনী কন্থাও ধারণ করিতে হইবে না ; আধ্যাত্মিক জরবিকারাদি, আধিভৌতিক যক্ষরাক্ষস ভূতপ্রেত পিশাচাদি দ্বারা জায়মাণ পীড়া, আধিদৈবিক বজ্রপাতাদিদ্বারা জায়মান বাধা হয় যে সকল কর্ম্ম দ্বারা, যে সকল কার্য্য দ্বারা স্বর্গ নরকাদিতে গমনাগমন হয়, সেই সকল কর্ম্মের মূল উচ্ছেদ করাই কন্থার কার্য্য করিবে। আর তাহারা শীতোষ্ণাদি জনিত দুঃখের, এবং বিষয় সৌন্দর্য্যাদি জনিত কামাদির আবির্ভাব করিয়া দিয়া প্রপীড়িত করিতে পারিবে না। অতএব কন্থার স্থানে সেই কর্ম্মনির্ম্মূলন সর্ব্বব্যাপক জ্ঞানের নিরন্তর ধারণ করিবে ॥ ৫ ॥

তদ্ভিন্ন শীতনিবারণার্থ সেই জ্ঞানকেই অগ্নিকুণ্ড করিয়াও রাখিবে ; তাহাতে মায়া, মমতা ও অহঙ্কার রাশি দগ্ধ হইবে। শীতে সেই অগ্নির সেবা করিবে। মায়া হইতেছে অজ্ঞান ; আর সেই অজ্ঞান হইতে জন্মায় অহঙ্কার, সেই অহঙ্কারই কালে মমতা জন্মাইয়া সংসারের সৃষ্টি ও পুষ্টি করিতে থাকে ; সুতরাং আত্মজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের দাহ ; এবং তাহার সঙ্গেই অহঙ্কার ও মমকারের দাহ হইয়া যাইবে ॥ ৬ ॥

যখন গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হইবে, তখন ব্রহ্মরূপ শ্মশানে (হৃদয়কে শ্মশান বলাই উচিত ; কারণ, হৃদয়ক্ষেত্রে ব্রহ্ম জ্ঞানদ্বারা মায়াস্ত্রী, ও মমতা কন্যা এবং অহঙ্কার পুত্রের দাহ হইবে, সুতরাং হৃদয়ই মহাশ্মশান। মহাশ্মশান বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত জগতের ও জগৎকর্ত্তার শবদাহ এই হৃদয়ক্ষেত্রে ব্রহ্মজ্ঞানা

নিস্ত্রৈগুণ্যস্বরূপানুসন্ধানং সময়ম্ ॥ ৮ ॥

ভ্রান্তিহরণম্ ॥ ৯ ॥

কামাদিবৃত্তিদহনম্ ॥ ১০ ॥

তদাহ ;—নিস্ত্রৈগুণ্য স্বরূপস্যাত্মনোঽনুসন্ধানমেব সময়মাচারং কুর্য্যাৎ, নান্যথাচারম্ ॥ ৮ ॥

ইদমেবহি ভ্রান্তিহরণং কর্ম্মণোনামধেয়ং বিন্দ্যাৎ। পরমহংস পরিব্রাজকানামিদং কর্ত্তব্যম্ ॥ ৯ ॥

যচ্চ তত্ত্বাসাক্ষাৎকারেণ বিপরীত দর্শনং ভ্রান্তিঃ, তস্যাস্তত্ত্বসাক্ষাৎকারেণ নিবৃত্তিং কুর্ব্বতা যথাবদ্বস্তু দর্শনং কার্য্যমিত্যুক্তম্। তথৈব কামাদীনাং মনোবৃত্তীনাং দহনং হীন শক্তিকত্বকরণং কর্ত্তব্যং সময়েন। তথাচ যদাযদারব্ধে রুদয়স্তদাতদা সময়োঽনুষ্ঠেয়ঃ। অয়ঞ্চ বিশেষঃ ; সামান্তবস্তু সার্ব্বকালিক ইতি বেদিতব্যম্ ॥১০॥

গ্নির সমাহিত হইয়া থাকে। হৃদয় ও ব্রহ্ম একই ; তাহাও উপনিষদের বাক্য দ্বারা পূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে।) অনাহতাগ্নী হইয়া অনাবৃত দেহে অবস্থান করিবে ; পরমস্থিতি করিবে। তদ্দ্বারা বলা হইল, অবিদ্যা কাম কর্ম্মাদি পরিহার করিয়া আত্মস্বরূপ মাত্র ধারণ করিয়া থাকিবে। স্বয়ং স্পর্শকারী যে সকল বিষয় আসিয়া আপনারাই পরমহংস পরিব্রাজকের ইন্দ্রিয়স্পর্শ করিবে, আত্মার অনুমান সন্ধান করিয়া সে গুলিকে তাড়াইয়া দিবে ॥ ৭ ॥

সেই কথাই বলিতেছেন,—নিস্ত্রৈগুণ্য স্বরূপ আত্মার অনুক্ষণ সন্ধান করাই আচাররূপে গ্রহণ করিবে ; অন্য আচার কথনই গ্রহণ করিবে না ॥ ৮ ॥

ইহাকেই ভ্রান্তিহরণ নামে চরম কর্ম্ম বলিয়া জানিবে। ইহাদ্বারাই ভ্রান্তি অপগত হয়। অতএব পরমহংস পরিব্রাজকদিগের এই ভ্রান্তি হরণ নামক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে ॥ ৯ ॥

আত্মতত্ত্বের অসাক্ষাৎকার দ্বারা প্রকৃত বিষয়ের যে বিপরীত দর্শন হয়, তাহাকে ভ্রান্তি বলা যায়। আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার দ্বারা সেই ভ্রান্তির বা মায়া নিবৃত্তি করিয়া প্রকৃত বিষয়রূপেই দর্শন করিবে। ইহা বলা হইল ; তারপর এখন বলা হইতেছে, সেইরূপ কামাদি মনোবৃত্তি সকল দাহও করিবে। দাহশব্দে অঙ্কুরোৎপাদিকাশক্তির বিলোপ সংঘটন করিবে। তাহা সেই আচার দ্বারাই করিতে

কাঠিন্যদৃঢ়কৌপীনম্ ॥ ১১ ॥

তস্যৈব যা কঠিনতা অবিচ্ছেদাৎ ঘনীভাব, তথা দৃঢ়তা কামাদিবাতসহত্বং, তদেবাস্য কৌপীনম্। কৌপং হি শিশ্নং, তদীয়মেতদাবরকত্বাৎ সন্ধার্য্যম্ ॥ ১১ ॥

হইবে। তাহা হইলে, যখন যখন বৃত্তির উদয় হইবে, তখন তখন সেই আচারের অনুষ্ঠান করিবে। এটি হইল, বিশেষ উপদেশ; সামান্যাকারে সকল সময়েই সেই আচারের অনুষ্ঠান করিতে হইবে ॥ ১০ ॥ *

এইরূপ করিতে করিতে যখন সেই আচারের কাঠিন্য ভাব আবির্ভূত হইবে; অবিচ্ছেদে অনুষ্ঠান দ্বারা যে সেই আচারের ঘনীভাব হইবে; অন্তরে, ও বাহিরে কেবল নির্গ্রেণ্ডস্বরূপানুসন্ধান মাত্রেই পর্য্যবসন্ন হইবে, এবং বজ্রস্বরূপ কামাদি-বৃত্তির ঘাতসহত্বরূপ দৃঢ়তা আবির্ভূত হইবে, তখনই তাহাকেকৌপীন স্থানীয় বলিরা জানিবে। অর্থাৎ তখনই তাহা প্রকৃত পক্ষে লজ্জা নিবারক ভাবে প্রাপ্ত হইবে ॥ ১১॥

*অর্থাৎ যতদিন দেহপাত না হয়, ততদিন আত্মজ্ঞান পরিস্ফুটিত হইয়াও একেবারে স্থায়ী হয় না। যেমন দীপশিখা ক্রমে তাবল্য ভাবে বহুদূরে উপস্থিত হয় না, সেইরূপ আত্মজ্ঞানও হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া হৃদয়স্থ আত্মাবিষয়ক অজ্ঞান রাশিকে নিবর্ত্তিত করে; কিন্তু অজ্ঞান একেবারে ভস্মের ন্যায় হয় না। যখন আত্মজ্ঞানটি পরিস্ফুট থাকে, তখনই অজ্ঞান অপসৃত হয় মাত্র। ব্যুত্থানে আবার আসিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপে চলিতে থাকে; সুতরাং আত্মজ্ঞানের কাঠিন্য ও দৃঢ়তা যাহাতে জন্মে, তাহা করা কর্ত্তব্য। আরও কর্ত্তব্য, অজ্ঞান জাত অহঙ্কার ও মমতার নিবৃত্তি করা। যদিও অজ্ঞান নিবৃত্তি হওয়া উচিত, তথাপি যুক্তি তর্কও প্রকৃত কার্য্যে অনেক ব্যবধান থাকিয়া যায়। প্রযত্ন দ্বারা অহন্তা ও মমতা নিবৃত্তি করিতে হয়। তারপর যত প্রকার জাগতিক ভ্রান্তি থাকে, তাহার সমস্তগুলিই নিবৃত্তি করিতে হয়। তারপর কাম ক্রোধাদি বৃত্তির নিবৃত্তি করিতে হয়। প্রত্যেক নিবৃত্তিতে যদিও আত্মজ্ঞানই একমাত্র কারণ, তথাপি ভিন্ন ভিন্ন প্রযত্নব্যতীত তাহা সম্পাদিত হয় না।

† যতদিন পর্য্যন্ত কামাদিবৃত্তির দাহ সুসম্পন্ন না হয়; অর্থাৎ মূল অজ্ঞান নিবৃত্তি হইবে, কর্ম্মের শক্তিলোপ ঘটিবে, মায়া, মমতা ও অহঙ্কারের নিবৃত্তি হইবে সাধারণ বিষয়ে ভ্রান্তি লোপ পাইবে, এবং কামাদি বৃত্তির একেবারে সম্পূর্ণ নিরোধ হইবে, তবে বাহ্য গ্রাম্য ধর্ম্মের স্মারক লিঙ্গাদি জ্ঞানের আর আবির্ভাব হইবে না। তাহার পূর্ব্বে গ্রাম্যধর্ম্মের স্মারক লিঙ্গাদি জ্ঞান জন্মিয়া থাকে বলিয়া লজ্জানিবারণার্থ কৌপীনবস্ত্র ধারণ করিতে হইবে।

চীরাজিনবাসঃ ॥ ১২ ॥

অনাহতমন্ত্রঃ ॥ ১৩ ॥

ততঃ পূর্ব্বস্তু কৌপীনমেব বাসঃ পরিদধ্যাৎ চীরং বা, অজিনং স্যাদে ॥ ১২ ॥

সাধনমাহ,—শব্দব্রহ্মময়ঃ শব্দোঽনাহতঃ, সএব মননান্মন্ত্রঃ কর্ত্তব্যঃ। যথাহ ;—

"শব্দব্রহ্মময়ঃ শব্দোঽনাহতো যত্র দৃশ্যতে।

অনাহতাখ্যং তৎপদ্মং মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতম্ ॥" ইতি।

উৎকৃষ্য তত্র মন্ত্রেতেতি স্বান্তম্ ॥ ১৩ ॥

তাহার পূর্ব্বে চীরবস্ত্র, বা অজিনকে কৌপীন করিয়া পরিধান করিবে। কৌপীন ত্যাগের যোগ্য না হইয়া কৌপীন ত্যাগ করিলে লোকে তাহাকে প্রপঞ্চ ও শঠ বলিয়া উপহাস করে; সুতরাং যাহাতে লোকে উপহাস করিতে পারে এবং নিজেও তাহা নিভৃতে ভাবিয়া লজ্জা বোধ করিতে পারে। অতএ কামাদি বৃত্তি দাহের পূর্ব্বে কৌপীন ত্যাগ কর্ত্তব্যই নয়। কৃষ্ণসার মৃগাদির চর্ম্ম অথবা ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডকে কৌপীন করিয়া ধারণ করিবে ॥ ১২ ॥

নিস্ত্রৈগুণ্য স্বরূপানুসন্ধান দ্বারা শ্মশানে অনাহতাঙ্গী দেবীর আবির্ভাব করাইয় মায়া মমতা অহঙ্কারের দাহ করিবার উপদেশ করা হইয়াছে। সর্ব্বব্যাপক প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বারা কর্ম্ম নির্ম্মূলন করিতে আদেশ করা হইয়াছে। তারপর ভ্রান্তি হরণ করিতে এবং কামাদি বৃত্তি দাহ করিতে বলা হইয়াছে মাত্র, কিরূপ মনন করিয়া সে কার্য্য সমাধা করিবে, তাহাই এখন বলিতেছেন। শব্দ বলিতে শব্দ ব্রহ্ম। তিনিই অনাহত, কোনরূপেই তাহাকে আঘাত করিতে পারে না বলিয়া সেই অনাহত শব্দব্রহ্ম, বা পরা কুণ্ডলী শক্তি মন্ত্র; তাঁহার মনন করা হয় বলিয়া মন্ত্র পদ বাচ্য তিনি। ইহা কথিত হইয়াছে ;—যে স্থানে শব্দ ব্রহ্মময় অনাহত শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়—জ্ঞাত হওয়া যায়, মননকারী আচার্য্যগণ সেই পথকে অনাহত নামে পরিকীর্ত্তিত করিয়াছেন। মূলাধার হইতে উত্থিত করিয়া আনিয়া অনাহত স্থানে রাখিয়া তাঁহার মনন করিতে হইবে, এটুকু মনের ভাব ॥ ১৩ ॥

অক্রিয়য়ৈবজুষ্টম্ ॥ ১৪ ॥

স্বেচ্ছাচারঃ ॥ ১৫ ॥

স্বস্বভাবো মোক্ষঃ পরব্রহ্ম ॥ ১৬ ॥

অক্রিয়য়া কর্ম্মরাহিত্য লক্ষণেন জুষ্টং সেবিতমেব যোঽপি অনাহত মন্ত্রজপোপদেশঃ কৃতঃ, নাসৌ ক্রিয়ালক্ষণঃ স্বভাবতএব যো ভবতি, স এব ॥ ১৪ ॥

এবং স্বেচ্ছাচার উন্মত্তবদ্বালবদ্বাঽনাবিস্কৃর্ব্বন্নন্বয়াদেব ॥ ১৫ ॥

তথাচ স্বস্বভাবো মোক্ষঃ পরংব্রহ্ম ভবতি ॥ ১৬ ॥

এই যে অনাহত মনন বলা হইল, ইহা মনের চিন্তনাখ্য ক্রিয়াবিশেষ নহে; এভাব স্বভাবতই সকলের অনেক সময়ে হইয়া থাকে,তখন তাহারা অভ্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় কথা বলে এবং নিষ্কাম সদৃশ লক্ষিতও হইয়া থাকে। অতএব স্বভাবতঃ যে ভাব অনাহত সাক্ষাৎকার হয়, সেইভাবে অনাহত সাক্ষাৎকার করিবে। অনেকে বল পূর্ব্বক এইমন্ত্র জপ করিয়া থাকেন; কিন্তু নির্ব্বাণকল্পে স্বাভাবিক ভাবে সেই মন্ত্র জপ করিবার আদেশ করা হইল ॥ ১৪ ॥

আরও একটী কর্ত্তব্য এই যে স্বেচ্ছাচার হইবে;—উন্মত্তের ন্যায়, বা বালকের ন্যায় আচরণ করিবে। উন্মত্ত, বা বালকের যেমন ইন্দ্রিয় আবিষ্কার হয় না, এবং তাহারা যেরূপ আবিষ্কার ইচ্ছা করিয়াও করিতে পারে না; সেইরূপ অনাবিষ্কৃত লিঙ্গ হইবে। পুষ্পকলিকার ন্যায় অন্তরিন্দ্রিয়ও বাহেন্দ্রিয়রাশিকে অপ্রস্ফুটিত কোরকবৎ করিবে। ইহা যদিও শ্রবণ ও মনের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া অন্যান্য শ্রুতিতে দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি সে শ্রুতি ইহার ক্রমিক স্থান নির্দ্দেশ করে নাই। তবে সেটি একটী কর্ত্তব্য, এইমাত্র তদ্দারা প্রতিপাদিত করা হইয়াছে। নির্ব্বাণকল্পের আদেশ এই যে, যখন কামাদিবৃত্তি দাহের জন্য অনাহত মন্ত্র জপ করিতে হইবে, তখনই স্বেচ্ছাচার গ্রহণ করিতে হইবে। পূর্ব্বে তাহার চেষ্টা করা অবশ্যই ইহা দ্বারা প্রতিষিদ্ধ হয় নাই ॥ ১৫ ॥

এই স্বাভাবিকভাবে অনাহত মন্ত্রজপ, এবং স্বেচ্ছাচার স্বীকার দ্বারা ভ্রান্তি হরণ ও কামাদিবৃত্তিদাহ হইবে। ইহা হইলেই, আত্মজ্ঞান কঠিন ও দৃঢ়ভাবে অবস্থান করিবে। তখন আর কামাদিবৃত্তি, বা ভ্রান্তিদর্শন সেই আত্মজ্ঞানের

প্লববদাচরণম্ ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মচর্য্যশান্তিসংগ্রহণম্ ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমেঽধীত্য বানপ্রস্থাশ্রমেঽধীত্য সসর্ব্বসংবিন্ন্যাসং সন্ন্যাসম্ ॥ ১৯ ॥

তস্মিংশ্চ প্লববদাচরণং কর্ত্তব্যং, পুনরনিষ্টহানয়ে। আচরণং সংব্যবহারঃ ॥ ১৭ ॥

তদা চ ব্রহ্মচর্য্যশান্তিসংগ্রহণং ভবেৎ; অন্যথা স্খলনমেব ॥ ১৮ ॥

এবং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে গুরুতোবেদম্ অধীত্য সন্ন্যাসং কুর্য্যাৎ, অথবা বানপ্রস্থাশ্রমে গুরুতোঽধীত্য, গার্হস্থ্যে বা, যদ্বাতদ্বা সন্ন্যাসং কুর্য্যাৎ। সন্ন্যাসাকরণে সন্ন্যাসিনো

উপরে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না; সুতরাং তখনই যে স্বস্বভাব পরব্রহ্ম প্রকাশ হন, তিনি সেই মোক্ষস্বরূপ ॥ ১৬ ॥

যখন এমন অবস্থার উদয় হয়, তখন প্লবের ন্যায় আচরণ করিবে। যেমন ভেলা, বা নৌকাদি জলের উপর ভাসিয়াই বেড়ায়, ডোবে না, সেইরূপ জগদ্ব্যবহারে ভাসিয়া বেড়াইবে। কখনই জগদ্ব্যবহারের মধ্যে প্রবেশ করিবে না; কারণ, আবার অনিষ্ট হইতে পারে। যদিও অনিষ্টপাত হইবার সম্ভাবনা নাই। আত্মজ্ঞান কামাদিবৃত্তির আঘাত সহ্য করিবার শক্তি পাইয়াছে, তথাপি সাবধান থাকা আবশ্যক। নীতিবিগর্হিত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ১৭ ॥

যখন এমন হইবে, তখন তাহার সেই ব্যবহার ব্রহ্মচর্য্য ব্রতানুষ্ঠানের ফল অনন্তশক্তি সংগ্রহ করিয়া আনিবে। পরমহংস পরিব্রাজক তখন সকল ভাবনা চিন্তার হাত এড়াইয়া শান্তিসুখে সুখী হইবে। ইহার অন্যথাচরণ করিলেই পতন, এবং ইহার পূর্ব্বেও শান্তিলাভের আর উপায় নাই ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মচর্য্যশব্দের উপস্থিতি হওয়ায় তৎসম্বন্ধে অন্যান্য বিশেষ কিছু বিধান করিতেছেন এই একোনবিংশ সূত্রদ্বারা। যথা, এইত জানিতে পারা গেল যে প্রথমে যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ব্রত গ্রহণ করা হইয়াছিল, যথারীতি তাহার পালন করিলে, চরমে শান্তি লাভ করা যায়। শান্তিলাভ অবশ্য সর্ব্বসন্ন্যাস ব্যতিরেকে উপপন্ন হয় না। এইজন্য ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে গুরুর নিকট বেদাধ্যয়ন করিয়া সন্ন্যাস করিবে; অথবা বানপ্রস্থাশ্রমে গুরুর নিকট বেদাধ্যয়ন করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে; কিংবা গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া বৈরাগ্য জন্মিলে সন্ন্যাস স্বীকার করিবে। যাহাই

অন্তে ব্রহ্মাখণ্ডাকারম্ ॥ ২০ ॥

ব্রহ্মণঃ স্বরূপং জ্ঞাতুং নৈব শক্যোতীতি সর্বৈর্বিশ্বৈঃ সহ তদীয়ায়াঃ সংবিদশ্চ জ্ঞানস্য ন্যাসং কুর্যাৎ, যতো ন্যাসমেবাত্যরেচয়ৎ। সন্ন্যাস লক্ষণঞ্চৈতৎ। অযঞ্চ বৈরাগ্য প্রযুক্তো জাবালানাং পরমহংস পরিব্রাজকাদীনাঞ্চ। তথাহি ;—

"ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ, বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ ; যদিবেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ, গৃহাদ্বা বনাদ্বা।" ইতি।

তথা,—"যদহরেব বিরজেত্তদহরেব প্রব্রজেৎ, গৃহাদ্বা, বনাদ্বা।" ইতি।

তথাচ সসর্ব্বসংবিন্ন্যাস এব সন্ন্যাসঃ কার্য্যঃ ॥ ১৯ ॥

ফলমাহ ;—অন্তে ব্রহ্ম অখণ্ডাকারমুদ্ভবতি সংসর্গাসঙ্গি সম্যগ্রূপম্ ॥ ২০ ॥

হউক, সন্ন্যাস করিবে। সন্ন্যাস না করিলে, ব্রহ্ম হইতেছেন সন্ন্যাসী ; তাঁহার স্বরূপ জানিতে সমর্থ হইবে না। এইজন্য সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চের সহিত তাহার জ্ঞানের ন্যাস করিবে, নিশ্চয়পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে, কারণ অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স লাভের যত প্রকার উপায় আছে, তন্মধ্যে ন্যাসকেই অতিরিক্ত প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, ইহা শাখান্তরে শুনিতে পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা সন্ন্যাস লক্ষণ কি, তাহাও বলা হইল। বলা হইল, বিষয় ও বিষয়সম্বন্ধ জ্ঞানকে সম্যক্-ভাবে পরিত্যাগ করাই সন্ন্যাস।

এই সন্ন্যাস বৈরাগ্য হইলেই করিতে হয়, ইহা জাবাল ও পরমহংস পরিব্রাজকদিগের উপনিষদে বলা হইয়াছে। যথা,—যদি বৈরাগ্য নাই হয়, তবে ব্রহ্মচর্য্যব্রত সমাপিত করিয়া গৃহী হইবে। যদি গৃহস্থাশ্রমের সেই ঈর্ষা দ্বেষাদি ভীষণ যন্ত্রণায়ও তাহার বৈরাগ্যোদয় না হয়, তবে গৃহী হইয়া পরে সময়মত বান প্রস্থাশ্রম স্বীকার করিয়া বনী হইবে। যদি তথায়ও বৈরাগ্য সঞ্চার না হয়, তবে যথাসময়ে বিধানানুসারে প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিবে। বৈরাগ্য যদি হয়, তবে সেখানেই হইবে, গৃহে হয়, গৃহ হইতে, আর বনে হয় বন হইতে প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিবে। অন্যত্র উক্ত হইয়াছে,—যে দিনেই বিরাগ প্রাপ্ত হইবে, সেই দিনেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে ; তা গৃহ হইতেই হউক, আর বন হইতেই হউক। তাহা হইলে, সসর্ব্বসংবিন্ন্যাসরূপ সন্ন্যাস করিতে হইবে ॥ ১৯ ॥

সন্ন্যাসের ফল কি, তাহা বলিতেছেন ;—"অন্তে ব্রহ্ম অখণ্ডাকারম্।" ইতি।

নিত্যং সর্ব্বসন্দেহনাশনম্ ॥ ২১ ॥

এতন্নির্ব্বাণদর্শনং শিষ্যং (বিনা) পুত্রং বিনা ন দেয়মিত্যুপনিষৎ ॥ ২২।২৩ ॥

ওঁ বাঙ্মে মনসীতি শান্তিঃ ॥

ইতি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

ইতি ঋগ্বেদান্তর্গত নির্ব্বাণোপনিষৎ সমাপ্তা।

তদেব নিত্যং সর্ব্বসন্দেহাভাবরূপম্। সর্ব্বসন্দেহ পদোন্মূলনেনৈব তস্য সম্যগ্রূপতা নিত্যসিদ্ধা ॥ ২১ ॥

এতন্নির্ব্বাণদর্শনং ব্রহ্মাত্মৈকত্ব সাক্ষাৎকারঃ। দ্বির্ব্বচনমধ্যায় সমাপ্ত্যর্থম্। শান্তিরত্র কর্ত্তব্যা "বাঙ্মে মনসী"ত্যাদিনা ॥ ২২।২৩ ॥

ইতি ঋগ্বেদান্তর্গত নির্ব্বাণোপনিষদ্বৃত্তৌ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

সমাপ্তাচেয়ং নির্ব্বাণোপনিষৎ ॥

সন্ন্যাসের শেষে, সন্ন্যাস প্রকৃত সিদ্ধ হইলে অখণ্ডাকার ব্রহ্ম আপনা আপনি প্রকাশ পাইয়া থাকেন। অখণ্ড শব্দের অর্থ যে জ্ঞানে কোনরূপ সম্বন্ধের লেশ মাত্র গন্ধও নাই, অথচ ঠিক জ্ঞানরূপই অনন্ত অপরিসীম পরিপূর্ণ কেবল জ্ঞান আর জ্ঞান, কেবলি জ্ঞান ॥ ২০ ॥

ইহা নিত্যসিদ্ধ পদার্থ, এবং যতকিছু সন্দেহ এ জগতে থাকিবার সম্ভাবনা, সেই সমস্ত সন্দেহ সমূলে উন্মূলিত করিয়াই আবির্ভূত হয় বলিয়া এ জ্ঞান নিত্যসিদ্ধ সম্যক্, বা সমীচীন ॥ ২১ ॥

এইটিই নির্ব্বাণদর্শন, বা মোক্ষজ্ঞান, বা ব্রহ্মাত্মৈকত্ব সাক্ষাৎকারাখ্য ব্রহ্মজ্ঞান। সূত্রের দ্বিরুক্তি এই তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্তি হইল, ইহা বুঝাইবার জন্য। ইহা দ্বারা

নির্ব্বাণোপনিষৎ যে পরিসমাপ্ত হইল, তাহাও বুঝিতে হইবে। আবার নির্ব্বাণ-দর্শন-শব্দের অভ্যাস করায় নির্ব্বাণদর্শনও যে এই, এবং ইহাই যে সর্ব্বশ্রুতিসম্মত, তাহাও দৃঢ়তাসহকারে প্রখ্যাপিত করা হইল। এই স্থলে "বাঙ্মে মনসি" ইত্যাদি শান্তি পাঠ করিতে হয় ॥ ২২।২৩॥

নির্ব্বাণোপনিষদ্বৃত্তির বঙ্গানুবাদে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

নির্ব্বাণোপনিষৎ সমাপ্ত হইল ॥

ঋগ্বেদীয় পঞ্চম উপনিষৎ ॥

॥ * ॥ ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥ * ॥